সূরাহ বানী-ইসরাঈল	পারা : ১৫

সূরাহ বানী-ইসরাঈল/সূরাহ ইসরা ১৭ سورة بنى اسرائيل

বানী অর্থ বংশধর আর ইসরাঈল হলো ইয়াকুব আ.এর অপর নাম। বানী-ইসরাঈল অর্থ ইসরাঈলের বংশধর। ইয়াকুব আঃএর বংশধরকে বানী-ইসরাঈল বলা হয়। তারা ইয়াহুদ নামেও পরিচিত। আর ইসরা-অর্থ রাতে ভ্রমণ। জিবরাঈল আঃ এক রাতে রাসূল সাঃকে নিয়ে মক্কাহ থেকে জেরুসালেম/জেরুজালেম (বাইতুল মাকদিস) গিয়ে ছিলেন। প্রায় ১৫০০ কিলোমিটারের এ সফরকে ইসরা বলা হয়। রাসূল সাঃ জেরুসালেম/জেরুজালেম থেকে সপ্ত আকাশ ভ্রমণ করে সিদরাতু-ল-মুনতাহা পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলেন। ঊর্ধ্ব আকাশের এ সফরকে বলা হয় মি'রাজ। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ক্বাস্বাস্বের পর নাযিল হয়েছে। সূরাহ ইসরায় মোট আয়াত সংখ্যা ১১১টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

ইসরা ও মি'রাজ

১. মহীয়ান সেই সত্ত্বা যিনি তার বান্দা (মুহাম্মাদ)কে রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদ হারাম থেকে মাসজিদ আক্বসা (মাক্কাহ থেকে জেরুজালেম) পর্যন্ত, যার চারপাশে আমি অনেক কল্যাণ রেখেছি, (এ সফর) আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রুতা, সর্বদ্রষ্টা।

জ্ঞাতব্যঃ ইসরা-ও মি'রাজের সফর ছিল রাসূল সাঃ'এর জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সফর। এক রাতের এ সফরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

- ❖ মক্কাহ থেকে বাইতু-ল-মাক্বদাস পর্যন্ত সফরকে ইসরা- বলা হয়। ইসরার কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ইসরা-র সফর অস্বীকার করলে কুফর হবে।
- ❖ (এ সফরের দ্বিতীয় অংশে) রাসূল সাঃ এক এক করে সাত আকাশ, জান্নাত, জাহান্নাম, সিদরাতু-ল-মুনতাহা, ইত্যাদি ভ্রমণ করেছেন। এ সফরের নাম মি'রাজ। মি'রাজের কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তবে সাহীহ হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে।

শহর ও মসজিদ পরিচিতিঃ বাইতু-ল-মাক্বদিস একটি শহরের নাম। এটা মানব সভ্যতার আদি শহর। শহরটিকে আল-কুদসও বলা হয়, এ শহরেই আল-আক্বস্বা মসজিদ অবস্থিত, যা প্রথম নির্মাণ করেছিলেন আদম আ. এবং পরে নবী দাউদ ও সুলাইমান আ. পুনঃনির্মান করেছিলেন। আল-কুদস বর্তমান ফিলিস্তিনের রাজধানী কিন্তু ইসরাঈলী ইয়াহুদীরা এটা জবর দখন করে রেখেছে। পশ্চিমাদের কাছে শহরটি জেরুসালেম নামে পরিচিত, জেরুসালেম অর্থ শান্তির আবাস। পশ্চিমারা অনেক ক্ষেত্রে ইংলিশ "ং" অক্ষরকে "জ" উচ্চারন করে থাকে, যেমন ইসলামকে তারা বলে ইজলাম, মুসলিমকে বলে মুজলিম, ইত্যাদি, তাই জেরুসালেমকে তারা বলে জেরুজালেম।

তাদের উচ্ছারন শোনেই আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষিত মানুষেরা "জেরুজালেম" লিখতে শুরু করেন। তাই আমাদের কাছে শহরটি জেরুজালেম নামেই পরিচিতি পেয়েছে।

وَ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ﴿٢﴾ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ﴿٣﴾

আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ

২. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং এ কিতাবকে বানী-ইসরাঈলের জন্য পাথেয় হিসেবে নির্ধারণ করেদিয়েছি, (সুতরাং আমি-ই তোমাদের বৈধ বিধানদাতা, একমাত্র নীতিনির্ধারক) তোমরা আমাকে ছাড়া অন্যকে ওয়াকীল (নীতিনির্ধারক) বানিও না।

৩. আমি যাদেরকে নূহের সাথে জাহাজে তুলেছিলাম (তোমরা সবাই) তাদের বংশধর। নিশ্চয় সে আমার শোকরগোজার বান্দা ছিল।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ-ই একমাত্র সার্বিক বিধানদাতা এবং সার্বিক নীতিনির্ধারক। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আইন বা বিধান বানাতে হলে বা কোনো নীতি ঠিক করতে হলে আল্লাহর দেয়া মূলনীতি মেনে-ই এটা করতে হবে। আল্লাহর দেওয়া মূলনীতির বাইরে গিয়ে আইন বা বিধান বানালে কুফর ও শিরক হবে। যে বা যারা এমন করবে এবং যে বা যারা এসব মেনে নেবে তাদের সকলের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে। আর ওই ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে। এমন লোকের জানাজা করতে এবং তার জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন মহান রাব্ব। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪) আইন বা বিধান বানাতে হলে মানুষকে আল্লাহর দেয়া মূলনীতি মেনেই বানাতে হবে।

وَ قَضَيْنَاۤ اِلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤﴾ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَاۤ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ وَ كَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ اَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ جَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ﴿٦﴾ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۪ وَ اِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ؕ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ لِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ﴿٧﴾ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَ اِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ﴿٨﴾

বানী-ইসরাঈলের ফাসাদ ও আল্লাহর আযাব

৪. আমি কিতাবে (তাওরাতে) বানী-ইসরাঈলকে জানিয়ে দিয়েছিঃ তোমরা দুইবার যমীনে (বড় ধরনের) ফাসাদ করবে এবং অতি বাড়াবাড়ি করবে।

৫. যখন এ দুইটি ফাসাদের প্রথমটির প্রতিশ্রুতকাল চলে এলো আমি তখন আমার একদল শক্তিশালী কঠিন হৃদয়ের বান্দাকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের ঘরে ঘরে প্রবেশ (করে গণহত্যা) করেছে। আর এভাবে-ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬. এরপর আমি আবার তোমাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছি। ধনে-জনে শক্তিশালী করেছি, দিয়েছি বিরাট জনশক্তি।

৭. (তারপর বলে দিয়েছি) ভালো করলে তোমাদের কল্যাণ হবে আর পাপ করলে এর ফল ভোগ করতে হবে। দ্বিতীয়বার (ফাসাদ করার পর) প্রতিশ্রুত মেয়াদ চলে এলে (আবার একদল মানুষ পাঠিয়েছি) যারা তাদের মুখকে মলিন করে দিয়েছে। প্রথমবারের মত এবারও মাসজিদে প্রবেশ করেছে এবং তাদের সকল অর্জন ধ্বংস করে (দেশ ও সমাজকে তছনছ করে) দিয়েছে।

৮. (তারপর বলে দিয়েছিঃ আর ফাসাদ না করলে) প্রভু হয়ত তোমাদের প্রতি করুণা করবেন। কিন্তু তোমরা (আবার ফাসাদে) ফিরে এলে আমরাও (আযাব নিয়ে) ফিরে আসব। আমি জাহান্নামকে কাফিরদের বন্দিশালা হিসেবে নির্ধারণ করেছি।

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ﴿٩﴾

আল-কুরআনের পথ

৯. নিশ্চয় এ কুরআন এমন পথে পরিচালিত করে যা সঠিক ও সু-প্রতিষ্ঠিত। আর যেসব মুঅমিনরা (কুরআনের বিধান মত) সৎকাজ করে তাদের দেয় নিশ্চিত মহাপুরস্কারের সুসংবাদ।

وَّ اَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٠﴾ وَ يَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿١١﴾

মানুষের বদ স্বভাব

১০. আর যারা আখেরাতের বিশ্বাসে অবিচল নয় তাদের জন্য তৈরি করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

১১. মানুষ কল্যাণের (ঈমান গ্রহণের) বদলে অকল্যাণ (আযাব) কামনা করে। মানুষ বড়ই তাড়াহুড়াকারী।

وَ جَعَلْنَا الَّيْلَ وَ النَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَ جَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ وَ كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿١٢﴾

রাত ও দিন বানানোর রহস্য ও কারণ

১২. আমি রাত ও দিনকে দুটি শিক্ষণীয় নিদর্শন হিসেবে নির্ধারণ করেছি। রাতের নিদর্শনকে আমি আলোকহীন করে দিয়েছি আর দিনের নিদর্শনকে করেছি দৃষ্টিনন্দন। (আমি এগুলোকে এমনভাবে সাজিয়েছি) যেন তোমরা প্রভুর ফজল (জীবিকা) অন্বেষণ করতে পারো এবং (দিন ও মাসের) হিসাব (সংরক্ষণ) ও বছর গণনা করতে পারো। আমি প্রতিটি বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করি।

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓىِٕرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿١٣﴾ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٤﴾

মানুষের ভাগ্য, কর্ম ও আমলনামা

১৩-১৪. আমি প্রতিটি মানুষের ঘাড়ে তার ভাগ্য ও কর্মকে সংযুক্ত করে দিয়েছি (সুতরাং কেউ তার ভাগ্য ও কর্ম থেকে পালাতে পারবে না) আর পরকালে প্রতিটি মানুষের জন্য একটি করে কিতাব (আমলনামা, রিপোর্ট বুক) বের করব যা উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। (আর বলা হবে) তোমার কিতাব পড়, আজ তোমার হিসাবের জন্য তুমি-ই যথেষ্ট।

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾ وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ﴿١٦﴾

আযাবের ব্যাপারে আল্লাহর রীতি

১৫. যে ব্যক্তি সঠিক পথে চলল সে নিজের-ই কল্যাণ করলো আর যে বিভ্রান্ত হয়ে গেল সে নিজের-ই সর্বনাশ করলো। কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না। আর আমিও রাসূল না পাঠিয়ে কাউকে আযাব দেই না।

১৬. আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাইলে (প্রথমে ওই জনপদের) নেতাদেরকে সুযোগ দেই। তারা (নেতারা) পাপাচারে মেতে উঠলে (আমার আযাবের) বাণী অবধারিত হয়ে যায়। তখন (আযাব পাঠিয়ে) সমূলে ধ্বংস করে দেই।

জ্ঞাতব্যঃ নেতাদের ধ্বংস করা হয় এজন্য যে, তারা জাতিকে পাপের পথে পরিচালিত করেছে। আর জনতাকে ধ্বংস করা হয় এজন্য যে, জাতিকে পাপের পথে পরিচালিত করা সত্ত্বেও তারা নেতাদের সমর্থন করেছে।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿١٧﴾

পাপের হিসাব সংরক্ষণ ও বান্দাদের পর্যবেক্ষণ

১৭. নূহের পর যুগে যুগে কত জাতিকে আমি ধ্বংস করেছি। বান্দার পাপের হিসাব এবং তাদের পর্যবেক্ষণের জন্য তোমার প্রভু-ই যথেষ্ট।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿١٩﴾

দুনিয়া ও আখেরাত

১৮-১৯. যে ব্যক্তি নগদ (দুনিয়া) চায় (সে জেনে রাখুক) আমি এ দুনিয়ায় তাকে এতোটুকুই দেই যতটুকু আমি চাই। আর (দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়ার অপরাধে) তার জন্য নির্ধারণ করি জাহান্নাম। সে নিন্দিত ও ধিকৃত হয়ে সেখানে প্রবেশ করবে। আর যে আখেরাত কামনা করে এবং আখেরাতের জন্য মেহনত করে, সে যদি মুঅমিন হয় তবে তার মেহনত ফলপ্রসূ হবে-ই।

জ্ঞাতব্যঃ যে দুনিয়া চায়, সে তার চাহিদা মত পায় না। আল্লাহ তার জন্য যতটুকু বরাদ্দ করেছেন ততটুকু-ই পায়। আর যে আখেরাত চায় আখেরাতের জন্য কাজ করে তার কাজ ফলপ্রসূ হয় কিছু শর্ত সাপেক্ষে। এসব শর্তের অন্যতম হলো ঈমান। কারো ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে তার আ'মাল ও ইবাদাত বরবাদ হয়ে যায়। আর যেকোনোভাবে কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। (এসম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" দেখে নিতে পারেন।)

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿٢٠﴾

আল্লাহর করুণা সবার জন্য উন্মুক্ত

২০. শোনো! তোমার প্রভুর করুণা আমরা এদের এবং ওদের (দুনিয়াদার ও দ্বীনদার) সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি। (এ দুনিয়ায়) তোমার প্রভুর করুণা কারো জন্যই নিষিদ্ধ নয়।

জ্ঞাতব্যঃ এ দুনিয়ায় প্রভুর করণা সবার জন্য উন্মুক্ত, এটা হলো প্রভুর রাহমান (করুণাময়) নামের প্রতিফলন। তবে এ করুণা হবে সীমিত পরিসরে, প্রভুর ইচ্ছামত এবং এ করুণা হবে ক্ষণস্থায়ী, সীমিত সময়ের জন্য। আর আখেরাতে প্রভুর দয়া শুধুমাত্র মুঅমিনদের জন্য। এটা হলো মহান প্রভুর রাহীম (দয়াময়) নামের প্রতিফলন। আর এ দয়া হবে অসীম। যে যা চায় সব পাবে বরং চাহিদার চেয়ে অনেক বেশী পাবে এবং এ দয়া হবে চিরস্থায়ী, অন্তহীন সময়ের জন্য। (অধিক সম্মানার্থে আল্লাহকে বুঝাতে আরবিতে 'আমরা' ব্যবহৃত হয়।)

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢١﴾

সর্বমহান ও সম্মানজনক মর্যাদা

২১. লক্ষ করোঃ আমি কিভাবে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দেই। (দুনিয়ায় অনেক সময় অবাধ্য কাফিরকেও ধনে, জনে ও সম্মানে প্রাধান্য দেয়া হয়। কিন্তু আখেরাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা শুধু-ই মুঅমিনদের জন্য) আর আখেরাতের শ্রেষ্টত্ব ও মর্যাদাই সর্বমহান এবং সম্মানজনক।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٢﴾

আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ গ্রহণ করার পরিণতি

২২. (হে আমার বান্দা! সাবধান!!) আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ গ্রহণ করো না। এতে তুমি নিন্দিত ও ধিকৃত হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্যঃ মানুষ যার দাসত্ব করে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যার আনুগত্য ও কর্তৃত্ব মেনে চলে, যার কাছে শর্তহীন ভাবে আত্মসমর্পণ করে, যিনি মানুষকে পাপের সাজা ও পুণ্যের পুরস্কার দেন, যিনি অভাব দূর করেন, ক্ষমা করেন, তাওবাহ কবুল করেন তিনি-ই ইলাহ। আল্লাহ-ই একমাত্র ইলাহ আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া। কিন্তু আফসোস! অধিকাংশ মানুষ-ই তার নিজের এবং দলীয় "হাওয়া"কে ইলাহ মনে করে। (দেখুন সূরাহ জাছিয়াহঃ ৪৫ঃ ২৩)

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾

আল্লাহর সিদ্ধান্ত

২৩. তোমার রাব্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত আর কারো ইবাদাত করবে না। আর বাবা-মার সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে। তাদের কোনো একজন বা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের সাথে বিরক্তিসূচক কথা বলবে না, তাদের ধমক দিবে না বরং তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

২৪. তোমরা তাদের প্রতি বিনয়ী ও সদয় হবে এবং (তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে) বলবেঃ হে রাব্ব! তুমি তাদের দয়া করো যেমন শিশুকালে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন। (যিনি মালিক, যিনি সকলের প্রয়োজন মিটান, বৈধ-অবৈধ নির্ণয় করেন তথা জীবন বিধান ঠিক করে দেন, তিনিই রাব্ব।)

২৫. তোমাদের অন্তরের খবর প্রভু খুব জানেন। তোমরা ভালো হলে (মনে রেখো) নিশ্চয় তিনি বিনয়ীদের প্রতি ক্ষমাশীল।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۭ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

ইসলামী সমাজনীতিঃ মানবাধিকার ও তাবযীর

২৬. আত্মীয়স্বজনকে তাদের অধিকার দাও, (অধিকার দাও) গরীব, পথিক (তথা সকলকে), এতে সামান্যতম তাবযীর করো না। (এখান থেকে ৩৮ পর্যন্ত ১৩ আয়াতে ইসলামী সমাজনীতির কিছু মৌলিক বিষয় বর্ণিত হয়েছে।)

জ্ঞাতব্যঃ মানবাধিকার রক্ষায় এ আয়াত একটি মাইলফলক। এখানে আত্মীয়, অনাত্মীয়, গরীব, অসহায়, পথিকসহ সকলের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। মানুষকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দেয়া আল্লাহর হুকুম । ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা মহাপাপ। (অধিকার সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৫ম বই "অধিকার")

২৭. তাবযীরকারীরা অবশ্য-ই শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর অবাধ্য।

জ্ঞাতব্যঃ "তাবযীর" অর্থ অপচয়, অনিয়ম, অপব্যবহার, অবৈধ খরচ। ইসলামী বিধান মতে সম্পদ, সময় বা দায়িত্বে তাবযীর করা একটি বড় পাপ। তাবযীর অনেক পাপের জন্ম দেয়। তাবযীর শয়তানের পথ। তাবযীরকারীরা শয়তানের ভাই।

وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاۗءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٨﴾

আল্লাহর জন্য কাউকে কিছু দেওয়া থেকে বিরত থাকা

পটভূমিঃ একদা রাসূল সাঃএর কাছে কিছু সম্পদ এলো। তিনি সম্পদ বণ্টন করবেন শুনে একদল লোক এসে সাহায্য চাইলো। লোকগুলোর স্বভাব ভালো ছিল না। পাপ পথে সম্পদ ব্যয় করা তাদের সাধারণ অভ্যাস ছিল। রাসূল সাঃ মনে করলেন এদের দান করলে এ সম্পদ পাপের পথে ব্যয় হবে। তিনি এজন্য তাদের দিলেন না। এমন নীতির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

২৮. প্রভুর রহমত পাবার আশায় তুমি যদি কাউকে কিছু দেওয়া থেকে বিরত থাকো তবে তাদের সাথে সহজভাবে কথা বলবে।

জ্ঞাতব্যঃ কেউ যদি তোমার কাছে কিছু চায় আর তুমি যদি কোনো কারণবশত দিতে না চাও বা দিতে না পারো তবে অন্তত তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে, আর এটা হলো মুঅমিনের বৈশিষ্ট্য। আর যারা পাপ কাজে সম্পদ ব্যয় করে তাদেরকে সম্পদ না দেয়া-ই উত্তম। কাউকে কিছু দেয়ার আগে নিশ্চিত হতে হবেঃ যেন তোমার কষ্টার্জিত সম্পদ পাপের পথে ব্যয় না হয়। পরিপূর্ণ মুঅমিনের ৪টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আবু উমামাহ বাহিলী রা. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি...

- ভালোবাসলো আল্লাহর জন্য; (অর্থাৎ আল্লাহর ভালোবাসাকে তার ভালোবাসার মূলনীতি বানালো)
- ঘৃনা করলো আল্লাহর জন্য (অর্থাৎ আল্লাহর ঘৃনাকে তার ঘৃনার মূলনীতি বানালো)
- দান করলো আল্লাহর জন্য (মানে আল্লাহ থেকে প্রতিদান পাবার আশায় এমন কাউকে দান করল যে সৎপথে খরচ করবে)
- আর দেওয়া থেকে বিরতও থাকলো আল্লাহর জন্য (অর্থাৎ এমন কাউকে দেওয়া থেকে বিরত থাকলো যে আল্লাহর বিপক্ষে খরচ করবে)

সে অবশ্য-ই তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিল। (আবু-দাউদঃ ৪৬৮১, হাদীছটি সাহীহ)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿٢٩﴾

খরচে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা

২৯. (হে আমার বান্দা!) নিজের হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করে গলায় জড়িয়ে রেখো না, আবার একেবারে প্রসারিতও করে দিও না। (মানে কার্পণ্য করো না, আবার বে-হিসাব খরচও করো না। খরচে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। কারণ কার্পণ্য করলে অধীনস্থদের অধিকার নষ্ট হবে। তখন) তুমি নিন্দিত হবে, (আর বে-হিসাব খরচ করলে) নিঃস্ব হয়ে যাবে।

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿٣٠﴾

সবকিছু আল্লাহর এখতিয়ারাধীন

৩০. তোমার রাব্ব যাকে খুশী অনেক সম্পদ দান করেন আর যাকে ইচ্ছা সীমিত করে দেন। নিশ্চয় তিনি বান্দাদের প্রত্যক্ষ করেন, তিনি তাদের ব্যাপারে অবগত।

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۚ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿٣١﴾

দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা/জন্মনিয়ন্ত্রণ

৩১. (হে আমার বান্দারা!) দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করো না। (মনে রেখো!) তাদের এবং তোমাদের রিজিক আমি-ই দিয়ে থাকি। তাদের হত্যা করা অবশ্য-ই মহাপাপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

জ্ঞাতব্যঃ আগেকার দিনে জন্মনিয়ন্ত্রণের একমাত্র পদ্ধতি ছিল আযল। যৌন মিলনের শেষের দিকে নারী যোনির বাইরে বীর্যপাত করাকে আযল বলা হয়। আর বর্তমানে জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রধাণত দুটি পদ্ধতি চালু রয়েছে। যথা স্থায়ী পদ্ধতি ও সাময়িক পদ্ধতি।

অপারেশন করে পুরুষ বা নারীর ভিতরের রগ কেটে প্রজজন যন্ত্রের সাথে অন্ডকোষ বা ডিম্বাশয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। তখন আর পুরুষের বীর্যে থাকা শুক্রানোর সাথে নারী ডিম্বের সমন্বয় ঘটে না। তাই সন্তান জন্ম নেবার সকল সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যায়।

আর অস্থায়ী পদ্ধতি বা সাময়িক পদ্ধতি কয়েকভাবে হয়ে থাকে। যেমনঃ কন্ডম, পিল, ইনজেকশন, ইত্যাদি। কন্ডম ব্যবহারে পুরুষের বীর্যে থাকা শুক্রানোগুলো কন্ডমের ভিতরে-ই থেকে যায়। তাই নারীর জরায়ুতে থাকা ডিম্বের সাথে এর সাক্ষাৎ ঘটেনা। ফলে সন্তান জন্ম হয় না। আর পিল বা ইনজেকশনের মাধ্যমে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে শুক্রানো এবং ডিম্বকে ভিতরে-ই মেরে ফেলা হয়।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ দারিদ্রতার ভয়ে বা রিজিকের অভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করলে আল্লাহর রুবিয়্যাত (প্রভুত্ব) প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। তাই এমন কাজ কুফরের নামান্তর। তবে স্বাস্থ্যগত কারণে বা কোনো কারণ ছাড়া শুধু এখন সন্তান নিতে মন চাচ্ছে না বিধায় জন্মনিয়ন্ত্রণ করলে কুফর হবে না।

আইন ও বিধানঃ জন্মনিয়ন্ত্রনের স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এতে আল্লাহর সৃষ্টি বদলে ফেলা হয়। আর জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি নিষিদ্ধ নয় তবে উত্তমও নয়। কারণ একাধিক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবাগণ নিজ নিজ দাসীর সাথে আযল করার জন্য রাসূল সা.এর কাছে অনুমতি চেয়েছেন। রাসূল সা. তাদের নিষেধ করেননি আবার সুস্পষ্ট অনুমতিও দেননি।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

যিনা থেকে সাবধান

৩২. (হে আমার বান্দারা! সাবধান!!) তোমরা যিনার (নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন সঙ্গম) কাছেও যেও না। নিশ্চয় এটা হলো অশ্লীল কাজ এবং জঘন্যতম পন্থা।

আইন ও বিধানঃ ধ্বংসাত্বক ৭টি পাপের একটি হলো যিনা। যিনা করলে ঈমান বেরিয়ে যায়। যিনারত অবস্থায় ঈমানশূন্য থাকতে হয়। (দেখুন বুখারীঃ ৬৭৭২ হুদুদ)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿٣٣﴾

হত্যার বিচার

৩৩. আল্লাহ হারাম করেছেন এমন কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না। কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে তার ওয়ালীকে (অভিভাবকে,উত্তরাধিকারীকে,দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে প্রতিশোধ গ্রহণের আইনগত) অধিকার দেয়া হলো। (তবে সরকার ও সমাজকে এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। যেন) হত্যার ব্যাপারে কেউ নিয়ম বহির্ভূত কিছু করতে না পারে। (অপরাধীর বিচারে সরকার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ) তাকে (বিচারপ্রার্থীকে) অবশ্য-ই সাহায্য করবে।

আইন ও বিধানঃ হত্যার বিচারে অন্যতম একটি ইসলামী আইন হলো কিসাস। কিসাস আদালতের মাধ্যমে নিতে হয়। নিহত ব্যক্তির পরিবার চাইলে (বিনা বিনিময়ে বা চুক্তিভিত্তিক বিনিময় নিয়ে) কিসাস মাফ করতে পারবে। আদালত বা সরকার কিসাস মাফ করতে পারবে না। নিহত ব্যক্তির পরিবারের কোনো একজন মাফ করে দিলেই কিসাস রহিত হয়ে যায়। তখন অন্যভাবে বিচার করতে হয়।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٤﴾

ইয়াতীমের সম্পদ সংরক্ষণ

৩৪. (আত্মসাৎ করার বা ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে) তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যাবে না। তবে তারা বালিগ হওয়া পর্যন্ত ভালো উদ্দেশ্যে যেতে পারবে। আর সকল ওয়াদা পূর্ণ করবে। নিশ্চয় ওয়াদা সম্পর্কে (আল্লাহর কাছে) জবাবদিহি করতে হবে।

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٥﴾

ওজন ও পরিমাপ

৩৫. তোমরা যখন পরিমাপ করবে তখন পরিপূর্ণভাবে করবে, ওজন করবে ইনসাফের সাথে। এটা-ই উত্তম ও উৎকৃষ্ট পন্থা।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۗىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٦﴾

আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা

৩৬. তুমি যা জানো না তা নিয়ে (মানুষের) পিছু লেগো না। (মনে রেখো!) শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চিন্তাশক্তিসহ প্রতিটি ব্যাপারে-ই (তোমাদেরকে) জবাবদিহি করতে হবে।

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿٣٧﴾

বিনয়ী ও নম্র হও

৩৭. যমীনে দম্ভ করে চলো না। (মনে রেখো!) তুমি ভূপৃষ্ট বিদীর্ণ করতে পারবে না, উচ্চতায় পাহাড় ছুঁতে পারবে না।

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٨﴾

৩৮. উল্লেখিত সবই মন্দকাজ, প্রভুর কাছে সব-ই ঘৃনিত।

জ্ঞাতব্যঃ ২৬ থেকে ৩৮ পর্যন্ত ১৩ আয়াতে ইসলামী সমাজনীতির কয়েকটি মূল বিষয় বর্ণিত হয়েছে। লক্ষ্য করুন..

- ২৬ তম আয়াতে মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে। সুখী সমৃদ্ধ সমাজের জন্য মানবাধিকার অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানবাধিকার না থাকলে সমাজ সমৃদ্ধ হতে পারে না।
- ২৭ তম আয়াতে অপচয়, অনিয়ম, অপব্যবহার এবং অবৈধ খরচ থেকে বারণ করা হয়েছে। কারণ..
  - ❖ অপচয় দরিদ্রতা বাড়িয়ে তুলে,
  - ❖ অনিয়ম ন্যায় বিচার রহিত করে,
  - ❖ ক্ষমতা ও অর্থের অপব্যবহার শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে,
  - ❖ অবৈধ খরচ অবৈধ কাজের দিকে ধাবিত করে।
- ২৮ তম আয়াতে দুটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে..
  ১. মন্দলোক থেকে সম্পদের হেফাজত। কারণ মন্দলোকের হাতে সম্পদ বিধ্বংসী অস্ত্রের মত।
  ২. সবার সাথে সুন্দর ব্যবহার ও নম্রভাবে কথা বলতে বলা হয়েছে। সুন্দর ব্যবহার ও উত্তম কথা মানুষকে সৎপথে ফিরানোর উত্তম ব্যবস্থা।
- ২৯ তম আয়াতে কার্পণ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। নিষেধ করা হয়েছে বে-হিসাব খরচ করতে। কারণ ধনীদের কার্পণ্য সমাজকে নষ্ট করে। আর বে-হিসাব খরচ মানুষকে পাপের পথে ঠেলে দেয়।
- ৩০ তম আয়াতে বলা হয়েছে সম্পদ দেয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে খুশী বেশী দেন আর যাকে ইচ্ছা সীমিত। এ বিশ্বাস মানুষকে সম্পদের জন্য হাহুতাশ এবং হারাম উপার্জন থেকে বিরত রাখে। আর সম্পদের জন্য রাক্ষুসে মনোভাব এবং অবৈধ উপার্জন মানুষকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়।
- ৩১ তম আয়াতে বলা হয়েছে রিজিকের মালিক আল্লাহ। মানুষকে শান্ত ও অল্পে তুষ্ট রাখতে এ বিশ্বাসের বিকল্প নেই। আর অল্পে তুষ্টি ও শান্ত স্বভাব সমৃদ্ধ সমাজের জন্য অপরিহার্য।
- ৩২ তম আয়াতে যিনা থেকে বারণ করা হয়েছে। কারণ অবৈধ যৌনাচার মানুষকে চরিত্রহীন বানায় এবং সমাজকে ধ্বংস করে দেয়।
- ৩৩ তম আয়াতে বিচার বহির্ভূত হত্যা থেকে বারণ করা হয়েছে এবং ন্যায় বিচারের সার্থে ভিক্টিমকে সাহায্য করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ বিচার বহির্ভুত হত্যা সমাজকে ধ্বংস করে দেয় এবং ন্যায়বিচারের জন্য সরকার ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সাহায্য অপরিহার্য।
- ৩৪ তম আয়াতে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মস্যাৎ থেকে বারণ করা হয়েছে এবং সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

মানব সমাজে ইয়াতীমরা বড় অসহায়। আর অসহায়ের অধিকার রক্ষা সমাজ ও সরকারের দায়িত্ব। যে সমাজে অসহায় লোকজনের অধিকার রক্ষিত হয় সে সমাজ-ই সমৃদ্ধ সমাজ।

- ৩৫ তম আয়াতে সঠিকভাবে ব্যবসা করতে বলা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের হাতে দুর্নীতির সুযোগ সবচেয়ে বেশী। সমাজের উপর ব্যবসায়ীদের প্রভাবও খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। তাই সমাজকে সঠিক পথে চালাতে হলে ব্যবসায়ীদের অবশ্যই সৎ হতে হবে।
- ৩৬ তম আয়াতে অন্যায়ভাবে কারো পিছু না লাগতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ মানুষের শ্রবণশক্তি দৃষ্টিশক্তি ও চিন্তাশক্তির জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। মানুষ ও সমাজকে ঠিক রাখতে হলে জবাবদিহিতার বিকল্প নেই। আর আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা-ই শক্তিশালী জবাবদিহিতা। মনে রাখতে হবেঃ ব্যক্তি থেকে-ই সমাজ গঠিত হয়। তাই ব্যক্তির দৃষ্টি, শ্রবণ ও চিন্তা সঠিক পথে পরিচালিত হলে সমাজ ঠিক না হয়ে যাবে কোথায়?
- ৩৭ তম আয়াতে দম্ভ ও অহংকার থেকে বারণ করা হয়েছে। কারণ দাম্ভিক ও অহংকারীরা সমাজের ভাইরাস। এরা-ই সমাজকে নষ্ট করে বেশী।
- ৩৮ তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ উল্লেখিত সব কিছু-ই পাপ। তাই এসব থেকে বেঁচে থাকতে হবে। জনগণকে পাপ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব সরকারের।

ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾

শিরক থেকে সাবধান

৩৯. এসব (উল্লেখিত বিষয়সমূহ) প্রভুর নাযিলকৃত হিকমাহর (বিধানের) অংশ বিশেষ। (আর আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান মেনে নেওয়ার অর্থ হলো আল্লাহর প্রভুত্বে ও কর্তৃত্বে অন্যকে শরীক করে নেওয়া। সুতরাং হে মানুষ!) আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ গ্রহণ করো না। এতে তুমি ধিকৃত ও বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

জ্ঞাতব্যঃ মানুষ যার দাসত্ব করে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যার আনুগত্য ও কর্তৃত্ব মেনে চলে, যার কাছে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করে, যিনি মানুষকে পাপের সাজা ও পুণ্যের পুরস্কার দেন, যিনি অভাব দূর করেন, ক্ষমা করেন, তাওবাহ কবুল করেন তিনি-ই ইলাহ। আল্লাহ-ই একমাত্র ইলাহ। আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া।

اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ؕ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾

শিরকী কথা

৪০. (হে মানুষ! তোমরা নিজেদের জন্য পুত্র সন্তান পছন্দ কর আর ফিরিস্তাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করো।) তবে কী পুত্র সন্তানের ব্যাপারে প্রভু তোমাদেরকে-ই অগ্রাধিকার দিয়েছেন আর তিনি নিজে কন্যা হিসেবে ফিরিস্তাদেরকে গ্রহণ করেছেন? তোমরা অবশ্য-ই অনেক বড় (শিরকী) কথা বলে ফেলছ।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤١﴾

এক-ই আয়াত বারবার আসার কারণ

৪১. আমি এ কুরআনে (অনেক কিছু-ই) বারবার বর্ণনা করেছি, যেন তাদের স্মরণ থাকে /তারা বারবার আলোচনা করে/ তারা গ্রহণ করে। কিন্তু তথাপিও তারা দূরে সরে যাচ্ছে।

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤٣﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَ اِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَ لٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤٤﴾

আল্লাহর একত্ববাদ ও মহত্ত্ব

৪২. (হে নবী! সবাইকে) বলে দাওঃ আল্লাহর সাথে যদি অন্য কোনো খোদা থাকত, যেমনটি তারা বলছে। তবে আরশের অধিপতি পর্যন্ত পৌঁছাতে তারা (ওই খোদারা) কোনো না কোনো পথ বের করে ফেলত। (অর্থাৎ অন্য খোদারা একত্রিত হয়ে আল্লাহর ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করত)

৪৩. (কিন্তু আসলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো খোদা নেই।) তিনি মহীয়ান, তারা যা বলছে তিনি এসবের ঊর্ধ্বে, অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

৪৪. সাত আসমান, যমীন এবং এসবের মধ্যকার সকলে-ই তাঁর মহত্ত বর্ণনা করে, তাঁর প্রশংসা সম্বলিত তাসবীহ করে। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝ না। নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল।

وَ اِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ﴿٤٥﴾ وَّ جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِىْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿٤٦﴾

তাওহীদের আলোচনায় যাদের গাত্রদাহ শুরু হয়

পটভূমিঃ মুহাম্মাদ সাঃ সবেমাত্র নবী হয়েছেন। নবী হবার পর প্রথম কয়েকদিন কেটেছে ইবাদাতে মশগুল থেকে। এবার দাওয়াতী কার্যক্রম শুরুর তাগিদ এলো। নাযিল হলোঃ তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে (পাপের পরিণতি সম্পর্কে) সাবধান করে দাও। (২৬ শুয়ারাঃ ২১৪)

আল্লাহর আদেশ পেয়ে নবী সাঃ স্বাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন। উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেনঃ **ইয়া স্বাবাহা'**-। তখনকার দিনে বিশেষ কারণে লোক জমা করতে এমন করে ডাকা হত। হঠাৎ এমন ঘোষণা শুনে মানুষ কৌতূহলী হয়ে উঠলো। তারা জানতে চাইলো কে এ আহ্বানকারী। মুহাম্মাদ সাঃএর কথা শুনে লোকজন জড় হলো।

নবী সাঃ আব্দুল মুত্তালিব পরিবার, আব্দু মানাফ পরিবারসহ কুরাইশ পরিবারদের নাম ধরে ধরে সম্বোধন করলেন। তারপর বললেনঃ আমি যদি বলি শত্রু পাহাড়ের পিছনে অবস্থান নিয়েছে এবং অচিরেই তোমাদের উপর চড়াও হবে। তবে কি তোমরা বিশ্বাস করবে? সম্মিলিত কণ্ঠে জবাব এলো অবশ্যই। তুমি কোনোদিন মিথ্যা বলোনি। নবী সাঃ বললেনঃ আমি তোমাদেরকে এরচেয়ে কঠিন বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। আল্লাহর বিধান মেনে নাও নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে।

রাসূলের চাচা আবু-লাহাব মক্কার প্রভাবশালী ধনবান নেতা। আবু-লাহাব তথায় উপস্থিত ছিল। দুইহাত উত্তোলন করে বলে উঠলোঃ তুমি ধ্বংস হও, মুহাম্মাদ! তুমি ধ্বংস হও। এজন্য আমাদের ডেকে এনেছো? আবু-লাহাব চলে গেলো। অন্যরাও তার অনুকরণ করলো।

সেদিন থেকে সবাই পর হয়ে গেলো। যারা মনেপ্রাণে ভালোবাসত তারা ঘৃণা করতে লাগলো। শুরু হলো মিথ্যাচার

ও প্রপাগান্ডা। মুহাম্মদ (প্রশংসিত) নামকে ব্যাঙ্গ করে মুযাম্মাম (ধিকৃত) বলা শুরু হলো। ধর্মত্যাগী, ধর্ম বিকৃতকারী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, জাতির দুশমন, সমাজ বিরোধী ইত্যাদি কত মন্দ নামে ডাকা শুরু হলো। আর এসবের পিছনে অগ্রণী ভূমিকা ছিল আবু-লাহাব ও তার স্ত্রীর।

আবু-লাহাবের স্ত্রীর নাম আওরাহ, যাকে উম্মু জামীলাহ নামে ডাকা হত। আওরাহ ছিল জেদ্দী ও বদমেজাজী। রাসূল সাঃ ও মুসলমানদের নিন্দাবাদসহ ইসলাম বিরোধী সকল অপকর্মে সে আবু-লাহাবকে সাহায্য করত। তাদের সম্পর্কে নাযিল হলোঃ আবু-লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হবে, ধ্বংস হবে সে নিজেও। তার ধনসম্পদসহ সকল অর্জন বেকার হয়ে যাবে। সে নিক্ষিপ্ত হবে জ্বলন্ত আগুনে। সাথে তার ইন্ধনদাতা স্ত্রীও। তার গলায় মাসাদের দড়ি (জাহান্নামের দড়ি পরিয়ে দেয়া হবে)। (১১১ সূরাহ লাহাব)

সূরাহটি নাযিল হবার পর রাসূল সাঃ সবাইকে জানিয়ে দিলেন। আওরাহর কাছেও খবর পৌঁছে গেলো। সূরাহটি শুনতে কবিতার মত মনে হলো। আওরাহ মনে করলো তার ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করে মুহাম্মাদ তাদের নিন্দাবাদ করেছে। তাই সেও মুহাম্মাদ সাঃএর বিরুদ্ধে একটি ছড়া রচনা করে আওড়াতে শুরু করলো। ছড়া আওড়াতে আওড়াতে আওরাহ ক্ষেপে উঠলো। সে জানতে পারলো আবু-বাকরকে সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মাদ কা'বাহ ঘরের পাশে বসে আছে। চাক্কি ঘুরানো পুতা হাতে তেড়ে এলো আ'ওরাহ। সে চিৎকার করে বলছিলঃ মুহাম্মাদ আমার বিরুদ্ধে কবিতা বানায়। সে কি জানে না, আমিও কবি। আওরাহ উচ্চস্বরে আবৃত্তি করছিলঃ

"মুযাম্মামুন আ'স্বাই না, আমরুহু আবাই না, ওয়া দ্বীনুহু ক্বালাই না"। মানে...

ধিকৃত তুই, তোকে নেব নাকো মেনে, তোর আনিত সব করি বর্জন,
মুযাম্মাম! তব দ্বীন আনিত বিধান, প্রত্যাখ্যান করি তোর যত অর্জন।

মহান আল্লাহ তদীয় রাসূলের প্রতি সদয় হলেন। তিনি আ'ওরাহর চুখে অন্ধত্ব ঢেলে দিলেন। আওরাহ আবু-বকরকে দেখলো কিন্তু পাশে বসে থাকা মুহাম্মদকে দেখতে পেল না। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৪৫. (হে নবী!) তুমি তখন কুরআন পাঠ করছিলে, আমি আখেরাতে অবিশ্বাসী ও তোমার মাঝে গোপন আবরণ বসিয়ে দিয়েছিলাম।

৪৬. আমি তাদের অন্তরে আবরণ ও কানে পর্দা লাগিয়ে দিয়েছি, তাই তারা বুঝে না। তুমি যখন আল-কুরআনে তাওহীদের কথা আলোচনা করো তারা তখন কেটে পড়ে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ঈমানের মূলভিত্তি তাওহীদ। তাওহীদ দ্বীন ইসলামের মূলনীতি। আদম আঃ থেকে মুহাম্মাদ সাঃ পর্যন্ত সকল নবী রাসূল-ই তাওহীদের কথা বলেছেন। বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলার নাম তাওহীদ।

যে ব্যক্তি তাওহীদ মেনে চলে সে মুসলিম। আর যে তাওহীদ মেনে চলে না সে মুশরিক। তাই ঈমানের আলামত হলোঃ তাওহীদের কথা বা তাওহীদের আলোচনা পছন্দ করা। যে মুসলিম তাওহীদ বা তাওহীদ বিষয়ক আলোচনা পছন্দ করে না, তাওহীদের আলোচনায় যার গা জ্বালা শুরু হয় সে মুনাফিক।

(তাওহীদ বিষয়ে জানতে হলে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৩য় বই "যেভাবে ঈমান আনতে হয়" দেখে নিন)

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَ اِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿٤٧﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٤٨﴾

কাফির নেতাদের লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শুনা

৪৭. (হে নবী!) আমরা জানিঃ তারা কখন, কেন লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শুনে। পাপিষ্ঠরা (তোমার কাছে এসে কুরআন শুনে আর) পরস্পরের একান্ত সাক্ষাতে বলেঃ (মুহাম্মাদ উন্মাদ হয়ে গেছে। তাই তাকে মেনে নিলে) এক কান্ডজ্ঞানহীন উন্মাদ মানুষের অনুকরণ করা হবে।

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামের সূচনাতে কাফির নেতারা লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শুনতো। কারণ ১ম দিকের অধিকাংশ সূরাতেই আগেকার নবী রাসূল এবং জাতিসমূহের ইতিহাস ও ঘটনা সম্বলিত আয়াত বেশী নাযিল হয়েছে। আর এসব ঘটনা বর্ণনায় আল-কুরআনের বাচনভঙ্গি, বর্ণনা পদ্ধতি ও শব্দ বিন্যাস ছিল অতুলনীয়। তারা যে শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শুনেছে তাই নয়। বরং নানা সময়ে তারা নানা ধরণের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।
রাসূল সাঃ যাদের সামনে কুরআন পাঠ করেছেন তারা কুরআন শুনে অনেক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে "কুরআন বুঝার নীতিমালা" অথবা আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৬ষ্ট বই "দ্বীন বোঝার মৌলিক নীতিমালা" দেখে নিন।

৪৮. লক্ষ করোঃ তারা কীভাবে তোমাকে উপস্থাপন করে আর কীভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যায়? পরে আর পথ খুঁজে পায় না।

وَ قَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٤٩﴾ قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ﴿٥٠﴾ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ؕ قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ؕ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَ تَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٥٢﴾

পুনরুত্থান

৪৯. (পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে) তারা বলেঃ আমরা যখন মরে পঁচে হাড্ডি হয়ে যাব, তারপর আবার নতুন করে উত্থিত হব..?

৫০-৫১. বলে দাওঃ (হাড্ডি কেন, তোমরা যদি) পাথর বা লোহাও হয়ে যাও অথবা তোমাদের ধারনা মতে আরও কঠিন কিছু (তবুও তোমাদের পুনরুত্থান ঘটানো হবে) তখন তারা বলেঃ কে আমাদের পুনরুত্থান ঘটাবে? বলে দাওঃ যিনি প্রথম সৃষ্টি করেছেন তিনি-ই। তখন তারা মাথা হেলিয়ে বলেঃ এসব কবে ঘটবে..? বলে দাওঃ হয়ত অতি নিকটে।

৫২. (পুনরুত্থানের জন্য) যেদিন তিনি তোমাদের ডাক দিবেন তোমরা সেদিন তার প্রশংসা করে করে হাজির হবে। তখন মনে হবেঃ অতি অল্প সময়-ই (দুনিয়ায়) অবস্থান করেছিলে।

وَ قُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿٥٣﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ؕ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ؕ وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿٥٤﴾ وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿٥٥﴾

সুন্দর করে কথা বলতে হবে

৫৩. (হে নবী!) আমার বান্দাদের বলে দাওঃ তারা যেন (সবার সাথে) সুন্দর করে কথা বলে। নিশ্চয় শয়তান তাদের মাঝে বিবেদ সৃষ্টির উস্কানি দেবে। (আর শয়তানের এ উস্কানী শুরু হয় কর্কশ ভাষা থেকে।) নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

৫৪. (হে মানুষ! শোনো!) তোমাদের প্রভু তোমাদের সম্পর্কে খুব-ই অবগত। তিনি চাইলে তোমাদের প্রতি দয়া করতে পারেন আর চাইলে আযাব দিতে পারবেন। (হে নবী! মনে রেখো!) আমি তোমাকে পাঠাইনি কারো দায়ভার বহন করার জন্য। (ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া আমাদের কাজ। কেউ না মানলে এজন্য সে নিজে-ই দায়ী থাকবে)

৫৫. আসমানসমূহে এবং যমীনে যারা আছে তোমার প্রভু সবার ব্যাপারে অবগত। নিশ্চয় আমি (আল্লাহ) নবীগণকে পরস্পরের উপর প্রাধান্য দিয়েছি। আর দাউদকে দিয়েছি যাবূর।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لَا تَحْوِيْلًا ﴿٥٦﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَ يَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ؕ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ﴿٥٧﴾

আল্লাহ ছাড়া কেউ বিপদ থেকে পরিত্রাণ করতে পারবে না

৫৬. (হে নবী! যে বা যারা বিপদে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর বদলে অন্যকে ডাকে তাদের) বলে দাওঃ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদেরকে (বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রাণকারী গৌছ বা দস্তগীর) মনে করো তাদের ডাকতে থাকো। তারা তোমাদের বিপদ দূর করতে পারবে না, অবস্থার পরিবর্তন করতেও পারবে না।

৫৭. এরা (পরিত্রাণকারী হিসেবে) যাদেরকে (যে সব নবী রাসূল, পীর-আউলিয়াকে) ডেকে থাকে তারা নিজেরা-ই প্রভুর সান্নিধ্য লাভের উপায় খুঁজে, তাঁর রহমত কামনা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার প্রভুর আযাব বড় কঠিন।

وَ اِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ﴿٥٨﴾

সকল দেশ ও জাতির জন্য-ই সময় নির্ধারিত

৫৮. এমন কোনো জনপদ নেই; কিয়ামতের আগে আমি যা ধ্বংস করব না বা কঠিন আযাব দেব না। (কখন কাদেরকে ধ্বংস করা হবে) সব কিতাবে (লাউহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ রয়েছে।

وَ مَا مَنَعَنَاۤ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّاۤ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ وَ اٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ؕ وَ مَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ﴿٥٩﴾

আল্লাহর নিদর্শন আসে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি হিসেবে

৫৯. (হে নবী! আরবের লোকেরা প্রার্থনা করা স্বত্ত্বেও তাদের কাছে) আমি নিদর্শন পাঠাইনি এর একমাত্র কারণ (নিদর্শন আসার পর) পূর্ববর্তীদের অস্বীকার। আমি ছামূদ (জাতি)কে প্রত্যক্ষ নিদর্শন হিসেবে উটনী দিয়েছি, তারা একে আঘাত করেছে। (এভাবে প্রায় প্রতিটি জাতি-ই আমার পাঠানো নিদর্শনকে অবজ্ঞা করেছে। ফলে তাদের উপর অবধারিত হয়েছে আযাব আর আযাবে তারা ধ্বংস হয়েছে। কারণ) আমি নিদর্শন পাঠাই চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি হিসেবে।

وَ اِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ وَ مَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْۤ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ؕ وَ نُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴿٦٠﴾

আল্লাহর হিকমাহ

৬০. (হে নবী!) আমি তোমাকে বলেছিঃ সকল মানুষ-ই প্রভুর ক্ষমতার আওতাধীন। (স্বপ্নে বা মি'রাজে নিয়ে) তোমাকে যা দেখিয়েছি এ সবই মানুষের জন্য ফিতনাহ (পরীক্ষা/আযাব) স্বরূপ। আর অভিশপ্ত যে গাছের কথা কুরআনে উল্লেখ করেছি (এটাও একটা ফিতনাহ।) আমি তাদেরকে ভয় দেখাই (যেন তারা সৎপথে ফিরে আসে) কিন্তু তারা আরো অবাধ্য ও দাম্ভিক হয়ে যাচ্ছে।

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ﴿٦١﴾ قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ﴿٦٣﴾ وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ اَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٦٤﴾ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَ كَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿٦٥﴾

ইবলিসের কুমন্ত্রণা

৬১. (হে মানুষ! তখনকার কথা স্মরণ করো) আমি যখন ফিরিস্তাদের বললামঃ আদমকে সিজদাহ করো। সবাই সিজদাহ করলো ইবলিস ছাড়া। সে বললঃ আপনি তাকে বানিয়েছেন (তুচ্ছ কাদা) মাটি দিয়ে আর আমি (আগুনের তৈরি হয়ে) তাকে সিজদাহ করব..?

৬২. সে আরও বললঃ আপনি যাকে আমার উপর মর্যাদা দিয়েছেন; আমি তার বংশধরদের ধ্বংস করে ছাড়ব। যদিও কিছু মানুষ (আমার থেকে) বেঁচে যাবে। আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দিন, দেখুন (আমি কি করি)

৬৩. আল্লাহ বললেনঃ যাও! (তোমাকে হায়াত দেওয়া হলো। তবে মনে রাখবে) যারা তোমার আনুগত্য করবে তাদের পরিণতি হবে জাহান্নাম আর এটা হবে তোমাদের-ই কর্মফল হিসেবে।

৬৪. তুমি (ইবলিস) যাকে পারবে তোমার কথা দিয়ে প্রতারিত করবে, তাদের উপর তোমার

অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী লেলিয়ে দিবে, তাদের সন্তান ও সম্পদের সাথে মিশে যাবে আর তাদের প্রতিশ্রুতি দেবে। (তবে এর চেয়ে বেশী কিছু করতে পারবে না। আর হে মানুষ! ভুলে যেও না) শয়তানের প্রতিশ্রুতি ধোঁকা বৈ কিছুই নয়।

৬৫. তবে আমার (খাঁটি) বান্দাদের উপর তোমার কোনোকিছু-ই কার্যকর হবে না। তাদের সুরক্ষার জন্য তোমার প্রভু-ই যথেষ্ট।

জ্ঞাতব্যঃ যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা, যারা নিজের ঈমান ও দ্বীনকে ভেজাল মুক্ত রাখে; শয়তানের কোনো প্রচেষ্টা-ই তাদের উপর কার্যকর হয় না। আল্লাহ তাদের হেফাজত করেন। হে আল্লাহ! তুমি নিজ দয়ায় আমাদের হেফাজত কর।

رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٦٦﴾ وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴿٦٧﴾

প্রভুর অনুগ্রহ আর মানুষের অকৃতজ্ঞতা

৬৬. (হে মানুষ! প্রভুর অনুগ্রহ স্মরণ করো) তোমাদের প্রভু তোমাদের কল্যাণার্থে সাগরে প্রবাহিত করেন জাহাজ যা দিয়ে তোমরা তার অনুগ্রহ (রুজি) অনুসন্ধান করো। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি খুব-ই দয়াময়।

৬৭. সাগরে যখন তোমরা বিপদের সম্মুখীন হও তখন তো (শুধু আল্লাহকেই ডাকো। আর) আল্লাহ ছাড়া অন্য সব উবে যায়। আর তিনি যখন বিপদমুক্ত করে স্থলে ভিড়িয়ে দেন তখন বিমুখ হয়ে যাও। আসলে-ই মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।

اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ﴿٦٨﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ﴿٦٩﴾

আল্লাহর আযাব থেকে উদাস হতে নেই

৬৮. (হে মানুষ! তোমরা কীভাবে আল্লাহর অবাধ্য হও?) তবে কী তোমরা নিরাপত্তা পেয়ে গেছো যে তিনি ভূমি ধ্বসে তোমাদের ধ্বংস করবেন না অথবা তোমাদের উপর শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করবেন না..? (আল্লাহর আযাব থেকে উদাস হইও না। আল্লাহর আযাব চলে এলে) কোনো উদ্ধারকারী খুঁজে পাবে না।

৬৯. অথবা তোমরা কী নিরাপত্তা পেয়ে গেছো যে কুফরের কারণে তোমাদেরকে পুনরায় সাগরে নিয়ে ঝড়ো হাওয়া দিয়ে তিনি ডুবিয়ে মারবেন না..? তখন তো আমার (আযাবের) মোকাবেলায় কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْۤ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ﴿٧٠﴾ يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۭ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧١﴾ وَ مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٧٢﴾

মানুষের সম্মান ও পরকালের বিচার

৭০. অবশ্য-ই আমি আদম সন্তানকে সম্মান দিয়েছি, জলে স্থলে (ভ্রমনের জন্য) তাদেরকে দিয়েছি পরিবহণ, দিয়েছি উত্তম জীবিকা এবং সৃষ্টি জগতের অনেক কিছুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব।

৭১. সেদিন (বিচার দিন) আমি প্রত্যেক গোত্রকে তাদের নেতাসহ আহ্বান (করে বিচারের সম্মুখীন) করব, তখন যাদের কিতাব (আমলনামা, রিপোর্ট বুক) ডান হাতে দেয়া হবে তারা নিজের কিতাব পড়বে (এবং খুব খুশী হবে) কারো উপর সামান্যতম অবিচার করা হবে না।

৭২. যে ব্যক্তি ইহজগতে (ইসলাম থেকে) অন্ধ হয়ে থাকবে পরকালে তাকে (জান্নাত থেকে) অন্ধ করে রাখা হবে। আর এরা-ই হলো চরম বিভ্রান্ত।

وَ اِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ وَ اِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ﴿٧٣﴾ وَ لَوْ لَاۤ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ﴿٧٤﴾ اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾

আল্লাহর দেওয়া নীতি, আদর্শ ও বিধান ছেড়ে অন্য কিছুর প্রতি ঝুঁকে পড়া

পটভূমিঃ সাঈদ বিন জুবাইর রাঃ বলেনঃ (হুদাইবিয়ার পরের বছর উমরার সময়) তাওয়াফকালে রাসূল যখন "হাজর আসওয়াদ" (কালো পাথর) ইস্তিলাম করলেন। তখন মক্কার নেতারা বললঃ তোমাকে আর ইস্তিলাম করতে দেব না। তারা শর্ত দিয়ে বললঃ তুমি যদি এটাকে স্পর্শ করো তবে আমাদের খোদাকেও স্পর্শ করতে হবে। রাসূল সাঃ ভাবলেনঃ এতে সমস্যা কি, তারা "হাজর আসওয়াদ" স্পর্শ করতে দিবে আর আমি তাদের মূর্তি স্পর্শ করব! আল্লাহ তো জানেন যে আমি মূর্তি পছন্দ করি না। (কুরতুবী)

ইবন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, ছাকিফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল এসে বললঃ (আমরা ইসলাম গ্রহণ করব। তবে) আমরা এক বছরের সুযোগ চাই। ইসলাম গ্রহণের পরও এক বছর আমাদের মূর্তিগুলো রেখে দেব। আমরা এদের পূজা করব না, শুধু এদের জন্য যে হাদিয়া আসবে এসব গ্রহণ করব। এক বছর পর সকল মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে দেব। তারা আরও বলল আমাদের ইসলাম গ্রহণের বদলে আমাদের উপত্যকাকে হারাম তথা সম্মানিত উপত্যকা হিসেবে ঘোষণা করতে হবে যেভাবে আপনি মক্কাকে করেছেন। যেন আরবের লোকজন আমাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয়। রাসূল সাঃএর মনে হলোঃ এতে অসুবিধা কি? (কুরতুবী) এসবের ইঙ্গিত করে নাযিল হলো...

৭৩. (হে নবী) আমি তোমার কাছে যে ওহী (ভিত্তিক আদর্শ) পাঠিয়েছি এসব থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এমন হলে (ওহীর বিপরীতে অন্যকিছু মেনে নিলে) আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করা হত। আর এমন করলে তুমি তাদের (কাফিরদের) খালীল (একান্ত আপনজন) হয়ে যেতে। (তবে এমন পদস্খলন থেকে আমি-ই তোমাকে অবিচল রেখেছি)

৭৪. আমি অবিচল না রাখলে তুমি তাদের (কথা মেনে নেওয়ার) দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছিলে।

৭৫. এমন হয়ে গেলে আমি তোমাকে এ জীবনে এবং মৃত্যুকালে দ্বিগুণ সাজা দিতাম। তখন আমার মোকাবেলায় কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পেতে না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ওহীভিত্তিক আদর্শ ও বিধান ছেড়ে অন্য কোনো আদর্শ বা বিধান মেনে নেয়া কুফর। কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে বা বন্ধুত্ব ধরে রাখতে গিয়ে যারা ওহীভিত্তিক আদর্শ বা বিধান ছেড়ে দেয় তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। আমাদের সমাজের অনেকে রাজনীতির নামে, দুনিয়ার সাথে তাল মিলানোর নামে আর অনেকে মসলক, মিনহাজ বা তরিকার নামে ওহীভিত্তিক আদর্শ ও বিধান ছেড়ে অন্য কতকিছু মেনে চলেন। যেমনঃ আল-কুরআনের একটি বিধান হচ্ছেঃ মুসলিম জাতির জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা। কিন্তু আমাদের সমাজে অনেকেই দলবাজি করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করে মুসলিম সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করেন। উল্লেখ্য মসলক, মিনহাজ বা তরিকা যদি বিভাজন বা দলাদলির পর্যায়ে না যায়। বরং শুধু ভিন্নভাবে বুঝা বা ভিন্নভাবে কাজ করা হয় আর এর পিছনে দলীল থাকে তবে এটা বিভাজন বা দলাদলির পর্যায়ে পড়বে না তথা কুফর হবে না।

وَ اِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَ اِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٧٦﴾ سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَ لَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ﴿٧٧﴾

আল্লাহর রীতি অপরিবর্তনীয়

৭৬. (হে নবী!) তোমাকে এ যমীন থেকে উৎখাত ও বিতাড়িত করার জন্য তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। এমনটি করে ফেললে তোমার পর তারাও অতি অল্পক্ষণ-ই ঠিকে থাকত। (অর্থাৎ নবীকে বিতাড়নের পরিণতিতে আল্লাহর আযাব এসে তাদের গ্রাস করে নিত।)

৭৭. (আল্লাহর রীতি হলো নবী বের হয়ে যাবার পর আযাব দিয়ে জাতিকে ধ্বংস করা হয়) তোমার আগে যত রাসূল পাঠিয়েছি তাদের সবার বেলায় এ রীতি কার্যকর ছিল। আল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿٧٨﴾ وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿٧٩﴾

৭৮. সালাত কায়েম করো সূর্য ঢলে যাবার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত (জোহর, আসর, মাগরিব, ইশা। এসব সালাত খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ) এবং ফজরের (সালাতে) কুরআন (পাঠ করো।) নিশ্চয় ফজরে কুরআন (পাঠকালে ফিরিস্তাদের) হাজির করা হয়। (হাদীছ মতে ফজর ও আসর সালাতের সময় রাতে ও দিনে কর্মরত ফিরিস্তা হাজির থাকে এবং তাদের দায়িত্ব পরিবর্তন হয়)

৭৯. আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ করো। এটা তোমার জন্য নফল (তথা ঐচ্ছিক আমল।) আশা করতে পারো প্রভু তোমাকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন। (তাহাজ্জুদ অর্থ জেগে উঠা। রাতে ঘুম থেকে জেগে সালাত আদায় করাকে তাহাজ্জুদ বলা হয়)

وَ قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨٠﴾ وَ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿٨١﴾

রাসূল সা.এর হিজরত ও মক্কা বিজয়

পটভূমিঃ রাসূল সা. মক্কাহ থেকে হিজরত করে মদীনাহ গিয়েছিলেন। হিজরতের আগে-ই মদীনাহবাসীর সাথে তার চুক্তি হয়েছিল; "রাসূল মদীনাহ গেলে মদীনাবাসী রাসূলের আনুগত্য মেনে নেবে তথা মদীনার ক্ষমতা রাসূলের হাতে ছেড়ে দেবে"। মদীনাহর নেতারা হিজরতের আগে-ই রাসূল সা.এর আনুগত্য মেনে নিয়ে বাইয়াহ (আনুগত্যের শপথ) দিয়েছিলেন। ইতিহাসে যাকে বাইয়াত আক্বাবাহ বলা হয়।

উল্লেখ্য হিজরতের আগে মিনায় অবস্থিত আক্বাবাহ পাহাড়ে রাসূল সা. এবং মদীনাহর নেতাদের মাঝে ৩টি গোপন বৈঠক হয়েছিল যার দুটিতে তারা রাসূলের হাতে আনুগত্যের বাইয়াহ (শপথ) দিয়েছিল। হিজরতের সফরে নাযিল হয়েছে..

৮০. বলোঃ হে রাব্ব! আমাকে সঠিকভাবে (মক্কাহ থেকে) বের করে আনো এবং সঠিকভাবে (মদীনায়) প্রবেশ করাও। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে এমন ক্ষমতা দান করো যাতে তোমার সাহায্য থাকে।

৮১. আর (মক্কাহ বিজয়ের প্রাক্কালে নাযিল হয়েছে) বলোঃ হাক্ব (ইসলাম) এসে গেছে আর বাতিল (কুফর) বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাতিলকে অবশ্য-ই বিলুপ্ত হতে হয়।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

বাস্তব জীবনে কুরআন মেনে না চলার পরিণাম

৮২. আর আমি নাযিল করেছি আল-কুরআন, যাতে রয়েছে মুঅমিনদের জন্য নিরাময় ও রহমত। (যে বা যারা কুরআন মেনে চলে না তারা জালিম) আর জালিমদের ধ্বংস ত্বরান্বিত হবে-ই। (জুলম অর্থ অবিচার করা বা অধিকার নষ্ট করা। সবচেয়ে বড় জুলম হচ্ছে শিরক। কারণ এতে আল্লাহর অধিকার নষ্ট করা হয়।)

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا ﴿٨٣﴾

বিপদে পড়লে হতাশ হয়ে যাওয়া

৮৩. আমি যখন মানুষকে নিয়ামত (ইসলাম) দান করলাম তখন তারা একে প্রত্যাখ্যান করলো এবং এর থেকে দূরে সরে গেলো (যারা এমন করলো তারা কাফির।) আর (তাদের স্বভাব হলো) বিপদে পড়লে হতাশ হয়ে যাওয়া। (এ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন সূরাহ যুমারঃ ৫৩)

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿٨٤﴾

নিজের সনদ নিজে না দিয়ে প্রভুর দিকে ধাবিত হও

৮৪. বলোঃ প্রত্যেক মানুষ-ই তার স্বভাবজাত কাজ করে। তোমাদের প্রভু খুব জানেনঃ কে সঠিক পথে চলে? (সুতরাং সেলফ সার্টিফাই বাদ দিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হও)

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٥﴾

রূহ আসলে কী.?

৮৫. (হে নবী!) তারা তোমার কাছে রূহ সম্পর্কে জানতে চাইবে। বলে দিওঃ "রূহ" আমার প্রভুর একটি আদেশ মাত্র। (তবে তোমরা এ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না। কারণ) তোমাদের অতি সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ মানুষের জ্ঞান খুব-ই সীমিত। রূহ, তাক্বদীর, আল্লাহ ইত্যাদি বিষয় অনুধাবনের জ্ঞান মানুষের নেই। এসব বিষয়ের সঠিক জ্ঞান শুধু আল্লাহর-ই জানা। তাই এসব বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূল সাঃ যা বলেছেন এবং যেভাবে বলেছেন ঠিক এভাবে-ই মেনে নিতে হয় এবং মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষন থেকে বেঁচে থাকতে হয়।

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴿٨٦﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴿٨٧﴾ قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٨٩﴾

আল-কুরআনের ওপেন চ্যালেঞ্জ

৮৬. (হে নবী!) আমি তোমার কাছে যেসব ওহী পাঠিয়েছি আমি ইচ্ছা করলে এসব তোমার থেকে প্রত্যাহ্যার করে নিতে পারব। তখন আমার মোকাবেলায় তুমি কোনো উকিল (আশ্রয়দাতা) খুঁজে পাবে না।

৮৭. তবে তোমার প্রভুর বিশেষ দয়ায় (তোমাকে ওহী দেয়া হচ্ছে এবং এটা প্রত্যাহ্যার করা হয়নি) তোমার প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ খুব-ই বেশী।

৮৮. বলে দাওঃ সমগ্র মানব ও দানব একত্রিত হয়েও যদি আল-কুরআনের অনুরূপ কিছু বানানোর প্রচেষ্টা করে তবুও তারা সক্ষম হবে না, যদিও তারা (কিয়ামত পর্যন্ত) পরস্পরকে সাহায্য করে।

৮৯. আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য (প্রয়োজনীয়) সকল কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। কিন্তু তথাপিও অধিকাংশ মানুষ কুফর করে যাচ্ছে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুরআনের কোনো বিধান না মানা কুফর। মুসলিম নামধারী কেউ আল-কুরআনে বর্ণিত কোনো বিধান বা তথ্য অমান্য করলে সে মুনাফিক হয়ে যায়। তখন তার নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত কিছু-ই কবুল হয় না। সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী। সে পতিত হবে জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে। এমন মানুষ মারা গেলে তাদের জানাজায় শরীক হতে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন মহান প্রভু। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪) পরকালে এদের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ﴿٩٠﴾ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٩١﴾ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ﴿٩٢﴾ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ؕ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٣﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ

يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٤﴾

কাফিরদের অহেতুক আবদার

৯০. তারা (মুশরিকরা) বললঃ (মুহাম্মাদ!) আমরা তোমাকে মেনে নেব না, যতক্ষন না (মক্কার) যমীনে ঝর্ণা প্রবাহিত করবে।

৯১. অথবা তোমার নিজের জন্য তৈরি করবে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান, যার ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত হবে নহর।

৯২. অথবা (তোমাকে না মানার কারণে) আকাশ ভেঙ্গে আমাদের উপর ফেলে দেবে, যেমনটি তুমি মনে করো (যে তোমাকে না মানলে আযাবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।) অথবা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ ও ফিরিস্তা এনে হাজির করবে।

৯৩. অথবা তোমার জন্য স্বর্ণের প্রাসাদ তৈরি করবে বা আকাশে আরোহণ করবে। আর তোমার আকাশে আরোহণ আমরা বিশ্বাস করব না যতক্ষন না আমাদের জন্য পাঠযোগ্য (পরিপূর্ণ) কিতাব নিয়ে আসবে। (মহান আল্লাহ্ রাসূল সাঃকে শিখিয়ে দিলেনঃ তাদের) বলে দাওঃ আমার প্রভু মহান (তিনি যা খুশী তাই করেন/করতে পারেন। কিন্তু আমি কিছু-ই করতে পারি না। কারণ) আমি একজন মানুষ ও রাসূল বৈ কিছুই নয়।

৯৪. মানুষের কাছে হুদা (আল-কুরআন) আসা সত্ত্বেও তারা ঈমান না আনার কারণ হলোঃ (তারা মনে করে আল্লাহ কোনো মানুষকে রাসূল বানিয়ে পাঠান না। তাই এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে) তারা বলেঃ "আল্লাহ কী একজন মানুষকে রাসূল বানিয়ে পাঠালেন"?

জ্ঞাতব্যঃ যারা রাসূলকে মানুষ হিসেবে মেনে নিতে পারে না তারা হেদায়াত থেকে দূরে সরে যায়। আসলে সকল রাসূল-ই মানুষ ছিলেন। তবে রাসূল হিসেবে তাদের মান মর্যাদা ছিল অনেক উপরে, অনেক বেশী।

قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَ بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿٩٦﴾ وَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّ بُكْمًا وَّ صُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿٩٧﴾ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ قَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٩٩﴾ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿١٠٠﴾

আল্লাহর করুণা ও কুদরত

পটভূমিঃ কাফিররা রাসূলদের কলতঃ তোমরা মানুষ, তোমরা রাসূল হবে কিভাবে? আল্লাহ যদি রাসূল পাঠাতে চাইতেন তবে কেন ফিরিস্তা পাঠালেন না? তাদের এসব প্রশ্নের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৯৫. বলে দাওঃ পৃথিবীর নিয়মিত বাসিন্দা যদি ফিরিস্তা হত তবে আমিও এখানে রাসূল হিসেবে আকাশ থেকে ফিরিস্তা পাঠাতাম।

৯৬. বলোঃ (আমি একজন রাসূল এবং এ ব্যাপারে) আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট। নিশ্চয় তিনি বান্দাদের খবর রাখেন, সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।

৯৭. আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন সেই হেদায়াত পায়। আর তিনি যাদের বিভ্রান্ত করেন তুমি তাদের জন্য কোনো অভিভাবক খুঁজে পাবে না আল্লাহ ছাড়া। পরকালে তাদের অন্ধ, বধির ও বোবা বানিয়ে উঠানো হবে, তারা তখন মুখের উপর ভর করে চলবে এবং তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। যখন-ই আগুন কমে আসবে আমি এটাকে আরও জ্বালিয়ে দেব।

৯৮. এটা-ই তাদের যথাযথ পরিণাম। কারণ তারা আমার আয়াতের (কিতাব ও বিধানের) সাথে কুফর করেছে, (আখেরাত অবিশ্বাস করেছে) এবং বলেছেঃ আমরা যখন বিক্ষিপ্ত হাড়ে পরিণত হয়ে যাব তারপর নতুন করে আবার উত্থিত হব?!

৯৯. তারা কী ভেবে দেখে না? যে আল্লাহ আসমানসমূহ এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি এমন আরও বানাতে সক্ষম। তিনি তাদের হায়াত ঠিক করে দিয়েছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। (এত কিছু জানা সত্ত্বেও) পাপিষ্ঠরা কুফর করে যাচ্ছে।

১০০. (তাদের) বলে দাওঃ তোমরা যদি প্রভুর দয়ার অফুরন্ত ভান্ডারের মালিকও হয়ে যেতে তবুও শেষ হয়ে যাবার ভয়ে তোমরা খরচ করতে না । (কারন তোমরা কৃপণ। কৃপণতা কাফিরদের স্বভাব। মুঅমিন কৃপণ হয় না।)

কুফর পরিচিতিঃ কুফর অর্থ অমান্য করা, অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা, গোপন করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা, ইত্যাদি। সে মতে আল্লাহর কোনো বিধান অথবা আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য গোপন করা, অমান্য করা, অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা, ইত্যাদি হলো কুফর। আল্লাহর কোনো বিধান বা আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য নিয়ে উপহাস করা এবং যাদু করাও কুফর। রাসূল সা.কে গালি দেওয়া, রাসূলকে অসম্মান করা অথবা রাসূলের আদেশের অবাধ্য হয়াও কুফরের শামিল। কোনো মুসলিম যদি কুফর করে তবে তাঁর ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى
مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاۤ اَنْزَلَ هٰۤؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ
مَثْبُوْرًا ﴿١٠٢﴾ فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ﴿١٠٣﴾ وَّ قُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ
لِبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿١٠٤﴾

বানী-ইসরাঈল, ফেরাউন ও মূসা আ.

১০১. আমি মূসাকে দিয়েছি ৯টি সুস্পষ্ট আয়াত (বিধান/নিদর্শন।) সুতরাং (এ ব্যাপারে) বনী-ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করো। মূসা (রাসূল হয়ে) তাদের কাছে আসার পর ফেরাউন বলেছিলঃ মূসা! আমি মনে করি তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ।

১০২. মূসা বললঃ ফেরাউন! তুমি জানোঃ যিনি আসমানসমূহ এবং যমীনের প্রভু তিনি-ই এসব শিক্ষণীয় নিদর্শনাবলি নাযিল করেছেন। আমি মনে করি (হে ফেরাউন!) তুমি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছ।

১০৩. (বানী-ইসরাঈলের নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়ে) ফেরাউন তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চাইলো (দেশ ত্যাগে বাধ্য করলো।) ফলে তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে একত্রে ডুবিয়ে মারলাম।

১০৪. পরে বনী-ইসরাঈলকে বলেছিঃ তোমরা এ যমীনে বসবাস করো। (আর মনে রেখো!) পরকালের প্রতিশ্রুতকাল হাজির হলে আমি তোমাদের সবাইকে একত্রে জমা করব।

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿۱۰۵﴾ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿۱۰۶﴾

আল-কুরআন এবং রাসূল সা.

১০৫. আমি এ কুরআনকে যথাযথভাবে নাযিল করেছি এবং সঠিক নিয়মে-ই এটা নাযিল হয়েছে। আমি তোমাকে পাঠিয়েছি শুধু-ই সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী হিসেবে।

১০৬. আমি এ কুরআনকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি, যেন তুমি মানুষের কাছে ক্রমে ক্রমে পাঠ করো এবং আমি এটা নাযিল করেছি যথাযথভাবে।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿۱۰۷﴾ وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿۱۰۸﴾ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿۱۰۹﴾

আসমানী জ্ঞানের প্রভাব

১০৭-১০৯. (মানুষকে) বলোঃ তোমরা এসব বিশ্বাস করো বা না করো। ইতোপূর্বে যাদেরকে ইলম (আসমানী জ্ঞান) দেয়া হয়েছে তাদের সামনে এটা পাঠ করা হলে তারা অবনত শিরে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে এবং বলবে আমাদের প্রভু কত মহীয়ান। প্রভুর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে-ই। তারা কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের খুশু' আরও বেড়ে যায়।

খুশু পরিচিতিঃ অন্তর এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে একান্ত বিনীতভাবে ইবাদাত করাকে খুশু' বলা হয়।

আসমানী জ্ঞানের প্রভাবঃ উক্ত আয়াতে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা আগেকার কিতাবে বিশ্বাসী ছিল এবং কুরআন নাযিলের পর কুরআন শুনে কেঁদেছিল এবং কুরআনের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আর এটা-ই আসমানী জ্ঞানের প্রভাব। মানবরচিত জ্ঞান মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেয় আর আসমানী জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে।

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿۱۱۰﴾ وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿۱۱۱﴾

আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর অনেক নাম

পটভূমিঃ ইবন আব্বাস রাঃ বলেনঃ একদা রাসূল সাঃ তাহাজ্জুদ পড়ছিলেন। এক পর্যায়ে বললেনঃ ইয়া আল্লাহ! ইয়া রাহমান! শুনে মুশরিক নেতারা বললঃ "মুহাম্মাদ এক খোদার কথা বলে অথচ সে নিজেই দুই খোদাকে ডাকে"। (কুরতুবী) এতে নাযিল হলো..

১১০. (হে নবী! তাদের) বলে দাওঃ তোমরা আল্লাহ ডাকো বা রাহমান, যে নামেই ডাকো (তিনি শুনেন। কারণ) তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর অনেক নাম। আর সালাতে তোমার কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না, আবার বেশী নিচুও করো না বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করো।

১১১. বলোঃ সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ, তাঁর কোনো সন্তান নেই, সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই। দুর্দশা থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁর কোনো ওয়ালীরও প্রয়োজন নেই। (কারণ তিনি কখনো দুর্দশাগ্রস্থ হন না) সুতরাং তাঁর তাকবীর (বড়ত্ব বর্ণনা) করো, চূড়ান্ত বড়ত্ব।

সূরাহ আল-কাহাফ ১৮ سورة الكهف

কাহাফ অর্থ পাহাড়ের গুহা। এ সূরায় কয়েকজন যুবকের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। নিজেদের ঈমান ও দ্বীন বাঁচাতে যারা আপন জাতি, সমাজ ও দেশ ত্যাগ করে পাহাড়ের গুহায় চলে গিয়েছিলো। যারা সমাজ ছেড়েছিল কিন্তু দ্বীন ছাড়েনি। দেশ ছেড়েছিল কিন্তু ইসলাম ছাড়েনি। জাতি ছেড়েছিল কিন্তু ঈমান ছাড়েনি। ঐতিহাসিকভাবে তাদেরকে বলা হয়ঃ "আস্বহাবু কাহাফ" তথা গুহাবাসী। সূরাহ কাহাফে ৩টি বিশেষ ঘটনা বর্ণিত হয়েছেঃ আসহাব কাহাফের ঘটনা, মূসা ও খাদ্বির (খিজির) আ.এর ঘটনা এবং যু-ল-কারনাইনের ঘটনা। এছাড়াও দুজন বাগান মালিকের ঘটনাসহ অনেক উপদেশবাণী এবং তথ্য কথা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ গা'শিয়াহর পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১১০টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ﴿١﴾ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ﴿٣﴾ وَّ يُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّ لَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

কুরআন নাযিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১-৩. সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ, যিনি তার বান্দার (মুহাম্মাদ সাঃএর) উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং এতে কোনো অসঙ্গতি রাখেননি। (তার এ কিতাবটি) সু-সমৃদ্ধ/সুপ্রতিষ্ঠিত, (কিতাবটি নাযিল করার লক্ষ্য হলো) যেন তাঁর পক্ষ থেকে (জগতবাসীকে) কঠিন আযাব সর্ম্পকে সাবধান করে দেয়া হয় আর যে সকল মুঅমিন সৎকাজ করবে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয় উত্তম প্রতিদানের (জান্নাতের) যেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

৪-৫. আর (এ কিতাব দিয়ে) যেন তাদেরকেও সাবধান করা হয় যারা বলেঃ আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কাছে সঠিক কোনো জ্ঞান নেই, তাদের বাপদাদার কাছেও ছিল না। (এ ব্যাপারে) তাদের মুখ থেকে যেসব কথা বের হচ্ছে তা খুবই জঘন্য। তারা কেবল মিথ্যা-ই বলে যাচ্ছে।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ﴿٦﴾ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾

দুনিয়ার জীবন ও সম্পদের মূল বিষয়

৬. (মক্কার নেতারা দ্বীন মেনে নিচ্ছে না, রাসূল সাঃ এজন্য খুব আফসোস করতেন। এতে নাযিল হলো) তারা (আল্লাহর) এ বাণী মেনে নিচ্ছে না, এজন্য আফসোস করে হয়ত তুমি নিজের ক্ষতি করে ফেলবে। (পাপিষ্ঠদের জন্য আফসোস বা দুঃখ করা উচিত নয়)

৭. পৃথিবীতে যা কিছু আছে; আমি এ সব বানিয়েছি ক্ষণিকের শোভা হিসেবে, যেন তাদের মাঝে কোন ব্যক্তি কত উত্তম কাজ করে এ ব্যাপারে (বাস্তব) পরীক্ষা নিতে পারি।

وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ﴿٨﴾

পুনরুত্থান, হাশর ও বিচারের স্থান

৮. (হাশরের মাঠ বানানোর জন্য) আমি এ পৃথিবীকে উদ্ভিদশূণ্য যমীনে পরিণত করব। (পুনরুত্থান, হাশর ও বিচার হবে এ পৃথিবীতে-ই কিন্তু তখন পৃথিবী হবে গাছপালা, পাহাড়-পর্বত ও নদীনালা বিহীন সমতল বিরানভূমি। এ ব্যাপারে আরো জানতে দেখুন সূরাহ ইবরাহীমঃ ৪৮)

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ﴿١١﴾

আসহাবু কাহাফ বা গুহাবাসী

পটভূমিঃ শাম দেশের এক রাজা তার দেশে ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতি নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু সে দেশেও কিছু মানুষ ইমানদার ছিল। তারা ঈসা আ. এর শারীয়াহ মেনে চলত এবং লুকিয়ে লুকিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাজা তাদের নেতৃস্থানীয় কিছু যুবককে ডেকে পাঠালো এবং আল্লাহর ইবাদাত না করতে সাবধান করে দিল আর ইসলাম ত্যাগ করার জন্য সময়সীমা বেঁধে দিল (মতান্তরে তাদের জেলে বন্দী করে রাখল।) কিন্তু তারা ইসলাম ত্যাগ না করে পালিয়ে গিয়ে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। ইতিহাসে এ যুবকগণ-ই "আসহাবু কাহাফ" (গুহাবাসী) হিসেবে খ্যাত। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণে বলা হয় আসহাবে কাহাফ। উনাদেরকে "আসহাবু রাক্বীম" ও বলা হয়। আরবী রাক্বাম অর্থ নম্বর। সে হিসেবে নেইমপ্লেইটকেও "রাক্বীম" বলা হয়। আর আসহাবু কাহাফের যুবকেরা যে স্থানে গুহায় লুকিয়েছিলো সে পাহাড় এবং উপত্যকার নামও ছিল রাক্বীম।

আসহাবে কাহাফ, যু-ল-ক্বারনাইন এবং খাদ্বির (খিজির) আঃ সম্পর্কে মানুষের মাঝে অনেক ভুল ধারণা ছিল। লোকজন মনে করত এসব অসম্ভব ধরণের ঘটনা, অতি আজীব ও আশ্চর্য বিষয়। একদা কিছু কৌতূহলী মানুষ রাসূল সাঃকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করল। এতে নাযিল হলো..

৯. তুমি কি মনে করোঃ আসহাবু কাহাফ ও আসহাবু রাক্বীম খুব-ই আশ্চর্য বিষয়? (জগতে এরচেয়ে আশ্চর্য অনেক বিষয় ও নিদর্শন রয়েছে)

১০. (আসহাবু কাহাফের ঘটনা নিম্নরূপ) একদা কতিপয় যুবক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলো এবং বললঃ হে রাব্ব! আমাদের প্রতি দয়া করো (কাফিরদের অত্যাচার থেকে আমাদের বাঁচাও) এবং দ্বীনের উপর চলা আমাদের জন্য সহজ করে দাও।

১১. ফলে আমি কয়েক বছরের (৩০০ সৌর বছর এবং ৩০৯ চন্দ্র বছরের) জন্য তাদের কানে (ঘুম) ঢেলে দিলাম।

জ্ঞাতব্যঃ ঘুম প্রথমে মানুষের চোখে প্রভাব ফেলে, পরে মাথায় এবং তারপর অন্তরে। মানুষের কান কখনো-ই পরিপূর্ণভাবে ঘুমায় না। কানে ঘুমের প্রভাব পড়ে খুব-ই সীমিত। ঘুমন্ত মানুষ চোখে দেখে না, ভাবতে পারে না, আস্তে কথা শোনেও না। তবে উচ্চস্বরে ডাকলে বা চিৎকার চেঁচামেচি করলে শুনতে পারে। তাইতো ডাকলে বা শব্দ হলে মানুষ ঘুম থেকে উঠে যায়। আসহাবু কাহাফের যুবকগণ যাতে ঘুম থেকে জেগে না উঠে সেজন্য আল্লাহ তাদের কানে ঘুম ঢেলে দিয়েছিলেন।

ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَیُّ الْحِزْبَیْنِ اَحْصٰی لِمَا لَبِثُوْۤا اَمَدًا ﴿۱۲﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ
فِتْیَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنٰهُمْ هُدًی ﴿۱۳﴾ وَّ رَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاْ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ﴿۱۴﴾ هٰۤؤُلَاۤءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْ لَا
یَاْتُوْنَ عَلَیْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَیِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا ﴿۱۵﴾ وَ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَ مَا
یَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَی الْكَهْفِ یَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَ یُهَیِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿۱۶﴾
وَ تَرَی الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِیْنِ وَ اِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمْ فِیْ
فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ یَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَ مَنْ یُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِیًّا مُّرْشِدًا
﴿۱۷﴾ وَ تَحْسَبُهُمْ اَیْقَاظًا وَّ هُمْ رُقُوْدٌ ۫ وَّ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِیْنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ
بِالْوَصِیْدِ ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿۱۸﴾

১২. তারপর (৩০৯ বছর পর) আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যেন তাদের জানিয়ে দেই; দুই দলের কোনটি উত্তম আর জানিয়ে দেই তারা কতকাল অবস্থান করেছে।

১৩. (হে নবী! শুনো) আমি তোমার কাছে তাদের ঘটনা বর্ণনা করছি যথাযথভাবে। ওই যুবকরা প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছিল, ফলে আমি তাদের হেদায়াত আরও বাড়িয়ে দিয়েছি। (আর এজন্য তারা এতো মহান কুরবানী দিতে পেরেছে)

১৪. আমি তাদের অন্তরকে পরস্পরে মিলিয়ে দিয়েছিলাম। যখন তারা (কুফর শিরকের বিরুদ্ধে) রুখে দাঁড়াল এবং বললঃ আমাদের রাব্ব-ই আসমানসমূহ এবং যমীনের একমাত্র রাব্ব। আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো ইলাহর কাছে প্রার্থনা করব না। এমন কথা (আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে প্রার্থনা করার কথা) খুবই জঘন্য।

১৫. (যুবকরা আরও বলল) আমাদের সম্প্রদায় আল্লাহ ছাড়া অন্য খোদা গ্রহণ করেছে। অথচ এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। (আসলে এসব-ই আল্লাহর উপর মিথ্যাচার) আর যে বা যারা আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে?

১৬. (যুবকদের দল নেতা তাদের বলল) তোমরা তাদের (কাফির জাতি) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছ। সুতরাং প্রভু তোমাদের জন্য তার দয়া উন্মুক্ত করে দেবেন এবং এ (ঈমানের উপর অবিচল থাকার) ব্যাপারে সফলতা অর্জন করাকে তোমাদের জন্য সহজ করে দেবেন।

১৭. (হে নবী) তুমি (সেখানে গেলে) দেখতে পাবেঃ সূর্য তাদের গুহার ডান দিক থেকে উদয় হয় আর বাম দিক থেকে অস্ত যায়। আর তারা আছে গুহার ভিতরের খালি জায়গায়। এটা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের একটি। আসলে আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন সে-ই হেদায়াত পায়। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য তুমি কোনো রক্ষক বা পথ প্রদর্শক খুঁজে পাবে না।

১৮. (তারা যখন গুহায় ছিল তখন তাদের দেখলে) তুমি মনে করতে তারা জাগ্রত কিন্তু আসলে তারা ছিল নিদ্রিত। আমি ডানে-বামে তাদের পাশ বদলে দিতাম। তাদের কুকুরটির দুই পা গোহার দিকে প্রসারিত ছিল। তাদের কাছে গেলে তুমি আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে ভয়ে পালিয়ে যেতে।

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ
قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ؕ فَابْعَثُوْۤا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَاۤ اَزْكٰى طَعَامًا
فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿١٩﴾ اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ
اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْۤا اِذًا اَبَدًا ﴿٢٠﴾ وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْۤا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ
حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ
اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰۤى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

১৯. যখন তাদের জাগ্রত করলাম। তারা পরস্পরে কথা বলল। একজন বললঃ কতদিন ঘুমিয়ে ছিলে? অন্যরা বললঃ একদিন বা আরও কম। (তারপর) বললঃ প্রভু-ই জানেন কতদিন আমরা ঘুমিয়েছি। (পরে তারা) বললঃ কিছু মুদ্রা দিয়ে একজনকে শহরে পাঠাও। সে উত্তম ও পবিত্র খাদ্যদ্রব্য দেখে আমাদের জন্য কিনে আনবে, কাজটি করতে হবে বিচক্ষণতার সাথে, কাউকে বুঝতে দেয়া যাবে না।

২০. (যুবকদের নেতা তাদের বলল) সুযোগ পেলে লোকজন তোমাদের রাজম (পাথর মেরে হত্যা) করবে, অথবা তাদের (কুফরতান্ত্রিক) মতবাদে ফিরিয়ে নেবে, তখন তোমরা আর (জীবনের লক্ষ্যে) সফল হতে (ঈমানের উপর অবিচল থাকতে) পারবে না।

২১. এভাবে-ই (৩০৯ বছর পর তাদের জীবিত করার মাধ্যমে) আমি ব্যাপারটি (জনসম্মুখে) প্রকাশ করলাম, যেন তারা বুঝতে পারেঃ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। (তাদের পরিচয় জানার পর মুসলিম ও কাফিররা) তখন বিষয়টি নিয়ে বিবাদ করলো। কেউ কেউ (কাফিররা) বললঃ (এ ঘটনার স্মরণে) এখানে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হক। তাদের প্রভু এ ব্যাপারে অবগত। বিজয়ীরা (মুঅমিনরা) বললঃ (এদের স্মরণে) আমরা এখানে মাসজিদ নির্মাণ করব।

জ্ঞাতব্যঃ স্মৃতি বিজড়িত স্থানে বা কোনো ঘটনার স্মরণে মসজিদ নির্মাণ করা মুসলিম সংস্কৃতি আর কোনো ঘটনার স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা কাফিরদের সংস্কৃতি।

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًۢا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۖ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿٢٢﴾

২২. কেউ কেউ বলবেঃ এরা ছিল তিনজন, চতুর্থটি কুকুর। কেউ বলবেঃ পাঁচ জন, ৬ষ্টটি কুকুর, (আসলে এসব-ই) অজানা বিষয়ে (তাদের) অনুমান। আর কেউ বলবেঃ এরা ছিল সাত জন, ৮ম ছিল তাদের কুকুর। (হে নবী!) বলে দাওঃ তাদের সঠিক সংখ্যা একমাত্র প্রভু-ই ভালো জানেন। খুব কম লোক-ই তাদের ব্যাপারে অবগত। তুমি এ ব্যাপারে সাধারণভাবে কথা বলবে, (ধারণা নির্ভর কোনো আলোচনায় যাবে না) এবং কাউকে জিজ্ঞেসও করবে না। (কারণ এ ব্যাপারে কেউ-ই সঠিকভাবে অবগত নয়)

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

ইন শা-আল্লাহ্ বলা

২৩-২৪. কোনো বিষয়ে (প্রতিশ্রুতি দিয়ে) বলবে নাঃ "আগামী কাল করব"। তবে "ইন শা-আল্লাহ" (বলে বলতে পারবে) আর ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র-ই (ইন শা-আল্লাহ বলে ফেলবে) এবং বলবেঃ সম্ভবত প্রভু আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন, দেবেন সঠিক দিন নির্দেশনা।

وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ۭ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾

২৫. তারা তিন শত (সৌর) বছর সে গুহায় অবস্থান করেছে। (চন্দ্র হিসেবে যা) আরো নয় বছর বেড়ে যায়।

২৬. (সবাইকে) বলে দাওঃ আল্লাহ-ই ভালো জানেন তারা কতকাল সেখানে (গুহায়) অবস্থান করছে। তিনি-ই আকাশসমূহ এবং যমীনের সকল গাইব তথা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। তুমি তাদেরকে বিষয়টি শুনিয়ে দাও এবং দেখিয়ে দাও। তিনি ব্যতীত তাদের কোনো ওয়ালী নেই। আর তিনি তদীয় হুকুমে কাউকে শরীক করেন না।

হুকম পরিচিতিঃ হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটা-ই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটা-ই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্দীন বা আহকামু-শ-শারীয়াহ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়াহ আইন)
- হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)
- হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হাকিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক)

- "আল্লাহর তদীয় হুকুমে কাউকে শরীক করেন না" এর অর্থ দাড়ায়...
- আদেশ দেওয়ার বা আদেশ জারি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর অনুমতি বা অনুমোদন ছাড়া কেউ কাউকে আদেশ দিতে পারবে না বা আদেশ জারি করতে পারবে না। আমাদেরকে কোনো আদেশ দিতে হলে বা কোনো আদেশ জারি করতে হলে আল্লাহর বিধান মেনে আল্লাহর রেফারেন্সে করতে হবে।
- আইন বা বিধান দেওয়ার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ। আল্লাহর অনুমতি বা অনুমোদন ছাড়া কোনো আইন বা বিধান তৈরি করা যাবে না। আমাদেরকে কোনো আইন বা বিধান তৈরি করতে হলে আল্লাহর দেয়া মূলনীতি মেনে এবং আল্লাহর রেফারেন্সে করতে হবে।
- বিচার ও শাসন করার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহর। আল্লাহর অনুমতি বা অনুমোদন ছাড়া কোনো প্রকার বিচার বা শাসন করা যাবে না। আমাদেরকে কোনো বিচার বা শাসন করতে হলে আল্লাহর দেওয়া আইন বিধান ও নীতিমালা মেনে এবং আল্লাহর রেফারেন্সে করতে হবে।

وَ اتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿۲۷﴾ وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَ لَا تَعْدُ عَیْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِیْدُ زِیْنَةَ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۚ وَ لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ وَ كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿۲۸﴾ وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْیُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْیَكْفُرْ ۙ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِیْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَ اِنْ یَّسْتَغِیْثُوْا یُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَ سَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۲۹﴾

আল্লাহর কিতাব, মুঅমিনের সঙ্গ ও পাপিষ্ঠদের পরিণাম

২৭. প্রভুর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে তুমি সে কিতাব পাঠ করো। তাঁর বাণী বদলে ফেলার মত কোনো শক্তি নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো আশ্রয়স্থল তুমি খুঁজে পাবে না।

২৮. আর (হে নবী!) যারা প্রভুর সন্তুষ্টি কামনায় সকালসন্ধ্যা তাকে ডাকে তুমি তাদের সঙ্গ পেয়ে সন্তুষ্ট থাকো। দুনিয়ার শোভার (নেতাদের সঙ্গ পাবার) জন্য তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না। এমন কারো আনুগত্য করো না যাদের অন্তর আমার স্মরণ থেকে গাফিল, যারা "হাওয়া (মনগড়া নীতি আদর্শ ও বিধান) মেনে চলে এবং সীমালঙ্ঘন বা বাড়াবাড়ি-ই যাদের কর্মপন্থা।

জ্ঞাতব্যঃ সমাজের নেতা ও ধনবান মানুষের সঙ্গ পাবার চেয়ে মুঅমিনদের সঙ্গকে অধিক পছন্দ করতে হবে। এতে-ই হেদায়াত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবার সম্ভাবনা বেশী।

২৯. বলোঃ রাব্ব থেকে যা এসেছে এটাই সঠিক। যার খুশী এতে ঈমান আনুক (এসব মেনে চলুক) আর যার ইচ্ছা কুফর করুক (অমান্য করুক।) পাপিষ্ঠদের জন্য আমি তৈরি করেছি জাহান্নাম যা তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। সেখানে পানি চাইলে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় উষ্ণ লাভা, যার উত্তাপে তাদের মুখ গলে যাবে। (তাদের জন্য বরাদ্দ আছে) নিকৃষ্টতম স্থান ও নিকৃষ্টতম পানীয়।

জ্ঞাতব্যঃ মানব জীবনে ঈমানের গুরুত্ব অপরিসীম। ঈমান বিশুদ্ধ না হলে আমাল ইবাদাত কিছু-ই কবুল হয় না। তাই ঈমান সম্পর্কে জানা এবং সঠিকভাবে ঈমান আনা প্রতিটি মুসলিমের প্রধান কাজ।

(ঈমান সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৩য় বই "যেভাবে ঈমান আনতে হয়")

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

মুমিনের পুরস্কার

৩০-৩১. যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে (তারা জেনে রাখুক) যে বা যারা সুন্দর কাজ করবে তাদের প্রতিদান আমি কখনো নস্যাৎ করি না। (সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং সুন্দরভাবে সৎকাজ করবে) তাদের জন্য আছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। তারা সোনার কাঁকনে সজ্জিত হয়ে মোটা ও চিকন রেশমের সবুজ পোশাক পরিধান করে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে (তথা আড্ডা জমাবে। কারণ তাদের জন্য রয়েছে) উত্তম প্রতিদান, সুন্দর আবাস।

জ্ঞাতব্যঃ আয়াতে উল্লেখিত পুরস্কার পেতে হলে ৩টি শর্ত পূরণ করতে হবে। যথাঃ ঈমান আনতে হবে, সৎকাজ করতে হবে এবং সুন্দরভাবে কাজ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ তিনটি কাজ করার তাওফিক দান করুক। আমীন।

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّ حَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَ لَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾ وَّ كَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَ هُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّ اَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَ دَخَلَ جَنَّتَهٗ وَ هُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَّ مَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّ لَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

দুই বাগানের মালিক দুই বন্ধুর ঘটনা

৩২. তাদের কাছে দুই ব্যক্তির উপমা বর্ণনা করোঃ আমি তাদের একজনকে দিয়েছিলাম খেজুর গাছ বেষ্টিত দুটি আঙ্গুর বাগান। আর উভয় বাগানের মধ্যখানে ছিল বিরাট শস্যক্ষেত।

৩৩. উভয় বাগানে-ই নিয়মিত ফসল আসত। কোনো বাগানে-ই ফসলের কমতি ছিল না। আর উভয় বাগানের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত ছিল ঝর্ণাধারা।

৩৪-৩৬. (বাগান দুটির মাঝে একটির মালিক কাফির ছিল এবং) সে অনেক সম্পদশালী ছিল। একদা সে তার অপর সঙ্গীকে কটাক্ষ করে বললঃ আমি ধনে জনে তোমার থেকে অধিক উন্নত, অনেক শক্তিশালী। সে নিজের উপর অবিচার করেছিল (তথা কাফির হয়ে গিয়েছিল) এবং বাগানে প্রবেশ করে বললঃ আমি বিশ্বাস করি নাঃ এটা কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কিয়ামত হবে বলেও আমি বিশ্বাস করি না। (সে উপহাস করে বলল) আর যদি (কিয়ামত হয় এবং) প্রভুর কাছে ফিরে যাই তবে সেখানেও আমি এরচেয়ে অধিক কিছুর মালিক হব।

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَ هُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾
لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَ لَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَ لَوْ لَاۤ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا
بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّ وَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسٰى رَبِّيْۤ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَ يُرْسِلَ
عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ
طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَاۤ اَنْفَقَ فِيْهَا وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَ يَقُوْلُ
يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ مَا كَانَ مُنْتَصِرًا
﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ؕ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

৩৭-৩৮. তার সঙ্গী (অর্থাৎ ২য় বাগানের মালিক মুসলিম ছিল। তাই) প্রত্যুত্তরে বললঃ যিনি তোমাকে মাটি থেকে, তারপর বীর্য থেকে সৃষ্টি করে মানুষের আকৃতি দান করেছেন তুমি তার সাথে কুফর করলে.? তবে (তুমি কুফর করলেও আমি করব না। কারণ) তিনি-ই আমার রাব্ব। আমি প্রভুর সাথে অন্যকে শরীক করি না। (যিনি মালিক, যিনি সকলের প্রয়োজন মিটান, বৈধ-অবৈধ নির্ণয় করেন তথা জীবন বিধান ঠিক করে দেন, তিনি-ই রাব্ব।)

৩৯-৪১.(মুসলিম বন্ধুটি আরও বলল) তোমার বাগানে প্রবেশ করে তুমি যদি বলতেঃ মা-শা-আল্লাহ, লা-কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ ("আল্লাহ যা চান তাই হয়, আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে কারো কোনো ক্ষমতা নেই" তবে কতই উত্তম হত) যদিও তুমি দেখতে পাচ্ছো ধন ও জনে আমি তোমার থেকে কম। তবে আশা করি প্রভু আমাকে তোমার চেয়ে উত্তম বাগান দান করবেন আর তোমার বাগানে অগ্নিবর্ষণ করবেন। ফলে এটা জ্বলন্ত মৃত্তিকায় পরিণত হবে। অথবা (তোমার বাগান) এর পানি ভূ-গর্ভে চলে যাবে, যা ফিরিয়ে আনতে তুমি সক্ষম হবে না।

৪২. (সত্যই একদিন) তার বাগানের উপর ধ্বংসলীলা বয়ে গেল, (ফসল ফলাতে) সে যা ব্যয় করেছিল এ জন্য হাতে হাত রেখে আফসোস করতে লাগল, সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। সে বললঃ হায় হায়! যদি আমি শিরক না করতাম।

৪৩. আসলে-ই সাহায্য করার কেউ নেই আল্লাহ ছাড়া। তাই ওই ব্যক্তি কোনো সাহায্যও পেল না।

৪৪. সকল ক্ষেত্রে সকল কর্তৃত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনি সর্বোত্তম পুরস্কারদাতা আবার সর্বোত্তম শাস্তিদাতাও।

ঈমান ও আক্বীদাঃ কর্তৃত্ব প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক আল্লাহ। কর্তৃত্বে, প্রভুত্বে বা সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা শরীক বানানো শিরক। শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। শিরক করলে ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আমাল বরবাদ হয়ে যায়। যে শিরক করে তাকে মুশরিক বলা হয়। মুশরিক আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত। মুশরিক চির জাহান্নামী।

(শিরক সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকার শিরক অন্যায়)

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾

জীবনের উপমা

৪৫. তাদের কাছে দুনিয়ার জীবনের উপমা বর্ণনা করো। এটা যেন আকাশ থেকে বর্ষিত পানির মত, যার প্রভাবে যমীনের উদ্ভিদসমূহ (ঘন ও সতেজ হয়ে পরস্পরে) মিশে যায়। আর (পরে) শুকিয়ে খড় হয়ে বাতাসে উড়ে যায়। (এভাবেই মানুষের জীবন। আল্লাহর রহমতের ছুঁয়ায় সতেজ হয়ে উঠে আর আল্লাহর রহমত ছাড়া ধ্বংস হয়ে যায়) আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাময়।

اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا ﴿٤٦﴾ وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّ حَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَ عُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿٤٩﴾

দুনিয়ার সম্পদ ও আখেরাতের বিচার

৪৬. সম্পদ ও সন্তান দুনিয়ার জীবনে ক্ষণিকের শোভামাত্র। আর প্রভুর কাছে (তথা আখেরাতে) যা রয়েছে তা হলো উত্তম ও চিরস্থায়ী, (যাকে বলে) উৎকৃষ্ট প্রতিদান ও উৎকৃষ্ট পরিণতি।

৪৭. সেদিন আমি পাহাড়সমূহকে উড়িয়ে দেব, পৃথিবীটাকে দেখবে শূন্য ও ফাঁকা হয়ে গেছে। তখন সবাইকে (বিচারের জন্য) একত্রিত করব, কেউ বিচার থেকে পালাতে পারবে না।

৪৮. সবাইকে সারিবদ্ধ করে প্রভুর সামনে হাজির করা হবে। যেভাবে প্রথমে সৃষ্টি করেছি সেভাবেই (উলঙ্গ, খাতনাহীন ও নিঃস্ব অবস্থায়) তারা হাজির হবে। (হে মানুষ! সাবধান হয়ে যাও) তোমরা কি মনে করোঃ তোমাদের তরে কোনো মেয়াদ ঠিক করা হয়নি।

৪৯. (বিচারের আগে সবাইকে) কিতাব (আমলনামা, রিপোর্ট বুক) দেয়া হবে। তখন তুমি দেখবেঃ অপরাধীরা আতংকিত হয়ে বলাবলি করছেঃ হায় হায়! এ কেমন কিতাব! ছোট বড় কিছু-ই বাদ পড়েনি, সবকিছু এতে সংরক্ষিত রয়েছে। তারা তাদের যাবতীয় কাজকর্ম কিতাবে বিদ্যমান পাবে। (এবং প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম অনুযায়ী বিচার হবে) তোমার রাব্ব কারো উপর অবিচার করেন না।

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَ ذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾ مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۪ وَ مَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿٥١﴾ وَ يَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَ رَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَ لَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾

ইবলিস ও তার অনুসারিদের পরিণাম

৫০. (হে মানুষ! তখনকার কথা স্মরণ করো) যখন আমি ফিরিস্তাদের বললামঃ আদমকে সিজদাহ করো। সবাই তখন সিজদাহ করলো ইবলিস ছাড়া। সে জিন্ন জাতিভুক্ত ছিল, সে (মানুষের সম্মানে ঈর্ষান্বিত হয়ে) প্রভুর আদেশ অমান্য করলো। (হে মানুষ!) তোমরা কি আমাকে ছেড়ে ইবলিস ও তার অনুসারীদেরকে আপন করে নেবে? অথচ তারা তোমাদের দুশমন। (মনে রেখো! যারা ইবলিসকে আপন করে নেয় তারা পাপিষ্ঠ) আর পাপিষ্ঠদের পরিণাম হয় বড়-ই ভয়াবহ।

৫১. আসমান ও যমীন সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে (পাপিষ্ঠদেরকে) ডাকিনি/সাক্ষী বানাইনি, এমনকি তাদের সৃষ্টি কালেও না। আমি বিভ্রান্তকারীদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি না।

৫২. সেদিন (শেষ বিচারের দিন তাদেরকে) বলবঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে; এখন তাদেরকে ডাকো। তারা ডাকবে কিন্তু এরা সাড়া দেবে না। তখন তাদের মধ্যখানে এক ধ্বংসাত্মক (গহ্বর) তৈরি করা হবে।

৫৩. পাপিষ্ঠরা এটা প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে যে তারা এখানে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা পালাতে (চাইবে কিন্তু) পথ খুঁজে পাবে না।

وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾ وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَ يَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾ وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۚ وَ يُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَ اتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَ مَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে বিবাদ করা

৫৪. আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য (প্রয়োজনীয়) সবকিছু বারবার বর্ণনা করেছি। কিন্তু (তারা এসব মেনে চলে না। বরং) মানুষ অনেক ব্যাপারে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। (অনেক মানুষ কুরআনের সাধামাটা ও সহজ বিধান গ্রহণ না করে কুতর্ক, দলাদলি এবং বিবাদে জড়াতে-ই বেশী পছন্দ করে।)

৫৫. সঠিক দিক নির্দেশনা আসার পর এসব মেনে নিতে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে মানুষের

প্রতিবন্ধকতা শুধু একটা-ই (আর তা হলো) তারা পূর্ববর্তীদের পরিণতি তথা সরাসরি আযাবের অপেক্ষা করছে।

৫৬. আমি রাসূল পাঠাই শুধু-ই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। যারা কুফর করে তারা তাদের জিদাল (কুতর্ক, বিবাদ, ইত্যাদি) দ্বারা হাক্ব (তথা ইসলামকে) ব্যর্থ করে দিতে চায় এবং আমার বিধান ও তাদেরকে দেওয়া হুঁশিয়ারি নিয়ে উপহাস করে থাকে।

কুফরঃ কুফর অর্থ অবিশ্বাস করা, প্রত্যাখ্যান করা, অবজ্ঞা করা, অমান্য করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, গোপন করা, ইত্যাদি। সেমতে...

- ❖ আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য অবিশ্বাস করা;
- ❖ আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করা;
- ❖ আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা;
- ❖ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ফরজ বিধানকে ঐচ্ছিক মনে করা;
- ❖ আল্লাহর কোনো আদেশ বা নিষেধ অমান্য করা এবং এর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া;
- ❖ আল্লাহর দ্বীন কায়েমে বা দ্বীনি দাওয়াতে বাধা দেওয়া বাধার সৃষ্টি করা;
- ❖ আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া;
- ❖ আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা;

তথা উল্লেখিত কাজসমূহের মাঝে যে কোনো একটিতে জড়িয়ে পড়া কুফর। এছাড়াও যাদু এবং আল্লাহ, রাসূল বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করাও কুফর।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ যেসব মানুষ দ্বীন কায়েমের জন্য কাজ করে না বরং দ্বীন কায়েমে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে অযথা বিবাদ ও দলাদলি করে এবং কুফরের পক্ষে কাজ করে তারা কাফির। মুসলিম নামধারী কেউ এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যাবে। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাজা পড়া এবং তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪) মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

(এ সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা'র কুফর ও নিফাক অন্যায়)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ؕ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

পাপের পরিণাম

৫৭. তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে, যার সামনে প্রভুর আয়াত (বিধান) পেশ করা হলো আর সে এটা প্রত্যাখ্যান করলো এবং নিজের কর্মফল সম্পর্কে ভুলে গেল? (এমন করার কারণে) আমি তাদের অন্তরে আবরণ লাগিয়ে দেই, কানে এটে দেই পর্দা, ফলে তারা (ভালো-মন্দ) উপলব্ধি করতে পারে না আর তখন তাদেরকে হেদায়াতের পথে আহ্বান করলেও তারা এটা গ্রহণ করতে পারে না।

৫৮. আর তোমার প্রভু হলেন ক্ষমাশীল, দয়া ও করুণার অধিকারী। মানুষ যেসব পাপ করে এজন্য তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইলে তিনি তখন-ই আযাব দিয়ে দিতেন। কিন্তু আসলে সকলের প্রতিশ্রুতকাল-ই নির্ধারিত। (আল্লাহর আযাব সময় মত-ই এসে হাজির হবে) তখন তারা পালানোর জায়গাও খুঁজে পাবে না।

৫৯. অতীতে অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যখন তারা পাপে লিপ্ত হয়েছিল। এদের (এখনকার পাপিষ্ঠদের) ধ্বংসের জন্য আমি সময় নির্ধারণ করে রেখেছি।

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَاۤ اَبْرَحُ حَتّٰۤى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَ مَاۤ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَ اتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰۤى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

মূসা আ. ও খাদ্বির আ.এর সাক্ষাৎ

সূত্রঃ বর্ণিত আছে একদা এক ব্যক্তি মূসা আঃকে প্রশ্ন করলঃ পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানী কে? তিনি ভাবলেনঃ আমি আল্লাহর রাসূল, আমার কাছে ওহী আসে। তাই বললেনঃ আমি। কিন্তু এভাবে উত্তর দেয়া আল্লাহর পছন্দ হলো না। তাই মহান প্রভু মূসা আঃকে জানিয়ে দিলেন "আমার এক বান্দা আছে যে তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী"। মূসা আঃ ওই জ্ঞানী লোকটির সাক্ষাৎ চাইলেন। জানিয়ে দেয়া হলোঃ একটি (ভাজা) মাছ সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু কর। দুই সাগরের মোহনায় যেখানে মাছটি জীবিত হয়ে পানিতে চলে যাবে। আমার ওই বান্দাকে সেখানে পাওয়া যাবে। মূসা আঃ এ পথ অনুকরণ করে আল্লাহর বান্দা খাদ্বির (খিজির) আঃএর সাথে সাক্ষাত পেলেন। এ সাক্ষাতের বর্ণনা এখান থেকে শুরু হয়েছেঃ এ সফরে মূসা আঃ একটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে ছিলেন। তার নাম ইউশা বিন নূন। (তাফসীর কুরতুবীঃ বুখারী মুসলিম)

৬০. (স্মরণ করো! সফরের প্রস্তুতি নেওয়ার পর) মূসা যখন তার সঙ্গে থাকা যুবকটিকে বললঃ আমরা দুই সাগরের মোহনায় না পৌঁছে থামব না, (প্রয়োজনে) যুগ যুগ সফর করব।

৬১. (তারপর শুরু হলো দুজনের সফর) দুই সাগরের মোহনায় পৌঁছে তারা (একটি বড় পাথরের উপর বিশ্রাম নিল এবং সঙ্গে থাকা) মাছের কথা ভুলে গেল। (মাছটি জীবিত হয়ে পানিতে লাফিয়ে পড়লো এবং পানিতে) সুড়ঙ্গ পথ বানিয়ে সাগরে চলে গেল।

৬২. (বিশ্রাম সমাপ্ত করে আবার কিছু পথ) অতিক্রম করার পর মূসা বললঃ দুপুরের খাবার দাও। এ সফরে অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

৬৩. যুবক বললঃ দেখেছেন? আমরা যখন পাথরের উপর বিশ্রাম নিচ্ছিলাম আর আমি তখন মাছের কথা ভুলে-ই গিয়েছিলাম মাছটি তখন এক আশ্চর্য সুড়ঙ্গ বানিয়ে সাগরে চলে গেছে। কিন্তু বিষয়টি আপনার কাছে বলতে শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে।

৬৪. মূসা বললঃ আমরা এ স্থানের-ই সন্ধান করছি। তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে আবার ওই স্থানে ফিরে এলো।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّ لَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

খাদ্বির আ. ও মূসা আ.এর একত্রে পথ চলা

৬৫. তারা উভয়ে (ফিরে এসে) আমার এক বান্দাকে পেল যাকে আমি নিজ থেকে-ই অনেক দয়া করেছি আর নিজ থেকে-ই দান করেছি বিশেষ জ্ঞান।

৬৬. মূসা তাকে বললঃ আমি কি (কিছু দিন আপনার সঙ্গে থেকে) আপনাকে অনুকরণ করতে পারি? কারণ আপনাকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে আমি এর থেকে কিছু শিখতে চাই।

৬৭-৬৮. সে (জ্ঞানী ব্যক্তি) বললঃ আমার সঙ্গে থাকলে আপনি ধৈর্য ধরতে পারবেন না। আর কি ভাবে ধৈর্য ধরবেন? (আমি যা করব) আপনি তো এ ব্যাপারে অবগত-ই নন। (জ্ঞানীদের অনেক কিছুই জ্ঞানহীনরা বুঝে না তাই অধৈর্য হয়ে সমালোচনা শুরু করে)

৬৯. মূসা বললঃ ইন শা-আল্লাহ, আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি আপনার কোনো আদেশ লঙ্ঘন করব না।

৭০. (জ্ঞানী ব্যক্তি) বললঃ আমার সঙ্গে থাকলে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আমি নিজ থেকে বর্ণনা করি।

فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَ لَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾

খাদ্বির আ.এর কাজে মূসা আ.এর ১ম ও ২য় আপত্তি

৭১. তারা (মূসা ও খাদির এক সঙ্গে থাকতে রাজি হলো এবং একত্রে পথ চলতে লাগল।) উভয়ে চলতে চলতে এক নৌকায় আরোহণ করলো। (খাদ্বির) নৌকাটি ছিদ্র করে ফেলল। (খাদ্বিরের এমন কাজে আপত্তি করে) মূসা বললঃ আপনি (মাঝ দরিয়ায়) নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন? আপনি কি আরোহীদের ডুবিয়ে মারতে চান? আপনি গুরুতর অন্যায় করেছেন।

৭২. সে (খাদ্বির) বললঃ আপনাকে বলিনি, আমার সঙ্গে থাকলে আপনি ধৈর্য ধরতে পারবেন না?

৭৩. মূসা (বুঝতে পারলো সে তার কথা রাখতে পারেনি। তাই) বললঃ (ভুল হয়ে গেছে। অনাকাঙ্খিত) ভুলের জন্য আমাকে সাজা দেবেন না এবং (দয়া করে) আমার ব্যাপারে কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নেবেন না।

৭৪. (এভাবে-ই সমস্যার সমাধান হলো এবং) তারা উভয়ে আবার পথ চলতে শুরু করলো। এক পর্যায়ে (খাদ্বির) পথে এক বালককে পেয়ে (ডেকে এনে) মেরে ফেলল। (খাদ্বিরের এ কাজ মূসার কাছে সরাসরি অন্যায় মনে হলো এবং এতে আপত্তি উত্থাপন করে) মূসা বললঃ আপনি এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে মেরে ফেললেন? আপনি জঘন্য কাজ করেছেন।

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ۭ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

৩য় বার আপত্তি এবং বিচ্ছেদ

৭৫. সে (খাদ্বির) বললঃ বলিনি, আপনি আমার সাথে (থাকলে) ধৈর্য ধরতে পারবেন না?

৭৬. মূসা (বুঝতে পারলো সে একে একে ২ বার এক-ই ভুল করে ফেলেছে। তাই সে) বললঃ আর কোনো প্রশ্ন করলে আমাকে সঙ্গে রাখবেন না। আপনি আমাকে অনেক ক্ষমা করেছেন।

৭৭. (২য় বার এভাবে সমাধান করার পর) তারা উভয়ে আবার একত্রে পথ চলতে লাগল, এক পর্যায়ে তারা এক গ্রামে এসে হাজির হলো এবং গ্রামবাসীর কাছে খাবার চাইলো। গ্রামবাসী তাদের আপ্যায়ন করতে অস্বীকার করলো। ওই গ্রামের এক দেয়াল ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম ছিল। (খাদ্বির) এটা ঠিক করে দিল। (খাদ্বিরের এমন কান্ড দেখে মূসার রাগ আরও বেড়ে গেল এবং এ কাজে আপত্তি তুলে) মূসা বললঃ আপনি চাইলে এদের থেকে বিনিময় নিতে পারতেন (এতে আমাদের খাদ্যের অভাব দূর হত এবং আমাদের ক্ষিধাও নিবারণ হত।)

৭৮. সে (খাদ্বির) বললঃ (আপনি একে একে ৩ বার শর্ত ভঙ্গ করেছেন। তাই) আমার ও আপনার মাঝে এটা-ই চূড়ান্ত বিচ্ছেদ। তবে যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি (বিদায়ের আগে) আমি এর রহস্য আপনাকে বলে দিচ্ছি।

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَ كَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَ اَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّ اَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَ اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَ كَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَ كَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَ مَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

আসল রহস্য

৭৯. (প্রথমেই বলি) নৌকার কথাঃ (নৌকার রহস্য হলো) নৌকাটি ছিল কিছু গরীব মানুষের, (এ নৌকা দিয়ে) তারা সাগরে কাজ (করে জীবিকা নির্বাহ) করত। কিন্তু দেশের রাজা ভালো নৌকাগুলো জোরপূর্বক নিয়ে যাচ্ছিল। তাই (রাজ সৈন্যদের থেকে নৌকাটি রক্ষা করতে-ই) আমি এটাকে ত্রুটিযুক্ত (ছিদ্র) করে দিয়েছি (যাতে গরীব মানুষগুলো তাদের জীবিকার অবলম্বন না হারায়)

৮০-৮১.আর ছেলের ব্যাপারটি হলোঃ ছেলেটির বাবা-মা মুঅমিন। কিন্তু আমাদের আশংকা (অর্থাৎ আল্লাহ থেকে আমরা জানতে পেরেছি ছেলেটি বড় হয়ে) বাবা-মাকে (আল্লাহর) অবাধ্যতা ও কুফরের দিকে ঠেলে দেবে। তাই আমরা (ছেলেটিকে মেরে ফেলেছি এবং) চেয়েছি যেন এর বদলে প্রভু তাদেরকে আত্মীয়তা রক্ষাকারী, নেক সন্তান দান করেন।

৮২. আর দেয়ালের ব্যাপারটি হলোঃ এ শহরে দুইজন ইয়াতীম শিশু আছে। তাদের বাপ ছিল একজন সৎমানুষ। দেয়ালের নীচে শিশুদের জন্য গুপ্তধন রাখা আছে। তোমার প্রভু তাদের প্রতি খুব-ই সদয়। সুতরাং প্রভুর ইচ্ছাঃ শিশুরা বড় হয়ে নিজেদের গুপ্তধন বের করুক। (তাই দেয়ালটি ঠিক করে দিয়েছি।) এসব কাজ আমি নিজ থেকে করিনি (যা করেছি আল্লাহর হুকুমে-ই করেছি।) আপনি যে ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে পারেননি এটা-ই তার আসল রহস্য।

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِي الْاَرْضِ وَ اٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ وَ اِمَّاۤ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾ وَ اَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ الْحُسْنٰى ۚ وَ سَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

বাদশাহ যু-ল-ক্বারনাইন এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ

৮৩. (হে নবী!) লোকজন তোমাকে যু-ল-ক্বারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। বলে দিওঃ আমি অচিরে-ই তার ব্যাপারটি তোমাদের কাছে বর্ণনা করছি।

৮৪. আমি (আল্লাহ) পৃথিবীতে (কাস্পিয়ান সাগর আর কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী এলাকায়) তাকে ক্ষমতাবান করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম (শাসন ও সফরের প্রয়োজনীয়) সকল উপকরণ।

৮৫. একদা সে এসব উপকরণ ব্যবহার করে অভিযানে বের হলো।

৮৬. (পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করে) সূর্যাস্তকালে এক এলাকায় পৌঁছে সে অনুধাবন করলো সূর্য একটি কাদাযুক্ত কালো জলাশয়ে (সম্ভবত কৃষ্ণ সাগরে) ডুবে যাচ্ছে। (সম্ভবত সাগরে তখন ভাটা ছিল এবং পানি অনেক দূর চলে গিয়েছিল। সাগরের যে উপকূলে তিনি পৌঁছেছিলেন হয়ত সে এলাকাটি ছিল কালো পানি এবং কাদাযুক্ত। তাই তিনি চর্মচক্ষ দিয়ে অনুধাবন করেছিলেন সূর্য একটি কাদাযুক্ত কালো জলাশয়ে ডুবে যাচ্ছে। যদিও এটা ছিল শুধু-ই চোখের দেখা। আসলে সূর্য তার গতি পথে-ই ঘূর্ণায়মান) সেখানে সে এক জাতিকে দেখতে পেল। আমি বললামঃ যু-ল-কারনাইন! তুমি চাইলে তাদের সাজা দিতে পার (কারণ তারা কুফর ও শিরকের অপরাধে অপরাধী) আর ইচ্ছা করলে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে পার।

৮৭. সে বললঃ যে ব্যক্তি জুলম (শিরক) করবে আমি তাকে সাজা দেব, পরে তাকে প্রভুর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, তিনি তাকে আরও কঠিন সাজা দেবেন।

৮৮. আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে, সৎকাজ করবে তাকে উত্তম পুরস্কার দেব। আমার (সরকারী) বিষয়াদিও তার সাথে সহজ করে নেব। (সৎ ও দ্বীনদার মানুষের জন্য অফিসিয়েল কাজকর্ম সহজ করে নেয়া সৎ শাসনের আলামত)

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذٰلِكَ ۚ وَ قَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

৮৯. তারপর (পশ্চিম দিকের সফর সমাপ্ত করার পর) এসব উপকরণ ব্যবহার করে সে আবার (পূর্ব দিকে) অভিযানে বের হলো।

৯০. একদা সূর্যোদয় কালে একস্থানে (সম্ভবত কাস্পিয়ান সাগর উপকূলে) পৌঁছে সে এমন এক জাতিকে দেখতে পেল যাদের কাছে এটা (সূর্যের আলো) ছাড়া আর কোনো অন্তরায় (গাছপালা, পাহাড়পর্বত, ঘরবাড়ি কিছুই) ছিল না। (অর্থাৎ তারা যে ভূমিতে বাস করত সেখানে গাছপালা বা পাহাড়পর্বত কিছু-ই ছিল না। এমনকি সেখানের মাটি নরম ও বালুকাযুক্ত থাকায় সেখানে স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ি নির্মাণ করাও সম্ভব হত না)

৯১. (যু-ল-কারনাইনের আসল ঘটনা) এমন-ই। তার ব্যাপারে সকল তথ্য-ই আমাদের কাছে বিদ্যমান আছে।

৯২. তারপর (পূর্ব দিকের সফর সমাপ্ত করার পর) এসব উপকরণ ব্যবহার করে সে আবার (উত্তর দিকে) অভিযানে বের হলো।

৯৩. (উত্তর দিকে মধ্য এশিয়ার আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের কাছাকাছি) দুই প্রাচীরের (পর্বতমালার) মধ্যখানে পৌঁছে এমন এক জাতিকে দেখতে পেল যারা কোনো কথা-ই বুঝে না/যাদের কথা বুঝা যায় না।

৯৪. (যু-ল-ক্বারনাইনের পরিচয় জানার পর তার কাছে নতিস্বীকার করে দোভাষীর মাধ্যমে) তারা বললঃ যু-ল-কারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ (গ্রীষ্মকালে) আমাদের দেশে এসে ফাসাদ করে থাকে। (শীতকালে তারা আসতে পারে না। কারণ শীতকালে এসব এলাকা বরফে আচ্ছাদিত থাকে) সুতরাং আমরা আপনাকে খারাজ (খাজনা/শুল্ক) দেব, আপনি কী আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন?

৯৫. যু-ল-ক্বারনাইল বললঃ প্রভু আমাকে যা (যেসব ধনসম্পদ) দান করেছেন আমার জন্য এসব-ই যথেষ্ট। (তোমাদেরকে খাজনা দিতে হবে না) তোমরা শুধু শ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য করো। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে প্রাচীর বানিয়ে দিচ্ছি।

৯৬. (প্রাচীরের স্থান ও নকশা সম্পন্ন হবার পর যুল-কারনাইন বলল) তোমরা (আশপাশের পাহাড় থেকে) লোহার পাত সংগ্রহ করে এখানে এনে জমা করো। (কথামত তারা কাজে লেগে গেল এবং খুঁজে খুঁজে লোহার টুকরা এনে প্রাচীর নির্মাণস্থলে ফেলতে লাগল) লোহার পাত যখন দুই পাহাড়ের বরাবর হয়ে গেল তখন (যু-ল-ক্বারনাইন) বললঃ এতে আগুন ধরিয়ে দাও। আগুন জ্বলে উঠলে বললঃ আসো, এবার (প্রাচীরকে টেকসই করতে) এর উপর (জ্বলন্ত আগুনের উপর) তামা ঢেলে দেই।

যুল-কারনাইনঃ যু-ল-ক্বারনাইন অর্থ দুই শিং বিশিষ্ট। যু-ল-ক্বাইরনাইন একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। তিনি দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে তার শাসনকৃত এলাকা ভ্রমণ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনেকের মতে তার নাম ছিল ইস্কান্দার। কেউ কেউ তাকে নবী মনে করলেও অনেকের মতে তিনি নবী ছিলেন না। তার সময়কাল ছিল ইবরাহীম ও ঈসা আঃএর মধ্যবর্তী সময়। তাকে যুল-কারনাইন বলার কারণ নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি। তবে কারো কারো মতে তার মাথায় ছোট শিঙ্গের মত দুটি মাংশ পিন্ড ছিল আর কারো মতে তিনি পৃথিবীর দুই প্রান্তে রাজত্ব করেছেন বলে তাকে এ উপাধি দেয়া হয়েছে।

দেয়ালঃ যু-ল-কারনাইন যে দেয়াল নির্মাণ করেছিলেন এর নাম সান্দে ইস্কান্দারী তথা ইস্কান্দারী দেয়াল। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী লোহার দেয়ালের উপর তামার প্রলেপ দেয়া। পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে মধ্য এশিয়ার কয়েকটি স্থানে এমন দেয়াল বিদ্যমান আছে। এর মাঝে কোনটি বাদশা ইস্কান্দারের নির্মাণাধীন দেওয়াল এটা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন।

ইয়াজুজ মাজুজঃ ইয়াজুজ মাজুজ মানুষের-ই দুটি গোত্র। উভয় গোত্র-ই নূহ আঃএর ছেলে ইয়াফিছের বংশধর। (কারো কারো মতে চায়নিজ ও রাশিয়ানরা হলো ইয়াজুজ ও মাজুজ) কিয়ামতের আগে এরা আরব ভূখন্ডে অভিযান চালিয়ে সারা আরব দখল করে নেবে। তখন এদের মোকাবেলা করার শক্তি থাকবে না মুসলিমদের। খৃষ্টান ও ইয়াহুদ জাতির সাথে যুদ্ধ করে মুসলিমদের শক্তি প্রায় শেষ হয়ে যাবে। ঈসা আঃ মুসলিমদের নিয়ে পাহাড়ে অবস্থান নেবেন। আল্লাহর গজবে ধ্বংস হবে ইয়াজুজ মাজুজ। তাদের মরদেহ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকবে এবং দুর্গন্ধ ছড়াবে। তখন এসব থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে আল্লাহ পাঠাবেন বিরাট বড় বড় পাখি। পাখি মৃতদেহগুলো খাবে এবং সাগরে নিক্ষেপ করবে। পরে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে। বৃষ্টিতে ধোয়ে-মুছে যমীন সাফ হয়ে যাবে। তখন যমীনে খুব বরকত হবে। ফসলের বাম্পার ফলন হবে, বের হয়ে আসবে সোনা রূপার পাহাড়।

কিয়ামতঃ ঈসা আঃএর মৃত্যুর পর মানুষ আবার খারাপ হয়ে যাবে। পাপাচারে ভরে উঠবে চারদিক। তখন পশ্চিম থেকে সূর্য উদয় হবে। চাঁদ সুরুজ একত্রে পশ্চিম থেকে উদয় হয়ে কিছুক্ষন পর অস্ত যাবে। ভয়ে সকল মানুষ ইমানদার বনে যাবে। কিন্তু তখন কারো ঈমান কবুল হবে না। যারা আগ থেকে ঈমানদার ছিল শুধু তাদের আমল ফলপ্রসূ হবে। তারপর এক অজানা রোগে মুঅমিনগণ মারা যাবে। ভেঙ্গে ফেলা হবে কাবাঘর। পৃথিবীর অনেক দেশ সোনামীতে ভেসে যাবে। থাকবে শুধু আরব ভূমি। পরে ইয়ামেনের আদন বন্দর থেকে আগুন বের হবে। আগুন লোকজনকে শামদেশে নিয়ে জমা করবে। তারপর সিঙ্গা ফুঁকা হবে। হয়ে যাবে মহাপ্রলয় কিয়ামত।

فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَ مَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ﴿٩٨﴾ وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَّ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ﴿١٠٠﴾ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَ كَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

৯৭. তারা (ইয়াজুজ ও মাজুজ গোত্রদ্বয়) এটা অতিক্রম করতে সক্ষম হলো না এবং এটা ভেদ করতেও পারল না।

৯৮. (যু-ল-ক্বারনাইন) বললঃ সবই আমার প্রভুর দয়া। প্রভুর প্রতিশ্রুতকাল এসে গেলে এসব বিলীন হয়ে যাবে এবং প্রভুর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে।

৯৯. (সময় হলে) আমি (আল্লাহ) তাদেরকে ছেড়ে দেব আর তারা সেদিন একে অন্যের মাঝে মিশে ঢেউয়ের মত ধেয়ে আসবে (এবং আরবভূমি দখল করে নেবে। তারপর সিঙ্গা ফুঁকা হবে। হয়ে যাবে মহাপ্রলয়, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর ২য় বার) শিঙ্গা ফুঁকা হলে আমি সবাইকে একত্রিত করব (এটা-ই হাশরের দিন)।

১০০-১০১. সেদিন কাফিরদের জন্য জাহান্নামকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করব, যাদের চোখ আমার যিকর (কিতাব) থেকে উদাস ছিল, যারা (আমার কথা) শোনত না।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ কিতাব দিয়েছেন বাস্তব জীবনে মেনে চলার জন্য। মেনে চলতে হলে বুঝতে হয় আর বুঝতে হলে পড়তে হয়। সুতরাং যাদের চোখ কুরআন থেকে উদাস থাকবে তারা বুঝবে না। আর যারা বুঝবে না তারা মানবে কি করে?

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ۭ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَ اتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَ رُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

দলীলবিহীন কর্ম এবং এর পরিণাম

১০২. যারা কুফর করে তারা কী মনে করেঃ তারা আমার বদলে আমার বান্দাদেরকে ওয়ালী (নীতিনির্ধারক, রক্ষক) বানাবে (আর আমি তাদের ছেড়ে দেব? কখনো এমন হবে না। আসলে যারা এমন করে তারা কাফির হয়ে যায় আর) কাফিরদের আপ্যায়নের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম।

(অনেক মানুষ তাদের নেতাকে বা উলামাকে বা ইমামকে বা পীরকে বা শাইখকে নীতিনির্ধারক হিসেবে মেনে নেয়। আর আসল ব্যাপার হলো আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে অন্যকে নীতিনির্ধারক হিসেবে মেনে নিলে কুফর হয়।)

১০৩. (রাসূল সাঃকে আদেশ দিয়ে আল্লাহ বলছেনঃ তাদের) জিজ্ঞেস করোঃ আমি বলে দেব কী? কোন ধরণের লোক আমলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ?

১০৪. (আমলের ক্ষেত্রে তারাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত) যারা দুনিয়ার জীবনে বিভ্রান্তিমূলক (দলীলবিহীন) কাজ করে আর মনে করেঃ তারা সঠিক কাজ-ই করছে।

(অর্থাৎ যারা দলীল বিহীন আমল করে তারা-ই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ। কারণ তারা মনে করছে অনেক নেকী অর্জন করে ফেলছে কিন্তু আসলে অর্জন করছে কেবল-ই পাপ। কারণ দলীলবিহীন আমল বিদয়াত হয় আর বিদয়াত মানুষকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে)

১০৫. (যারা এমন কাজে রত) তারা প্রভুর বিধান অমান্য করছে, প্রভুর সাক্ষাতের (তথা ঈমানের) বিষয়টিকে অবজ্ঞা করছে। (কারণ প্রভুর বিধান হলো ঈমান ও আমাল সব-ই হতে হবে দলীল ভিত্তিক, দলীলবিহীন কোনো কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য নয়। কিন্তু তারা তাই করছে) ফলে তাদের সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে, কিয়ামতের দিন এসব ওজন করা হবে না।

আইন ও বিধানঃ ইসলামী কর্মপদ্ধতির মূল বিষয় আনুগত্য ও অনুকরণ। তাই ইসলামের সকল কাজ তথা ঈমান ও আ'মাল হবে দলীল ভিত্তিক। আর ইসলামী বিধান মতে..

- ঈমান ও আক্বীদাহ বিষয়ে শুধু ক্বাত্বয়ী দলীল মেনে নেওয়া হয়। আর ক্বাত্বয়ী দলীল হলো আল-কুরআনের মুহকাম ও সুস্পষ্ট আয়াত এবং রাসূল সা. থেকে পাওয়া মুতাওয়াতির মানের হাদীছ। এছাড়া আর কোনোকিছু-ই ঈমান আক্বীদার ক্ষেত্রে দলীল হয় না।
- আর বিধানের ক্ষেত্রে দলীল হয় আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত এবং সকল প্রকার সাহীহ হাদীছ।
- কোনো বিষয়ে আল-কুরআনের অস্পষ্টতা থাকলে অথবা হাদীছের বর্ণনা বা মর্ম নানামুখী হলে এ বিষয়ে ভিন্নমতের সুযোগ তৈরি হয় এবং ইমামগণের মাঝে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। তখন আমল করার জন্য দলীলভিত্তিক যে কোনো একটি মতকে বেছে নেওয়া যায়। তবে দলীল ভিত্তিক সবকটি মতকে নীতিগতভাবে মেনে নিতে হয়।

১০৬. (যারা এমন করে) তাদের পরিণাম জাহান্নাম। কারণ তারা কুফর করে, আমার (আল্লাহর) আয়াত ও রাসূলকে নিয়ে উপহাস করে।

জ্ঞাতব্যঃ দুনিয়ায় অনেক মানুষ আছে যারা নিজেকে দ্বীনদার মনে করে এবং আমলের নামে দলীল প্রমাণ বিহীন মনগড়া কাজ করে, অনেকে আবার সরাসরি বিদয়াত করে। তথাপিও মনে করে তারা ভালো কাজ করছে। যারা এমন করে তারা-ই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজে এমন মানুষ-ই বেশী।

বিঃ দ্রঃ = আক্বীদাহ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত বা মুতাওয়াতির হাদীছ ছাড়া অন্য কোনো সাহীহ হাদীছও

মানা যায় না এবং আমলের ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত ও সাহীহ হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু মানা হয় না। এটা-ই উম্মতের মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহগণের ঐক্যমত্য। দ্বাইফ হাদীছ শুধু ফজিলতের জন্য শোনা হয়। আর মাতরুক বা মাওদ্বু' হাদীছ কোনো ব্যাপারে-ই মানা হয় না।

(এ ব্যাপারে আরও জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৬ষ্ট বই "দ্বীন বোঝার মৌলিক নীতিমালা")

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

মুঅমিনের প্রতিদান এবং আল্লাহর মহত্ত

১০৭-১০৮. (পক্ষান্তরে) যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে তাদের আপ্যায়নে রয়েছে জান্নাতু-ল-ফিরদাউস। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে আর সেখান থেকে বের হতে চাইবে না।

১০৯. বলোঃ আমার প্রভুর (মহত্বের) বাণী লিখতে সব সাগর (এর পানি) কালি হয়ে গেলেও সাগর শুকিয়ে যাবে, তবুও আমার প্রভুর মহত্তের বাণী শেষ হবে না। এমনকি অনুরূপ আরও কালি বানালেও না।

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

রাসূল আমাদের মত মানুষ এবং আল্লাহর সাথে শিরক

১১০. (হে নবী! সবাইকে) বলে দাওঃ আমি তোমাদের মত-ই মানুষ। (তবে আমার আর তোমাদের মাঝে পার্থক্য হলো ওহী অর্থাৎ তোমাদের কাছে ওহী আসেনি আর) আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছেঃ তোমাদের ইলাহ-ই একমাত্র ইলাহ। যে ব্যক্তি প্রভুর সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎকাজ করে এবং কোনো প্রকার শিরক না করে।

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। আল্লাহর জাতিসত্ত্বা বা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে আল্লাহর শরীক বা সমকক্ষ বানানো অথবা আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করার নাম শিরক। শিরক নানাভাবে হয়ে থাকে এবং নানাভাবে হতে পারে। যেমন...

- ❖ আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্ত্বায় শিরক হয়,
- ❖ আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে বা ইবাদাতে শিরক হয়,
- ❖ আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে উলুহিয়্যাতে শিরক হয়,
- ❖ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বানানো আইন বা বিধান মেনে নিলে রুবুবিয়্যাতে তথা প্রভুত্বে শিরক হয়,

- ❖ আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যের বিচার বা শাসননীতি মেনে নিলে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে বৈশিষ্ট্যে শিরক হয়।
- ➢ উল্লেখিত শিরক সমূহ হচ্ছে বড় শিরক। নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক...
- ❖ আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে কসম করলে শিরক হয়
- ❖ মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে রিয়াকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে।
- ❖ কুরআনের আয়াত (বা মাসনূন দোয়া) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়।

(শিরক সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র শিরক অধ্যায় দেখে নিন)

সূরাহ মারইয়াম ১৯ سورة مريم

মারইয়াম ঈসা আঃএর মায়ের নাম। মারইয়াম পৃথিবীর শ্রেষ্ট রমণী। মারইয়াম জান্নাতী নারীদের প্রধান। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ফাত্বিরের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত সংখ্যা ৯৮টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كٓهٰيٰعٓصٓ ﴿١﴾ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ
وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَ اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّ لَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَ اِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ
وَّرَآءِيْ وَ كَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَّرِثُنِيْ وَ يَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ
رَضِيًّا ﴿٦﴾ يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾ قَالَ رَبِّ اَنّٰى
يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ كَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ
هَيِّنٌ وَّ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْـًٔا ﴿٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ
ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا
﴿١١﴾ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَ اٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَّ حَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَ زَكٰوةً ؕ وَ كَانَ تَقِيًّا
﴿١٣﴾ وَّ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَ سَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَ يَوْمَ
يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

যাকারিয়্যাহ ও ইয়াহইয়া আ.

১. কাফ হা ইয়া আ'ইন স্বাদ, (এসব বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এসব এভাবে ব্যবহারের কারণ, উদ্দেশ্য ও মর্ম কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া।)

২. তোমার প্রভুর দয়ায় তাঁর বান্দা যাকারিয়্যার আলোচনা (দিয়ে সূরাহটি শুরু করা হলো)।

৩. যখন সে (মারইয়ামের মিহরাব থেকে) অতি সংগোপনে প্রভুকে ডাক দিল (আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হয় সংগোপনে। দেখুন আ'রাফঃ ৫৫)

৪. যাকারিয়্যাহ বললঃ হে রাব্ব! আমার (শরীরের) হাড় দুর্বল হয়ে পড়েছে, মাথায় বার্ধক্য ফুটে উঠেছে। হে রাব্ব! (অসহায় অবস্থায় আপনার শরণাপন্ন হয়েছি) আপনাকে ডেকে কখনো ব্যর্থ হইনি (আশা করি এবারও ব্যর্থ হব না।)

৫-৬. (হে রাব্ব! পারিবারিকভাবে) আমার উত্তরাধীকারীর ব্যাপারে আমি শংকিত হয়ে পড়েছি, (আমি বুড়া) আমার স্ত্রীও বন্ধা। (আমাদের সন্তান হবার সম্ভাবনা একেবারেই কম। তাই তোমার শরণাপন্ন হলাম) তোমার পক্ষ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করো যে আমার ও ইয়াকুব পরিবারের উত্তরাধীকারী হবে। হে রাব্ব! তাকে দান করো (তোমার) সন্তুষ্টি।

৭. (আল্লাহ বললেন) যাকারিয়্যা! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি একটি ছেলের, যার নাম (ঠিক করা হয়েছে) ইয়াহইয়া। এর আগে কারো এ নাম রাখা হয়নি।

৮. যাকারিয়্যা বললঃ হে রাব্ব! কি করে আমার সন্তান হবে? আমার স্ত্রী বন্ধা এবং আমিও বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছি।

৯. (আল্লাহ) বললেনঃ তোমরা প্রভু এমন-ই বলেছেন, আমার জন্য এসব অতি সহজ, এক সময় তুমি কিছু-ই ছিলে না, আমি-ই তোমাকে সৃষ্টি করেছি।

১০. যাকারিয়্যা বললঃ হে রাব্ব! আমাকে কোনো নিদর্শন দাও। আল্লাহ বললেনঃ তোমার জন্য নিদর্শন হলো তিন দিন তুমি মানুষের সাথে কথা বলবে না। (তবে ইশারায় বোঝাতে পারবে)

১১. যাকারিয়্যা মিহরাব থেকে বেরিয়ে লোকজনের কাছে এলো এবং (ইঙ্গিতে) তাদের বললঃ সকালসন্ধ্যা (আল্লাহর) তাসবীহ করো।

১২. (ইয়াহইয়া আঃএর জন্ম হলো এবং শিশু বয়সে-ই তাকে নবুয়াত দিয়ে আল্লাহ বললেনঃ) ইয়াহইয়া! কিতাবটি শক্ত করে ধর (মানে তাওরাতের বিধানের উপর অবিচল থকো।) আমি শিশু বয়সে-ই (তিন বছর বয়সেই -জালালাইন) তাকে হুকম (নবুয়ত) দান করেছি।

১৩-১৪. (আমি তাকে দান করেছি) উদ্যমশীলতা ও পরিচ্ছন্নতা আপন করুণায়, কারণ সে মুত্তাক্বী ছিল, (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে তাকে মুত্তাক্বী বলা হয়) ছিল বাবা-মার সাথে বিনয়ী। সে অবাধ্য বা দাম্ভিক ছিল না।

১৫. তার প্রতি সালাম; যেদিন তার জন্ম হয়েছে, যেদিন মৃত্যু হয়েছে এবং যেদিন সে উত্থিত হবে।

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا
فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا
﴿١٨﴾ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِيْ
بَشَرٌ وَّ لَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَ لِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَ
كَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ
النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَ كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ
جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَ هُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكُلِيْ

وَ اشْرَبِیْ وَ قَرِّیْ عَیْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِیْۤ اِنِّیْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْیَوْمَ اِنْسِیًّا ﴿۲۶﴾

মারইয়াম ও ঈসা আ.

১৬. কিতাবে মারইয়ামকে স্মরণ করো; যখন সে পরিবার থেকে পৃথক হয়ে (মসজিদ আক্বসার) পুবদিকে (মিহরাব নামের এক আলাদা কক্ষে) অবস্থান করছিল।

১৭. সে লোকজন থেকে হিজাব করে থাকত। (একরাতে) আমার রূহ (জিবরাঈল)কে তার কাছে পাঠালাম, সে পরিপূর্ণ মানুষ (যুবক পুরুষ) রূপে তার কাছে হাজির হলো।

১৮. (রাতে নিজ কক্ষে একজন যুবককে দেখে) মারইয়াম (ভয় পেয়ে গেল, তাই) বললঃ আমি তোমার থেকে রাহমানের সুরক্ষা কামনা করছি, তুমি যদি মুত্তাক্বী হতে (পাপ থেকে বেঁচে থাকতে)।

১৯. (জিবরাঈল) বললঃ আমি প্রভুর দূত। পবিত্র পন্থায় তোমাকে একটি সন্তান দিতে তোমার কাছে এসেছি।

২০. মারইয়াম বললঃ আমার কি করে সন্তান হবে? কোনো পুরুষ তো আমাকে স্পর্শ-ই করেনি, (আর পুরুষ কিভাবে আমাকে স্পর্শ করবে আমার তো বিয়ে-ই হয়নি এবং) আমি ব্যভিচারীও নই।

২১. (জিবরাঈল) বললঃ এমন-ই হবে, ব্যাপারটি অতি সহজ। (কারণ) তোমার প্রভু বলেছেন, (সন্তান তোমার হবে-ই এবং) সে হবে আমার (আল্লাহর) রহমত আর মানুষের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। (সুতরাং ভাবার বা বলার আর কিছু-ই নেই)

২২. (রাতে-ই) সে গর্ভবতী হলো এবং (লোক চক্ষুর অন্তরালে মসজিদ থেকে ৪ মাইল) দূরে চলে গেল।

২৩. (বাইত লেহেম নামক স্থানে আসার পর) প্রসব বেদনা শুরু হলে খেজুর মূলে ভর দিল (গর্ভ ও প্রসব হয়ে গেল অল্প সময়েই -জালালাইন। মারইয়াম ভাবলো বিবাহ বহির্ভূত সন্তান প্রসবের জন্য মানুষ তাকে মন্দ ভাববে তাই মনে মনে) বললঃ হায় হায়! আমি যদি মরে যেতাম, যদি চিরতরে (মানুষের স্মৃতি থেকে) মুছে যেতাম।

২৪. (যে স্থানে প্রসব হয়েছে এর) নিম্ন দিক থেকে (ফিরিস্তা) ডেকে বললঃ দুঃখ করো না, নিম্ন দিকে (চেয়ে দেখো) প্রভু তোমার জন্য প্রবাহিত করেছেন পানির নহর। (মারইয়াম চেয়ে দেখল নিম্ন ভূমিতে প্রবাহিত হচ্ছে স্বচ্ছ পানি)

২৫. (জিবরাঈল আঃ ডেকে বলল) খেজুর শাখা ধরে নাড়া দাও, পরিপক্ক খেজুর ঝরতে থাকবে।

২৬. (মারইয়াম আঃএর ক্ষিধে পেয়েছিল। তিনি খেজুর শাখা ধরে নাড়া দিলেন। মরা গাছ থেকে ঝরে পড়তে লাগলো তরতাজা খেজুর। জীবরাঈল আঃ বললেনঃ খেজুর) খাও, পানি পান করো আর (সন্তানকে দেখে) চক্ষু শীতল করো। কোনো মানুষ দেখলে (ইশারায়) বলবেঃ আমি প্রভুর নামে রোজা রেখেছি, আজ মানুষের সাথে কথা বলব না। (তখনকার দিনে রোজা অবস্থায় কথা বলাও নিষিদ্ধ ছিল)

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يٰۤاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّ مَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾ فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَ جَعَلَنِىْ نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَّ جَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَ اَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَّ بَرًّا بِوَالِدَتِىْ ۫ وَ لَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَ السَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَ يَوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾ ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٣٤﴾

ঈসা আ.

২৭-২৮. মারইয়াম ছেলেকে বহন করে লোকালয়ে এলো। লোকজন (ভাবল মারইয়ামের এ সন্তান অবৈধ। তাই তারা) বললঃ মারইয়াম! তুমি মহাপাপ করে ফেলেছ, হারুনের বোন! তোমার বাবা মন্দ লোক ছিলেন না, তোমার মা কখনো যিনা করেননি।

২৯. মারইয়াম নবজাতকের দিকে ইশারা করলো (অর্থাৎ আমি রোজা রেখেছি, কিছু জানতে চাইলে একে জিজ্ঞেস করো এবং এতে) তারা (আরও রেগে গেল) বললঃ আমরা মায়ের কোলের এ নবজাতকের সাথে কি করে কথা বলব..?

৩০-৩৩. ছেলেটি তখন বলে উঠলোঃ আমি আল্লাহর দাস, আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন।

তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, আমি যেখানে-ই থাকি জীবনভর সালাত ও যাকাতের আদেশ করেছেন।

(তিনি আমাকে আদেশ করেছেন) মায়ের সাথে বিনয়ী হতে। তিনি আমাকে পাপিষ্ঠ বা দাম্ভিক হিসেবে সৃষ্টি করেননি।

আমার উপর সালাম; যেদিন আমার জন্ম হয়েছে, যেদিন মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমি উত্থিত হব।

৩৪. এ হচ্ছে ঈসা, মারইয়ামের ছেলে। এটা-ই সঠিক কথা, যে ব্যপারে তারা সন্দিহান।

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٣٥﴾

আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেন না

৩৫. সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর জন্য মানানসই নয়। তিনি এসবের উর্ধ্বে। তিনি কিছু করতে চাইলে শুধু বলেনঃ "হও" আর তখনি হয়ে যায়।

وَ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٣٦﴾

সীরাত মুস্তাক্বীম পরিচিতি

৩৬. (ঈসা আরও বলল) নিশ্চয় আল্লাহ হলেন আমার রাব্ব, তোমাদের রাব্ব (তথা সকলের রাব্ব),

সুতরাং ইবাদাত করো শুধু-ই তার, এটা-ই সীরাত মুস্তাক্বীম (সোজা পথ।)

সীরাত মুস্তাক্বীম পরিচিতিঃ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ (মালিকানা ও বিধান) মেনে নিয়ে শুধু-ই তাঁর ইবাদাত করার নাম সীরাত মুস্তাক্বীম বা সোজা পথ। অন্যকথায় বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে আল্লাহর বিধান মত জীবন পরিচালনা করার নাম সীরাত মুস্তাক্বীম।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٣٧﴾ اَسْمِعْ بِهِمْ وَ اَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾ وَ اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ ۘ وَ هُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّ هُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٩﴾

কুফরের পরিণাম

৩৭. তথাপিও তারা (আল্লাহর বিধান না মেনে) দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেল। আর যারা কুফর করে তাদের ধ্বংস দিয়ে-ই মহান দিনের আগমন ঘটবে।

৩৮. (কাফিররা) যেদিন আমার কাছে আসবে সেদিন তারা সব-ই শোনবে, মেনেও নেবে (কিন্তু এতে কোনো লাভ হবে না। কারণ) আজকের এ দিনে (দুনিয়ার জীবনে) পাপিষ্ঠরা চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে।

৩৯. (হে নবী!) তাদেরকে সাবধান করে দাও আক্ষেপের দিন (বিচার দিন) সম্পর্কে, তখন চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে (আর কোনো সুযোগ থাকবে না। কারণ দুনিয়ার জীবনে) তারা উদাস ছিল, তারা ঈমান আনেনি।

اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٤٠﴾

সার্বভৌমত্ব

৪০. নিশ্চয় আমি-ই এ পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে এ সবকিছুর সার্বভৌমত্বের মালিক। আর আমার কাছে-ই সকলের প্রত্যাবর্তন। (সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন ফাতিহাঃ ৪)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ۡ عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَاۗءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

ইবরাহীম আ. ও উনার পিতা

৪১-৪৩. কিতাবে ইবরাহীমকে স্মরণ করো। সে একজন সত্যবাদী নবী ছিল। একদা সে তার বাবাকে বলল..

আব্বা! আপনি এমন বস্তুর ইবাদত কেন করছেন যে শুনতে পারে না, দেখতে পারে না, কিছু করতে পারে না?

আব্বা! আমার কাছে সঠিক জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে নেই। তাই আমার কথা মেনে চলুন। আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব (মেনে চলতে হয় জ্ঞানী মানুষের কথা। মেনে চলার জন্য জ্ঞানই আসল, বয়সটা ব্যাপার নয়)

৪৪. আব্বা! শয়তানের ইবাদাত (আনুগত্য) করো না। শয়তান রাহমানের অবাধ্য (আনুগত্য অনেক ক্ষেত্রে ইবাদাতের শামিল হয়।)

৪৫. আব্বা! আমার ভয় হয় আপনি শয়তানের ওয়ালী (অনুচর) হয়ে যাচ্ছেন, তখন রাহমানের আযাব আপনাকে পেয়ে যাবে। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাকারাহঃ ১০৭)

৪৬. (ইবরাহীমের দরদমাখা দাওয়াতের প্রত্যুত্তরে তার পিতা) বললঃ ইবরাহীম! তুমি আমার খোদাদের ত্যাগ করেছ? তুমি (খোদার পথে) ফিরে না এলে আমি তোমাকে রাজম (পাথর মেরে হত্যা) করব। তুমি আমার থেকে দূর হয়ে যাও।

৪৭. ইবরাহীম বললঃ আপনাকে সালাম। আমি প্রভুর কাছে আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি খুব-ই সদয়।

৪৮. তবে আমি (ইব্রাহীম) তোমাদের (কুফরতান্ত্রিক সমাজ) বর্জন করে চলব, বর্জন করে চলব আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের অন্য খোদাদেরকেও। আমি শুধু আমার প্রভুকে-ই ডাকব। আশা করি প্রভুকে ডাকলে এ ডাক বৃথা যাবে না।

জ্ঞাতব্যঃ আত্মীয়তা ছিন্ন করা যাবে না, এমনকি নীতিগত বা আদর্শগত কারণেও না। তবে নীতিহীন ও আদর্শহীন আত্মীয়দের পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবেঃ তুমি আমার আত্মীয় হলেও তোমার নীতি আদর্শের সঙ্গী আমি নই। বরং নীতিগত ও আদর্শগতভাবে তুমি ও তোমার সঙ্গীরা আমার শত্রু। অর্থাৎ দ্বীনহীন আত্মীয়রা পারিবারিক ক্ষেত্রে আত্মীয় তবে আদর্শিকভাবে শত্রু। সুতরাং আদর্শগত কারণে প্রয়োজন হলে এদের বিরুদ্ধে যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ পরস্পরের সম্পর্ক মানব জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক গড়ে উঠে এটা সাধারণত ৩ প্রকার। আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, শত্রু ও মিত্র।
আত্মীয়তার নীতিমালা সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র ৯ম অধ্যায় "আত্মীয়তা রক্ষার সীমারেখা"।
বন্ধুত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৬ষ্ঠ বই "দ্বীন বোঝার মৌলিক নীতিমালা"র ৮ম অধ্যায় "আস্থাবিয়্যাহ ও বন্ধুত্ব"
শত্রু মিত্র সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র ১০ম অধ্যায় "আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা"

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ وَ
وَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

ইবরাহীম আ.এর হিজরত

৪৯-৫০. ইবরাহীম যখন তাদের ছেড়ে (ফিলিস্তিন) চলে গেল, চলে গেল আল্লাহ ব্যতীত অন্য খোদাদের ছেড়ে। তখন আমি তাকে দান করলাম (ছেলে) ইসহাক ও (নাতী) ইয়াকুব। আর এদের সবাইকে আমি নবী বানিয়েছি, দান করেছি আমার রহমত, দিয়েছি সঠিক ও সুমহান মুখপাত্র।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰٓى اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾ وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ
وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

কিতাবে মূসা আ.এর স্মরণ

৫১-৫৩. কিতাবে মূসাকে স্মরণ করো, নিশ্চয় সে একজন খাঁটি (বান্দা) এবং নবী ও রাসূল ছিল। আমি (সাইনা উপত্যকায়) পাহাড়ের ডান দিক থেকে তাকে ডাক দিয়েছি এবং একান্তে কথা বলার জন্য তাকে কাছে এনেছি। আর তার প্রতি সদয় হয়ে তার ভাইকেও নবী বানিয়ে দিয়েছি।

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَ كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ ۪ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

কিতাবে ইসমাইল আ. এর স্মরণ

৫৪-৫৫. কিতাবে ইসমাইলকে স্মরণ করো। নিশ্চয় সে ছিল ওয়াদা পূরণকারী এবং সে একজন নবী ও রাসূল ছিল। সে তার পরিবারকে সালাত ও যাকাতের আদেশ দিত। সে ছিল প্রভুর প্রিয়ভাজন।

সালাত পরিচিতিঃ আরবী মূল শব্দ হলো স্বালাহ এবং এর বহুবচন হলো স্বালাওয়াত। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় সালাত। আরবী অভিধানে সালাহ শব্দের অনেকগুলো অর্থ লিখা হয়েছে এর অন্যতম ৩টি হলো দোয়া, ইবাদাহ ও দ্বীন। সেমতে সালাতের আদেশ করার অর্থ দাঁড়ায় মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার আদেশ করা, মহান আল্লাহর এবাদত করার তথা বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলার আদেশ করা এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর দ্বীন মেনে চলার তথা আল্লাহর আদর্শে আদর্শবান হবার আদেশ করা।

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَّ رَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

কিতাবে ইদরীস আ.এর স্মরণ

৫৬-৫৭. কিতাবে ইদরীসকে স্মরণ করো। নিশ্চয় সে একজন সত্যবাদী নবী ছিল। আর আমি তাকে উচ্ছস্থানে (৪র্থ আকাশে) আরোহণ করিয়েছি।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۗ وَ مِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۫ وَّ مِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْرَآءِيْلَ ۫ وَ مِمَّنْ هَدَيْنَا وَ اجْتَبَيْنَا ؕ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ بُكِيًّا ﴿٥٨﴾ فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ﴿٦٠﴾

সৎলোকের সন্তান হয়েও কিভাবে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায়

৫৮. উল্লেখিত নবীগণের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। তারা হলো আদমের সন্তান, নূহের সাথে যাদেরকে (জাহাজে) আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের সন্তান, ইবরাহীম ও ইসমাঈলের সন্তান। আমি তাদেরকে হেদায়াত করেছি এবং মনোনীত করেছি। রাহমানের আয়াত পাঠ করা হলে তারা কেঁদে কেঁদে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। (সিজদাহর আয়াত)

৫৯. তারপর এলো পরবর্তী প্রজন্ম; যারা সালাত (আল্লাহর দ্বীন, আল্লাহর ইবাদাত ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা) ছেড়ে দিল এবং কামনা বাসনার আনুগত্য করলো (আর এভাবে-ই তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেলো।) সুতরাং এসব বিভ্রান্তিমূলক কাজের ফল তারা অচিরেই পেয়ে যাবে। (আল্লাহর

আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে কামনাবাসনার আনুগত্য মেনে নেওয়া বিভ্রান্তির প্রধান মহাসড়ক।)

৬০. তবে যারা তাওবাহ করবে, ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তারা অবশ্য-ই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের প্রতি সামান্যতম অবিচার করা হবে না।

جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِیْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَیْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِیًّا ﴿٦١﴾ لَا یَسْمَعُوْنَ فِیْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ
وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیْهَا بُكْرَةً وَّ عَشِیًّا ﴿٦٢﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِیْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِیًّا ﴿٦٣﴾

জান্নাতের অধিকারী বান্দারা

৬১. চিরস্থায়ী জান্নাত, আল্লাহ তার বান্দাদেরকে অদৃশ্যে থেকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে-ই।

৬২. সেখানে শুধু শান্তি আর শান্তি বিরাজ করবে, এমনকি (সেখানে প্রবেশের পর) তারা কোনো অনর্থক কথাও শোনতে পাবে না। সেখানকার খাবার সর্বদা বিদ্যমান থাকবে।

৬৩. এটা-ই জান্নাত; যার অধিকারী বানাব আমার এমন বান্দাদেরকে যেসব বান্দা তাক্বওয়া অর্জন করবে।

তাক্বওয়া পরিচিতিঃ তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করলো তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া। (দেখুন ১৬: সূরাহ নাহলঃ ৩২, ১২৮)

وَ مَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَیْنَ اَیْدِیْنَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَا بَیْنَ ذٰلِكَ ۚ وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیًّا ﴿٦٤﴾

আল্লাহর হুকম ছাড়া ফিরিস্তা আসে না

পটভূমিঃ (রাসূল সাঃ চাইতেন জিবরাঈল আঃ যেন বারবার আসেন) একদা ওহী আসতে কয়েকদিন দেরি হলো। পরে জিবরাঈল আঃ ওহী নিয়ে এলে রাসূল সাঃ বললেনঃ আপনি এখন যে নিয়মে আসছেন এরচেয়ে বেশী আসেন না কেন? (তাফসীর জালালাইন, দেখুনঃ বুখারী হাদীছ নম্বর ৪৩৭২ ইফাবা বাংলা) এতে জীবরাঈল আ. রাসূল সা.কে জানিয়ে দিলেন...

৬৪. প্রভুর হুকুম ছাড়া আমরা অবতরণ করি না। আমাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব তাঁর (হুকুমের আওতাধীন) আর তোমার প্রভু কখনো ভুল করেন না/ভুলে যান না/ভুলে থাকেন না।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِیًّا ﴿٦٥﴾

আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ কেউ নেই/কিছু-ই নেই

৬৫. (আল্লাহ হলেন) আসমানসমূহ, যমীন এবং মধ্যবর্তী সবকিছুর রাব্ব (মালিক, নিয়ন্ত্রক ও বিধানদাতা।) সুতরাং শুধু তাঁর-ই ইবাদাত করো এবং তাঁর ইবাদাততে অবিচল থাকো। তাঁর সমকক্ষ কেউ আছে বলে তোমার জানা আছে কি?

وَ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ اَوَ لَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ وَ اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ نَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

সবাইকে জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে

৬৬. মানুষ (আশ্চর্য হয়ে) বলেঃ আমি যখন মরে যাব, তখন কী আবার আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে?

৬৭. মানুষ কী ভুলে গেছে.? আমি-ই তাকে প্রথম সৃষ্টি করেছি, এর আগে সে কিছুই ছিল না।

৬৮. সুতরাং তোমার প্রভুর কসম! আমি অবশ্য-ই তাদের জমা করব, শয়তানদেরকেও (জমা করব।) অতঃপর তাদের সবাইকে নতজানু করে জাহান্নামের কিনারে হাজির করব।

৬৯. আমি প্রতিটি (মানব) গুষ্টি থেকে-ই তাদেরকে আলাদা (করে জাহান্নামে জমা) করব যারা দয়াময়ের অবাধ্য হয়েছিল।

৭০. আমি তাদের সম্পর্কে খুব ভালো করে-ই জানিঃ যারা জাহান্নামে পৌঁছার যোগ্য হয়েগেছে।

৭১. আর (হে মানুষ! জেনে রাখো!) তোমাদের সবাইকে জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে। এটা-ই তোমার প্রভুর চূড়ান্ত ফয়সালা।

৭২. অতঃপর (জাহান্নাম অতিক্রম কালে) আমি কেবল তাদেরকে-ই রক্ষা করব যারা তাকওয়া অর্জন করতে পেরেছে আর পাপিষ্ঠদেরকে নতজানু করে জাহান্নামে ফেলে দেব। (তাক্বওয়া সম্পর্কে জানতে দেখুন ১৬ সূরাহ নাহল আয়াত ৩২)

জ্ঞাতব্যঃ হাদীছে বলা হয়েছে জান্নাতু-ল-ফিরদাউস আরশের নীচে, কুরআনে বলা হয়েছেঃ জান্নাতু-ল-মা'ওয়া সিদরাতু-ল-মুনতাহার নিকটে। এক হাদীছে বলা হয়েছে ইদরিস আঃ জান্নাতে আছেন, অন্য হাদীছে বলা হয়েছে তিনি আছেন ৪র্থ আসমানে। এর মানে ৪র্থ আসমান ও একটি জান্নাত। এভাবে জান্নাত সমূহ ১ম আকাশের উপরে আর জাহান্নাম হলো দুনিয়া থেকে ১ম আকাশের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে তথা মহাকাশে। হাশরের ময়দান হবে এ দুনিয়া। হাশরের ময়দান থেকে জান্নাতে যাবার পথে জাহান্নাম। তাই সবাইকে জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে। আর জাহান্নাম অতিক্রম করাকে-ই বলা হয় সীরাত যা আমাদের সমাজে পুলসীরাত নামে খ্যাত।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ۙ اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّ اَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّ رِءْيًا ﴿٧٤﴾ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَ اِمَّا السَّاعَةَ ۚ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ

مَّكَانًا وَّ اَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾ وَ يَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ؕ وَ الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾

কোনটি ভালো? চাকচিক্যময় কুফর, নাকি সাদামাটা দ্বীন?

৭৩. যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় কাফিররা তখন মুঅমিনদেরকে বলেঃ (তোমাদের কুরআনের মজলিস আর আমাদের সভা সমিতির প্রতি লক্ষ্য করো এবং দেখো! লোক সমাগমের বিবেচনায়) উভয় দলের মাঝে কোনটি (সামাজিকভাবে) বেশী মজবুত অবস্থানে রয়েছে আর কোনটি বেশী জাঁকজমকপূর্ণ/কোনটিতে এলিট শ্রেণীর উপস্থিতি বেশী?

৭৪. (হে মানুষ! তোমরা কী জানো না?) ইতোপূর্বে বহু জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি; যাদের ধনসম্পদ ও জাঁকজমক তোমাদের থেকে অনেক অনেক বেশী ছিল।

৭৫. (সুতরাং হে নবী! তাদের) বলে দাওঃ যারা বিভ্রান্ত হয়ে যায় দয়াময় তাদেরকে সামান্য অবকাশ দিয়ে থাকেন। (কিন্তু তারা এ সুযোগ কাজে লাগায় না।) ফলে শেষ পর্যন্ত তারা এটা-ই প্রত্যক্ষ করবে যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয়েছে, হয়ত আযাব অথবা (চূড়ান্ত) সময়। তখন তারা জানতে পারবে আসলে দুই দলের কোনটির অবস্থান শোচনীয় ও দুর্বল। (মুঅমিনদের, না কাফিরদের?)

৭৬. যারা হেদায়াতের পথে চলে আল্লাহ তাদের হেদায়াতকে আরও বাড়িয়ে দেন। প্রতিদান ও প্রাপ্তি হিসেবে সৎকর্ম-ই চিরস্থায়ী হয়।

اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَ قَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّ وَلَدًا ﴿٧٧﴾ اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا ؕ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَ نَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَّ نَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَ يَاْتِيْنَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾

কিছু বাচাল ও বেয়াদব মানুষ

পটভূমিঃ (সাহাবী) খাব্বাব রাঃ বলেনঃ একদা আমি আস্ব বিন ওয়াইলের (কাফিরের) কাছে গেলাম, তার কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি তাগাদা দিলাম। আ'স্ব বললঃ মুহাম্মাদকে বর্জন করো নতুবা তোমাকে কিছুই দেব না। আমি বললামঃ এটা সম্ভব নয়, তুমি মরে আবার জীবিত হলেও না। আ'স্ব বললঃ আমি বুঝি মরার পর আবার জীবিত হব? আমি বললামঃ অবশ্য-ই। সে বললঃ তখন আমার অনেক সম্পদ ও সন্তান থাকবে। তোমার পাওনা সেখান থেকে নিয়ে নিও। (বুখারীঃ ৪৩৭৩ ইফাবা বাংলা) এসব বাচালদের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৭৭. তাকে দেখেছো? যে আমার বিধান অমান্য করে আর (উপহাস করে) বলেঃ (পরকালে) আমি অনেক ধনসম্পদ ও সন্তানের মালিক হব। (আল্লাহর বিধান নিয়ে উপহাস করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে)

৭৮. (পরকালের ব্যাপারে সে কি করে নিশ্চিত হলো) সে কি গাইব জানে, না আল্লাহ থেকে কোনো অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছে? (যা তিনি লঙ্ঘন করতে পারবেন না)

৭৯. না, (আসলে এমন কিছুই হয়নি।) বরং তার এসব কথা আমরা লিখে রাখছি। (পরকালে) তার আযাব অনেক অনেক গুনে বাড়িয়ে দেব।

৮০. সে যেসব ব্যাপারে এমন কথা বলেছে, আমি তার থেকে এ সবকিছু ছিনিয়ে নেব। আর সে শূন্য হাতে আমার কাছে হাজির হবে।

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ؕ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّاۤ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾

আল্লাহর পাকড়াও সময়মত-ই আসবে

৮১. তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে, যেন এরা (আল্লাহর কাছে শাফায়াত করে) তাদেরকে রক্ষা করে।

৮২. কখনো না, আসলে এরা (শাফায়াত তো করবে-ই না, বরং) তাদের ইবাদাতকে-ই অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে।

৮৩. তুমি কি লক্ষ্য করো না? আমি কাফিরদের উপর শয়তানদের (ইবলিস ও পাপিষ্ঠ নেতাদের) ছেড়ে দিয়েছি। যারা নানাভাবে এদেরকে (পাপ কাজে) প্ররোচিত করছে। (শাফায়াত সম্পর্কে জানতে দেখুন বাকারাহঃ ৪৮)

৮৪. সুতরাং তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। (তাদের আযাবের সময় নির্ধারিত) আমরা (এখানে "আমরা" মানে আমি আল্লাহ। অধিক সম্মান বুঝাতে "আমরা" ব্যবহৃত হয়েছে) সেই সময়ের গণনা ঠিক মত-ই করছি।

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَّ نَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

বিচার দিবসে মুত্তাক্বী ও পাপিষ্ঠদের অবস্থান

৮৫-৮৭. সেদিন মুত্তাক্বীদেরকে দলে দলে দয়াময়ের সামনে হাজির করা হবে। আর পাপিষ্ঠদেরকে তৃষ্ণার্থ অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। (সেদিন) শুধু ওই ব্যক্তি-ই শাফায়া'তের অধিকারী হবে যে দয়াময় থেকে অনুমতি পাবে।

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَ مَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَ كُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

সৃষ্টি জগতের উপর শিরকের প্রভাব

৮৮. তারা (ইয়াহুদ ও নাসারা) বলেঃ রাহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন।

৮৯. (ওহে পাপিষ্ঠদের দল!) তোমরা অনেক বড় কথা বলে ফেলছ।

৯০-৯১. আসমানসমূহ ভেঙ্গে যেতে চায়, যমীন ফেটে যেতে চায়, পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে চায়, এজন্য যে তারা দাবী করেঃ রাহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন।

৯২. অথচ সন্তান গ্রহণ করা রাহমানের জন্য শোভনীয় নয়।

৯৩. আসমানসমূহের এবং যমীনের সকলে-ই স্বেচ্ছায় রাহমানের দাসত্ব মেনে নিয়েছে।

৯৪. তিনি তাদের পরিসংখ্যান করেছেন, নিপুণভাবে গণনা করেছেন (তাই সবাইকে আযাব ও পুরস্কার দিতে তাঁর কোনো অসুবিধা হবে না।)

৯৫. কিয়ামতের দিন সবাই একা একা তার কাছে হাজির হবে।

৯৬. যারা ঈমান আনবে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করবে দয়াময় অবশ্য-ই তাদের স্নেহ করবেন।

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ؕ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

সুসংবাদ ও হুঁশিয়ারি সব-ই করতে হয় কুরআন দিয়ে

৯৭. (হে নবী) আমি তোমার মুখে এ কুরআনকে অবশ্য-ই সহজ করে দিয়েছি। তুমি এর দ্বারা মুত্তাক্বীদের সুসংবাদ দিও আর কু-তর্ককারীদেরকে সাবধান করে দিও এ কুরআন দিয়ে-ই । (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে তাকে মুত্তাক্বী বলা হয়)

৯৮. ইতোপূর্বে বহু জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তুমি কী তাদের সাড়া অনুভব করতে পারো, শুনতে পারো কী ক্ষীণতম কোনো শব্দ?

সূরাহ ত্বাহা ২০ سورة طه

ত্বাহা হলো বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এর অর্থ আমাদের জানা নেই। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ মারইয়ামের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১৩৫ টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰهٰ ﴿١﴾ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ﴿٢﴾ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٣﴾ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَ السَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ﴿٤﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল-কুরআন

১. ত্বা-হা (এসব "হুরুফ মুকাত্তায়াত" তথা বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এসব বর্ণমালা এভাবে ব্যবহারের কারণ, উদ্দেশ্য ও মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না)

২. আমি তোমার উপর কুরআন নাযিল করিনি তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য।
(মানুষ কেন এ কুরআনের বিধান মেনে নিচ্ছে না; এজন্য রাসূল সাঃ খুব পেরেশান হতেন।)

৩. আসলে যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এটা তার জন্য এক মহাস্মরণিকা।
(যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে কুরআন পড়বে, কুরআন বুঝবে এবং কুরআনের মূলনীতি মেনে জীবন পরিচালিত করবে, এজন্য-ই কুরআন নাযিল করা হয়েছে।)

৪. (আল-কুরআন) নাযিল হয়েছে তাঁর পক্ষ থেকে যিনি এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন সুমহান আকাশ।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿٥﴾

আল্লাহ ইস্তিওয়া করেছেন আরশে

৫. (তিনি হলেন) আর-রাহমান, তিনি ইস্তিওয়া করেছেন আরশে।

ঈমান ও আক্বাইদঃ ইস্তিওয়া অর্থ অধিষ্ঠিত হওয়া, বসা, আসন গ্রহণ করা, ইত্যাদি। তবে আল্লাহ কিভাবে আরশে ইস্তিওয়া করেছেন তা আমাদের জানা নেই। আসলে আল্লাহ কোথায়? এ ব্যাপারে জানতে হলে নিম্নের আয়াতসমূহ বুঝতে হবে।

- এখানে মানে সূরাহ তাহার ৫ম আয়াতে বলা হয়েছেঃ রাহমান আরশে ইস্তিওয়া করেছেন।
- সূরাহ রা'দের ২য় আয়াতেও বলা হয়েছে আল্লাহ আরশে।
- সূরাহ বাক্বারার ১৮৬ তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ নিকটে।
- সুরাহ ওয়াক্বিয়াহর ৮৫তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ তিনি আরও নিকটে।
- সূরাহ ক্বাহাফের ১৬তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ শাহ রগের চেয়ে নিকটে।
- সূরাহ হাদীদের ৪র্থ আয়াতে বলা হয়েছেঃ তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গে।

❖ সূরাহ ফুসসিলাতের ১১তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ তিনি আকাশে।

আসলে আল্লাহর কিতাবের সকল আয়াতকে সমানভাবে মানতে হবে। এক আয়াতকে মানার নামে অন্য আয়াতকে অমান্য করা বা বিনা দলীলে মনগড়া তাওহীল বা অপব্যাখ্যা করা যাবে না। তাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবেঃ আল্লাহ আমাদের নিকটে, অতি নিকটে, শাহ রগের চেয়েও নিকটে, আমরা যেখানেই থাকি তিনি আমাদের সঙ্গে। সমানভাবে বিশ্বাস করতে হবেঃ আল্লাহ্ আকাশে, আল্লাহ্ আরশে। আর এ ব্যাপারে মানুষের মনগড়া বা ধারণাভিত্তিক কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মেনে নেওয়া যাবে না।

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا تَحْتَ الثَّرٰى ﴿٦﴾ وَ اِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ اَخْفَى ﴿٧﴾ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ﴿٨﴾

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

৬. আসমানসমূহে যাকিছু আছে, যমীনে যাকিছু আছে, আসমান যমীনের মধ্যখানে যাকিছু আছে এবং পাতালপুরীতে যাকিছু আছে এ সবকিছুর সার্বিক মালিকানা/সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর।

৭. (হে মানুষ! তোমরা তাঁকে ডাকতে) নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না। কারণ তিনি গোপন-প্রকাশ্য সব জানেন।

৮. (তিনি-ই) আল্লাহ; তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর আছে সুন্দর সুন্দর অনেক নাম।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার হয়ে থাকে। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হচ্ছে বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।

❖ যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম।

وَ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿٩﴾ اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ﴿١١﴾ اِنِّيْۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾ وَ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ﴿١٣﴾ اِنَّنِيْۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ﴿١٤﴾

মূসা আ.

৯-১০. (হে নবী!) তোমার কাছে কী মূসার সংবাদ পৌঁছায়নি? (আঁধার রাতে পাশের পাহাড়ে) আগুন দেখে যখন সে তার পরিবারকে বললোঃ তোমরা এখানে অপেক্ষা করো, আমি (ওই পাহাড়ে) আগুন দেখতে পাচ্ছি, (আমি ওই পাহাড়ে যাচ্ছি) হয়ত তোমাদের জন্য আগুন আনতে পারব অথবা পাব কোনো পথের দিশা।

১১-১৪. সে যখন আগুনের কাছে এলো আমি তখন ডাক দিলামঃ হে মূসা! আমি তোমার প্রভু, তোমার জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকায় (দাড়িয়ে) আছো। আমি তোমাকে (রাসূল হিসেবে) মনোনীত করেছি। সুতরাং তোমাকে যে ওহী দেয়া হবে তুমি এসব মেনে চলবে। আমি-ই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং আমার ইবাদাত করো এবং আমার স্মরণে সালাত কায়েম করো।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٥﴾ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ﴿١٦﴾ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ
بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ ﴿١٩﴾ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ
﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴿٢١﴾ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ
بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ ﴿٢٢﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ
طَغَىٰ ﴿٢٤﴾

মানব রচিত বিধানের অনুকরণ ধ্বংস ডেকে আনে

১৫. নিশ্চয় কিয়ামত আসন্ন। আমি এটা (এর সঠিক সময়) গোপন করে রেখেছি। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্মফল দেয়া হবে।

১৬. যে ব্যক্তি এটা (কিয়ামত) বিশ্বাস করে না, যে "হাওয়া"র (মানব রচিত ও মনগড়া নীতি আদর্শ দর্শন

ও বিধানের) অনুকরণ করে চলে সে যেন তোমাকে এ থেকে বিরত রাখতে না পারে। এতে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৭. (এখান থেকে আবার মূসা আঃ এর কথা শুরু হয়েছে, আল্লাহ আরও বললেন) মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি?

১৮. মূসা বললঃ এটা আমার লাঠি, আমি এতে ভর দেই, ছাগলের জন্য পাতা ছিঁড়ি এবং এ দিয়ে আরও অনেক কাজ করি।

১৯. আল্লাহ বললেনঃ মূসা! এটা নিক্ষেপ করো।

২০. মূসা তখন লাঠিটি নিক্ষেপ করলো আর তৎক্ষণাৎ এটা বিরাট সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। (মূসা আঃ ভয় পেয়ে গেলেন)

২১. আল্লাহ বললেনঃ ভয় পেয়ো না, ওটা ধর, (তুমি ধরলেই) আগের অবস্থায় ফিরে আসবে (মূসা ধরতেই আবার লাঠি হয়ে গেল)

২২. (আল্লাহ বললেন) তোমার এক হাত পকেটে রাখ (তারপর বের করো। দেখবে) সুন্দর উজ্জল সাদা হয়ে বেরিয়ে আসবে। এটা হলো আরো একটি নিদর্শন।

২৩. আমি তোমাকে দেখাবো বড় বড় আরও অনেক নিদর্শন।

২৪. তুমি ফেরাউনের কাছে যাও। সে বড় অবাধ্য হয়ে গেছে।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾ وَ يَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٢٦﴾ وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾ وَ اجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾ هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾ وَ اَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَّ نَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾

২৫-২৮. মূসা বললঃ হে রাব্ব! (ওহীর জ্ঞান ধারণে) আমার বক্ষ খুলে দাও, আমার কাজকে সহজ করে দাও, আমার যবান থেকে জড়তা দূর করে দাও, মানুষ যেন আমার কথা বুঝতে পারে,

২৯-৩২. (রিসালাতের কাজে সাহায্য করার জন্য) আমার পরিবার থেকে একজনকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও, আমার ভাই হারুনকে (আমার সাহায্যকারী বানাও) তাকে দিয়ে আমার অবস্থানকে মজবুত করো, (নবুয়তের) কাজে তাকে আমার শরীক করে নাও,

৩৩-৩৫. আমরা (উভয়ে মিলে) বেশী বেশী আপনার মহত্ত বর্ণনা করব, বেশী বেশী আপনাকে স্মরণ করব আর আপনি আমাদের দেখে রাখবেন।

قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿٣٦﴾ وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ﴿٣٧﴾ اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ﴿٣٨﴾ اَنِ اقْذِفِيْهِ فِي التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيْ وَ عَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَ اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ وَ لِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ ﴿٣٩﴾ اِذْ تَمْشِيْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى

مَنْ يَّكْفُلُهٗ ؕ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ ؕ وَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنّٰكَ فُتُوْنًا فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ﴿٤٠﴾ وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ﴿٤١﴾ اِذْهَبْ اَنْتَ وَ اَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَ لَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ﴿٤٢﴾ اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٤٣﴾ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿٤٤﴾

৩৬-৩৯. আল্লাহ বললেনঃ মূসা! তোমার দোয়া কবুল করা হলো (তোমার ভাইকে নবী বানিয়ে দিলাম। এটা তোমার প্রতি আমার বিশেষ দয়া) এর আগেও আমি তোমার উপর দয়া করেছি, যখন তোমার মাকে প্রয়োজনীয় ওহী দিয়েছিলাম, (বলেছিলাম) তাকে সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দাও। নদী তাকে তীরে ভিড়িয়ে দেবে। মূসা ও আমার দুশমন তাকে তুলে নেবে। (তোমার মা তখন তাই করেছিল আর) আমি (মানুষের অন্তরে) তোমার প্রতি ভালবাসা ঢেলে দিয়েছি, যাতে (তারা তোমাকে হত্যা করতে না পারে) সুতরাং তুমি আমার তত্ত্বাবধানে-ই লালিতপালিত হয়েছ (হে মূসা!)

৪০. যখন তোমার বোন (মারইয়াম সিন্দুক লক্ষ্য করে নদীর কিনারে কিনারে) হেঁটে যাচ্ছিল (সিন্দুকটি তুলে আনার পর আসিয়ার অনুরোধে ফেরাউন মূসাকে লালনপালনের সিদ্ধান্ত নিল এবং এ জন্য একজন ধাত্রীর সন্ধান করলো। অনেক ধাত্রী-ই এলো কিন্তু মূসা কারো দুধে মুখ দিচ্ছে না। বিষয়টি ফেরাউন পরিবারকে ভাবিয়ে তুলল। মারইয়াম) বললঃ আমি কি আপনাদেরকে এমন কারো সন্ধান দেব যে এ শিশুর দায়িত্ব নিতে পারবে। (রাজ পরিবারের অনুমতি নিয়ে মারইয়াম মাকে সংবাদ দিল। মা এসে দুধ মুখে দিতে-ই শিশু মূসা টানতে লাগলো। এবং এভাবে-ই) আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি, যেন তার চক্ষু শীতল হয়, সে যেন পেরেশান না হয়।

পরে তুমি একজনকে হত্যা করে (বিপদে পড়ে) ছিলে, আমি তোমাকে এ বিপদ থেকে মুক্ত করেছি। আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা (করে রিসালাতের জন্য তৈরি) করেছি। তারপর কয়েক বছর তুমি মাদইয়ানবাসীর (শুয়াইব আঃ এর) কাছে অবস্থান করেছ (বিয়ের মোহর হিসেবে শ্বশুড় বাড়ী কাজ করেছ) তারপর ঠিক সময়ে (৪০বছর বয়সে) এখানে এসে হাজির হয়েছ, হে মূসা!

৪১-৪৪. আমি তোমাকে আমার (রিসালাতের) জন্য তৈরি করে নিয়েছি। এখন তুমি আর তোমার ভাই আমার আয়াত (নিদর্শন, বিধান) নিয়ে (কাজে লেগে) যাও। আমার যিকরের (দ্বীনের) ব্যাপারে কোনো প্রকার শৈথিল্য করো না। তোমরা দুই ভাই (আমার বাণী নিয়ে) ফেরাউনের কাছে যাও। সে বড় অবাধ্য হয়ে গেছে। (প্রথমে) তাকে কোমল কথা বলবে, হয়ত সে (খুশী হয়ে) গ্রহণ করবে অথবা ভয় পেয়ে মেনে নেবে।

قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَ اَرٰى ﴿٤٦﴾ فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَ لَا تُعَذِّبْهُمْ ؕ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ

رَّبِّكَ ۖ وَ السَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ﴿٤٧﴾ اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى
﴿٤٨﴾ قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ﴿٥٠﴾ قَالَ
فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ﴿٥١﴾ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَ لَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾ الَّذِيْ
جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ سَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۭ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ
نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿٥٣﴾ كُلُوْا وَ ارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿٥٤﴾ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَ
فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ﴿٥٥﴾ وَ لَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَ اَبٰى ﴿٥٦﴾ قَالَ
اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٥٧﴾ فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ
مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَ لَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾

৪৫. তারা (মূসা ও হারুন) বললঃ হে রাব্ব! আমরা ভয় পাচ্ছি সে আমাদের অত্যাচার করবে অথবা আমাদের বিরোধিতা করবে।

৪৬. আল্লাহ বললেনঃ ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। শুনব (সে কি বলে), দেখব (সে কি করে)

৪৭. তারা উভয়ে ফেরাউনের কাছে গেল এবং বললঃ আমরা প্রভুর দূত। বানী-ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে যেতে দাও, তাদের উপর অত্যাচার করো না। আমরা প্রভুর পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। যে ব্যক্তি (আল্লাহর) হেদায়াত মেনে নেবে তার প্রতি সালাম।

৪৮. আমাদের কাছে ওহী এসেছেঃ যে ব্যক্তি (আল্লাহর বিধান) অমান্য করবে এবং এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার তরে আযাব অবধারিত।

৪৯. (ফেরাউন) বললঃ মূসা! তোমাদের রাব্ব কে?

৫০. মূসা বললঃ যিনি সবকিছু যথাযথভাবে তৈরি করে সঠিক পথ বাতলে দিয়েছেন তিনি-ই আমার রাব্ব।

৫১. (ফেরাউন) বললঃ তাহলে আগেকার লোকজন (যারা তোমার প্রভুর দ্বীন না মেনে মারা গিয়েছে তারা এখন) কোন অবস্থায় আছে?

৫২. (ফেরাউন ভেবেছিল মূসা বলবেঃ তারা সবাই জাহান্নামে। আর এটাকে কেন্দ্র করে সে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলবে। কিন্তু) মূসা বললঃ তাদের বিষয়টি আমার প্রভুর কাছে কিতাবে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে। আমার প্রভুর ভুল হয় না, কোনোকিছু তার থেকে হারিয়েও যায় না।

৫৩. তিনি পৃথিবীকে বানিয়েছেন সমতল, (ভ্রমণের সুবিধার্থে) তাতে তৈরি করেছেন অনেক পথ। তিনি আকাশ থেকে বর্ষণ করেন পানি, যা দিয়ে উৎপন্ন করেন নানা উদ্ভিদ, জোড়ায় জোড়ায়।

৫৪. এসবের কিছু তোমাদের খাবার, কিছু তোমাদের পশুর খাবার। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে

বিবেকবান লোকদের জন্য।

৫৫. আমি (আল্লাহ) এ মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতে-ই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং এ থেকে-ই তোমাদেরকে পুনরায় বের করব।

৫৬. আমি ফেরাউনকে দেখিয়েছি (প্রয়োজনীয়) সকল নিদর্শন কিন্তু তথাপিও সে (আল্লাহর দ্বীন মেনে চলতে) অস্বীকার করেছে এবং (রাসূলের) অবাধ্য হয়েছে।

৫৭-৫৮. (ফেরাউন) বলেছেঃ মূসা! তুমি কি যাদু দিয়ে আমাদেরকে দেশ ছাড়া (ক্ষমতাচ্যুত) করতে চাও? আমরাও অনুরূপ যাদু নিয়ে আসব। উন্মুক্ত মাঠে (যাদু প্রতিযোগিতার) প্রতিজ্ঞা করো। তুমি এবং আমরা কেউই এটা ভঙ্গ করব না।

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَ اَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾ فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿٦٠﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَ قَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿٦١﴾ فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٢﴾ قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَ يَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴿٦٣﴾ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَ قَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٤﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَ اِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾ وَ اَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۭ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۭ وَ لَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾

মূসা আ. ও যাদুকর

৫৯. মূসা বললঃ (তোমাদের) উৎসব দিবস-ই প্রতিশ্রুত দিন হিসেবে নির্ধারিত রইলো। লোক জমা হবে পূর্বাহ্নে।

৬০. ফেরাউন প্রস্থান করলো এবং কলাকৌশল ঠিক করে আবার এলো (সারা বিশ্ব থেকে বাছা বাছা যাদুকরদের এনে জমা করলো)।

৬১. মূসা (যাদুকরদের) বললঃ তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে, তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করো না। এমন করলে তিনি আযাব দিয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহর উপর মিথ্যারোপকারীর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যায়।

৬২. তারা (ফেরাউন ও তার পরিষদ) বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলো এবং (যাদুকরদের সাথে) গোপন বৈঠক করলো।

৬৩-৬৪. তারা (যাদুকরদের) বললঃ (মূসা ও হারূন) দুজন যাদুকর, তাদের যাদু দিয়ে তোমাদেরকে দেশ ছাড়া (ক্ষমতাচ্যুত) করতে চায়, তোমাদের সুন্দর জীবনব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে চায়।

সুতরাং তোমরাও তোমাদের করণীয় ঠিক করো এবং সুসংহতভাবে এদের মোকাবিলা করো। আজ যে বিজয়ী হবে সেই চূড়ান্ত বিজয়ী।

৬৫. (মাঠে আসার পর) যাদুকররা বললঃ মূসা! তুমি আগে ছাড়বে, না আমরা আগে ছাড়ব ?

৬৬. মূসা বললঃ বরং তোমরা-ই ছাড় (তারা ছেড়ে দিল) যাদুর প্রভাবে তাদের লাঠি ও রশিগুলোকে (সাপ) মনে হলো, যেন তেড়ে আসছে।

৬৭. মূসা মনে মনে ভয় পেয়ে গেল।

৬৮-৬৯. আমি বললামঃ ভয় পেয়ো না। অবশ্য-ই তুমি বিজয়ী হবে। তোমার ডান হাতে যা আছে ছেড়ে দাও। এটা তাদের অলিক অর্জনকে এক গ্রাসে খেয়ে ফেলবে, তারা যা করেছে এসব যাদুর খেলা। যাদুকররা যাই করুক, (আজ) সফল হতে পারবে না।

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَ مُوْسٰى ﴿٧٠﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ وَ لَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَاۤ اَشَدُّ عَذَابًا وَّ اَبْقٰى ﴿٧١﴾ قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَاۤ اَنْتَ قَاضٍ ؕ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ اِنَّاۤ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَ مَاۤ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ﴿٧٣﴾ اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَ لَا يَحْيٰى ﴿٧٤﴾ وَ مَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴿٧٥﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ﴿٧٦﴾

৭০. (মূসা আঃ হাতের লাঠি ছেড়ে দিলেন। লাঠি সাপ হয়ে তাদের সকল সাপকে এক গ্রাসে খেয়ে ফেলল। যাদুকররা বুঝতে পারলো মূসার সাপ যাদুর খেলা নয়। এটা মহান আল্লাহর কুদরতের অংশ। তাই আল্লাহর শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে) যাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়লো এবং বললঃ আমরা মূসা ও হারূনের প্রভুকে মেনে নিয়েছি। (পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিলো। অবস্থা এমন হলো যেন মিশরের মানুষ গণহারে মুসলিম হয়ে যাবে)

৭১. (ফেরাউন) বললঃ (আমি তোমাদের ডেকে এনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়েছি। আর) তোমরা আমার অনুমতি ছাড়া-ই তাকে মেনে নিয়েছ? (জনতাকে ইসলাম থেকে বিরত রাখতে ফেরাউন প্রপাগান্ডা করে যাদুকরদের উদ্দেশ্য করে বলল) আসলে মুসা তোমাদের-ই গুরুজন, সে-ই তোমাদের যাদু শিখিয়েছে (তোমরা পরিকল্পিতভাবে মিশরবাসী ও তাদের সরকারের বিরুদ্ধে প্রতারণা করেছ।) আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত করে (ডান হাত ও বাম পা) কেটে ফেলব, তোমাদেরকে খেজুর গাছে ঝুলিয়ে শূলিতে চড়াব। তখন তোমরা বুঝবে কার আযাব কঠিন ও চিরস্থায়ী হয় (আমার, না মূসার প্রভুর?)

৭২. তারা (নতুন মুসলিমরা) বললঃ আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তার উপর এবং আমাদের কাছে আগত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারি না। তুমি যা খুশী করতে পার। তোমার

ফয়সালা ইহকালে সীমাবদ্ধ।

৭৩. (নবীর বিরুদ্ধে) যাদু করতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছ। (এ পাপসহ) সকল পাপ মাফ পাবার আশায় আমরা প্রভুর উপর ঈমান এনেছি। (তোমার ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী) আল্লাহ-ই সর্বশ্রেষ্ট এবং চিরস্থায়ী।

৭৪. যে ব্যক্তি পাপিষ্ঠ হয়ে প্রভুর কাছে হাজির হবে তার তরে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।

৭৫-৭৬. আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সৎকাজ নিয়ে হাজির হবে তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা তথা চিরস্থায়ী জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আর এমন প্রতিদান তাদের জন্য যারা তাযকিয়্যাহ (কুফর শিরক মুক্ত পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন) করবে। (তাযকিয়্যাহ সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ১২৯)

وَ لَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّ لَا تَخْشٰى ﴿۷۷﴾ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿۷۸﴾ وَ اَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَ مَا هَدٰى ﴿۷۹﴾ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَ وٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى ﴿۸۰﴾ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ لَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ۚ وَ مَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى ﴿۸۱﴾ وَ اِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ﴿۸۲﴾

ফেরাউন থেকে মুক্তি

৭৭. (উল্লেখিত ঘটনার পর মূসা আরও কয়েক বছর মিশরে অবস্থান করলো। মূসার অনুগত মুসলিমের সংখ্যা দিনদিন বেড়ে চলল। এক পর্যায়ে হিজরতের সময় এলো। তখন একরাতে) আমি মূসাকে ওহী পাঠালামঃ রাতে আমার বান্দাদের (বানী-ইসরাঈলকে) নিয়ে (মিশর থেকে) পালিয়ে যাও, (সফরের এক পর্যায়ে সামনে এলো সাগর। তখন আমি বললাম তোমার লাঠি দিয়ে) সাগরে আঘাত করে তাদের জন্য শুকনো পথ তৈরি করো, (ফেরাউনের) আশংকা করো না এবং (ডুবে মরার) ভয়ও করো না।

৭৮. ফেরাউন তার বাহিনী নিয়ে (বানী-ইসরাঈলকে) ধাওয়া করলো এবং সবাই সমুদ্রে ডুবে মরলো।

৭৯. ফেরাউন তার জাতিকে বিভ্রান্ত করেছে, সঠিক পথে পরিচালিত করেনি। (আর ভ্রান্ত নেতারা এমন-ই হয়)

৮০. হে বানী-ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে শত্রু থেকে উদ্ধার করেছি, (সাইনা উপত্যকায়) পাহাড়ের ডান পাশে (মুসাকে ডেকে নিয়ে) প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। তোমাদের উপর নাযিল করেছি মান্না ও সালওয়া। (দেখুনঃ সূরাহ বাক্বারাহঃ ৫৭)

৮১. (বলেছি) আমার দেয়া উত্তম খাবার গ্রহণ করো আর সীমালঙ্ঘন করো না, এমন করলে আমার গজব তোমাদের উপর অবধারিত হয়ে যাবে। আর যার উপর আমার গজব অবধারিত হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়।

৮২. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি (কুফর শিরক থেকে) তাওবাহ করার (সৎপথে ফিরে আসার) পর ঈমান আনবে, সৎকাজ করবে এবং সঠিক পথে জীবন যাপন করবে আমি তাকে মাফ করে দেব।

وَمَآ اَعۡجَلَكَ عَنۡ قَوۡمِكَ يٰمُوۡسٰى ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمۡ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىۡ وَعَجِلۡتُ اِلَيۡكَ رَبِّ لِتَرۡضٰى ﴿٨٤﴾
قَالَ فَاِنَّا قَدۡ فَتَنَّا قَوۡمَكَ مِنۡۢ بَعۡدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوۡسٰٓى اِلٰى قَوۡمِهٖ غَضۡبَانَ
اَسِفًا قَالَ يٰقَوۡمِ اَلَمۡ يَعِدۡكُمۡ رَبُّكُمۡ وَعۡدًا حَسَنًا ۚ اَفَطَالَ عَلَيۡكُمُ الۡعَهۡدُ اَمۡ اَرَدۡتُّمۡ اَنۡ يَّحِلَّ عَلَيۡكُمۡ
غَضَبٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ فَاَخۡلَفۡتُمۡ مَّوۡعِدِىۡ ﴿٨٦﴾ قَالُوۡا مَآ اَخۡلَفۡنَا مَوۡعِدَكَ بِمَلۡكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلۡنَاۤ اَوۡزَارًا
مِّنۡ زِيۡنَةِ الۡقَوۡمِ فَقَذَفۡنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلۡقَى السَّامِرِىُّ ﴿٨٧﴾ فَاَخۡرَجَ لَهُمۡ عِجۡلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ
فَقَالُوۡا هٰذَاۤ اِلٰهُكُمۡ وَاِلٰهُ مُوۡسٰى ۙ فَنَسِىَ ﴿٨٨﴾

মূসা আ.এর কিতাব সংগ্রহ আর সামেরীর বাছুর পূজা

পটভূমিঃ মূসা আঃ কিতাব আনার জন্য পাহাড়ে যাচ্ছেন। পাহাড়ের কাছে যাবার পর মূসা আঃএর অন্তরে আল্লাহর সাথে কথা বলার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠলো। তিনি দ্রুত চলতে লাগলেন। (দেখুন কুরতুবী) আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন...

৮৩. মুসা! লোকজনকে পিছনে ফেলে তাড়াহুড়া করে চলে আসছ কেন ?

৮৪. মূসা বললঃ তারা আমার পিছনে আছে। হে প্রভু! আমি তাড়াহুড়া করে তোমার কাছে চলে আসছি, যেন তুমি খুশী হও।

৮৫. আল্লাহ বললেনঃ (মূসা!) তুমি চলে আসার পর, আমি তোমার জাতিকে পরীক্ষা করেছি। সামেরী তাদের বিভ্রান্ত করে ফেলেছে।

৮৬. মূসা (কিতাব নিয়ে) ফিরে গেল আফসোস করে, রাগান্বিত হয়ে। বললঃ হে জাতি! প্রভুর প্রতিশ্রুতি কি সঠিক ছিল না? প্রতিশ্রুতকাল কি খুব দীর্ঘ ছিল? নাকি তোমরা আমার সাথে কৃত (আনুগত্যের) শপথ ভঙ্গ করে প্রভুর গজব অবধারিত করতে চেয়েছ?

৮৭. তারা বললঃ তোমার সাথে কৃত শপথ আমরা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। আমাদের উপর (কাফির) জাতির অলংকারের দায় ছিল। (সামেরীর কথামত) আমরা এসব তাকে দিয়ে দিয়েছি। সামেরি-ই এমন করেছে,

৮৮. সে-ই (সোনা গলিয়ে) বানিয়েছে জ্যন্ত বাছুর যা (হাম্বা হাম্বা) ডাকছিল। তারপর বলেছেঃ এই তো তোমাদের ইলাহ, মূসার ইলাহ। (ইলাহ বাছুরের মধ্যে অবস্থান নিয়েছেন, তাই) মূসা তাকে খুঁজে পাচ্ছে না।

জ্ঞাতব্যঃ "আল্লাহ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ভিতর অবস্থান করে দুয়ে মিলে এক হয়ে যান, তখন ওই ব্যক্তি বা বস্তুকে সিজদাহ করলে আল্লাহকে সিজদাহ করা হয়" এমন ধারনার নাম "ওয়াহদাতু-ল-ওয়ুজুদ" এমন থিউরী ব্যবহার

করে-ই সামেরি বাছুর পূজা করিয়েছিল। আর বর্তমানে এক-ই থিউরী ব্যবহার করে পীরদের সিজদাহ করানো হয়।

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾ وَ لَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَ اِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَ اَطِيْعُوْۤا اَمْرِيْ ﴿٩٠﴾ قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩١﴾ قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْۤا ﴿٩٢﴾ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَ لَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ﴿٩٤﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَ كَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ﴿٩٦﴾ قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۖ وَ اِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَ انْظُرْ اِلٰۤى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ؕ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

স্বর্ণের বাছুর ও সামেরীর পরিণতি

৮৯. (তারা বাছুরকে সিজদাহ করলো) অথচ তারা ভাবলো না এটা তাদের কোনো কথার উত্তর দিতে পারে না এবং তাদের উপকার বা ক্ষতি কিছু-ই করতে পারে না।

৯০. এর আগে তাদেরকে (আহ্বান করে) হারুন বলেছিলঃ হে জাতি! তোমাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে। তোমাদের রাব্ব হলেন রাহমান (বাছুর নয়।) তাই তোমরা আমার আনুগত্য করো এবং আমার কথা মেনে চলো।

৯১. তারা বললঃ মূসা ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা এর কাছে-ই অবস্থান করব।
(জাতীয় বা গোত্রীয়ভাবে সম্মান জানানোর জন্য নির্ধারিত সময়ে বা নির্দিষ্ট দিনে কোনো কিছুর কাছে অবস্থান করা ইবাদাতের (এবাদতের) শামিল। আর এমন করা শিরক)

৯২-৯৩. (কিতাব নিয়ে ফিরে এসে রাগে হারুনের চুল-দাড়ী ঝাপটে ধরে) মূসা বললঃ হারুন! তাদের কেন ফিরিয়ে রাখলে না? যখন দেখলেঃ তারা বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে? তুমি কি আমার অনুগত নও? কেন আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছ?

৯৪. হারুন বললঃ আমার মায়ের পেটের ভাই! আমার চুল ও দাড়ি ছেড়ে দাও। (সামেরী ও তার সঙ্গীরা মারমুখী হয়ে উঠেছিল। তখন বাধা দিলে যুদ্ধ লেগে যেত) আমি ভয় করেছি, তুমি বলবেঃ বানী-ইসরাঈলকে বিভক্ত করে ফেললে? আমার মতামতের অপেক্ষা করলে না?

৯৫. মূসা (এবার হারুনকে ছেড়ে সামেরীর দিকে মনোনিবেশ করলো এবং) বললঃ সামেরী! কি হয়েছে (কেন তুমি এমন ধ্বংসাত্মক কাজ করলে)?

যোগসূত্রঃ (প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী) সামেরী বানী-ইসরাঈলের একজন নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তি ছিল। শিশুকালে এক মরুভূমিতে বাবা-মা মারা গেলে শিশু সামেরী বালুতে পড়ে তড়পাচ্ছিল। আল্লাহর অনুমতি নিয়ে জিবরাঈল আঃ তার লালনপালন করেছেন। সামেরী ছিল ধূর্ত স্বভাবের। সে তখন ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছে। জিবরাঈল আঃ তার

কাছে আসতেন ঘোড়ায় চড়ে। সে ঘোড়া ছিল আল-হায়াত। (কুরতুবী) ঘোড়াটি যেখানে পা ফেলত সেখানকার বালু সজীব ও সবুজ হয়ে যেত। সামেরী সেখান থেকে এক মুঠ বালি সংগ্রহ করে পুঁটলিতে রেখে দিয়েছিল। মিশর থেকে পালিয়ে আসার সময় পুঁটলিটি সে সঙ্গে-ই এনেছিল।

৯৬. সামেরী বললঃ আমি দেখেছি যা অন্যরা দেখেনি। আমি সেই দূতের পদচিহ্ন থেকে এক মুঠ (বালি) রেখে দিয়েছিলাম। এবং (স্বর্ণের বাছুরের মাঝে) এটা মিশিয়ে দিয়েছি (ফলে জ্যান্ত বাছুর হয়ে হাম্বা হাম্বা ডেকেছে) আর এভাবেই আমার মন চেয়েছে।

৯৭. মূসা বললঃ (এখান থেকে) বেরিয়ে যাও। তোমার সাজা হলো জীবনভর বলতে থাকবে "স্পর্শ করো না"। তোমার প্রতিশ্রুতকাল নির্ধারিত, যার ব্যতিক্রম হবে না। তুমি যে খোদার কাছে অবস্থান করেছ, দেখ তার কি দশা হয়, আমি তাকে জ্বালিয়ে পানিতে ফেলে দিচ্ছি। (সামিরীকে জংগলে নির্বাসনে পাঠানো হলো এবং সেখানেই সে মারা গেল আর স্বর্ণের মূর্তিকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে পানিতে ফেলে দেওয়া হলো।)

বিশেষ হুঁশিয়ারিঃ উম্মতের মাঝে বিভেদ ও বিভাজন তৈরি করা এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া বা দলবাজি করা বিভ্রান্তির পথ, কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। (দেখুনঃ আল-ইমরানঃ ১০৩, ১০৫, আনয়া মঃ ১৫৩, ১৫৯, তাওবাহঃ ১০৭, ত্বাহাঃ ৯৪, রূমঃ ৩২, শুরাঃ ১৪)।

☒ বিভক্তি, বিভাজন বা দলবাজির মূল কারন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির স্বার্থ সংরক্ষণ এবং হিংসা বিদ্বেষ। (দেখুন ৪২ শুরাঃ ১৪)

☒ যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে রাসূল সাঃ এর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। (দেখুনঃ ৬ঃ ১৫৯)

☒ আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ইয়াহুদ ৭১ (অথবা বলেছেন ৭২) দলে বিভক্ত হয়েছিল। খৃষ্টানরাও তাই। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এরা সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই দল কোনটি? বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শে অবিচল থাকবে। (আবু-দাউদঃ ৪৫৯৬, তিরমিযীঃ ২৬৪০, ইবন মাজাঃ ৪৭৯। হাদীছটি সাহীহ)

☒ সূরাহ আনয়ামের ১৫৯ তম আয়াতের ভাষ্যমতে যেহেতু রাসূলের সাথে দলবাজদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তাতে বোঝা যায় জান্নাতে শুধু তারাই যাবে যারা দলবাজি করবে না।

إِنَّمَآ إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾ كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾

ইলাহ

৯৮. নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ-ই একমাত্র আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। সবকিছু-ই তার জ্ঞানের আওতাভুক্ত।

৯৯. আমি (আল্লাহ) অতীতের ঘটনাসমূহ এভাবে-ই তোমার কাছে বর্ণনা করছি, আর আমার পক্ষ থেকে তোমাকে দান করেছি যিকর (তথা কিতাব। যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

ইলাহ পরিচিতিঃ মানুষ যার দাসত্ব করে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যার আনুগত্য ও কর্তৃত্ব মেনে চলে, যার কাছে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করে, যিনি মানুষকে পাপের সাজা ও পুণ্যের পুরস্কার দেন, ক্ষমা করেন, তাওবাহ কবুল করেন তিনি-ই ইলাহ। আল্লাহই একমাত্র ইলাহ। আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া।

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَ سَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾ يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

কুরআন বিমুখ জীবন

১০০-১০১. যে ব্যক্তি এ কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো পরকালে সে পাপের বুঝা বহন করবে (যার পরিণতি হবে জাহান্নাম) সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর পরকালের এ বুঝা তাদের জন্য কঠিন (বিপদের কারণ) হবে।

১০২-১০৩. যেদিন সিঙ্গা ফুঁকা হবে সেদিন পাপিষ্ঠদের নীলচোখী (দৃষ্টি কঠোর) বানিয়ে জমা করা হবে। তারা তখন পরস্পরে কানাঘুষা করবেঃ (কেউ কেউ বলবে) তোমরা মাত্র দশ (দিন পৃথিবীতে) অবস্থান করেছ।

১০৪. (তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন) আমি জানি তারা কি বলছে। তাদের মাঝে যে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত উত্তম পথযাত্রী হবে সে তখন বলবেঃ (দশ দিন নয়) তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছ। (মানে তারা এভাবে-ই অনুমান করে নানা জনে নানা কথা বলবে)

হুঁশিয়ারিঃ যে বা যারা বাস্তব জীবনে কুরআন বিমুখ হয়ে যাবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। এমনকি এক সময়ে তাদের মুখায়ব বিকৃত করা হবে, তাদের লা'নত করা করা হবে এবং আরও নানা ধরনের সাজা দেয়া হবে। আমাদের সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয়েও অনেক মানুষ নানাভাবে এবং নানা পন্থায় কুরআন বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। যেমন...

- যেসব মুসলিম স্যাকুলার ধারায় জীবনযাপন করছেন তারা কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের বিধান হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনিক আইন মেনে চলা আর স্যাকুলাররা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রে-ই কুরআন পরিপন্থী আইন, বিধান ও নীতি মেনে কুরআন বিমুখ হয়ে যায়।
- যেসব মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় ঐক্য আর ন্যাশনালিজমের (আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের) মূল শিক্ষা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন ।
- যেসব মুসলিম আক্বীদাহ বিশ্বাসে তথা আদর্শগত ভাবে ডেমুক্রেট বা গণতান্ত্রিক হয়ে যায় তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দেয় আর গণতন্ত্র শিক্ষা দেয় মানুষের সার্বভৌমত্ব।
- যেসব মুসলিম আদর্শগতভাবে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ মেনে নিয়েছেন তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ আল-কুরআনের বিধান হচ্ছে সুদ হারাম আর পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি-ই সুদ।
- যেসব মুসলিম উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে যায় তথা যে বা যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলিতে রত তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য এবং সকল প্রকার অনৈক্য ও বিভাজনকে কুরআনে হারাম করা হয়েছে। এমনকি যে বা যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি করে তাদের সাথে রাসূল সাঃ'এর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে আল-কুরআন। (দেখুন সুরাহ আনয়ামঃ ১৫৯)

সুতরাং হে আখেরাতমুখী ভাই ও বোনেরা! এখনো সময় আছে, সাবধান হয়ে যান। এবং আসুন! উল্লেখিত সকল মত ও পথসহ কুফর ও শিরকের সকল পথ ত্যাগ করে কুরআনের পথে ফিরে চলি। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সহায় হও।

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّ لَاۤ اَمْتًا ﴿١٠٧﴾ يَوْمَىِٕذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَ خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَىِٕذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ﴿١١٠﴾ وَ عَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ؕ وَ قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّ لَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

কিয়ামত, হাশর ও বিচার

১০৫-১০৭. (হে নবী!) লোকজন তোমার কাছে (মহাপ্রলয়কালে) পাহাড়ের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইবে। বলে দিওঃ আমার রাব্ব এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে ধ্বংস করে দেবেন। তারপর (হাশরের মাঠ বানানোর জন্য) এ পৃথিবীকে বানাবেন একেবারে সমতল। তখন তাতে উঁচুনিচু (পাহাড় সাগর) বা আঁকাবাঁকা কিছু-ই দেখতে পাবে না। (এ সমতল পৃথিবী-ই হবে হাশরের ময়দান)

১০৮. সেদিন (ইসরাফীল আঃ মহা সম্মেলনের আহ্বান করবেন) সবাই যথাযথভাবে আহবানকারীর অনুকরণ করবে, কেউ সামান্যতম হেরফের করবে না। সেদিন সকল শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসবে রাহমানের তরে, ক্ষীণ গুঞ্জন ব্যতীত কিছু-ই শুনতে পাবে না।

১০৯. সেদিন রাহমান যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া অন্য কারো শাফায়াত কাজে আসবে না। (শাফায়াত সম্পর্কে জানতে দেখুন বাকারাহঃ ৪৮)

১১০. তিনি সকলের অতীত ভবিষ্যৎ সব জানেন। কারো জ্ঞান তাকে আয়ত্ত করতে পারে না।

১১১-১১২. (সেদিন) চিরঞ্জীব ও চিরন্তন মহান সত্তার সামনে সবাই নতজানু হবে। (সেদিন) যে ব্যক্তি পাপের বুঝা নিয়ে উঠবে সে অবশ্য-ই ব্যর্থ। আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করেছে সে যদি মুঅমিন হয় তবে অবিচার বা ক্ষতির কোনো আশংকা-ই থাকবে না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মানুষ যেসব সৎকাজ করে আখেরাতে এর ফল পেতে হলে তাকে অবশ্যই প্রকৃত মুমিন হতে হবে। আসলে আমল ও ইবাদাত কবুল হবার জন্য অনেক শর্ত রয়েছে। যেমনঃ ঈমান, ইখলাস, রিয়া মুক্ত থাকা, নবীর তরিকা মত কাজটি করা, আরকান ও আহকাম তথা নিয়মনীতি মেনে কাজটি করা এবং আমলকারী হারাম মুক্ত থাকা, ইত্যাদি। (এ বিষয়ে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ২য় ও ৩য় বই)

وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّ صَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَ لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَ قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾ وَ لَقَدْ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

ওহী, আল-কুরআন এবং আল্লাহর পথে অবিচল থাকা

১১৩. আমি এভাবে-ই নাযিল করেছি আরবী কুরআন এবং এতে বারবার ব্যক্ত করেছি

সতর্কবাণী, যেন তারা সাবধান হয় এবং শিক্ষা গ্রহণ করে।

১১৪. আল্লাহ-ই আসল মালিক, তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে। আর (হে নবী! শোনো!) তোমার উপর ওহী পরিপূর্ণ হবার আগে কুরআন (সংরক্ষণ) এর ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবে না। তুমি শুধু বলবেঃ হে রাব্ব! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধি করো। (মালিকানা সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাঃ ৪)

১১৫. ইতোপূর্বে আমি আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম (যেন নিষিদ্ধ ফল না খায়) কিন্তু সে ভুল করেছে। আমার (হুকুমের) ব্যাপারে সে অবিচল থাকতে পারেনি।

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ﴿۱۱۶﴾ فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿۱۱۷﴾ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَ لَا تَعْرٰى ﴿۱۱۸﴾ وَ اَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَ لَا تَضْحٰى ﴿۱۱۹﴾

আদম ও ইবলিস

১১৬. (হে মানুষ! স্মরণ করো) আমি যখন ফিরিস্তাদের বললামঃ আদমকে সিজদাহ করো। সবাই সিজদাহ করলো ইবলিস ছাড়া, সে (সিজদাহ করতে) অস্বীকার করলো।

১১৭-১১৯. আমি বললামঃ আদম! নিশ্চয় সে তোমার ও তোমার স্ত্রীর দুশমন। (তার থেকে সাবধান থেক) যেন জান্নাত থেকে তোমাদের বের করে দিতে না পারে। এতে তোমরা কষ্টে পতিত হবে। কারণ জান্নাতে তুমি ক্ষুধার্ত হবে না, বিবস্ত্র হবে না, এখানে তুমি তৃষ্ণার্থ হবে না, রোদে কষ্ট পাবে না (আর ওই ফল খেলে দুনিয়াতে যেতে হবে। সেখানে এসব কষ্ট তোমার পিছু ছাড়বে না)

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿۱۲۰﴾ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَ عَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿۱۲۱﴾ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدٰى ﴿۱۲۲﴾ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَ لَا يَشْقٰى ﴿۱۲۳﴾ وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿۱۲۴﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿۱۲۵﴾ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَ كَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿۱۲۶﴾ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَ اَبْقٰى ﴿۱۲۷﴾

দুনিয়ায় নেমে আসা এবং আবার জান্নাতে যাবার একমাত্র উপায়

১২০. পরে শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বললঃ আদম! আমি কী তোমাকে বৃক্ষ চিরন্তন (যে গাছের ফল খেলে তুমি চির জান্নাতী হবে) এবং এমন রাজত্বের সন্ধান দেব যা কখনো শেষ হবে না?

১২১. (আসলে এসব-ই ছিল প্রতারণা। কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে চিরস্থায়ী সুখের আশায় আদম ও হাওয়্যা) উভয়ে ফলটি খেয়ে ফেলল। ফলে তাদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে গেল। তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে লজ্জা ঢাকতে লাগল। আদম প্রভুর অবাধ্য হলো, সে বিপথগামী হয়ে গেল।

১২২. তথাপিও প্রভু তার তাওবাহ কবুল করেছেন, তাকে হেদায়াত করেছেন, (নবী হিসেবে) তাকে মনোনীত করেছেন।

১২৩. আল্লাহ বললেনঃ তোমরা (আদম ও ইবলিস) উভয়ে এক সঙ্গে নেমে যাও। (দুনিয়াতে) তোমরা একে অপরের দুশমন হয়ে থাকবে। (তবে হে আদম! মনে রেখো! আমি তোমাকে আরেকবার সুযোগ দিচ্ছি) আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত আসার পর যে ব্যক্তি আমার হেদায়াত মেনে চলবে সে বিভ্রান্ত হবে না, (জাহান্নামের) কষ্টে পতিত হবে না।

১২৪. আর যে ব্যক্তি আমার যিকর (হেদায়াত) প্রত্যাখ্যান করবে তার জীবন সংকীর্ণ হয়ে যাবে, কিয়ামতে তাকে আমি অন্ধ করে তুলব। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

১২৫. সে বলবেঃ হে রাব্ব! আমাকে অন্ধ করে কেন উঠালে? (দুনিয়াতে) আমি চক্ষুষ্মান/চক্ষুষ্মতী ছিলাম।

১২৬. আল্লাহ বলবেনঃ আমার বিধান আসার পর এমনিভাবে তুমি এসব (মানার ব্যাপারটি) ভুলে থেকেছিলে, অনুরূপভাবে তোমাকে (চক্ষু দেয়ার ব্যাপারটি) আজ ভুলে থাকা হলো।

১২৭. যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে, প্রভুর বিধান অমান্য করে তার প্রতিফল আমি এভাবে-ই দিয়ে থাকি। আখেরাতের আযাব বড় কঠিন ও চিরস্থায়ী হয়।

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي النُّهٰى ﴿١٢٨﴾ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾

পাপের পরিণতি ধ্বংস

১২৮. তাদের আগে কত জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা (বর্তমান কাফিররা) এদের-ই ভূমিতে বসবাস করছে, এ বিষয়গুলো কি তাদেরকে সৎপথে আনতে সহায়ক নয়? নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য।

১২৯. প্রভুর পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং প্রতিশ্রুতকাল নির্ধারিত না থাকলে (তারা যেসব পাপ করছে এজন্য আযাব) অবধারিত হয়ে যেত।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَاۤئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿١٣٠﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى ﴿١٣١﴾

দুনিয়ার বিলাস সামগ্রী এবং মুঅমিনের সবর

১৩০. সুতরাং সবর করো, তারা (যা খুশী) বলতে থাকুক। আর তোমার প্রভুর প্রশংসার তাসবীহ

(তথা সালাত আদায়) করো সূর্য উদয় ও সূর্য অস্ত যাবার আগে (ফজরে, আসরে), রাতের কিছু অংশে (মাগরিবে, ইশায়) এবং দিনের প্রান্তে (জোহরে) ও তাসবীহ করো। এতে (এসবের প্রতিফল পেয়ে) তুমি সন্তুষ্ট হতে পারবে।

১৩১. তাদেরকে (দুনিয়াদার মানুষকে) পরীক্ষার জন্য আমি দুনিয়ায় বিলাস সামগ্রী দিয়েছি জোড়ায় জোড়ায় (সুতরাং হে আমার আখেরাত প্রিয় বান্দারা! তোমরা) এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না। (বরং প্রভু তোমাদের যা দিয়েছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাক এবং মনে রেখো) প্রভুর দেয়া রিজক-ই উত্তম ও চিরস্থায়ী।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ যা দিয়েছেন এটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা ঈমানের দাবী। মনে রাখতে হবে দুনিয়া আমাদের কর্মক্ষেত্র, আমাদের বিলাসের জায়গা জান্নাত। আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত এক হাদীছে রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ওই ব্যক্তি আসল ধনী নয় যার অনেক সম্পদ রয়েছে, বরং ওই ব্যক্তি-ই আসল ধনী যার অন্তর অভাব মুক্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾

চূড়ান্ত ফলাফল মুত্তাক্বীদের জন্য

১৩২. তুমি তোমার আহালকে (পরিবারকে, অধীনস্থদেরকে) সালাতের আদেশ দাও এবং নিজেও এ ব্যাপারে যত্নবান হও। আমি তোমার কাছে রিজক চাই না। বরং আমি-ই তোমাকে রিজক দেব। আর (মনে রাখবে) চূড়ান্ত ফলাফল মুত্তাক্বীদের জন্য।

তাক্বওয়া ও মুত্তাক্বী পরিচিতিঃ মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে তাক্বওয়া থেকে আর তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করলো সে মুত্তাক্বী। (আরও দেখুন, ১৬ সূরাহ নাহল : ৩২, ১২৮)

وَقَالُوْا لَوْلَا يَأْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ۖ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُوْلٰى ﴿١٣٣﴾ وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿١٣٤﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ أَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾

কাফিরদের অমূলক প্রশ্ন এবং এর উত্তর

১৩৩. তারা বলে সে (সত্য নবী হলে) পভুর পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন কেন আনতে পারে না? (এসব কথার প্রত্যুত্তরে বলা হচ্ছে) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে (আখেরী নবীর পরিচয়বাহী) যেসব প্রমাণের কথা উল্লেখ আছে এগুলো কি তাদের কাছে পৌঁছায়নি?

১৩৪. এর (নবী পাঠানোর) আগে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিলে তারা বলতঃ হে রাব্ব! আমাদের কাছে কেন রাসূল পাঠালে না? তাহলে অপমাণিত ও লাঞ্ছিত হবার আগে-ই তোমার বিধান মেনে নিতাম।

১৩৫. (তাদের) বলে দাওঃ সবাই অপেক্ষায় আছে, তোমরাও অপেক্ষা করো। অচিরেই জেনে যাবে কে সোজা পথের যাত্রী এবং কে হেদায়াত প্রাপ্ত।

সূরাহ আম্বিয়া | পারা : ১৭

সূরাহ আম্বিয়া ২১ سورة الأنبياء

আম্বিয়া অর্থ নবীগণ। এ সূরায় অনেক নবীর কথা আলোচিত হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ইবরাহীমের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১১২টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ﴿١﴾ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَ هُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٢﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহ'মানি-র-রাহী'ম

মানুষের বোকামি আর বোকাদের কুরআন শোনা

১. মানুষের হিসাব (কাল) অতি নিকটবর্তী হয়ে আসছে। অথচ তারা উদাস হয়ে উপেক্ষা করে চলছে।

২. প্রভু থেকে যখনই নতুন কোনো যিকর (কিতাব) আসে তখন তারা কৌতুকের ছলে এসব শুনে থাকে। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

জ্ঞাতব্যঃ মানুষ একে অন্যের কথা শুনে বা শুনতে আগ্রহী হয় অনেক কারণে। যেমন...

- খুবই জ্ঞানগর্ভ ও উপকারী কথা। মানুষ এসব কথা শুনে বাস্তব জীবনে মেনে চলার জন্য। সুতরাং যে বা যারা এসব কথা বলেন উনারাও ভাবগম্ভীরভাবে বলবেন এটাই স্বাভাবিক।
- হাসি-কৌতুক। মানুষ এসব কথা শুনে শুধুই শুনার জন্য, শুনে মজা পাবার জন্য। এসব কথা শুনে মানুষের হাসি পায়, কান্না পায় এবং এসব শুনে মানুষ মজা পায়। তাই যে বা যারা এসব বলেন উনারাও ইনিয়ে বিনিয়ে নানা ভঙ্গিতে এমন ভাবেই উপস্থাপন করে থাকেন। যে বা যারা এমন করেন উনাদের বলা হয় বিনোদন কর্মী বা কৌতুক শিল্পী। আর উপস্থাপনা এবং মানুষের উপর শিল্পীর কথার যাদুকরী প্রভাব বিস্তারের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয় শিল্পীর মান।

আল-কুরআন আল্লাহর কালাম। আর হাদীছ বা সুন্নাহ আল্লাহর রাসূলের কালাম। আল-কুরআন আমাদের জ্ঞানের উৎস, আইনের উৎস। আর আল-কুরআনের পর শর্ত সাপেক্ষে হাদীছও আমাদের জ্ঞানের উৎস হয়, আইনের উৎস হয়। হাদীছ আমাদের জ্ঞানের উৎস ও আইনের উৎস হতে হলে যে শর্ত সমূহ পূরণ করতে হয় তা হলো..

- কোনো বিষয়ের সমাধান আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে না পাওয়া গেলে তখন হাদীছ বা সুন্নাহ দেখতে হয়। (দেখুন উসুলে ফিকহের কিতাবাদি)
- কুরআনের বিপরীত না হলে হাদীছকে মেনে নেওয়া হয় (কুরআনের বিপরীতে হাদীছ মানা হয় না।)
- ঈমান আক্বীদাহর ব্যাপারে দলীল হিসেবে মানতে হলে হাদীছটি মুতাওয়াতির মানের হতে হয়।
- ফিক্বহী ব্যাপারে ফরজ বিধান প্রমাণ করতে হলে হাদীছটি মুতাওয়াতির মানের হতে হয় অর্থাৎ দালীল ক্বাত্বয়ী।

- ফিক্বহী ব্যাপারে সুন্নত বা মুস্তাহাব পর্যায়ের কোনো বিধান প্রমাণ করতে হলে হাদীছকে সাহীহ মানের হতে হয়।
- দ্বাইফ বা এরচেয়ে নিম্ন মানের হাদীছ দিয়ে কোনো বিধান প্রমাণ করা যায় না। ইত্যাদি। (এসব ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে আপনাকে উসুলে ফিক্বহ ও উসুলে হাদীছ পড়তে হবে)

কৌতুকের ছলে কিতাব শুনা, প্রচলিত ওয়াজ এবং কিছু কথাঃ

ওয়াজ অর্থ বক্তৃতা করা, উপদেশ দেওয়া, ইত্যাদি। আমাদের সমাজে প্রচলিত রীতি মতে ইসলাম সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে উপদেশ দেওয়াকে ওয়াজ বলা হয়। সে মতে ওয়াজ করা বা ওয়াজের মাহফিল করা অবশ্যই ভালো কাজ হবার কথা। কিন্তু উক্ত আয়াতে কাফিরদের একটি বদ-অভ্যাস উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো কৌতুকের ছলে আল্লাহর কিতাব শুনা। যারা এমন করে তারা কাফির। সুতরাং যে বা যারা আল্লাহর কিতাবকে কৌতুকের ছলে উপস্থাপন করে তারা যে ভালো কিছু করছে না, আশা করি একথা বুঝতে অনেক বড় জ্ঞানী হতে হবে না।

এখন আমাদেরকে যেসব বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে তা হলো..

- আমাদের সমাজের ওয়াজ মাহফিলগুলো আসলে কোন দিকে যাচ্ছে ?
- এসব ওয়াজ মাহফিলে এসে মানুষ কী আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাঃএর হাদীছের বাণী হাসি কান্নার জন্য কৌতুকের ছলে শুনছে? না কী ভাবগম্ভীরভাবে বাস্তব জীবনে মেনে চলার জন্য শুনছে?
- আমাদের বক্তারা কী ওয়াজের নামে মানুষকে হাসি কান্নার বিনোদন দিচ্ছেন? না কী আল্লাহ ও রাসূলের বাণী স্পষ্টভাবে পৌছে দিচ্ছেন ?
- যেসব বক্তা ওয়াজকে উপদেশ হিসেবেই উপস্থাপন করছেন তাকে সমাজ কী ভাবে নিচ্ছে।
- আর যেসব বক্তা ওয়াজকে হাসি কান্নার বিনোদন হিসেবে উপস্থাপন করছেন তাকে আমরা কীভাবে নিচ্ছি? ইত্যাদি।

لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ اَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَ اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿۳﴾ قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ۖ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٤﴾ بَلْ قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۖ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَاۤ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿۵﴾ مَاۤ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾

অন্তরের উদাসীনতা

৩. আসলে তাদের অন্তরই উদাসীন। (আর অন্তরের উদাসীনতার ফলে তারা আল্লাহর কিতাব এবং দ্বীনি বিষয়াদিকেও কৌতুকের ছলে উপস্থাপন করে এবং বিনোদনের জন্য শুনে) পাপিষ্ঠরা গোপনে (একে অপরকে) বলেঃ সে (মুহাম্মাদ) তোমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ (নবী বা রাসূল কিছুই নয়। বরং সে একজন যাদুকর) তোমরা কি জেনে বুঝে এক যাদুকরের কবলে পড়বে? (প্রতিটি মুসলিম মুহাম্মাদ সাঃকে অতি ভালোবাসতো। কাফিররা মনে করতো এসবই মুহাম্মাদের যাদুর প্রভাব। তারা আল্লাহর রাসূলকে যাদুকর মনে করত)

৪. অথচ সে বলছেঃ আমার প্রভু আসমান-যমীনের সকল ব্যাপারে অবগত। তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

৫. আর তারা বলে এসবই মুহাম্মাদের মনগড়া, অলীক, কল্পনাপ্রসূত। সে (মুহাম্মাদ) একজন কবি, সে (নবী হলে) কোনো নিদর্শন নিয়ে আসুক, যেমন এনেছিলেন আগেকার রাসূলগণ।

৬. (হে মানুষ! মনে রেখো!) অতীতে যারা ঈমান আনেনি, তাদের কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। (আর এটাই কুফরের পরিণাম) সুতরাং এরা কি ঈমান আনবে? (নাকি চিরাচরিত পরিণামের দিকে এগিয়ে যাবে)

وَ مَآ اَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوۡحِیۡۤ اِلَیۡهِمۡ فَسۡـَٔـلُوۡۤا اَهۡلَ الذِّكۡرِ اِنۡ كُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۷﴾ وَ مَا جَعَلۡنٰهُمۡ جَسَدًا لَّا یَاۡكُلُوۡنَ الطَّعَامَ وَ مَا كَانُوۡا خٰلِدِیۡنَ ﴿۸﴾ ثُمَّ صَدَقۡنٰهُمُ الۡوَعۡدَ فَاَنۡجَیۡنٰهُمۡ وَ مَنۡ نَّشَآءُ وَ اَهۡلَكۡنَا الۡمُسۡرِفِیۡنَ ﴿۹﴾

রাসূলগণ মানুষই হয়ে থাকেন

৭. (হে নবী!) তোমার আগে যাদেরকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই পুরুষ (মানুষ) ছিল। আমি তাদের কাছে ওহী দিয়েছিলাম (তাই তারা রাসূল হয়েছে। সাধারণ মানুষ আর রাসূলের মাঝে এটাই পার্থক্য।) এ ব্যাপারে যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে তবে তাদের জিজ্ঞেস করো যাদের কাছে যিকর (আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান) আছে।

উল্লেখ্যঃ আল কুরআনে যিকর শব্দটি আল-কুরআন, ইবাদাত, নামায, আলোচনা, সমালোচনা, স্মরণ, জ্ঞান, শারীয়া'হ, জীবন বিধান, উপদেশ ইত্যাদি কল্যাণকর অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কিছু মানুষ শব্দটিকে বিচ্যুত করে যিকর বলে বুঝিয়ে থাকেন মানুষের মনগড়া পন্থা বা তরিকা অনুযায়ী বিশেষ নিয়মে এবং বিশেষ ভঙ্গিতে কিছু শব্দ জপ করা।

৮. আমি তাদের (রাসূলগণের) দেহকে এমনভাবে গঠন করিনি যে তাদের খাদ্যের প্রয়োজন হবে না। আর তারা কেউ চিরস্থায়ীও নয়।

৯. তারপর (মানুষ হবার অযুহাতে নবীগণকে প্রত্যাখ্যান করার পর) নবীদেরকে দেয়া আমার (আযাবের) প্রতিশ্রুতি আমি বাস্তবায়িত করেছি এবং আমার ইচ্ছামত নবী এবং নবীর সঙ্গীদেরকে (আযাব থেকে) মুক্ত করেছি। আর পাপিষ্ঠদের ধ্বংস করে দিয়েছি।

لَقَدۡ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَیۡكُمۡ كِتٰبًا فِیۡهِ ذِكۡرُكُمۡ ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۱۰﴾

আল্লাহ কিতাব দিয়েছেন বুঝার জন্য

১০. (হে মানুষ!) আমিই তোমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, তাতে আছে তোমাদের যিকর (জীবন বিধান।) তোমরা কি বুঝ না/বুঝবে না? (অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর কিতাব বুঝ এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করো)

وَ كَمۡ قَصَمۡنَا مِنۡ قَرۡیَةٍ كَانَتۡ ظَالِمَةً وَّ اَنۡشَاۡنَا بَعۡدَهَا قَوۡمًا اٰخَرِیۡنَ ﴿۱۱﴾ فَلَمَّاۤ اَحَسُّوۡا بَاۡسَنَاۤ اِذَا هُمۡ مِّنۡهَا یَرۡكُضُوۡنَ ﴿۱۲﴾ لَا تَرۡكُضُوۡا وَ ارۡجِعُوۡۤا اِلٰی مَاۤ اُتۡرِفۡتُمۡ فِیۡهِ وَ مَسٰكِنِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تُسۡـَٔـلُوۡنَ

﴿١٣﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ﴿١٥﴾ وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿١٦﴾ لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ؕ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾ وَ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ مَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ لَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿٢٠﴾

আল্লাহর কুদরত ও মহত্ব

১১. ইতোপূর্বে কত জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যেখানে জুলম (অবিচার, অধিকার হরণ, শিরক) করা হত। আর এরপর উত্থান ঘটিয়েছি অন্য জাতির। (জুলমের পরিণাম ধ্বংস)

১২. (এসব জনপদের মানুষ) যখনই আযাব অনুভব করেছে তখনই পালাতে চেয়েছে।

১৩. (তখন ফিরিস্তা বলেছে) পালিয়ে যেও না, তোমাদের বিলাস সামগ্রী ও ঘরবাড়িতে ফিরে আসো। হয়তো তোমাদের (থেকে আরও) কিছু চাওয়া হবে। (কথাটি বলা হত উপহাস স্বরূপ। কারণ আল্লাহর পথে খরচ নিয়ে তারা উপহাস করতো)

১৪. তখন তারা বলেছেঃ দুর্ভাগ্য আমাদের! আমরা নিজেরাই পাপ করেছি।

১৫. তখন তারা চিৎকার চেঁচামেচি করেছে। আমি তাদেরকে খড়কুটায়/ছাইয়ে (ধ্বংস স্তুপে) পরিণত করেছি।

১৬. আসমানসমূহ, যমীন এবং মধ্যকার এতোকিছু আমি তো তামাশার জন্য তৈরি করিনি। (আল্লাহর বিধান নিয়ে তামাশা করা কুফর)

১৭. আমি স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে যারা আমার কাছে (আসমানে) বিদ্যমান আছে তাদের থেকেই করতাম।

১৮. আমি হাক্ব (ইসলাম) দিয়ে বাতিলের (কুফরের) উপর আঘাত করি, যাতে বাতিল ছিন্নভিন্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং ধ্বংস তোমাদের (যারা দ্বীন মেনে নিচ্ছ না) তোমাদের রটনার জন্য।

১৯. আসমানসমূহে যারা আছে, যমীনে যারা আছে, আল্লাহর কাছে যারা রয়েছে, সকলের উপর একক মালিকানা আল্লাহর, তারা কেউই আল্লাহর দাসত্ব থেকে দম্ভ করে না, (আল্লাহর ইবাদাত থেকে) ক্ষান্ত হয় না। (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাহঃ ৪)

২০. তারা বরং রাতদিন তাঁর তাসবীহ (মহত্ত্বের বর্ণনা) করে, তারা অব্যাহতি দেয় না।

اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ﴿٢١﴾ لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٢﴾ لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٣﴾ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٥﴾

আল্লাহই একমাত্র ইলাহ, আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া

২১. তারা (মুশরিকরা) কি মাটি দিয়ে খোদা তৈরি করছে? তারা কি জীবন দিতে সক্ষম?

২২. (তারা কি বুঝে না) আসমানে বা যমীনে আল্লাহ ছাড়া অন্য খোদা থাকলে এসব ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং আরশের অধিপতি হলেন একমাত্র আল্লাহ, যিনি তাদের সকল রটনার উর্ধ্বে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা শরীক বানালে অথবা আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে শিরক হয়। যে ব্যক্তি শিরক করে সে মুশরিক হয়ে যায়। মুশরিক চির জাহান্নামী। কোনো মুসলিম শিরক করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। সে হয়ে যায় ঈমানশূন্য, মুনাফিক। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক পতিত হবে জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা করা বা তাদের জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সুরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

২৩. আল্লাহকে কোনো কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয় না (কারণ আল্লাহর মালিকানা সার্বভৌম) কিন্তু তাদেরকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য সবাইকে প্রতিটি কাজের জন্য) জবাবদিহি করতে হবে (কারণ তারা দাস। মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাহঃ ৪)

২৪. তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে খোদা হিসেবে মেনে নিয়েছে? বলোঃ (আল্লাহ ছাড়া অন্য খোদা আছে বলে) প্রমাণ দাও। এ কুরআন হলো আমার উম্মত এবং আগেকার সকলের জন্য যিকর (জ্ঞানের উৎস। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো খোদা থাকলে এর প্রমাণ কুরআনে বিদ্যমান থাকত।) আসলে অধিকাংশ মানুষেরই সঠিক জ্ঞান নেই, তাই তারা (কুরআনের শিক্ষা ও কুরআনের বিধান থেকে) বিমুখ থাকে।

২৫. (হে নবী) তোমার আগে যত রাসূল পাঠিয়েছি সবাইকে (এই মর্মে) ওহী দিয়েছিলাম যে, আমি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, তাই ইবাদাত করো শুধুই আমার।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿۲۶﴾ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۷﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَ هُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿۲۸﴾

আল্লাহর কোনো সন্তান নেই

২৬. তারা (ইয়াহুদ নাসারা) বলেঃ রাহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ তিনি এসবের উর্ধ্বে। আসলে এরা (ঈসা ও উজাইর) হলো তাঁর দাসদের মাঝে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ।

২৭. এরা (ঈসা বা উজাইর) কেউই আল্লাহর কথার উপর কথা বলেনি। বরং তিনি যা আদেশ করেছেন এরা তাই করেছে।

২৮. তিনি জানেন এদের অতীত ভবিষ্যত সব। আর এরা (ঈসা ও উজাইর) শুধু তাদের জন্যই শাফায়া'ত করবে যারা আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থাকে এবং যাদের জন্য তিনি অনুমতি দিবেন।

জ্ঞাতব্যঃ পরকালে মুঅমিন বান্দারা ফাসিকদের জন্য শাফায়াত করবে। কোনো কাফির মুশরিক নাস্তিক বা মুনাফিকের জন্য কেউ শাফায়াত করতে পারবে না। পরকালে কে কার জন্য শাফায়াত করবে এটা ঠিক করার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ। তাই দুনিয়ায় থেকেই নিজের জন্য শাফায়াতকারী ঠিক করে নেয়া আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপের শামিল। যুগে যুগে শুফায়া'র (নিজের জন্য শাফায়াতকারী নির্ধারনের) পথ ধরেই শিরক করা হয়েছে এবং এভাবে শিরক করে শুফায়া'দের শুরাকা (আল্লাহর শরীক) বানানো হয়েছে। এটা হলো শিরকের একটি সূত্র এবং মুশরিকদের পথ। (শাফায়াত সম্পর্কে জানতে দেখুন বাকারাহঃ ৪৮)

وَ مَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْۤ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۹﴾

যে ব্যক্তি নিজেকে খোদা মনে করবে

২৯. আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নিজেকে খোদা বলে দাবী করলে আমি তাকে জাহান্নামে সাজা দেব। পাপিষ্ঠদের সাজা আমরা এভাবেই দিয়ে থাকি।

اَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَ جَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ وَ جَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿۳۱﴾ وَ جَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۖ وَّ هُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿۳۲﴾ وَ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿۳۳﴾

ভূমি, আকাশ ও মহাকাশ বিজ্ঞান বিগবাং থিউরী

৩০. (সৃষ্টির সূচনাতে) আসমানসমূহ ও যমীন একত্রে মিলানো ছিল। পরে আমি এসবকে আলাদা করে দিয়েছি আর পানিকে বানিয়েছি জীবনের উৎস। কাফিররা কি এসব নিয়ে ভাবে না?

তারা কি ঈমান আনবে না?

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ সৃষ্টির সূচনাতে আসমানসমূহ ও যমীন একত্রে মিলানো ছিল। পরে আসমানকে যমীন থেকে আলাদা করা হয়েছে এবং প্রতিটি আসমানকে অন্যটি থেকে আলাদা করা হয়েছে। আল-কুরআনের এ তথ্যের সত্যতা খুঁজে পেয়েছে বর্তমান বিজ্ঞানও। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এ থিউরীকে বলা হয় "বিগব্যাং থিউরী"।

৩১. আমিই এ পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, নতুবা পৃথিবী তাদের নিয়ে হেলে পড়তো। আর এতে বানিয়েছি উন্মুক্ত পথ যাতে তারা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে।

৩২. আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। (বানিয়েছি আরো কত নিদর্শন। কিন্তু) এসব নিদর্শন (থেকে শিক্ষা গ্রহণ) সম্পর্কে তারা বে-খবর।

৩৩. আর তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। এসব (সকল গ্রহ নক্ষত্র)ই মহাকাশে ঘূর্ণায়মান।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ এ আয়াত আমাদেরকে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিচ্ছে। মহাকাশে যেসব গ্রহ ও নক্ষত্র রয়েছে এরা সবাই যে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান। এ আয়াত বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করছে।

وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ اَفَاْىِٕنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ﴿۳۴﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآىِٕقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَ نَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً ؕ وَ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَ اِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۳۶﴾

প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে

পটভূমিঃ মুহাম্মাদ সাঃকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তার বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা করা কাফিরদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। একদা তারা বললঃ "অচিরেই মুহাম্মাদ মরে যাবে" (জালালাইন) আর সে মরে যাবার পর তার আদর্শেরও মৃত্যু ঘটবে। এতে নাযিল হয়..

৩৪. তোমার আগে কোনো মানুষকেই আমি চিরজীবী করিনি। (তারা বলছে) তুমি মরে যাবে। তবে কি তারা চিরকাল বেঁচে থাকবে?

৩৫. আসলে প্রতিটি প্রাণীকে-ই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমি (জীবন দিয়েছি) ভালো-মন্দ পরীক্ষা করার জন্য। তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

৩৬. কাফিররা তোমাকে দেখলে উপহাস করে (বলে) "একি সেই লোক যে আমাদের খোদাদের সমালোচনা করে"? (দেবতার সমালোচনাকে অপরাধ মনে করে তারা তোমাকে নিয়ে উপহাস করছে) অথচ তারা রাহমানের যিকরকে (আল-কুরআনকে) অবজ্ঞা করে চলেছে।

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿۳۷﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۳۸﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَ لَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿۳۹﴾ بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَ لَا هُمْ

يُنْظَرُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤١﴾ قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٢﴾ اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَ لَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ﴿٤٣﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَ اٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾

কাফিরদের অলীক চিন্তা ও আল্লাহর আযাব

পটভূমিঃ কাফিররা নানাভাবে মুহাম্মাদ সাঃকে কষ্ট দিত। সূরাহ বানীইসরাঈলের ৯০-৯৩ পর্যন্ত আয়াতে এর কিঞ্চিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ৯২তম আয়াতে বলা হয়েছে তারা বলেছেঃ (মুহাম্মাদ!) তুমি মনে করো (তোমাকে না মানলে আমাদের উপর আযাব আসবে। আমরা তোমাকে মানছি না। তাই) আকাশ ভেঙ্গে আমাদের উপর ফেলে দাও।" ইত্যাদি ইত্যাদি। এসবের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৩৭. সৃষ্টিগত ভাবেই মানুষ তাড়াহুড়া প্রবন। (সুতরাং হে মানুষ!) আমার আয়াত (আযাব) তোমাদেরকে অচিরেই দেখাচ্ছি। এ নিয়ে আর তাড়াহুড়া করো না।

৩৮. তারা বলেঃ (হে মুহাম্মাদ! তুমি বলছো তোমাকে না মানলে আযাব আসবে) তুমি সত্য হলে এসব প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে?

৩৯. (বলে দাও! এসব প্রতিশ্রুতি তখন বাস্তবায়িত হবে) যখন সামন পিছন (সব দিক) থেকে আগুন ধেয়ে আসবে, (হাজার চেষ্টা করেও) তারা সে আগুন থেকে বাঁচতে পারবে না। তাদের কোনো সাহায্য করা হবে না। (তখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে) কাফিররা যদি জানত ।

৪০. (আল্লাহর আযাব) হঠাৎ এসে তাদের স্তম্ভিত করে দেবে। তখন তারা আর রক্ষা পাবে না এবং তাদেরকে কোনো অবকাশও দেয়া হবে না ।

৪১. (আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে) তোমার আগেও রাসূলগণকে নিয়ে উপহাস করা হয়েছে। পরিশেষে এটাই তাদের গ্রাস করেছে যা নিয়ে তারা উপহাস করতো।

৪২. (তাদের) জিজ্ঞেস করোঃ রাতে বা দিনে রাহমান (এর আযাব এসে গেলে এটা) থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে? (কেউ পারবে না। এসব জানা সত্ত্বেও কি করে) তারা প্রভুর যিকর (দ্বীন, কিতাব) থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

৪৩. আমি ছাড়া আর কোনো খোদা আছে কি, যে তাদেরকে রক্ষা করবে? (তারা যাদেরকে খোদা মনে করে) এরা তো নিজেকেই রক্ষা করতে পারে না। আমার (আযাব) থেকে তারা রক্ষা পাবে না।

৪৪. আমি এদেরকে এবং এদের পূর্বপুরুষকে অনেক বিলাস সামগ্রী দিয়েছি, তাদের জীবনকালও দীর্ঘ ছিল। (কিন্তু এ দীর্ঘ জীবন এবং এতো উপকরণ তাদের কাজে আসেনি) সুতরাং এরা (বর্তমান কাফিররা) কি দেখে না? আমি এদের ভূমিকে সব দিক থেকে সংকোচিত করে আনছি। (এরা কি মনে করে) তবুও এরা বিজয়ী হবে?

قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَ لَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَ لَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ؕ وَ اِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَ كَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَ ضِيَآءً وَّ ذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَ هٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾

আল-কুরআন ও আখেরাতের বিচার

৪৫. (হে নবী! মানুষকে) বলে দাওঃ আমি (মুহাম্মাদ) ওহীর দ্বারা তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধানবাণী বধিরদের উপকারে আসে না, এ ডাক তারা শুনতে পায় না। (দ্বীন বুঝাতে হয় ওহীর দ্বারা। মনগড়া বানোয়াট কিচ্ছা কাহিনী দ্বারা নয়)

৪৬. প্রভুর আযাব যদি অতি স্বল্প মাত্রায় আসে তবুও তারা (সহ্য করতে পারবে না। তখন) বলবেঃ হায় হায়, আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি, আমরা পাপ করেছি।

৪৭. (হে মানুষ ও জিন্ন জাতি! মনে রেখো) বিচার দিবসে আমরা ইনসাফের মানদন্ড স্থাপন করব তখন কারো প্রতি সামান্যতম অবিচার করা হবে না। কারো আমল সরিষার দানা পরিমাণ হলেও হাজির করব। হিসাবের জন্য আমিই যথেষ্ট।

৪৮. আমি মূসা ও হারূনকে (কিতাব) দিয়েছি (যাতে আছে) ফুরক্বান (ভালো মন্দ নির্ধারনের নীতিমালা), নূর আর মুত্তাক্বীদের জন্য উপদেশ।

৪৯. (উপদেশ তাদের জন্য) যারা না দেখেও প্রভুকে ভয় করে, ভয় করে পরকালকে (আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে)

৫০. এ কুরআন একটি বরকতময় যিকর (কিতাব) যা আমি নাযিল করেছি। তোমরা কি এটা পছন্দ করো না?

যিকর পরিচিতিঃ যিকর অর্থ স্মরণ, স্মরণিকা, আলোচনা, সমালোচনা, বাণী ইত্যাদি। আমাদের বাংলা সমাজে শব্দটিকে একটু বদলিয়ে বলা হয় যিকির বা জিকির। আল কুরআনের অনেক জায়গায় যিকর বলে আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে, অনেক জায়গায় নামাযকে যিকর বলা হয়েছে। এভাবে ইবাদাত, স্মরণ, আলোচনা, জ্ঞান, শারীয়াহ, জীবন বিধান, উপদেশ, দ্বীন ইত্যাদি অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজের অনেক মানুষ শব্দটিকে আসল অর্থ থেকে বিচ্যুত করে অনেকটা ভিন্ন ধারায় নিয়ে বুঝিয়ে থাকেনঃ পীরের তরিকা মেনে লোক জড় করে মনগড়া পদ্ধতিতে নানা ভঙ্গিতে নানা শব্দ উচ্চারণ করে হৈ হুল্লোড় করা। শব্দটাকে যেভাবে আসল অর্থ থেকে অন্য ধারায় প্রবাহিত করা হচ্ছে এটা অবশ্যই "তাহরীফ" বলে গণ্য হবে। (উল্লেখ্য ৪৮তম আয়াতে তাওরাতকে ফুরক্বান ও আলো বলা হয়েছে)

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾ قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَ

اٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ وَ اَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَ تَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ
بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾ قَالُوْا
مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾
قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾ قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا
يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى
اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ
يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ اُفٍّ لَّكُمْ وَ
لِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَ انْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾
قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾

ইবরাহীম আ. ও মূর্তিপূজারী জাতি

৫১. ইতোপূর্বে আমি ইবরাহীমকে হেদায়াত দান করেছি। (আমি কাকে হেদায়াত করব আর কাকে করব না) এ ব্যাপারে আমি খুবই অবগত।

৫২. ইবরাহীম যখন তার পিতা ও জাতিকে বললঃ এসব মুর্তি কি এবং তোমরা (কেন) এদের কাছে অবস্থান করো?

৫৩. তারা বললঃ আমরা পেয়েছি আমাদের পূর্বপুরুষরা এদের পূজা করতো, (তাই তাদের দেখাদেখি আমরাও করছি।)

৫৪. ইবরাহীম বললঃ তোমরা চরম বিভ্রান্তিতে আছো, তোমাদের বাপদাদাও তাই ছিল।

৫৫. (ইবরাহীম আঃ রাজকীয় ঠাকুরের ছেলে। তিনি মূর্তি বিরোধী; এ কথা বিশ্বাস করতে তারা রাজি ছিল না। তাই) তারা বললঃ তুমি কি সত্যই সঠিক কিছু নিয়ে এসেছো, না তুমি তামাশা করছো?

৫৬. ইবরাহীম বললঃ (এসব মূর্তি তোমাদের রাব্ব বা ইলাহ নয়) তোমাদের রাব্ব হলেন আসমানসমূহ ও যমীনের রাব্ব, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আমি এ সাক্ষী দিচ্ছি (যে তিনিই আসল রাব্ব, তিনি ব্যতীত আর কোন রাব্ব বা ইলাহ নেই।)

৫৭. (ইবরাহীম আরও বললঃ) আল্লাহর কসম! তোমরা (শহর ছেড়ে) চলে গেলে আমি মুর্তিগুলোর ব্যবস্থা নেব।

৫৮. (নব-বর্ষের উৎসবে কাফিররা শহরের বাইরে গেলে) ইবরাহীম মুর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলল, শুধু বড়টাকে আস্ত রাখলো যেন তারা এদিকে মনোনিবেশ করে।

৫৯. (উৎসব থেকে ফিরে খোদাদের অবস্থা দেখে) তারা বললঃ খোদাদের এ অবস্থা কে করেছে? নিশ্চয় সে একজন পাপি।

৬০. লোকজন বললঃ এক যুবককে এদের সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে ইবরাহীম নামে ডাকা হয়।

৬১. তারা বলল (সরকারীভাবে ঘোষণা করলো) তাকে জনসম্মুখে নিয়ে আসো, জনগণ (বিষয়টি প্রত্যক্ষ করবে)

৬২. (ইবরাহীম আঃকে ধরে এনে) জিজ্ঞেস করলোঃ ইবরাহীম! খোদাদের এ অবস্থা কি তুমি করেছ?

৬৩. ইবরাহীম বললঃ এদের বড়টাই এমন করেছে। এদেরকেই জিজ্ঞেস করো যদি এরা বলতে পারে।

৬৪. (ইবরাহীমের এমন যুক্তিতে তারা হতভম্ব হয়ে গেল) তারা একে অপরকে বললঃ আসলে তোমাদেরই অন্যায় হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ তারা নিজেদেরকে অন্যায়কারী মনে করার কারণ হতে পারেঃ

- ❖ দেবতার ঘর অরক্ষিত রেখে কেন সবাই বাইরে চলে গেলো
- ❖ কেন তারা এমন খোদার ইবাদাত করে যারা কথা বলতে পারে না, নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

৬৫. অতঃপর মাথা ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে বললঃ তুমি তো জানো এরা কথা বলতে পারে না।

৬৬. ইবরাহীম বললঃ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে এদের ইবাদাত কেন করছো? যারা উপকার ক্ষতি কিছুই করতে পারে না।

৬৭. ধিক তোমাদের, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের পূজা করছো, তোমরা কি কিছুই বুঝ না?

৬৮. তারা বললঃ ইবরাহীমকে পুড়িয়ে মেরে খোদাদের রক্ষা করো, এটাই হবে কাজের কাজ।

৬৯. (তারা ইবরাহীমকে আগুনে নিক্ষেপ করলো) আমি (আল্লাহ) বললামঃ আগুন! ইবরাহীমের জন্য শান্তিদায়ক ঠান্ডা হয়ে যাও।

৭০. তারা ইবরাহীমকে নিয়ে চক্রান্ত করলো, আমি তাদেরকেই ক্ষতিগ্রস্থ করলাম।

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿٧٢﴾ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾ وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

ইবরাহীম ও লূত্ব আ.

৭১-৭৩.আমি ইবরাহীম ও লূত্বকে (ইরাক থেকে) মুক্ত করে এমন দেশে নিয়ে এলাম যাতে বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ নিহিত। আর (ইবরাহীমকে) দান করলাম (তার চাহিদা মত) ইসহাক আর চাহিদার বাইরে ইয়াকুব। আমি তাদের সৎ বানিয়েছি, নেতা বানিয়েছি। তারা আমার হুকুম মত (জনতাকে) পরিচালিত করেছে। আমি আদেশ করেছিঃ সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে, যাকাত আদায় করতে, তারা আমার আদেশ পালন করেছে।

৭৪-৭৫. আমি লূত্বকে দিয়েছি "হুকম" (নবুয়ত) ও ইলম, তাকে ওই জনপদ থেকে মুক্ত করেছি যারা জঘন্য পাপ (সমকামিতা) করতো। তারা ছিল বদ ও পাপিষ্ঠ। তাকে স্থান দিয়েছি আমার রহমতে। নিশ্চয় সে সৎলোকদের একজন।

وَ نُوْحًا اِذْ نَادٰی مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّیْنٰهُ وَ اَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِیْمِ ﴿۷۶﴾ وَ نَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِیْنَ ﴿۷۷﴾

নূহ আ. ও পাপিষ্ঠ জাতি

৭৬-৭৭. ইতোপূর্বে নূহ যখন (তার জাতির বিরুদ্ধে) দোয়া করেছিল। আমি তার দোয়া কবুল করেছি। (পুরো জাতিকে প্লাবনে ডুবিয়ে মেরেছি আর) নূহ ও তার অনুসারীদের মহা আযাব থেকে মুক্ত করেছি এবং তাকে সাহায্য করেছি (পাপিষ্ঠ) জাতির বিরুদ্ধে, যারা আমার বিধান অমান্য করেছে। তারা ছিল নিকৃষ্ট জাতি, তাই তাদের সবাইকে আমি ডুবিয়ে মেরেছি।

وَ دَاوٗدَ وَ سُلَیْمٰنَ اِذْ یَحْكُمٰنِ فِی الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِیْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِیْنَ ﴿۷۸﴾ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَیْمٰنَ ۚ وَ كُلًّا اٰتَیْنَا حُكْمًا وَّ عِلْمًا ۪ وَّ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ یُسَبِّحْنَ وَ الطَّیْرَ ؕ وَ كُنَّا فٰعِلِیْنَ ﴿۷۹﴾

এক মামলায় দাউদ ও সুলাইমান আঃ এর বিচার

৭৮. আর (স্মরণ করো) দাউদ ও সুলাইমানকে, যখন তারা ফসলহানির বিচার করছিল। (মামলাটি ছিল এমন) রাতে এক ব্যক্তির ছাগল অন্য ব্যক্তির ফসল নষ্ট করেছিল। (দাউদ রায় দিল বাগানের মালিক ছাগলগুলো নিয়ে যাবে) তাদের বিচার আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম।

৭৯. আমি সুলাইমানকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছি। (সুলাইমান পিতার অনুমতি নিয়ে পুনঃবিচার করে রায় দিলঃ আপাতত ক্ষেতের মালিককে ছাগলগুলো দেয়া হবে। উনি ছাগলের দুধ ও পশম সংগ্রহ করে উপকৃত হবেন। আর ছাগলের মালিক বাগানে চাষ করবে। বাগানের ফসল আগের অবস্থায় চলে এলে বাগান ও ছাগল নিজ নিজ মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ছেলের এমন বিচারে দাউদ আঃ খুশী হলেন। আল্লাহ বলেনঃ দাউদ ও সুলাইমান) সবাইকে আমি বিচারিক ক্ষমতা ও জ্ঞান দান করেছি। দাউদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছি পাহাড়কে, পাহাড় (তার সাথে) তাসবীহ করতো এবং পাখিও। আমিই এমন করে দিয়েছিলাম। (বিচারের বর্ণনাটি কুরতুবী, ইবন কাছীরসহ অনেক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে)

জ্ঞাতব্যঃ বিচার করতে হয় আল্লাহর কিতাব মতে আর কিতাবে না পাওয়া গেলে রাসূল সাঃএর সুন্নাহ মতে। বিচারিক বিষয়ের সুস্পষ্ট বিধান কিতাব বা সুন্নায় না পাওয়া গেলে ইজতিহাদ করতে হয়। প্রয়োজনে ইজতিহাদ করলে বিচারককে অনেক ছাওয়াব দেয়া হয়। যেমনঃ বর্ণিত হয়েছে...

আমর বিন আ'স্ব রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাঃকে বলতে শুনেছেনঃ বিচারক যখন বিচার করে এবং বিচারে (প্রয়োজনীয়) ইজতিহাদ করে। এ ইজতিহাদ সঠিক হলে তাকে দুটি ছাওয়াব দেয়া হয়। আর ইজতিহাদ ভুল হলে দেয়া হয় একটি ছাওয়াব। (কুরতুবীঃ মুসলিম)

আইন ও বিধানঃ বিচার করতে হয় বা ফতোয়া দিতে হয় কুরআন হাদীছের মূলনীতি ও বিধান মেনে। কুরআন

হাদীছে না পাওয়া গেলে দেখতে হয় উম্মতের ইজমা (সর্বসম্মত মত) আর ইজমা না থাকলে কিয়াস (কুরআন হাদীছের মূলনীতি মেনে পরিচালিত যুক্তি)। কুরআন সুন্নার বিপরীতে কারো কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়।

وَ عَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿۸۰﴾ وَ لِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ
عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَ كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿۸۱﴾ وَ مِنَ الشَّيٰطِيْنِ
مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَ يَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَ كُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿۸۲﴾

যুদ্ধের অস্ত্র আবিস্কার এবং অবকাঠামো উন্নয়ন সরকারের অন্যতম দায়িত্ব

৮০. আমি দাউদকে শিখিয়েছি বর্ম বানানো তোমাদেরই কল্যাণার্থে, যেন যুদ্ধকালীন সময়ে তোমরা প্রতিরক্ষা পেতে পারো, সুতরাং (হে মানুষ!) তোমরা কি শোকর (আনুগত্য) করবে না?

৮১. সুলাইমানের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিলাম বাতাসকে, তার হুকুমে ঝঞ্জা বায়ু প্রবাহিত হত, (তার রাজত্ব ছিল) সেই দেশে যাতে আমি কল্যাণ দিয়েছি। আমি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে অবগত। (এ দেশটি হচ্ছে শামদেশ, যাকে ভেঙ্গে এখন অনেক ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন, ফিলিস্তিন, কিছু মিশরের অন্তর্গত, কিছু অংশ সৌদি-আরবের অন্তর্ভুক্ত আর কিছু অংশ জবরদখন করে গড়ে তুলা হচ্ছে ইজরাঈল।)

৮২. কিছু জিন্ন সুলাইমানের জন্য ডুবুরীর কাজ করতো (সাগরে ডুব দিয়ে মনি মুক্তা হিরা জহরত সংগ্রহ করতো) এছাড়া আরও (অনেক জিন্ন নির্মাণ, খনন, অবকাঠামো উন্নয়নসহ) অন্যান্য কাজ করতো। আমরা তাদের তদারকি করেছি (যেন ঠিক মত কাজ করে)

জ্ঞাতব্যঃ দাউদ ও সুলাইমান আ. উভয়েই নবী ছিলেন, সাথে ছিলেন শাসকও। দাউদ আঃএর সময়ে বর্ম আবিস্কার হয় এবং এর আবিস্কারক ছিলেন স্বয়ং শাসক নবী। আকাশ পথে মানুষ প্রথম ভ্রমণ করে সুলাইমান আঃএর সময়ে। সুলাইমান আঃএর আদেশে তার সিংহাসনসহ সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দিত বাতাস। সুলাইমান আঃএর সময়ে সমুদ্রে সম্পদ আহরণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করতো একদল দক্ষ জিন্ন শ্রমিক। পথে পথে পানির কূপসহ অনেক অবকাঠামো উন্নয়নে তারা তখন কাজ করেছে।

وَ اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۸۳﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ
ضُرٍّ ۪ وَّ اٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿۸۴﴾

আয়্যুব আঃ এর দোয়া

পটভূমিঃ আয়্যুব আঃ একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন সৎ ও দয়ালু, তিনি গরীব দুঃখীকে আশ্রয় দিতেন, মেহমানকে সম্মান করতেন, ইয়াতীম ও অসহায়দের স্নেহ করতেন, পথিককে আশ্রয় দিতেন এবং আল্লাহর নিয়ামতের শোকর করতেন। একদা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তার শরীরে পঁচন শুরু হলো। গোত্রের লোকেরা তাকে শহর থেকে বের করে দিল। ধনসম্পদ হারিয়ে তিনি নিঃস্ব হয়ে গেলেন। পরিবারের সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেল। শুধু একজন স্ত্রী তার সেবা করতে রয়ে গেলেন। ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৮৩. আর আয়্যুব যখন তার প্রভুকে ডাক দিলঃ হে প্রভু! দুঃখ-কষ্ট আমাকে গ্রাস করে ফেলছে অথচ তুমি মহান দয়ালু।

৮৪. আমি (আল্লাহ) তখন তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম, তাকে তার পরিবার (ও সম্পদ) ফিরিয়ে দিলাম, এবং (বিপদে ধৈর্যের ফলে) সমপরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিলাম। এসব ছিল আমার অনুগ্রহ এবং বান্দাদের জন্য স্মরণিকা (যারা বিপদে পড়ে ধৈর্য ধরবে আমি তাদের অনেক নিয়ামত দান করব)

وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِدْرِيْسَ وَ ذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۸۵﴾ وَ اَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۸۶﴾

সবর নবীদের বৈশিষ্ট

৮৫-৮৬. আর ইসমাঈল, ইদরীস, যা-ল-কিফল, এরা সবাই সবরকারী ছিল। আমি তাদেরকে আমার রহমতে স্থান দিয়েছি। নিশ্চয় তারা সবাই সৎ ছিল। (সবর অর্থ দৃঢ়তা, অটলতা, অবিচলতা। যে কোনো পরিস্থিতিতে ইসলাম, ঈমান তথা আল্লাহর বিধানের উপর সুদৃঢ়ভাবে অটল ও অবিচল থাকার নাম সবর।)

وَ ذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۸۷﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَ كَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۸۸﴾

বিপদে পড়ে ইউনুস আঃ এর দোয়া

৮৭. আর মাছ ওয়ালা (ইউনুসের কথা স্মরণ করো) যখন সে গুস্বা হয়ে (আমার অনুমতি ছাড়াই এলাকা ছেড়ে) চলে গেল, সে ভেবেছিল আমি কিছুই করব না (কিন্তু আমি তাকে সাজা দিয়েছি। মাছ তাকে গিলে খেয়েছে। কিন্তু সাগর জলে মাছের পেটে রাতের) আঁধারে সে যখন ডাক দিলঃ (হে রাব্ব!) "তুমি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তুমি মহিয়ান। আমি অবশ্যই অপরাধী" (আমাকে মাফ করে দাও)

৮৮. আমি তখন তার ডাকে সাড়া দিয়েছি। তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি। এভাবেই আমি মুঅমিনদের উদ্ধার করে থাকি।

জ্ঞাতব্যঃ বিপদে পড়লে আল্লাহকে ডাকতে হয়, আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হয়, সবর করতে হয়, নামায পড়তে হয়, সাধ্যমত সাদাকাহ দিতে হয়। এসবই আল্লাহর বাতানো নিয়ম, এসবই রাসূলের আদর্শ। অন্যের কাছে দোয়া চাওয়া অবৈধ নয়। তবে লোক ভাড়া করে দোয়া করানো বা দোয়ার জন্য লোক ডেকে জমা করা, দোয়া উপলক্ষে খাদ্য উৎসব করা বা খতম পড়ানো ইসলামী সংস্কৃতি পরিপন্থী কাজ।

وَ زَكَرِيَّاۤ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿۸۹﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۪ وَ وَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَ اَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَ يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا ؕ وَ كَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿۹۰﴾

যাকারিয়্যা আঃএর দোয়া এবং আল্লাহর প্রতি বিনয়

৮৯. আর যাকারিয়্যা যখন তার প্রভূকে ডেকে বললঃ হে রাব্ব! আমাকে একা ছেড়ে দিও না। তুমি তো সর্বোত্তম বংশ রক্ষাকারী।

৯০. আমি তখন তার ডাকে সাড়া দিয়েছি। তাকে দান করেছি ইয়াহইয়া। তার স্ত্রীকে ঠিক করে দিয়েছি। নিশ্চয় তারা (উল্লেখিত নবীগণ) সৎকাজে প্রতিযোগিতা করতো, ভয় ও আশা নিয়ে আমাকে ডাকত। তারা আমার প্রতি বিনীত ছিল।

وَ الَّتِيْۤ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَ جَعَلْنٰهَا وَ ابْنَهَاۤ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۱﴾ اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿۹۲﴾ وَ تَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿۹۳﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَ اِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿۹۴﴾

সকল মুসলিম একই জাতি

৯১. আর ওই নারী (মারইয়ামকে স্মরণ করো) যে তার যোনীর হেফাজত করেছে। আমরা তাতে ফুঁকে দিয়েছি আমার এক রূহ (যার নাম ঈসা) এবং তাকে ও তার ছেলেকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন বানিয়েছি।

৯২. (হে মুসলিমগন) নিশ্চয় এরা (উল্লেখিত নবী রাসূলগণ) সবাই তোমাদের জাতি, (তোমরা সবাই) একই জাতি (মুসলিম জাতি।) আর আমি তোমাদের প্রভু। সুতরাং ইবাদাত করো শুধুই আমার।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

৯৩. (কিন্তু) পরে তারা বিভক্ত হয়ে গেছে (কেউ আমার দাসত্ব করেছে, কেউ অন্যের, কেউ নিজের নফসের। তবে পরকালে) সবাই আমার কাছে ফিরে আসবে (আমি সঠিক বিচার করে উপযুক্ত বদলা দেব।)

৯৪. যে ব্যক্তি সৎকাজ করছে সে যদি মুঅমিন হয় তবে তার শ্রম বিফলে যাবে না (আর ঈমান না

থাকলে ইবাদাত মূল্যহীন হয়ে যাবে, কারণ ইবাদাত কবুল হবার পূর্ব শর্ত হচ্ছে ঈমান) আমরা সব লিখে রাখছি (ইবাদাত কবুল হবার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। এ সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ তাহাঃ ১১২)

জ্ঞাতব্যঃ আদম আঃ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিম একই জাতি, মুসলিম জাতি। এটাই আমাদের জাতীয় পরিচয়। আর একেই বলে মুসলিম জাতীয়তাবাদ। মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা ফরজ এবং এ ঐক্য ভঙ্গ করে জাতিকে বিভক্ত করা বা বিভাজন তৈরি করা কুফর।

আসলে ইসলামের মূল শিক্ষা হলো সামাজিক ও জাতীয় ঐক্য। দুনিয়ার সকল মুসলিম থাকবে একতাবদ্ধ, একই সমাজভুক্ত, একই নেতা ও একই শাসনের আওতাধীন। মুসলিম ঐক্যের একক ফর্মূলার নাম খিলাফাহ। আল্লাহর আদেশ পালন করে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করেছিলেন রাসূল সাঃ। পরে এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ছিলেন খালীফাহগণ।

- ❖ প্রথমে খুলাফা রাশিদীন,
- ❖ তারপর উমাইয়্যাহ খিলাফাহ,
- ❖ তারপর আব্বাসীয় খিলাফাহ,
- ❖ সবশেষে উছমানী খিলাফাহ।
- ❖ কিন্তু ১৯২৪ ঈসায়ী সনে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয় ইসলামী খালীফাহ।
- ❖ রাসূল সাঃএর হাতে গড়া সমাজ ভেঙ্গে গঠন করা হয় কুফরি সমাজ।
- ❖ কুরআনের বিধান বাদ দিয়ে চালু করা হয় মনগড়া বিধান।
- ❖ এক জাতি ভেঙ্গে তৈরি করা হয় অনেক জাতি।
- ❖ মুসলিম জাতীয়তাবাদের জায়গায় চালু হয় আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ।
- ❖ খিলাফাহর জায়গা দখন করে নেয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি।
- ❖ ইসলামী অর্থনীতির বদলে চালু করা হয় পুঁজিবাদী অর্থনীতি।
- ❖ ওহী ভিত্তিক শিক্ষানীতির জায়গায় চালু হয় বস্তুবাদী শিক্ষানীতি।
- ❖ এভাবে জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করা হয়। (এ সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সূরাহ আ-ল ই'মরানঃ ১০৩)

বিশেষ হুঁশিয়ারিঃ

☒ উম্মতের মাঝে বিভেদ ও বিভাজন তৈরি করা এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া বা দলবাজি করা বিভ্রান্তির পথ, কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। (দেখুনঃ আল-ইমরানঃ ১০৩, ১০৫, আনয়া'মঃ ১৫৩, ১৫৯, তাওবাহঃ ১০৭, ত্বাহাঃ ৯৪, রূমঃ ৩২, শুরাঃ ১৪)।

☒ যারা বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে তথা দলবাজি করে তারা যতই মসলক, মিনহাজ বা মযহবের দোহাই দেক না কেন আসলে এসবের মূল কারণ ব্যক্তি বা গোষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণ এবং হিংসা বিদ্বেষ। (দেখুনঃ ৪২ শুরাঃ ১৪)

☒ যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে রাসূল সাঃ এর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। (দেখুনঃ ৬ আনয়ামঃ ১৫৯)

☒ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ইয়াহুদ ৭১ (অথবা বলেছেন ৭২) দলে বিভক্ত হয়েছিল। খৃষ্টানরাও তাই। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এরা সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই দল কোনটি? বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শে অবিচল থাকবে। (আবু-দাউদঃ ৪৫৯৬, তিরমিযীঃ ২৬৪০, ইবন মাজাঃ ৪৭৯ । হাদীছটি সাহীহ)

সূরাহ আনয়ামের ১৫৯ তম আয়াতের ভাষ্যমতে যেহেতু রাসূলের সাথে দলবাজদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তাতে বোঝা যায় জান্নাতে শুধু তারাই যাবে যারা দলবাজি করবে না।

(এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের বই "ভিন্নমত ভিন্ন পথ জাতীয় ঐক্য ও বিজাতীয় অনুকরণ")

وَ حَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَاۤ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾ حَتّٰۤى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَ مَاْجُوْجُ وَ هُمْ مِّنْ كُلِّ
حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا
فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾ اِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَهَا
وٰرِدُوْنَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ هٰۤؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ؕ وَ كُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّ هُمْ
فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾

ইয়াজুজ মাজুজ, কিয়ামত ও বিচার

৯৫. আমি যেসব নগর ধ্বংস করেছি তাদের উপর হারাম করে দিয়েছি (প্রত্যাবর্তন), তারা আর ফিরে আসবে না।

৯৬. এমনিভাবে যখন ইয়াজুজ মাজুজকে ছেড়ে দেয়া হবে। তখন প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে তারা নেমে আসবে। (ইয়াজুজ মাজুজ সম্পর্কে জানতে দেখুন কাহাফঃ ৯৪)

৯৭. সঠিক প্রতিশ্রুতি (তথা কিয়ামত) অতি নিকটে। তখন কাফিরদের চক্ষু ভড়কে যাবে। (বলবে) সর্বনাশ! সর্বনাশ!! আমরা এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলাম। বস্তুত আমরা ছিলাম পাপিষ্ঠ।

৯৮-১০০. (হে মানুষ!) তোমরা এবং তোমাদের মনগড়া খোদারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে, তোমরা সেখানে হাজির হবে। এরা যদি খোদা হত তবে এদেরকে জাহান্নামে যেতে হত না। অথচ তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। সেখানে তারা চিৎকার চেঁচামেচি করবে, কিন্তু কিছুই শুনতে পাবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰۤى ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَ هُمْ
فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَ تَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا
يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ؕ كَمَا بَدَاْنَاۤ اَوَّلَ
خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٠٤﴾

কিয়ামতের প্রাক্কালে মুঅমিনদের অবস্থান

১০১. পক্ষান্তরে যাদের জন্য আমার কল্যাণ (ঈমান, হেদায়াত) নির্ধারিত হয়ে আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে।

১০২. তারা এর (জাহান্নামের) ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না। (তারা হবে জান্নাতী এবং) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, ভোগ করবে মনের চাহিদা মত।

১০৩. এমনকি মহাপ্রলয়ের ভীতিকর অবস্থাও তাদেরকে পেরেশান করবে না। ফিরিস্তা তাদের শুভেচ্ছা জানাবে। এটাই সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে।

১০৪. সেদিন আমি আকাশকে ভাজ করে (হাতের মুঠোয় তুলে) নেব। যেমনঃ মহরি ভাজ করে নেয় লিখিত দলীল। (তখনকার সময়ে দলীলকে ভাজ করে রাখা হত) আমি তোমাদেরকে প্রথম যেভাবে সৃষ্টি করেছি সেভাবেই (খতনাহীন উলঙ্গ ও অসহায় অবস্থায়) তোমাদের পুনরুত্থান ঘটাব। এটাই আমার প্রতিশ্রুতি। আমি এটা বাস্তবায়ন করবই।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾ اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا
لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿١٠٦﴾ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ
وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۭ وَاِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ
بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٩﴾ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١١٠﴾ وَاِنْ اَدْرِيْ
لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١١١﴾ قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ۭ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰي مَا
تَصِفُوْنَ ﴿١١٢﴾

আল-কুরআন এবং নবী সাঃ এর অনুকরণই জান্নাতে যাবার একমাত্র উপায়

১০৫. যিকর (আসমানী কিতাবসমূহের আসল কপি লাউহে মাহফূজে সংরক্ষণ) এর পর আমি কিতাবে লিখে দিয়েছিঃ (জান্নাতের) ভূমির মালিক বানাব শুধু আমার নেক বান্দাদেরকেই।

১০৬. নিশ্চয় এতেই (এ কুরআনেই উল্লেখ) রয়েছে (জান্নাতে) পৌঁছার চূড়ান্ত (পথ) ইবাদাতকারীদের জন্য। (সুতরাং জান্নাতে যেতে হলে কুরআন মত চলতে হবে। বাস্তব জীবনে কুরআন মেনে না চললে জান্নাতের আশা করে লাভ নেই।)

১০৭. (হে নবী!) আমি তোমাকে পাঠিয়েছি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে।

১০৮. বলে দাওঃ আমার কাছে ওহী এসেছে তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। সুতরাং তোমরা কি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবে না?

১০৯. তারা (আল-কুরআন থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলে বলে দাওঃ আমি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি (আল্লাহ ইসলামকে বিজয়ী এবং কুফরকে নির্মূল করবেনই। এজন্য সময়ও নির্ধারিত। তবে) আমি জানি নাঃ তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতকাল নিকটে না দূরে।

১১০. তোমরা যেসব কথা উচ্চস্বরে বলো তিনি তা জানেন আর তোমরা যা গোপন করো তিনি তাও জানেন।

১১১. আমি (নবী) জানি নাঃ (প্রকাশ্যে কুফর করা সত্ত্বেও তোমাদের ধ্বংসের ব্যাপারটি কেন বিলম্বিত হচ্ছে?) হয়তো এমনটি করা হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষা করতে এবং কিছু সময়ের জন্য সুযোগ দিতে।

১১২. সে বলেছেঃ হে রাব্ব! (আমাদের ও কাফিরদের মাঝে) সঠিক ফয়সালা করে দাও। আর আমাদের প্রভু হলেন রাহমান। (হে কাফিরেরা!) তোমরা (আমাদের সম্পর্কে) যেসব রটনা করো তিনিই এসব থেকে রক্ষাকারী।

সূরাহ হাজ্জ ২২ سورة الحج

ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের একটি হলো হাজ্জ। যু-ল-হিজ্জাহ মাসের ৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ হাজ্জ সম্পন্ন করতে হয়। সূরাহটি মাদানী। সূরাহ নূরের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৭৮টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَ مَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ﴿٢﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহ্‌মানি-র-রাহীম

কিয়ামতের ভয়াবহতা

১. হে মানুষ! প্রভুর তাকওয়া অর্জন করো। নিশ্চয় কালের (মহাপ্রলয়ের) কম্পন বড় কঠিন বিষয়।

২. সেদিন দেখবেঃ প্রতিটি স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে ভূলে গেছে, গর্ভবতীর গর্ভ খসে পড়ছে, মানুষকে দেখবে উন্মাদ হয়ে আছে। কিন্তু আসলে তারা উন্মাদ নয়, বরং আল্লাহর আযাব বড় কঠিন (তাই মানুষের এ অবস্থা হবে। দেখুনঃ বুখারী ৪৩৮২ (ইফাবা)

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ﴿٣﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَ يَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٤﴾

আল্লাহ নিয়ে বিবাদ করা শয়তানের কাজ

৩. কিছু মানুষ কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে আল্লাহকে নিয়ে বিবাদ/বিতর্ক করে আর অবাধ্য শয়তানদের অনুকরণ করে।

৪. অথচ এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, যে ব্যক্তি শয়তানের সঙ্গে মিত্রতা করবে তাকে লক্ষ্যচ্যুত করে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। (যে বা যারা মানুষকে কুপথে ডাকে বা কুমন্ত্রণা দেয় তাকে শয়তান বলা হয়। শয়তানদের নেতার নাম ইবলিস)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ وَ نُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْۤا اَشُدَّكُمْ ۚ وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ

مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمٍ شَيۡـًٔا ؕ وَتَرَى الۡاَرۡضَ هَامِدَةً فَاِذَاۤ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡهَا الۡمَآءَ اهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَاَنۡۢبَتَتۡ مِنۡ كُلِّ زَوۡجٍۢ بَهِيۡجٍ ﴿۵﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الۡحَـقُّ وَاَنَّهٗ يُحۡىِ الۡمَوۡتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿۶﴾ وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيۡبَ فِيۡهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبۡعَثُ مَنۡ فِى الۡقُبُوۡرِ ﴿۷﴾

পুনরুত্থান

৫. হে মানুষ! পুনরুত্থানের ব্যাপারে তোমাদের যদি কোনো সন্দেহ থাকে (তবে ভেবে দেখ) আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর (মাটি থেকে গাছ, গাছ থেকে ফল, ফল থেকে খাদ্য, খাদ্য থেকে রক্ত, রক্ত থেকে বীর্য) বীর্য থেকে রক্তপিন্ড, রক্তপিন্ড থেকে পূর্ণ আকৃতি (দিয়ে মানবশিশু রূপে জন্ম) দিয়েছি, অথবা অপূর্ণ আকৃতিতেই (নষ্ট করে দিয়েছি। আর আল-কুরআনে এসব ব্যাপারে তথ্য দিয়ে আয়াত নাযিল করেছি আমার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে) তোমাদের অবগত করার জন্য। (ভ্রূণ সৃষ্টির পর) আমার ইচ্ছামত (মায়ের) জরায়ুতে রেখে দিয়েছি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। তারপর শিশু অবস্থায় বের করে এনেছি। পরে তোমরা পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করো। তোমাদের কাউকে (বৃদ্ধ হবার আগেই) মৃত্যু দেয়া হয় আর কাউকে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত করা হয়। (যৌবনে অনেক কিছু) জ্ঞাত হবার পরও (বার্ধক্যে) তারা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তুমি দেখবেঃ ভূমি শুকিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি পানি বর্ষণ করার পর এটা শ্যামল ও সতেজ হয়ে উঠে এবং তাতে উৎপন্ন হয় নয়নাভিরাম কত উদ্ভিদ। (মানে আল্লাহর রহমতশূন্য জীবন যেন শুষ্ক ভূমি, যা থেকে কিছুই উৎপন্ন হয় না। আর যে জীবনে রহমতের ছোঁয়া লাগে এটা যেন শস্যশ্যামল সতেজ ভূমি, যাতে ফলফসল উৎপন্ন হয়।)

৬. আসলে আল্লাহই সঠিক। তিনি-ই মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী (তাই পুনরুত্থান তার জন্য কঠিন নয়)

৭. (পুনরুত্থানের) সময় অবশ্যই আসন্ন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ জীবিত করবেন করববাসী সবাইকে।

জ্ঞাতব্যঃ মানুষ স্থলে মারা যাক বা জলে, মরদেহ কবর দেয়া হোক বা জ্বালিয়ে ফেলা হোক বা সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হোক বা পশু পাখি খেয়ে ফেলুক বা পচে মাটি বা পানির সাথে মিশে যাক। সর্বাবস্থায়ই মাটির সাথে মিশ্রিত হয়। এখানে কবরবাসী বলে সকল প্রকার মৃতকে বুঝানো হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنۡ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيۡرٍ ﴿۸﴾ ثَانِىَ عِطۡفِهٖ لِيُضِلَّ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ؕ لَهٗ فِى الدُّنۡيَا خِزۡىٌ وَّنُذِيۡقُهٗ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ عَذَابَ الۡحَرِيۡقِ ﴿۹﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتۡ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيۡسَ بِظَلَّامٍ لِّلۡعَبِيۡدِ ﴿۱۰﴾

আল্লাহকে নিয়ে বিবাদ করার কুফল

৮. কিছু মানুষ আল্লাহকে নিয়ে বিবাদ করে, অথচ তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে হেদায়াত, না আছে আলোকময় কোনো কিতাব। (মানুষের জ্ঞান সীমিত। তাই আল্লাহ ও তাকদীর নিয়ে চিন্তা করতে বারণ করা হয়েছে। আল্লাহ নিয়ে তর্ক করা বা বিবাদ করা মোটেই উচিত নয়)

৯-১০. তবুও তারা সত্য বিমুখ হয়ে আল্লাহর পথ থেকে (বিরত থাকে এবং অন্যকে) বিরত রাখে। (যে এমন করে) তার জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে দাহনকারী আযাব। (বলা হবে) এসব তোমারই কর্মফল। আল্লাহ বান্দার উপর অবিচার করেন না।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ اِطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَ اِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١١﴾ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَ مَا لَا يَنْفَعُهٗ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ؕ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَ لَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿١٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٤﴾

আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকার পরিণাম

১১. কিছু মানুষ আল্লাহর ইবাদাত করে শর্ত সাপেক্ষে/প্রান্ত সীমায় থেকে/দ্বিধা যুক্ত হয়ে। (ইসলাম গ্রহণের পর দুনিয়াবী) লাভ হলে এতে জমে থাকে আর পরীক্ষায় পতিত হলে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। ফলে (তাদের) দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ হয়ে যায় আর এটাই সুস্পষ্ট বরবাদী।

১২. তারা আল্লাহ ছাড়া এমন সবকে ডাকে যারা উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না। আর এটাই চরম বিভ্রান্তি।

১৩. এসব ডাকে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী। কারণ এরা (মনগড়া খোদাগণ) নিকৃষ্ট মাওলা, নিকৃষ্ট সঙ্গী।

১৪. আর যারা ঈমান আনে, (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।

(কারণ আল্লাহর মালিকানা সার্বভৌম, আল্লাহর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ। মালিকানা সম্পর্কে জানতে দেখুন ফাতিহাঃ ৪)

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ﴿١٥﴾ وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿١٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الصّٰبِـُٔوْنَ وَ النَّصٰرٰى وَ الْمَجُوْسَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١٧﴾

আল্লাহর কুদরত

পটভূমিঃ অসহায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে দিনে দিনে শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হচ্ছে মুসলিমরা। আল্লাহর নবী একের পর এক যুদ্ধে বিজয়ী হচ্ছেন আল্লাহর সাহায্যে। এটা অনেকেই মেনে নিতে পারছিল না। তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

১৫. "আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে নবীকে সাহায্য না করুক" কেউ যদি এমনটি চায় সে যেন

আকাশে আরোহণ করে (সাহায্যের পথ) বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তারপর প্রত্যক্ষ করে এ প্রচেষ্টা তার আক্রোশ দূর করতে পারে কি না?

১৬. এভাবে-ই আমি এ কুরআন নাযিল করেছি, সুস্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ। আল্লাহ কেবল তাকে-ই হেদায়াত করেন যাকে তিনি চান।

১৭. যারা মুঅমিন আর যারা ইয়াহুদ, সাবাঈ, নাসারা, অগ্নি পূজারী ও মুশরিক; কিয়ামতে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সঠিক ফয়সালা করবেন। আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।

জ্ঞাতব্যঃ শুধু মুসলিম বলে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না। মুসলিম তিন প্রকারঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। মুনাফিক পরকালে চির জাহান্নামী হবে, তারা পতিত হবে জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে। আর ফাসিক জাহান্নামে সাজা ভোগের পর মুক্ত হবে। এব্যাপারে আরও জানতে দেখুনঃ বাক্বারাহ্ ৭, সূরাহ মুনাফিকুন, সূরাহ তাওবাহ, ইত্যাদি।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَآبُّ وَ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَ كَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَ مَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿۱۸﴾ هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۫ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ۚ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿۱۹﴾

বিবাদমান দুটি পক্ষ

১৮. তুমি কী দেখো না? আসমানসমূহে যা আছে, যমীনে যা আছে, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়পর্বত, গাছপালা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ আল্লাহর জন্য সিজদাহ করে। আর অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে আযাব (কারণ তারা আল্লাহকে সিজদাহ করে না।) আল্লাহ যাকে অপমানিত করেন কেউ তাকে সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা খুশী তাই করেন (কারণ আল্লাহর মালিকানা সার্বভৌম, আল্লাহর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ)

১৯. এটা হলো (মুসলিম ও কাফির) বিবাদমান দুটি পক্ষ। তারা (উভয় পক্ষের মানুষগুলো) প্রভুকে নিয়ে বিবাদে (যুদ্ধে) লিপ্ত হয়। (একদল যুদ্ধ করে প্রভুর পক্ষে আর একদল বিপক্ষে। যারা প্রভুর বিপক্ষে যুদ্ধ করে তারা কুফর করে।) আর যারা কুফর করে তাদের তরে তৈরি করা হবে আগুনের পোশাক এবং তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে আল-হা'মীম (উত্তপ্ত লাভা)

জ্ঞাতব্যঃ ক্বাইস বিন উ'বাদ বলেনঃ আমি শুনেছি আবু-যার রাঃ খুব দৃঢ়ভাবে কসম করে বলেছেনঃ বদর যুদ্ধে যারা মল্ল যুদ্ধ করেছিল এ আয়াত তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। বদর যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে মল্ল যুদ্ধ করেছিলেনঃ হামযাহ, আলী, উবাইদাহ বিন হারিছ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) আর মুশরিক পক্ষে ছিল উতবাহ বিন রাবীয়া'হ, শাইবাহ বিন রাবীয়া'হ এবং ওয়ালীদ বিন উতবাহ। (কুরতুবীঃ মুসলিম, দেখুন বুখারীঃ ৪৩৮৪ (ইফাবা)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুসলিম ও কাফিরের দ্বন্দ চিরাচরিত। আল্লাহর পক্ষে এ দ্বন্দের নাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে যুদ্ধ। কোনো মুসলিম এ যুদ্ধকে অপছন্দ করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে। সে হয়ে যাবে মুনাফিক, চির জাহান্নামী। (বিস্তারিত জানতে সূরাহ তাওবাহ দেখে নিন।)

يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَ الْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾ وَ لَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۫ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾

জাহান্নামীদের সাজা

২০-২২. (জাহান্নামীদের আগুনের পোশাক পরিয়ে মাথায় ঢেলে দেয়া হবে হা মীম) যার উত্তাপে তাদের পেটের সব গলে যাবে এবং চামড়াও (গেলে যাবে।) আর তাদের (পিঠানোর) জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ী। যখনই এ যন্ত্রণা থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে আবার ফিরিয়ে নেয়া হবে। (বলা হবে) দাহন যন্ত্রণা আস্বাদন করো।

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ لُؤْلُؤًا ؕ وَ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٢٣﴾ وَ هُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَ هُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿٢٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَ الْبَادِ ؕ وَ مَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٥﴾

মুঅমিন ও কাফিরের পরিণাম

২৩-২৪. (পক্ষান্তরে) যারা ঈমান আনে, (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। সেখানে তাদের অলংকার হবে স্বর্নের ও মুক্তার কাকন আর পোশাক হবে রেশমের। (দুনিয়াতে) তাদের হেদায়াত করা হয় পবিত্র বাণীর (তাওহীদের) প্রতি এবং পরিচালিত করা হয় প্রশংসিত পথে।

২৫. আর যারা কুফর করে, আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে, (বিরত রাখে) মাসজিদ হারাম থেকে, আমি যাতে স্থানীয় ও বহিরাগত সবাইকে সমান অধিকার দিয়েছি। যারা জুলমের (শিরকের/অবিচারের) দিকে ধাবিত হয় আমি তাদের আস্বাদন করাব যন্ত্রনাদায়ক আযাব।

(কুফর, শিরক সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা")

وَ اِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَ الْقَآئِمِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿٢٦﴾

মসজিদ নির্মাণ ও মসজিদের খেদমত

পটভূমিঃ আদম আঃ দুনিয়াতে আসার পর আরাফাত ময়দানে রহমতের পাহাড়ে হাওয়্যা আঃ এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং মুজদালিফায় রাত যাপন করে মিনা হয়ে মক্কা এসেছিলেন। মক্কাতে কা'বাহ নির্মাণ করে চলে গিয়েছিলেন জেরুসালেম/জেরুজালেম (বাইতুল মাক্বদিস) এবং সেখানেই বসবাস করেছিলেন।

নূহ আঃএর সময়ের প্লাবনে কা'বাহ ঘরের মূল ভিত্তি বালুর নীচে চাপা পড়েছিল। কা'বাহ পুনঃনির্মাণের হুকুম পেয়ে ইবরাহীম আঃ এসে ভিত্তি খুঁজে পেলেন না। আল্লাহ পাঠালেন ঝঞ্জা বায়ু। বাতাসে বালু সরে গেলে কা'বার ভিত্তি ভেসে উঠলো। ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছেঃ (দেখুনঃ কুরতুবী)

২৬. আমি যখন ইবরাহীমের জন্য ঘরের স্থান উন্মুক্ত করে দিলাম। (বলেদিলাম) আমার সাথে শিরক করবে না। আর তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকুকারী ও সিজদাহকারীদের জন্য আমার ঘরকে পরিচ্ছন্ন রাখবে।

আইন ও বিধানঃ কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে আল্লাহর ঘরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা মুসলিমদের সামাজিক ও ঈমানী দায়িত্ব। সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে কাজটি করবে সরকার। এজন্য ইসলামী সরকারের প্রধান কাজসমূহের একটি হচ্ছে মাসজিদ নির্মাণ ও সংরক্ষণ। তবে সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যেন মসজিদে কুরআন হাদীছ পরিপন্থী কোনো ভ্রান্ত কাজ না হয়। আর ঈমানী দায়িত্ব হিসেবে কাজটি করতে হবে সকলকে। সুতরাং যেসব দেশে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত নয় সেখানে মসজিদ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব জনগণের। আর এ কাজে মানুষকে উৎসাহিত করতে অনেক ফজিলতের কথা বলেছেন রাসূল সাঃ।

মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনাঃ ইসলামী সমাজের মূল কেন্দ্র হচ্ছে মসজিদ। রাসূল সা.এর সময়ে মসজিদ থেকেই দেশ, জাতি ও সমাজ পরিচালিত হত। তখনকার দিনে রাজনীতি, সমাজনীতি, বিচার, শাসন, সমরনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই মসজিদ থেকে পরিচালিত হত। এমনকি অসহায় পুরুষ ও নারীরা মসজিদে এলে খেতে পারত, থাকতে পারত, আশ্রয় পেত। তাই ইসলামী সমাজনীতি ও পৌরনীতির বিধান মতে..

- ❖ মসজিদ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের
- ❖ তবে কেউ চাইলে এককভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজের বাড়িতে বা পাড়ায় নিজস্ব মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনা করতে পারবে (মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনার এ দুটি পদ্ধতি বর্তমানে সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশে বিদ্যমান আছে)

মসজিদ কমিটির সদস্যদের গুনগত মানঃ ব্যক্তিগত বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনা করতে চাইলে এর পরিচালক বা পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দের নিম্নতম যোগ্যতার বর্ননা দিয়েছে আল-কুরআন। তাই মসজিদ কমিটির সদস্য হতে হলে কমপক্ষে এ ৪টি গুনে গুনান্বিত হতে হবে। আর এ গুণ ৪টি হলো..

- ❖ যিনি সঠিক ঈমানের অধিকারী হবেন (সুতরাং কুফর, শিরক, নিফাক বা কবীরাহ গোনায় জড়িত ব্যক্তি মসজিদ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য নয়)
- ❖ যিনি নিয়মিত সালাত কায়েম করেন (সুতরাং বে-নামাযী বা অনিয়মিত নামাযী ব্যক্তি মসজিদ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য নয়)
- ❖ যিনি হিসাব করে যাকাত আদায় করেন (সুতরাং নিয়মিত যাকাত আদায় করেন না এমন কোনো ব্যক্তি মসজিদ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য নয়)
- ❖ যিনি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করেন না, তথা কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহর দ্বীনের উপর অবিচল থাকার মত সাহসী। (সুতরাং যিনি মানুষের ভয়ে, সমাজের ভয়ে বা সরকারের ভয়ে আল্লাহর কোনো বিধান বাদ দিয়ে দেন এমন ব্যক্তি মসজিদ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য নয়)

উল্লেখিত চারটি গুণের অধিকারী ব্যক্তিই কেবল মাসজিদ কমিটির সদস্য হতে পারবে। আর যার মাঝে এসব গুণের সমন্বয় থাকবে না তার জন্য মাসজিদ কমিটির সদস্য হওয়া উচিত নয় বা বৈধ নয়। এতে তার লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী।

বেস-সরকারীভাবে মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনায় কিছু পরামর্শঃ মনে রাখতে হবে মসজিদ কারো ব্যক্তিগত বা পাঞ্চায়িতী সম্পত্তি নয়। মসজিদ আল্লাহর ঘর তাই আল্লাহর বিধান মেনেই এটা নির্মাণ ও পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং সরাসরি কুফর শিরক বা কবীরাহ গোনাহের সাথে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তিকে মসজিদ কমিটিতে না রেখে..

- ❖ উল্লেখিত ৪টি গুনের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ এককভাবে বা কমিটি করে মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনা করবে
- ❖ কুফর, শিরক, নিফাক বা কবীরাহ গোনায় জড়িত কোনো ব্যক্তিকে মসজিদ কমিটির সদস্য হিসেবে নেওয়া যাবে না

- ❖ তবে মূল কমিটিকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য মুসল্লী কমিটি গঠন করা যাতে পারে। মসজিদের ইমাম ও মুসল্লীবৃন্দ নিয়ে মুসল্লী কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটি মসজিদ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে মূল কমিটিকে পরামর্শ দেবে।
- ❖ মসজিদের পেশ ইমাম পদাধিকার বলে মুসল্লি কমটির সভাপতি থাকবেন আর নিয়মিত মুসল্লীগণ হবেন এ কমিটির সদস্য।

ইমাম সাহেব মসজিদে ঘোষনা দিয়ে কমপক্ষে ১ দিনের নোটিশে পরামর্শ সভা আহ্বান করতে পারবেন।

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَّعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

হাজ্জ, কুরবানী ও তাওয়াফ

২৭. (কা'বাহ নির্মাণের পর আমি ইবরাহীমকে আদেশ দিলাম) মানুষের মাঝে হাজ্জের ঘোষণা দাও। তারা পায়ে হেঁটে বা ক্ষীণকায় উটে চড়ে দূরদূরান্ত থেকে এসে হাজির হবে। (এখানে ক্ষীণকায় উট বলার কারণ উটগুলা অনেক দূর থেকে সফর করে আসবে তাই ক্ষীণকায় হয়ে যাবে)

২৮. (তোমরা হাজ্জের ব্যবস্থা করবে আর) লোকজন তাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের) কল্যাণে (হাজ্জ এবং ব্যবসায়। দেখুনঃ বাক্বারাহঃ ১৯৮) শরীক হবে। আমি তাদের খাদ্য হিসেবে যেসব নিরীহ পশু (উট, গরু, ছাগল, মেষ। দেখুনঃ আনয়া'মঃ ১৪৩) দান করেছি নির্ধারিত দিনগুলোতে (এসব পশু কুরবানীকালে) এদের উপর আল্লাহর নাম নেবে আর পরে এসব (কুরবানীর মাংস) নিজে খাবে এবং দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্থদের খেতে দেবে।

আইন ও বিধানঃ এ আয়াতে ৫টি বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যথা..

- ❖ হাজ্জ দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কল্যাণকর একটি কাজ। সূরাহ বাক্বারার ১৯৮ তম আয়াতে বলা হয়েছে হাজ্জের সফরে ব্যবসা বা অন্যভাবে হালাল রুজি কামনা করা দোষের কিছু নয়। মানে হাজ্জ করবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যা আখেরাতের জন্য কল্যাণকর কাজ। আর হাজ্জের সফরে ব্যবসা বা অন্য উপায়ে হালাল রুজি অন্বেষণ করা যাবে যা দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর কাজ।
- ❖ কুরবানী করতে হবে নিরীহ পশু। সুরাহ আনয়ামের ১৪৩ তম আয়াতে যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া দিয়ে। মানে এ চারটি পশুর যে কোনো একটি দিয়ে কুরবানী করা যাবে।
- ❖ কুরবানী করতে হবে নির্ধারিত দিনে। হাদীছে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে "ঈদের দিন এবং আইয়্যাম তাশরিক" মানে কারো মতে ১০,১১ ও ১২ যু-ল-হিজ্জাহ আর কারো কারো মতে ১০,১১,১২, ও ১৩ যু-ল-হিজ্জাহ।
- ❖ পশু জবেহকালে আল্লাহর নাম নিতে হবে।
- ❖ কুরবানীর মাংস নিজেও খাবে এবং অন্যদেরও খেতে দেবে। কুরবানীর মাংস ধনী গরীব সবাই খেতে পারে।

২৯. তারপর (যিল হাজ্জের ১০ তারিখে কুরবানী করার পর) তাফাছ (চুলকাটাসহ হাজ্জের অন্যান্য কাজ) সম্পন্ন করবে, মান্নত (থাকলে) পূর্ণ করবে এবং বাইতু-ল-আ'তীক্ব (ঐতিহ্যবাহী কা'বাহ ঘর) তাওয়াফ করবে। (এ তাওয়াফ ফরজ)

আইন ও বিধানঃ ১০ যি-ল-হাজ্জ কুরবানী, চুল কাটা ও রামি (জামারাতকে পাথর মারা) করতে হয়। এরপর তাওয়াফ করা ফরজ। এটাই হাজ্জের শেষ তাওয়াফ। এর নাম তাওয়াফ ইফাদ্বাহ এবং "তাওয়াফ যিয়ারাহ"। কুরবানী করে চুল কাটার পর ইহরাম শেষ হয়ে যায়। তখন স্ত্রী সহবাস ছাড়া বাকী সব হালাল হয়ে যায়। আর তাওয়াফ ইফাদ্বাহ করে ফেললে হাজ্জ সমাপ্ত হয়ে যায়। তাওয়াফ ইফাদ্বাহ ১০ তারিখ বা এর বাদেও করা যায়।

ذٰلِكَ ۚ وَ مَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ وَ اُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿۳۰﴾

সকল প্রকার আওছান ও মিথ্যা পরিহার করতে হবে

৩০. এটাই (বিধান।) যে ব্যক্তি আল্লাহর হুরুমাতকে (সম্মানিত স্থান, স্থাপনা ও বস্তু সমূহকে) সম্মান করলো তার এ কাজ আল্লাহর কাছে তার জন্য কল্যাণকর হিসেবে বিবেচিত হবে। আর হারাম হিসেবে যেসব পশুর বর্ণনা ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে এসব ছাড়া বাকি গবাদিপশু তোমাদের জন্য হালাল করা হলো। সুতরাং তোমরা সকল প্রকার পাপাচার তথা আওছান (মুর্তি এবং জাতীয়ভাবে সম্মান করা হয় এমন স্থাপনা, চিহ্ন, গাছ, স্থান ইত্যাদি) পরিহার করে চলবে, পরিহার করে চলবে সকল মিথ্যা কথা।

জ্ঞাতব্যঃ আ'দি বিন হা'তীম বলেনঃ একদা আমি রাসূল সাঃ এর কাছে এলাম। আমার গলায় স্বর্নের ক্রস ছিল। রাসূল সাঃ বললেনঃ এ "ওয়াছান" (বেদী)কে ফেলে দাও। (কুরতুবী) উল্লেখ্য এখানে ক্রসকে ওয়াছান বলা হয়েছে যার বহুবচন হলো "আওছান" সুতরাং বুঝা গেল আওছান শুধু মুর্তি নয়। বরং যে বস্তু বা স্থাপনাকে জাতীয়ভাবে সম্মান করা হয় এসবই আওছান।

আইন ও বিধানঃ মানুষ জাতীয় বা গোত্রীয়ভাবে সম্মান করে এমন মূর্তি, মিনার, সৌধ, গাছ, পাথর, স্থাপনা, বস্তু, ইত্যাদিকে ওয়াছান বলা হয়। ওয়াছান এর বহুবচন আওছান। আওছান বানানো, আওছানকে সম্মান করা বা মেনে নেয়া হারাম।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে গিয়ে কোনো প্রকার আওছানকে সম্মান করা বা মেনে নেয়া শিরক। ওয়াছান তৈরি করা, ওয়াছান প্রীতি বা ওয়াছান সংস্কৃতি ইসলামী বিধানের পরিপন্থী।

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ؕ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿۳۱﴾

দ্বীন মানার সঠিক পদ্ধতি এবং শিরকের পরিণতি

৩১. (হে মানুষ! তোমরা দ্বীন মেনে চলো) শুধুই আল্লাহর জন্য হানীফ পদ্ধতিতে, কোনো প্রকার শিরকে না জড়িয়ে। (মনে রেখো!) যে ব্যক্তি শিরক করলো সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়লো আর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূর কোথাও ফেলে দিল (আর সে ধ্বংস হয়ে গেল। সকল মত পথ ও মতবাদ, সকল নীতি আদর্শ দর্শন ও বিধান বাদ দিয়ে এককভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম "হানীফ" পদ্ধতি।)

জ্ঞাতব্যঃ ২৬ তম আয়াত থেকে মূলত বাইতুল্লাহ এবং হাজ্জ কেন্দ্রিক আলোচনা শুরু হয়েছে। হাজ্জে পঠিত তালবিয়্যাহ আসলে শিরক থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার এবং শিরকের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার এক সুস্পষ্ট ঘোষণা। বলা হয়ঃ **"লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্না-ল- হামদা, ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়া-ল-মূলক, লা-শারীকা লাক"**। মানে বান্দা হাজির, হে মালিক! বান্দা হাজির। (তোমার মহান ঘরে) হাজির হয়ে (আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে) তোমার কোনো শরীক নেই। সকল প্রশংসা, সকল অনুগ্রহ এবং সকল কর্তৃত্বের তুমিই মালিক। (কোনো কিছুতেই) তোমার কোনো শরীক নেই।

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآىِٕرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿٣٤﴾ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

হাজ্জ ও কুরবানীর পশু জবেহ

৩২. এটাই (নিয়ম।) যে ব্যক্তি আল্লাহর শায়া'ইর (দ্বীনের মূলনীতি ও মূল স্থাপনাসমূহ) কে সম্মান করলো (সে মুত্তাকী হয়ে গেল। কারণ) তাকওয়া অন্তরের ব্যাপার হলেও এটাই তার বহিঃপ্রকাশ।

৩৩. তোমরা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (কুরবানী/হাদয়ীর) পশু দ্বারা উপকৃত হতে পারবে (যেমনঃ কুরবানীর জন্য নির্ধারিত উটে আরোহণ, গরু দিয়ে হালচাষ বা দুধ পান ইত্যাদি) তারপর এটা (হাজ্জের কুরবানী ও হাদয়ী) জবেহ করার স্থান হলো বাইতু আ'তীক্বের কাছে (মিনা ময়দানে।)

৩৪. আমি প্রত্যেক জাতির জন্য "মানসাক" (জবেহের নিয়ম) ঠিক করে দিয়েছি। যেন আল্লাহর দেয়া পশুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয় (জীবনের মালিক আল্লাহ, তাই জবেহ করতে হয় আল্লাহর নামে) তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ, তোমরা তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। (আত্মসমর্পণের আলামত হচ্ছে নম্র ভদ্র থাকা) সুসংবাদ দাও মুখবিতদের (নম্র ভদ্র ও বিনীতদের)

৩৫. (মুখবিত হলো তারা) আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর কেঁপে উঠে, যারা বিপদে সবর করে, সালাত কায়েম করে আর আমার দেয়া সম্পদ (আমার পথে) ব্যয় করে। (যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকার নাম সবর)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে বা অন্যের তরে জবেহ করা শিরক। এমন করলে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক হয়।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآىِٕرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾

উট নহর করার পদ্ধতি

৩৬. আমি উট বানিয়েছি আল্লাহর (সৃষ্টির) এক আশ্চর্য নিদর্শন হিসেবে। তাতে তোমাদের জন্য অনেক কল্যাণ রয়েছে। তোমরা এদেরকে সারিসারি (দাড়) করিয়ে আল্লাহর নাম উচ্চারণ (করে নহর) করো এবং ঢলে পড়ার পর এর মাংস নিজে খাও, স্বচ্ছল অসচ্ছল সবাইকে খেতে দাও। আল্লাহ এটাকে তোমাদের নিয়ন্ত্রনাধীন করে দিয়েছেন, যেন তোমরা শোকর করো (শোকরের সব চেয়ে উত্তম পন্থা আনুগত্য)

জ্ঞাতব্যঃ উট সৃষ্টি জগতের এক আশ্চর্য নিদর্শন। উটের দৈহিক কাঠামো অন্য সকল জীব থেকে আলাদা। উট তার পেটের ভিতর বেশ কয়েক দিনের পানি ও অক্সিজেন জমা রাখতে পারে। উট খুব শক্তিশালী, সহনশীল, সুশৃঙ্খল ও

সাহসী প্রাণী। একজন মানুষ একাই কয়েক হাজার উটকে হাঁকিয়ে নিতে পারবে। শুধু সামনের উটকে হাঁকালেই সব উট তার অনুকরণ করে। একটাও এদিক সেদিক যায় না। উট খুবই পরিশ্রমী। উট খায় কম কাজ করে বেশী। উটকে জবেহ করা হয় না, নহর করা হয়। উটকে দাঁড় করিয়ে বুকের ভিতর চাকু ঢুকিয়ে দেয়া হয়। জবেহের এমন পদ্ধতিকে নহর বলা হয়। উট এতে একটুও বিচলিত বা ভীত হয় না। এমনকি এক উটকে নহর করলে অন্য উট এটা দেখেও ভয় পায় না। চাকু দিয়ে বুকে ছিদ্র করে দিলে রক্তের নালা প্রবাহিত হয়। শরীরের রক্ত শেষ হয়ে গেলে উট ঢলে পড়ে। কুরবানীর উট এভাবে ঢলে পড়ার পর এর মাংস কাটা হয়।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٨﴾

কুরবানীর পশু রক্ত মাংস ও জাতীয় প্রতিরক্ষা

৩৭. এর (তোমাদের কুরবানীর) মাংস বা রক্ত কিছুই আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না। আল্লাহর কাছে পৌঁছে শুধু তোমাদের তাকওয়া। আল্লাহ উটকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, তোমরা (উট নহরকালে) তার মহত্ত বর্ণনা করবে। তিনিই তোমাদের হেদায়াত করেছেন। সুসংবাদ দাও উত্তম লোকদের।

৩৮. নিশ্চয় মুঅমিনদের প্রতিরক্ষা আল্লাহ করবেন। আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক কাফিরকে পছন্দ করেন না।

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴿٣٩﴾

যুদ্ধের বৈধতা দিয়ে ১ম আয়াত

পটভূমিঃ মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদের উপর অমানবিক অত্যাচার করেছিল। তখন মুসলিমের সংখ্যা ও শক্তি কম ছিল না। সাহাবাগণ রাসূল সাঃ এর কাছে প্রতিরোধের অনুমতি চেয়েছিলেন। রাসূল সাঃ তখন সবরের তাকিদ দিয়েছেন। হিজরতের পর যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে নাযিল হয়ঃ (কুরতুবী)

৩৯. (এতদিন) যারা আক্রান্ত হয়ে এসেছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো। কারণ তারা মজলুম। আর অবশ্যই আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াত দ্বারা মুসলিম জাতিকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয় এবং আয়াতটি নাযিলের পরপরই রাসূল সাঃ সাহাবাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন। উল্লেখ্য প্রতিটি জাতিকে তার প্রতিষ্ঠা, প্রতিরক্ষা ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য যুদ্ধ করতে হয় এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। আর এজন্যই আধুনিক বিশ্বে প্রতিটি দেশ ও জাতি সেনা বাহিনী গঠন করে, মারণাস্ত্র তৈরি করে এবং অস্ত্রের মজুদ গড়ে তুলে। যেহেতু ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়। ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। ইসলামের মূল বিষয় সমূহের অন্যতম হলো শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল দেশ জাতি ও সমাজ গঠন। তাই ইসলাম একটি পরিপূর্ণ প্রতিরক্ষা নীতি দিয়েছে, যাকে বলা হয় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। জিহাদের প্রথম এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ নিজের নফস ও শয়তানের উপর নিজের নীতি আদর্শকে বিজয়ী রাখা এবং জিহাদের চূড়ান্ত রূপ শত্রুর মোকাবিলায় যুদ্ধ করা, আল-কুরআনে যাকে ক্বিতাল বলা হয়েছে।

আইন ও বিধানঃ কুরআনের যেসব আয়াতে যুদ্ধের বিপরীত বিধান বুঝায় উক্ত আয়াত দ্বারা এসব আয়াত ও বিধানকে রহিত করা হয়েছে। (কুরতুবী)

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَّ صَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٤٠﴾

যুদ্ধের মাধ্যমে বদ-লোকদের দমিয়ে না রাখলে সমাজের কী ক্ষতি হয়

৪০. (আল্লাহ তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিচ্ছেন) যাদেরকে বিনা অপরাধে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, শুধু এজন্য যে তারা বলেছে "আমাদের রাব্ব আল্লাহ"। আল্লাহ একদল মানুষ দিয়ে অন্যদলকে দাবিয়ে না রাখলে স্বাওয়ামি' (খৃষ্টান বৈরাগীদের খানকা), বিয়া' (খৃষ্টানদের গীর্জা), স্বালাওয়াত (ইয়াহুদীদের উপাসনালয়) আর মাসজিদসমূহ যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, (ইত্যাদি সকল ধর্ম ও ধর্মীয় ঐতিহ্য) ধ্বংস করে দেয়া হত। যে ব্যক্তি আল্লাহকে (আল্লহর দ্বীনকে) সাহায্য করবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ মহাশক্তিশালী, অপ্রতিরোধ্য।

জ্ঞাতব্যঃ ইবন আব্বাস রাঃ বলেনঃ হিজরত কালে রাসূল যখন মক্কাহ থেকে বের হয়ে গেলেন। আবু-বাকর রাঃ বললেনঃ তারা নবীকে বের করে দিয়েছে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুক। তখন যুদ্ধের অনুমতি সম্বলিত আয়াতটি নাযিল হলো। আবু-বাকর রাঃ বললেনঃ আমি ভেবেছিলাম এমন কিছু হবে। (কুরতুবীঃ নাসায়ী, তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীছটি হাসান)

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٤١﴾

দ্বীন কায়েমের একমাত্র পথ

৪১. (ইসলামে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে ইসলাম প্রিয় মানুষকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য। কারণ) আমি যদি এ যমীনে তাদেরকে ক্ষমতা দান করি তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় (উসুল) করবে, সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে। (এটাই ইসলামী সমাজের মূল কথা এবং যুদ্ধই দ্বীন কায়েমের একমাত্র পথ) সবকিছুর চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন।

জ্ঞাতব্যঃ উন্নত এবং সমৃদ্ধ সমাজের মূল বিষয়সমূহের অন্যতম হলো..

- ❖ মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে আল্লাহর দাসত্বের আওতাধীন করা।
- ❖ মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।
- ❖ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ অর্থাৎ সবাইকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করা এবং আইন বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখা। যার জন্য গড়ে তুলতে হবে সুদক্ষ ও সুযোগ্য প্রশাসন ব্যবস্থা।
- ❖ এসবের মূল কথা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা। আর এজন্য দরকার প্রতিনিধিত্বশীল সরকার। যারা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে, আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে আল্লাহর দেয়া মূলনীতির আলোকে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করবে। আর এ সরকার ব্যবস্থার নামই খিলাফাহ।

وَ اِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ عَادٌ وَّ ثَمُوْدُ ﴿٤٢﴾ وَ قَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَ قَوْمُ لُوْطٍ ﴿٤٣﴾ وَّ اَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَ كُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٤﴾ فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَ بِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّ قَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿٤٥﴾ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَ لٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ﴿٤٦﴾

যাদের বুকের ভিতরের মনটা অন্ধ

৪২-৪৪.(রাসূল সাঃকে সান্তনা দিয়ে আল্লাহ বলছেন) তারা তোমাকে (মানতে) অস্বীকার করলে (দুঃখ করো না। কারণ এটা নতুন কিছু নয়) এর আগেও নূহের জাতি, আ'দ ও ছামূদ (জাতি তাদের নবীকে মানতে) অস্বীকার করেছে। (একইভাবে অস্বীকার করেছে) ইবরাহীমের জাতি, লূত্বের জাতি এবং মাদইয়ানবাসী। অস্বীকার করা হয়েছে মূসাকেও। (যুগে যুগে) আমি কাফিরদের অবকাশ দিয়েছি, পরে পাকড়াও করেছি। (খুঁজ নিয়ে দেখ) অস্বীকারের কি পরিণতি হয়েছিল।

৪৫. জুলমের (কুফর, শিরক, অবিচারের) কারণে কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। সব এখন ধ্বংসস্তূপ। (তাদের) কূপসমূহ পরিত্যক্ত, প্রাসাদসমূহ বিরান ভূমি।

৪৬. এরা (বর্তমান কাফিররা) কি যমীনে ভ্রমণ করে না? তখন অন্তর দিয়ে অনুধাবন করতে পারত, কান দিয়ে শুনতে পারত। আসলে এদের চোখ অন্ধ নয়, তবে বুকের ভিতরের মনটা অন্ধ হয়ে গেছে।

وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَ لَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ؕ وَ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٤٧﴾ وَ كَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿٤٨﴾

আযাব নিয়ে তাড়াহুড়া

৪৭. (কাফিররা বলতঃ মুহাম্মাদ! তুমি বলছো "তোমাকে না মানলে আযাব আসবে"। তুমি সত্য হলে আযাব নিয়ে আসো। এতে নাযিল হলোঃ) তারা আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছে অথচ (এ ব্যাপারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে) আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। প্রভুর একদিন (বিচার দিন) হবে তোমাদের গণনার হাজার বছর।

৪৮. জুলম (কুফর, শিরক, অবিচার) করা সত্ত্বেও কত জনপদকে আমি অবকাশ দিয়েছি এবং পরে পাকড়াও করেছি। (পাকড়াও করার জন্য আমি তাড়াহুড়া করি না। কারণ) আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥٠﴾ وَ الَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾

যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অবস্থান নেয়

৪৯. বলে দাওঃ হে মানুষ! আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। (কাউকে হেদায়াত করার বা আযাব দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই)

৫০-৫১. যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে সাধারণ ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। আর যারা আমার বিধানকে অক্ষম ও অকার্যকর করতে কাজ করে তারা জাহান্নামী।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা সকল মুসলিমের উপর ফরজ। আর আল্লাহর বিধানকে অকার্যকর বা ব্যর্থ করে দিতে কাজ করা অথবা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অবস্থান নেয়া কুফর। (যারা নিজেকে মুসলিম মনে করে। আবার দ্বীন কায়েমে বাধা দেয় তারা যেন বিষয়টি ভেবে দেখে।)

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّ لَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾ وَّ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٤﴾

বিদয়া'তের মূল উৎস

৫২. ইতোপূর্বে আমি যত নবী ও রাসূল পাঠিয়েছি তারা যখন (জনতার সামনে) আল্লাহর বাণী পাঠ করতো তখন শয়তান তাতে সংযোজন করে দিত। তবে আল্লাহ্ (সর্বযুগেই) শয়তানের সংযোজনকে বিলুপ্ত করে তার বাণীকে সুসংহত করেছেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী।

জ্ঞাতব্যঃ বর্ণিত আছে একদা রাসূল সাঃ কুরাইশ নেতাদের সামনে কুরআন পাঠ করছিলেন। তিনি সূরাহ নাজম পড়ছিলেন। যখন ১৯ ও ২০তম আয়াতে পৌঁছলেন যেখানে বলা হয়েছেঃ "তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উজ্জাহর কথা এবং তৃতীয় আরেকটি মানাতের কথা"? তখন শয়তান এর সাথে যুক্ত করে দিল "এসব অতি সুন্দর ও মহান। এদের শাফায়াত গ্রহণযোগ্য"। লোকজন ভাবলো একথাও রাসূল সাঃ বলেছেন। রাসূলের মুখে দেবতার প্রশংসা শুনে মুশরিকরা খুব খুশি হলো। (জালালাইন, কুরতুবীঃ ২২:৫২ এর তাফসীর প্রসঙ্গে)

রাসূল সাঃএর ইন্তেকালের পর শয়তান তার চাল অব্যাহত রেখেছে। কখনো মানুষের মাথায় আইডিয়া দিয়ে, কখনো নিজে মানুষের রূপ ধারণ করে রাসূলের নামে হাজারো মিথ্যা কথা রটিয়েছে। (তাইতো দেখা যায় কোনো মুহাদ্দিছ এক শহরে লোকজনকে হাদীছ শিখিয়েছেন। কিছুদিন পর অনেক খুঁজাখুঁজি করেও আর খুঁজ পাওয়া যায়নি) আর এসব রটনাকে হাদীছ হিসেবে মেনে নিয়ে শয়তানের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ।

শয়তানের এ ফাঁদ থেকে মুসলিম সমাজকে বাঁচানোর জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন হাদীছের ইমামগণ। তারা

আজীবন মেহনত করে শয়তানের রটানো হাজারো কথার ভান্ডার থেকে রাসূল সাঃ এর হাদীছকে আলাদা করেছেন।

কাজটি করতে গিয়ে তারা হাজার হাজার রাওয়ী এবং রিওয়ায়াত সম্পর্কে অনুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। আর এর আলোকেই হাদিছকে মুতাওয়াতির, মাশহুর, সাহীহ, হাসান, দ্বাইফ, দ্বাইফ জিদ্দান, মাতরুক ও মাওদ্বু' ইত্যাদি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। (এ সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৬ষ্ট বই "দ্বীন বোঝার মৌলিক নীতিমালা" এর হাদীছ অধ্যায় দেখে নিন)

৫৩. শয়তানের সংযোজন দ্বারা আল্লাহ ওইসব মানুষকে পরীক্ষা করেন যাদের অন্তরে রোগ এবং যাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। নিশ্চয় পাপিষ্ঠরা চরম বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে। (তাই তারা আল্লাহর কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছ ছেড়ে মুনকার, মাতরুক ও মাওদ্বু' রিওয়াতের পিছু ছুটে)

৫৪. আর যারা পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী তারা জানে প্রভুর পক্ষ থেকে আগত জ্ঞানই (তথা কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানই) সঠিক। সুতরাং তারা এতেই আস্থা রাখে, ফলে তাদের অন্তর (দ্বীনের উপর) অবিচল থাকে (তারা মাওদ্বু' বা মুতরাক রিওয়ায়াতের প্রয়োজন মনে করে না।) আল্লাহ মুঅমিনদের পরিচালিত করেন সোজা পথে।

বিদয়াতের মূল উৎসঃ শয়তানের বানানো এসব জাল হাদীছগুলো হচ্ছে বিদয়াতের মূল উৎস। আর বিদয়াতপ্রিয় মানুষগুলো কুরআন সুন্নাহর মূল বিষয়সমূহকে ত্যাগ করে এসব জাল ও বানোয়াট হাদীছগুলোকে আকড়ে ধরে থাকে।

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿٥٥﴾

সন্দেহে দোদুল্যমান থাকা কাফিরদের স্বভাব

৫৫. কাফিররা সর্বদাই সন্দেহে দোদুল্যমান থাকবে। আর এভাবেই হঠাৎ সময় চলে আসবে অথবা চলে আসবে অশুভ দিনের কঠিন আযাব।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধানের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস হতে হয় অটল ও অবিচল। এটাই ঈমানের দাবী। আল্লাহর কোনো বিধানে সামান্যতম সংশয়, সন্দেহ বা দ্বিধা করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। এমন করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। আর দলাদলির কারণে এবং দলীল বিহীন ভিন্নমতের প্রভাবে মানব মনে নানা প্রকার সন্দেহ দানা বাঁধে।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٧﴾

জান্নাতী ও জাহান্নামী

৫৬. সেদিনের মালিকানা তথা আধিপত্য হবে শুধুই আল্লাহর। তিনি ফয়সালা করবেন তাদের মাঝে। যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে (তাদের দেওয়া হবে) নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে। (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহা'হঃ ৪)

৫৭. আর যারা কুফর করে, আমার বিধান অমান্য করে তাদের তরে (অবধারিত হবে) যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْۤا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾

আল্লাহর পথে হিজরত

৫৮. আর যারা আল্লাহর পথে হিজরত করে (ঘর থেকে বের হয়ে যায়) তারপর নিহত হয় বা মারা যায় আল্লাহ অবশ্যই তাদের দান করেন উত্তম জীবিকা (তথা জান্নাত) আর নিশ্চয় আল্লাহই উৎকৃষ্ট রিজকদাতা।

৫৯. আল্লাহ তাদের এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন যাতে তারা খুশী হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সহনশীল। (পৃথিবীর কোথায় ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হলে হিজরত করে সেখানে চলে যাওয়া মুসলিমদের উপর ফরজ হয়ে যায় এবং কাফির দেশ ও কাফির সমাজে বসবাস করা হারাম হয়ে যায়। এ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন সুরাহ আনফালঃ ৭২)

হিজতের বিধানঃ পৃথিবীর কোথাও ইসলামী দেশ প্রতিষ্ঠিত হলে কুফরতান্ত্রিক দেশ ছেড়ে ইসলামী দেশে হিজরত করা শারীয়া'হ আইনে সামর্থবান মুসলিমদের উপর ফরজ হয়ে যায়।

ইসলামী দেশ পরিচিতিঃ একটি দেশ ইসলামীক, না কুফরতান্ত্রিক? এটা নির্ধারণ হবে দেশের মূলভিত্তি, জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক দর্শ ও সামাজিক আদর্শের উপর। ইসলামী দেশের..

- মূলভিত্তি হবেঃ **এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব,** (আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া শিরক)
- জাতীয়তাবাদ হবেঃ **মুসলিম জাতীয়তাবাদ** (মুসলিম জাতীয়তাবাদ বিশ্বমুসলিমের ঐক্যের প্রতীক। আর আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ বিভাজন তৈরি করে তাই নৈতিকভাবে এটা মেনে নেওয়া কুফর)
- রাজনৈতিক দর্শন হবেঃ **খিলাফাহ** (ইসলামের ইউনিক রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে খিলাফাহ, খিলাফাহ মহান আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, খিলাফাহ বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের মূলশক্তি)
- সামাজিক আদর্শ হবেঃ **শারীয়া'হ**। (শারীয়া'হ বিরোধী কোনো আইন, বিধান, নীতিমালা, দর্শন বা মতবাদ মেনে নেওয়া কুফর)

ذٰلِكَ ۚ وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾

আক্রান্ত হলে প্রতিহত করার অধিকার

পটভূমিঃ আরবের প্রথা অনুযায়ী হারাম (চার) মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। রাসূল সাঃও এ বিধান মেনে চলতেন। একদা মক্কার একদল মুশরিক পথিমধ্যে কতিপয় মুসলিমকে পেয়ে গেল। তখন ছিল হারাম মাস। (মুশরিক ছিল বেশী আর মুসলিম কম) মুশরিকরা ভাবলোঃ মুসলিমরা হারাম মাসে যুদ্ধ করে না। এখন আক্রমণ করলে সহজেই এদের হত্যা করা যাবে। তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হলে মুসলিমগণ হারাম মাসের সম্মান রাখতে অনুরোধ করলো। কিন্তু মুশরিকরা মানল না। তাই মুসলিমগণও হাতিয়ার তুলে নিলেন। শুরু হলো দুই দলের যুদ্ধ। একদল শান্তি প্রিয় ও দুর্বল আর একদল নিয়ম ভঙ্গকারী, শক্তিশালী। আল্লাহ মুসলিমদের সাহায্য করলেন। যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় হলো। যুদ্ধ শেষে মুসলিমদের মনে অনুশোচনা এলো। তারা হারাম মাসে যুদ্ধ করেছেন। (দেখুনঃ কুরতুবী) বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হলোঃ

৬০. (আল্লাহর বিধান) এমনই হয়। কেউ আক্রান্ত হলে অনুরূপ আক্রমণ সেও করতে পারবে। কেউ

অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হলে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ (পাপ) মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

৬১. এটা এজন্য যে, আল্লাহ (অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি) রাতকে দিনের সাথে আর দিনকে রাতের সাথে মিশিয়ে দেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَ يُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٥﴾ وَ هُوَ الَّذِيْۤ اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ وَ ادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ؕ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٦٧﴾

আল্লাহর কুদরত ও আল্লাহর পথে আহ্বান

৬২. এসব এজন্য যে, আসলে আল্লাহই সঠিক। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকছে এরা সব বিভ্রান্ত। আল্লাহ সর্বউচ্চ, সর্বমহান।

৬৩. তুমি কি দেখ না? আল্লাহ আসমান থেকে বর্ষণ করেন পানি। যাতে যমীন সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে। নিশ্চয় আল্লাহ সুক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবগত।

৬৪. আসমানসমূহে যাকিছু আছে এবং যমীনে যাকিছু আছে এ সবকিছুর সার্বিক মালিকানা আল্লাহর, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাহঃ ৪)

৬৫. তুমি কি দেখ না? আল্লাহ এ পৃথিবীর (প্রয়োজনীয়) সবকিছু তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। সাগরে জাহাজ চলে তাঁরই হুকুমে। তাঁর হুকুমেই আসমান স্থির থাকে, যমীনের উপর আছড়ে পড়ে না। আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।

৬৬. তিনি জীবন দেন, মৃত্যু দেন এবং তিনিই পুনরায় জীবিত করবেন (মানুষের প্রতি আল্লাহর দয়া অসীম। তাসত্ত্বেও মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চলে না) মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

৬৭. আমিই নির্ধারণ করে দেই প্রত্যেক জাতির জীবন-বিধান আর তারা এটা মেনে চলে। (আর এই নিয়ম মতই তোমার জাতির জন্য জীবন-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছি) সুতরাং তারা যেন এ ব্যাপারে (বিধান তৈরির ব্যাপারে) তোমার সাথে কুতর্ক না করে। তুমি তোমার প্রভুর দিকে আহ্বান করো। নিশ্চয় তুমিই সোজা পথে পরিচালিত। (আহ্বান করতে হয় আল্লাহর দিকে, আল্লাহর পথে। দলের দিকে বা দলের পথে নয়। আর বুঝাতে হয় আল্লাহর কালাম ও রাসূলের হাদীছ দিয়ে। মনগড়া কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে বা স্বপ্ন দিয়ে নয়।)

وَ اِنۡ جٰدَلُوۡكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعۡلَمُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿٦٨﴾ اَللّٰهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ فِيۡمَا كُنۡتُمۡ فِيۡهِ تَخۡتَلِفُوۡنَ ﴿٦٩﴾ اَلَمۡ تَعۡلَمۡ اَنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ مَا فِى السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِىۡ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيۡرٌ ﴿٧٠﴾

আইন ও বিধান নিয়ে বিবাদ

পটভূমিঃ মুশরিকরা বলতঃ তারাই উত্তম। তারা আল্লাহর ঘরের সেবা করে, আত্মীয়তা রক্ষা করে, গরীব দুখীকে সাহায্য করে, সমাজ উন্নয়নে কাজ করে, হজের ব্যবস্থা করে, হাজীদের সেবা করে, শান্তির জন্য কাজ করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীরা আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে, আল্লাহর ঘরের অসম্মান করে, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, বিচ্ছিন্নতা ও বিদ্রহের বাণী প্রচার করে সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হচ্ছে..

৬৮. আর তবুও যদি (আইন ও বিধান নিয়ে) তারা তোমার সাথে বিবাদ করে তবে বলে দাওঃ আল্লাহ জানেন তোমরা কি করছো।

৬৯. কিয়ামতের দিন আল্লাহ ফয়সালা করবেন যেসব বিষয়ে তোমরা (কুরআন হাদীছের বিপরীতে গিয়ে মনগড়া আইন ও বিধান মানার ব্যাপারে) ভিন্নমত পোষণ করছো।

৭০. তুমি কি জানো না? আল্লাহ আসমান-যমীনের সব জানেন, সবকিছু কিতাবে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে এবং আল্লাহর জন্য এসব অতি সহজ।

وَ يَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهٖ سُلۡطٰنًا وَّ مَا لَيۡسَ لَهُمۡ بِهٖ عِلۡمٌ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ نَّصِيۡرٍ ﴿٧١﴾ وَ اِذَا تُتۡلٰى عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعۡرِفُ فِىۡ وُجُوۡهِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوا الۡمُنۡكَرَ ؕ يَكَادُوۡنَ يَسۡطُوۡنَ بِالَّذِيۡنَ يَتۡلُوۡنَ عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِنَا ؕ قُلۡ اَفَاُنَبِّئُكُمۡ بِشَرٍّ مِّنۡ ذٰلِكُمۡ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا ؕ وَ بِئۡسَ الۡمَصِيۡرُ ﴿٧٢﴾

আল্লাহর বিধানের কথা বললে যারা মারমুখী হয়ে উঠে তারা কাফির

৭১. তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের দাসত্ব করে, অথচ এজন্য আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞানও নেই। (যারা এমন করে তারা পাপিষ্ঠ) আর পাপিষ্ঠদের সাহায্য করার সাধ্য কারো নেই।

৭২. আমার বিধান সুস্পষ্ট, তাসত্ত্বেও এসব বিধান বর্ণনা করা হলে তুমি তাদের মুখে অসন্তোষের লক্ষণ দেখতে পাবে যারা (এমন করে তারা মূলত) কুফর করে। যারা আমার বিধান বর্ণনা করে কাফিররা এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় (কারণ তারা মনে করে এসব হলো ধর্মান্ধতা) বলোঃ তোমাদের বলে দেব কী? এর চেয়ে জঘন্যতম কী? (এর চেয়ে জঘন্য হলো) জাহান্নাম, নিকৃষ্টতম আবাস (যা তোমাদের জন্য তৈরি রয়েছে।) যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ কাফিরদের দিয়েছেন।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّ لَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوْبُ ﴿۷۳﴾ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿۷۴﴾ اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۷۵﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۷۶﴾

আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলেই অসহায়

৭৩. হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মন দিয়ে শোনো! তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকছো এরা সবাই একত্রিত হয়েও একটি মাছিও বানাতে পারবে না। এমনকি মাছি তাদের থেকে কিছু ছিনিয়ে নিলে এটা উদ্ধারও করতে পারবে না। (সুতরাং এদের ভজনা করে লাভ নেই। কারণ) যে প্রার্থনা করে এবং যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়েই অসহায়।

৭৪. (এদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে) তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি। আল্লাহ মহা-ক্ষমতাধর, অপ্রতিরোধ্য।

৭৫-৭৬. আল্লাহ ফিরিস্তা এবং মানুষ থেকে মনোনীত করেন বার্তা বাহক। আল্লাহ সব শুনেন, সব দেখেন। তিনি অতীত ভবিষ্যত সব জানেন। তিনিই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا وَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۷۷﴾ وَ جَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَ فِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿۷۸﴾

আমাদের উপর অর্পিত ৬টি ফরজ দায়িত্ব

৭৭. ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা তোমাদের প্রভুর জন্য রুকু করো, সিজদাহ করো, প্রভুর ইবাদাত করো এবং সৎকাজ করো। এতে তোমরা সফল হতে পারবে। (শাফিয়ী' ফিক্বহ মতে সাজিদাহ)

৭৮. আর আল্লাহর জন্য জিহাদ করো, পরিপূর্ণ জিহাদ। (জিহাদের জন্য) তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনি ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের আদর্শ (আকড়ে থাকো।) সেই মুসলিম হিসেবে তোমাদের নামকরণ করেছে। আগেকার (কিতাব সমূহে) এবং এ (কিতাবেও অনেক নবী রাসূলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে) যেন রাসূল (মুহাম্মাদ) তোমাদের উপর সাক্ষী হন আর তোমরা সাক্ষী হও অন্য মানুষের (জাতি

সমূহের) উপর। তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকে আঁকড়ে থাকো। তিনিই তোমাদের মাওলা। উত্তম মাওলা, উৎকৃষ্ট সাহায্যকারী।

আইন ও বিধানঃ আল্লাহর জন্য রুকু করা, সিজদাহ করা, আল্লাহর ইবাদাত করা, সৎকাজ করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং ইবরাহীম আঃ এর আদর্শ আকড়ে থাকা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

সূরাহ মুঅমিন | পারা : ১৮

সূরাহ মুঅমিনূন ২৩ سورة المؤمنون

মুঅমিনূন অর্থ মুঅমিনগণ। ইসলাম গ্রহণ করার পর একজন মানুষ মুসলিম হয় আর জান্নাতে যেতে হলে মুঅমিন হতে হয়। সকল মুসলিম কিন্তু মুঅমিন নয়। আক্বীদাহ বিশ্বাস এবং আ'মাল ও ইবাদাত বিবেচনায় মুসলিম ৩ প্রকার হয়ে থাকে। যথাঃ মুঅমিন, ফাসিক্ব ও মুনাফিক।

মুঅমিনঃ যে মুসলিম সকল ত্বাগুতকে প্রত্যাখ্যান করলো, ঈমানের মৌলিক বিষয়াদির উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখলো, মুখে স্বীকৃতি দিল এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলল আর কোনো প্রকার কুফর শিরক ও কাবিরাহ গুনায় জড়ালো না সে মুঅমিন। মুঅমিন নিশ্চিত জান্নাতী, মুঅমিন আল্লাহর ওলী।

মুনাফিকঃ যে মুসলিম ত্বাগুত বর্জন করলো না অথবা আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণিত কোনো ব্যাপারে সন্দেহ করলো অথবা কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লো সে মুনাফিক। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক মানুষের দৃষ্টিতে মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিকের ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আমল ও ইবাদাত বরবাদ হয়ে যায়। মুনাফিকের জন্য কারো শাফায়াত গ্রহণ করা হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়তে বা তার জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন মহান রাব্ব। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

ফাসিক্বঃ যে মুসলিম ত্বাগুত বর্জন করলো, ঈমানের মৌলিক বিষয়াদির উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখলো তবে বাস্তব জীবনে সঠিকভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলল না সে ফাসিক। ফাসিক আখেরাতে মহাবিপদের সম্মুখীন হবে। আল্লাহ চাইলে তাকে মাফ করে দেবেন আর ইচ্ছা হলে জাহান্নামে সাজা দেবেন। তবে ফাসিক্ব জাহান্নামী হলেও চির জাহান্নামী হবে না। মুঅমিনগণ আল্লাহর অনুমতি নিয়ে ফাসিক্বদের জন্য শাফায়াত করতে পারবে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ আম্বিয়ার পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১১৮টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ﴿٢﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ﴿٤﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٥﴾ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٧﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٨﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

সফল মুঅমিন

১. মুঅমিনগণ অবশ্যই সফল। (এখান থেকে ১১ আয়াতে মুঅমিনদের কথা বলা হয়েছে। প্রথম ৯ আয়াত

মুঅমিনদের গুনাগুণ সম্পর্কে)

২. যারা খুশু' সহকারে সালাত আদায় করে (অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে বিনীতভাবে ইবাদত করাকে খুশু' বলে)

৩. যারা লাগ'ও (অন্যায় অবিচার ও কুফর শিরক সহ সকল প্রকার পাপ ও পাপাচার) পরিহার করে,

৪. যারা যাকাত আদায়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে,

৫-৬. যারা নিজের স্ত্রী এবং অধীনস্থ দাসী ছাড়া অন্যদের থেকে নিজের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে, তবে এদের সাথে (স্ত্রী ও দাসীর সাথে যৌন মিলন ও যৌনাঙ্গের ব্যাবহার) অপরাধ নয়।

৭. (যৌন মিলনের জন্য) যে ব্যক্তি এরা (স্ত্রী ও দাসী) ছাড়া অন্য কারো সন্ধান করে তারা (সে ও তার সহযোগীরা) পাপিষ্ঠ।

৮. যারা আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে,

৯. যারা সালাতের হেফাজত করে, (সময় মত ও নিয়মিত সালাত আদায় করে। দেখুন সূরাহ নিসাঃ ১০৩, ও সূরাহ মায়ারিজঃ ২৩)

১০. (যারা এসব গুণে গুণান্বিত হতে পারবে) কেবল তারাই উত্তরাধিকারী হবে।

১১. তারা উত্তরাধিকারী হবে (জান্নাতুল) ফিরদাউসের। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

وَ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ سُلٰلَةٍ مِّنۡ طِيۡنٍ ﴿۱۲﴾ ثُمَّ جَعَلۡنٰهُ نُطۡفَةً فِىۡ قَرَارٍ مَّكِيۡنٍ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ خَلَقۡنَا النُّطۡفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقۡنَا الۡعَلَقَةَ مُضۡغَةً فَخَلَقۡنَا الۡمُضۡغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوۡنَا الۡعِظٰمَ لَحۡمًا ثُمَّ اَنۡشَاۡنٰهُ خَلۡقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحۡسَنُ الۡخٰلِقِيۡنَ ﴿۱۴﴾ ثُمَّ اِنَّكُمۡ بَعۡدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوۡنَ ﴿۱۵﴾ ثُمَّ اِنَّكُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ تُبۡعَثُوۡنَ ﴿۱۶﴾

মানুষের সৃষ্টি রহস্য, জীবন ও পুনরুত্থান

১২. নিশ্চয় আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে।

১৩. তারপর (মাটির নির্যাস থেকে গাছ, গাছ থেকে ফল, ফল থেকে খাদ্য, খাদ্য থেকে রক্ত এবং রক্ত থেকে শুক্র বানিয়ে) এটাকে শুক্র আকারে নির্ধারিত আঁধারে (নারী জরায়ুতে সুক্ষভাবে) স্থাপন করেছি।

১৪. অতঃপর এ শুক্রকে রক্তপিন্ড, রক্তপিন্ডকে মাংসপিন্ড, মাংসপিন্ডকে হাড় এবং হাড়ে মাংসের আবরণ দিয়ে তৈরি করেছি (মানব দেহের) এক অনন্য কাঠামো। আল্লাহ মহান, সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টিকর্তা।

১৫-১৬. অতঃপর তোমরা মরে যাও, তারপর কিয়ামতে আবার উত্থিত হবে।

وَ لَقَدۡ خَلَقۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعَ طَرَآئِقَ ۖ وَ مَا كُنَّا عَنِ الۡخَلۡقِ غٰفِلِيۡنَ ﴿۱۷﴾ وَ اَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسۡكَنّٰهُ فِى الۡاَرۡضِ ۚ وَ اِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۭ بِهٖ لَقٰدِرُوۡنَ ﴿۱۸﴾ فَاَنۡشَاۡنَا لَكُمۡ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنۡ نَّخِيۡلٍ وَّ اَعۡنَابٍ ۘ لَكُمۡ فِيۡهَا فَوَاكِهُ كَثِيۡرَةٌ وَّ مِنۡهَا تَاۡكُلُوۡنَ ﴿۱۹﴾ وَ شَجَرَةً تَخۡرُجُ مِنۡ طُوۡرِ سَيۡنَآءَ تَنۡۢبُتُ

بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ﴿٢٠﴾

আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য

১৭. নিশ্চয় আমি তোমাদের উপরে সৃজন করেছি সাত স্তর (বিশিষ্ট আকাশ) আর সৃষ্টি সম্পর্কে আমি গাফিল নই।

১৮. আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করি এবং এ পানিকে মাটিতে সংরক্ষণ করি। (এভাবেই জমিনকে সতেজ রাখা হয়। এভাবেই চলে তোমাদের জীবন। তবে ভুলে যেও না) আমি এসব অপসারণ করারও ক্ষমতা রাখি।

১৯. আমি এ পানি দিয়েই উৎপন্ন করি খেজুর আঙ্গুর (সহ কত ফল-ফসল ও) বাগান, যাতে উৎপন্ন হয় ফলফসল, তোমাদের খাবার।

২০. আরও উৎপন্ন করি সাইনা অঞ্চলের পাহাড়ে উৎপাদিত (যাইতুন) গাছ, যা থেকে উৎপন্ন হয় তেল ও রকমারি খাদ্য ভোজনবিলাসীদের জন্য।

জ্ঞাতব্যঃ ফিলিস্তিন ও মিশরের সীমান্তবর্তি এলাকার নাম "সাইনা" বা "সীনা"। মূসা আঃ এখানেই নবুয়ত পেয়েছিলেন। বর্তমানে এলাকাটি মিশরের অন্তর্গত।

وَ اِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢١﴾ وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾

দুধ আল্লাহর এক মহান সৃষ্টি

২১-২২. নিশ্চয় গবাদিপশুর মাঝেও তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। আমি এদের পেটের ভিতর তোমাদের জন্য পানীয় (দুধ) তৈরি করি যাতে নিহিত আছে তোমাদের জন্য অনেক কল্যাণ। কিছু পশু তোমাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এসব পশু ও জলযানে তোমরা আরোহণ করো।

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۖ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْۤ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٢٦﴾ فَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَ فَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ اَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَ لَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَ مَنْ مَّعَكَ

عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰىنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٨﴾ وَ قُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّ اِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ﴿٣٠﴾

নূহ আ.

২৩. আমি নূহকে পাঠিয়েছি তার জাতির কাছে। সে বলেছেঃ হে আমার জাতি! এক আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি তাকওয়া অর্জন করবে না? (আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া)

২৪. জাতির নেতারা (জনতাকে) বলেছেঃ নূহ আসলে তোমাদের মতই মানুষ, (নবুয়তের অজুহাতে) সে তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। আল্লাহ চাইলে ফিরিস্তা পাঠাতেন। (কোনো মানুষ রাসূল হয়) এমন কথা আমরা পূর্বসূরীদের থেকে শুনিনি।

২৫. (নেতারা আরও বলল) ওই ব্যক্তি উন্মাদ। কিছু কাল অপেক্ষা করো (তার আসল চেহারা বেরিয়ে আসবে)

২৬. (৯৫০ বছর দাওয়াত দেয়ার পর) নূহ বললঃ হে রাব্ব! আমাকে সাহায্য করো, তারা আমাকে অমান্য করছে।

২৭. আমরা তখন তার কাছে ওহী পাঠালামঃ আমাদের (এখানে "আমরা" ও "আমাদের" শব্দ দিয়ে স্বয়ং আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। অধিক সম্মান বুঝাতে এভাবে একবচনের স্থলে বহুবচন ব্যবহৃত হয়) তত্ত্বাবধানে আমাদের ফর্মুলা মত একটি জাহাজ তৈরি করো। আযাব চলে এলে উনান উথলে উঠবে, তখন প্রত্যেক প্রাণীর এক এক জোড়া আর তোমার আহলকে (পরিবারের মঝে অনুসারিদেরকে) জাহাজে তুলে নিবে। তবে পরিবারের যার (স্ত্রী ও ছেলের) ব্যাপারে (আযাবের) ফয়সালা হয়ে গেছে (তাদেরকে জাহাজে উঠাবে না।) আর (সাবধান!) পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলতে যাবে না। তাদের ডুবিয়ে মারা হবে।

২৮. (হে নূহ) তুমি ও তোমার সঙ্গীরা জাহাজে আরোহণ করে বলবেঃ আল-হামদু লিল্লাহ, আল্লাহ পাপিষ্ঠ জাতি থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন।

২৯. আরও বলবেঃ হে রাব্ব! কোনো কল্যাণকর স্থানে আমাকে নামিয়ে দিও। নিশ্চয় তুমি উৎকৃষ্ট অবতরণকারী।

৩০. (হে মানুষ) নিশ্চয় এতে (নূহের ঘটনাতে তোমাদের জন্য) শিক্ষা রয়েছে। আর (শুনো) আমি অবশ্যই পরীক্ষা করব।

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٣١﴾ فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَ اَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ

﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٣٤﴾

কাফির নেতাদের উক্তি

৩১-৩২. তারপর সৃজন করেছি আরও অনেক জাতি। পরে তাদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি তাদেরই কাউকে। (সকল রাসূল-ই জনতাকে বলেছেন) এক আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি তাকওয়া অর্জন করবে না? (আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া)

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

৩৩. জাতির কাফির নেতারা যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না, দুনিয়ায় যাদেরকে আমি অনেক প্রাচুর্য দিয়েছি, তারা (জনতাকে) বলেছেঃ সে তোমাদের মতই মানুষ, তোমাদের মত খায়, তোমাদের মত পান করে। (৩৩ থেকে ৩৮ তম আয়াত পর্যন্ত নেতাদের উক্তি তুলে ধরা হয়েছে)

৩৪. (নেতারা জনতাকে আরও বলত) যেহেতু সে তোমাদের মতই মানুষ, তাই এমন কারো আনুগত্য মেনে নিলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

জ্ঞাতব্যঃ লক্ষ্য করুন নেতারা কীভাবে জনতাকে বোকা বানায় আর জনতাও কীভাবে বোকা সাজে? নেতাদের ফর্মূলা মতে নবীকে মানা যাবে না। কারণ "নবী আমাদের মতই মানুষ"। জনতাও তাদের ফর্মূলা মেনে নেয়। কেউ ভাবে নাঃ আমাদের মত মানুষ হবার কারণে যদি নবীকে মানা অন্যায় হয়, তবে একই কারণে ওই নেতাদেরকে মানাও অন্যায় হবে? কারণ তারাও আমাদের মত মানুষ?

اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّ عِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ﴿٣٥﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٦﴾ اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٣٧﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ افْتَرٰى عَلَى

اللّٰهِ كَذِبًا وَّ مَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৩৫. (জাতীয় নেতারা জনতাকে আরও বলত) সে কি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেঃ তোমরা মরে মাটি ও হাড়ে পরিণত হবার পর আবার উত্থিত হবে?

৩৬. সর্বনাশ সর্বনাশ! এ কেমন প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে? (আসলে সবই ধোঁকা)

৩৭. দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন, এছাড়া আর কিছুই নেই। আমরা জীবিত হই, আবার মরে যাই (এতেই জীবনের সমাপ্তি ঘটে) আমরা আর উত্থিত হব না।

৩৮. ওই ব্যক্তি (নবী-রাসূল কিছুই নয়। সে) আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করছে। আমরা তাকে বিশ্বাস করি না।

৩৯. তখন রাসূল বলেছেঃ হে রাব্ব! আমাকে সাহায্য করো। তারা আমাকে অমান্য করছে।

৪০. তখন আল্লাহ বলেছেনঃ (সবর করো) অল্প সময়ের মধ্যেই তারা (চিরতরে) লজ্জিত হবে।

৪১. অতঃপর সত্যই মহাবিপদ তাদের গ্রাস করেছে। আমি তাদেরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছি। (এভাবেই) পাপিষ্ঠ জাতি সমূহ ইতিহাস হয়ে গেছে।

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٤٢﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّ جَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٤﴾

আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়েছে কত জাতি

৪২. এদের পর আমি সৃষ্টি করেছি আরও অনেক জাতি।

৪৩. কোনো জাতির (উত্থান পতনের) সময়ই আগে আসে না, পরেও না।

৪৪. তারপর ধারাবাহিকভাবে প্রেরণ করেছি কত রাসূল। যে জাতির কাছেই রাসূল এসেছে তারাই অমান্য করেছে। আমিও এক এক করে এদেরকে ধ্বংস করে গল্প বানিয়ে দিয়েছি। বেইমান জাতিগুলো ইতিহাস হয়ে গেছে।

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَ اَخَاهُ هٰرُوْنَ بِاٰيٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٥﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾

মূসা আ. ও ফেরাউন পরিষদ

৪৫-৪৬. তারপর আমার বিধান ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে মূসা ও তার ভাই হারুনকে পাঠিয়েছি

ফেরাউন ও তার পরিষদের কাছে। তারা (নবীর আনুগত্য না মেনে) দম্ভ করেছে, তারা ছিল দাম্ভিক জাতি।

৪৭. তারা (ফেরাউন ও তার পরিষদ) বলেছেঃ আমরা কিভাবে ওই দুই ব্যক্তিকে মেনে নেব? তারা তো আমাদের মতই (মানুষ) এবং তাদের জাতি আমাদের গোলাম।

৪৮. তারা মূসা ও হারূনকে (মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে, ফলে (আমার আযাবে পতিত হয়ে) ধ্বংস হয়ে গেছে।

৪৯. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি যেন তারা পায় পথের দিশা।

وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ اُمَّهٗۤ اٰيَةً وَّ اٰوَيْنٰهُمَاۤ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّ مَعِيْنٍ ﴿۵۰﴾ يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿۵۱﴾ وَ اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ﴿۵۲﴾

মুসলিম জাতীয়তাবাদ

৫০. মারইয়ামের ছেলে আর তার মাকেও আমি নিদর্শন বানিয়েছি, আশ্রয় দিয়েছি ঝর্ণা বিশিষ্ট নিরাপদ উঁচু ভূমিতে (ফিলিস্তিনে, কায়া'ব বলেছেনঃ (পৃথিবীর নিম্ন ভূমি থেকে) এর উচ্চতা ১৮ মাইল (কুরতুবী)

৫১. (আমি বলেছি) হে রাসূলগণ! পবিত্র খাবার গ্রহণ করো এবং সৎকাজ করো। তোমরা যা করো আমি সব জানি।

৫২. (হে মুসলিমগণ মনে রেখো) এরা (নবী রাসূলগণ) সকলেই তোমাদের জাতি, (তোমরা সবাই) একই জাতি (মুসলিম জাতি) আর আমি তোমাদের রাব্ব। সুতরাং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ একটি জাতি যে নামে পরিচিতি পায় এটাই তার জাতীয়তা। আর যে আদর্শ বা নীতি মেনে জাতিয়তা গঠন করা হয় এটাকে বলে জাতীয়তাবাদ। দুনিয়াতে তিন ধরণের জাতীয়তাবাদের প্রচলন রয়েছে। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ, ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ।

আঞ্চলিক জাতীয়াবাদঃ অঞ্চল বা এরিয়া ভিত্তিক জাতি গঠনকে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ বলা হয়। যেমনঃ বাংলাদেশী, ভারতী, ইরানী, সাউদী, জার্মানী ইত্যাদি। ইসলামী বিধান মতে একে বলা হয় ক্বাওমিয়্যাহ বা সাম্প্রদায়িকতা। অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তা ইসলামে বৈধ নয়, হাদীছে এটাকে "দুয়া'উ-ল-জাহিলিয়্যাহ" কুফরী বাক্য বলা হয়েছে।

ভাষা ভিত্তিক জাতীয়াবাদঃ ভাষার উপর ভিত্তি করে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠে এটাই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। যেমনঃ বাঙ্গালী, আরবী, ইংলিশ ইত্যাদি। ভাষার উপর ভিত্তি করে জাতি গঠনের কোনো বিধান বা নমুনা ইসলামী ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না।

ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও খিলাফাহঃ ইসলাম সকল মুসলিমকে একই জাতি হিসেবে পরিচয় দিয়েছে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার তাগিদ দিয়েছে। ইসলামী বিধান মতে দুনিয়ার সকল মুসলিম থাকবে একই জাতিভুক্ত, একই নেতার আওতাধীন। ইসলামী বিধানে এমন ইউনিক ফর্মুলার নাম খিলাফাহ এবং যিনি এ খিলাফাহ পরিচালিত করেন তাকে বলা হয় খালীফাহ।

রাসূল সাঃএর পর প্রথম খালিফাহ ছিলেন আবু-বাকর রাঃ, তারপর উমার রাঃ, তারপর উছমান রাঃ, (এ তিন জনের শাসনকালে মুসলিম দুনিয়ার রাজধানী ছিল মদীনাহ) তারপর আলী রাঃ (তখন রাজধানী ছিল কুফা)। এই চার জনকে একত্রে

বলা হয় "খুলাফা রাশিদীন"।

এরপর খালীফাহ হয়ে ছিলেন হাসান বিন আলী রাঃ (রাজধানী কুফা)। তারপর মুয়াবিয়া রাঃ তারপর ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া, তারপর মুয়াবিয় বিন ইয়াযীদ রাহিঃ। এরপর মারওয়ান বিন হাকাম খালীফাহ হয় এবং ঘোষণা দিয়ে শুরু হয় পারিবারিক শাসন। এই পরিবারের শাসনকে উমাইয়্যাহ খিলাফাহ বলা হয় (মুয়াবিয়া রাঃ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত রাজধানী দামেস্ক)।

তারপর আব্বাসীয় খিলাফাহ (রাজধানী বাগদাদ)। সর্বশেষ উছামানী খিলাফাহ (রাজধানী ইস্তাম্বুল)। ১৯২৪ ঈসায়ী সনের ৩মার্চ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে খিলাফাহ ধ্বংস করা হয়। তখন থেকে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বদলে চালু হয় আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ, ইসলামী সমাজনীতির বদলে চাপিয়ে দেয়া হয় ধর্মনিরপেক্ষ সমাজনীতি, খিলাফাহর বদলে শুরু হয় গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক শাসন।

فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٥٤﴾

দ্বীন নিয়ে দলাদলি

৫৩-৫৪. তারা দ্বীন নিয়ে দলেদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই তাদের মতাদর্শকে যথেষ্ট মনে করে। সুতরাং তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা (দলাদলি করে) বিভ্রান্তিতে ডুবে থাকুক।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ দ্বীন নিয়ে দলাদলি করা, বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করা বিভ্রান্তির পথ। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বানীইসরাঈল। আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে এ উম্মতের অনেক মানুষ। বানীইসরাঈলের দলবাজরা নিজের দলকে হেদায়াত প্রাপ্ত এবং অন্যদেরকে বিভ্রান্ত মনে করতো। আজকাল আমাদের দলবাজরাও একই কথা বলছে। কেউ নিজেদেরকে বলছে "হক্কানী", কেউ বলছে "সহী আক্বীদাহ" আর কেউ বলছে "অলী আউলিয়ার পথ"। আসলে এদের অধিকাংশই দলবাজি ও দলাদলিতে রত। তাদের চিন্তা, চেতনা শ্রম সাধনা সব থাকে দলকে ঘিরে। জাতি বা উম্মাহর জন্য এদের দরদ কমই থাকে। দলাদলির বাইরে আছে খুব কম লোকই।

জ্ঞাতব্যঃ দলাদলি বা দলবাজি ইসলামে নিষিদ্ধ। আল কুরআনে মহান আল্লাহ বারবার দলাদলি ও দলবাজি থেকে বারণ করেছেন। রাসূল সাঃও বারবার নিষেধ করেছেন। হুজাইফাহ রাঃ বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছে কিয়ামতের আলামত বর্ণিত হয়েছে, তখন এ দলাদলি ও দলবাজদের কথা উল্লেখ করে রাসূল সাঃ বলেছেন এ সকল দল থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। যদিও গাছের শিকড় কামড়ে মরতে হয়" (দেখুন সাহীহ বুখারী, কিতাবু-ল-ফিতন)

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ ؕ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

মন্দলোকের সম্পদ ও সন্তান

৫৫-৫৬. তারা কি মনে করেঃ তাদেরকে সম্পদ ও সন্তান দিয়ে আমি তাদের কল্যাণকে তরান্বিত করছি? আসলে (আমি এসব দিয়েছি তাদের আযাবের জন্য। কিন্তু) তারা এসব বুঝে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ﴿٦٠﴾ اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ﴿٦١﴾

সফল মানুষ

৫৭-৬০. (পক্ষান্তরে) যারা প্রভুর ভয়ে ভীত থাকে, যারা প্রভুর আয়াত (বিধান কিতাব) মেনে চলে, যারা প্রভুর সাথে শিরক করে না, আর দান খয়রাত (সহ নেক আ'মল) করেও যাদের অন্তর (প্রভুর ভয়ে) কম্পিত থাকে, কারণ প্রভুর কাছেই তাদের ফিরতে হবে।

৬১. (যারা উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত) তারাই কল্যানের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং তারাই অগ্রগামী।

জ্ঞাতব্যঃ আইশাহ রাঃ বলেনঃ আমি এ আয়াত সম্পর্কে রাসূল সাঃকে জিজ্ঞেস করলাম। বললামঃ (৬০তম আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে) তারা কি ওইসব লোক যারা মদ খায়, চুরি করে? রাসূল সাঃ বললেনঃ সিদ্দীকের মেয়ে! না, বরং তারা ওইসব লোক, যারা সালাত আদায় করে, রোজা রাখে, দান করে, তবুও ভয়ে কম্পমান থাকে যদি তাদের আমাল কবুল না হয়! তারাই কল্যাণের দিকে ধাবমান। (কুরতুবীঃ তিরমিযী)

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

সাধ্যের বাইরে দায় চাপানো হবে না

৬২. আমরা সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপাই না। আমাদের কাছে সংরক্ষিত কিতাব (আমলনামা) সঠিক কথা বলবে, কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।

জ্ঞাতব্যঃ ইসলাম আল্লাহর দ্বীন, ইসলামী বিধান আল্লাহর বিধান। ইসলামই একমাত্র আদর্শ যা মানুষের সুবিধা অসুবিধার প্রতি নিপুণভাবে লক্ষ্য রাখে। ব্যক্তির সুবিধার জন্য আইনকে বদলে দিয়ে বা শিথীল করে মানুষকে সুবিধা দেয় ইসলাম। ইসলামী বিধানের যে কয়টি মূল সূত্র রয়েছে এর একটি হলোঃ "সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপানো যাবে না"। নামায রোজা হাজ্জ যাকাতসহ প্রতিটি ইবাদাতে এবং দুনিয়াবী সকল বিষয়ে-ই এ সূত্র দেখে বিচার করতে হবে এবং ফতোয়া বা বিধান দিতে হবে।

بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِيْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ﴿٦٣﴾ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْـَٔرُوْنَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ ۖ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿٦٧﴾ اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٦٩﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ۭ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۭ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧١﴾ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۡ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٧٢﴾

কাফিরদের মূর্খতা

৬৩. বস্তুত তাদের (কাফিরদের) অন্তর কুরআনের জ্ঞান শূন্য আর তারা যেসব কাজ করছে এগুলো

(মুঅমিনদের থেকে) ভিন্ন।

৬৪. শেষ পর্যন্ত আমি যখন আযাব দিয়ে পাকড়াও করব; তাদের প্রভাবশালী নেতারাও তখন চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করবে।

৬৫. (তখন বলা হবে) আজ চিৎকার চেঁচামেচিতে কোনো কাজ হবে না, তোমাদের কোনো সাহায্য করা হবে না।

৬৬-৬৭. (কারণ দুনিয়াতে) তোমাদের সামনে যখন আমার আয়াত (বিধান কিতাব) পাঠ করা হত তখন তোমরা প্রত্যাখ্যান করেছিলে, দম্ভ করেছিলে এবং অহেতুক গল্প গুজবে মেতে ছিলে। (আল্লাহর কিতাব পাঠ করার সময় অথবা আল্লাহর কিতাব আলোচনা করার সময় গল্প গুজবে মেতে থাকা নিন্দনীয় কাজ)

৬৮. (আসলে আল্লাহর বিধানই সঠিক। ন্যায় ইনসাফ ও মানবাধিকারের একমাত্র নিশ্চয়তা, মানব জাতির জন্য একমাত্র কল্যাণকর ও বাস্তবসম্মত। তবুও তারা কেন এটা থেকে বিমুখ হয়?) তারা কি এর মর্ম বুঝে না? নাকি তাদের কাছে এমন (উদ্ভট) কিছু এসেছে যা ইতোপূর্বে কারো কাছে আসেনি (তাই মেনে নিতে পারছে না)

৬৯. নাকি তারা রাসূলকে চিনতে পারেনি, যে কারণে অমান্য করছে?

৭০. নাকি তারা বলছে লোকটি (রাসূল) বিকারগ্রস্থ? আসলে তাদের কাছে এসেছে সঠিক (বিধান) কিন্তু তাদের অনেকেই সঠিক বিধান পছন্দ করে না।

৭১. হাক্ব (ইসলাম, অধিকার) যদি মনগড়া মতবাদের অনুগত হয়ে যায় তবে (কুফর শিরক ও অবিচারকে বৈধতা দেওয়া হবে, ফলে) আসমান যমীন এবং মধ্যবর্তী সবকিছুতে বিপর্যয় ঘটবে। বস্তুত (বাস্তব জীবনে মেনে চলার জন্য এবং বিচার ও শাসন করার জন্য) আমি তাদেরকে যিকর (কিতাব) দিয়েছি কিন্তু তারা এ যিকরকে উপেক্ষা করে চলছে। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

৭২. নাকি তুমি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাচ্ছ (যে জন্য তারা দূরে সরে যাচ্ছে) প্রভুর দেয়া পারিশ্রমিকই উত্তম। তিনিই সর্বোত্তম রিজিকদাতা।

وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٣﴾ وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ﴿٧٤﴾ وَ لَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَ كَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَ لَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَ مَا يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٧٦﴾ حَتّٰۤى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٧﴾

কাফিরদের সামাজিক ও আদর্শিক অবস্থা

৭৩-৭৪. (হে নবী!) তুমি তাদেরকে সোজা পথে ডাকছো আর আখেরাত অবিশ্বাসীরা এ পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

৭৫. আমি যদি তাদের করুণা করি, যদি তাদের দুঃখকষ্ট দূর করে দেই, তবুও তারা অবাধ্যতার

আঁধারে ঘুরপাক খাবে।

৭৬. (অভাব-অনটন, রোগব্যাধি, ইত্যাদি দুনিয়াবী) আযাব দিয়ে আমি তাদের পাকড়াও করি (যেন ভীত হয়ে আমার কাছে মিনতি করে। কিন্তু) তারা প্রভুর দিকে ধাবিত হয় না, (প্রভুর কাছে) মিনতি করে না (কারণ তারা মনে করে এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়)

৭৭. অবশেষে যখন কঠিন আযাবের দ্বার খুলে দেই, তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

وَ هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡشَاَ لَکُمُ السَّمۡعَ وَ الۡاَبۡصَارَ وَ الۡاَفۡـِٕدَۃَ ؕ قَلِیۡلًا مَّا تَشۡکُرُوۡنَ ﴿۷۸﴾ وَ هُوَ الَّذِیۡ ذَرَاَکُمۡ فِی
الۡاَرۡضِ وَ اِلَیۡهِ تُحۡشَرُوۡنَ ﴿۷۹﴾ وَ هُوَ الَّذِیۡ یُحۡیٖ وَ یُمِیۡتُ وَ لَهُ اخۡتِلَافُ الَّیۡلِ وَ النَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ
﴿۸۰﴾ بَلۡ قَالُوۡا مِثۡلَ مَا قَالَ الۡاَوَّلُوۡنَ ﴿۸۱﴾ قَالُوۡۤا ءَاِذَا مِتۡنَا وَ کُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبۡعُوۡثُوۡنَ
﴿۸۲﴾ لَقَدۡ وُعِدۡنَا نَحۡنُ وَ اٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنۡ قَبۡلُ اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِیۡرُ الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿۸۳﴾ قُلۡ لِّمَنِ الۡاَرۡضُ
وَ مَنۡ فِیۡهَاۤ اِنۡ کُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۸۴﴾ سَیَقُوۡلُوۡنَ لِلّٰهِ ؕ قُلۡ اَفَلَا تَذَکَّرُوۡنَ ﴿۸۵﴾

আল্লাহর কুদরত ও আখেরাতে ঈমান

৭৮. তিনিই তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও চিন্তাশক্তি। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর আদায় করো। (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তবে জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলাম নাম শোকর আদায় করা)

৭৯. তিনিই তোমাদেরকে এ পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন। আর তাঁর কাছেই তোমরা একত্রিত হবে।

৮০. তিনিই জীবন দেন, মৃত্যু দেন। রাতদিন পরিবর্তনের তিনিই মালিক। তোমরা কি বুঝ না?

৮১-৮৩. আসলে তারা তাই বলছে যা তাদের পূর্ববর্তীরা বলেছিল। তারা বলেঃ আমরা যখন মরে যাব, মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখন কি আবার উত্থিত হব? ইতোপূর্বেও আমাদের বাপদাদাকে এমন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আসলে এসব আগেকার রূপকথা ছাড়া কিছুই নয়।

৮৪-৮৫. (তাদের যদি) জিজ্ঞেস করোঃ পৃথিবী এবং এতে যা আছে এসবের মালিকানা কার ? তোমরা সত্য হলে (উত্তর দাও) তারা বলবেঃ আল্লাহর। বলোঃ তবুও কি তোমরা (আল্লাহর বিধান) মেনে নিবে না?

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আগেকার মুশরিকরাও আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ছিল। তারা মূর্তিপূজা করতো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু আবরাহাম লিংকনের ভ্রান্ত মতবাদ মেনে নিয়ে বর্তমানে অনেক মানুষ আল্লাহর বদলে অন্যের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।

قُلۡ مَنۡ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ ﴿۸۶﴾ سَیَقُوۡلُوۡنَ لِلّٰهِ ؕ قُلۡ اَفَلَا تَتَّقُوۡنَ ﴿۸۷﴾ قُلۡ مَنۡ

بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ يُجِيْرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّ مَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾ قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿٩٥﴾

আল্লাহর আধিপত্য ও ক্ষমতা

৮৬. (তাদেরকে যদি) জিজ্ঞেস করোঃ কে সপ্ত আকাশের মালিক এবং মহান আরশের অধিপতি?

৮৭. তারা বলবেঃ আল্লাহ। বলোঃ তবুও কি তোমরা (আল্লাহর আযাব থেকে) সাবধান হবে না?

৮৮. (তাদেরকে যদি) জিজ্ঞেস করোঃ সকল কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? কে (সবাইকে) সুরক্ষা দেন, তাকে কেউ সুরক্ষা দিতে হয় না। (উত্তর দাও) যদি তোমাদের জানা থাকে।

৮৯. তারা বলবেঃ আল্লাহ। বলোঃ তবে কোন নেশায় তোমরা নেশাগ্রস্থ (হয়ে আল্লাহর অবাধ্য) হয়েছ?

৯০. বস্তুত আমি তাদেরকে যা দিয়েছি এটাই সঠিক। আর তারা (যারা মনে করে বাস্তব জীবনে আমার বিধান মানতে হবে না) হলো মিথ্যাবাদী।

৯১. আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি। তার সাথে অন্য কোনো ইলাহও নেই। এমন হলে প্রত্যেক ইলাহই তাঁর সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর চড়াও হত। তারা যা বলে আল্লাহ এসবের ঊর্ধ্বে। (ইলাহ বা খোদা হতে হলে সৃষ্টিকর্তা হতে হয়। কোনো সৃষ্টি কখনো ইলাহ বা খোদা হতে পারে না)

৯২. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী। তারা যেসব শিরক করছে তিনি এসবের ঊর্ধ্বে।

৯৩-৯৪. বলো! হে রাব্ব! (আযাবের) যেসব প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হচ্ছে এর বাস্তব রূপ যদি আমাকে দেখাতে.. হে রাব্ব! আমাকে পাপিষ্ঠদের দলভুক্ত বানিও না।

৯৫. (আযাবের) যে প্রতিশ্রুতি তাদের দিয়েছি আমি (আল্লাহ) এসব বাস্তবায়ন করে দেখাতে সক্ষম।

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾

মন্দকে প্রতিহত করো ভালো দিয়ে

৯৬. (তবে তোমরা এসবের পিছু না লেগে বিষয়টিকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও) আর মন্দকে প্রতিহত করো ভালো দিয়ে। তাদের সকল রটনা সম্পর্কে আমি খুব অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ মন্দকে প্রতিহত করতে হয় ভালো দিয়ে। এতে মন্দের মূলোৎপাটন হয়। আর মন্দকে মন্দ দিয়ে প্রতিহত করলে এক মন্দের স্থলাভিষিক্ত হয় অন্য মন্দ।

وَ قُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾ وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَ مِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾ فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١٠١﴾

শয়তান থেকে সুরক্ষার দোয়া

৯৭. বলো! হে রাব্ব! শয়তানদের হামাযাত (কুমন্ত্রণা, অধিক ক্রোধ, উন্মাদনা) থেকে তোমার সুরক্ষা কামনা করছি। (যে সব মানুষ ও জিন্ন পাপের পথে প্ররোচিত করে তারা সকলেই শয়তান। শয়তানদের নেতার নাম ইবলিস)

৯৮. হে রাব্ব! আমি তোমার কাছে সুরক্ষা চাই শয়তানদের উপস্থিতি থেকে।

৯৯-১০০. তাদের মৃত্যুকালে (যখন জান্নাত দেখিয়ে বলা হয়ঃ তুমি এটা হারিয়েছ আর জাহান্নাম দেখিয়ে বলা হয়ঃ এটাই তোমার স্থায়ী আবাস। মানুষ তখন) বলেঃ হে রাব্ব! আমাকে (দুনিয়ায়) ফিরিয়ে দিন (আমি ভালো হয়ে যাব) এবং (জীবনে) যেসব সৎকাজ করিনি এবারে তাই করব। (তখন বলা হবে) না, আর সুযোগ দেয়া হবে না। আসলে মানুষ তখন যা বলে এসবই শুধুই কথার কথা। পুনরুত্থান পর্যন্ত তারা বরযখে আবদ্ধ থাকবে (মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কে বরযখ বলে)

১০১. যেদিন সিঙ্গা ফুঁকা হবে সেদিন কোনো বংশ পরিচয় থাকবে না, কেউ কারো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে না।

জ্ঞাতব্যঃ ১ম ফুঁৎকারের পর এবং হাশরের বিশেষ সময়ে এমন অবস্থা হবে। পরে অবস্থা স্বাভাবিক হলে একে অপরকে চিনতে পারবে। (দেখুনঃ কুরতুবী)

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾ اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَ كُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَ لَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٨﴾ اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَ كُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ﴿١١٠﴾ اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا ۙ اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿١١١﴾

চূড়ান্তভাবে সফল ও ব্যর্থ যারা

১০২-১০৪. (সেদিন) যাদের (নেকির) ওজন ভারী হবে তারা-ই চূড়ান্তভাবে সফল হবে। আর যাদের

(নেকির) ওজন কম হবে তারা হবে নিজের সর্বনাশকারী, চির জাহান্নামী। আগুন তাদের চেহারা জ্বালিয়ে দেবে, তারা থাকবে বিভৎস চেহারায়।

১০৫. (বলা হবে) তোমাদের কাছে কি আমার আয়াত (বিধান কিতাব) পাঠ করা হয়নি? তোমরা কী এসব অমান্য করনি?

১০৬-১০৭. তখন তারা বলবেঃ হে রাব্ব! আমাদের দুর্ভাগ্যেরই বিজয় হয়েছে। আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত। হে রাব্ব! আগুন থেকে আমাদের মুক্ত করো। (একটিমাত্র সুযোগ দাও। আর কুফর করব না। আবার পাপের পথে) ফিরে গেলে আমরা অবশ্যই পাপিষ্ঠ (হিসেবে গণ্য হব, তখন যা ইচ্ছা সাজা দিও)

১০৮-১১০. (আল্লাহ) বলবেনঃ ধিকৃত হয়ে এখানেই পড়ে থাকো। আর কোনো কথা বলো না। আমার বান্দারা (যখন) বলেছিলঃ হে রাব্ব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের ক্ষমা করো, দয়া করো, তুমিই সর্বোত্তম দয়ালু। তোমরা তখন তাদের নিয়ে উপহাস করেছো, তোমরা আমার যিকর (বিধান ও কিতাব) ভুলে গিয়েছিলে এবং এসব নিয়ে ঠাট্টা করেছিলে (আর আমার বান্দারা তখন সবর করেছে)

১১১. (আজ) আমি তাদের সেই সবরের বদলা দিয়েছি। তারা (আজ) সফল।

قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ﴿١١٢﴾ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿١١٣﴾ قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٤﴾

পাপিষ্ঠদের অনুভূতি

১১২. (আল্লাহ) বলবেনঃ পৃথিবীতে তোমরা কত বছর বেঁচে ছিলে?

১১৩. তারা বলবেঃ একদিন বা আরও কম সময় বেঁচে ছিলাম (আমরা ভুলে গেছি।) আপনি বরং তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যারা হিসাবে দক্ষ।

১১৪. (আল্লাহ) বলবেনঃ যদিও তোমরা খুব অল্পই বেঁচে ছিলে। কিন্তু (এ অল্প জীবনই অনন্ত জীবনের পাথেয় হত) যদি তোমরা বুঝতে (এবং এ সময়কে কাজে লাগাতে)

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٥﴾

আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে

১১৫. (হে মানুষ!) তোমরা কী মনে করোঃ (এ দুনিয়ায়) আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি, তোমাদেরকে আমার কাছে আর ফিরে আসতে হবে না.?

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾

মহান আরশের অধিপতি

১১৬. আল্লাহ মহান, তিনিই প্রকৃত মালিক, মহান আরশের অধিপতি, তিনি ব্যতীত আর কোনো

ইলাহ নেই।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার হয়ে থাকে। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হচ্ছে বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- ❖ যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম।

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾

আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা

১১৭. যথাযথ দলীল না থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকলো তাকে অবশ্যই প্রভুর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, কাফিররা কখনো সফল হবে না।

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾

হে রাব্ব! ক্ষমা করো

১১৮. আর বলো! হে রাব্ব! ক্ষমা করো, দয়া করো, তুমিই সবচেয়ে দয়াময়।

সূরাহ নূর ২৪ النور سورة

নূর অর্থ আলো। আল কুরআনে কুফরকে অন্ধকার বলা হয়েছে আর ইসলামকে বলা হয়েছে নূর। ইসলামে আসার মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর কালাম এবং নবী রাসূলগণ। তাই আল্লাহর কালাম এবং নবী রাসূলগণকেও নূর বলা হয়েছে। এ সূরায় হিজাব, যিনার বিচারসহ অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু আইন, বিধান ও রীতির কথা আলোচনা হয়েছে। সূরাহটি মাদানী। সূরাহ হাশরের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৬৪টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল্লাহর দেওয়া আইন, বিধান ও রীতিনীতি মেনে চলা ফরজ

১. এটা একটি বিশেষ সূরাহ। আমি এটা নাযিল করেছি এবং (এর বিধান মেনে চলা তোমাদের উপর) ফরজ করে দিয়েছি। আমি এতে নাযিল করেছি সুস্পষ্ট বিধান, যেন তোমরা মেনে চলো। (এ সূরাতে অনেক বিধান বর্ণিত হয়েছে, যা পালন করা আমাদের উপর ফরজ)

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾

যিনার বিচার ও বিধান

২. (প্রথমেই যিনার বিচার) যিনাকারিনী নারী ও যিনাকারী পুরুষ (অপরাধ প্রমাণিত হলে) এদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত করবে। তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হলে (এসব বিধান মেনে চলবে) তাদের প্রতি সহানুভূতি যেন আল্লাহর বিধান থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে না পারে। আর একদল মুমিন তাদের সাজা প্রত্যক্ষ করবে।

আইন ও বিধানঃ ইসলামী হুদুদ আইনের বিচার ও সাজা খুবই কঠিন তবে এমন সাজার বাস্তবায়ন মোটে-ই সহজ নয়। বরং হুদুদ বাস্তবায়নের জন্য কঠিন শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন..

- ❖ এমন সাজা বাস্তবায়নে চারজন সাক্ষী বা যিনাকারীর ৪টি স্বীকারোক্তির প্রয়োজন হয়। চার সাক্ষী বা ৪টি স্বীকারোক্তি ব্যতীত হুদুদ বাস্তবায়ন করা যায় না।
- ❖ যিনার সাজার বাস্তবায়ন করতে হলে এ চারজন সাক্ষীকে ন্যায়পরায়ন, বিচারিক জ্ঞান সম্পন্ন (আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং বাহ্যত) মুমিন ও মুত্তাক্বী পুরুষ হতে হবে। কোনো নারী সাক্ষী বা অপরিপক্ষ সাক্ষীর উপর নির্ভর করে এ সাজা বাস্তবায়ন করা যাবে না।
- ❖ চারজন সাক্ষীকেই যিনাকারী পুরুষের লিঙ্গ যিনাকারিনী নারীর যোনির ভিতরে দেখতে হবে (আর এটাই হলো ইসলামী আইনে যিনার সংজ্ঞা) এবং এমনভাবে দেখেছে বলে স্পষ্ট সাক্ষ্য দিতে হবে। এরচেয়ে কম দেখলে বা

কম বললে এমন সাজা হবে না।

- ❖ সাক্ষীগণের উচিত এমনভাবে দেখে ফেললেও আদালতে সাক্ষ্য না দেয়া (কুদুরী।) সরকার বা আদালত এমন মামলার সাক্ষী হতে কাউকে বাধ্য করবে না।
- ❖ কেউ নিজে যিনা করেছে বলে স্বীকারোক্তি দিলে বিচারক চার বার এটা প্রত্যাখ্যান করবে। তারপরও স্বীকারোক্তি দিলে ৪বার স্বীকারোক্তির পর তাকে সাজা দেবে।
- ❖ এমন সাজা শুধু জ্ঞান সম্পন্ন, মুসলিম, আজাদ, প্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষের বেলায় প্রযোজ্য হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে, বেহুশ, মাতাল, পাগল, দাসদাসী বা অমুসলিমের ক্ষেত্রে এ বিধান কার্যকর হবে না।
- ❖ বিচার করার একমাত্র বৈধ অধিকারী সরকারী আদালত। গ্রাম্য শালিস বা কোনো মুফতি ফতোয়ার মাধ্যমে কাউকে সাজা দিতে পারবে না।

اَلزَّانِیْ لَا یَنْكِحُ اِلَّا زَانِیَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۪ وَّ الزَّانِیَةُ لَا یَنْكِحُهَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۳﴾

৩. যিনাকারী পুরুষ শুধু যিনাকারিনী অথবা মুশরিকাহ নারীকেই বিয়ে করবে আর যিনাকারিনী নারী বিয়ে করবে যিনাকারী অথবা মুশরিক পুরুষকে। মুঅমিনদের জন্য এদেরকে বিয়ে করা হারাম করা হলো।

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াতটির মর্ম এবং ইসলামী সমাজের এর প্রয়োগ বড়ই কঠিন। তবে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন এআয়াতটি একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছিল। এ আয়াতের বিধান সাধারণভাবে প্রযোজ্য নয়। বিস্তারিত জানতে কুরতুবী দেখে নিন।

وَ الَّذِیْنَ یَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ یَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِیْنَ جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۴﴾ اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۵﴾

সতী নারীর উপর যিনার অপবাদের বিচার ও বিধান

৪. কেউ যদি সতী নারীর উপর (যিনার) অপবাদ দেয় আর (মানসম্পন্ন) চারজন সাক্ষী হাজির করতে না পারে তবে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং কখনো তার সাক্ষী গ্রহণ করা হবে না। আর (সমাজ সরকার ও আদালতের কাছে) তারা পাপিষ্ঠ (ক্রিমিনাল) হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫. তবে এরপর কেউ যদি তাওবাহ করে নিজেকে শুধরে নেয় (তবে তাকে মাফ করে দেওয়া হবে) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

আইন ও বিধানঃ সতী নারীর উপর যিনার অপবাদ দেয়া তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলার নামান্তর। তাই এমন বিষয়ে কঠিন সাজা ঘোষণা করে নারীদের ইজ্জত আব্রুকে হেফাজত করা হয়েছে এবং নারী সমাজকে অপবাদের হাত থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

وَ الَّذِیْنَ یَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ یَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّاۤ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ

لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٦﴾ وَ الْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٧﴾ وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٨﴾ وَ الْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٩﴾ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ وَ اَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

স্বামী তার নিজের স্ত্রীর উপর যিনার অভিযোগ উত্থাপন করলে এর বিচার পদ্ধতি

পটভূমিঃ সাহাবী হিলাল বিন উমাইয়্যাহ একদা রাসূল সাঃএর কাছে অভিযোগ করলেনঃ তার স্ত্রী শারীক বিন সাহামার সাথে যিনা করেছে। রাসূল সাঃ বললেনঃ সাক্ষী হাজির করো নতুবা (অপবাদের) সাজা ভোগ করতে হবে। হিলাল বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেউ কি তার স্ত্রীর উপর অন্য পুরুষ দেখে সাক্ষী খুজতে যাবে? রাসূল সাঃ পুনরায় বললেনঃ সাক্ষী হাজির করো, নতুবা সাজা ভোগ করতে হবে। হিলাল বললেনঃ ওই সত্তার কসম! যিনি সঠিক বিধান দিয়ে আপনাকে পাঠিয়েছেনঃ আমি সত্য বলছি। অবশ্যই আয়াত নাযিল করে আল্লাহ আমাকে সাজা মুক্ত করবেন। (দেখুন কুরতুবীঃ আবু-দাউদ, ইবন আব্বাস রাঃ থেকে) এতে নাযিল হলো..

৬-৭. কেউ যদি নিজের স্ত্রীর উপর (যিনার) অভিযোগ করে এবং (প্রয়োজনীয়) সাক্ষী না পায় তবে সে আল্লাহর নামে কসম করে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে সত্যবাদী আর পঞ্চম বারে বলবেঃ সে মিথ্যা বললে তার উপর যেন আল্লাহর লা'নত পড়ে।

আইন ও বিধানঃ এমনভাবে সাক্ষ্য দেয়ার নাম লিয়া'ন। লিয়া'ন করার পর স্বামী অপবাদের সাজা থেকে রেহাই পেয়ে যায়। তখন বিষয়টি চলে যায় স্ত্রীর উপর।

৮-৯. স্ত্রীও সাজা থেকে রক্ষা পাবে যদি সে আল্লাহর নামে কসম করে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী মিথ্যা বলছে আর পঞ্চম বারে বলে স্বামী সত্য হলে তার নিজের উপর আল্লাহর গযব (পতিত হবে)

১০. (আল্লাহ তোমাদের প্রতি খুবই স্বদয়। তাই তোমাদের জন্য অব্যাহতির ব্যবস্থা রেখেছেন) তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে (তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যেত) নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাহ কবুলকারী, প্রজ্ঞাময়।

আইন ও বিধানঃ এমনভাবে সাক্ষ্য দেয়াকে লিয়া'ন বলে। লিয়া'ন করার পর স্ত্রী যিনার সাজা থেকে রেহাই পায়। লিয়ানকারী নারী পুরুষের বিবাহ ভেঙ্গে যায়।

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াত নাযিলের পর রাসূল সাঃ হিলাল ও তার স্ত্রীকে ডেকে এনে মসজিদে হাজির করে লিয়া'ন করিয়েছেন এবং তাদের বিবাহ ভেঙ্গে দিয়েছেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ؕ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ؕ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١﴾ لَوْ لَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّ قَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٢﴾ لَوْ لَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٣﴾ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾ اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَ

تَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّ تَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا وَّ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾ وَ لَوْ لَاۤ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖۤ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧﴾ وَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ وَ اَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَ مَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

আইশাহ রাঃ এর উপর যিনার অপবাদঃ রটনা ও ঘটনা

পটভূমিঃ নবী সাঃ যুদ্ধের অভিযানে বের হলে লটারির মাধ্যমে কোনো স্ত্রীকে সঙ্গে নিতেন। এক অভিযানে আ'ইশাহ রাঃকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। ফিরতি পথে এক জায়গায় রাত্রী যাপন কালে ভোর রাতে আ'ইশাহ রাঃ পয়োঃ নিষ্কাশনে দূর গিয়েছিলেন। ফিরে এসে গলার হার খুঁজে পেলেন না। তিনি ভাবলেন হয়ত ওখানে পড়ে গেছে। হারের খুঁজে তিনি আবার সেখানে গেলেন। রাসূল সাঃ এ বিষয়ে অবগত ছিলেন না। তিনি যাত্রা শুরুর হুকুম দিলেন। কাফেলা যাত্রা শুরু করলো। আইশাহ রাঃ অল্প বয়সী ও হালকা গড়নের কিশোরী ছিলেন। তিনি হাওদাজে বসে সফর করতেন। (হাওদাজ অনেকটা পালকির মত যা উটের উপর রাখা হত) তিনি না থাকলে হাওদাজ যত ভারী অনুভূত হত, থাকলেও এর চেয়ে তেমন বেশী মনে হত না। তাই যারা হাওদাজ উঠালো তারা বুঝতে পারলো না যে তিনি হাওদাজে নেই। আইশাহ রাঃ ফিরে এসে দেখলেন সবাই চলে গেছে। তিনি ভাবলেন এখানে অবস্থান করাই ভালো হবে। কারণ আমাকে না পেয়ে তারা এখানেই খুঁজতে আসবে। তাই রাতের আঁধারে তিনি একাই বসে থাকলেন এবং এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

কাফেলার নিয়ম ছিল এক ব্যক্তিকে পিছনে রাখা। কাফেলা যাত্রা করার পর ওই ব্যক্তি এসে এ স্থান অনুসন্ধান করে দেখতেন কিছু রয়ে গেল কি না? এ যাত্রায় সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল আল-সুলামী রাঃএর উপর এ দায়িত্ব ছিল। তিনি এসে দেখলেন একজন মানুষ ঘুমিয়ে রয়েছে। কাছে এসে আইশাহ রাঃকে চিনতে পারলেন। হিজাব নাযিলের আগে তিনি আইশাহ রাঃ কে দেখেছিলেন। সাফওয়ান রাঃ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তার মুখ থেকে বের হলোঃ ইন্না লিল্লাহ..। সাফওয়ানের শব্দে আইশাহ রাঃ জেগে উঠলেন। তিনি চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। কেউ কারো সাথে কথা বললেন না। সাফওয়ান তার বাহনকে বসালেন। আ'ইশাহ রাঃ উঠে বসলেন। সাফওয়ান বাহনে না উঠে লাগাম ধরে হেটে চললেন। দুপুরে তারা যখন কাফেলার সঙ্গে মিলিত হলেন তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল বিষয়টি লক্ষ্য করলো। শুরু হলো আইশাহ ও সাফওয়ানকে নিয়ে রটনা। মুনাফিকদের সঙ্গী হয়ে অনেক ভালো সাহাবীও এ রটনায় জড়িয়ে পড়লেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু-বকর রাঃ এর (একটু দূর সম্পর্কের) ভাগনা মিসতাহ, রাসূল সাঃ এর প্রিয় কবি হাসসান, রাসূল সাঃ এর শালিকা (যাইনাব বিনত জাহাশ রাঃ এর বোন) হামনাহ বিনত জাহাশ রাঃ। পরে আইশাহ রাঃ এর চারিত্রিক পবিত্রতা আর এ ঘটনাকে রটনা উল্লেখ করে আয়াত নাযিল হয়েছে। এখান থেকে এ আয়াতগুলো শুরু। (এ ঘটনা সম্পর্কে দেখুন বুখারীঃ তাফসীর অধ্যায়, সূরাহ নূর, হাদীছ নম্বর ৪৩৯১ (ইফাবা থেকে প্রকাশিত বাংলা সংস্করণ) হাদীছটি অনেক দীর্ঘ বিধান এখানে উল্লেখ করা হলো না)

১১. যেসব লোক এ অপবাদ রটনা করেছে তারা তোমাদেরই (সমাজের) অংশ। তবে মনে করো নাঃ এ ঘটনা তোমাদের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে, আসলে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। আর (যারা এ কাজ করেছে) তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পাপের দায় নিতে হবে। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।

১২. (নবীর স্ত্রী সম্পর্কে) এমন কথা শুনার পর মুঅমিন পুরুষ ও মুঅমিনাহ নারীগণ নিজেদের (একজনের) ব্যাপারে কেন ভালো ধারণা পোষণ করলো না? কেন তারা বলল নাঃ "এটা সুস্পষ্ট অপবাদ"?

১৩. আর (যারা এ মিথ্যা প্রচার করেছে) তারা কেন (আইন মত) চারজন সাক্ষী হাজির করতে পারলো না? যেহেতু তারা সাক্ষী হাজির করতে পারেনি। তাই আল্লাহর কাছে (আইনগতভাবে) তারা মিথ্যুক হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৪. (তোমাদের একদল একজন সতী নারীর উপর যিনার অপবাদ দিয়েছে, একদল এসব প্রচার করেছে আর বাকিরা চুপ থেকে সমর্থন যোগিয়েছ। তাই ধরে নিতে হবে তোমাদের পুরা সমাজই এর সাথে জড়িত। এমন করে) তোমরা যে অপরাধ করেছ; এজন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন আযাব তোমাদের গ্রাস করতো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত।

১৫. তোমরা এটা (এ রটনা) মুখে মুখে ছড়িয়ে দিয়েছ, তোমরা নিজ মুখে এমন কথা বলেছ যে ব্যাপারে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা এটাকে তুচ্ছ মনে করেছ অথচ আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ। (কারণ এর সাথে একজন সতী নারীর ইজ্জত জড়িত)

১৬. বিষয়টি শোনার পর কেন তোমরা বললে নাঃ "আমরা এব্যাপারে কথা বলব না। সুবহানাল্লাহ! এতো মহা অপবাদ"।

১৭. আল্লাহ আদেশ দিচ্ছেনঃ তোমরা মুঅমিন হলে আর কখনো অনুরূপ আচরনের পুনরাবৃত্তি করবে না।

১৮. আল্লাহ তার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট বর্ণনা করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

১৯. যারা মুঅমিনদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার ঘটাতে পছন্দ করে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের কঠিন সাজা দেয়া হবে। (এসব রটনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে) আল্লাহ জানেন, তোমরা জনো না। (যুগে যুগে যারা বিনোদনের নামে মানব সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায় তাদের পরিণতিও একই হবে)

২০. তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে (এমন অপরাধের জন্য তোমাদের কঠিন সাজা দেয়া হত) নিশ্চয় আল্লাহ স্নেহশীল, দয়াময়।

২১. মুঅমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুকরণ করো না। যে ব্যক্তি শয়তানের পদাংক অনুকরণ করে শয়তান তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের কথা বলে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেউ কখনো তাযকিয়্যাহ হতে (পাপ থেকে বেঁচে থাকতে) পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাযকিয়্যাহ (পাপ মুক্ত) করেন যাকে খুশী। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (তাযকিয়্যাহ সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ১২৯)

وَ لَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لْيَعْفُوْا وَ لْيَصْفَحُوْا ؕ أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢﴾

অপরাধীকেও আর্থিক এবং মানবিক সাহায্য দিতে হবে

পটভূমিঃ আইশাহ রাঃএর উপর অপবাদের অপপ্রচারে কয়েকজন ভালো মুসলিমও জড়িয়ে পড়েছিলেন। উনাদেরই একজন মিসতাহ বিন উছাছাহ বিন মুত্তালিব বিন আব্দ মানাফ। মিসতাহ রাঃ ছিলেন আবুবকর রাঃ এর খালাত বোনের ছেলে। মিসতাহ গরীব ছিলেন। আবুবকর রাঃ তাকে আর্থিক সাহায্য করতেন। এ ঘটনার পর আবু-বাকর রাঃ মিসতাহকে সাহায্য করা বন্ধ করে দিলেন এবং কসম করলেন আর তাকে সাহায্য করবেন না। আরও অনেক সাহাবী এভাবে শপথ করলেনঃ এ ঘটনায় জড়িত কাউকেই সাহায্য করবেন না। (কুরতুবী) কোনো ব্যক্তির ভুলের জন্য এভাবে কারো সাহায্য বন্ধ করে দেয়া আল্লাহর তায়ালার পছন্দ নয়। তাই এসব শপথ ভঙ্গ করার তাগিদ দিয়ে নাযিল হয়েছেঃ

২২. তোমাদের স্বচ্ছল ও ধনী ব্যক্তিরা যেন আত্মীয়স্বজন, অসহায় ও আল্লাহর পথের মুহাজিরদের অনুদান না দিতে শপথ না করে। তারা যেন (গরীব অসহায়দের) ক্ষমা করে দেয় এবং (তাদের দোষত্রুটি) উপেক্ষা করে চলে। তোমরা কি পছন্দ করো নাঃ আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুক? (নিজেরা আল্লাহর ক্ষমা পছন্দ করলে তোমরাও মানুষকে ক্ষমা করো) আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াত নাযিলের পর আবুবকর রাঃ বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর ক্ষমা ভালোবাসি। তিনি আবার মিসতাহকে সাহায্য দিতে শুরু করলেন এবং বললেন আমি যতদিন জীবিত থাকব এ সাহায্য আর বন্ধ হবে না। (কুরতুবী)

সুবহান আল্লাহ, এ হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের উপর সাহাবাদের আমলের নমুনা। আল্লাহ আমাদেরকেও এভাবেই তার কিতাবের উপর আমল করার তাওফিক দান করুক।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَ الْأٰخِرَةِ ۪ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾ يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيْهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ﴿٢٥﴾

অপবাদ রটনাকারীদের উপর আল্লাহর লা'নত

২৩-২৪. যেসব লোক সতী গাফিল মুঅমিনাহ নারীর উপর অপবাদ দেয় দুনিয়া আখেরাতে তাদের উপর লা'নত করা হয় এবং তাদের তরে কঠিন আযাব। সেদিন তাদের যবান, তাদের হাত, তাদের পা তাদের অপকর্মের সাক্ষ্য দেবে।

২৫. আল্লাহ সেদিন সবাইকে তাদের পরিপূর্ণ কর্মফল দেবেন যথাযথভাবে, তখন তারা জানবেঃ আল্লাহই সঠিক এবং সুস্পষ্ট।

লা'নত পরিচিতিঃ মহান আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত থেকে চিরতরে বঞ্চিত করাকে লা'নত বলা হয়। আল্লাহর লা'নতের প্রভাবে দুনিয়ায় মানুষ হেদায়াত বঞ্চিত হয় আর আখেরাতে হয় জান্নাত থেকে বঞ্চিত।

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَ الْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٦﴾

মন্দলোকের মন্দ কথা

২৬. খাবীছাহ খাবীছের জন্য আর খাবীছ খাবীছাহর জন্য (অর্থাৎ মন্দ কথা মন্দ মানুষের জন্য আর মন্দ মানুষ মন্দ কথার জন্য। অথবা মন্দ নারী মন্দ পুরুষের জন্য আর মন্দ পুরুষ মন্দ নারীর জন্য।) এবং ত্বায়্যিবাহ ত্বায়্যিবের জন্য আর তায়্যিব ত্বায়্যিবাহর জন্য (অর্থাৎ উত্তম কথা উত্তম মানুষের জন্য আর উত্তম মানুষ উত্তম কথার জন্য। অথবা উত্তম নারী উত্তম পুরুষের জন্য আর উত্তম পুরুষ উত্তম নারীর জন্য। অর্থাৎ ভালো ভালোর সাথে আর মন্দ মন্দের সাথে মিলিত হয়, এটাই নিয়ম।) ভালো মানুষ সর্বদাই মন্দলোকের মন্দ কথা থেকে মুক্ত থাকে। তাদের (উত্তম ব্যক্তিদের) জন্য রয়েছে সাধারন ক্ষমা এবং সম্মান জনক রিজক।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾

অন্যের ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি ও সালামের বিধান

২৭. ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা (কারো ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি নিবে এবং সালাম করবে) অনুমতি না নিয়ে এবং ঘরবাসীকে সালাম না করে কারো ঘরে প্রবেশ করবে না। তবে নিজের ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি নিতে হবে না। (তবে তখনো সালাম করা সুন্নাহ।) এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা, তোমরা এসব মেনে চলবে।

২৮. (কারো ঘরের দরজায় গিয়ে সালাম দেবার পর) ঘরে কাউকে না পেলে সে ঘরে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না অনুমতি দেয়া হবে। যদি বলা হয়ঃ চলে যাও, তবে চলে আসবে, তোমাদের জন্য এটাই উত্তম পন্থা। আর (শোনো!) তোমরা যা করো আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত।

২৯. তবে যে ঘর আবাসিক নয়, যে ঘরে তোমাদের আসবাব পত্র রাখা আছে, (বিনা অনুমতিতে) সে ঘরে প্রবেশ করা দোষের নয়। (মনে রেখো!) তোমরা যা গোপন করো আর যা প্রকাশ করো আল্লাহ সব জানেন।

আদব ও আখলাকঃ কারো ঘরে বা কক্ষে প্রবেশের আগে অনুমতি নিতে হয় এবং সালাম করতে হয় আর এটা হলো সামাজিক শিষ্ঠাচার। অনুমতি নেয়ার একটি মাধ্যম হতে পারে সালাম। বিনা সালামে বা বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করা অন্যায়। মনে রাখবেঃ মানুষ সব সময় ভালো অবস্থায় থাকে না। তাই চলে যেতে বলা হবে চলে আসবে।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۳۱﴾

হিজাবের বিধান

৩০. (হে নবী!) মুঅমিন পুরুষদের বলে দাওঃ তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজ নিজ যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে তাদের জন্য এটা খুবই উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ সকল ব্যাপারে অবগত।

৩১. (হে নবী!) মুঅমিনাহ নারীদের বলে দাও..

- তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজ নিজ যৌনাঙ্গের হেফাজত করে।
- আর তারা যেন (মাহরাম নয় এমন পুরুষের সামনে) নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে,
- তবে যতটুকু (সাধারণত) প্রকাশ হয়ে যায় (ততটুকু প্রকাশ করা দোষের নয়।)
- আর তারা যেন তাদের বক্ষদেশ ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখে।
- তারা যেন (অন্য লোকদের কাছে) নিজের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন না করে।
- তবে আপন স্বামী, নিজের বাপদাদা, স্বামীর বাপদাদা, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে (যারা অন্য স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্মেছে), নিজের ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, নিজের মালিকানাধীন দাস, যৌন কামনাহীন পুরুষ এবং এমন বালক যারা নারীদের গোপন বিষয় বুঝে না (এসব পুরুষের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশে পাপ হয় না।)
- আর (নারীরা যেন পথ চলার সময়) তাদের গোপন সৌন্দর্য সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য পা দিয়ে (জমিনে সজোরে) আঘাত না করে ।
- হে মুঅমিনগণ! তোমরা সবাই (পাপের পথ ত্যাগ করে এক) আল্লাহর দিকে ফিরে আসো, এতে তোমরা সফল হতে পারবে।

জ্ঞাতব্যঃ এখানে মুঅমিনাহ নারীদের বলা হয়েছে..

- তারা যেন নিজের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে মানে এর অবৈধ ব্যবহার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।
- তারা যেন (মাহরাম ব্যতীত অন্য) পুরুষদের কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।
- এ দুটি বিষয়ে আয়াতের বাণী সুস্পষ্ট। তাই এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোনো সুযোগ নেই। ফলে কোনো দ্বিমত সৃষ্টি হয়নি। তবে এরপর বলা হয়েছে...

- তবে যতটুকু সাধারণত প্রকাশ হয়ে যায় (ইল্লা মা যাহারা মিনহা,) মানে নারী সৌন্দর্যের যতটুকু সাধারণত প্রকাশ হয়ে যায় ততোটুকু প্রকাশের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তবে স্পষ্ট করে বলা হয়নি কোন কোন অঙ্গ বা কতটুকু। তাই এখানে দ্বিমতের অবকাশ তৈরি হয়েছে এবং দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে। এবার আসুন এ দ্বিমত সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জেনে নেই ।
- তবে যতটুকু সাধারণত প্রকাশ হয়ে যায় (ইল্লা মা যাহারা মিনহা) এর মর্ম বুঝাতে তাফসীর জালালাইনে লিখা হয়েছেঃ মুখমন্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত। (অর্থাৎ সাধারণভাবে নারীর মুখমন্ডল ও হাত পরপুরুষের সামনে উন্মুক্ত থাকতে পারবে।)
- বিষয়টি উল্লেখ করে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন এ বিষয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায় । যেমন..

১. ইবন মাসউদ রাঃ বলেছেঃ সাধারন সৌন্দর্য মানে পোশাকের সৌন্দর্য।

২. আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাঃ বলেছেনঃ মুখমন্ডল।

৩. আ'ত্বা ও আওযায়ী বলেছেনঃ মুখমন্ডল, হাত ও পোশাক।

৪. ইবন আব্বাস রাঃ, ক্বাতাদাহ গং বলেছেনঃ মেকআপ, হাতের বালা, মধ্যহাত পর্যন্ত লাগানো মেহদী, কানের দুল, আল-ফাতাখ (মেয়েদের হাতে বা পায়ে লাগানো অলংকার) এবং এ জাতীয় অলংকারাদী। এসব (অলংকার পরিহিত অবস্থায়) আগত পুরুষকে দেখানো বৈধ।

এতোটুকু বর্ণনা করার পর ইমাম কুরতুবী একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতে ইমান রাখে সে যেন বালিগাহ হয়ে যাবার পর তার মুখমন্ডল এবং হাতের এতোটুকু (মধ্যহাত ধরে দেখিয়েছেন) ব্যতীত অন্য সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।

তারপর ইমাম কুরতুবী বলেছেনঃ এটাই হাসান বসরীর মত। তিনি বলেছেনঃ মুখমন্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত খুলে রাখা মানুষের সাধারণ অভ্যাস এবং সালাত ও হাজ্জের মত ইবাদাতেও এতোটুকু খুলে রাখার বিধান রয়েছে। তাই আয়াতের এ অর্থ বুঝাই উত্তম।

আবু-দাউদে বর্ণিত এক হাদীছে আ'ইশা রাঃ বলেনঃ একদা (আমার বোন) আসমা বিনত আবু-বাকর আমার কাছে এলেন। তার পড়নে দাসীদের মত (সর্ট) কাপড় ছিল। রাসূল সাঃ এটা অপছন্দ করলেন এবং বললেনঃ আসমা! মেয়েদের ঋতুস্রাব (বালিগাহ) হয়ে গেলে তার এতোটুকু ছাড়া অন্য অঙ্গ খোলা রাখা উচিত নয়। একথা বলে তিনি মুখমন্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম কুরতুবী বলেছেনঃ সাবধানতার জন্য এটাই সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা।

বর্ণিত আছে একদা উম্মু মাকতুমের ছেলে অন্ধ সাহাবী রাসূল সাঃ এর কাছে এলেন। তখন সেখানে রাসূল সাঃ এর দুজন স্ত্রী উম্মু সালামাহ ও মাইমূনাহ উপস্থিত ছিলেন। রাসূল সাঃ তাদের হিজাব করতে বললেন। তারা উত্তর দিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! উনি তো অন্ধ। রাসূল সাঃ বললেনঃ তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তো দেখতে পাও। (হাদীছটি বর্ণনা করার পর ইমাম কুরতুবী বলেছেনঃ (অধিকাংশ) মুহাদ্দিছগণের মতে হাদীছটি সাহীহ নয়। (তবে কারো কারো মতে সাহীহ।)

সূত্রঃ উল্লেখিত মতামত সমূহ তাফসীর কুরতুবী থেকে আনা হয়েছে এবং তাফসীর তাবারীতেও অনুরূপভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ফিকহ বিশ্লেষনঃ

১. (ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ এর বিশিষ্ট শিষ্য ইমাম) মুহাম্মাদ বিন হাসান আল-শাইবানী রাহিঃ তদীয় কিতাব "আল-আসল" এ উল্লেখ করেছেন..

يقول محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الصل (٢/٢٣٦-٢٣٥٢) : أما المرأة الحرة التي ل نكاح بينه ابينها ، ال حرمة ، ممن يحل له نكاحها : فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا ؛ إل الوجه االكف ، ال بأس أن ينظر إلى اجهها االى كفها ، ال ينظر إلى شيء غير ذلك منها. اهذا قول أبي حنيفة.

وقال الله تبارك وتعالى وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، ففسر المفسرون أن ما ظهر منها : الكحل والخاتم ، والكحل زينة الوجه ، والخاتم زينة الكف ،

فرخص في هاتين الزينتين . ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها ؛ إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها . فإن كان ذلك ، فليس ينبغي له أن ينظر إليه

"একজন স্বাধীন নারী তার স্বামী ও মাহরাম পুরুষ ব্যতীত অন্য পুরুষের সামনে তার মুখমন্ডল আর কব্জি পর্যন্ত হাত ছাড়া অন্য অঙ্গ খোলা রাখবে না এবং পুরুষরাও স্বাধীন নারীর মুখ আর কব্জি পর্যন্ত হাত ছাড়া অন্য অঙ্গের দিকে (ওই অঙ্গ খোলা অবস্থায়) দৃষ্টি দেবে না তবে মুখ ও কব্জি পর্যন্ত হাতের দিকে দৃষ্টি দিতে সমস্যা নেই। এটাই আবু-হানীফাহর মাযহাব।

কারণঃ আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন মুঅমিনাহ নারীদের বলে দাওঃ তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজ নিজ যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তবে যতটুকু (সাধারণত) প্রকাশ হয়ে যায়..। এখানে "যতটুকু সাধারণত প্রকাশ হয়ে যায়" এর বিশ্লেষণে মুফাসসীরগণ বলেছেনঃ কুহুল (মেকআপ) আর আংটি। মেকআপ মুখের সুন্দর্য আর আংটি হাতের সুন্দর্য। তাই এ দুই অঙ্গ খুলে রাখা অনুমোদিত এবং মুখ ও হাতের দিকে দৃষ্টিপাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু দৃষ্টিপাতে যদি ওই নারীর প্রতি কামভাব এসে যায় তবে তাকানো উচিত নয়। (আল-আসলঃ ২/২৩৫ ও ২৩৬)

উল্লেখ্যঃ ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ এর নিজের লেখা তেমন কোনো কিতাব নেই। উনার মাযহাবের মূল কিতাব সমূহের অধিকাংশই উনার শিষ্য মুহাম্মাদ বিন হাসান আল-শাইবানীর লিখা।

২. ইমাম মালিক রাহিঃ এর মাযহাব সম্পর্কে উনার শিষ্যদের বক্তব্য হচ্ছে...

حيث هناك نصوص ظاهرة عن الإمام مالك منقولة عنه في المدونة والعتبية على أن الوجه والكفين ليسا بعورة ، لكن يمكن أن يكابر فيها هؤلاء المعاندون بغرور ، وقد فهمها علماء المالكية على وجهها ، أنها تدل على جواز كشف الوجه والكفين . وهو مذهب مالك الذي ينقله عنه أتباع مذهبه المتقدمون منهم والمتأخرون في مدرستيهم المشرقية والمغربية : كإسماعيل القاضي و ابن أبي زيد القيرواني و القاضي عبد الوهاب البغدادي و ابن عبد البر و ابن رشد الجد والحفيد و المازري و القاضي عياض وغيرهم

অর্থাৎ ইমাম মালিক রাহিঃএর প্রথম সারির ও পরবর্তী সময়ের শিষ্যদের মাঝে কাজী ইসমাইল, ইবনু আবী-যাইদ, কাজী আব্দুল ওয়াহহাব, ইবনু আব্দু-ল-বিরর, ইবনু রুশদ, আল-মারী, কাজী ইয়াদ্ব, সহ আরও অনেকেই ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম মালিকের মাযহাব হলোঃ মুখ আর কব্জি পর্যন্ত হাত সতর নয়, বরং মুখ আর কব্জি পর্যন্ত হাত খোলা রাখা বৈধ।

সূত্রঃ কথাগুলো বর্ণিত হয়েছে মালিকী মাযহাবের দুটি প্রসিদ্ধ কিতাব "আল-মুদাউওয়ানাহ এবং আল-আ'তাবিয়্যাতে।

৩. ইমাম শাফিয়ী রাহিঃ তদীয় কিতাব "আল-উম্ম" এ লিখেছেন..

قال الشافعي في الأم (١١١١/١١٠٩٩) : وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبتيه ، ليس سرته ولا ركبتاه من عورته وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ما عدا كفها ووجهها .»وقال أيضا« (١١١١١/١١٠٩٩) : اعورة الرجل ما اصفت ، اكل المرأة عورة ؛ إل كفيها الجهها ، اظهر قدميها عورة ونقل المزني عن الشافعي أنه فسر الآية [وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا] ، بأنها الوجه والكفان

অর্থাৎঃ পুরুষের সতর হলো নাভির নীচ থেকে হাটু পর্যন্ত। নাভী আর হাটু সতরের অন্তর্গত নয়। আর নারী তার কব্জি পর্যন্ত হাত আর মুখ ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে রাখবে। (আল-উম্মঃ ১/১০৯)

ইমাম শাফিয়ী' আরও লিখেছেনঃ পুরুষের সতর হলো যা আমি বলেছি আর নারীর সমস্ত দেহটাই সতর, শুধু কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত, মুখমন্ডল আর পায়ের পাতার উপরের অংশ ছাড়া। (আল-উম্মঃ ১/১০৯)

ইমাম মুযানী ইমাম শাফিয়ী' থেকে বর্ণনা করেছেন উক্ত আয়াতে "যতটুকু সাধারণত প্রকাশ হয়ে যায়" এ বাক্যের তাফসীরে ইমাম শাফিয়ী বলেছেনঃ মুখমন্ডল আর কব্জি পর্যন্ত হাত।

সূত্রঃ ফিক্বহ বিশ্লেষণের মতামতগুলো আনা হয়েছে ডঃ শরীফ হাতিম বিন আরিফ আল-আউনী হাফিঃ এর ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট থেকে।

৪. আর হাম্বলী মাযহাব সম্পর্কে ইসলাম ওয়েব (ফতোয়া নঃ ৫০৭৯৪) এ লিখা হয়েছে.. (ইমাম) ইবনু কুদামাহ বলেছেনঃ নারীদেহ পুরুটাই সতর।

পর্যালোচনাঃ এই হলো সাহাবী, তাবিয়ী' এবং মুজতাহিদ ইমামগণের মতামত, উনাদের ভিন্নমতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। কিন্তু যত দিন যেতে থাকে এ বিষয়ে আলিমগণ অধিক হারে কঠিন মতের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাই পরবর্তী আলিমগণের অনেকেই মুখ এবং হাত না খোলার পক্ষে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এর কারণ হিসেবে উনারা বলেছেনঃ দিনে দিনে নারী ঘটিত ফিতনাহ বেড়েই চলছে। তাই..

হানাফী মাযহাবের ৩য় সারির ফাক্বীহ শামসুল আইম্মা 'সারাখসি' এ বিষয়ে লিখেন.. মুখমন্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাতের বৈধতা কেবল তখন, যখন কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত না হয়। পক্ষান্তরে যদি সে জানে যে, দেখলে কুধারনা সৃষ্টি হতে পারে, তবে তার জন্য নারীর কোনো অঙ্গের দিকেই দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। (আল-মাবসূত)

আল্লামা শামী 'রুদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে লিখেন.. যদি কামভাবের আশঙ্কা অথবা সন্দেহ হয়, তবে নারীর মুখ মন্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে। কেননা কামভাব না হওয়ার শর্তে দৃষ্টিপাত করা হালাল। তাই শর্তটি অনুপস্থিত হলে দৃষ্টিপাত হারাম হবে। এ বিধানটি পূর্ববর্তীদের সময়কালেও ছিল।

আল্লামাহ ইবনু নুজাইম ফতোয়া ক্বাদীখানে লিখেছেনঃ মহিলারা প্রয়োজন ছাড়া পরপুরুষের সামনে মুখ খুলবে না।

মালিকীদের মাঝে কাদ্বী ইবনু-ল-আরাবী "আহকামু-ল-কুরআন" গ্রন্থে লিখেছেনঃ নারীদেহ পুরাটাই সতর..।

শফিয়ীদের মাঝে ইমাম বাইদ্বাওয়ী তদীয় গ্রন্থে লিখেছেন.. নারীদেহ পুরাটাই সতর...

ইমাম নবওয়ী "আল-মিনহাজ" নামক কিতাবে লিখেছেনঃ নারীরা পরপুরুষের সামনে মুখ খুলবে না। পরিশেষে এবিষয়ে হানাফী মাযহাবের কিছু বিধান উল্লেখ করে আলোচনার ইতি টানতে চাই.. হানাফী মাযহাবের একটি প্রসিদ্ধ "মাতান" গ্রন্থ "মুখতাস্বার আল-কুদুরী" (মাযহাব বর্ণনার মূল কিতাবকে মাতান বলা হয়।) হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব "আল-হিদায়াহ" হচ্ছে মুখতাস্বার আল-কুদুরীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ। হানাফী মাযহাবের রীতিনীতি মতে মাতান গ্রন্থের গুরুত্ব ব্যাখ্যা গ্রন্থের চেয়ে বেশী আর ব্যাখ্যা গ্রন্থের গুরুত্ব ফতোয়ার কিতাবের চেয়ে বেশী। নিম্নে মুখতাস্বার আল-কুদুরী থেকে এবিষয়ের কিছু বিধান উল্লেখ করা হলো..

আইন ও বিধানঃ পুরুষের জন্য আজনবী (যাদেরকে বিয়ে করা স্থায়ীভাবে হারাম নয়) নারীর মুখমন্ডল ও কব্জা পর্যন্ত হাত দেখা বৈধ। তবে কামভাব এসে গেলে বিনা প্রয়োজনে মুখ দেখবে না।

- ❖ পুরুষ বিচারক কোনো নারীর বিচার করলে তার মুখমন্ডল দেখতে পারবে যদিও কামভাব এসে যায়।
- ❖ পুরুষ সাক্ষী কোনো নারীর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলে তার মুখমন্ডল দেখতে পারবে যদিও কামভাব এসে যায়।
- ❖ পুরুষ চিকিৎসক নারীর শরীরের রুগ্ন অংশ দেখতে (এবং স্পর্শ করতে) পারবে।
- ❖ এক পুরুষ অন্য পুরুষের নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত দেখবে না, বাকি অংশ দেখতে পারবে।
- ❖ মহিলারা পুরুষের এতোটুকু দেখতে পারবে যতটুকু অন্য পুরুষ দেখতে পারে।
- ❖ এক নারী অন্য নারীর নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত দেখবে না। বাকি অঙ্গ দেখতে পারবে।
- ❖ পুরুষ তার স্ত্রীর বা দাসীর সব দেখতে পারবে, এমনকি গোপনাঙ্গও দেখতে পারবে।
- ❖ মাহরাম পুরুষ তার মাহারিম (যাদের বিয়ে করা চিরতরে হারাম) নারীর মুখমন্ডল, মাথা, বুক (স্তনের উপরের অংশ), হাটুর নীচ ও বাহু দেখতে পারবে। তবে পিট, পেট, উরু দেখবে না।
- ❖ পুরুষের জন্য নারীর যে অঙ্গ দেখা বৈধ এটা স্পর্শ করাও বৈধ। (দেখুনঃ মুখতাস্বার আল-কুদুরী বৈধ অবৈধ অধ্যায়)
- ❖ আর মাহরাম পুরুষগণ নারীর মাথা, চুল, হাত, গলা, বুক (স্তনের উপরের অংশ), হাটু পর্যন্ত পা, ইত্যাদি দেখতে পারবে।

পর্যালোচনাঃ

- ❖ আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্টভাবে হিজাবের কথা বলা হয়েছে তাই হিজাব করা ফরজ। হিজাব না করলে মহাপাপ হবে এবং ওই নারী ফাসিক হয়ে যাবে আর হিজাবের বিধানকে অমান্য বা অবজ্ঞা করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যাবে।
- ❖ মুখ মন্ডল এবং হাত ঢেকে রাখার কথা বা খুলে রাখার কথা কোনোটাই আল-কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়নি

এবং ঢেকে রাখার ব্যাপারে মুতাওয়াতির মানের কোনো হাদীছও নেই তাই এটা ফরজ হবে না এবং এজন্য কাউকে বাধ্য করা বা সাজা দেওয়া যাবে না। তবে এব্যাপারে অনেক হাদীছে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাই ঢেকে রাখা উত্তম হবে।

- ❖ আল-কুরআনের বিশ্লেষণে যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এসবের অনেকটিতেই মুখ মন্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত খুলে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাই বিষয়টিকে মন্দকাজ হিসেবে উপস্থাপনের অবকাশ নেই।
- ❖ অধিকাংশ সাহাবী, তাবিয়ী' এবং ইমামগণের ভাষ্য মতেও মুখ মন্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত খুলে রাখা অনুমদিত। তাই বিষয়টি নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।
- ❖ কিন্তু পরবর্তীতে ফিতনাহ ফাসাদ বেড়ে যাবার কারণে আলীমগণ এবিষয়ে কঠিন থেকে কঠিন হয়ে পড়েছেন এবং কঠোর মতামত দিয়েছেন। আসলে এসবই সময়ের কারণে উলামা সমাজের পরামর্শ। তাই এগুলো মেনে চলা উত্তম হবে তবে ফরজ হবে না।

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾ وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّ اٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ؕ وَ لَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ مَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٣﴾

অধীনস্থদের বিয়ের ব্যবস্থা করা

৩২. তোমাদের (আজাদ ব্যক্তিদের) মাঝে এবং তোমাদের চরিত্রবান দাসদাসীদের মাঝে যারা সঙ্গীহীন (জীবন-যাপন করছে) তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করো (এটা অভিভাবক, সমাজ ও সরকারের দায়িত্ব।) যদিও তারা অভাবগ্রস্থ হয় তবুও (তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করো। মনে রেখো!) আল্লাহ তাদের অভাব মোচন করে দিতে পারেন আপন করুণায়। আল্লাহ মহা উদার, মহাজ্ঞানী। (অধীনস্থদের বিয়ের ব্যবস্থা করা মালিকের দায়িত্ব, সন্তানের বিয়ের ব্যবস্থা করা বাবা-মার দায়িত্ব, নাগরিকদের বিয়ের ব্যবস্থা করা সরকার ও সমাজের দায়িত্ব।)

৩৩. (আর্থিক বা সামাজিকভাবে অভাবের কারণে) যাদের বিয়ে করার সাধ্য নেই তারা যেন সংযম অব্যাহত রাখে যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের অভাব দূর করে দেন আপন করুণায়। তোমাদের দাসদাসীদের কেউ চুক্তি করে আজাদ হতে চাইলে তাতে যদি কল্যাণ মনে করো তবে চুক্তি করে ফেল এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ তাদেরকে দান (করে মুক্ত হতে সাহায্য) করো। তোমাদের যেসব দাসী সতীত্ব বজায় রাখতে চায় পার্থিব সম্পদের লিপ্সায় তাদেরকে যিনার পথে ঠেলে দিও না। আর কেউ তার দাসীকে যিনা করতে বাধ্য করলে জোরপূর্বক করানো কাজের জন্য (ওই দাসীর পাপ হবে না। আল্লাহ তাদের মাফ করে দেবেন) আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

জ্ঞাতব্যঃ আব্দুল্লাহ বিন উবাই মদীনার একজন নাম করা নেতা। আব্দুল্লাহ মুসলিম ছিল। নামায, যাকাত, রোজা,

সবই করতো। এমনকি রাসূল সাঃ এর সাথে অনেক যুদ্ধেও শরীক হত। কিন্তু তার কাছে ইসলামী বিধান বা নীতি আদর্শ তেমন গুরুত্ব পেত না। দুনিয়ার স্বার্থটাই তার কাছে বড় ছিল। সে তার দুই দাসীকে যিনার কাজে ব্যবহার করে টাকা রোজগার করতো, দাসীগণ সতীত্ব বজায় রাখতে চাইত, তারা যিনা করতে রাজি হত না, আব্দুল্লাহ তাদের প্রহার করে একাজে বাধ্য করতো। আব্দুল্লাহর দাসীগণ রাসূল সাঃ এর কাছে অভিযোগ করলে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। (কুরতুবী, মুসলিম)

সুতরাং বুঝা গেলঃ কোনো মালিক বা কোনো প্রতিষ্ঠান কাউকে পাপ কাজে বাধ্য করলে ভিকটিমকে রক্ষা করা এবং নিরাপত্তা দেয়া সরকার ও সমাজের দায়িত্ব।

পরিচিতিঃ এ সেই আব্দুল্লাহ যার জানাযা রাসূল পড়িয়েছেন, রাসূল সাঃ এর ব্যবহৃত কাপড় দিয়ে যাকে কাফন দেয়া হয়েছে। রাসূল সাঃ নিজ হাতে যাকে কবরে রেখেছেন। তাসত্ত্বেও তাকে মাফ করা হয়নি। সে এবং তার অনুসারীরা জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে বলে আল্লাহ আল-কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন। তার জানাযা থেকে ফিরে আসার পর রাসূল সাঃকে জানিয়ে দেয়া হয়েছেঃ তাদের কেউ মারা গেলে যেন আর জানাযা পড়তে না যান। এ ঘোষণার মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের জানাযা পড়া ও তাদের জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

আসলে এরা মুসলিম হলেও মুঅমিন নয়। ইসলামী পরিভাষায় এদের মুনাফিক বলা হয়। মনে রাখা আবশ্যকঃ মুসলিম তিন প্রকার। মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। এর মাঝে মুঅমিন জান্নাতী, মুনাফিক চির জাহান্নামী। আর ফাসিক জাহান্নামে গেলেও চির জাহান্নামী হবে না। ফাসিকদের জন্য শাফায়াত করা যাবে যদি আল্লাহ অনুমতি দেন। তবে মুনাফিক বা কাফিরের জন্য শাফায়াত করা যাবে না। (দেখুনঃ বাক্বারাহঃ ৭, সূরাহ মুঅমিনূন, সূরাহ মুনাফিকুন)

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٤﴾

আল-কুরআন

৩৪. (হে আমার মুঅমিন বান্দাগণ) আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াত (কিতাব) যাতে রয়েছে তোমাদের আগে অতিবাহিত হওয়া লোকদের অনেক দৃষ্টান্ত আর মুত্তাক্বীদের জন্য উপদেশ (সুস্পষ্ট জীবন বিধান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনেক তথ্য)

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣٥﴾ فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿٣٦﴾

আল্লাহর নূরের উপমা

৩৫. আল্লাহ হলেন আসমানসমূহ এবং যমীনের নূর। তাঁর নূরের উপমাঃ যেন একটি ঝাড়, তাতে আছে অনেকগুলো বাতি। প্রতিটি বাতিই কাঁচের ভিতর। প্রতিটি কাঁচ যেন উজ্জল নক্ষত্র, যা জ্বালানো হয়েছে বরকতময় যাইতুন গাছ (তেল) দিয়ে, যা প্রাচ্যেরও নয় পাশ্চাত্যেরও নয়। তেল (এত স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন) যেন আগুন স্পর্শ না করতেই জ্বলে উঠে। নূরের উপর নূর।

আল্লাহ তাঁর নূরের প্রতি হেদায়াত করেন যাকে খুশী। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দেন (যেন মানুষ সহজে বুঝতে পারে) আল্লাহ সর্ব বিষয়ে অবগত।

৩৬. (আল্লাহ যাদেরকে তাঁর দিকে ধাবিত করেন তারা) সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর তাসবীহ করে ওইসব ঘরে (মসজিদে) যেগুলোকে সমুন্নত রাখতে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন এবং যেগুলোতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়।

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ ﴿۳۷﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾

সৎলোকের পরিচয়

৩৭. সৎলোক তারাই ব্যবসা বাণিজ্য যাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে, সালাত কায়েম থেকে বা যাকাত আদায় থেকে বিরত রাখতে পারে না। তারা সেদিনকে ভয় করে যেদিন অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে।

৩৮. আল্লাহ তাদের সৎকাজের পরিপূর্ণ বদলা দেবেন এবং নিজের পক্ষ থেকে আরও বাড়িয়ে দেবেন। আল্লাহ যাকে খুশী বে-হিসাব দান করেন। (হে আল্লাহ! আমাকেও বেহিসাব দান করো।)

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّ وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۳۹﴾ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿۴۰﴾

কুফর করলে আমলে কী অবস্থা হয়

৩৯. আর যারা কুফর করে তাদের আ'মালসমূহ মরুভূমির মরীচিকার মত, যাকে পানি মনে করে কাছে গিয়ে পিপাসিত ব্যক্তি কিছুই পায় না। তবে কাফির সেখানে আল্লাহকে পাবে এবং তিনি তাকে পূর্ণ হিসাব বুঝিয়ে দেবেন। আল্লাহ খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

৪০. অথবা যেন ঘোর অন্ধকারময় গভীর সমুদ্র। চারদিক আচ্ছাদিত করে আছে ঘন মেঘমালা, (ঝড়ো হাওয়ার প্রভাবে) ঢেউয়ের পর ঢেউ (অন্ধকারকে আরও বাড়িয়ে তুলছে) অন্ধকারের উপর আরও অন্ধকার। হাত বের করলে হাত দেখা যায় না। আসলে আল্লাহ যাকে আলো দান করেননি তার তরে কোনো আলো নেই।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَ تَسْبِيْحَهٗ ؕ

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤١﴾ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٤٢﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ
يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ
جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ۭ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ
﴿٤٣﴾ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

আল্লাহর কুদরত

৪১. তুমি কী দেখো না? আসমানসমূহে এবং যমীনের যতকিছু আছে এর সকলেই, এমনকি (দুই) ডানা প্রসারিত করে উড়ন্ত পাখীও মহান আল্লাহর তাসবীহ করে। সবাই তাদের সালাত ও তাসবীহ সম্পর্কে অবগত। আল্লাহ জানেন তারা কি করে।

৪২. আসলে আসমানসমূহের এবং যমীনের সার্বিক মালিকানা একমাত্র আল্লাহর আর আল্লাহর কাছে-ই সকলের প্রত্যাবর্তন। (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে এ সূরার শেষের আয়াত দেখে নিন)

৪৩. তুমি কী দেখো না? আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালা এবং পরে এসবকে একত্রিত ও পুঞ্জীভূত করেন। তারপর এ থেকে নির্গত হয় বারিধারা যা তুমি দেখতে পাও। আকাশে অবস্থিত (মেঘের) পাহাড় থেকে তিনি (শিলা) বর্ষণ করেন যা অনেক ঠান্ডা হয়। তিনি এর দ্বারা আঘাত করেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন আর যাকে খুশী এসব থেকে বিরত রাখেন। (তিনি এসব থেকে তৈরি করেন বিজলী) এবং এ বিজলীর ঝলকে দৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার উপক্রম হয়।

৪৪. আল্লাহই দিন-রাত পরিবর্তন করেন। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ উক্ত আয়াতে পানিচক্র, বিজলী ও রাত-দিনের পরিবর্তন তথা সূর্যের দৈনিক গতির কথা আলোচনা করা হয়েছে। আর এসবের প্রতিটি বিষয়-ই বিজ্ঞানের একেকটি আলাদা বিষয়।

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ
مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ۭ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ۭ
وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٦﴾

বাহন ও পরিবহন

৪৫. আল্লাহ চলমান সবকিছু সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। এদের কোনটি পেটে ভর করে চলে, কোনোটি চলে দুই পায়ে, কোনোটি চলে চার পায়ে। আল্লাহ সৃষ্টি করেন/সৃষ্টি করবেন যা খুশী (যেমন খুশী) আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। (এ আয়াত থেকে নতুন প্রযুক্তি ও পরিবহনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।)

৪৬. নিশ্চয় আমিই নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াত (কিতাব বিধান) আল্লাহ যাকে খুশী পরিচালিত করেন সোজা পথে।

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿٤٩﴾ اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾

যারা নামায রোজায় ইসলাম মানে কিন্তু বিচার ও শাসন করে অন্য আইনে

৪৭. তারা (কিছু মুসলিমরা) বলে "আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছি, আমরা তাদের অনুগত"। তাসত্ত্বেও তাদের অনেকেই অন্যপথে ফিরে যায়। (কারণ) এরা মুঅমিন নয়,

৪৮-৪৯. বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন সুন্নাহর) প্রতি আহ্বান করা হলে এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর (কুরআন বা হাদীছে) ব্যক্তিগত ফায়দা হলে অনুগত হয়ে ছুটে আসে।

৫০. (এরা কেন এমন করছে?) তবে কি এদের অন্তরে রোগ, না এরা সন্দিহান, নাকি আল্লাহ ও রাসূল থেকে অবিচারের আশংকা করছে? আসলে এরাই অবিচারী (বিচার ও শাসন থেকে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে এরা মহা অবিচার করেছে।)

৫১. (যার অন্তরে ঈমান আছে সে এমন করতেই পারে না। কারণ) বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (শারীয়াহ আইনের) প্রতি আহ্বান করা হলে মুঅমিনদের কথা হবে একটাইঃ শুনলাম আর মেনে নিলাম। যারা এমন করে (শুধু তারাই মুঅমিন এবং) তারাই সফল।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিন হতে হলে..

- ❖ প্রথমে সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করতে হয়, এটা হলো ঈমানের পূর্বশর্ত
- ❖ ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে নৈতিক, আদর্শিক ও বিশ্বাসগতভাবে অটল ও অবিচল থাকতে হয়
- ❖ বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধিবিধান মেনে নিতে হয় এবং মেনে চলতে হয়।
- ❖ জীবনের কোনো বিষয়ে ইসলাম ছাড়া অন্যকিছু নীতিগতভাবে মেনে নিলে মানুষের নৈতিক, আদর্শিক ও বিশ্বাসগত বিচ্যুতি ঘটে এবং এতে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চিরজাহান্নামী। মুনাফিক।

কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজের অনেক মানুষ কিছু ইবাদাতের বেলায় আল্লাহর বিধান মেনে নিলেও রাজনীতি, সমাজনীতি, বিচার, শাসনসহ বাস্তব জীবনের অনেক বিষয়ে মানবরচিত কত দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা ও বিধানকে নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছে। উক্ত আয়াতে এদের কথাই বলা হয়েছে। এরা আসলে মুঅমিন নয়, মুনাফিক।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٥٢﴾

সফলতার পথ

৫২. যে (বা যারা বাস্তব জীবনে সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে) আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করলো, আল্লাহকে ভয় করলো এবং তাকওয়া অর্জন করলো (তথা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকলো) তারাই সফল।

وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٣﴾

মুনাফিকদের মিথ্যা কসম

৫৩. তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহর নামে পাক্কা কসম করে বলেঃ তুমি হুকুম করলে (যুদ্ধে) বের হবে। (তাদের) বলে দাওঃ (মিথ্যা) কসম করো না। বরং বিধি মোতাবেক আনুগত্য করাই (একমাত্র কল্যাণকর পথ।) তোমরা যা করো আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَ اِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ وَ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٥٤﴾

আনুগত্য

৫৪. (হে নবী! মানুষকে) বলে দাওঃ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো রাসূলের। তারা যদি (আনুগত্য) বিমুখ হয়ে যায় তবে (মনে রাখবে) রাসূলের উপর অর্পিত দায়িত্বের জবাবদিহিতা রাসূল করবে আর তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জবাবদিহিতা তোমাদেরকেই করতে হবে। আর (জেনে রাখো!) যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করবে কেবল সেই হেদায়াত পাবে (যে আনুগত্য করবে না সে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।) রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

আনুগত্য পরিচিতিঃ শারীয়াহ আইনের মূল বিষয় আনুগত্য। আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর, রাসূলের এবং কর্তা ব্যক্তিদের। তারমধ্যে..

- ❖ আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন, যে আনুগত্যের মূলভিত্তি দাসত্ব।
- ❖ রাসূলের আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৬৪)
- ❖ আর কর্তা ব্যক্তিদের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া মূলনীতির আওতাধীন থেকে।
- ❖ আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৫৯)
- ❖ ইসলামি আইন ও বিধান তৈরির মূল বিষয় যেহেতু আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য তাই আইন তৈরিতে আমরা স্বাধীন হলেও সার্বভৌম নয় আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া মূলনীতি মেনেই আইন বা বিধান তৈরি করতে হবে।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٥﴾

খেলাফতের প্রতিশ্রুতি

৫৫. আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেনঃ তোমাদের যারা ঈমান আনবে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করবে তিনি যমীনে তাদের খিলাফাহ (শাসন ক্ষমতা) দান করবেন যেমন দান করেছেন তোমাদের

পূর্ববর্তীদেরকে। তাদের জন্য দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন যে দ্বীনের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। তাদেরকে ভীতির বদলে দান করবেন নিরাপত্তা। সুতরাং তারা (যেন) শুধুই আমার ইবাদাত করে আর আমার সাথে শিরক না করে। এতদসত্বেও যে কুফর করলো তারা (সে ও তার অনুসারীরা) পাপিষ্ঠ।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ وَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَ لَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٥٧﴾

আনুগত্যের সুফল

৫৬. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। এতে তোমাদের উপর রহম করা হবে। (আনুগত্য সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৫৯)

৫৭. তোমরা মনে করো না কাফিররা এ পৃথিবীতে অপ্রতিরোধ্য হয়ে গেছে। (তাদের ধ্বংস অনিবার্য) তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, যা নিকৃষ্টতম আবাস।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَ حِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَ مِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۫ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ

اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٨﴾ وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٩﴾

একে অন্যের কক্ষে প্রবেশের বিধান

৫৮. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শুনো!) তোমাদের অধীনস্থ দাসদাসী/চাকর-চাকরানী আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েরাও তিন সময়ে (তোমাদের ঘরে বা কক্ষে প্রবেশ করতে) অনুমতি নেবেঃ ফজর সালাতের আগে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা (সাধারণ) পোশাক খুলে (ঘুমের পোশাকে আরাম করো) আর ঈশা সালাতের পর। এ তিন সময় তোমাদের একান্ত সময়। অন্য সময়ে (তারা যদি বিনা অনুমতিতে তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করে তবে) তোমাদের বা তাদের কোনো পাপ হবে না। (কারণ) তোমাদেরকে বারবার একে অপরের কাছে আসা যাওয়া করতে হয় (তাই সব সময় অনুমতি নেওয়াটা কঠিন হয়ে যাবে।) আল্লাহ এভাবেই তার বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী।

৫৯. শিশুরা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেলেও অনুমতি নেবে যেমন আগে নিত। আল্লাহ এভাবেই তার বিধান (স্পষ্ট করে) বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী।

আদব ও আখলাকঃ কারো ঘরে বা কক্ষে প্রবেশের আগে অনুমতি নিতে হয়, এটা হলো সামাজিক শিষ্ঠাচার। বিশেষ করে মানুষ যখন বিছানায় আরাম করে বা আরাম করতে যায় তখন বিষয়টির গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। তাই অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েরা এবং কাজের লোকেরা ওই সময় অনুমতি নিয়েই প্রবেশ করবে। আর অনুমতি নেয়ার একটি মাধ্যম হতে পারে সালাম। বিনা সালামে বা বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করা অন্যায়। মনে রাখবেঃ মানুষ সব সময় ভালো অবস্থায় থাকে না। তাই চলে যেতে বলা হবে চলে আসবে।

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٦٠﴾

বৃদ্ধা নারীর উপর হিজাব ফরজ নয়

৬০. আর বৃদ্ধা নারী; যাদের যৌন মিলনের চাহিদা থাকে না (তাদের উপর হিজাব ফরজ নয়।) তারা (হিজাব না করে) কাপড় (বহির্বাস) খুলে রাখলে পাপ হবে না, যদি এটা সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য না হয়। তবে শালীন পোশাকে থাকাই তাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

যেসব ঘর থেকে খাওয়া অনুমোদিত

পটভূমিঃ ইবন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, যখন নাযিল হলো "মুঅমিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষন করো না" (বাকারাহঃ ১৮৮) তখন মুসলিমগণ মনে করলেনঃ আল্লাহ অন্যের সম্পদ ভক্ষণে নিষেধ করেছেন। তারা অন্যের ঘরে খাওয়া থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। (কুরতুবী) এতে নাযিল হলো..

৬১. অন্ধের জন্য অসুবিধা নেই (সে অন্যের ঘরে খেতে পারবে) লেংড়ার জন্য অসুবিধা নেই (সেও অন্যের ঘর থেকে খেতে পারবে) রোগীর জন্য অসুবিধা নেই (সেও অন্যের ঘর থেকে খেতে পারবে, কারণ যেহেতু এরা কাজ করতে সক্ষম নয়। তাই এদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সমাজ ও সরকারের উপর।) আর তোমাদেরও (যাদের এমন প্রতিবন্ধকতা নেই তাদেরও) অসুবিধা নেই, তোমরা (পূর্ব অনুমতি ছাড়া) নিজের ঘর থেকে খেতে পারবে, অথবা তোমাদের বাবার ঘর, তোমাদের মায়ের ঘর, তোমাদের ভাইয়ের ঘর, তোমাদের বোনের ঘর, তোমাদের চাচার ঘর, তোমাদের ফুফুর ঘর, তোমাদের মামার ঘর, তোমাদের খালার ঘর, অথবা যে ঘরের চাবি তোমাদের দায়িত্বে রয়েছে, বা বন্ধুর ঘর থেকে (খেতে পারবে। এসব ঘর থেকে খেলে পাপ হবে না।) তোমরা (পরিবারের সবাই মিলে) একত্রে খাও বা আলাদা আলাদা, এতেও কোনো পাপ নেই। তোমরা ঘরে প্রবেশ কালে পরস্পরকে সালাম করবে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতময় পবিত্র অভিবাদন। আল্লাহ তার বিধানকে এভাবেই বর্ণনা করেন যেন তোমরা বুঝতে পার। (এবং মেনে চলো)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٢﴾

মজলিসের আদব

৬২. মুঅমিন শুধু তারাই যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, সমষ্টিগত কাজে রাসূলের সঙ্গে একত্রিত হলে বিনা অনুমতিতে বেরিয়ে যায় না। যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে তারা (রাসুলের মজলিস থেকে) বাইরে যেতে অবশ্যই অনুমতি নেবে। আর (হে নবী!) তারা অনুমতি চাইলে তোমার ইচ্ছা হলে অনুমতি দিও। (আর হে মুঅমিনগন) তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। আল্লাহ গাফুর, রাহীম। (কোনো বৈঠক থেকে বাইরে যেতে হলে অনুমতি নিতে হয়। এটা হলো বৈঠকের আদব।)

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

বেয়াদবের পরিণতি

৬৩. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা রাসূলের আহ্বানকে পরস্পরের আহ্বানের মত মনে করো না। আল্লাহ জানেন তোমাদের কে (অনুমতি না নিয়ে বৈঠক থেকে) চুপি চুপি সরে পড়ে। আল্লাহর হুকুম অমান্যকারীরা যেন সাবধান হয়ে যায়। নতুবা তাদের উপর চেপে বসবে বিপর্যয় অথবা তাদের গ্রাস করবে কঠিন আযাব।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ؕ وَ يَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র আল্লাহর

৬৪. শুনো! আসমানসমূহে এবং যমীনে যা কিছু আছে এসবকিছুর সার্বিক মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। তিনি জানেনঃ তোমরা কিসের (কোন আদর্শের) উপর বিদ্যমান। সেদিন সবাই তাঁর কাছে ফিরে যাবে। তিনিই দেবেন সকলের কর্মফল। আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- ❖ যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হলো সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বিক ও সার্বভৌম।

সূরাহ ফুরক্বান ২৫ الفرقان سورة

ফুরক্বান অর্থ পার্থক্যকারী। ভালোমন্দের পার্থক্যকারী নীতিমালা ও সক্ষমতাকে ফুরক্বান বলা হয়। সূরাহটি মাক্কী। সুরাহ ইয়াসীনের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৭৭টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ﴿١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহ'মানি-র-রাহী'ম

ফুরক্বান

১. মহীয়ান সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দার (মুহাম্মাদ সাঃএর) উপর ফুরক্বান নাযিল করেছেন, যেন সে জগতবাসীর জন্য সাবধানকারী (রাসূল) হতে পারে।

জ্ঞাতব্যঃ ফুরক্বান অর্থ পার্থক্যকারী, যে নীতিমালা দিয়ে সত্য মিথ্যা এবং ভালো-মন্দের মাঝে সঠিক ও নিপুণভাবে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় একে ফুরক্বান বলা হয়। উক্ত আয়াতে আল-কুরআনকে ফুরক্বান বলা হয়েছে। নিপুণভাবে ভালো মন্দ নির্ণয়ের জন্য আল-কুরআনের বিকল্প নেই। মানবরচিত বই বা সংবিধান অনেক ভালোকে মন্দ এবং অনেক মন্দকে ভালো বানিয়ে ফেলে। প্রকৃতপক্ষে ভালো-মন্দ নির্ণয়ের সঠিক মানদন্ড হলো ওহী ভিত্তিক নীতিমালা, যার মূল উৎস আল-কুরআন।

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ﴿٢﴾

আল্লাহর মালিকানা ও সৃষ্টির পরিমাণ নির্ধারণ

২. আসমানসমূহ এবং যমীনের সকল কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের তিনিই মালিক। তিনি সন্তান গ্রহণ করেননি। কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করে (সকল বিষয়ে) পরিমাণ নির্ধারন করে দিয়েছেন। (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাহঃ ৪)

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ وَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا وَّ لَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّ لَا حَيٰوةً وَّ لَا نُشُوْرًا ﴿٣﴾

খোদার গুণাগুণ

৩. তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে খোদা মনে করে এরা কিছুই সৃষ্টি করেনি বরং এরা নিজেরাই

অন্যের সৃষ্টি, এরা তাদের নিজেরই কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না, কারো জীবন-মরণ বা পুনরুত্থানেও এরা সক্ষম নয়। (খোদা হতে হলে সৃষ্টিকর্তা হতে হয়। সুতরাং কোনো সৃষ্টি কখনো খোদা হতে পারে না।)

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ افْتَرٰىهُ وَ اَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّ زُوْرًا ﴿٤﴾ وَ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ﴿٥﴾ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٦﴾ وَ قَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ۭ لَوْ لَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ﴿٧﴾ اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ۭ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿٨﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩﴾ تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَاۗءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿١٠﴾

কাফিরদের উত্থাপিত নানা প্রশ্ন এবং এর উত্তর

৪. যারা কুফর করে তারা বলেঃ এ কুরআন মনগড়া, মুহাম্মাদ এটা বানিয়ে নিয়েছে এবং এ ব্যাপারে অন্যরা তাকে সাহায্য করছে। (যারা এমন বলছে) তারা অবশ্যই পাপাচার ও মিথ্যাচার করছে।

৫. তারা বলেঃ এসব অতীতের রূপকথা, মুহাম্মাদ এসব লিখিয়ে নেয়। কারণ সকাল সন্ধ্যা তার কাছে এসব পাঠ করা হয়।

৬. (তাদের) বলে দাওঃ আসলে তিনিই এসব নাযিল করেছেন যিনি আসমানসমূহ এবং যমীনের গোপন বিষয়েও অবগত। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

৭-৮. (রাসূলের উপর আপত্তি উত্থাপন করে) তারা বলেঃ এ কেমন রাসূল? খানা খায়, বাজারেও যায়। (সে যদি সত্য রাসূল হত তবে) তাকে নিরাপত্তা দেবার জন্য কেন ফেরেস্তা সঙ্গে থাকে না? অথবা তাকে ধনভান্ডার দেয়া হলো না কেন, কেন তার নিজস্ব কোনো বাগান নেই যেখান থেকে তার খাদ্য সরবরাহ হত? পাপিষ্ঠরা (মুঅমিনদের) বলেঃ তোমরা এমন এক ব্যক্তির অনুকরণ করছ যে কান্ডজ্ঞানহীন।

৯. (মুহাম্মাদ সা.কে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলছেন) লক্ষ্য করোঃ তারা কীভাবে তোমাকে উপস্থাপন করে? এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায় এবং আর কোনো পথ খুঁজে পায় না।

১০. মহীয়ান সেই সত্ত্বা যিনি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম বাগান দান করবেন তার পছন্দমত, যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহর। আর দান করবেন কত প্রাসাদ।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَ اَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١١﴾ اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيْرًا ﴿١٢﴾ وَ اِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿١٣﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّ ادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٤﴾

কুফরের পরিণাম

১১-১২. বস্তুত তারা কিয়ামত অস্বীকার করে। আর যারা কিয়ামত অস্বীকার করে আমি তাদের জন্য তৈরি রেখেছি জ্বলন্ত আগুন। যে আগুন দূর থেকে তাদের প্রত্যক্ষ করবে, তারাও এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার শুনতে পাবে।

১৩-১৪. তাদেরকে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ করে জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে ফেলা হবে, তখন তারা ধ্বংস কামনা করবে। (তখন বলা হবে) একবার কেন, আজ অনেক অনেক বার ধ্বংস কামনা করো (এতে কোনো কাজ হবে না)

قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّ مَصِيْرًا ﴿١٥﴾ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ؕ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔوْلًا ﴿١٦﴾ وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَ مَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿١٧﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَ لٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَ اٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَ كَانُوْا قَوْمًۢا بُوْرًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّ لَا نَصْرًا ۚ وَ مَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ﴿١٩﴾

জাহান্নামের আযাব

১৫. (হে নবী! তাদের) জিজ্ঞেস করোঃ ওইটা (জাহান্নামের আযাব) উত্তম, না কি চিরস্থায়ী জান্নাত ? যার প্রতিশ্রুতি মুত্তাক্বীদের দেয়া হয়েছে। আসলে এটাই হবে তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল। (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে তাকে মুত্তাক্বী বলা হয়)

১৬. সেখানে তারা যা চাইবে তাই পাবে, তারা চিরকাল সেখানে থাকবে। (এটাই প্রভুর প্রতিশ্রুতি) আর প্রতিশ্রুতি পূরণ করা প্রভুর দায়িত্ব।

১৭. (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে সেদিন) যেদিন তিনি পাপিষ্ঠদের একত্রিত করবেন, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা খোদা মানতো তাদেরকেও (জমা করবেন। তারপর) জিজ্ঞেস করবেনঃ তোমরা আমার বান্দাদের বিভ্রান্ত করেছিলে? না কি তারা নিজেরাই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল?

১৮. তারা (মনগড়া খোদারা) বলবেঃ আপনি মহীয়ান, আপনি ছাড়া আমাদের আর কোনো ওয়ালী (আসল অভিভাবক/মিত্র) নেই। আপনি এদেরকে এবং এদের বাপদাদাকে অনেক কিছু দিয়েছিলেন। কিন্তু এরা আপনার যিকর (বিধান) ভুলে গিয়েছিল। আসলে এরা নিজেরাই মন্দ ছিল। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

১৯. (সুতরাং হে অবাধ্যের দল!) আজ তোমরা যা বলছো (সেদিন) তারা (তোমাদের মনগড়া খোদারা) এসব অস্বীকার করবে। তোমরা (আল্লাহর আযাব থেকে) বাঁচতে পারবে না এবং তোমাদেরকে কোনো সাহায্যও করা হবে না।

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿٢٠﴾

২০. (হে মুহাম্মাদ!) তোমার আগে যত রাসূল পাঠিয়েছি তারা সবাই খাদ্য গ্রহণ করতো এবং বাজারেও যেত। আসলে আমি তাদের কাউকে কারো জন্য ফিতনাহ স্বরূপ বানিয়েছি। (সুতরাং হে মানুষ!) তোমরা কি (তাদের প্রপাগান্ডায় কান দিয়ে দ্বীন থেকে সরে যাবে, নাকি দ্বীনের উপর) অবিচল থাকবে? (তোমরা তাদের কথায় কান দিও না। বরং দ্বীনের উপর অবিচল থাকো) তোমার প্রভু সব প্রত্যক্ষ করছেন।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾

কাফিরদের অহেতুক উক্তি এবং এর জবাব

২১. যারা আমার সাক্ষাৎ (আখেরাত) প্রত্যাশা করে না তারা বলেঃ আমাদের কাছে ফিরিস্তা পাঠানো হলো না কেন? কেন প্রভু আমাদের সামনে হাজির হলেন না? (তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলছেন) আসলে তারা নিজেকে খুব বড় মনে করছে এবং চরমভাবে সীমালঙ্ঘন করছে।

২২. পাপিষ্ঠরা যেদিন ফিরিস্তা দেখে ফেলবে সেদিনটি তাদের জন্য শুভ হবে না। (কারণ ফিরিস্তা আসবে আযাব নিয়ে। সেদিন) তারা বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করবে।

২৩. (অনেক মানুষ এমন আছে যাদের ঈমান নেই, তবুও জীবনে অনেক ভালো কাজ করে। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছেঃ সেদিন) তাদের সৎকাজের দিকে মনোনিবেশ করব এবং এগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (কারণ আমল ও ইবাদাত ফলপ্রসু হবার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। এসব শর্ত সম্পর্কে জানতে দেখুন ত্বাহা ১১২)

২৪. সেদিন জান্নাতীদের আবাস হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থান হবে মনোরম।

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ؕ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾

কিয়ামত ও বিচার দিবস

২৫. সেদিন (কিয়ামতের দিন) আসমান ভেঙ্গে মেঘমালায় পরিণত হবে আর (বিচার দিনে) ফিরিস্তা নেমে আসবে দলে দলে।

২৬. সেদিন যথাযথ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব হবে শুধুই রাহমানের আর কাফিরদের জন্য দিনটি হবে বড়ই কঠিন।

২৭-২৯. পাপিষ্ঠ ব্যক্তি সেদিন (অপমানে) হাত কামড়াবে, বলবেঃ হায় হায়! যদি রাসূলের সঙ্গী হয়ে তার আদর্শ আঁকড়ে থাকতাম। আফসোস! অমুক ব্যক্তিকে যদি বন্ধু না বানাতাম। আমার কাছে যিকর (দ্বীন) আসা সত্ত্বেও সে আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। আসলে শয়তান মানুষকে প্রতারিত করে (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣٠﴾

উম্মতের বিরুদ্ধে রাসূলের অভিযোগ

৩০. (সেদিন উম্মতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে) রাসূল বলবেঃ হে রাব্ব! আমার জাতি এ কুরআনকে মাহজুর (পরিত্যাজ্য, যার আইন ও বিধান বাস্তবে মানা হয় না) করে রেখেছিল (তুমি এর বিচার করো)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿٣١﴾

নবী এবং নবীর দ্বীনের দুশমন কারা হয়

৩১. আমি এভাবেই কিছু পাপিষ্ঠকে নবীদের দুশমন বানিয়ে দেই। আর হেদায়াতকারী ও সাহায্যকারী হিসেবে তোমার প্রভুই যথেষ্ট।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿٣٣﴾ اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٣٤﴾

কুরআন কেন একত্রে নাযিল হলো না

৩২. যারা কুফর করে তারা বলেঃ কুরআন কেন এক সাথে নাযিল হলো না (যেমন নাযিল হয়েছে তাওরাত যাবুর ও ইনজীল। এ প্রশ্নের জবাবে মহান আল্লাহ বলছেন আমি এ কুরআনকে) এভাবে ধীরে ধীরে নাযিল করেছি তোমার অন্তরকে সুসংহত করার জন্য।

৩৩. তারা (তোমার বিরুদ্ধে) কিছু উপস্থাপন করলে আমি এর সঠিক সমাধান এবং সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়ে দেই। (তখন তাদের বলার আর কিছুই থাকে না।)

৩৪. (পরকালে) যাদেরকে মুখের উপর ভর করিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে এরাই চরম বিভ্রান্ত এবং এদের অবস্থান-ই নিকৃষ্ট।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ পরকালে পাপিষ্ঠরা মুখের উপর ভর করে চলবে। তখন তাদের পা থাকবে উপরের দিকে, এটা তাদের জন্য সাজা ও লাঞ্ছনা।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا اذْهَبَاۤ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿٣٦﴾

মূসা আ. ও অবাধ্য জাতি

৩৫-৩৬. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি আর তার ভাই হারূনকে তার সহকারী বানিয়ে তার সঙ্গী করে দিয়েছি এবং বলেছিঃ ওই জাতির কাছে যাও যারা আমার বিধান অমান্য করে চলে। (মূসা আসার পর তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে) তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি।

وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣٧﴾ وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًۢا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۪ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿٣٩﴾

অবাধ্য জাতির উপর আল্লাহর আযাব

৩৭. আর নূহের জাতি যখন (তাদের কাছে প্রেরিত) রাসূলকে অমান্য করলো আমি তখন তাদেরকে (বানের পানিতে) ডুবিয়ে মেরে মানুষের জন্য শিক্ষনীয় নিদর্শন বানিয়েছি, (এটা হলো দুনিয়ার সাজা। আর আখেরাতে) পাপিষ্ঠদের জন্য তৈরি করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

৩৮-৩৯. আদ, ছামূদ, "রাস" এর অধিবাসীসহ আরও অনেক জাতিকে (একই কারণে ধ্বংস করেছি) এবং শিক্ষনীয় নমুনাস্বরূপ এসব (ঘটনাকে) সবার কাছে বর্ণনা করেছি, (তাসত্ত্বেও অনেক জাতি একই পথে চলেছে। ফলে) তাদেরকেও নির্মূল করে দিয়েছি।

وَ لَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ؕ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ﴿٤٠﴾ وَ اِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ﴿٤١﴾ اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْ لَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ؕ وَ سَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾ اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿٤٣﴾

হাওয়ার অনুকরণ

৪০. এরা (আরবের কাফিররা) ওই এলাকা (মৃত সাগরের পাশ) দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করে, আমি যেখানে অশুভ বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, এরা কি এসব দেখে না? আসলে এরা পরকালের তোয়াক্কাই করে না।

৪১-৪২. তোমাকে দেখলে এরা উপহাস করে (বলে) "আল্লাহ কি ওই ব্যক্তিকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন? সে তো আমাদেরকে নিজ নিজ খোদা থেকে বিচ্যুত করেই ফেলছিল, যদি আমরা অবিচল না থাকতাম"! (এসব উক্তির প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলছেন) অচিরেই এরা জানতে পারবে যখন প্রত্যক্ষ করবে আযাব; কে সঠিক (পথে আছে। আর কে ওই) পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

৪৩. তুমি কি ওই ব্যক্তি সম্পর্কে ভেবে দেখেছো? যে তার "হাওয়া"কে (মনগড়া নীতিকে) খোদা বানিয়ে নিয়েছে? তুমি কি তাকে রক্ষা করতে পারবে?

হাওয়া পরিচিতিঃ হাওয়া অর্থ মনগড়া। আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য সকল পথ ও মতকে "হাওয়া" বলা হয়। বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান না মেনে মনগড়া পথে চলার অর্থই হলো হাওয়াকে খোদা মেনে নেওয়া, যা সুস্পষ্ট শিরক। আল কুরআনে মনগড়া মতবাদ এবং মনগড়া বিধানকে "হাওয়া" বলা হয়েছে। আমাদের সমাজে বিষয়টি "ইত্তেবায়ে হাওয়া" "মনগড়া জিন্দেগী" "নফসের গোলামী" ইত্যাদি নামে খ্যাত। নানা জনে নানান পদ্ধতিতে কাজটি করে থাকে। যেমনঃ

- একাজে সব চেয়ে বেশী অগ্রগামী নাস্তিকরা, তারা আল্লাহ ও রাসূলের নীতি আদর্শ বাদ দিয়ে কিছু মানুষের মনগড়া থিউরী মেনে চলে।
- কিছু মানুষ মুক্তমনা বা মুক্ত চিন্তার নামে সীমালঙ্ঘন করে মনগড়া থিউরী মেনে এ পথে ধাবিত হয়। অথচ মুক্তমনা বা মুক্ত চিন্তার ব্যাপারে সবচেয়ে উদার নীতিমালা দিয়েছে ইসলাম কিন্তু সবকিছুরই একটা সীমা রয়েছে।
- কিছু মানুষ স্যাকুলারিজম, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি মানবরচিত ইজম ও মতবাদ মেনে চলেন। এটাও হাওয়ার অনুকরণ।
- কিছু মানুষ মসলক বা মিনহাজের নামে সীমালঙ্ঘন করে কুরআন হাদীছে বর্ণিত মৌলিক নীতিমালা ডিঙ্গিয়ে মনগড়া তরিকা গ্রহণ করে থাকেন, এসবও হাওয়ার অনুকরণ।

আমাদের আবেদনঃ আখেরাত প্রত্যাশী মুসলিম ভাইবোনদের প্রতি আমাদের বিশেষ আবেদনঃ বিষয়টি নিয়ে ভাবুন, মসলক, মিনহাজ বা তরিকা মানারও একটা সীমা রয়েছে। এ সীমারেখা মেনে চলুন। কোনো অবস্থাতেই সীমালঙ্ঘন করবেন না। সীমালঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না।

- যারা পীর আউলিয়ার নামে কুফর শিরক ও বিদয়াতে ডুবে রয়েছেন, আপনারা দয়া করে কুরআন হাদীছ

অনুসন্ধান করে নিজেদের ভুল শুধরে নিন।

- ❖ যারা হক্কানিয়তের নামে বিদয়াত আর মনগড়া তরিকা নিয়ে পড়ে আছেন, আপনারাও একটু ভাবুন, নিজেদের দোষত্রুটিগুলো শুধরে নিন।
- ❖ যারা সহীহ আক্বীদাহর নামে অনেক মুসলিমের প্রতি বিদ্বেষী মন মানসিকতা নিয়ে অনেক সহীহ হাদীছ এবং সাহাবাদের মতামতকে অবজ্ঞা করছেন, উম্মাহর ঐক্য, ইসলামী খিলাফাহ ও আল্লাহর পথে ক্বিতালের সরাসরি বিরোধিতা করে মুনাফিকদের আনুগত্য করছেন, আপনারাও একটু ভাবুন, নিজেদেরকে একটু উদার ও উন্মুক্ত করুন। সকল সাহীহ হাদীছ, সাহাবাদের থেকে সাহীহ সনদে প্রমাণিত সকল মতামত এবং মুফাসসীর ঈমামগণের দলীলভিত্তিক সকল অভিমত মেনে নেওয়ার মত উদার মন মানসিকতা গঠন করুন এবং মুসলিম দুনিয়ার যেসব নেতা ও সরকার কাফিরদের ওয়ালী হিসেবে কাজ করছে তাদের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকুন। শুধু মযহব বা মযহবী আলিমদের বিরুদ্ধে সাহীহ হাদীছকে সীমাবদ্ধ না রেখে জাতির ঐক্য, খিলাফাহ আর দ্বীন কায়েমের ব্যাপারেও সাহীহ হাদীছ মেনে চলুন। এসব ব্যাপারেও সাহীহ আক্বীদাহ পোষণ করুন। এসব ব্যাপারেও কুফর শিরক অনুসন্ধান করুন।

  পীর আউলিয়া, হক্কানিয়ত, সহীহ আক্বিদাহ, যে নামেই হক না কেন উম্মতের ঐক্য ভঙ্গ করা, দলবাজি বা দলাদলি করা, সমমানের সকল হাদীছকে সমান ভাবে না মানা, খিলাফত ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহকে অবজ্ঞা করা মোটেই হক্কানিয়ত বা সহীহ আক্বীদাহ হতে পারে না। তাই বিষয়টি নিয়ে ভাবুন, দলগত প্রতিহিংসা পরিহার করুন, মুসলিম উম্মাহকে উম্মাহ হিসেবে দেখুন, নিজের দল মসলক ও মিনহাজের উপর উম্মাহর ঐক্যকে প্রাধান্য দিন। অন্য দল, অন্য মসলক বা অন্য মিনহাজের ভাইবোনদেরকেও উম্মতের একজন হিসেবে গ্রহণ করুন, তাদের ভুলগুলো সুন্দরভাবে ধরিয়ে দিন, তাদেরকে প্রতিপক্ষ বা শত্রু হিসেবে না দেখে উম্মতের এক ভাই হিসেবে দেখুন।

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

পশুর মত মানুষ

৪৪. তুমি কি মনে করোঃ এরা শুনে বা বুঝে? আসলে এদের অনেকেই পশুর মত বরং এর চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট।

৪৫. তুমি কি দেখো না? তোমার প্রভু কিভাবে ছায়াকে সম্প্রসারিত করেন? তিনি চাইলে এটাকে স্থির করে রেখে দিতেন। আমি সূর্যকে এসবের দলীল বানিয়েছি।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ আলোর বিপরীতে কোনো কঠিন পদার্থকে দাঁড় করালে এর ছায়া হয়। আর ছায়াটি স্থির থাকে, তবে ছায়া তখন-ই সম্প্রসারিত ও সংকুচিত হয় যখনই আলোকবর্তিকাটি ঘূর্ণায়মান হয় বা চলমান হয়। এখানে ছায়ার সম্প্রসারণ বলে আসলে সূর্যের ঘূর্ণায়মান বা সূর্যের গতি বুঝানো হয়েছে।

৪৬. তারপর (এক সময়) এটাকে (ছায়াকে) সহজভাবে গুটিয়ে আনি।

وَ هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِبَاسًا وَّ النَّوْمَ سُبَاتًا وَّ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿٤٧﴾ وَ هُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ الرِّیٰحَ بُشْرًۢا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿٤٨﴾ لِّنُحْیِیَ بِهٖ بَلْدَةً مَّیْتًا وَّ نُسْقِیَهٗ مِمَّا خَلَقْنَاۤ اَنْعَامًا وَّ اَنَاسِیَّ كَثِیْرًا ﴿٤٩﴾ وَ لَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَیْنَهُمْ لِیَذَّكَّرُوْا فَاَبٰۤی اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٥٠﴾ وَ لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِیْ كُلِّ قَرْیَةٍ نَّذِیْرًا ﴿٥١﴾

আল্লাহর কুদরত

৪৭. তিনি রাতকে বানিয়েছেন তোমাদের জন্য আবরণ, ঘুমকে বিশ্রাম আর দিনকে বানিয়েছেন জেগে উঠার সময়। (রাতে ঘুমানো আর দিনে কাজ করাই সৃষ্টিগত ভাবে মানুষের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা। অন্যকিছু করলে স্বাস্থ্যগত অনেক ক্ষতি হয়)

৪৮. তিনি (আল্লাহ) রহমতের (বৃষ্টির) আগে প্রবাহিত করেন সুসংবাদবাহী (ঠান্ডা) বাতাস। আর আমি (আল্লাহ) আকাশ থেকে বর্ষণ করি বিশুদ্ধ পানি, (একই আয়াতে প্রথমে তিনি আর পরে আমি। এভাবে পরিবর্তন করাকে আরবী ব্যাকরণে বলা হয় "ইলতিফাত"। এমন ইলতিফাতের মাঝে অনেক হিকমাহ ও মর্ম নিহিত থাকে। যা আরবী ব্যাকরণের "বালাগাহ" পাঠে এবং বিস্তারিত তাফসীরে বুঝানো হয়।)

৪৯. যে পানি দিয়ে আমি মৃত জনপদকে জীবিত করি আর আমার সৃষ্টি পশুপাখি এবং অনেক মানুষকে পান করাই।

৫০. আমি (আল্লাহ) একই বিষয় বারবার বর্ণনা করি যেন তারা গ্রহণ করে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফর ছাড়া কিছুই গ্রহণ করতে চায় না।

৫১. আমি ইচ্ছা করলে (মুহাম্মাদকে বিশ্বনবী না বানিয়ে) প্রতিটি জনপদে একজন করে রাসূল পাঠাতাম (কিন্তু এমন করেছি যেন বিশ্বের মানুষ ঐক্যবদ্ধ থাকে। ইসলামী সমাজ নীতির এ ইউনিক ফর্মুলার নাম খিলাফাহ, যা রাসূল সাঃ এর থেকে শুরু করে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত বলবত ছিল। (এ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন সূরাহ মুঅমিনূনঃ ৫২)

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِیْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِیْرًا ﴿٥٢﴾

সংগ্রাম করতে হবে আল-কুরআনের বাতানো পথে

৫২. সুতরাং (সাবধান! জীবনের কোনো ক্ষেত্রে) কাফিরদের অনুকরণ করো না, বরং (জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনকে মেনে নাও এবং) এ কুরআন নিয়ে (আল-কুরআন এর বিধান মেনে, আল-কুরআন এর বিধান মত এবং আল-কুরআন এর বিধান নিয়ে) তাদের সাথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করো।

وَ هُوَ الَّذِیْ مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَ جَعَلَ بَیْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٥٣﴾

দুই সাগরের মাঝের অন্তরায়

৫৩. তিনিই প্রবাহিত করেছেন (বিপরীত ধরনের) দুটি স্রোতধারা, একটি সুপেয় মিষ্টি আর অন্যটি লবণাক্ত উষ্ণ এবং উভয় (স্রোত) এর মাঝে নির্ধারণ করেছেন অভেদ্য অন্তরায়।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿٥٤﴾

বীর্য

৫৪. আর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন পানি (বীর্য) থেকে তারপর ঠিক করে দিয়েছেন রক্ত সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্ক, তোমার প্রভু সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

আইন ও বিধানঃ এ আয়াতে এবং আরও অনেক আয়াতে বীর্যকে পানি বলা হয়েছে। এছাড়া আল-কুরআনের কোথায় স্পষ্টভাবে বীর্যকে অপবিত্র বলা হয়নি এমনকি রাসূল সা. থেকে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীছেও স্পষ্ট করে বীর্যকে অপবিত্র বলা হয়নি এবং এ ব্যাপারে সাহাবাদের কোনো ইজমা ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই বিষয়টি নিয়ে ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে দ্বিমত পাওয়া যায়। ইমাম শাফিয়ী' ও ইমাম আহমাদ বাহিঃ বীর্যকে পবিত্র বলেছেন যদিও বীর্য বের হলে গোসল ফরজ হয়ে যায়। আর ইমাম আবু-হানীফাহ ও ইমাম মালিক রাহিঃ বীর্যকে অপবিত্র বলেছেন। তবে ইমাম মালিকের মতে বীর্য না ধুলে পাক হবে না আর ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ এর মতে কাপড়ে বা শরীরে তরল বীর্য লেগে থাকলে ধোয়ে পাক করতে হবে আর বীর্য শুকিয়ে গেলে আর ধোঁয়া লাগবে না বরং রগড়ে নিলেই পাক হয়ে যাবে।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ؕ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ﴿٥٥﴾

কাফিরের স্বভাব

৫৫. তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের ইবাদাত করে; এরা লাভ ক্ষতি কিছুই করতে পারে না। কাফির ব্যক্তি প্রভুর বিরুদ্ধে (অপশক্তিকে) সাহায্য করে থাকে।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٥٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ؕ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ﴿٥٨﴾

ভরসা করতে হবে শুধুই আল্লাহর উপর

৫৬. (হে নবী!) আমি তোমাকে পাঠিয়েছি শুধুই সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসেবে (তোমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেয়া)

৫৭. বলো! আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাচ্ছি না, (আমি শুধু চাই তোমাদের) যার ইচ্ছা সে যেন প্রভুর পথকে জীবন পথ হিসেবে গ্রহণ করে।

৫৮. সুতরাং তুমি ভরসা করবে চিরঞ্জীব সত্ত্বার উপর যার মৃত্যু নেই আর তাঁর প্রশংসার তাসবীহ করবে। বান্দার পাপের হিসাব রাখতে তিনিই যথেষ্ট।

الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ۛ اَلرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِیْرًا ﴿۵۹﴾

আল্লাহ ইস্তিওয়া করেছেন আরশে

৫৯. যিনি আসমানসমূহ, যমীন এবং মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে (তথা ছয়টি ধাপে), তারপর ইস্তিওয়া করেছেন আরশে। তিনি রাহমান, তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো জ্ঞানীদেরকে।

আল্লাহ্ কোথায়ঃ ইস্তিওয়া অর্থ অধিষ্ঠিত হওয়া, বসা, আসন গ্রহণ করা, ইত্যাদি। তবে আল্লাহ কিভাবে আরশে ইস্তিওয়া করেছেন তা আমাদের জানা নেই। আসলে আল্লাহ কোথায়? এ ব্যাপারে জানতে হলে নিম্নের আয়াতসমূহ বুঝতে হবে।

- ❖ এখানে বলা হয়েছেঃ রাহমান আরশে ইস্তিওয়া করেছেন।
- ❖ সূরাহ রা'দের ২য় আয়াতেও বলা হয়েছে আল্লাহ আরশে।
- ❖ সূরাহ বাক্বারার ১৮৬ তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ নিকটে।
- ❖ সুরাহ ওয়াক্বিয়াহর ৮৫তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ তিনি আরও নিকটে।
- ❖ সূরাহ ক্বাহাফের ১৬তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ শাহ রগের চেয়ে নিকটে।
- ❖ সূরাহ হাদীদের ৪র্থ আয়াতে বলা হয়েছেঃ তোমরা যেখানেই থাকো তিনি তোমাদের সঙ্গে।
- ❖ সূরাহ ফুসসিলাতের ১১তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ তিনি আকাশে।

আসলে আল্লাহর কিতাবের সকল আয়াতকে সমানভাবে মানতে হবে। এক আয়াতকে মানার নামে অন্য আয়াতকে অমান্য করা বা বিনা দলীলে মনগড়া তাওহীল বা অপব্যাখ্যা করা যাবে না। তাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবেঃ আল্লাহ্ আমাদের নিকটে, অতি নিকটে, শাহ রগের চেয়েও নিকটে, আমরা যেখানেই থাকি তিনি আমাদের সঙ্গে। সমানভাবে বিশ্বাস করতে হবেঃ আল্লাহ্ আকাশে, আল্লাহ্ আরশে। আর এ ব্যাপারে মনগড়া বা মানুষের ধারণাভিত্তিক কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মেনে নেওয়া যাবে না।

وَ اِذَا قِیْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَ مَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُوْرًا ﴿۶۰﴾

রাহমানকে সিজদাহ করো

৬০. তাদেরকে যদি বলা হয়ঃ রাহমানকে সিজদাহ করো, তারা (কাফিররা) বলেঃ "রাহমান আবার কে? (তারা রাসূলকে আরও বলে তুমি কি মনে করো?) তুমি যাকে বলবে আমরা তাকেই সিজদাহ করব"? এতে তাদের বিদ্বেষ আরও বেড়ে যায় (এটা সিজদাহর আয়াত।)

تَبٰرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ جَعَلَ فِیْهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِیْرًا ﴿۶۱﴾

জলন্ত সূর্য ও আলোকিত চাঁদ

৬১. মহান সেই সত্ত্বা যিনি আকাশে বানিয়েছেন "বুরুজ" (দুর্গ, প্রাসাদ, স্টেশন, টাওয়ার), বানিয়েছেন জ্বলন্ত প্রদীপ (সূর্য) এবং আলোকিত চাঁদ।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ এখানে সূর্যকে বলা হয়েছে "জ্বলন্ত প্রদ্বীপ" আর চন্দ্রকে বলা হয়েছে "আলোকিত চাঁদ"। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলোঃ প্রদ্বীপ আগুন দিয়ে জালানো হয় যা থেকে তাপ আলো ও উষ্ণতা পাওয়া যায়। আর

আলো হয় স্নিগ্ধ, যা থেকে শুধু স্নিগ্ধ আলোই পাওয়া যায়, তাপ বা উষ্ণতা নয়। এমন শব্দ ব্যবহার করে আল-কুরআন আমাদেরকে বাতলে দিয়েছে "সূর্য আগুন দিয়ে জ্বালানো এবং সূর্যের নিজস্ব তাপ আলো ও উষ্ণতা আছে। আর চন্দ্রের এমন কিছুই নেই বরং চন্দ্র অন্য থেকে সংগ্রহকৃত শুধু আলোই দিতে পারে। যে কথার প্রমাণ আজ বিজ্ঞানও পেয়ে গেছে।

وَ هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الَّیْلَ وَ النَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ یَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴿٦٢﴾

রাত ও দিন

৬২. তিনি রাতদিন বানিয়েছেন পরস্পরের অনুগামী করে। যে ব্যক্তি (আল্লাহর দ্বীন) গ্রহণ করতে চায় বা আল্লাহর শোকর আদায় করতে চায় তার তরে (এটি একটি সুন্দর সুযোগ। রাতের ইবাদাত ছুটে গেলে দিনে করে নেবে আর দিনের ইবাদাত ছুটে গেলে রাতে পূর্ণ করে নেবে। (কুরতুবী)

وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾ وَ الَّذِیْنَ یَبِیْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِیَامًا ﴿٦٤﴾ وَ الَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَ الَّذِیْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ یُسْرِفُوْا وَ لَمْ یَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَیْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَ الَّذِیْنَ لَا یَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا یَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا یَزْنُوْنَ ۚ وَ مَنْ یَّفْعَلْ ذٰلِكَ یَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٨﴾ یُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَ یَخْلُدْ فِیْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ﴿٧٠﴾ وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ یَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَ الَّذِیْنَ لَا یَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَ اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَ الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰیٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ یَخِرُّوْا عَلَیْهَا صُمًّا وَّ عُمْیَانًا ﴿٧٣﴾ وَ الَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْیُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا ﴿٧٤﴾ اُولٰٓئِكَ یُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَ یُلَقَّوْنَ فِیْهَا تَحِیَّةً وَّ سَلٰمًا ﴿٧٥﴾ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ؕ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا یَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّیْ لَوْ لَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের গুণাগুণ

৬৩. রাহমানের প্রিয় বান্দারা; যারা যমীনে চলাফেরা করে বিনীতভাবে। আর মূর্খরা সম্বোধন করলে বলেঃ সালাম। (অর্থাৎ রাহমানের প্রিয় বান্দারা মূর্খের সাথে তর্কে জড়ায় না)

৬৪. যারা রাতে প্রভুর জন্য সিজদাহ করে এবং দাঁড়িয়ে থাকে (নামায পড়ে),

৬৫-৬৬. যারা বলেঃ হে রাব্ব! আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো, নিশ্চয় এ আযাব বড় সর্বনাশা। আর আবাসন আর আশ্রয় হিসেবে জাহান্নাম বড়ই জঘন্যতম স্থান।

৬৭. যারা খরচে অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না বরং মধ্যমপন্থায় ভারসাম্য বজায় রাখে।

৬৮-৬৯. যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য খোদাকে ডাকে না, আল্লাহ হারাম করেছেন এমন কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না, যিনা করে না। যে কেউ এসব (পাপ) করবে তাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। পরকালে তার সাজা বাড়িয়ে দেয়া হবে, সে লাঞ্ছিত হয়ে চিরকাল জাহান্নামে পড়ে থাকবে।

৭০. তবে যে ব্যক্তি তাওবাহ করলো (কুফর শিরক থেকে ফিরে আসলো), ঈমান আনলো এবং নেক কাজ করলো; আল্লাহ তাদের মন্দ (অবস্থা)কে ভালোয় রূপান্তরিত করে দেবেন (তথা সাজার বদলে পুরস্কার দেবেন।) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

৭১. যে তাওবাহ করলো এবং সৎকাজ করলো; সে আল্লাহর কাছেই ফিরে এলো আর এটাই ফিরে আসার সঠিক জায়গা। (তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা। পাপের পথ ছেড়ে সৎপথে ফিরে আসাকে তাওবাহ বলা হয়)

৭২. তারা (আল্লাহর প্রিয় বান্দারা) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন কোনো "লাগ'ওয়া" (অন্যায়, অবিচার, পাপাচার, অপ্রয়োজনীয়, অনর্থক কথা বা কাজ) এর সম্মুখীন হয় তখন ভদ্রভাবে কেটে পড়ে,

৭৩. তাদেরকে প্রভুর আয়াত (কিতাব বিধান) মনে করিয়ে দেয়া হলে তারা অন্ধ ও বধীর হয়ে বসে থাকে না (বরং এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে, বাস্তব জীবনে মেনে চলে এবং সমাজে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে।)

৭৪. তারা (আল্লাহর প্রিয় বান্দারা) বলেঃ হে রাব্ব! আমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলো যাতে আমাদের চক্ষু শীতল হয়, আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের নেতা বানাও। (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে তাকে মুত্তাক্বী বলা হয়)

জ্ঞাতব্যঃ যারা পাপ করে না, যারা মুত্তাকী, তাদের নেতা হলে জনতাকেও ভালোভাবে সৎ পথে চালানো যায় এবং নেতার জন্যও সৎ পথে চলা সহজ হয় এবং সৎ থাকা সহজ হয়। আর যারা পাপিষ্ঠ, যারা ক্রিমিনাল তাদের নেতা হলে জনতাকে সৎ পথে চালানো কঠিন এমনকি নেতার জন্যও সৎ পথে টিকে থাকা কঠিন।

৭৫-৭৬. তাদের (উল্লেখিত গুণের অধিকারী ব্যক্তিদের) দৃঢ়তার প্রতিদান হলো জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা, সেখানে অভ্যর্থনা হবে অভিবাদন ও সালাম দিয়ে। আর তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, আশ্রয় ও আবাস হিসেবে এটা কতই উৎকৃষ্ট।

৭৭. বলো! (হে মানুষ!) তোমরা যদি প্রভুকে না ডাকো (তার দাসত্ব না করো) তবে তিনি তোমাদের ছেড়ে দেবেন না। তোমরা আল্লাহর বিধান অমান্য করছো, এর ফল হিসেবে অচিরেই আযাব অবধারিত হয়ে যাবে।

সূরাহ আশ-শুয়ারা ২৬ سورة الشعراء

শুয়া'রা শব্দটি শাই'র এর বহুবচন, শাই'র অর্থ কবি, শুয়া'রা অর্থ কবিগণ। এ সরার ২২৪-২২৬ এ তিন আয়াতে কবি ও কবিতার কথা বলা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ওয়াক্বিয়ার পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ২২৭টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ﴿٤﴾ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ﴿٥﴾ فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦﴾ اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿٧﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٩﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহ'মানি-র-রাহীম

কাফির নেতাদের স্বভাব এবং তাদের হেদায়াতের জন্য নবীগণের ভাবনা

১. ত্বা সীন মীম (এসব বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা, হুরুফ মুক্বাত্তায়া'ত। এসবের অর্থ, মর্ম এবং এভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া)

২. এসব হচ্ছে সুস্পষ্ট কিতাবের (তথা আল-কুরআনের) আয়াত।

৩. তারা (মক্কার নেতারা) ঈমান আনছে না বলে (তাদের জন্য ভাবতে ভাবতে) তুমি হয়ত নিজেকে-ই শেষ করে দেবে।

৪. আমি চাইলে আকাশ থেকে এমন নিদর্শন পাঠাতে পারি যাতে তাদের গর্দান নত হয়ে যাবে (কিন্তু আমি এমনটি চাইনি তবে তুমি কেন পেরেশান হচ্ছ।)

৫. দয়াময় থেকে যখন-ই নতুন কোনো যিকর (কিতাব) নাযিল হয়েছে তারা (কাফির নেতারা) এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে (এটা-ই তাদের চিরাচরিত নিয়ম। যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

৬. (সেই ধারাবাহিকতায়) এরাও প্রত্যাখ্যান করছে, (এবং আল্লাহর কিতাব ও দ্বীন নিয়ে উপহাস করছে, তবে) এ উপহাসের পরিণতি তারা অচিরেই ভোগ করবে।

৭. এরা কি যমীনের প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি তাতে উৎপন্ন করি উৎকৃষ্ট কতকিছু জোড়ায় জোড়ায়।

৮. নিশ্চয় এতে শিক্ষনীয় অনেক কিছু-ই রয়েছে। তাসত্ত্বেও তাদের অনেকে-ই ঈমান আনে না।

৯. (তবে তুমি এ নিয়ে চিন্তা করো না। কারণ) নিশ্চয় তোমার রাব্ব মহাপরাক্রমশালী, দয়াময়।

وَ اِذۡ نَادٰی رَبُّكَ مُوۡسٰۤی اَنِ ائۡتِ الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۱۰﴾ قَوۡمَ فِرۡعَوۡنَ ؕ اَلَا یَتَّقُوۡنَ ﴿۱۱﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّیۡۤ
اَخَافُ اَنۡ یُّكَذِّبُوۡنِ ﴿۱۲﴾ وَ یَضِیۡقُ صَدۡرِیۡ وَ لَا یَنۡطَلِقُ لِسَانِیۡ فَاَرۡسِلۡ اِلٰی هٰرُوۡنَ ﴿۱۳﴾ وَ لَهُمۡ عَلَیَّ
ذَنۡۢبٌ فَاَخَافُ اَنۡ یَّقۡتُلُوۡنِ ﴿۱۴﴾

মূসা আ.কে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো

১০-১১. (স্মরণ করো) তোমার রাব্ব যখন মূসাকে ডেকে বললেনঃ (আমার বাণী নিয়ে) যাও পাপিষ্ঠ জাতির কাছে, ফেরাউনের জাতির কাছে। তারা কি (কুফর শিরক ও অবিচার থেকে) বিরত হবে না?

১২-১৪. মূসা বললঃ হে রাব্ব! আমি আশঙ্কা করছি; তারা আমাকে মেনে নেবে না। (ভয়ে) আমার মন সংকীর্ন হয়ে আসছে। আমি পরিষ্কার করে কথাও বলতে পারি না, তাই (প্রথমে আমাকে) হারূনের কাছে পাঠাও (হারূন সুন্দর করে কথা বলতে পারে। তাই আমি হারূনকে সঙ্গে নিয়ে ফেরাউনের কাছে যেতে চাই। তাছাড়া) আমার উপর তাদের একটি অপরাধ (অমিমাংসিত) রয়ে গেছে (যার সাজা মৃত্যুদন্ড।) আমার ভয় হয় তারা আমাকে মেরে ফেলবে।

জ্ঞাতব্যঃ দুই ব্যক্তির ঝগড়া থামাতে গিয়ে মূসা আঃ এক ব্যক্তিকে আঘাত করেছিলেন এবং এতে তার মৃত্যু হয়েছিল। এ অনাকাংখিত ঘটনার জন্য মূসাকে দায়ী করে তারা মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেছিল। তখন তিনি প্রাণ বাঁচাতে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। অনেক (৮/১০) বছর পর নবী হয়ে ফিরে আসার সময় এ আশঙ্কা করেছিলেন যে তারা তাকে মেরে ফেলবে।

قَالَ كَلَّا ۚ فَاذۡهَبَا بِاٰیٰتِنَاۤ اِنَّا مَعَكُمۡ مُّسۡتَمِعُوۡنَ ﴿۱۵﴾ فَاۡتِیَا فِرۡعَوۡنَ فَقُوۡلَاۤ اِنَّا رَسُوۡلُ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ
﴿۱۶﴾ اَنۡ اَرۡسِلۡ مَعَنَا بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ ﴿۱۷﴾ قَالَ اَلَمۡ نُرَبِّكَ فِیۡنَا وَلِیۡدًا وَّ لَبِثۡتَ فِیۡنَا مِنۡ عُمُرِكَ
سِنِیۡنَ ﴿۱۸﴾ وَ فَعَلۡتَ فَعۡلَتَكَ الَّتِیۡ فَعَلۡتَ وَ اَنۡتَ مِنَ الۡكٰفِرِیۡنَ ﴿۱۹﴾ قَالَ فَعَلۡتُهَاۤ اِذًا وَّ اَنَا مِنَ
الضَّآلِّیۡنَ ﴿۲۰﴾ فَفَرَرۡتُ مِنۡكُمۡ لَمَّا خِفۡتُكُمۡ فَوَهَبَ لِیۡ رَبِّیۡ حُكۡمًا وَّ جَعَلَنِیۡ مِنَ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ﴿۲۱﴾ وَ تِلۡكَ
نِعۡمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَیَّ اَنۡ عَبَّدۡتَّ بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ ﴿۲۲﴾ قَالَ فِرۡعَوۡنُ وَ مَا رَبُّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۲۳﴾ قَالَ رَبُّ
السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ مَا بَیۡنَهُمَا ؕ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّوۡقِنِیۡنَ ﴿۲۴﴾ قَالَ لِمَنۡ حَوۡلَهٗۤ اَلَا تَسۡتَمِعُوۡنَ ﴿۲۵﴾ قَالَ
رَبُّكُمۡ وَ رَبُّ اٰبَآئِكُمُ الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿۲۶﴾ قَالَ اِنَّ رَسُوۡلَكُمُ الَّذِیۡۤ اُرۡسِلَ اِلَیۡكُمۡ لَمَجۡنُوۡنٌ ﴿۲۷﴾ قَالَ رَبُّ
الۡمَشۡرِقِ وَ الۡمَغۡرِبِ وَ مَا بَیۡنَهُمَا ؕ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۲۸﴾ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذۡتَ اِلٰهًا غَیۡرِیۡ لَاَجۡعَلَنَّكَ مِنَ
الۡمَسۡجُوۡنِیۡنَ ﴿۲۹﴾ قَالَ اَوَ لَوۡ جِئۡتُكَ بِشَیۡءٍ مُّبِیۡنٍ ﴿۳۰﴾ قَالَ فَاۡتِ بِهٖۤ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِیۡنَ ﴿۳۱﴾
فَاَلۡقٰی عَصَاهُ فَاِذَا هِیَ ثُعۡبَانٌ مُّبِیۡنٌ ﴿۳۲﴾ وَّ نَزَعَ یَدَهٗ فَاِذَا هِیَ بَیۡضَآءُ لِلنّٰظِرِیۡنَ ﴿۳۳﴾ قَالَ لِلۡمَلَاِ حَوۡلَهٗۤ

إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُوا
أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾

মূসা আ. ও ফেরাউনের কথোপকথন

১৫. আল্লাহ বললেনঃ না, (তারা তোমাকে মারতে পারবে না,) তুমি আমার আয়াত (বিধান নিদর্শন) নিয়ে যাও। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, শুনবো (তারা কি বলে।)

১৬-১৭. তোমরা (মূসা ও হারূন) উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাবে এবং তাকে বলবে আমরা রাব্বু-ল-আ'লামীনের রাসূল (সর্ব জগতের মালিকের দূত হয়ে এসেছি আমরা তোমার জন্য বার্তা নিয়ে এসেছি) বানী-ইসরাঈলকে (মুক্ত করে) আমাদের সঙ্গে যেতে দাও।

১৮-১৯. সে (ফেরাউন) বললঃ (মূসা!) আমরা কি ছোট বেলা থেকে তোমাকে লালন-পালন করিনি? জীবনের অনেক বছর তুমি আমাদের সঙ্গে-ই থেকেছো। তারপর যা তুমি করেছ (এটা ছিল সুস্পষ্ট অপরাধ। তারপর পালিয়ে গেছ। আমাদের বলেও যাওনি। এতে করে) তুমি একজন অকৃতজ্ঞ (বলে প্রমাণ দিয়েছ।)

২০-২২. মূসা বললঃ কাজটি আমি করেছিলাম অপ্রত্যাশিতভাবে। তারপর তোমাদের ভয়ে পালিয়ে গেছি, পরে প্রভু আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমাকে রাসূল বানিয়েছেন। আর আমার উপর তোমার (আশ্রয় ও লালনপালনের) যে অনুগ্রহ আছে, যে ব্যাপারে আমাকে খোঁটা দিচ্ছ এর মূল কারণও তুমি-ই, তুমি-ই বনী-ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ (ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং এজন্য তুমি-ই দায়ী।)

২৩. ফেরাউন বললঃ রাব্বু-ল-আ'লামীন আবার কে?

২৪. মূসা বললঃ (যিনি) আসমানসমূহ, যমীন এবং মধ্যবর্তী সবকিছুর রাব্ব (মালিক), যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে যাও (তবে এটা তোমাদের জন্য খুবই কল্যাণকর হবে।)

২৫. ফেরাউন পাশের লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললঃ কী, তোমরা কিছু শুনতে পাচ্ছো..?

২৬. মূসা বললঃ (তিনি হলেন) তোমাদের রাব্ব, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রাব্ব।

২৭. (সভাসদদের লক্ষ্য করে) ফেরাউন বললঃ তোমাদের কাছে পাঠানো রাসূল একজন উন্মাদ।

২৮. মূসা বললঃ (তিনি হলেন) প্রাচ্য, পাশ্চাত্য এবং মধ্যবর্তী সবকিছুর রাব্ব, যদি তোমরা অনুধাবন করো।

২৯. ফেরাউন বললঃ তুমি যদি আমি ছাড়া অন্যকে খোদা হিসেবে মেনে নেও তবে আমি তোমাকে জেলে পাঠাব।

৩০. মূসা বললঃ আমি কি তোমার সামনে সুস্পষ্ট কিছু নিদর্শন হাজির করব (যাতে প্রমাণিত হবে যে আমি সত্য-ই রাসূল)

৩১. ফেরাউন বললঃ তুমি সত্য হলে হাজির করো।

৩২-৩৩. মূসা তার হাতের লাঠি ছেড়ে দিল এবং তৎক্ষণাৎ এটা দৃশ্যমান অজগর হয়ে গেল। অতঃপর তার হাত (পকেটে ঢুকিয়ে) বের করে আনলো এবং তখন এটা দর্শকদের কাছে চমকাতে লাগল।

৩৪-৩৫. ফেরাউন পাশে থাকা সভাসদদের বললঃ সে একজন অভিজ্ঞ যাদুকর। সে তার যাদু দিয়ে তোমাদেরকে দেশান্তর (ক্ষমতাচ্যুত) করতে চায়, (সুতরাং তার ব্যাপারে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এ ব্যাপারে) তোমাদের কার কী মত বলো ?

৩৬-৩৭. তারা বললঃ এদের দুই ভাইকে অবকাশ দিন (এবং যাদু প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করুন আর এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে) শহরে শহরে (যাদুকর) সংগ্রহকারী পাঠিয়ে দিন। যারা বিভিন্ন শহর থেকে অভিজ্ঞ যাদুকরদের এনে আপনার কাছে জমা করবে।

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٣٨﴾ وَّ قِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَ اِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٤٣﴾ فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿٤٥﴾ فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿٤٨﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٩﴾ قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥٠﴾ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥١﴾

মূসা আঃ, যাদুকর ও ফেরাউন

৩৮-৪০. (প্রতিযোগিতার) দিনক্ষণ নির্ধারিত করে যাদুকরদের জমা করা হলো। আর মানুষকে বলা হলোঃ (এমন আকর্ষনীয় প্রতিযোগিতা দেখতে) তোমরা কি জড় হবে না? (আর ঘোষণা করা হলো) যাদুকররা বিজয়ী হলে আমরা তাদের (সামাজিক প্রাধান্য) মেনে নেব।

৪১. জড় হবার পর যাদুকররা ফেরাউনকে বললঃ বিজয়ী হলে আমাদেরকে কী পুরস্কার দেয়া হবে?

৪২. ফেরাউন বললঃ অবশ্যই, তোমরা তখন (সরকারের) ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবে।

৪৩. (নির্ধারিত দিনে বিরাট ময়দানে লোকজন জমায়েত হলো, রাজা ও সভাসদদের জন্য তৈরি হলো ভি আই পি লাউঞ্জ। লাঠি হাতে মূসা আঃ একদিকে দাঁড়ালেন, সঙ্গে ভাই হারূন। যাদুকরগণ সংঘবদ্ধভাবে অপর দিকে অবস্থান নিলো। সবার হাতে একটা করে লাঠি আর এক টুকরা রশি) মূসা যাদুকরদের বললঃ তোমাদের যা ছাড়ার ছেড়ে দাও।

৪৪. সবাই তখন নিজ নিজ লাঠি ও রশি ছেড়ে দিল এবং বললঃ "বি ই'যযাতি ফিরআ'উন" (ফেরাউনের মর্যাদা বলে) আমরাই বিজয়ী হব।

৪৫. মূসাও তার লাঠি ছেড়ে দিল, আর (মূসার লাঠি সাপ হয়ে) এক গ্রাসে সব খেয়ে ফেলল যা তারা (যাদু দিয়ে) বানিয়ে ছিল।

৪৬-৪৮. যাদুকররা (বুঝে গেল মূসার সাপ যাদুর খেলা নয়, বরং এটা হলো মহান আল্লাহর মহাশক্তি। তাই তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে) সিজদায় লুটিয়ে পড়লো এবং বললঃ আমরা ঈমান আনলাম রাব্বু-ল-আ'লামীনের প্রতি, মূসা ও হারূনের প্রভুর প্রতি।

৪৯. ফেরাউন বললঃ আমার অনুমতি না নিয়ে-ই তোমরা ঈমান এনে ফেললে? (পরিস্থিতি এমন হলো যে মানুষ গণহারে ইসলামে চলে আসবে। তাই গণ মানুষের ইসলাম ঠেকাতে তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রপাগান্ডা করে যাদুকরদের লক্ষ্য করে ফেরাউন বলল) মূসা তোমাদের-ই গুরুজন, সে-ই তোমাদেরকে যাদু শিখিয়েছে, (তোমরা চক্রান্ত করে সরকারকে অসুবিধায় ফেলতে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছ। সুতরাং এর পরিণতি সম্পর্কে) অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, আমি তোমাদের হাত ও পা উল্টা (ডান হাত আর বাম পা) করে কেটে ফেলব, তারপর তোমাদের সবাইকে শূলিতে চড়াব।

৫০-৫১.তারা (নতুন মুসলিমরা যারা আগে যাদুকর ছিল) বললঃ কোনো অসুবিধা নেই, তাহলে আমরা প্রভুর কাছে ফিরে যাব। আমরা-ই প্রথম ঈমান এনেছি, তাই আশা করি প্রভু আমাদের পাপসমূহ মাফ করে দেবেন,

وَاَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰى مُوۡسٰۤى اَنۡ اَسۡرِ بِعِبَادِىۡۤ اِنَّكُمۡ مُّتَّبَعُوۡنَ ﴿۵۲﴾ فَاَرۡسَلَ فِرۡعَوۡنُ فِى الۡمَدَآئِنِ حٰشِرِيۡنَ ﴿۵۳﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرۡذِمَةٌ قَلِيۡلُوۡنَ ﴿۵۴﴾ وَ اِنَّهُمۡ لَنَا لَغَآئِظُوۡنَ ﴿۵۵﴾ وَ اِنَّا لَجَمِيۡعٌ حٰذِرُوۡنَ ﴿۵۶﴾ فَاَخۡرَجۡنٰهُمۡ مِّنۡ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوۡنٍ ﴿۵۷﴾ وَّ كُنُوۡزٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيۡمٍ ﴿۵۸﴾ كَذٰلِكَ ؕ وَاَوۡرَثۡنٰهَا بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ ﴿۵۹﴾ فَاَتۡبَعُوۡهُمۡ مُّشۡرِقِيۡنَ ﴿۶۰﴾ فَلَمَّا تَرٰٓاَ الۡجَمۡعٰنِ قَالَ اَصۡحٰبُ مُوۡسٰۤى اِنَّا لَمُدۡرَكُوۡنَ ﴿۶۱﴾ قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىۡ سَيَهۡدِيۡنِ ﴿۶۲﴾

বানী-ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর ত্যাগ এবং ফেরাউনের ধাওয়া

৫২. (এ বিজয়ের কয়েক বছর পর) আমি মূসাকে ওহী পাঠালামঃ আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে (মিশর ছেড়ে) পালিয়ে যাও, (তবে সাবধান থেকো। কারণ) তোমাদের ধাওয়া করা হবে (৬ লাখ ৭০ হাজার (কুরতুবী) বানী-ইসরাঈল নিয়ে মূসা আঃ পালিয়ে গেলেন।)

৫৩. (এ খবর জানার পর) ফেরাউন শহরে শহরে "হাশিরীন" (ঘোষক) পাঠিয়ে দিল (যারা সরকারের পক্ষ থেকে ১হাজার শহর ও ১২হাজার গ্রামে (জালালাইন) জাতীয় সংকট ও জনযুদ্ধের ঘোষণা দিল। এমন ঘোষণার পর কেউ বের না হলে জাতীয় গাদ্দার হিসেবে মৃত্যুদন্ডের বিধান ছিল)।

৫৪-৫৬. (ঘোষকরা বললঃ মূসার সম্প্রদায় পালিয়েছে) এরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। (রাতের আঁধারে পালিয়ে গিয়ে) এরা আমাদের ক্ষুব্ধ করেছে। (এটা একটি জাতীয় সমস্যা) আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে এর মোকাবিলা করতে হবে।

৫৭-৫৯.(আল্লাহ বলেন এভাবেই) আমি তাদেরকে (ফেরাউন ও তার জাতিকে) বের করে আনলাম বাগান ও ঝর্ণা (সম্বলিত সুন্দর ভূমি) থেকে, অনেক ধনভান্ডার ও মনোরম স্থান থেকে এবং আমি এভাবে-ই (মিশরীয় বাহিনীকে সাগরে ডুবিয়ে মেরেছি আর) বানী-ইসরাঈলকে এসবের মালিক বানিয়েছি।

৬০-৬১. (ফেরাউন ও তার বাহিনী রাতেই মূসা আঃএর পিছু নিতে চাইলো কিন্তু পেরে উঠলো না) সূর্য উদয়ের পর তারা এদের পিছু নিলো। (তারা সহজেই বানী-ইসরাঈলকে পেয়ে গেল) উভয় দল যখন একে অপরকে দেখতে পাচ্ছিল, মূসার সঙ্গীরা বললঃ এখন আমরা ধরা পড়ে যাব (কারণ তখন তাদের সামনে সাগর, ডানে-বামে বিরাট পর্বতমালা, পিছনে ফেরাউন বাহিনী।)

৬২. মূসা বললঃ কখনো না.., আমার সঙ্গে প্রভু আছেন, তিনি-ই দেবেন পথের দিশা।

فَاَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰى مُوۡسٰۤى اَنِ اضۡرِبۡ بِّعَصَاكَ الۡبَحۡرَ ؕ فَانۡفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٍ كَالطَّوۡدِ الۡعَظِيۡمِ ﴿٦٣﴾ وَ اَزۡلَفۡنَا ثَمَّ
الۡاٰخَرِيۡنَ ﴿٦٤﴾ وَ اَنۡجَيۡنَا مُوۡسٰى وَ مَنۡ مَّعَهٗۤ اَجۡمَعِيۡنَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ اَغۡرَقۡنَا الۡاٰخَرِيۡنَ ﴿٦٦﴾ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿٦٧﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ ﴿٦٨﴾

সাগরের ভিতর তৈরি হলো ১২ লেনের রাজপথ

৬৩. আমি তখন মূসাকে ওহী পাঠালামঃ তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করো, (মূসা আঘাত করতেই) সাগর ফেটে (দু'ভাগ হয়ে) গেল এবং প্রতিটি ভাগ বিরাট পাহাড়ের মত দাড়িয়ে গেল।

৬৪. (সাগরে তৈরি হলো ১২ লেনের রাজপথ। বানী-ইসরাঈলের ১২টি গোত্র এ পথ ধরে নেমে গেল। তখন) অন্যদেরকে (ফেরাউন বাহিনীকে)ও আমি সেখানে পৌঁছে দিলাম।

৬৫. মূসা ও তার সকল সঙ্গীকে আমি মুক্ত করে (সাগর পার করে) দিলাম (ফেরাউন এসে দেখলো সাগর ফেটে রাস্তা হয়ে গেছে এবং এ পথ ধরে পার হয়ে যাচ্ছে বানী-ইসরাঈল। ফেরাউন ভাবলোঃ তারা যখন পার হয়ে যাচ্ছে আমরাও পারব। সে তার বাহিনীকে সমুদ্র পথে নেমে যেতে আদেশ দিল। বানী-ইসরাঈল পার হয়ে যাবার পর আল্লাহর আদেশে মূসা আঃ লাঠি তুলে নিলেন। একত্রিত হয়ে গেল সাগরের পানি।)

৬৬. (আমি এভাবেই বানী-ইসরাঈলকে মুক্ত করলাম) আর অন্যদেরকে ডুবিয়ে মারলাম।

৬৭. নিশ্চয় এতে অনেক শিক্ষা রয়েছে। তবে তাদের অনেকেই মুঅমিন ছিল না।

৬৮. নিশ্চয় তোমার রাব্ব মহা পরাক্রমশালী, দয়াময়।

وَ اتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَاَ اِبۡرٰهِيۡمَ ﴿٦٩﴾ اِذۡ قَالَ لِاَبِيۡهِ وَ قَوۡمِهٖ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ﴿٧٠﴾ قَالُوۡا نَعۡبُدُ اَصۡنَامًا فَنَظَلُّ
لَهَا عٰكِفِيۡنَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلۡ يَسۡمَعُوۡنَكُمۡ اِذۡ تَدۡعُوۡنَ ﴿٧٢﴾ اَوۡ يَنۡفَعُوۡنَكُمۡ اَوۡ يَضُرُّوۡنَ ﴿٧٣﴾ قَالُوۡا
بَلۡ وَجَدۡنَاۤ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفۡعَلُوۡنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ اَفَرَءَيۡتُمۡ مَّا كُنۡتُمۡ تَعۡبُدُوۡنَ ﴿٧٥﴾ اَنۡتُمۡ وَ اٰبَآؤُكُمُ
الۡاَقۡدَمُوۡنَ ﴿٧٦﴾ فَاِنَّهُمۡ عَدُوٌّ لِّىۡۤ اِلَّا رَبَّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٧٧﴾ الَّذِىۡ خَلَقَنِىۡ فَهُوَ يَهۡدِيۡنِ ﴿٧٨﴾ وَ

الَّذِیْ هُوَ یُطْعِمُنِیْ وَ یَسْقِیْنِ ﴿۷۹﴾ وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِیْنِ ﴿۸۰﴾ وَ الَّذِیْ یُمِیْتُنِیْ ثُمَّ یُحْیِیْنِ ﴿۸۱﴾ وَ الَّذِیْۤ اَطْمَعُ اَنْ یَّغْفِرَ لِیْ خَطِیْٓـَٔتِیْ یَوْمَ الدِّیْنِ ﴿۸۲﴾ رَبِّ هَبْ لِیْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ ﴿۸۳﴾ وَ اجْعَلْ لِّیْ لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْاٰخِرِیْنَ ﴿۸۴﴾ وَ اجْعَلْنِیْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیْمِ ﴿۸۵﴾ وَ اغْفِرْ لِاَبِیْۤ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّیْنَ ﴿۸۶﴾ وَ لَا تُخْزِنِیْ یَوْمَ یُبْعَثُوْنَ ﴿۸۷﴾ یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ ﴿۸۸﴾ اِلَّا مَنْ اَتَی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ ﴿۸۹﴾

ইবরাহীম আ.এর দাওয়াত ও কর্ম

৬৯-৭০.তাদের কাছে ইবরাহীমের ঘটনা বর্ণনা করো, সে যখন তার পিতা ও জাতিকে বললঃ তোমরা কার ইবাদাত করো?

৭১. তারা বললঃ আমরা প্রতিমা পূজা করি, (নির্ধারিত দিনে) তাদের কাছে অবস্থান করি। (নির্ধারিত দিনে কোনো মূর্তি, প্রতিমা, স্থান বা স্থাপনার কাছে হাজির হয়ে এটাকে সম্মান জানানো ইবাদাতের শামিল। এমন করা শিরক)

৭২-৭৩. ইবরাহীম বললঃ তোমরা ডাকলে তারা কি শুনে? অথবা তোমাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে?

৭৪. তারা বললঃ পূর্ববর্তীদের এমন করতে দেখেছি (যুগ যুগ ধরে চলে আসা জাতীয় সংস্কৃতির অংশ হিসেবে আমরাও করছি।)

৭৫-৭৭. ইবরাহীম বললঃ তোমরা ও তোমাদের পূর্ববর্তীরা যাদের ইবাদাত করছো এদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? এরা (কত অক্ষম ও অসহায়? তোমাদের এসব অলীক খোদারা) সবাই আমার শত্রু শুধু রাব্বুল আ'লামীন ছাড়া।

৭৮-৮২. (কারণ) তিনি-ই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি-ই আমাকে হেদায়াত করেছেন। তিনি-ই আমাকে খাদ্য দান করেন, পানীয় দান করেন। আমার অসুখ হলে তিনি-ই আমাকে আরোগ্য দান করেন (একমাত্র আল্লাহ-ই আরোগ্যদাতা, ঔষধ বা ডাক্তার আরোগ্যের মাধ্যম হতে পারে, আরোগ্যদাতা নয়) তিনি-ই আমাকে মৃত্যু দেবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন। আমি আশা করি বিচার দিনে আমার পাপসমূহও তিনি মাফ করে দেবেন।

৮৩-৮৯. হে রাব্ব! আমাকে "হুকম" (জ্ঞান ও ক্ষমতা) দান করো, নেক লোকদের মাঝে আমাকে গণ্য করো। পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে আমার একজন সঠিক মুখপাত্র বানিয়ে দাও। আমাকে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতের অধিকারী বানাও। আমার পিতাকে মাফ করে দাও, নিশ্চয় তিনি বিভ্রান্ত। (মৃত কাফির মুশরিকদের জন্য দোয়া করা হারাম। ইবরাহীম আঃ একবার দোয়া করে ছিলেন। নিষেধ করার পর আর করেননি। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ১১৪)

(হে রাব্ব!) পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করো না। যেদিন সম্পদ বা সন্তান কোনো কাজে আসবে না। তবে শুধু ওই ব্যক্তির (কাজে আসবে) যে পরিচ্ছন্ন (কুফর শিরক মুক্ত) আত্মা নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হবে।

হুকম পরিচিতিঃ হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- ❖ হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটা-ই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটা-ই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- ❖ হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্দীন বা আহকামু-শ-শারীয়া'হ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়া'হ আইন)
- ❖ হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- ❖ হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)
- ❖ হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হাকিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক)
- ❖ হুকম অর্থ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। আর এ অর্থে নবুয়তকেও হুকম বলা হয়।

وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩٠﴾ وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩١﴾ وَ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَ الْغَاوٗنَ ﴿٩٤﴾ وَ جُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿٩٥﴾ قَالُوْا وَ هُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٩٦﴾ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٧﴾ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَ مَاۤ اَضَلَّنَاۤ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿١٠٠﴾ وَ لَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٢﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾

বিচার দিনে পাপিষ্ঠদের বিবাদ

৯০-৯১. (সেদিন) জান্নাতকে মুত্তাক্বীদের কাছে আনা হবে আর জাহান্নামকে উন্মোচিত করা হবে অবাধ্যদের জন্য। (যারা আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে তারা-ই মুত্তাক্বী)

৯২-৯৩. (পাপিষ্ঠদের) বলা হবেঃ তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করতে তারা (আজ) কোথায়? তারা কি তোমাদের বাঁচাতে পারবে? পারবে কি তাদের নিজেকে বাঁচাতে?

৯৪-৯৫. অবাধ্যদেরকে তখন জাহান্নামে ফেলা হবে, তাদের খোদাদের এবং ইবলিসের সকল অনুচরদেরকেও.. (জাহান্নামে ফেলা হবে)

৯৬-১০২. পাপিষ্ঠরা সেখানে বিবাদ করবে (দুনিয়াতে যাদের আনুগত্য ও অনুকরণ করে চলেছে তাদেরকে) বলবেঃ আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে রাব্বুল আ'লামীনের সমান মনে করে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে ছিলাম। আসলে কতিপয় পাপিষ্ঠ (নেতা)ই আমাদের বিভ্রান্ত করে রেখে ছিল। (দুনিয়াতে মুঅমিনদের সঙ্গ ত্যাগ করে পাপিষ্ঠ নেতাদের সঙ্গ ধরার কারনে আজ) আমাদের কোনো শাফায়াতকারী নেই। নেই কোনো সুহৃদ বন্ধুও। (দুনিয়ায়) পুনরায় ফিরে যেতে পারলে আমরা মুঅমিন হয়ে যেতাম।

১০৩. নিশ্চয় এতে (তাদের কথোপকথনে) শিক্ষনীয় অনেক কিছু রয়েছে। তাসত্ত্বেও তাদের অনেকেই ঈমান আনে না।

১০৪. নিশ্চয় তোমার রাব্ব মহা পরাক্রমশালী, দয়াময়।

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٠٥﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٠٦﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١٠٨﴾ وَ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١١٠﴾ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَ مَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٢﴾ اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَ مَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٤﴾ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّ نَجِّنِيْ وَ مَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ﴿١٢٠﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٢١﴾ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٢﴾

নূহ আঃ

১০৫-১১০. নূহের জাতি রাসূলদের (আনুগত্য মেনে নিতে) অস্বীকার করলো । যখন তাদের ভাই নূহ বললঃ তোমরা কি তাক্বওয়া অর্জন করবে না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রাসূল। তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো এবং আমার আনুগত্য করো। (আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকাকে তাক্বওয়া বলে) আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাচ্ছি না, আমার প্রতিদান দেবেন রাব্বু-ল-আ'লামীন। তোমরা (এসব বদ স্বভাব ছেড়ে দিয়ে) আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো এবং আমার অনুকরণ করো।

১১১. তারা (নেতারা) বললঃ আমরা কি করে তোমাকে মেনে নেব, সব ছোট লোকেরা তোমাকে অনুকরণ করছে?

১১২-১১৫. নূহ বললঃ কে কি করলো (এবং আল্লাহর কাছে কার কি অবস্থান) এটা জানার বিষয় আমার নয়। তাদের হিসাব নেয়া (এবং প্রতিদান দেয়া) প্রভুর কাজ, (আর এটা-ই হলো সঠিক কথা) যদি তোমরা বুঝতে। আমি কোনো মুঅমিনকে তাড়িয়ে দিতে পারব না। আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী বৈ কিছুই নয়। (আমি তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি আল্লাহর বিধান মেনে নাও নতুবা আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে যাবে)

১১৬. তারা (নেতারা) বললঃ নূহ! (এসব কথা থেকে) বিরত না হলে তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে।

১১৭-১১৮. নূহ বললঃ হে রাব্ব! আমার জাতি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং আমার ও তাদের মাঝে সঠিক ফয়সালা করো, আমাকে এবং আমার সঙ্গী মুঅমিনদেরকে রক্ষা করো।

১১৯-১২০. আমি (আল্লাহ) নূহ ও তার সঙ্গীদেরকে জাহাজে ভরে রক্ষা করলাম। আর অন্য সকলকে ডুবিয়ে মারলাম।

১২১. নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে। তাসত্ত্বেও তাদের অনেকেই ঈমান আনে না।
১২২. নিশ্চয় তোমার রাব্ব মহাপরাক্রমশালী, দয়াময়।

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١٢٦﴾ وَ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٧﴾ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَ تَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿١٢٩﴾ وَ اِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١٣١﴾ وَ اتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّ بَنِيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿١٣٤﴾ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَ عَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ﴿١٣٦﴾ اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣٧﴾ وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٤٠﴾

আ'দ জাতি ও হূদ আঃ

১২৩-১৩৫. আ'দ (জাতি) রাসূলদের (আনুগত্য মেনে নিতে) অস্বীকার করলো। যখন তাদের ভাই হূদ বললঃ তোমরা কি তাক্বওয়া অর্জন করবে না? আমি তোমাদের কাছে বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো আর আমার আনুগত্য করো।
আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাচ্ছি না, আমার প্রতিদান দেবেন রাব্বু-ল-আ'লামীন। তোমরা বিনা প্রয়োজনে জায়গায় জায়গায় সৌধ বানাচ্ছ। (বিনা প্রয়োজনে সৌধ, ভাস্কর্য বা অন্য স্থাপনা বানানো উচিত নয়) এমনভাবে নির্মাণ কাজে লেগেছ যেন এটা-ই তোমাদের স্থায়ী আবাস। তোমরা (কাউকে) পাকড়াও করলে নিষ্ঠুরভাবে পাকড়াও করো (তখন মানবতাবোধটুকুও ভুলে যাও। তাই এখন এসব বদ স্বভাব ছেড়ে দিয়ে) আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো এবং আমার আনুগত্য করো। তাক্বওয়া অর্জন করো ওই সত্তার যিনি অনেক কিছু দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন যে ব্যাপারে তোমরা অবগত আছো। তিনি তোমাদের (অর্থনীতিকে) মজবুত করেছেন গবাদিপশু ও জনশক্তি দিয়ে, বাগান ও ঝর্ণা দিয়ে। (কিন্তু) আমার ভয় হয়ঃ কঠিন দিনের ভয়াবহ আযাব তোমাদের গ্রাস করবে।

১৩৬-১৩৮. তারা (জাতির নেতারা) বললঃ তোমার উপদেশ দেওয়া/না দেওয়া আমাদের জন্য বরাবর (তোমার নীতিবাক্য কোনো কাজে আসবে না। তুমি যা বলছ) এসব আদিম যুগের কুসংস্কার। আমাদের কখনো আযাব দেয়া হবে না।

১৩৯. তারা (আমার রাসূল ও দ্বীনকে) প্রত্যাখ্যান করলো, ফলে আমি তাদের ধ্বংস করে দিলাম। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে। তাসত্ত্বেও এদের অনেকেই ঈমান আনে না।

১৪০. নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব মহা পরাক্রমশালী, দয়াময়।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤١﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٤٢﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١٤٤﴾ وَ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٥﴾ اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ ﴿١٤٦﴾ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿١٤٧﴾ وَّ زُرُوْعٍ وَّ نَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿١٤٨﴾ وَ تَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١٥٠﴾ وَ لَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٥١﴾ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٥٣﴾ مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿١٥٥﴾ وَ لَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ﴿١٥٧﴾ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٨﴾ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٥٩﴾

ছামূদ জাতি ও স্বালিহ্ আঃ

১৪১-১৫২. ছামূদ (জাতি) রাসূলদের (আনুগত্য মেনে নিতে) অস্বীকার করলো। যখন তাদের ভাই স্বালিহ বললঃ তোমরা কি তাক্বওয়া অর্জন করবে না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো এবং আমার আনুগত্য করো। (আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক থেকে বিরত থাকাকে তাক্বওয়া বলে) আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাচ্ছি না, আমার প্রতিদান দেবেন রাব্বু-ল-আ'লামীন। (তোমরা কী মনে করোঃ আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও) এভাবে সুখে শান্তিতে থাকার জন্য তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে?

এসব বাগান আর ঝর্ণাতে? শস্যক্ষেত্র ও (ফলের ভারে) ঝুলে থাকা খেজুর বাগানে? তোমরা কত নিপুণভাবে পাহাড় কেটে ঘর তৈরি করো (অথচ নিজের আখেরাতের কথা একেবারেই ভুলে গেছ। এখনো সময় আছে এসব বাদ দিয়ে) আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো এবং আমার আনুগত্য করো।

যারা (যেসব নেতারা) সীমালঙ্ঘন করে, যমীনে ফাসাদ (পাপাচার) করে, (নিজেকে এবং সমাজকে) সংশোধন করে না; তাদের আনুগত্য মেনে নিও না। (আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে কারো আনুগত্য করা বৈধ নয়)

জ্ঞাতব্যঃ দ্বীনি বিষয়াদিতে রাসূলদের অনুকরণ করতে হয় আর সামাজিক বিষয়াদিতে আনুগত্য করতে হয়। আর কোনো বিষয়ে-ই কাফির নেতাদের আনুগত্য বা অনুকরণ করা বৈধ নয়।

১৫৩-১৫৬. তারা (জাতির পাপিষ্ট নেতারা) বললঃ (স্বালিহ!) তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ। আসলে তুমি আমাদের মতই মানুষ, তুমি সত্য (নবী) হলে প্রমাণ দেখাও। (ওই পাথর থেকে উটনী বের করে আনো। নবী দোয়া করলে পাথর থেকে উটনী বেরিয়ে এলো) স্বালিহ বললঃ এ হলো উটনী (শহরের

একমাত্র কূপের পানি) একদিন উটনীর জন্য আর একদিন তোমাদের জন্য নির্ধারন করা হলো। আর (শুনো!) খারাপ উদ্দেশ্যে একে স্পর্শও করো না, এতে আযাবের কঠিন দিন তোমাদের গ্রাস করবে।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর উটনীর সাথে বাচ্চাও ছিল। আল্লাহর উটনী ও তার বাচ্চা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াত, কোনো ব্যক্তি বা ফসলের ক্ষতি করত না। এ উটনীর দুধও খুব সুস্বাদু ও মজাদার ছিল। এতো বেশী দুধ দিত যে পুরা শহরের জন্য যথেষ্ট ছিল। তবে যেদিন পানি খেত সব খেয়ে ফেলত। এজন্য তারা উটনীকে পছন্দ করত না। তাদের অপছন্দ দিনে দিনে ঘৃণায় পরিণত হলো।

১৫৭-১৫৮. তারা উটনীকে কেটে ফেললো। ফলে তারা (আল্লাহর আযাবে পতিত হয়ে চিরতরে) লাঞ্ছিত হয়ে গেল। আযাব তাদের গ্রাস করলো। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে। তাসত্ত্বেও অনেকেই ঈমান আনে না।

১৫৯. নিশ্চয় তোমার রাব্ব মহাপরাক্রমশালী, দয়াময়।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٦٠﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٦١﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١٦٣﴾ وَ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٤﴾ اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾ وَ تَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِيْ وَ اَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾ وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾

লূত্ব আঃ ও সমকামী জাতি

১৬০-১৬৬. লূত্বের জাতি রাসূলদের (আনুগত্য মেনে নিতে) অস্বীকার করলো। যখন তাদের ভাই লূত্ব বললঃ তোমরা কি তাক্বওয়া অর্জন করবে না? আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল (হয়ে এসেছি।) তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো এবং আমার আনুগত্য করো। আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাচ্ছি না, আমার প্রতিদান দেবেন রাব্বু-ল-আ'লামীন।

সারা দুনিয়ায় তোমরা-ই শুধু পুরুষে পুরুষে সমকামিতা করো (তোমরা কি এ কাজ) করে-ই যাবে? আল্লাহ নারী বানিয়েছেন তোমাদের জন্য আর তোমরা তাদের পরিহার করছ? বস্তুত তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।

১৬৭. তারা (জাতির নেতারা) বললঃ লূত্ব! এসব (নীতিকথা) থেকে বিরত থাকো, না হলে তোমাকে

দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে।

১৬৮-১৬৯. লূত্ব বললঃ তোমাদের ওই কাজকে আমি চরম ঘৃণা করি। হে রাব্ব! আমাকে ও আমার পরিবারকে তাদের অপকর্ম থেকে রক্ষা করো।

১৭০-১৭৩. আমি (আল্লাহ) তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম (রাতের আঁধারে ফিরিস্তাগণ তাদের সরিয়ে ফেলল) তবে লূত্বের স্ত্রী তাদের (পাপিষ্ঠদের) সঙ্গে রয়ে গেল যারা পিছনে থেকে (আযাবে পতিত হয়ে) ছিল। আর বাকি সবাইকে আমি ধ্বংস করে দিলাম। তাদের উপর বর্ষণ করলাম (পাথুরে) বৃষ্টি, এ বৃষ্টি ছিল বড়-ই ভয়াবহ। (ইতোপূর্বে) তাদের হুঁশিয়ার করা হয়েছিল (এবং রাসূলের হুঁশিয়ারি অগ্রাহ্য করে তারা পাপাচারে লিপ্ত ছিল।)

১৭৪. নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে। তাসত্ত্বেও অনেকেই ঈমান আনে না।

১৭৫. নিশ্চয় তোমার রাব্ব মহাপরাক্রমশালী, দয়াময়।

كَذَّبَ اَصۡحٰبُ لۡـَٔيۡكَةِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ﴿۱۷۶﴾ اِذۡ قَالَ لَهُمۡ شُعَيۡبٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَ ﴿۱۷۷﴾ اِنِّىۡ لَـكُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِيۡنٌ ﴿۱۷۸﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيۡعُوۡنِ ﴿۱۷۹﴾ وَ مَاۤ اَسۡـَٔـلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۱۸۰﴾ اَوۡفُوا الۡكَيۡلَ وَ لَا تَكُوۡنُوۡا مِنَ الۡمُخۡسِرِيۡنَ ﴿۱۸۱﴾ وَزِنُوۡا بِالۡقِسۡطَاسِ الۡمُسۡتَقِيۡمِ ﴿۱۸۲﴾ وَ لَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡيَآءَهُمۡ وَ لَا تَعۡثَوۡا فِى الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِيۡنَ ﴿۱۸۳﴾ وَ اتَّقُوا الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ وَ الۡجِبِلَّةَ الۡاَوَّلِيۡنَ ﴿۱۸۴﴾ قَالُوۡۤا اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مِنَ الۡمُسَحَّرِيۡنَ ﴿۱۸۵﴾ وَ مَاۤ اَنۡتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُنَا وَ اِنۡ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الۡكٰذِبِيۡنَ ﴿۱۸۶﴾ فَاَسۡقِطۡ عَلَيۡنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ ﴿۱۸۷﴾ قَالَ رَبِّىۡۤ اَعۡلَمُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۸۸﴾ فَكَذَّبُوۡهُ فَاَخَذَهُمۡ عَذَابُ يَوۡمِ الظُّلَّةِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيۡمٍ ﴿۱۸۹﴾ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿۱۹۰﴾ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ ﴿۱۹۱﴾

আইকাহবাসী ও শুয়াইব আঃ

১৭৬-১৮৪. আইকাহ (মাদইয়ান) বাসীরাও রাসূলদের (আনুগত্য মেনে নিতে) অস্বীকার করলো। যখন শুয়াইব তাদেরকে বললঃ তোমরা কি তাক্বওয়া অর্জন করবে না? আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল (হয়ে এসেছি। আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকাকে তাক্বওয়া বলে) তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো এবং আমার আনুগত্য করো। আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাচ্ছি না, আমার প্রতিদান দেবেন রাব্বুল আ'লামীন।

তোমরা পরিমাপ করো পরিপূর্ণভাবে, (মানুষকে মাপে কম দিয়ে নিজের) সর্বনাশ করো না। আর ওজন করো সঠিকভাবে, মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিও না এবং যমীনে ফাসাদ (পাপাচার) করো না। ঐ সত্ত্বার তাক্বওয়া অর্জন করো যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের

পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

১৮৫-১৮৭. তারা (জাতির নেতারা) বললঃ (শুয়াইব!) তুমি উন্মাদ হয়ে গেছো। (তুমি আসলে নবী বা রাসূল কিছুই নও। বরং) তুমি আমাদের মত-ই একজন সাধারণ মানুষ, আর আমরা মনে করি তুমি মিথ্যুক। তুমি সত্য (নবী) হলে (তোমাকে না মানার কারণে) আকাশ ভেঙ্গে আমাদের উপর ফেলে দাও।

১৮৮. শুয়াইব বললঃ প্রভু জানেন তোমরা কী সব করছো।

১৮৯. তাসত্ত্বেও তারা অমান্য করলো, ফলে মেঘাচ্ছন্ন দিনের কঠিন আযাব তাদের গ্রাস করলো। নিশ্চয় এটা ছিল এক কঠিন দিনের ভয়াবহ আযাব।

১৯০. নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে। তাসত্ত্বেও তাদের অনেকেই মুঅমিন ছিল না।

১৯১. নিশ্চয় তোমার রাব্ব মহাপরাক্রমশালী, দয়াময়।

وَ اِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿١٩٣﴾ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ
الْمُنْذِرِيْنَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿١٩٥﴾ وَ اِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٩٦﴾ اَوَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ
اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٩٧﴾ وَ لَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَاَهٗ
عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٩﴾ كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ
حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ
مُنْظَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٢٠٤﴾ اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ
جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٢٠٦﴾ مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ﴿٢٠٧﴾ وَ مَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ
اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرٰى وَ مَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٠٩﴾ وَ مَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢١٠﴾ وَ مَا
يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَ مَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٢١١﴾ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ﴿٢١٢﴾

আল-কুরআন এক মহাস্মরণিকা

১৯২-১৯৪. (হে নবী! জেনে রাখো!) নিশ্চয় এ কুরআন রাব্বু-ল-আ'লামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (মহান আল্লাহর আদেশে) রূহ আল-আমীন (বিশ্বস্ত ও ক্ষমতাধর ফিরিস্তা জিবরাঈল) এটা তোমার হৃদয়ে নামিয়ে (ডাউনলোড করে) দিয়েছেন, যেন তুমি এর দ্বারা (সবাইকে আল্লাহর বিধান না মানার পরিণতি সম্পর্কে) সাবধান করে দিতে পার।

১৯৫-১৯৭. (এ কুরআন নাযিল হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। আর এ কথা উল্লেখ ছিল আগেকার কিতাবসমূহেও। (আল-কুরআনের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে) এটা কি তাদের জন্য দলীল নয় যে বানী-ইসরাঈলের আলীমগণও এ ব্যাপারে অবগত?

১৯৮-১৯৯. এ কুরআনকে যদি কোনো অনারবের উপর নাযিল করতাম আর সে তাদের কাছে পাঠ করত, তবে তারা এটা বিশ্বাস করত না।

২০০-২০১. অপরাধীদের অন্তরে এভাবে-ই আমি (কুফরকে) ঢুকিয়ে দিয়েছি। তাই যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করার আগ পর্যন্ত তারা ঈমান আনবে না।

২০২-২০৩. আর (আযাব) তাদের কাছে হঠাৎ এসে যাবে, তারা টেরও পাবে না। তখন বলবেঃ আমরা কি পুনরায় সুযোগ পাব?

২০৪. (তারা বলত মুহাম্মাদ শুধু কথাই বলে। আযাব তো আসে না? এতে নাযিল হলো) তারা কি আমার আযাব নিয়ে তাড়াহুড়া করছে?

২০৫-২০৬. তুমি কী মনে করো? তাদের যদি বছরের পর বছর সুযোগ দেই আর তারপর আসে প্রতিশ্রুত কাল (তবে কি তারা এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে?)

২০৭. (না) তবুও তারা এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে না।

২০৮. ইতোপূর্বে কত জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের সবার কাছেই সতর্ককারী এসে ছিল। (কিন্তু তারা বাঁচতে পারেনি)

২০৯. (আল-কুরআন এক) মহা স্মরণিকা। (যে ব্যক্তি এটা মেনে চলবে সে-ই সফল।) আমি (কারো উপর) অবিচার করি না।

২১০-২১২. (মুশরিক নেতারা বলত এ কুরআন শয়তানরা নাযিল করেছে। এতে নাযিল হয়) এ কুরআন শয়তানরা নাযিল করেনি। আর শয়তানরা এটা করতে পারবেও না, করতে সক্ষমও নয়। শয়তানরা তো (এখন ফিরিস্তাদের কথোপকথন) শোনা থেকেও বঞ্চিত (যা আগে শোনতে পারত।)

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٣﴾ وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٤﴾ وَ
اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٥﴾ فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ
﴿٢١٦﴾ وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٢١٨﴾ وَ تَقَلُّبَكَ فِي
السّٰجِدِيْنَ ﴿٢١٩﴾ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٢٠﴾

শিরকের পরিণাম আযাব

২১৩-২১৬. (হে নবী!) তুমি আল্লাহর সাথে অন্যকোনো খোদাকে ডেকো না, এতে তুমি আযাবে পতিত হবে। এবং তোমার নিকটতম আত্মীয়স্বজনকে (আল্লাহর আযাব সম্পর্কে) সাবধান করে দাও। আর যেসব মুঅমিন তোমার অনুকরণ করবে তাদের জন্য তোমার ডানা বিছিয়ে দাও (তাদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী হও) আর কেও অবাধ্য হলে তাদেরকে বলে দাওঃ তোমাদের কাজকর্মের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

২১৭-২২০. আর তুমি ভরসা রাখবে মহাপরাক্রমশালী দয়াময়ের উপর যিনি তোমাকে প্রত্যক্ষ করেন যখন তুমি (দ্বীনি কাজের জন্য উঠে) দাঁড়াও আর সিজদাহকারীদের (আল্লাহর কাছে

আত্মসমর্পণকারীদের) সাথে তোমার তৎপরতার /কর্ম ব্যস্ততার ব্যাপারেও (তিনি অবগত।) নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

জ্ঞাতব্যঃ বাস্তব জীবনে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী প্রকৃত মুসলিমদের সাথে তৎপর থাকতে হয়। কাফির মুশরিক বা মুনাফিকদের অপকর্মের সঙ্গী হলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَ اَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ﴿٢٢٣﴾ وَ الشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿٢٢٤﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿٢٢٥﴾ وَ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٢٢٦﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ انْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَ سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿٢٢٧﴾

শয়তানরা কাদের কাছে আগমন করে এবং কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকারদের অবস্থা

২২১. (কাফিররা বলত মুহাম্মাদের কাছে শয়তান আসে এবং শয়তান তাকে এসব কথা শিখিয়ে দেয়। এর প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বললেন) আমি তোমাদেরকে বলে দেব কী, শয়তান কার কাছে আসে ?

২২২-২২৩. শয়তান আসে প্রতিটি মিথ্যুক ও পাপিষ্ঠের কাছে। (শয়তানরা পাপিষ্ঠদের কাছে) শুনা কথা পৌঁছে দেয়। আর (শয়তানদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে) তাদের অনেকেই অধিক পরিমাণে মিথ্যা বলে থাকে। (শয়তানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঔপন্যাসিক মিথ্যা উপন্যাস লেখে, নাট্যকার মিথ্যা নাটক বানায়, গীতিকার মিথ্যা সংগীত রচনা করে, পরিচালক মিথ্যা ছায়াছবি বানায়, আর কবি লেখে মিথ্যা কবিতা।)

২২৪-২২৬. তাই তো (অধিকাংশ) কবিগণ এবং তাদের অনুসারীরা-ই বিভ্রান্ত হয়। তুমি কী দেখো না? তারা উন্মাদ হয়ে (কল্পনার) উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়। তারা এমন সব কথা বলে যা নিজেরা-ই (বিশ্বাস) করে না।

২২৭. তবে যারা (যেসব কবি) ঈমান আনে, সৎকাজ করে, অধিক হারে আল্লাহর যিকর (ইবাদাত, কুরআন অধ্যয়ন) করে এবং (কারো উপর অত্যাচার করে না বরং) অত্যাচারিত হবার পর শুধু (আইনসঙ্গত) বদলা নেয় (তারা বিভ্রান্ত নয়।) পাপিষ্ঠরা অচিরে-ই জেনে যাবে তারা কোন পথে ধাবিত হচ্ছে?

জ্ঞাতব্যঃ কবি, সাহিত্যিক, গীতিকার, নাট্যকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা, ঔপন্যাসিক, ইত্যাদি পেশার লোকজন যারা কল্পনার জগতে বিচরণ করে, কল্পনার পাখায় উড়ে বেড়ায়, তারা অনেকে-ই আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তবে সবাই বিভ্রান্ত হয় না। আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয় না শুধু তারাই...

- ❖ যারা পরিপক্কভাবে ঈমান আনে।
- ❖ যারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীন মেনে চলে।
- ❖ যারা অধিক হারে আল্লাহকে স্মরণ করে তথা আল্লাহর ইবাদাত করে এবং আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে।
- ❖ যারা অন্যায় করে না, অবিচার করে না। এবং নিজেদের রচিত কবিতা, গীত, উপন্যাস, নাটক ও চলচ্চিত্রে এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে।

সূরাহ নামল ২৭ سورة النمل

নামল অর্থ পিপীলিকা। এ সূরার ১৮ তম আয়াতে একটি রাণী পিপিলীকা ও তার দলবলের কথা বলা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ শুয়ারার পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৯৩টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ﴿١﴾ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٣﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল-কুরআন, সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়

১-৩. ত্বা সীন, এসব হলো আল-কুরআন তথা সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (যে কুরআন) হেদায়াত ও সুসংবাদ মুঅমিনদের জন্য। যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে আর আখেরাতের ব্যাপারে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখে।

জ্ঞাতব্যঃ সালাত অর্থ প্রার্থনা করা, ইবাদাত করা, দ্বীন মেনে চলা। ইসলামী শারীয়াহ মতে সালাত একটি বিশেষ ইবাদাত। সালাত কায়েম করতে হয় দুই ভাবে। ব্যক্তি জীবনে ও সামাজিকভাবে।

- সময় মত ও নিয়মিত সালাত আদায় করার নাম ব্যক্তি জীবনে সালাত কায়েম করা। (দেখুন সূরাহ মায়ারিজঃ ৩, সূরাহ নিসাঃ ১০৩)
- মসজিদ বানিয়ে সামাজিকভাবে সালাত আদায় করা এবং সবাই নিয়মিত সালাত আদায় করছে কি না এ ব্যাপারে তদারকি করা আর সালাত আদায় না করলে তাকে আইনের আওতায় এনে তার যথাযথ বিচারের ব্যবস্থা করার নাম সামাজিকভাবে সালাত কায়েম করা।
- আর সরকারী ব্যবস্থাপনায় ধনী ব্যক্তির সম্পদের সমষ্টি থেকে বছরে ২.৫% করে আদায় করে নির্ধারিত খাতে ব্যয় করার নাম যাকাত আদায় করা। সরকারী ব্যবস্থা না থাকলে জনগণ নিজ উদ্যোগে যাকাত আদায় করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ﴿٥﴾

অবিশ্বাসীদের মন্দ কাজকে শোভিত করে দেওয়া হয়

৪-৫. যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তাদের অপকর্মকে আমরা শোভিত করে দেই, ফলে তারা (নিজেদের মন্দ কাজকেও উত্তম মনে করে এবং ভুল পথে) অন্ধ হয়ে ঘুরপাক খায়। আর (যারা এমন হয়ে যায়) তাদের জন্য অবধারিত হয় জঘন্যতম আযাব আর আখেরাতে তারা চরম ক্ষতিগ্রস্থ।

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ﴿٦﴾

৬. (কাফিররা মনে করে এ কুরআন তোমার বানানো, কেউ বলে শয়তান এটা নাযিল করেছে। আসলে) তোমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে মহাকৌশলী, মহাজ্ঞানী (মহান আল্লাহ)র পক্ষ থেকে।
(আল্লাহ তোমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন। ইতোপূর্বেও অনেক মানুষকে তিনি কিতাব দিয়েছিলেন, নবী বানিয়েছিলেন)

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ؕ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨﴾ يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾ وَاَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٠﴾ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١﴾ وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿١٢﴾

মূসা আ.এর নবুয়ত লাভ

৭. (মিশরের রাজ পরিবারে লালিতপালিত মূসা। রাজ বংশীয় এক ব্যক্তিকে হত্যা করে প্রাণের ভয়ে শামদেশে চলে যান মূসা। মূসা শামের মাদইয়ান (বর্তমান ফিলিস্তিন) এলাকায় শুয়াইব আঃএর পরিবারে আশ্রয় নেন এবং শুয়াইব আঃএর মেয়েকে বিয়ে করেন। দীর্ঘদিন পর মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে সাইনা উপত্যকায় পথ ভুলে যান। এক রাতে অন্য পাহাড়ে আগুন দেখতে পেয়ে)
মূসা যখন তার পরিবারকে বললঃ আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি, (আমি এখন ওখানে যাব। আশা করি) ওখান থেকে (পথের ব্যাপারে) কোনো তথ্য আনতে পারব অথবা আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারবে।

৮. মূসা যখন আগুনের কাছে এলো তখন তাকে বলা হলোঃ আগুনের ভিতর যিনি আছেন এবং এর আশপাশে যারা আছে সকলে-ই বরকতময়, আল্লাহ মহান সর্বজগতের রাব্ব।

৯-১১. হে মূসা! আমি হলাম মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী আল্লাহ। তুমি তোমার লাঠি ছেড়ে দাও। মূসা যখন দেখলো তার লাঠি হায়্যাহ (তেজস্বী ছোট সাপ) এর মত ছুটাছুটি করছে তখন (ভয় পেয়ে) উলটা পথে পালালো, পিছনে ফিরেও তাকালো না। (আমি বললাম) মূসা! ভয় পেয়ো না, কোনো রাসূল আমার কাছে ভয় পায় না। তবে যে অন্যায় করবে (তাকে অবশ্য-ই ভয় পেতে হবে। পরে তাওবাহ করে নিলে) আমি অবশ্য তার মন্দ (অবস্থা)কে পুনরায় ভালো করে দেই (মানে মাফ করে দেই।) নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল দয়াময়।

১২. আর তোমার হাত পকেটে ঢুকাও, (তারপর বের করে আন) দৃষ্টিনন্দন ঝলমলে সাদা হয়ে বেরিয়ে আসবে, নয়টি আয়াত (বিধান, নিদর্শন) দিয়ে (তোমাকে) ফেরাউন ও তার জাতির কাছে (পাঠানো হচ্ছে) কারণ তারা পাপিষ্ট জাতি।

জ্ঞাতব্যঃ স্বাফওয়ান বিন আসসাল রাঃ বলেনঃ একদা এক ইয়াহুদ (আলিম) অন্যজনকে বললঃ চলো! ওই নবীকে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করি। অন্যজন বললঃ নবী বলিস না, শুনলে তার চার চোখ (সে অধিক খুশী) হয়ে যাবে। তারা নবী সাঃএর কাছে এলো এবং (কুরআনের আয়াত) "আমি মূসাকে নয়টি আয়াত দিয়েছি" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো (এ নয়টি আয়াত কি কি?) রাসূল সাঃ বললেনঃ

(১) আল্লাহর সাথে শিরক করো না,
(২) যিনা করো না,
(৩) আল্লাহ হারাম করেছেন এমন কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না,
(৪) চুরি করো না,
(৫) যাদু করো না,
(৬) নিরপরাধ মানুষকে হত্যার জন্য সরকারের হাতে তুলে দিও না,
(৭) সুদ গ্রহণ করো না,
(৮) সতী নারীর উপর যিনার অপবাদ দিও না,
(৯) যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যেও না।

আর হে ইয়াহুদ! বিশেষ করে তোমরা; শনিবারে সীমালঙ্ঘন করো না। (একথা শোনার পর) ইয়াহুদগণ রাসূল সাঃএর হাতে ও পায়ে চুমু খেল এবং বললঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি "আপনি অবশ্যই নবী"। রাসূল সাঃ বললেনঃ তবে ইসলাম মেনে নিচ্ছ না কেন? তারা বললঃ দাউদ আল্লাহর কাছে দোয়া করে ছিলেন নবী যেন সর্বদা তার বংশ থেকে হয়। (আসলে এ কথাটি মিথ্যা। দাউদ আঃ এমন দোয়া করেননি) আর আমাদের ভয় হয় ইসলাম গ্রহণ করলে অন্য ইয়াহুদ আমাদের মেরে ফেলবে। (তিরমিযীঃ হাদীছটি সাহীহ)

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٣﴾ وَ جَحَدُوْا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤﴾

ফাসাদকারীদের পরিণতি

১৩-১৪. আমার সুস্পষ্ট আয়াত (নিদর্শন) যখন তাদের কাছে এলো তখন তারা (ফেরাউন ও তার পরিষদ) বললঃ এটা সুস্পষ্ট যাদু। (আসলে) শুধু দম্ভ ও অহমিকার কারণে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে যদিও তাদের অন্তর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিল। লক্ষ্য করোঃ ফাসাদকারীদের পরিণতি কেমন হয়?

জ্ঞাতব্যঃ অনেক সময় মানুষ সত্য বুঝে কিন্তু ক্ষমতার লোভ, দলীয় স্বার্থ, প্রতি হিংসা, দম্ভ, অহমিকা, ইত্যাদি নানা কারণে সত্যকে মেনে নিতে পারে না।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَ قَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥﴾ وَ وَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَ قَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ اُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾ وَ حُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ

وَ جُنُوْدُهٗ ۙ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ
﴿١٩﴾ وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ﴿٢٠﴾ لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا
شَدِيْدًا اَوْ لَاَاْذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢١﴾

সুলাইমান আঃ, পিপিলিকা ও হুদহুদ পাখি

১৫. আমি দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দিয়েছি, তারা বলেছেঃ সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ, যিনি অনেক মুঅমিন বান্দার উপর আমাদের শ্রেষ্টত্ব দিয়েছেন। (আসলে সম্পদ বা পদবী মানুষের শ্রেষ্টত্বের আসল কারণ নয়। শ্রেষ্টত্বের আসল কারণ জ্ঞান)

১৬. দাউদের (পর তার রাজত্বের) উত্তরাধিকারী হলো সুলাইমান এবং সে বলল (প্রভু আমাকে অনেক নিয়ামত দিয়েছেন) আমাকে পাখির বুলি (বলা ও বুঝা) শিখিয়েছে, দিয়েছেন (প্রয়োজনীয়) সব, এসব-ই (মহান প্রভুর) সুস্পষ্ট করুণা।

১৭. সুলাইমানের জন্য জিন্ন, ইনসান ও (পশু) পাখির সমন্বয়ে সুবিন্যস্ত এক বিরাট বাহিনী গঠন করা হয়েছিল।

১৮. (একদা) তারা পিপীলিকার উপত্যকা অতিক্রম কালে পিপীলিকা (রাণী) বললঃ পিপীলিকাগণ! সবাই নিজ নিজ আবাসনে ঢুকে পড়, যেন সুলাইমান ও তার বাহিনী নিজেদের অজান্তে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে।

১৯. (পিপীলিকার কথা শোনে) সুলাইমান মৃদু হেসে বললঃ হে প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার পিতাকে যে নিয়ামত দান করেছ এর শোকর আদায় করার তাওফিক আমাকে দাও, যেন তোমাকে সন্তুষ্ট করার মত ভালো কাজ করতে পারি, তুমি নিজ করুণায় আমাকে নেক বান্দাদের দলে শামিল করে নাও। (শোকর আদায়ের উত্তম পন্থা হলো আনুগত্য)

২০-২১. সে (সুলাইমান তার বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের) একটি পাখি খুঁজে পেল না। তাই সে বললঃ কী হলো, হুদহুদকে দেখছি না কেন? সে কি (ইচ্ছা করে) অনুপস্থিত (থেকেছে)? (দায়িত্বে অবহেলা করে এমন করলে) আমি তাকে কঠিন সাজা দেব। আর (অবাধ্য হয়ে এমন করলে) জবেহ করে (মেরে) ফেলব, নতুবা তাকে (এ অনুপস্থিতির কারণ দেখিয়ে) কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ হাজির করতে হবে।

জ্ঞাতব্যঃ হুদহুদ ছিল গোয়েন্দা পাখি, হুদহুদের দৃষ্টি খুব-ই প্রখর হয়। হুদহুদ মাটির নীচে পানির অবস্থান নির্ণয় করতে পারে। হুদহুদ পানির অবস্থান ঠিক করে দিলে জিন্নরা খনন করে গভীর কূপ তৈরি করত। এভাবে-ই সুলাইমান আ.র বাহিনীর জন্য পানির প্রয়োজন মিটানো হত। (তাফসীর জালালাইন দেখে নিন)

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ﴿٢٢﴾ اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً
تَمْلِكُهُمْ وَ اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّ لَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُّهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ

دُوْنِ اللّٰهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٥﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾

হুদহুদ পাখির বক্তব্য ও কর্মদক্ষতা

২২. কিছুক্ষণ পর পাখিটি এসে বললঃ আমি এমন তথ্য নিয়ে এসেছি যা আপনার জানা ছিল না। আমি "সাবা" (ইয়েমেনের একটি এলাকা) থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি (আর এ সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়া-ই অনুপস্থিতির কারণ)

২৩. আমি (দেখতে) পেয়েছিঃ তাদের রাজত্ব করছে এক নারী, (তার রাজ্য খুবই উন্নত। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয়) সবকিছু-ই তাকে দেয়া হয়েছে এবং তার রয়েছে বিরাট সিংহাসন।

২৪. আমি দেখেছি ওই নারী ও তার জাতি আল্লাহর বদলে সূর্যকে সিজদাহ করে, শয়তান তাদের এ কাজকে শোভিত করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিরত রেখেছে, যেন তারা সঠিক পথ না পায়।

২৫. আর যেন তারা আল্লাহকে সিজদাহ করতে না পারে, যিনি আসমান যমীনের গোপন বিষয়াদি বের করে আনেন। মানুষ যা গোপন করে, যা প্রকাশ করে সকল ব্যাপারে-ই তিনি অবগত।

২৬. (তিনিই) আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহান আরশের অধিপতি।

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَ اِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَ اْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْۤ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾ قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّ اُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ وَّ الْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَا ذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَ جَعَلُوْۤا اَعِزَّةَ اَهْلِهَاۤ اَذِلَّةً ۚ وَ كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَ اِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾

সুলাইমান আঃ ও রাণী বিলকিস

২৭-২৮. (হুদহুদের কথা শুনে সুলাইমান) বললঃ আমি যাচাই করে দেখব তুমি সত্য বলছ, না মিথ্যা। (যাচাই করার পদ্ধতি হিসেবে একটি চিঠি লিখে সুলাইমান হুদহুদকে বলল) তুমি আমার এ চিঠিটি তাদের উপর ছেড়ে দেবে তারপর আড়াল থেকে লক্ষ্য করবে তারা কি প্রতিক্রিয়া দেখায়?

২৯-৩২. (হুদহুদ সুলাইমানের চিঠিটি উড়িয়ে নিয়ে সাবার রাণী বিলকিসের কাছে ছেড়ে দিল। রাণী তখন সভাসদের নিয়ে সভা করছিল। হুদহুদ আড়াল থেকে দেখলঃ রাণী) বলছেঃ সভাসদগণ! আমার কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি চিঠি ছেড়ে দেয়া হয়েছে, (চিঠিতে লিখা আছে) "সুলাইমানের পক্ষ্য থেকে, বিসমিল্লাহি-র-রাহ'মানি-র-রাহী'ম, আমার সাথে দম্ভ করো না, আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে চলে আসো"।

তারপর বললঃ সভাসদগণ! আমাকে পরামর্শ দাও, তোমাদের না জানিয়ে আমি গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নেই না।

৩৩. তারা (রাণী বিলকিসের পরিষদ সদস্যগণ) বললঃ আমরা অনেক শক্তিশালী এবং চৌকস যোদ্ধা, (একজন রাজা এভাবে হুমকি দিয়ে চিঠি দেবে আর আমরা মেনে নেব এ হতে পারে না, আমরা যুদ্ধ করব, তবে) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আপনার হাতে, আপনি ভেবেচিন্তে অধ্যাদেশ জারি করুন।

৩৪-৩৫. (রাণী) বললঃ সাধারণত রাজারা (যুদ্ধ করে) কোনো জনপদ দখল করলে একে তছনছ করে দেয়, এর সম্মানিত ব্যক্তিদের লাঞ্ছিত করে, এরাও (হয়ত) তাই করবে। (এরচেয়ে ভালো হবে যদি প্রথমে আমি তাকে একটি পরীক্ষা করি) আমি তার কাছে কিছু উপহার পাঠাব এবং লক্ষ্য করব আমার দূতেরা কি খবর নিয়ে আসে।

জ্ঞাতব্যঃ রাণী বিলকিস উপহার পাঠিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল সুলাইমান আসলে-ই নবী, না শুধুই রাজা। শুধু রাজা হলে তার উপহার গ্রহণ করবে। কারণ রাজাদের কাছে সম্পদ-ই আসল, সম্পদের জন্যই তারা রাজ্য জয় করে। তাই কোনো রাজা-ই এতো দামী উপহার ফিরত দেবে না। আর সুলাইমান নবী হলে তার উপহার গ্রহণ করবে না। কারণ নবীর কাছে সম্পদের চেয়ে দ্বীন আসল। রাণী তার প্রতিনিধি দলের সাথে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে ছিলঃ এক হাজার দাস দাসী, ৫০০ স্বর্নের ইট, হিরার কারোকার্য খচিত একটি রাজমুকুট, মৃগনাভি, আম্বরসহ আরও অনেক কিছু।

হুদহুদ এসে সুলাইমান আঃকে সব জানিয়ে দিল। সুলাইমান আঃ সোনা ও রূপার ইট বিছিয়ে তার প্রাসাদ থেকে ৯ ফারসাখ (প্রায় সাড়ে ৪৩ কি মি) পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করলেন। রাস্তার দুই পাশে সোনা রূপার কারুকার্য করা দেয়াল দেয়া হলো এবং দেয়ালের উভয় পাশে জল ও স্থলের সুন্দর সুন্দর প্রাণী ও জিন্নশিশুদের রাখা হলো সারিসারি করে। (দেখুনঃ তাফসীর জালালাইন)

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ اٰتٰىنِ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ
﴿٣٦﴾ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ
﴿٣٧﴾ قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ
الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَ اِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ
مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ
لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَ مَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾

রাণী বিলকিসের সিংহাসন

৩৬-৩৭. (সুলাইমান আঃএর শান শওকত দেখে রাণীর দূতগণ হতভম্ভ হয়ে গেল) সুলাইমান বললঃ তোমরা আমাকে সম্পদের লোভ দেখাচ্ছ? আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন আমাকে এর চেয়ে অনেক বেশী দিয়েছেন, তোমাদের উপহার নিয়ে তোমরা-ই খুশী থাকো। তোমরা (এসব নিয়ে) ফিরে যাও, আমি এমন বাহিনী নিয়ে আসছি যার মোকাবেলা করার ক্ষমতা তাদের (তোমাদের বাহিনীর) নেই। আমি তাদের অপমানিত করব, বিতাড়িত করব, তখন তারা (রাণী ও তার সভাসদ) লাঞ্ছিত হবে।

৩৮. (রাণীর দূত ফিরে গিয়ে সুলাইমানের বাহিনী, ক্ষমতা, শান শওকত ও নৈতিকতার বর্ণনা দিল, সব শোনে রাণী আত্মসমর্পণের জন্য রওয়ানা হলো, খবর শোনে) সুলাইমান বললঃ সভাসদগণ! তারা (রাণী ও তার পরিষদ) আত্মসমর্পণ করে এখানে পৌঁছার আগে তার সিংহাসনটি কে এনে আমার কাছে হাজির করতে পারবে?

৩৯. (সুলাইমান আঃএর সভায় অনেক জিন্ন ছিল) এক ইফরীত (দৈত্য) জিন্ন বললঃ আপনি আসন ছেড়ে দাঁড়ানোর আগেই আমি ওটা এনে হাজির করতে পারব, আমি এ ব্যাপারে বিশ্বস্ত ও ক্ষমতাবান।

৪০. (আল্লাহর) কিতাবের জ্ঞান সম্পন্ন এক ব্যক্তি বললঃ আপনি চোখ ফিরানোর আগেই আমি ওটা এনে হাজির করতে পারব, (সুলাইমান আঃ তাকে অনুমতি দিলেন, সে চোখের পলকে সিংহাসনটি এনে হাজির করলো) সিংহাসন সামনে দেখে সুলাইমান বললঃ এটা আমার প্রভুর করুণা, (প্রভু এসব দিয়েছেন) আমাকে পরীক্ষা করতে, আমি শোকর করি না কুফর করি? যে ব্যক্তি শোকর করলো সে নিজেরই কল্যাণ করলো আর যে কুফর করলো (তার জানা উচিত) আমার প্রভু প্রয়োজনমুক্ত, মহান মর্যাদার অধিকারী।

জ্ঞাতব্যঃ যে ব্যক্তি চোখের পলকে সিংহাসনটি এনে হাজির করেছিল ওই ব্যক্তি ছিল আসিফ বিন বারখিয়া। তার কাছে আল্লাহর মহান নামের (ইসমে আজমের) জ্ঞান ছিল। যা দিয়ে দোয়া করলে কবুল হত। (জালালাইন)

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ
اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ۭ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ
تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٤٣﴾

রাণী বিলকিসের আত্মসমর্পণ

৪১. সুলাইমান (তার কারিগরদের ডেকে) বললঃ সিংহাসনে কিছু রদবদল করে ফেল, দেখি সে (রাণী) এটি চিনতে পরে কি না?

৪২. (রাণী) আসার পর (উন্মুক্ত মঞ্চে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান হলো, তার সিংহাসনটিও সেখানে রাখা ছিল, সিংহাসন দেখিয়ে) বলা হলোঃ আপনার সিংহাসন কি এরকম? সে বললঃ যেমন এটা-ই,

(তারপর রাণী বললঃ আপনার ব্যাপারে) আগে-ই আমাদের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে গেছে এবং আমরা আত্মসমর্পণ করেছি।

৪৩. আসলে আল্লাহ ছাড়া অন্যের দাসত্ব-ই তাকে (রাণীকে সঠিক দ্বীন থেকে) বিরত রেখেছিলো, সে কাফির ছিল।

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَ اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾

রাণী বিলকিসের ইসলাম গ্রহণ

পটভূমিঃ রাণীর পায়ের নলায় বেশী লোম ছিল। বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছিল "তার পায়ের নলা গাধার পায়ের মত" (লোমের) বিষয়টি যাচাই করার জন্য সুলাইমান আঃ এক অদ্ভুত আয়োজন করলেন। প্রাসাদের প্রবেশ পথে কৃত্রিম জলপ্রপাত বানিয়ে স্বচ্ছ পানি প্রবাহিত করা হলো। রংবেরঙ্গের মাছ এনে পানিতে ছেড়ে দেওয়া হলো। পানির উপর বসানো হলো স্বচ্ছ কাঁচের ছাদ। সবকিছু এতো স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ছিল যে শুধু পানি এবং মাছ-ই নজরে আসত, কাঁচের ছাদ দেখা-ই যেত না। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৪৪. (অনুষ্ঠান শেষ হবার পর রাণীকে) বলা হলোঃ প্রাসাদে প্রবেশ করুন (রাণী পানির প্রবাহ ও মাছের খেলা) দেখে মনে করলো স্বচ্ছ জলপ্রপাত, তাই পায়ের কাপড় হাটু পর্যন্ত তুলে ফেলল। সুলাইমান বললঃ এটা কাঁচের সেতু। (সুলাইমান রাণীকে নিয়ে প্রাসাদে গেল এবং তাকে দ্বীনের দাওয়াত দিল। রাণী ইসলাম গ্রহণে রাজি হয়ে গেল এবং) বললঃ হে রাব্ব! (কুফর শিরক করে) আমি নিজের উপর অবিচার করেছি, এখন সুলাইমানের সঙ্গে রাব্বু-ল-আ'লামীনের কাছে আত্মসমর্পণ (করে ইসলাম গ্রহণ) করছি।

জ্ঞাতব্যঃ সুলাইমান আঃ রাণী বিলকিসকে বিয়ে করতে চাইলেন। কিন্তু তার পায়ের অধিক লোম সুলাইমান আঃএর পছন্দ ছিল না। একদল জিন্ন লোমনাশক তৈরি করে দিল। লোমনাশক ব্যবহার করে রাণীর পায়ের লোম অপসারণ করা হলো। সুলাইমান আঃ তাকে বিয়ে করলেন এবং তার রাজ্যকে প্রদেশ বানিয়ে বিলকিসকে-ই প্রাদেশিক গভর্নর বানালেন। সুলাইমান আঃ মাসে একবার সেখানে যেতেন এবং তার কাছে তিন দিন অবস্থান করতেন। (দেখুনঃ তাফসীর জালালাইন)

আইন ও বিধানঃ মহিলারা কেন্দ্রীয় খালিফাহ হতে পারে না। তবে প্রাদেশিক গভর্নর অথবা কোনো বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হতে পারে।

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَّعَكَ ؕ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَ كَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُوْنَ ﴿٤٨﴾ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗ ثُمَّ

لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَ مَكَرُوْا مَكْرًا وَّ مَكَرْنَا مَكْرًا وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٠﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَ قَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٣﴾

৯ নেতার পাপের দায়ে ধ্বংস হলো জাতি

৪৫. ছামূদ (জাতি)র কাছে পাঠালাম তাদের ভাই স্বালিহকে, (সে এসে বললঃ হে আমার জাতি) এক আল্লাহর ইবাদাত করো। তখন তারা (মুসলিম ও কাফির) দুই দলে বিভক্ত হয়ে বিবাদ করতে লাগল, (কাফিররা বললঃ তুমি সত্য হলে আযাব দিয়ে আমাদের ধ্বংস করে ফেল)

৪৬. স্বালিহ বললঃ হে আমার জাতি! তোমরা ভালো (ঈমান) গ্রহণ না করে মন্দের (আযাবের) জন্য তাড়াহুড়া করছ? তোমরা আল্লাহর কাছে (আযাব না চেয়ে) কেন ক্ষমা প্রার্থনা করছ না? এতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হত।

৪৭. তারা (কাফির নেতারা) বললঃ তুমি আর তোমার সঙ্গীরা আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছ।

স্বালিহ বললঃ তোমাদের দুর্ভাগ্য আল্লাহর কাছে নির্ধারিত হয়ে-ই আছে, আসলে তোমাদের ফিতনায় ফেলে দেয়া হয়েছে।

৪৮. শহরে (৯টি গোত্রের) নয়জন নেতা (যারা এ জাতির শাসকের ভূমিকা পালন করত) যমীনে ফাসাদ (পাপাচার) করত, সংশোধন (সৎকাজ) করত না। (শাসকরা যখন পাপাচারে মেতে উঠে তখন জাতির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যায়)

৪৯. একদা তারা (নয় জন মিলে চক্রান্ত করে) আল্লাহর নামে শপথ (করে পরিকল্পনা) করলোঃ আমরা নবী ও তার আহালকে (অনুসারীদেরকে) রাতের আঁধারে মেরে ফেলব এবং পরে তাদের ওয়ালীকে (গোত্রকে) বলবঃ হত্যাকান্ডের সময় আমরা (শহরে) বিদ্যমান ছিলাম না, আমরা সত্য বলছি।

৫০. তারা (নবী ও তার অনুসারীদের হত্যার) চক্রান্ত করলো, আমিও (তাদের রক্ষার) কৌশল করলাম, তারা টেরই পেল না।

৫১-৫২.খোঁজ নিয়ে দেখো! চক্রান্তকারীদের কি পরিণতি হয়েছে? আমি তাদেরসহ জাতির সবাইকে একত্রে ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের পাপের কারণে ঘরবাড়িগুলো বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য।

৫৩. আর যারা মুঅমিন ও মুত্তাক্বী ছিল আমি (এ ভয়াবহ আযাব থেকে) তাদের রক্ষা করেছি।

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَ اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٤﴾ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿٥٥﴾

লূত্ব আঃ ও সমকামী জাতি

৫৪-৫৫. আর লূত্বকে (স্মরণ করো) সে যখন তার জাতিকে বললঃ কেন তোমরা জেনে বুঝে জঘন্যতম অশ্লীল কাজ (সমকামিতা) করে যাচ্ছ? তোমরা নারীর বদলে পুরুষের সাথে যৌন কাজ করো, তোমরা বড়-ই মূর্খ (জীবন উপভোগের সঠিক পদ্ধতিটুকুও জানো না)

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْۤا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾ وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٥٨﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৬. তখন তাদের উত্তর ছিল একটা-ই, তারা বলতঃ লূত্ব পরিবারকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও, তারা বড় পবিত্র মানুষ।

৫৭. ফলে আমি (তাদের সবাইকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিলাম। শুধু) লূত্ব ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম, তবে তার স্ত্রীকে নয়, (ফিরিস্তা এসে রাতে লূত্ব পরিবারকে শহর থেকে বের করে দিল, বাকি লোকজন শহরে থেকে আযাবে ধ্বংস হয়ে গেল) যারা (শহরে) রয়ে গিয়েছিল লূত্বের স্ত্রীকেও তাদের সঙ্গে রেখে দিয়েছি।

৫৮. আর তাদের উপর বর্ষণ করেছি (ধ্বংসাত্মক পাথুরে) বৃষ্টি। (আযাব আসার আগে) তাদের সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের কাছে পাঠানো বৃষ্টি ছিল বড় ভয়াবহ।

৫৯. বলো! আল-হামদু লিল্লাহ, আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের উপর সালাম। কি? আল্লাহ উৎকৃষ্ট, না তাদের মনগড়া খোদারা?

সূরাহ নামল | পারা : ২০

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦٠﴾ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ جَعَلَ خِلٰلَهَاۤ اَنْهٰرًا وَّ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٣﴾ اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٤﴾

আল্লাহর সাথে অন্য কোনো খোদা আছে কী?

৬০. (কে উত্তম? তোমাদের মনগড়া খোদা) না কি ওই সত্ত্বা? যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর যিনি তোমাদের কল্যাণার্থে আকাশ থেকে বর্ষণ করেন পানি, যা দিয়ে উৎপন্ন করেন মনোমুগ্ধকর কত বাগান, যে বাগানের বৃক্ষরাজি উৎপন্ন করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। (তোমরা কী মনে করো?) আল্লাহর সাথে অন্য কোনো খোদা আছে কি? (আসলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই) কিন্তু তাসত্ত্বেও তারা (অন্যকে আল্লাহর) সমকক্ষ বানায়।

৬১. কে এ পৃথিবীকে স্থিতিশীল করেছেন? যমীনের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছেন নদনদী? স্থাপন করেছেন পর্বতমালা? দুই সাগরের মাঝে বানিয়েছেন অন্তরায়? (তোমরা কী মনে করো?) আল্লাহর সাথে অন্য কোনো খোদা আছে কি? বস্তুত তাদের অধিকাংশ-ই অজ্ঞ।

৬২. বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি বিপদে পড়ে ডাক দিলে কে সাড়া দেয়? কে তাকে বিপদ মুক্ত করে? কে তোমাদেরকে দিয়েছে পৃথিবীতে (বিচরণ) ক্ষমতা? (তোমরা কী মনে করো?) আল্লাহর সাথে অন্য কোনো খোদা আছে কি? বস্তুত তোমরা অতি সামান্য-ই গ্রহণ করো।

৬৩. জলে স্থলে অন্ধকারে কে তোমাদেরকে পথের দিশা দেয়? তোমাদের জন্য কে পাঠায় রহমতের (বৃষ্টির) পূর্বে সুসংবাদবাহী শীতল হাওয়া? (তোমরা কী মনে করো?) আল্লাহর সাথে অন্য কোনো খোদা আছে কি? বস্তুত আল্লাহ হলেন তাদের কৃত সকল শিরকের উর্ধ্বে।

৬৪. কে সৃষ্টির সূচনা করেছে এবং পুনরায় সৃষ্টি করবে? কে তোমাদের জিবিকা সরবরাহ করেন আসমান ও যমীন থেকে? (তোমরা কী মনে করো?) আল্লাহর সাথে অন্য কোনো খোদা আছে

কি? তোমরা (যারা অন্য খোদা বিশ্বাস করো তারা) সত্য হলে প্রমাণ উপস্থাপন করো।

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾

কেউ গাইব জানে না আল্লাহ ছাড়া

৬৫. (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাওঃ আসমানসমূহে এবং যমীনে যারা আছে তাদের কেউ গাইব জানে না আল্লাহ ছাড়া। কেউ জানে না কখন হবে পুনরুত্থান।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গাইব জানে না। এটা-ই সঠিক কথা। অন্য কেউ গাইব জানে বলে বিশ্বাস করা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। নবী রাসূলগণ যেসব গাইবের খবর দেন এসব-ই আল্লাহ থেকে তাদের জানানো হয়। সুতরাং আল্লাহ থেকে জেনে তারা গাইবের খবর দেন, তারা নিজেরা গাইব জানেন না।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۬ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۬ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّ اٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۫ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٤﴾

কাফির সমাজ ও আখেরাত

৬৬. (কাফিররা বলেঃ কিয়ামত কবে হবে? এর উত্তরে বলা হচ্ছে) আখেরাতের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান কি পরিপক্ষ হয়ে গেছে (যে তারা কিয়ামতের সময় জানতে চাচ্ছে?) অথচ আসল ব্যাপার হলো তারা এ ব্যাপারে সন্দিহান বরং তারা এ বিষয়ে অন্ধ হয়ে আছে।

৬৭-৬৮. যারা কুফর করে তারা বলেঃ আমরা যখন (মরে পঁচে) মাটি হয়ে যাব তখন আবার উত্থিত হব? আমাদের বাপদাদাও? এমন প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে আগেও দেয়া হয়েছে, আমাদের বাপদাদাকেও দেয়া হয়েছে। এসব পুরানো দিনের রূপকথা ছাড়া কিছু-ই নয়।

৬৯. (তাদের) বলো! তোমরা যমীনে ভ্রমণ করো, দেখঃ পাপিষ্ঠদের কি পরিণতি হয়েছে।

৭০. (হে নবী!) তাদের জন্য দুঃখ করো না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে তুমি (নিজের) মনকে সংকীর্ণ করো না।

৭১. তারা বলেঃ তুমি সত্য (নবী) হলে (বলো) এসব (আযাবের) প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে?

৭২. বলে দাওঃ যে বিষয়ে তোমরা তাড়াহুড়া করছ এর কিছু হয়ত তোমাদের তাড়া করছে (এবং অচিরেই পেয়ে যাবে।)

৭৩-৭৪. তোমার প্রভু মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু অধিকাংশ মানুষ-ই অকৃতজ্ঞ। তারা যা প্রকাশ করে আর যা গোপন করে, তোমার প্রভু সব জানেন।

وَ مَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِی السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ مُّبِیْنٍ ﴿۷۵﴾ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ یَقُصُّ عَلٰی بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اَكْثَرَ الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ ﴿۷۶﴾ وَ اِنَّهٗ لَهُدًی وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۷۷﴾ اِنَّ رَبَّكَ یَقْضِیْ بَیْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ ﴿۷۸﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَی الْحَقِّ الْمُبِیْنِ ﴿۷۹﴾ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰی وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِیْنَ ﴿۸۰﴾ وَ مَاۤ اَنْتَ بِهٰدِی الْعُمْیِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ یُّؤْمِنُ بِاٰیٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۸۱﴾

দাওয়াত দেওয়া আমাদের কাজ, ফয়সালার মালিক আল্লাহ

৭৫. আসমান ও যমীনের (দৃশ্য) অদৃশ্য সকল বিষয় সুস্পষ্টভাবে কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৭৬. বানী-ইসরাঈল যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করছে এ কুরআন এসবের অনেক কিছুই স্পষ্ট করে দিচ্ছে।

৭৭. মুঅমিনদের জন্য এ কুরআন হলো হেদায়াত ও রহমত। (হেদায়াত পেতে হলে কুরআনের পথে চলতে হবে। কুরআন ছাড়া অন্য কোনো কিতাব বা অন্য কোনো পথ হেদায়াত দিতে পারবে না।)

৭৮. তোমার রাব্ব তাদের ফয়সালা করবেন আপন "হুকম" মত। তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

হুকম পরিচিতিঃ হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটা-ই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটা-ই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্বীন বা আহকামু-শ-শারীয়াহ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়াহ আইন)
- হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)
- হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হাকিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক)
- হুকম অর্থ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। আর এ অর্থে নবুয়তকেও হুকম বলা হয়।

৭৯. সুতরাং তুমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো। নিশ্চয় তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর অবিচল আছ (তাই দুঃখ করো না)

৮০. তুমি মৃতকে শুনাতে পারবে না, বধির তোমার ডাক শুনবে না, যখন তারা পিছন দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

৮১. তুমি অন্ধকে বিভ্রান্তি থেকে ফিরাতে পারবে না। তোমার কথা কেবল তারা-ই শুনবে যারা আমার বিধান মেনে নেবে এবং আত্মসমর্পণ করবে। (এখানে অন্ধ বলে বুঝানো হয়েছে যারা কুরআন সুন্নাহ থেকে অন্ধ)

وَ اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰیٰتِنَا لَا یُوْقِنُوْنَ ﴿۸۲﴾

দাব্বাতু-ল-আরদ্ব

৮২. (আল্লাহর) বাণীর বাস্তবায়নকাল (কিয়ামত) নিকটবর্তী হলে আমি যমীন থেকে এক জন্তু বের করব, যা মানুষের সাথে কথা বলবে। কারণ মানুষ আমার আয়াত বিশ্বাস করে না।

জ্ঞাতব্যঃ এ জন্তুকে দাব্বাতু-ল-আরদ্ধ বলা হয়। কিয়ামতের আগে মূসা আঃএর লাঠি আর সুলাইমান আঃ আংটি নিয়ে জন্তুটি বের হবে। জন্তুটি মানুষের সাথে কথা বলবে।

وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِيْ وَ لَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾

দ্বীনহীন নেতাদের বিচার

৮৩. আমার বিধান অমান্যকারী জাতিসমূহ থেকে একটি দলকে (জাতির নেতাদেরকে) সেদিন আলাদা করে উঠাব। তারা (তাদের অনুসারী জনতাকে) দলে দলে (জাহান্নামে) নিয়ে যাবে।

৮৪. তারা যখন হাজির হবে তখন আল্লাহ বলবেনঃ তোমরা কেন আমার বিধান অমান্য করেছিলে? তোমরা কি এসব বুঝতে পারনি? নাকি অন্য কারণে এমন করেছিলে?

৮৫. তখন তাদের কোনো উত্তর থাকবে না। তাদের পাপের কারণে (আযাবের) বাণী তাদের উপর বাস্তবায়িত হবে।

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَ كُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْۤ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٨٨﴾

মহা শিঙ্গার ১ম ও ২য় ফুঁৎকার

৮৬. তারা কি (আমার কুদরত নিয়ে) চিন্তা করে না? আমি রাত বানিয়েছি তাদের বিশ্রামের জন্য আর দিনকে করেছি দৃষ্টিনন্দন। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে মুমিনদের জন্য।

৮৭. যেদিন শিঙ্গা ফুঁকা হবে আসমানসমূহ এবং যমীনের সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে (মরে) যাবে, তবে আল্লাহ যাদের চাইবেন (তারা জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফীল ও মালাকু-ল-মাওত মরবে না। পরে মিকাঈল ও ইসরাফীলের মৃত্যু হবে, মালাকু-ল-মাওত ও মারা যাবে। এক বর্ণনা মতে জিবরাঈলের মৃত্যু হবে না (দেখুন তিরমিযীঃ তাফসীর অধ্যায়) ২য় ফুঁৎকারের পর) সবাই বিনীতভাবে তার কাছে হাজির হবে।

৮৮. (এখন) তুমি পাহাড়সমূহকে অচল ও অবিচল দেখছ কিন্তু তখন (শিঙ্গা ফুঁকা হলে) এসব

মেঘমালার মত উড়ে যাবে। সবই আল্লাহর কারিগরি। তিনি সবকিছুকে সুসংহত করেছেন। তোমরা যা করো তিনি সকল ব্যাপারে অবগত।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে যে, আমাদের এ পৃথিবী ঘণ্টায় ১৬৭০ কিলোমিটার (১০৪০ মাইল) বেগে ঘূর্ণায়মান রয়েছে। আর যে বস্তু যত বেগে ঘূর্ণায়মান হয় তার অভ্যন্তরীণ বস্তুসমূহ সমান বেগেই ঘূর্ণায়মান হয় আর হঠাৎ যদি মূল বস্তুটি থেমে যায় তবে এর ভিতরের সবকিছু সমান গতিতে ছুটে চলে। অর্থাৎ মাত্র এক সেকেন্টের জন্য যদি পৃথিবীর গতিকে থামিয়ে রাখা হয় তবে পৃথিবীর উপরিভাগের সবকিছু ঘণ্টায় ১৬৭০ কিলোমিটার (১০৪০ মাইল) বেগে ছিটকে পড়বে। সারা পৃথিবী ব্যাপী তৈরি হবে প্রায় ১০০ ফুট উচ্চতার এক ভয়ানক সোনামী। সাগরের সব পানি পৃথিবীর এক দিক থেকে অন্য দিকে আছড়ে পড়বে। আর এভাবে-ই হয়ে যাবে মহাপ্রলয়।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ؕ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَاۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩١﴾

আখেরাতের প্রতিদান

৮৯-৯০. (সেদিন) যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে হাজির হবে তাকে তার কাজের চেয়ে উত্তম বদলা দেয়া হবে এবং সেদিনের ভয়াবহতা থেকে তাদের নিরাপদ রাখা হবে। আর যে ব্যক্তি পাপ নিয়ে হাজির হবে তাকে উপুড় করে জাহান্নামে ফেলা হবে। তাদেরকে যথাযথ বদলা দেয়া হবে।

৯১. (হে নবী! তাদের বলে দাও) আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন এ শহরের (মক্কার) মালিকের ইবাদাত করি যিনি একে হারাম (বিশেষ মর্যাদাবান) করেছেন। সবকিছুর উপর যার একক ও সার্বিক মালিকানা। আমাকে আরও আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আত্মসমর্পণকারীদের দলভুক্ত হই। (মালিকানা সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাঃ ৪)

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামের মূল বিষয় আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ। নিজের আত্মসম্মান, চিন্তা চেতনা, ইবাদাত আরাধনা সবকিছু আল্লাহর কাছে সপে দিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব মেনে নেয়া-ই একজন মুসলিমদের আসল কাজ।

وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

বাস্তব জীবনে চলতে হবে কুরআন মেনে

৯২. আর (আদেশ দেওয়া হয়েছে) যেন আমি কুরআন পাঠ করি (তথা কুরআনের বিধান মেনে হেদায়াতের পথে চলি। কারণ) যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথ গ্রহণ করলো সে নিজের-ই কল্যাণ করলো। আর যে ব্যক্তি বিভ্রান্ত হয়ে গেল (সে নিজের-ই সর্বনাশ করলো। আমি রাসূল হয়েও তার কোনো উপকার করতে পারব না। কারণ) আমি একজন সতর্ককারী বৈ কিছুই নই।

৯৩. বলো! আল-হামদু লিল্লাহ! আল্লাহ তার নিদর্শন দেখাবেন, যা তোমরা চিনতে পারবে। তোমাদের কাজ থেকে প্রভু বে-খবর নন।

সূরাহ আল-ক্বাসাস ২৮ سورة القصص

ক্বাসাস আরবী বহুবচন শব্দ, ক্বাসাস এর একবচন হলো কিসসাহ অর্থ ঘটনা, কাহিনী বা কিচ্ছা। সে মতে ক্বাসাস অর্থ ঘটনাসমূহ, কাহিনীগুলো, কিচ্ছাসমূহ, ইত্যাদি। এ সূরায় অনেক নবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ নামলের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৮৮টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣﴾ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَ يَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤﴾ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥﴾ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ﴿٦﴾ وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِيْ وَ لَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَ جَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧﴾ فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٨﴾ وَ قَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَ لَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾ وَ اَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْ لَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠﴾ وَ قَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۚ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

মূসা আঃ এর জীবন কাহিনী

১-২. ত্বা সীন মীম (এগুলো হলো বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এসবের অর্থ, মর্ম এবং এভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া) এগুলো হলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

৩. (হে নবী!) আমি তোমার কাছে মূসা ও ফেরাউনের ঘটনা বর্ণনা করছি যথাযথভাবে, মুঅমিনদের (অবগতির) জন্য।

৪. ফেরাউন যমীনে দম্ভ করেছে। দেশের নাগরিকদের (সমান অধিকার না দিয়ে) বিভক্ত করেছে। একদলকে (বানী-ইসরাঈলকে) কোণঠাসা করে রেখেছে। তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করেছে আর মেয়েদেরকে জীবিত রেখেছে। সে অবশ্যই অপরাধী ছিল।

৫-৬.আমি অসহায়দের উপর অনুগ্রহ করতে চাইলাম, তাদেরকে (এ যমীনের/এ দেশের) নেতা বানাতে চাইলাম, তাদেরকে (মিশরে ক্ষমতার) উত্তরাধিকারী বানাতে চাইলাম, তাদেরকে ক্ষতায় বসাতে চাইলাম। আর ফেরাউন, (ফেরাউনের প্রধান সহকারী) হামান ও তাদের বাহিনী/সমর্থক গোষ্ঠী (বানী-ইসরাঈলের উত্থানের) যে আশংকা করেছিল আমি এটাকে (বাস্তবায়ন করে) দেখাতে চাইলাম।

৭. (রাজকীয় আদেশে ফেরাউন সেনারা বানী-ইসরাঈলে জন্ম গ্রহণকারী প্রতিটি ছেলেকে হত্যা করত। তাই নবজাতকের নিরাপত্তা নিয়ে মূসার মা শঙ্কিত হয়ে পড়লো) আমি মূসার মাকে ওহী পাঠালামঃ তাকে লালনপালন করতে থাকো। বিপদের আশংকা হলে (সিন্দুকে ভরে) নদীতে ফেলে দিও। আর (তোমার সন্তানের নিরাপত্তা ও বিচ্ছেদ নিয়ে) তুমি ভেব না, চিন্তা করো না। আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূল বানাব।

৮. (একদিন সত্য-ই ফেরাউন সেনারা গ্রামে হানা দিল। মূসার মা আল্লাহর আদেশ মত নবজাতক মূসাকে সিন্দুকে ভরে নদীতে ফেলে দিলেন।) ফেরাউন পরিবার মূসাকে (নদী থেকে) তুলে নিল। মূসা (বড় হয়ে) তাদের দুশমন হলো, তাদের পেরেশানীর কারণ হলো। ফেরাউন, হামান ও তাদের দল পাপিষ্ঠ ছিল।

৯. (মূসাকে নদী থেকে তুলার পর) ফেরাউনের স্ত্রী বললঃ (শিশুটি) আমার ও তোমার চক্ষু শীতল করবে, তাকে হত্যা করো না, হয়ত সে আমাদের কাজে আসবে, অথবা আমরা তাকে সন্তান বানিয়ে নেব। লোকজন টেরও পাবে না।

১০. (ছেলেকে নদীতে ফেলার পর) মূসার মায়ের মন উদাস হয়ে উঠলো এবং তার আচরণে বিষয়টি প্রায় প্রকাশ হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি তার মনকে দৃঢ় করে দিলাম, যেন সে মুঅমিনদের দলভুক্ত থাকে। (ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে দুশমনকে তথ্য দেয়া মুঅমিনের কাজ নয়।)

১১. (মা মূসাকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার পর) মূসার বোনকে বললঃ এর দিকে লক্ষ্য রাখবে (সিন্দুকটি কোথায় যায়।) সে (মূসার বোন) আড়ালে থেকে (সিন্দুকটি) লক্ষ্য করে চলল, কেউ টেরই পেল না।

وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَ هُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾ وَ لَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ اسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤﴾ وَ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَ هٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٧﴾ فَاَصْبَحَ فِي

الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ؕ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٩﴾

শিশু মূসা ফেরাউনের রাজ প্রাসাদে

১২. (ফেরাউন পরিবার মূসাকে তুলে নিয়ে লালনপালনের সিদ্ধান্ত নিলো এবং মূসার জন্য ধাত্রী সংগ্রহের ঘোষণা দিল। রাজার ছেলেকে দুধ পান করাতে অনেক মহিলা হাজির হলো। কিন্তু মূসা কারো দুধ পান করলো না। কারণ) আমি অন্য মহিলাদের দুধ তার জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলাম। (অবস্থা অনুকূলে দেখে মূসার বোন) বললঃ আমি কি এমন পরিবারের সন্ধান দেব যারা আপনাদের হয়ে এ শিশুটির ভরণপোষণ করবে? এবং তারা এর হিতাকাঙ্ক্ষী হবে।

১৩. (রাজ পরিবারের অনুমতি পেয়ে মূসার বোন মারইয়াম তার মাকে নিয়ে এলো। মা এসে কোলে নিতে-ই মূসা দুধ পান শুরু করলো। সবাই খুশী হলো, রাজ পরিবারের পেরেশানী দূর হলো। খুশী হলেন মূসার মাও। এভাবে-ই) আমি মূসাকে তার মার কাছে ফিরিয়ে দিলাম। যেন তার মার চক্ষু শীতল হয়, পেরেশানী দূর হয় এবং জানতে পারে যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য কিন্তু অধিকাংশ মানুষ-ই এসব জানে না।

১৪. মূসা যখন পূর্ণ ও প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হলো আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। সৎলোকদের বদলা আমরা এভাবে-ই দিয়ে থাকি।

১৫. (তখনকার দিনে দুপুরে খাবারের পর ঘুমানো মিশরবাসীর সাধারন রেওয়াজ ছিল। বাইরে তখন শূন্যতা বিরাজ করত। এমনি এক) নিস্তব্ধ মুহূর্তে মূসা বাইরে এসে দেখল দুইজন লোক ঝগড়া করছে। একজন তার স্বগোত্রীয় (ইসরাঈলী) আর অন্যজন শত্রু গোত্রের (ক্বিবতী।) স্বগোত্রীয় ব্যক্তি শত্রুর মোকাবিলায় সাহায্য চাইলে মূসা (উভয়ের ঝগড়া থামাতে) এক ঘুষি মারলো এবং এতেই তার মৃত্যু হলো। মূসা বললঃ এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় শয়তান (মানুষকে) বিভ্রান্তকারী সুস্পষ্ট দুশমন।

১৬. মূসা বললঃ হে রাব্ব! আমি পাপ করেছি, আমাকে মাফ করে দাও। আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

১৭. মূসা বললঃ হে রাব্ব! আপনি আমার উপর দয়া করেছেন, আর কোনো অপরাধীকে আমি সাহায্য করব না।

১৮. মূসা পরদিন ভয়ে ভয়ে শহরে বের হলো। দেখলোঃ কাল যে ব্যক্তি সাহায্য চেয়েছিল সে (আজ ও ঝগড়া বাধিয়েছে এবং) চিৎকার (করে আবারো সাহায্য কামনা) করছে। মূসা বললঃ তুমি সুস্পষ্ট অপরাধী।

১৯. মূসা শত্রুকে ধরতে উদ্যত হলে (ইসরাঈলী ভাবলো মূসা তাকে আঘাত করবে।) সে বলে উঠলোঃ মূসা! তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাও, যেমন গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে? তুমি নিজের প্রভাব বিস্তার করতে চাও, মিমাংসা করতে চাও না।

وَ جَآءَ رَجُلٌ مِّنۡ اَقۡصَا الۡمَدِیۡنَةِ یَسۡعٰی قَالَ یٰمُوۡسٰۤی اِنَّ الۡمَلَاَ یَاۡتَمِرُوۡنَ بِكَ لِیَقۡتُلُوۡكَ فَاخۡرُجۡ اِنِّیۡ لَكَ
مِنَ النّٰصِحِیۡنَ ﴿۲۰﴾ فَخَرَجَ مِنۡهَا خَآىِٕفًا یَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِیۡ مِنَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۲۱﴾ وَ لَمَّا
تَوَجَّهَ تِلۡقَآءَ مَدۡیَنَ قَالَ عَسٰی رَبِّیۡۤ اَنۡ یَّهۡدِیَنِیۡ سَوَآءَ السَّبِیۡلِ ﴿۲۲﴾ وَ لَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡیَنَ وَجَدَ عَلَیۡهِ
اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ یَسۡقُوۡنَ ۫ وَ وَجَدَ مِنۡ دُوۡنِهِمُ امۡرَاَتَیۡنِ تَذُوۡدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطۡبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسۡقِیۡ حَتّٰی
یُصۡدِرَ الرِّعَآءُ ؕ وَ اَبُوۡنَا شَیۡخٌ كَبِیۡرٌ ﴿۲۳﴾ فَسَقٰی لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰۤی اِلَی الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّیۡ لِمَاۤ اَنۡزَلۡتَ اِلَیَّ
مِنۡ خَیۡرٍ فَقِیۡرٌ ﴿۲۴﴾

মিশর থেকে পালিয়ে মাদইয়ান

যোগসূত্রঃ কিবতী জেনে গেলোঃ গতকালের হত্যাকারী ছিল মূসা। সে সরকারকে জানিয়ে দিল। তখন বিচার বিভাগ আলাদা ছিল না। ক্ষমতাশীনরা-ই বিচার করত। মূসার বিচার নিয়ে সভা বসলো। মন্ত্রী পরিষদের অনেকেই মূসার মৃত্যুদন্ডের আবেদন জানালো। ফেরাউন নিজেও এতে সায় দিলো। সরকারী সিদ্ধান্ত হলোঃ দেশের আইন ও রীতি অনুযায়ী মূসার মৃত্যুদন্ড হবে। রাজ দরবারের এক ব্যক্তি মূসাকে ভালোবাসত। সে মূসাকে বাঁচাতে উদ্যোগী হলো..

২০. শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এসে বললঃ মূসা! নেতাগণ তোমার ব্যপারে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তারা তোমাকে হত্যা করতে চায়। তুমি পালিয়ে যাও। (আমার কথা মেনে নাও) আমি তোমার হিতাকাঙ্খী।

২১. মূসা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দেশ ছেড়ে পালালো। বললঃ হে রাব্ব! জালিমদের থেকে আমাকে রক্ষা করো।

২২. (শামদেশের) মাদইয়ান (বর্তমান ফিলিস্তিন) অভিমুখে যাত্রা করে মূসা বললঃ আশা করি প্রভু আমাকে সঠিক পথে নিয়ে এসেছেন।

২৩. মাদইয়ান (শহরে) পানির (কূপের) কাছে গিয়ে মূসা দেখলোঃ একদল মানুষ (তাদের পশুকে) পানি পান করাচ্ছে আর (একটু দূরে) দুইজন মহিলা তাদের পশুকে আগলিয়ে রাখছে (পশুগুলো পানির কাছে আসতে চাচ্ছে কিন্তু তারা আসতে দিচ্ছে না।) মূসা কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলোঃ আপনাদের সমস্যা কি? তারা বললঃ রাখালরা পান করানোর পর আমরা পান করাব। (কারণ আমরা মহিলা হবার কারণে তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে পানি তুলতে পারি না এবং আমাদের কোনো ভাইও নেই) আমাদের বাবা অতি বৃদ্ধ (তাই তিনি এখানে আসতে পারেন না)

২৪. মূসা (এগিয়ে গিয়ে) তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিল, তারপর আবার গাছের ছায়ায় চলে এলো এবং বললঃ হে রাব্ব! তুমি আমার প্রতি করুণা করো, আমি এর-ই মুখাপেক্ষী।

فَجَآءَتۡهُ اِحۡدٰىهُمَا تَمۡشِیۡ عَلَی اسۡتِحۡیَآءٍ ۫ قَالَتۡ اِنَّ اَبِیۡ یَدۡعُوۡكَ لِیَجۡزِیَكَ اَجۡرَ مَا سَقَیۡتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَ
قَصَّ عَلَیۡهِ الۡقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفۡ ٭ نَجَوۡتَ مِنَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۲۵﴾ قَالَتۡ اِحۡدٰىهُمَا یٰۤاَبَتِ

اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَ مَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ۭ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ ۭ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۭ وَ اللّٰهُ عَلٰي مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾

শুয়াইব আ. এর ঘরে আশ্রয় গ্রহণ ও বিয়ে

যোগসূত্রঃ মেয়ে দুজনের পিতা ছিলেন শুয়াইব আঃ। সাধারণত অন্য লোকেরা পানি পান করানোর পর মেয়েরা পান করাত। তাই তাদের বাড়ি ফিরতে দেরী হত। আজ অনেক আগে-ই তারা বাড়ি ফিরে এলো এবং শুয়াইব আঃকে সব খুলে বলল। শুয়াইব আঃ লোকটিকে ডেকে পাঠালেন।

২৫. দুই মেয়ের একজন লজ্জিত পায়ে হেঁটে (মূসার) কাছে এসে বললঃ আমার বাবা আপনাকে ডেকেছেন। আপনি যে আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়েছেন, আমার বাবা এর প্রতিদান দিতে চান। মূসা (মেয়েটির সঙ্গে) চলে এলো এবং নিজের ঘটনা স্ববিস্তারে বর্ণনা করলো। (শুয়াইব) বললঃ আর কোনো ভয় নেই, জালিম জাতি থেকে তুমি মুক্ত।

২৬. মেয়ে দুজনের একজন বললঃ আব্বা! উনাকে চাকরী দিয়ে রেখে দিন। (আমাদের ঘরে) চাকরীর জন্য এমন কর্মট ও বিশ্বস্থ লোকই উপযুক্ত।

২৭. (শুয়াইব মূসাকে) বললঃ আমি এ দুই মেয়ের একজনকে তোমার কাছে বিয়ে দিতে চাই, তবে শর্ত হলো (বিয়ের মোহর হিসেবে) তুমি আট বছর আমার (বাড়িতে) কাজ করবে, তুমি চাইলে দশ বছরও পূর্ণ করতে পারবে, এটা তোমার ইচ্ছা, আমি তোমার উপর জোর করতে চাই না। ইন শা-আল্লাহ, আমাকে ভালো লোক হিসেবেই পাবে।

২৮. মূসা (বিয়েতে রাজি হয়ে গেলো এবং) বললঃ এটা আমার ও আপনার ব্যাপার। আমি (৮ বা ১০) যে মেয়াদই পূর্ণ করি আমার উপর জবরদস্তি করা যাবে না। আমরা যা বললাম আল্লাহ এর মুহাফিজ।

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَ سَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾ وَ اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۭ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّ لَمْ يُعَقِّبْ ۭ يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَ لَا تَخَفْ ۭ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿٣١﴾ اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ وَّ اضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ

نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿٣٣﴾ وَ اَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ اِنِّيْٓ
اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَ نَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ
بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ
مُّفْتَرًى وَّ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٦﴾

নবুয়ত লাভ এবং দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ফেরাউনের কাছে ফিরে আসা

২৯. (বিয়ের মোহর হিসেবে ৮-১০ বছর কাজের) মেয়াদ পূর্ণ করার পর মূসা পরিবার নিয়ে (মা ও ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য মিশরের উদ্দেশ্যে) যাত্রা করলো। (মিশর ও শামের মাঝে সাইনা উপত্যকায় আসার পর এক রাতে) পাহাড়ের এক দিকে আগুন দেখতে পেয়ে পরিবারকে বললঃ তোমরা এখানে অবস্থান করো। আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি। হয়ত ওখান থেকে (পথের ব্যাপারে) কোনো ভালো তথ্য পাব অথবা কিছু আগুন নিয়ে আসব, এতে তোমরা আগুন পোহাতে পারবে।

৩০. মূসা যখন আগুনের কাছে এলো তখন পবিত্র উপত্যকার ডান পাশের বরকতময় স্থানে অবস্থিত গাছ থেকে ডাক দেয়া হলোঃ মূসা! "আমি আল্লাহ, সমস্ত জাহানের একমাত্র রাব্ব"

৩১. তুমি তোমার লাঠি ছেড়ে দাও। (মূসা হাতের লাঠি ছেড়ে দিলো) লাঠি জ্যান্ত সাপ হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগলো। মূসা ভয় পেয়ে পালালো, পিছনে ফিরেও দেখল না। (আমি বললাম) মূসা! ভয় পেও না, সামনে আগাও। তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

৩২. তোমার হাত পকেটে ঢুকাও, (দেখবে) দৃষ্টিনন্দন উজ্জল হয়ে বেরিয়ে আসবে। তুমি নিজেকে (নিজের হাতকে) বুকের সাথে জড়িয়ে রাখো, এতে ভয় কেটে যাবে। প্রভুর পক্ষ থেকে (নবুয়তের) দুটি প্রমাণ নিয়ে ফেরাউন ও তার পরিষদের কাছে যাও। জাতি হিসেবে তারা অবশ্যই পাপিষ্ঠ।

৩৩-৩৪. মূসা বললঃ হে রাব্ব! আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। ভয় হয়ঃ তারা আমাকে মেরে ফেলবে। (তাছাড়া) আমার ভাই হারূন সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারে। তাই তাকে আমার সহকারী হিসেবে আমার সাথে রাসূল বানিয়ে পাঠাও, সে আমাকে সহযোগিতা করবে। আমার ভয় হয় তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে।

৩৫. আল্লাহ বললেনঃ আমি তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার বাহুকে শক্তিশালী করব এবং আমার আয়াত (সাহায্য, নিদর্শন, বিধান) দিয়ে তোমাদের শক্তিশালী করে রাখব। (মন্দ উদ্দেশ্যে) তারা তোমাদের কাছেও পৌঁছাতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা-ই বিজয়ী হবে।

৩৬. মূসা যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত নিয়ে (ফেরাউন ও তার পরিষদের কাছে) হাজির হলো তখন তারা বললঃ এসব অলীক যাদু বৈ কিছু-ই নয়, আমরা পূর্বপুরুষ থেকে (অতীত ইতিহাসে) এমন কথা কখনো শুনিনি।

وَ قَالَ مُوْسٰى رَبِّيْۤ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۳۷﴾ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْۤ اَطَّلِعُ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَ اِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۳۸﴾ وَ اسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ﴿۳۹﴾ فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۰﴾ وَ جَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۴۱﴾ وَ اَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿۴۲﴾ وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۴۳﴾ وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَ مَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۴۴﴾

মূসা আঃ ও ফেরাউনের কথোপকথন

৩৭. মূসা বললঃ আমার প্রভু খুব জানেনঃ কে প্রভুর পক্ষ থেকে হেদায়াত নিয়ে এসেছে আর কার জন্য নির্ধারিত আছে আখেরাতের আবাস? আর অবশ্য-ই পাপিষ্ঠরা সফল হয় না।

৩৮. ফেরাউন বললঃ সভাষদগণ! আমি মনে করি নাঃ আমি ব্যতীত আর কোনো খোদা আছে। (তবে মূসা বলছেঃ তার খোদা নাকি আকাশে থাকেন। ফেরাউন তার মন্ত্রীকে বলল) হামান! ইট পোড়াও এবং আমার জন্য একটি (উঁচু) টাওয়ার নির্মাণ করো, যেন আমি মূসার খোদাকে ধরতে পারি। আমি মনে করি (আসলে মূসার খোদা বলতে কিছু-ই নেই) সে মিথ্যা বলছে।

৩৯. ফেরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে যমীনে ফাসাদ (পাপাচার) করেছে। তারা ভেবেছেঃ আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না।

৪০. আমি তাকে পাকড়াও করেছি তার বাহিনীসহ, তাদের সবাইকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছি। লক্ষ্য করো! পাপিষ্ঠদের কী পরিণতি হয়েছে?

৪১. আমি তাদেরকে (জাতির) নেতা বানিয়েছিলাম আর তারা (জাতিকে) জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সুতরাং পরকালে তাদের কোনো সাহায্য করা হবে না।

৪২. (তাদের পাপের ফলে) দুনিয়ায় তাদের পিছু লাগিয়েছিলাম লা'নত। আর পরকালে তাদের অবস্থা হবে বড় ভয়াবহ।

লা'নত পরিচিতিঃ মহান আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত থেকে চিরতরে বঞ্চিত করাকে লা'নত বলা হয়। আল্লাহর লা'নতের প্রভাবে দুনিয়ায় মানুষ হেদায়াত বঞ্চিত হয় আর আখেরাতে হয় জান্নাত থেকে বঞ্চিত।

৪৩. আমি আগেকার অনেক জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি তারপর মূসাকে কিতাব দিয়েছি যা মানুষের জন্য ছিল পথিকৃৎ, হেদায়াত ও রহমত, যেন তারা গ্রহণ করে।

৪৪. আমি যখন মূসাকে (রিসালাতের) দায়িত্ব অর্পণ করেছি তখন (উপত্যকার) পশ্চিম দিকে (সেই গাছের কাছে) তুমি (মুহাম্মাদ) বিদ্যমান ছিলে না। তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে না।

وَ لٰكِنَّاۤ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَ مَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْۤ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَ لٰكِنَّا
كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَ لٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اَتٰىهُمْ
مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَ لَوْ لَاۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ
فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْ لَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَ نَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ
الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْ لَاۤ اُوْتِيَ مِثْلَ مَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَ لَمْ يَكْفُرُوْا بِمَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا
سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۫ وَ قَالُوْۤا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَاۤ
اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَ مَنْ
اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾

মনগড়া নীতি আদর্শ মেনে চলার পরিণতি

৪৫. বস্তুত আমি এমন বহু জাতি সৃষ্টি করেছি, যাদের আয়ু অনেক দীর্ঘ ছিল। আমার আয়াত পাঠ করার জন্য মাদইয়ানবাসীর কাছে তুমি (মুহাম্মাদ) বিদ্যমান ছিলে না। কিন্তু আমি (যুগে যুগে) রাসূল পাঠিয়ে থাকি। (প্রত্যেক রাসূল-ই নিজ নিজ জাতির জন্য অনুকরণীয় আদর্শ ছিল)

৪৬-৪৭.আমি যখন (মূসাকে নবী বানাতে পাহাড়ে) ডেকে নিয়ে ছিলাম তখন তুমি (মুহাম্মাদ পাহাড়ের পাশে উপস্থিত ছিলে না।) কিন্তু (তোমার উপর) প্রভুর দয়া হয়েছে (তাই তোমাকে এসব জানিয়ে দিচ্ছেন) যেন ওই জাতিকে সাবধান করে দাও, যাদের কাছে ইতোপূর্বে কোনো সাবধানকারী আসেনি, যেন তারা গ্রহণ করে। নতুবা তাদের-ই কর্মফল হিসেবে মুসিবত চলে এলে তারা বলতঃ হে রাব্ব! আমাদের কাছে কেন রাসূল পাঠালে না? (রাসূল আসলে) আমরা তোমার বিধান মেনে নিতাম এবং মুঅমিনদের দলভুক্ত হতাম।

৪৮. অথচ আমার পক্ষ থেকে সঠিক বিধান আসার পর তারা বললঃ "আমাদের কেন এমন কিছু দেয়া হলো না? যেমন দেয়া হয়েছে মূসাকে"। অথচ ইতোপূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তারা কি এসব অমান্য করেনি? তখন তারা (প্রপাগান্ডা করে জনতাকে) বলেছেঃ দুই যাদুকর বেরিয়েছে, আমরা এদের প্রত্যাখ্যান করি।

৪৯. (তাদেরকে) বলোঃ তোমরা সত্য হলে আল্লাহ থেকে এমন কোনো কিতাব নিয়ে আসো যা (আমার ও মূসার কাছে আগত) দুই (কিতাব) এরচেয়ে উত্তমভাবে সঠিক পথ প্রদর্শন করে, (তোমরা আনতে পারলে) আমি মেনে নেব।

৫০. তারা যদি তোমার ডাকে সাড়া না দেয় তবে মনে করবেঃ তারা তাদের "হাওয়া" মেনে চলছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নীতি ছেড়ে "হাওয়া" (মনগড়া নীতি, আদর্শ ও মতবাদ) মেনে চলে তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে? আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না। (যদি তারা না চায়)

হাওয়া পরিচিতিঃ হাওয়া অর্থ মনগড়া, মানব রচিত, প্রবৃত্তি, ইত্যাদি। আল্লাহর আইন, বিধান ও রীতিনীতির বাইরে যা আছে, যতকিছু আছে এসবকে একত্রে বলা হয় "হাওয়া"। মানুষ নানাভাবে হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। যেমন..

- ❖ অনেক মানুষ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত আইন, বিধান, মতবাদ, দর্শন বা আদর্শ মেনে নেয় এবং মেনে চলে। এসব-ই হাওয়ার অনুকরণ।
- ❖ অনেকে আবার আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া মসলক, মিনহজ বা তরিকার নামে উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- ❖ অনেকে আবার বাস্তব জীবনে আল্লাহর দেওয়া রীতিনীতি ও আদর্শের তোয়াক্কা না করে মনে যা চায় তাই করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- ❖ এভাবে নানা জনে নানা পদ্ধতিতে নিজের বা অন্যের হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। (হাওয়া সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ নিসাঃ ১৩৫, সূরাহ আ'রাফঃ ১৭৬, সূরাহ জাছিয়াহঃ ২৩)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া কিছুর আনুগত্য করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। এমন করলে ঈমান নষ্ট হয়ে আ'মাল ও ইবাদাত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর যে বা যারা এমন করে তারা হয়ে যায় মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযায় শরীক হওয়া বা তাদের জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

وَ لَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ﴿٥٣﴾

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহর কিতাব মত জীবনযাপন করা

৫১-৫৩. আমি (আল্লাহ) তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি সঠিক বাণী (আল-কুরআন) যেন তারা মেনে চলে। ইতোপূর্বে আমি যাদের কিতাব দিয়েছিলাম তারা (আব্দুল্লাহ বিন সালামসহ অনেক ইয়াহুদ পন্ডিত) এ কুরআনে ঈমান এনেছে (তথা মেনে চলছে।)

যখন তাদের কাছে এ কুরআন পাঠ করা হয় তখন তারা বলে আমরা এতে ঈমান আনলাম, নিশ্চয় এটা প্রভুর পক্ষ থেকে আগত সঠিক (কিতাব,) নিশ্চয় এর আগ থেকেই আমরা (আল্লাহর বিধানের কাছে) আত্মসমর্পণকারী ছিলাম।

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামের মূল বিষয় আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ। নিজের আত্মসম্মান, চিন্তা চেতনা, ইবাদাত আরাধনা সবকিছু আল্লাহর কাছে সপে দিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব মেনে নেয়া-ই আত্মসমর্পণের মূল বিষয় এবং এটা-ই একজন মুসলিমের আসল কাজ। বাস্তব জীবনের কোনো ক্ষেত্রে বা কোনো বিষয়ে আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অবস্থান নেওয়া কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক। এমন মানুষ মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন ৯/৮৪)

اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٥٤﴾ وَ اِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَ قَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجٰهِلِيْنَ ﴿٥٥﴾

যাদের ছাওয়াবকে দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়

৫৪. এসব লোকের (ইসলাম গ্রহণকারী ইয়াহুদ নাসারার) ছাওয়াবকে দ্বিগুণ করে দেয়া হয়। কারণ তারা সবর করে, ভালো দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করে এবং আমার দেয়া সম্পদ (আমার পথে) খরচ করে। (যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজের ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকার নাম সবর)

৫৫. তারা লাগ'ওয়া (বাজে কথা ও বাজে কাজ, পাপের কথা ও পাপ কাজ) শোনামাত্র বর্জন করে এবং বলেঃ "আমাদের আমল আমাদের আর তোমাদের আমল তোমাদের। (কোনো মূর্খ লোক তাদের সঙ্গে তর্ক করতে চাইলে বলে) তোমাদেরকে সালাম, আমরা মূর্খদের (সঙ্গী হতে) চাই না"।

জ্ঞাতব্যঃ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীছ থেকে বুঝা যায়ঃ তিন ব্যক্তিকে দ্বিগুন ছাওয়াব দেয়া হয়ঃ

- ইয়াহুদ ও নাসারা যারা ইসলাম গ্রহণ করে,
- দাসদাসী যারা নিজের মালিকের অধিকার আদায় করে এবং আল্লাহর অধিকার আদায় করে,
- যে মালিক তার দাসীকে আদব আখলাক শিক্ষা দিয়ে আজাদ করে দিবে এবং তারপর বিয়ে করবে।

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

হেদায়াত শুধু-ই আল্লাহর হাতে

পটভূমিঃ রাসূল সাঃ চাচা আবু তালিবকে খুব ভালোবাসতেন এবং একান্তভাবে কামনা করতেনঃ চাচা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাক। তাই চাচার ঈমানের ব্যাপারে তিনি খুব লালায়িত ছিলেন এবং অনেক চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এমন ছিল না। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৫৬. (হে নবী! শোনো!) তুমি পছন্দ করলেই কাউকে হেদায়াত করতে পারবে না বরং আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন কেবল তাকেই হেদায়াত করবেন। আল্লাহ খুব জানেন কে হেদায়াত পাবে।

হেদায়াত পরিচিতিঃ হেদায়াত শব্দটি সাধারণত ২টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- সৎপথে পরিচালিত করে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া। আর এ ধরণের হেদায়াত আল্লাহ ছাড়া অন্য কেও করতে পারে না।
- পথের দিশা দেওয়া বা সৎপথ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া। আর এ ধরণের হেদায়াত নবী, রাসূল ও মুঅমিনদের দায়িত্ব।

উল্লেখ্য আল-কুরআন যেহেতু আল্লাহর কালাম। তাই আল-কুরআন তার পাঠকদের জন্য উভয় প্রকার হেদায়াতের মাধ্যম হয়ে তাকে। আল-কুরআন মুত্তাক্বীদেরকে সৎপথে পরিচালিত করে জান্নাতে পৌঁছে দেয়, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ২য় আয়াতে। আর সকল পাঠককে হেদায়াতের পথ বাতলে দেয়, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ১৮৫ তম আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতে।

৫৭. তারা (মক্কার নেতারা নবী সাঃকে) বলেঃ (মুহাম্মাদ!) আমরা যদি তোমার সঙ্গ দিয়ে (তোমার কাছে আগত) পথিকৃৎ (আল-কুরআন) মেনে চলি তবে আমাদেরকে দেশ ছাড়তে হবে। (তাদের এমন উক্তির প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলছেন) আমি কি তাদের জন্য তৈরি করিনি নিরাপদ হারাম, যেখানে আমদানি হয় আমার পক্ষ থেকে জীবিকা, সব রকমের ফলফসল। কিন্তু তাদের অনেকে-ই এসব জানে না।

وَ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ؕ وَ كُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿۵۸﴾ وَ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْۤ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَ مَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰۤى اِلَّا وَ اَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿۵۹﴾

আল্লাহর আযাব কখন আসে

৫৮. (পাপের কারণে ইতোপূর্বে) কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যেখানে জীবনের গতি অচল হয়ে পড়েছে। সুতরাং ওই তাদের ঘরবাড়ীসমূহ (যা এখনো বিদ্যমান আছে এবং) তাদের পর এসব স্থানে জনবসতি কম-ই হয়েছে, আসলে আমি-ই (সবকিছুর) মালিক। (মালিকানা সম্পর্কে জানতে দেখুন ১:৪)

৫৯. তোমার প্রভু কোনো জনপদকে ধ্বংস করেন না, যতক্ষণ না এর কেন্দ্রস্থলে কোনো রাসূল পাঠান, যে তাদের কাছে পাঠ করে আমার আয়াত। তিনি কোনো জনপদকে তখন-ই ধ্বংস করেন যখন এর লোকজন জালিম (অবিচারী, অধিকার হরণকারী, মুশরিক) হয়ে যায়।

وَ مَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتُهَا ۚ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۰﴾ اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿۶۱﴾

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী উপকরণ আর আখেরাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত সমান নয়

৬০. তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে এসব-ই দুনিয়ার (ক্ষনস্থায়ী) উপকরণ ও শোভা। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে এসব (জান্নাত ও এর নিয়ামতসমূহ) হলো উত্তম ও চিরস্থায়ী। তোমরা কি বুঝ না?

৬১. আমি যাকে (জান্নাতের) উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যে এটা পাবে-ই। সে আর ওই ব্যক্তি কি সমান? যাকে আমি দুনিয়ার (ক্ষণস্থায়ী) বিলাস সামগ্রী দিয়েছি এবং পরকালে যাকে (অপরাধী হিসেবে) হাজির করা হবে?

وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۶۲﴾ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَاۤ اِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوْۤا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿۶۳﴾ وَ قِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَ رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿۶۴﴾ وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَا ذَاۤ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۶۵﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿۶۶﴾

হাশরের বিচারের একটি অবস্থা

৬২. (যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে) আল্লাহ সেদিন (হাশরের দিন) তাদেরকে ডেকে বলবেনঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তারা (আজ) কোথায়?

৬৩. যাদের (জাহান্নামী হবার) ব্যাপারে আল্লাহর বাণী বাস্তবে পরিণত হবে তারা (নেতারা /ভণ্ডপীরেরা /ভণ্ডআলিমেরা /মনগড়া খোদারা) বলবেঃ হে রাব্ব! আমরা এদের বিভ্রান্ত করেছিলাম (একথা সত্য) আমরা এদেরকে যেমন বিভ্রান্ত করেছিলাম, তেমনি আমরা নিজেরাও বিভ্রান্ত ছিলাম। তবে আমরা (আজ) আপনার সামনে দায়মুক্তি ঘোষণা করছিঃ এরা শুধু আমাদের-ই দাসত্ব করেনি। (বরং এরা আরও অনেকের দাসত্ব করেছে এবং এটা-ই ছিল এদের স্বভাব। সুতরাং এদের বিভ্রান্তির জন্য এরা নিজেরা-ই দায়ী।)

৬৪. তখন বলা হবেঃ তোমাদের শুরাকাকে (যাদেরকে আল্লাহর শরীক মনে করা হয় তাদেরকে/মনগড়া খোদাদেরকে) ডাকো, তখন তারা এদেরকে ডাকবে কিন্তু এরা সাড়া দেবে না। আর যখন তারা (আম জনতা) আযাব প্রত্যক্ষ করবে, (তখন আফসোস করতে থাকবে) যদি তারা সৎপথে চলত (তবে আজ এমন হত না।)

৬৫. সেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেনঃ তোমরা রাসূলগণকে (তাদের দাওয়াতকে) কীভাবে গ্রহণ করেছিলে? (যখন তারা তোমাদেরকে আল্লাহর পথে আহবান করেছিল)

৬৬. সেদিন তাদের তথ্য আদানপ্রদান বন্ধ হয়ে যাবে (এবং তারা স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাদের বলার কিছু-ই থাকবে না। তাই) কেউ কারো কাছে কিছু-ই জানতে চাইবে না।

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾ وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَ رَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَ هُوَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَ الْاٰخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾

যে মুঅমিন আখেরাতে সফল

৬৭. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি (কুফর ও শিরক থেকে) তাওবাহ করবে, ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, আশা করা যায় এমন ব্যক্তি-ই সেদিন সফল হবে।

জ্ঞাতব্যঃ তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা। পাপের পথ ছেড়ে ভালো পথে ফিরে আসাকে তাওবাহ বলা হয়। আখেরাতে সফল হতে হলে ৩টি কাজ করতে হবে। যথা..

- ❖ তাওবাহ করতে হবে তথা যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপের পথ ত্যাগ করে সৎপথে ফিরে আসতে হবে।
- ❖ ঈমান আনতে হবে এবং মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হবে।
- ❖ (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করতে হবে তথা জীবন আদর্শ হিসেবে একমাত্র আল্লাহর দ্বীন মেনে চলতে হবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬৮. তোমার প্রভু যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন এবং (যে কাজের জন্য) যাকে ইচ্ছা করেন তাকে-

ই মনোনীত করেন। এতে কারো কোনো এখতিয়ার থাকে না। আল্লাহ মহীয়ান এবং সকল শিরকের ঊর্ধ্বে।

৬৯. তোমার প্রভু খুব জানেনঃ কি তারা অন্তরে লুকিয়ে রাখে আর কি প্রকাশ করে।

৭০. তিনি-ই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। ইহকাল ও পরকালে সকল প্রশংসার তিনি-ই মালিক এবং "হুকম"র মালিকও তিনি-ই। আর তোমরা সবাই তাঁর কাছে-ই ফিরে যাচ্ছ। (মালিকানা সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাঃ ৪। আর হুকম সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ একটি উপরে ২৭/৭৮)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ নামায রোজা যেমন আল্লাহর বিধান মত করতে হয়, ঠিক সেভাবে আইন, বিধান এবং বিচার ও শাসন করতে হয় তার-ই বিধান মেনে। এটা-ই ঈমানের দাবী, এটা-ই মুসলিমের কাজ। কেউ অন্য কিছু করলে সে আর মুঅমিন থাকে না। তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿٧١﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَ مِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٧٤﴾

রাত ও দিনসহ আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তার আহ্বান

৭১. বলো! (মানে জিজ্ঞেস করো) তোমরা কি ভেবে দেখেছ? আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত বিরামহীনভাবে রাতকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দেন; আল্লাহ ছাড়া আর কোনো খোদা আছে কি, যে তোমাদেরকে দিনের আলো এনে দেবে? তবুও কী তোমরা কর্তপাত করবে না?

৭২. বলো! তোমরা ভেবে দেখেছ কী? আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত বিরামহীনভাবে দিনকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দেন; আল্লাহ ছাড়া আর কোনো খোদা আছে কি? যে তোমাদের আরামের জন্য রাত এনে দেবে। তোমরা কি দৃষ্টিপাত করবে না?

৭৩. আসলে তিনি তার নিজ দয়ায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা (রাতে) আরাম করো এবং (দিনে) আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করতে পার। আর যেন তোমরা শোকর আদায় করো। (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম শোকর আদায় করা)

৭৪. সেদিন তাদেরকে ডাকা হবে এবং বলা হবেঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তারা আজ কোথায়?

ঈমান ও আক্বীদাহঃ শিরক সবচেয়ে বড় পাপ। যে কোনো ভাবে শিরকে জড়িয়ে পড়লে এবং তাওবাহ ছাড়া মারা গেলে আর ক্ষমার সুযোগ থাকে না। এমন ব্যক্তির ঈমান আ'মাল সব বরবাদ হয়ে যায়। তাই শিরক থেকে সাবধান! (শিরক সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর)

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٧٥﴾

আল্লাহর কথা-ই সঠিক

৭৫. (সেদিন) আমি প্রত্যেক জাতি থেকে একজন করে সাক্ষী (রাসূলকে) উঠাব এবং (জনতাকে) বলবঃ তোমরা (যা বলতে এর পক্ষে) দলীল প্রমাণ হাজির করো। তখন সবাই জেনে যাবে যে, আল্লাহর কথা-ই সঠিক এবং তারা যেসব রটনা করেছিল সব তখন উধাও হয়ে যাবে।

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۠ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ۗ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾ قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ۭ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ۭ وَلَا يُسْـَٔـلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِيْ زِيْنَتِهٖ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۡ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۭ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

কারুনের সম্পদ এবং তার পরিণতি

৭৬. নিশ্চয় কারুন মূসার জাতিভুক্ত ছিল। সে (কাফির সরকারের সাথে আঁতাত করে) নিজ জাতির বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আর আমি তাকে এত সম্পদ দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের জন্যও কষ্টসাধ্য ছিল। একদা লোকজন তাকে বললঃ অহংকার করো না, (মনে রেখো!) অহংকারকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

৭৭. আল্লাহ তোমাকে যা (সম্পদ, জ্ঞান, বুদ্ধি, ক্ষমতা) দিয়েছেন এর দ্বারা পরকালের আবাস গড়ার চেষ্টা করো। দুনিয়ায় তোমার অংশ ভুলে যেও না (বেশী বেশী ইবাদাত করে নিজের অংশ তুলে নাও এবং সৃষ্টির উপর) দয়া করো যেমন আল্লাহ তোমার উপর দয়া করেছেন। যমীনে ফাসাদ (পাপাচার) করো না। (মনে রেখো!) ফাসাদকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

৭৮. কারুন (বানী-ইসরাঈলের মাঝে অনেক বড় জ্ঞানী ছিল। মূসা ও হারূনের পর সে-ই ছিল তাওরাতের বড়

পন্ডিত (জালালাইন) বললঃ আমি এ সম্পদ নিজের প্রজ্ঞা ও মেধা দিয়ে অর্জন করেছি। (এটা কারো দয়া নয়। যেমনটি তোমরা বলছো। কারুনের এমন কথার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলছেন) সে কি জানে নাঃ ইতোপূর্বে আল্লাহ কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন? যারা তার চেয়ে বেশী ক্ষমতাধর এবং অনেক সম্পদশালী ছিল। (পরকালে পাপ অনুযায়ী সাজা দেওয়া হবে এবং এ সম্পর্কে সকল প্রকার দলীল প্রমাণ বিদ্যমান থাকবে) পাপিষ্ঠদেরকে তাদের পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে হবে না।

৭৯. একদা কারুন তার জাঁকজমক সহকারে শোভাযাত্রায় বের হলো। (তার অবস্থা দেখে) দুনিয়া লোভীরা বলতে লাগলোঃ হায়! হায়! আমাদেরও যদি কারুনের মত সম্পদ থাকত। নিশ্চয় সে বড়-ই ভাগ্যবান।

৮০. (তাদের কথা শোনে) জ্ঞানী লোকেরা বললঃ ধিক তোমাদের! (তোমরা একজন বেইমানের সম্পদ দেখে সেদিকে ঝুঁকে পড়ছো। অথচ আসল ব্যাপার হলো) যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে আল্লাহ তাকে যে পুরস্কার দেবেন এটা (কারুনের সম্পদের চেয়ে) অনেক অনেক উত্তম, যা অর্জন করবে কেবল সবরকারীরাই। (যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজের ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকার নাম সবর)

৮১. আমি (আল্লাহ) কারুন ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তখন আল্লাহর বিপরীতে তাকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। সে নিজেকে রক্ষা করতে পারলো না।

৮২. (কারুনের ধনসম্পদ দেখে) কাল যারা তার মত হতে চেয়েছিল (আজ তার পরিণতি দেখে) তারা বলতে লাগলঃ হায় হায়! (কারুনের মত সম্পদ কামনা করে আমরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। আসলে) আল্লাহ যাকে খুশী অনেক সম্পদ দান করেন আর যাকে ইচ্ছা সীমিত দান করেন। (এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ারাধীন।) আল্লাহ দয়া না করলে আমরাও (কারুনের মত) বিলীন হয়ে যেতাম। ধিক! (কারুন ও তার সম্পদের উপর।) আসলে-ই কারিররা সফল হতে পারে না।

জ্ঞাতব্যঃ কারুন বানী-ইসরাঈলের মাঝে একজন বড় মাপের জ্ঞানী ছিল। মূসা ও হারূনের পর তাওরাতের বড় পন্ডিত ছিল কিন্তু রাসূলের নীতি আদর্শ ছেড়ে কাফির সরকারের সাথে আঁতাত করার কারণে তার এমন পরিণতি হয়েছে। আজকাল অনেক পন্ডিত সাহেবকেও এক-ই পথে এগুতে দেখা যায়। আল্লাহ জানেন এদের কি পরিণতি হবে?

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَ لَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

পুণ্যের প্রতিদান আর পাপের সাজা

৮৩. এটা হলো পরকালের আবাস, আমি এটা তাদের জন্য-ই বরাদ্দ করে রেখেছি যারা যমীনে ফাসাদ (পাপাচার) করে না, দম্ভ করে না। আর চূড়ান্ত সফলতার অধিকারী হয় কেবল

মুত্তাকীরাই।

৮৪. যে ব্যক্তি পুণ্য নিয়ে হাজির হবে তাকে তার কাজের চেয়েও উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি পাপ নিয়ে আসবে তাদেরকে এতোটুকু-ই সাজা দেয়া হবে যতোটুকু পাপ তারা করেছে।

إِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ إِلٰى مَعَادٍ ۭ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٥﴾

মক্কাহ বিজয়ের আভাস

৮৫. (হে নবী!) যিনি কুরআন (কুরআনের বিধান মেনে চলা)কে তোমার উপর ফরজ করে দিয়েছেন তিনি অবশ্যই (বিজয়ী বেশে) তোমাকে স্বদেশে (মক্কায়) ফিরিয়ে আনবেন। তুমি বলো! আমার রাব্ব খুব জানেনঃ কে সঠিক পথে আছে আর কে আছে চরম বিভ্রান্তিতে?

وَ مَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَ لَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَ ادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَ لَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ۭ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٨﴾

আল্লাহর প্রতি অবিচল থাকা

৮৬. (হে নবী! তোমার উপর কুরআন নাযিলের আগে) তুমি আশাও করনি যে তোমার উপর কিতাব নাযিল হবে। আসলে এসব-ই প্রভুর দয়া। (তিনি-ই তোমাকে রাসূল বানিয়েছেন এবং তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন। তুমি এ দয়ার মান রক্ষা করো। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে) কাফিরদের সমর্থন করো না। (কোনো কুফরকে নীতিগতভাবে সমর্থন করাও কুফুর)

৮৭. তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে আল্লাহর আয়াত (কিতাব বিধান), এতদসত্ত্বেও (যদি কাফিরদের সমর্থন করো তবে তারা তোমাকে এ কিতাব ও বিধান থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে। তাই সাবধান থেকো। কোনো অবস্থাতে-ই) তারা যেন তোমাকে আল্লাহর কিতাব ও বিধান থেকে বিচ্যুত করতে না পরে। তুমি (সর্বাবস্থায় আল্লাহর কিতাব ও বিধানের উপর অবিচল থাকো এবং অন্য সবাইকে) প্রভুর দিকে আহ্বান করো। (মনে রেখো! আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে অন্যকে রাব্ব তথা বিধান দাতার আসনে বসিয়ে দেয়া। যা অবশ্যই শিরক। তাই আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান মেনে নিয়ে) মুশরিকদের দলভুক্ত হইও না।

৮৮. আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো খোদাকে আহ্বান করো না, আসলে আল্লাহ-ই একমাত্র ইলাহ। সবকিছু ধ্বংসশীল, শুধু আল্লাহর সত্ত্বা ছাড়া। (ইহকাল ও পরকালে) সকল কর্তৃত্বের তিনি-ই মালিক। আর তোমরা তাঁর কাছে-ই ফিরে যাচ্ছ। (মালিকানা সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাহঃ ৪)

আইন ও বিধানঃ বিপদে বা মুসীবতে পড়ে অথবা কোনো কামনা বাসনা চাহিদা বা ইচ্ছা পূরনের জন্য, অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করা শিরক।

সূরাহ আ'নকাবূত ২৯ سورة العنكبوت

আনকাবূত অর্থ মাকড়শা। এ সূরায় কাফির শক্তিকে মাকড়ের জালের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ রোমের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৬৯টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ﴿٢﴾ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

মানুষকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে-ই হবে

১. আলিফ লাম মীম (এসব বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এসবের অর্থ, মর্ম এবং এভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া)

২. মানুষ কি মনে করে "ঈমান এনেছি" বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? তাদেরকে আর কোনো পরীক্ষা করা হবে না?

৩. আমি পূর্ববর্তী সবাইকে পরীক্ষা করেছি। (এভাবে পরীক্ষা করে) আল্লাহ প্রকাশ করেন কে (ঈমানের দাবীতে) সত্য ও সঠিক আর তিনি উন্মুক্ত করে দেন মিথ্যাবাদীদের।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٤﴾ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٥﴾ وَ مَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾

দ্বীনের জন্য কাজ করা

৪. যারা পাপকাজ করে তারা কি মনে করে? আমাকে পাশ কাটিয়ে (আযাব থেকে) বেঁচে যাবে? তাদের এমন ধারণা খুব-ই নিন্দনীয় ব্যাপার।

৫. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহর (সাক্ষাতের) সময় (নির্ধারিত এবং) আসন্ন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী।

৬. আর যে ব্যক্তি (দ্বীনের জন্য) মেহনত করলো সে নিজের-ই কল্যাণ করলো। আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে প্রয়োজন মুক্ত।

আইন ও বিধানঃ দ্বীনের প্রতিষ্ঠা, প্রতিরক্ষা, প্রচার ও প্রসারসহ দ্বীনের জন্য কাজ করা নিজ নিজ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সকল মুসলিম নর ও নারীর উপর ফরজ।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧﴾ وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়

৭. আর যারা ঈমান আনলো এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করলো আমি তাদের পাপসমূহ মোচন করে দেই আর তাদেরকে তাদের কাজের চেয়ে উত্তম প্রতিদান দান করি।

৮. আমি মানুষকে আদেশ দিচ্ছিঃ মানুষ যেন তার বাবা-মার সাথে সদাচার করে। তবে (সাবধান! আল্লাহর বিপরীতে কারো আনুগত্য করা যাবে না। এমন কি) তোমার বাবা-মা আমার সাথে শিরক (বা অন্য পাপ) করতে চাপ দিলেও কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে তাদের আনুগত্য মেনে নেবে না। (মনে রেখো!) তোমরা সবাই আমার কাছে ফিরে আসবে এবং আমি-ই দেব তোমাদের কর্মফল।

আইন ও বিধানঃ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো আনুগত্য মেনে নেওয়া বৈধ নয়, যদিও নিজের বাবা-মা, স্বামী, পীর, উস্তাদ, নেতা বা কোনো মান্যবর ব্যক্তি হয়।

আনুগত্য পরিচিতিঃ শারীয়া'হ আইনের মূল বিষয় আনুগত্য। আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর, রাসূলের এবং কর্তা ব্যক্তিদের। তারমধ্যে..

- ❖ আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন, যে আনুগত্যের মূলভিত্তি দাসত্ব।
- ❖ রাসূলের আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৬৪)
- ❖ আর কর্তাব্যক্তিদের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া মূলনীতির আওতাধীন থেকে।
- ❖ আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৫৯)

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ﴿٩﴾ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَاۤ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَ لَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَ لَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠﴾ وَ لَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ﴿١١﴾

আল্লাহর পথে কষ্ট সহ্য করতে হয়

৯. আর যারা ঈমান আনলো এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করলো আমি তাদেরকে সৎলোকদের দলভুক্ত করব।

১০. কিছু মানুষ এমন আছে যারা বলেঃ "আমরা আল্লার উপর ঈমান এনেছি" আর আল্লাহর পথে কষ্টে পতিত হলে (ঈমান থেকে ফিরে যায়। তারা) মানুষের দেয়া কষ্টকে আল্লাহর আযাবের মত গণ্য করে। আর যদি প্রভুর পক্ষ থেকে সাহায্য (বিজয় ও গণিমত) আসে তখন তারা (মুসলিমদের) বলে আমরা তো তোমাদের-ই সঙ্গী। (তারা কি মনে করে) আল্লাহ বিশ্ববাসীর অন্তরের খবর জানেন না?

১১. (মাঝে মাঝে বিপদ আপদ ও দুঃখকষ্ট দিয়ে) আল্লাহ প্রকাশ করেন তোমাদের মাঝে কারা মুঅমিন আর কারা মুনাফিক।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আমল ও আক্বীদাহ বিশ্বাসের বিবেচনায় মুসলিম তিন প্রকার। মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক।
মুঅমিনঃ যে মুসলিম ঈমানের যাবতীয় বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখলো, সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করলো আর বাস্তব জীবনে পরিপূর্ণভাবে ইসলামী শারীয়াহ মেনে চলল এবং সকল প্রকার কুফুর শিরক ও কাবিরাহ গুনাহ থেকে বিরত থাকলো সে মুঅমিন। মুঅমিন আল্লাহর ওয়ালী। মুঅমিন নিশ্চিত জান্নাতী। বিচার দিনে মুঅমিনগণ আল্লাহর অনুমতি নিয়ে ফাসিকদের জন্য শাফায়াত করবে।
ফাসিক্বঃ যে মুসলিম ঈমানের যাবতীয় বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখে, সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করে তবে বাস্তব জীবনে পরিপূর্ণভাবে শারীয়াহ মেনে চলে না সে ফাসিক্ব। ফাসিক্ব পরকালে মহাবিপদের সম্মুখীন হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করে দেবেন আর চাইলে সাজা দেবেন। তবে ফাসিক চির জাহান্নামী হবে না। মেয়াদী সাজা ভোগের পর তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। ফাসিকদের জন্য মুঅমিনগণ শাফায়াত করতে পারবে যদি আল্লাহ তার জন্য শাফায়াত করতে অনুমতি দেন।
মুনাফিকঃ যে মুসলিম ঈমানের সকল বিষয়ে আস্থা ও বিশ্বাসে অবিচল নয়, বরং কোনো কোনো বিষয়ে সংশয় ও সন্দেহে থাকে, অথবা সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করে না (বাস্তব জীবনে শারীয়াহ মেনে চলুক বা না চলুক) তাকে মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিক মানুষের চোখে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের ইবাদাত বন্দেগী কিছু-ই কবুল হয় না। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা করা বা তার জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪) মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতে কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَ لْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَ مَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٢﴾ وَ لَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَ اَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۪ وَ لَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣﴾

পাপের পথে প্ররোচিত করাও এক প্রকার কুফর

১২. যারা কুফর করে তারা মুঅমিদেরকে বলেঃ "তোমরা আমাদের পথে চলো! তোমাদের পাপের দায় আমরা নেব"। আসলে তারা এদের পাপের দায় সামান্যও নিবে না/নিতে পারবে না। তারা অবশ্যই মিথ্যুক।
১৩. তারা নিজের পাপের বুঝা বহন করবে, সাথে অন্য (যাদেরকে তারা বিভ্রান্ত করেছে তাদের) পাপের বুঝাও। (আসলে এসব কথা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনার শামিল) আর তারা যেসব মিথ্যা রটনা করছে এ সকল রটনার জন্য পরকালে জবাবদিহি করতে হবে।

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَ هُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٤﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَ جَعَلْنٰهَاۤ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٥﴾

নূহ আঃ

১৪. আমি নূহকে পাঠিয়েছি তার জাতির কাছে। সে সাড়ে নয় শত বছর তাদের মাঝে অবস্থান করেছে (দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছে। আর এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার) ফলে তাদের গ্রাস করেছিল

মহাপ্লাবন। কারণ তারা ছিল জালিম (অধিকার হরণকারী, মুশরিক, পাপিষ্ঠ।)

১৫. আমি তখন নূহ ও (তার সঙ্গে) জাহাজে আরোহনকারীদেরকে (এ বন্যা থেকে) মুক্ত করেছি এবং তাদের এ ঘটনাকে বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষনীয় বানিয়েছি।

وَ اِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦﴾ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّ تَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوْهُ وَ اشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾ وَ اِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ؕ وَ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٨﴾

মূর্তি, সৌধ ও মিনার পূজা

১৬. আর ইবরাহীম যখন তার জাতিকে বললঃ আল্লাহর ইবাদাত করো আর তাক্বওয়া অর্জন করো, তোমাদের জন্য এটাই উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পারতে..। (আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম তাক্বওয়া)

১৭. তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য আওছান (মূর্তি, সৌধ, মিনারসহ অন্যান্য স্থান বা স্থাপনা) এর পূজা করছো এবং মিথ্যা ও মনগড়া (সংস্কার, সংস্কৃতি ও রীতিনীতি সহ) কত কিছু তৈরি করছো (এ সবই অপকর্ম।) তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করো এরা তোমাদের রিজক দিতে পারবে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে রিজক চাও, আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাঁর শোকর আদায় করো। আল্লাহর কাছে-ই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে (এবং তিনিই দেবেন তোমাদের কর্মফল।) (আওছান সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহঃ হাজ্ব ৩০)

১৮. তারা (মুশরিকরা তোমাকে মেনে নিতে) অস্বীকার করলে (চিন্তা করো না। কারণ এটা নতুন কিছু নয়) আগেকার জাতিসমূহও (তাদের কাছে প্রেরিত নবীকে মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে। (মনে রেখ! তুমি শুধুই একজন রাসূল। আর) রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন

পালন বা হানীফ পদ্ধতি।

❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

اَوَ لَمۡ يَرَوۡا كَيۡفَ يُبۡدِئُ اللّٰهُ الۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيۡدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيۡرٌ ﴿۱۹﴾ قُلۡ سِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَانۡظُرُوۡا كَيۡفَ بَدَاَ الۡخَلۡقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنۡشِئُ النَّشۡاَةَ الۡاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿۲۰﴾ يُعَذِّبُ مَنۡ يَّشَآءُ وَيَرۡحَمُ مَنۡ يَّشَآءُ ۚ وَاِلَيۡهِ تُقۡلَبُوۡنَ ﴿۲۱﴾ وَمَاۤ اَنۡتُمۡ بِمُعۡجِزِيۡنَ فِى الۡاَرۡضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَمَا لَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ ﴿۲۲﴾ وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوۡا مِنۡ رَّحۡمَتِىۡ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ﴿۲۳﴾

আল্লাহর সৃষ্টি ও পুনরুত্থান

১৯. তারা কি লক্ষ্য করে না? আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছেন এবং কীভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এসব আল্লাহর জন্য অতি সহজ ব্যাপার।

২০. (হে নবী! তাদেরকে) বলো! তোমরা যমীনে ভ্রমণ করো এবং লক্ষ্য করোঃ আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছেন আর কীভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

২১. তিনি যাকে ইচ্ছা আযাব দেন আর যাকে খুশী দয়া করেন। (এতে আল্লাহর কোনো জবাবদিহিতা নেই। কারণ তাঁর মালিকানা সার্বভৌম, তাঁর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ।) তোমরা তার কাছে-ই ফিরে যাচ্ছ। (মালিকানা সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সূরাহ ফাতিহা'হ, ৪)

২২. তোমরা যমীনে বা আসমানে কোথাও (আল্লাহর ইচ্ছাকে) ঠেকাতে পারবে না। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো ওয়ালী নেই, নেই কোনো সাহায্যকারী। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সূরাহ বাকারাহ ২৫৭)

২৩. যারা আল্লাহর আয়াত (বিধান কিতাব) ও আল্লাহর সাক্ষাৎ অগ্রাহ্য করে তারা-ই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়। তাদের তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوا اقۡتُلُوۡهُ اَوۡ حَرِّقُوۡهُ فَاَنۡجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۲۴﴾ وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيۡنِكُمۡ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۚ ثُمَّ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ يَكۡفُرُ بَعۡضُكُمۡ بِبَعۡضٍ وَّيَلۡعَنُ بَعۡضُكُمۡ بَعۡضًا وَّمَاۡوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمۡ مِّنۡ نّٰصِرِيۡنَ ﴿۲۵﴾ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوۡطٌ ؘ وَقَالَ اِنِّىۡ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىۡ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ﴿۲۶﴾ وَوَهَبۡنَا لَهٗۤ اِسۡحٰقَ وَيَعۡقُوۡبَ وَجَعَلۡنَا فِىۡ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالۡكِتٰبَ وَاٰتَيۡنٰهُ اَجۡرَهٗ فِى الدُّنۡيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الۡاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيۡنَ ﴿۲۷﴾

ইবরাহীম আঃ এর দাওয়াত ও হিজরত

২৪. (ইবরাহীম যখন তার জাতিকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিল) তখন তার জাতির জবাব ছিল একটা-ই

"তাকে হত্যা করো, তাকে জ্বালিয়ে ফেলো"। (রাজকীয় সিদ্ধান্ত মত বিরাট অগ্নিকুন্ড প্রজ্জলিত করে ইবরাহীমকে আগুনে ফেলা হলো) আল্লাহ তাকে আগুন থেকে বাঁচালেন। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে মুঅমিনদের জন্য।

২৫. ইবরাহীম বললঃ তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে "আওছান"কে (মূর্তি, সৌধ, মিনারসহ জাতীয়ভাবে সম্মান করা হয় এমন সব স্থান ও স্থাপনাকে আওছান বলে) মেনে নিয়েছ। তোমরা এ দুনিয়ায় (শিরকের সূত্র ধরে) একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছো। পরকালে তোমরা একে অপরকে বর্জন করবে, পরস্পরকে লা'নত করবে। তোমাদের আবাস হলো জাহান্নাম, তখন কেউ তোমাদের সাহায্য করবে না। (আওছান সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহঃ হাজ্ব ৩০)

২৬. (ইবরাহীমের ভাতিজা) লূত্ব ইবরাহীমের উপর ঈমান আনলো। ইবরাহীম বললঃ আমি আল্লাহর পথে হিজরত করব (ইরাক ছেড়ে শামদেশে চলে যাব।) নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রম শালী, প্রজ্ঞাময়।

২৭. (হিজরতের এ সফরে লূত্ব ইবরাহীমের সঙ্গী হলো এবং ইবরাহীম তার পরিবার ও লূত্বকে নিয়ে ইরাক ছেড়ে শাম চলে গেল।) তখন আমি তাকে দান করলাম (ছেলে) ইসহাক ও (নাতি) ইয়াকুব। আমি তার বংশধরদের মাঝে নবুয়ত ও কিতাবের ধারা অব্যাহত রেখেছি। আমি দুনিয়াতে তাকে অনেক পুরস্কার দিয়েছি। আর আখেরাতে সে সৎলোকদের একজন।

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾ اَىِٕنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَ تَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۹﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۳۰﴾

লূত্ব আঃ

২৮-২৯. (আল্লাহ লূত্ব আঃকে এক জনপদের রাসূল বানালেন। ওই জনপদের মানুষ সমকামিতায় অভ্যস্থ ছিল।) লূত্ব তার জাতিকে বললঃ তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছো যা ইতোপূর্বে দুনিয়ার কেউ করেনি। তোমরা পুরুষে পুরুষে সমকামিতা করো, ডাকাতি রাহাজানি করো, দল বেধে কুকর্ম করো (এসব-ই পাপকাজ। সাবধান হয়ে যাও। সকল পাপ বর্জন করো। নতুবা আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।) তার জাতির জবাব ছিল একটা-ইঃ "তুমি সত্য হলে আযাব পাঠিয়ে দাও"।

৩০. লূত্ব (তখন আল্লাহর শরণাপন্ন হলো এবং) বললঃ হে রাব্ব! পাপিষ্ঠ জাতির মোকাবিলায় আমাকে সাহায্য করো।

وَ لَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ؕ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۫ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۳۲﴾ وَ لَمَّاۤ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِىْٓءَ بِهِمْ وَ ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالُوْا لَا تَخَفْ وَ لَا تَحْزَنْ

اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَ اَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٣٣﴾ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَ لَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٣٥﴾

ফিরিস্তা যখন অথিতি

৩১. (আল্লাহ আযাব দিয়ে একদল ফিরিস্তা পাঠালেন। ফিরিস্তাগণ মানব কিশোর রূপে দল বেঁধে প্রথমে ইবরাহীমের কাছে এলো। ঘটনাটির বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলছেন) আমার দূতগণ যখন (সন্তানের) সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এলো। তারা (প্রথমে ইবরাহীমকে সন্তানের সুসংবাদ দিল। তারপর) বললঃ "আমরা ওই জনপদকে ধ্বংস করতে এসেছি, যার অধিবাসীরা জালিম (মুশরিক, অধিকার হরণকারী, পাপিষ্ঠ"।)

৩২. ইবরাহীম বললঃ সেখানে লূত্ব রয়েছে? দূতগণ বললঃ আমরা জানি সেখানে কে কে আছে? আমরা লূত্ব ও তার পরিবারকে মুক্ত করে (অন্যত্র সরিয়ে) নেব। তবে তার স্ত্রীকে সরাব না, সে (পাপিষ্ঠদের সঙ্গে) রয়ে যাবে (এবং আযাবে ধ্বংস হবে। উল্লেখ্য বংশগতভাবে লূত্ব আঃ ওই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ইরাক থেকে এসে এখানে বসবাস করেছিলেন। আর তার স্ত্রী ছিল ওই সম্প্রদায়ভুক্ত। নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও পরিবার ও সম্প্রদায় প্রীতি তার কাছে বড় ছিল। তিনি পরিবার ও জাতির টানে নবীর বিপরীতে গিয়ে জাতির অপকর্মকে সমর্থন করতেন।)

৩৩-৩৪. (সন্ধ্যা বেলা) আমার দূতগণ যখন (ফুটফুটে কিশোর রূপে) লূত্বের কাছে এলো; লূত্ব (তাদের আশ্রয় দিল। তবে তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে) পেরেশান হয়ে পড়লো এবং নিজেকে অসহায় মনে করলো। (এক পর্যায়ে) দূতগণ বললঃ ভয় পাবেন না, পেরেশান হবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারকে (এখান থেকে) মুক্ত করে (অন্যত্র পাঠিয়ে) দেব। তবে আপনার স্ত্রীকে নয়, তিনি (পাপিষ্ঠদের সাথে) রয়ে যাবেন। আমরা এ জনপদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করব, কারণ তারা পাপিষ্ঠ।

৩৫. এ ঘটনার মাঝে আমি শিক্ষণীয় বিষয় রেখেছি জ্ঞানীলোকদের জন্য।

وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ ارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ لَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٣٧﴾ وَ عَادًا وَّ ثَمُوْدَا۠ وَ قَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ كَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿٣٨﴾ وَ قَارُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ ۫ وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْاَرْضِ وَ مَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ﴿٣٩﴾ فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٠﴾

আল্লাহর আযাব যুগে যুগে

৩৬. মাদইয়ানবাসীর কাছে পাঠালাম তাদের ভাই শুয়াইবকে। সে বললঃ হে আমার জাতি! এক আল্লাহর ইবাদাত করো, পরকাল কামনা করো এবং যমীনে ফাসাদ (পাপাচার) করো না।

৩৭. তারা তাকে অমান্য করলো, ফলে তাদের গ্রাস করলো "রাজফাহ" (ভূমিকম্প), তারা নিজের আবাসে-ই উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো।

৩৮. আ'দ, ছামূদকেও (আমি ধ্বংস করে দিয়েছি।) তাদের ঘরবাড়ী-ই তোমাদের জন্য প্রমাণ। শয়তান তাদের (পাপ) কাজকে শোভিত করে দিয়েছিল। ফলে তারা সঠিক পথ থেকে বিরত থেকে ছিল। (তারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে জাহান্নামী হয়ে গেছে। কারণ তারা ছিল আসল মূর্খ।) যদিও (দুনিয়ার বিবেচনায়) তারা বিচক্ষণ ছিল।

৩৯. কারুন, ফেরাউন, হামানকেও (আমি ধ্বংস করে দিয়েছি)। তাদের কাছে মূসা এসেছিল সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে। তারা (মূসাকে অমান্য করে) যমীনে ফাসাদ (পাপাচার) করেছিল। তারা (আমার আযাব) এড়াতে পারেনি।

৪০. আমি তাদের পাকড়াও করেছি তাদের-ই পাপের জন্য। কারো উপর পাঠিয়েছি ঝঞ্জাবায়ু, কাউকে ধরেছি "স্বাইহা'হ" (প্রচন্ড গর্জন) দিয়ে, কাউকে ফেলেছি ভূমি ধ্বসে আর কাউকে ডুবিয়ে মেরেছি (সাগর জলে। এভাবে আযাব দিয়ে) আল্লাহর তাদের উপর অবিচার করেননি বরং (আল্লাহর বিধান অমান্য করে) তারা-ই নিজের উপর অবিচার করেছে।

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ؕ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَىْءٍ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

কাফেরদের শক্তি মাকড়ের জালের মত

৪১. যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে ওয়ালী বানায় তাদের উপমা হলো মাকড়শার মত, যে (নিজের প্রতিরক্ষা এবং শিকারের জন্য) ঘর বানায় (কাফিররাও নিজেকে সংশোধন না করে নিজেদের প্রচেষ্টায় আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে চায়। জানো) সবচেয়ে দুর্বলতম ঘর হচ্ছে মাকড়শার ঘর (ঠিক তেমনি আল্লাহর আযাবের মোকাবিলায় এদের পরিকল্পনাও অতি দুর্বল)।

৪২. তারা আল্লাহ ছাড়া যাকে ডাকছে আল্লাহ অবশ্য-ই এসব ব্যাপারে অবগত। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৪৩. এসব দৃষ্টান্ত আমি বারবার বর্ণনা করি মানুষের তরে কিন্তু (সকল মানুষ এসব বোঝে না) বোঝে কেবল জ্ঞানীরা-ই।

৪৪. আল্লাহ আসমানসমূহ এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে মুঅমিনদের জন্য।

সূরাহ আ'নকাবূত পারা : ২১

اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِالَّذِیْۤ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَاُنْزِلَ اِلَیْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

আহলে কিতাবের সাথে বিবাদ বা তর্ক করার পদ্ধতি

৪৫. (হে নবী!) ওহীর মাধ্যমে যে কিতাব তোমাকে দেয়া হয়েছে এটা পাঠ (অধ্যয়ন) করো। আর সালাত কায়েম করো। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে আর এটা হলো সবচেয়ে বড় যিকর (ইবাদাত), আল্লাহ জানেন তোমরা কি করো। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

৪৬. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা যদি আহলে কিতাবের (ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের) সাথে "জিদাল" (তর্ক/বিবাদ) করো তবে সুন্দরভাবে করবে, তবে জালিমদের (বিরুদ্ধে জুলম অনুপাতে পদক্ষেপ নিবে) এবং বলবেঃ যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে (তথা আল-কুরআন) এবং যা তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে (তথা তাওরাত, যাবূর ও ইনজীল) আমরা এসবের উপর ঈমান এনেছি, আমাদের ইলাহ এবং তোমাদের ইলাহ এক-ই ইলাহ, আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।

জ্ঞাতব্যঃ দ্বন্দ এড়িয়ে চলা এবং সম্প্রীতি বজায় রেখে চলার চেষ্টা করা উচিত। তবে এ অজুহাতে কোনো অবিচার বা পাপকে মেনে নেওয়া উচিত নয়। মনে রাখতে হবে আহলে কিতাব অন্যান্য কাফির থেকে স্বতন্ত্র। মহান আল্লাহ তাদেরকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন। তাই তাদের সাথে আলোচনা, তর্ক ও বিবাদ করতে হবে সুন্দরভাবে।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰۤؤُلَآءِ مَنْ یُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَمَا یَجْحَدُ بِاٰیٰتِنَاۤ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾

আল্লাহর কিতাব বা বিধানের বিরোধিতা করা কুফর

৪৭. (ইতোপূর্বে যেভাবে মূসা, ঈসাসহ অন্যান্য রাসূলগনকে কিতাব দিয়েছি) তেমনি ভাবে তোমার প্রতিও কিতাব নাযিল করেছি। আর ইতোপূর্বে যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা (তথা তাওরাত ও ইনজীলের প্রকৃত অনুসারীরা) এ কুরআনকেও মেনে নেবে, আর এদের (আরবদের) মাঝেও অনেকে এতে ঈমান আনবে। আমার আয়াতের (কিতাবের, বিধানের) বিরোধিতা কাফির ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।

ঈমান আক্বীদাহঃ আল-কুরআনের বিরোধিতা করা কুফর, যে ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত কোনো আক্বীদাহ, আইন, বিধান বা তথ্যের বিরোধিতা করলো বা অবজ্ঞা করলো সে কাফির। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। এমন কেউ মারা গেলে তাদের জানাযা পড়তে বা তাদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّ لَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَ مَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾

যে কুরআন বুঝে সে-ই আসল জ্ঞানী

৪৮. ইতোপূর্বে (তথা কুরআন নাযিলের আগে) তুমি তো কোনো কিতাব পাঠ করনি বা নিজ হাতে কিছু লিখনি, এমন হলে না হয় বাতিলরা (কাফিররা) সন্দেহ করতো (যে এটা তোমার বানানো।)

৪৯. আসলে এ-কুরআন হলো সুস্পষ্ট কিতাব যা জ্ঞানীদের অন্তরে (স্থাপন করা হয়)। আর কেবল পাপিষ্ঠ ব্যক্তি-ই আমার আয়াতের (কিতাবের বা বিধানের) বিরোধিতায় রত হয়। (যে কুরআন বুঝে সেই আসল জ্ঞানী আর যে কুরআন বুঝে না সে জ্ঞানী নয়)

وَ قَالُوْا لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ اَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّ ذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾

অলৌকিকতা নয়, আল-কুরআনের অনুকরণ-ই দ্বীনের মূল বিষয়

৫০. তারা (মুশরিকরা) বলেঃ (মুহাম্মাদ সত্য নবী হলে) প্রভুর পক্ষ থেকে তার উপর কোনো নিদর্শন আসে না কেন? (তাদেরকে) বলে দাওঃ নিদর্শন আসে শুধু-ই আল্লাহর ইচ্ছায়। আমি সুস্পষ্ট এক সতর্ককারী (রাসূল) ছাড়া আর কিছুই নই (মানে নিদর্শন দেখানো বা নিদর্শন আনা আমার কাজ নয়)।

৫১. (আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে) তাদের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি এবং এ কিতাব তাদের সামনে পাঠ করা হচ্ছে? আর মুঅমিনদের জন্য এতে আছে রহমত ও উপদেশ। (কোনো অলৌকিকতা নয়, আল-কুরআনের অনুকরণ-ই দ্বীনের মূল বিষয়)

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾

ইসলাম ছাড়া অন্যকিছু মেনে নেওয়া কুফর

৫২. (হে নবী! কাফিরদের) বলে দাওঃ আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তিনি জানেন আসমান যমীনের সকল কিছু। যারা (ইসলামকে ছেড়ে দিয়ে কোনো) বাতিলকে মেনে নিল সে আল্লাহর সাথে কুফর করলো। সুতরাং তারা (সে আর তার অনুসারীরা চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ইসলাম ছাড়া অন্য সব বাতিল ও মনগড়া। ইসলাম ছাড়া অন্যকিছু মেনে নেওয়া কুফর। (দেখুন সূরাহ আ-ল ইমরানঃ ৮৫)

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَلَوْ لَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ۗ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٥﴾ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

আল্লাহর আযাব ও দ্বীনের জন্য হিজরত

৫৩. (কাফিররা বলতঃ মুহাম্মাদ! তুমি বলে বেড়াও তোমার বিরোধিতা করলে আযাব আসবে। আমরা তোমার বিরোধিতা করছি, কই আযাব তো আসছে না? এতে নাযিল হয়) তারা আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছে! (আল্লাহ আযাবের) সময় নির্ধারিত (করে রেখেছেন। তা) না হলে এতক্ষণে আযাব এসে-ই যেত। আর আযাব হঠাৎ চলেও আসবে, তখন তারা টের-ই পাবে না।

৫৪. তারা আযাব নিয়ে তাড়াহুড়া করে অথচ ওই কাফিররা জাহান্নামের বেষ্টনীতে-ই রয়েছে।

৫৫. সেদিন তাদের মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে আযাব এসে সবকিছু গ্রাস করে নেবে। (ফিরিস্তারা) বলবেঃ (এটা-ই তোমাদের কর্মফল।) তোমরা নিজ নিজ কর্মফল আস্বাদন করো।

৫৬. (আল্লাহ বলছেন) ওহে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছো! আমার যমীন অনেক প্রশস্ত। তাই (জন্মভূমিতে আমার ইবাদাতে অসুবিধা হলে অন্য কোথাও চলে যাও, তবুও ঈমান ত্যাগ করো না। এবং) ইবাদাত করো শুধু-ই আমার।

জ্ঞাতব্যঃ "মানুষ যে দেশে জন্ম নেয় এটা-ই তার দেশ" এমন সূত্র আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের তৈরি। ইসলামের সূত্র হলো "যেখানে স্বাধীনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা যায় এটা-ই মুসলিমের দেশ"। এটা-ই মুসলিম জাতীয়তাবাদের শিক্ষা। দেশের চেয়ে দ্বীন বড়। প্রয়োজনে দ্বীনের জন্য দেশ ত্যাগ করা ফরজ হয়ে যায়। ইসলামের জন্য দেশ ত্যাগ করাকে হিজরত বলে। আগেকার অনেক নবী ও রাসূল হিজরত করেছেন, হিজরত করেছেন আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তার সঙ্গী সাহাবাগণও।

হিজতের বিধানঃ পৃথিবীর কোথাও ইসলামী দেশ প্রতিষ্ঠিত হলে কুফরতান্ত্রিক দেশ ছেড়ে ইসলামী দেশে হিজরত করা শারীয়া'হ আইনে সামর্থবান মুসলিমদের উপর ফরজ হয়ে যায়।

ইসলামী দেশ পরিচিতিঃ একটি দেশ ইসলামীক, না কুফরতান্ত্রিক? এটা নির্ধারণ হবে দেশের মূলভিত্তি, জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক দর্শ ও সামাজিক আদর্শের উপর। ইসলামী দেশের..

- মূলভিত্তি হবেঃ **এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব,** (আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া শিরক)
- জাতীয়তাবাদ হবেঃ **মুসলিম জাতীয়তাবাদ** (মুসলিম জাতীয়তাবাদ বিশ্বমুসলিমের ঐক্যের প্রতীক। আর আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ বিভাজন তৈরি করে তাই নৈতিকভাবে এটা মেনে নেওয়া কুফর)
- রাজনৈতিক দর্শন হবেঃ **খিলাফাহ** (ইসলামের ইউনিক রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে খিলাফাহ, খিলাফাহ মহান আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, খিলাফাহ বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের মূলশক্তি)
- সামাজিক আদর্শ হবেঃ **শারীয়া'হ**। (শারীয়া'হ বিরোধী কোনো আইন, বিধান, নীতিমালা, দর্শন বা মতবাদ মেনে নেওয়া কুফর)

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ

الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٨﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٥٩﴾

মৃত্যু, বিচার, জান্নাত ও জাহান্নাম

৫৭. প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুস্বাদ গ্রহণ করতে হবে, তারপর তোমরা সবাই আমার কাছে ফিরে আসবে। (আমি তখন তোমাদের বিচার করব এবং তোমাদের চিরস্থায়ী আবাস হিসেবে জান্নাত জাহান্নামের ফয়সালা করব)

৫৮-৫৯. যারা ঈমান আনবে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করবে আমি তাদেরকে দান করব জান্নাতের প্রাসাদ, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (দেখো) সৎকর্মীদের প্রতিদান কত উৎকৃষ্ট হয়। (সৎকর্মী তারাই) যারা সবর করে এবং প্রভুর উপর তাওয়াক্কুল করে। (যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকার নাম সবর আর পরিপূর্ণভাবে কাজ করার পর প্রতিফলের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করার নাম তাওয়াক্কুল)

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَ اِيَّاكُمْ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾ وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦١﴾

সবকিছুর মালিক আল্লাহ

৬০. অনেক প্রাণী এমন আছে যারা নিজের জীবিকার (অর্জন বা উপার্জনের) দায়ভার বহন করে না। তাদের এবং তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা আল্লাহ-ই করেন। তিনি সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী (রিজকের মালিক আল্লাহ, তাই এ নিয়ে পেরেশান হবার প্রয়োজন নেই। বরং রিজকের পিছনে না দৌড়ে রিজকের মালিকের পিছনে দৌড়াও।)

৬১. তাদের (কাফিরদের) যদি জিজ্ঞেস করো আসমানসমূহ এবং যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? কে নিয়ন্ত্রণ করেন সূর্য ও চন্দ্র? তারা বলবে আল্লাহ। (তাসত্ত্বেও) তাদেরকে কোথায় ঘুরপাক খাওয়ানো হচ্ছে?

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিন হবার জন্য শুধু আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস-ই যথেষ্ট নয়, মুঅমিন হতে হলে রাসূল সাঃএর শিখানো নিয়ম নীতি মেনে ঈমানের সকল বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয় এবং ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধানকে নীতিগতভাবে মেনে নিতে হয়। আর বাস্তব জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের বিধানকে কাজে বস্তবায়ন করতে হয়।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ يَقْدِرُ لَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٢﴾ وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

যারা আল্লাহ মানে কিন্তু আল্লাহর বিধান মানে না তারাও কাফির

৬২. আল্লাহ তার বান্দাদের মাঝে যাকে খুশী সম্পদে স্বচ্ছলতা দান করেন আর যাকে ইচ্ছা সীমিত

দান করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। (সুতরাং কাকে কতটুকু দিতে হবে এসব তিনি খুব ভালোই জানেন।)

৬৩. তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করোঃ কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং এর দ্বারা জীবিত করেন মৃত ভূমিকে? তারা বলবেঃ আল্লাহ..। বলো! আল-হামদু লিল্লাহ! (তোমরা আল্লাহর কুদরতের স্বীকৃত দিয়েছ) কিন্তু (এমন স্বীকৃতি দিয়ে কি ফায়দা..? তারা এসব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। কারণ) তাদের অধিকাংশই বিবেকহীন। (তারা আল্লাহ মানে, আল্লাহর বিধান মানে না।)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ ؕ وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾
فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾
لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ وَ لِيَتَمَتَّعُوْا ۟ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّ يُتَخَطَّفُ
النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٧﴾

দুনিয়ার জীবন ও আল্লাহর বিধান

৬৪. দুনিয়ার এ জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়, আর আখেরাতের আবাসন-ই আসল ও কল্যাণকর। তারা (মানুষ) যদি এসব জানতে পারত।

৬৫. তারা (মানুষ) যখন জাহাজে আরোহণ করে তখন (বিপদের সম্মুখীন হলে) একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে, আর বিপদ মুক্ত করে স্থলে তুলে আনার পর ওই তারা-ই শিরক করে। (শিরক সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা")

৬৬. আমি তাদেরকে যা (কিতাব ও বিধান) দিয়েছি তারা (মানুষ) এসব অগ্রাহ্য করে চলে এবং ভোগ বিলাসিতায় মেতে থাকে (তথা পাপময় জীবন যাপন করে। এমন করার পরিণাম বড়-ই ভয়াবহ। এ সম্পর্কে) তারা অচিরেই জেনে যাবে।

৬৭. তারা কি দেখে না? আমি এ (মক্কাহ শহর)কে নিরাপদ হারাম বানিয়েছি, অথচ আশপাশের মানুষ মারামারি খুন খারাবিতে লিপ্ত। তবুও কি তারা বাতিলকে মেনে নেবে আর আল্লাহর নিয়ামত অমান্য করবে?

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ
﴿٦٨﴾ وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

আল্লাহর উপর মিথ্যাচার, জিহাদ এবং ইহসান

৬৮. (আল্লাহ-ই একমাত্র বৈধ বিধানদাতা। আল্লাহর বিধানের বাইরে মনগড়া বিধান বানানো আল্লাহর উপর মিথ্যাচারের শামিল। মহান আল্লাহ্ বলছেন) তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে যে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে এবং আগত সত্যকে অমান্য করে? (যে বা যারা এমন করে তারা কাফির। আর) কাফিরদের ঠিকানা কি জাহান্নাম নয়?

৬৯. যারা আমার জন্য জিহাদ করে আমি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করি (এবং তারাই মুহসিন) আর আল্লাহ মুহসিনদের সঙ্গী।

জ্ঞাতব্যঃ জিহাদ শব্দের শাব্দিক অর্থ প্রচেষ্টা করা। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা, দ্বীনের বিজয়, দ্বীনের হেফাজত, জীবন সম্পদ ও ইজ্জত রক্ষা, ইসলামী দেশ মুসলিম জাতি ও ব্যক্তির অধিকার আদায় ও অধিকার রক্ষা ইত্যাদি কল্যাণকর কাজের জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্ঠা করা-ই জিহাদের মূল কথা। মুসলিম জাতির বা ইসলামী দেশের প্রতিরক্ষা নীতির নাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ তথা আল্লাহর পথে জিহাদ। আর জিহাদের চূড়ান্ত রূপ যুদ্ধ। আল কুরআনে যুদ্ধকে ক্বিতাল বলা হয়েছে।

আইন ও বিধানঃ জিহাদ মুসলিমদের উপর ফরজ। অন্যায়, অনাচার ও অবিচারে দুনিয়া ভরে গেলেও জিহাদ ফরজ থাকে আর ন্যায় নীতি ও ইনসাফে ভরে গেলেও জিহাদ ফরজ থাকে। কোনো অবস্থাতে-ই জিহাদের বিধান ফরজের নিচে আসে না। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনো প্রতিটি ব্যক্তির উপর ফরজ (ফরজে আইন) হয়, আর কখনো সামাজিক ফরজ (তথা ফরজে কিফায়াহ হয়)।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ জিহাদ বা ক্বিতাল অস্বীকার করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম জিহাদ অস্বীকার করলে বা অবজ্ঞা করলে বা অপছন্দ করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। তখন ওই ব্যক্তি আর মুঅমিন থাকবে না, হয়ে যাবে মুনাফিক। মুনাফিক চির জাহান্নামী, মুনাফিকের জন্য নিম্নতম জাহান্নাম। কোনো মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

একটি ভূলের অবসানঃ আজকাল মুসলিম নামধারী অনেক মানুষকেও বলতে শোনা যায়ঃ "ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম, এখানে যুদ্ধের কথা থাকবে কেন"? এরা মনে করে আসলে-ই ইসলামে যুদ্ধের কথা নেই বা যুদ্ধের কথা থাকা উচিত নয়।

তাই যেসব মুসলিম জিহাদের কথা বলে বা যুদ্ধের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করতে চায় অথবা যুদ্ধকে সমর্থন করে; এরা তাদেরকে জঙ্গী, সন্ত্রাসী, ধর্মান্ধ, ইত্যাদি নানা মন্দ বিশেষণে বিশেষিত করে তাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার প্রপাগান্ডা করে থাকে। এর মূল কারণ হলোঃ এরা বুঝেই উঠতে পারে না "ইসলাম কেন যুদ্ধের কথা বলবে"?

আর এ বিষয়টি না বুঝার অন্যতম কারণ হলোঃ এরা ইসলামকে শুধু একটি ধর্ম মনে করে এবং ধর্ম হিসেবে-ই মানে। আসলে ইসলাম যে শুধু ধর্ম নয় বরং ইসলাম হলো একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ; এ সহজ কথাটি এরা বুঝে না বা মেনে নিতে পারে না।

তবে প্রতিটি দেশ জাতি ও সরকারের-ই প্রতিরক্ষানীতি বা যুদ্ধনীতি থাকতে হয়। যুদ্ধনীতি বা প্রতিরক্ষানীতি ছাড়া কোনো দেশ জাতি বা সরকার পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ কথা সবাই বুঝে এবং মেনেও নেয়। আসল ব্যাপার হলোঃ ইসলাম শুধু একটি ধর্ম-ই নয়। বরং ইসলাম হলো পরিপূর্ণ একটি জীবন আদর্শ। দেশ ও জাতি গঠন, ন্যায় সাম্য অধিকার ও আইনের শাসন, সরকার গঠন ও পরিচালনা, ইত্যাদি হলো ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং ইসলামের নিজস্ব প্রতিরক্ষানীতি ও যুদ্ধনীতি অবশ্যই থাকতে হবে এবং আছেও। ইসলাম তার জাতির জন্য যে যুদ্ধনীতি বা প্রতিরক্ষানীতি ঠিক করে দিয়েছে এর-ই নাম "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ"। দেশ জাতি ও সরকার গঠন, পরিচালনা, প্রতিরক্ষা, মানুষের অধিকার আদায়, সম্পদ ইজ্জত ও জীবন রক্ষা, ইত্যাদির জন্য যুদ্ধ করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব। আর আল্লাহ প্রদত্ত এ দায়িত্ব পালন করলে আল্লাহ খুশী হয়ে অনেক ছাওয়াব দান করেন। তাই এটাকে "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ" বা আল্লাহর পথে জিহাদ বলা হয়।

মুহসিন ও ইহসান পরিচিতিঃ মুহসীন অর্থ ইহসানকারী। যে ব্যক্তি ইহসান করে বা ইহসানের সাথে কাজ করে তাকে "মুহ'সিন" বলা হয়। আর "ইহ'সান" অর্থ সুন্দর করা। ইসলামী পরিভাষায় নিজের ঈমান, ইসলাম, আদব আখলাক, স্বভাব চরিত্র, ইবাদাত বন্দেগী, ইত্যাদি সুন্দর করাকে "ইহসান" বলা হয়। হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত বুখারী, মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে জিবরাঈল আঃ প্রশ্ন করে ছিলেন "ইহ'সান" কি? উত্তরে রাসূল সাঃ বলে ছিলেনঃ "আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ আর যদি তাকে দেখতে না পার তবে (মনে রাখবে) তিনি তোমাকে দেখছেন"।

সূরাহ আল-রোম ৩০ سورة الروم

রাসূল সাঃএর সময়ে বিশ্ব রাজনীতিতে যেসব দেশ ক্ষমতাধর ছিল এর অন্যতম ছিল রোম। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার বেশ কিছু অঞ্চল নিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য ছিল রোম। এ সাম্রাজ্যের মূলভিত্তি ছিল খৃষ্টানিজম এবং এর নির্বাহী ক্ষমতা ছিল খৃষ্টানদের হাতে। এ সাম্রাজ্যকে বলা হত রোম সাম্রাজ্য এবং এর অধিপতিকে বলা হত রোম সম্রাট। তাই কুরআন হাদীছে রোম বলে খৃষ্টান সাম্রাজ্যকে বোঝানো হয়। এ সূরাতেও রোম বলে রোম সাম্রাজ্যকেই বুঝানো হয়েছে। ইতিহাসে এটা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নামেও খ্যাত। রোম সাম্রাজ্যের বাসীন্দাদের বলা হত রোমান ও বাইজেন্টাইন।

তখনকার দিনে রোম সাম্রাজ্যের পর ২য় পরাশক্তি ছিল পারস্য সাম্রাজ্য। বর্তমান ইরান, ইরাক এবং মধ্য এশিয়ার কিছু অঞ্চল নিয়ে পারস্য সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। পারস্য সাম্রাজের মূলভিত্তি ছিল অগ্নিপূজা ও শিরক।

এছাড়াও প্রধান আরও দুটি দেশ ছিল খোরাসান ও চীন। বর্তমান আফগানিস্তান, পাকিস্থানের কাবাইলী এলাকা, উজবেকিস্থান, তাজেকিস্থানসহ মধ্য এশিয়ার বৃহত্তর অঞ্চল নিয়ে খোরাসান গঠিত ছিল। তারপর ছিল চীন।

সূরাহটি মাক্কী, সূরাহ ইনশিক্বাকের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত হলো ৬০টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿٢﴾ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ﴿٣﴾ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْۢ بَعْدُ ؕ وَ يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহ'মানি-র-রাহী'ম

রোম সাম্রাজ্য ও রাসূল সাঃ এর সময়ের বিশ্ব রাজনীতি

পটভূমিঃ রোমানরা ছিল আহলে কিতাব তথা আল্লাহর কিতাবধারী জাতি। তারা আল্লাহ, ফিরিস্তা, আখেরাত, তাকদীর, নবী, রাসূল, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিশ্বাস করত এবং তাওরাত ও ইনজিলের বিধান মেনে বিচার ও শাসন কার্য পরিচালনা করত। তাদের দেশের নাম ছিল রোম বা রোম সাম্রাজ্য।

রোম ছিল তখনকার দিনের প্রধান পরাশক্তি। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অপর পরাশক্তি ছিল ফারিস বা পারস্য সাম্রাজ্য। বর্তমান ইরান ইরাক ও মধ্য এশিয়ার কিছু অঞ্চল নিয়ে পারস্য সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। পারস্যরা ছিল মুশরিক, অগ্নিপূজারী। তাদের সাম্রাজ্যের মূলনীতি ছিল শিরক এবং রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি ও আইন ছিল শিরক ভিত্তিক।

রোম ও পারস্যের মাঝে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত। তখনকার দিনে এ যুদ্ধকে আল্লাহ বিশ্বাসী বনাম মুশরিকদের যুদ্ধ হিসেবে দেখা হত। তাই সঙ্গত কারনেই রোমানদের বিজয়ে মুসলিমরা খুশী হত আর পারস্যের বিজয়ে খুশী হত মুশরিকরা।

মক্কাতে মুসলিমরা তখন দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। মুশরিকরা আদর্শগতভাবে ইসলামের মোকাবিলায় কুলিয়ে উঠতে পারছে না। ইসলামের উত্থান ঠেকাতে মুশরিক নেতারা তখন হিমশিম খাচ্ছে এবং কোনো উপায় না দেখে পেশীশক্তি ব্যবহার করছে।

এমনি সময়ে রোম ও পারস্যের যুদ্ধে পারস্য বিরাট জয় লাভ করলো। অনেক এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেল রোম

বাহিনী। রোমানদের এমন পরাজয়ে মুসলিমদের দিলে আঘাত লাগলো আর অগ্নিপূজারীদের বিজয়ে সতেজ হয়ে উঠলো মুশরিকদের প্রাণ। মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে মুশরিকরা বললঃ এখন পৃথিবীর আকাশে আমাদের তারকা উজ্জ্বল, এখন আল্লাহ বিশ্বাসীদের বিদায়ের পালা। রোম যেমন পরাজিত হয়েছে তোমরাও সেভাবে শেষ হয়ে যাবে। আর পারস্য যেমন বিজয়ী হয়েছে, আমরাও তেমনি বিজয় লাভ করব। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরাহটি নাযিল হয়েছে..

১-৫. আলিফ লা-ম মী-ম, (ফারস্যের) নিকটবর্তী (সীমান্ত) অঞ্চলে রোম পরাজিত হয়েছে। তবে এ পরাজয় সত্ত্বেও কয়েক বছরের মধ্যে আবার তারা বিজয়ী হবে। আদি ও অন্ত সকল কালে সকল কর্তৃত্বের মালিক আল্লাহ (তিনি যাকে খুশী বিজয়ী করেন আর যাকে ইচ্ছা পরাজিত করেন। রোমানরা যেদিন বিজয়ী হবে) সেদিন মুঅমিনগণও খুশী হবে আল্লাহর সাহায্যে। তিনি সাহায্য করেন যাকে খুশী। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও দয়াময়।

৬. (এটা হলো) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এসব জানে না।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ
مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ
رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ﴿٨﴾ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَانُوْٓا
اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۭ فَمَا كَانَ
اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَاۗءُوا السُّوْٓآٰى اَنْ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٠﴾

কাফিরদের স্বভাব ও কুফরের পরিণাম

৭. তারা (কাফিররা) দুনিয়াবী কিছু বিষয়ের বাহ্যিক দিকটাই বুঝে, আর আখেরাত সম্পর্কে তারা একেবারেই উদাসীন।

৮. তারা কি নিজেদেরকে নিয়ে ভাবে না? আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে নির্ধারিত সময়ের জন্য, তাসত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ প্রভুর সাক্ষাৎ (আখেরাত) বিশ্বাস করে না।

৯. এরা কি যমীনে ভ্রমণ করে না? (করলে) দেখতো পূর্ববর্তীদের কি পরিণতি হয়েছে। অথচ ওরা এদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিল, ওদের জীবন এদের জীবন থেকে দীর্ঘ ছিল, রাসূলগণ ওদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, (কিন্তু ওরা রাসূলের আনুগত্য না করে দাম্ভিক নেতাদের আনুগত্য করেছিল ফলে আমি ওদের ধ্বংস করে দিয়েছি, এভাবে ধ্বংস করে) আল্লাহ তাদের উপর অবিচার করেননি বরং (আল্লাহর বিধান অমান্য করে) তারাই নিজেদের উপর অবিচার করেছে।

১০. ফলে তারা এমন পরিণতি ভোগ করেছে, কারণ তারা পাপ করেছিল, আল্লাহর আয়াত

(কিতাব, বিধান ও নিদর্শন) অমান্য করেছিল এবং আল্লাহর আয়াত নিয়ে উপহাস করেছিল।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধান অমান্য করা, আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে উপহাস করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। এমন করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়।

(কুফর সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র কুফর অধ্যায়)

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٢﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَ كَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٣﴾ وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ﴿١٤﴾

মনগড়া খোদা ও তাদের পূজারীগণ

১১. আল্লাহ-ই সৃষ্টির সূচনা করেছেন, তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। সর্বসাকুল্যে তোমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাচ্ছ।

১২-১৩. যেদিন কিয়ামত সংঘঠিত হবে সেদিন পাপিষ্ঠরা হতাশ হয়ে পড়বে। তখন কোনো শুরাকা (যাদেরকে আল্লাহর শরীক বা সমকক্ষ বানানো হয়) তাদের জন্য শাফায়াত করবে না/করতে পারবে না। বরং তারা তাদের শুরাকাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে।

১৪. যেদিন কিয়ামত সংঘঠিত হবে সেদিন তারা (পূজ্য ও পূজারীরা) আলাদা হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্যঃ যে মানুষ আল্লাহর বিধান ও রাসূল সাঃ এর আদর্শ মত জীবন পরিচালনা করে সে ভালো মানুষ আর যে মানুষ অন্য পথে জীবন চালায় সে খারাপ মানুষ।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿١٥﴾ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآءِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾

জান্নাতী ও জাহান্নামী

১৫-১৬. সুতরাং যারা ঈমান আনবে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করবে তাদের সুখী সমৃদ্ধশালী করে (জান্নাতের) বাগিচায় রাখা হবে। আর যারা কুফর করবে, আমার বিধান ও সাক্ষাতের অমর্যাদা করবে তাদের হাজির করা হবে আযাবে তথা জাহান্নামে।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾

সালাত, বৃষ্টি ও পুনরুত্থান

১৭. সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাসবীহ (সালাত আদায়) করবে প্রতিটি সকাল ও প্রতিটি বিকালে (তথা ফজর ও আসরে।)

১৮. (মনে রাখবে) আসমানসমূহে এবং যমীনে সকল প্রশংসার মালিক শুধু-ই আল্লাহ। আর রাতে (মাগরিব ও ইশার সময়ে) ও মধ্যদিনে (জোহরের সময়ে) তোমরা যে সালাত আদায় করো (এসবের অধিকারীও শুধু-ই তিনি)

১৯. তিনিই জীবিত থেকে মৃত বের করেন আর মৃত থেকে জীবিত, যমীন মরে যাবার পর (রহমতের পানি দিয়ে) তিনিই এটাকে পুনর্জীবন দান করেন, আর এভাবেই হবে তোমাদের পুনরুত্থান।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে

২০. (আসমানে ও যমীনে শিক্ষণীয় অনেক নিদর্শন রয়েছে।) তাঁর একটি নিদর্শন হলোঃ তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, (মাটি থেকে গাছ, গাছ থেকে ফল, ফল থেকে খাদ্য, খাদ্য থেকে রক্ত, রক্ত থেকে বীর্য আর বীর্য থেকে মানুষ। এ সূত্র ধরেই তোমাদের সৃষ্টি।) অতঃপর তোমরা মানুষ রূপে যমীনে বিচরণ করছ।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

বিবাহের পাত্র-পাত্রী

২১. তাঁর আরও একটি নিদর্শন হলোঃ তিনি তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন তোমাদের (জাতি) থেকেই, যেন তার কাছে প্রশান্তি পাও। আর তোমাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন মমতা ও হৃদ্যতা। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে তাদের জন্য যারা এ নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে।

জ্ঞাতব্যঃ মানুষ মানুষকেই বিয়ে করবে। পুরুষ বিয়ে করবে নারীকে আর নারী বিয়ে করবে পুরুষকে। বিয়ে হবে আল্লাহর বিধান মেনে রাসুল সাঃ এর আদর্শ মত। মানুষের বিয়ে মানুষ ছাড়া অন্য কিছুর সাথে বা সমলিঙ্গের সাথে বৈধ নয়, বৈধ হবে না। বিয়ের উদ্দেশ্য শুধু বংশ বিস্তার বা যৌন চাহিতা মিটানোই নয়। বরং পরস্পরের প্রতি মমতা, হৃদ্যতা, ভালোবাসা এবং এভাবে পরিবার ও সমাজকে স্নেহের নেটয়ার্কে আবদ্ধ করে রাখা বিবাহের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾

মানুষের গায়ের রং ও ভাষার ভিন্নতা

২২. তাঁর আরও একটি নিদর্শন হলোঃ আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও রঙ্গের ভিন্নতা। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে বিজ্ঞ লোকদের জন্য।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاۗؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٢٣﴾

রাতে ঘুম আর দিনে কাজ

২৩. তাঁর আরও একটি নিদর্শন হলোঃ রাতে তোমাদের ঘুম এবং দিনে জীবিকার অন্বেষণ। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে তাদের জন্য যারা শোনে (তথা আল্লাহর বিধান মেনে চলে। "রাতে ঘুম আর দিনে কাজ" এটাই মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি। এর ব্যতিক্রম করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।)

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٤﴾

আকাশের বিদ্যুৎ, বজ্রপাত ও বৃষ্টি

২৪. তাঁর আরও একটি নিদর্শন হলোঃ তিনি তোমাদের দেখান বিদ্যুৎ/বজ্র, (যাতে আছে বৃষ্টির) আশা ও (বজ্রের) ভয়। (আরও একটি নিদর্শন হলো) আকাশ থেকে বর্ষণ করেন পানি যা দিয়ে জীবিত করেন মৃত ভূমি। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য।

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَاۤ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٥﴾

পুনরুত্থান

২৫. তাঁর আরও একটি নিদর্শন হলোঃ আসমান ও যমীন ঠিকে থাকা, যা ঠিকে আছে তাঁরই হুকুমে, (এক সময় তিনি সব ধ্বংস করে দেবেন) তারপর (পুনরুত্থানের) ডাক দেবেন। তখন সবাই মাটি থেকে বেরিয়ে আসবে।

وَ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَ هُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَ لَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা

২৬. আসমানসমূহে এবং যমীনে যাকিছু আছে এ সবকিছুর সার্বিক মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। সবকিছুই তাঁর আনুগত্য মেনে চলে। (মালিকানা দুই প্রকারঃ বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌমত্ব। এ সম্পর্কে জানতে দেখুন ফাতিহাঃ ৪)

২৭. তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেছেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এসব তাঁর জন্য অতি সহজ ব্যাপার। আসমানসমূহে এবং যমীনে তিনিই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী।

২৮. তিনি তোমাদের উদাহরণ বর্ণনা করছেন তোমাদের থেকেই, (মনে করোঃ কেউ একজন বলল) আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তোমাদের দাসদাসীরাও এতে সমান অংশীদার হবে (তোমরা কি তা মেনে নেবে?) তোমরা নিজেদের (দারিদ্রতার) ব্যাপারে যতোটুকু শঙ্কিত থাকো তোমাদের দাসদাসীর ব্যাপারে কি এতোটুকু শঙ্কিত থাকো? (তোমরা নিজের দাসদাসীকে নিজের সমান মানতে চাও না, তবে আল্লাহর দাসদাসীকে কেন আল্লাহর সমান ও সমকক্ষ মনে করো?) আমরা আয়াতসমূহ এভাবেই স্ববিস্তারে বর্ণনা করি বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

২৯. পাপিষ্ঠরা কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে নিজেদের/একে অপরের "হাওয়া" (মানব রচিত ও মনগড়া নীতি আদর্শ, দর্শন, মতবাদ, মত ও পথ) এর আনুগত্য করে (কারণ তারা বিভ্রান্ত।) আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কে হেদায়াত করবে? আসলে তাদের সাহায্য করার কেউ নেই।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ ۙ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

হানীফ পদ্ধতি, জাতীয় ঐক্য এবং বিভক্তি ও বিভাজন সৃষ্টিকারীদের বর্জন করা

৩০. সুতরাং (কে কি করলো সেদিনে লক্ষ্য না করে) তুমি নিজেকে "হানীফ" পদ্ধতিতে দ্বীনের জন্য কায়েম রাখ। (আর মনে রাখো! হানীফ পদ্ধতিতে দ্বীন মেনে চলাই) আল্লাহর ফিতরত (প্রকৃতি) যে প্রকৃতির উপর তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন হয় না, এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এসব জানে না। (মানব রচিত সকল মত ও পথকে বর্জন করে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর দ্বীন মেনে চলার নাম হানীফ পদ্ধতিতে দ্বীন মেনে চলা।)

৩১. আল্লাহর দিকে ধাবিত হও এবং তাঁর তাক্বওয়া অর্জন করো আর সালাত কায়েম করো। আর (সাবধান) কখনো মুশরিকদের দলভুক্ত হবে না। (যারা কুফর করে তাদের দলভুক্ত হওয়া বা নীতিগতভাবে তাদেরকে সমর্থন করাও কুফর।)

৩২. (আর এমন লোকদের দলভুক্ত হবে না) যারা দ্বীনকে ভাগ করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এদের প্রতিটি দলই নিজ নিজ মতাদর্শকে যথেষ্ট মনে করছে, (দ্বীন নিয়ে দলাদলি সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সূরাহ মুঅমিনূনঃ ৫৩)

বিশেষ হুঁশিয়ারিঃ

☒ উম্মতের মাঝে বিভেদ ও বিভাজন তৈরি করা এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া বা দলবাজি করা বিভ্রান্তির পথ, কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। (দেখুনঃ আল-ইমরানঃ ১০৩, ১০৫, আনয়া'মঃ ১৫৩, ১৫৯, তাওবাহঃ ১০৭, ত্বাহাঃ ৯৪, রূমঃ ৩২, শুরাঃ ১৪)।

☒ বিভক্তি, বিভাজন বা দলবাজির মূল কারণ হলো ব্যক্তি বা গোষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং হিংসা বিদ্বেষ। (দেখুনঃ ৪২ শুরাঃ ১৪)

☒ যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে রাসূল সাঃ এর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। (দেখুন ৬ আনয়া'মঃ ১৫৯)

☒ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ইয়াহুদ ৭১ (অথবা বলেছেন ৭২) দলে বিভক্ত হয়েছিল।

খৃষ্টানরাও তাই। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এরা সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই দল কোনটি? বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শে (তথা জতীয় ঐক্য, জিহাদ ও খিলাফার নীতিতে) অবিচল থাকবে। (আবু-দাউদঃ ৪৫৯৬, তিরমিযীঃ ২৬৪০, ইবন মাজাঃ ৪৭৯। হাদীছটি সাহীহ)

☒ সূরাহ আনয়া'মের ১৫৯ তম আয়াতের ভাষ্যমতে যেহেতু রাসূলের সাথে দলবাজদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তাতে বোঝা যায় জান্নাতে শুধু তারাই যাবে যারা দলবাজি করে না।

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

কুফুর ও শিরকসহ মানুষের কয়েকটি বদ-স্বভাব

৩৩. (স্বভাবগত ভাবেই মানুষ অকৃতজ্ঞ) মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন একাগ্রচিত্তে তাদের প্রভুকে ডাকে আর প্রভু যখন তাঁর করুণা আস্বাদন করান (তথা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন) তখন তারা শিরকে লিপ্ত হয়।

৩৪. আমি তাদেরকে (মানুষকে) যা দান করি তারা এর সাথে কুফর (তথা এটাকে অবমূল্যায়ন) করে। (মানুষ কি জানে না; আমার নিয়ামতকে অবমূল্যায়নের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়। তারা কিছু দিন) ভোগ বিলাসিতায় মত্ত থাকুক। অচিরেই জেনে যাবে (এর পরিণতি কত ভয়াবহ।)

৩৫. আমি কি তাদের কাছে এমন কোনো দলীল নাযিল করেছি, যে দলীল তাদের কৃত শিরকের পক্ষে কথা বলে..? (আসলে এমন কোনো দলীল আল্লাহ নাযিল করেননি। বরং কুফর ও শিরকের সকল পথই মানুষের মনগড়া । আর মনগড়া সকল মত ও পথই বিভ্রান্তি ডেকে আনে।)

৩৬. (মানুষের স্বভাব হলো) আমি যখন মানুষকে আমার দয়া আস্বাদন করাই তখন তারা খুব খুশী হয়। আর তাদেরই কর্মফল হিসেবে যখন বিপদের সম্মুখীন হয় তখন মানুষ হতাশ হয়ে যায়।

৩৭. তারা কি দেখে না? আল্লাহ যাকে খুশী সম্পদে স্বচ্ছলতা দান করেন আর যাকে ইচ্ছা অস্বচ্ছল করে দেন? নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে মুঅমিনদের জন্য।

কুফর ও শিরক পরিচিতিঃ

কুফরঃ কুফর অর্থ অমান্য করা, অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা, গোপন করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা, ইত্যাদি। সেমতে..

- ❖ আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য অবিশ্বাস করা;
- ❖ আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করা;
- ❖ আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা;
- ❖ আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ফরজ বিধানকে ঐচ্ছিক মনে করা;

- ❖ আল্লাহর কোনো আদেশ বা নিষেধ অমান্য করা এবং এর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া;
- ❖ আল্লাহর দ্বীন কায়েমে বা দ্বীনি দাওয়াতে বাঁধা দেওয়া বাঁধার সৃষ্টি করা;
- ❖ আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া;
- ❖ আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা;

তথা উল্লেখিত কাজসমূহের মাঝে যে কোনো একটিতে জড়িয়ে পড়া কুফর। এছাড়াও যাদু এবং আল্লাহ, রাসূল বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করাও কুফর।

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। আল্লাহর জাতিস্বত্ত্বা বা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে আল্লাহর শরীক বা সমকক্ষ বানানো অথবা আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করার নাম শিরক। শিরক নানা ভাবে হয়ে থাকে। যেমন..

- ❖ আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্ত্বায় শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে ইবাদাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে উলুহিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বানানো আইন বা বিধান মেনে নিলে রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যকে বিচারক বা শাসক হিসেবে মেনে নিলে হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে বৈশিষ্ট্যে শিরক হয়। উল্লেখিত শিরক সমূহ হচ্ছে বড় শিরক।
- ❖ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নামে কসম করলে শিরক হয়।
- ❖ মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে রিয়াকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে।
- ❖ কুরআনের আয়াত (বা মাসনূন দোয়া) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়। নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক।

কুফর ও শিরক একইঃ কুফর ও শিরক দুটি আলাদা পাপ হলেও দুটুই ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। তাই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে দুটিই সমান। আর এজন্যই মাঝে মাঝে দুটি একাকার হিয়ে যায় এবং একটি অরেকটির জায়গায় ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হচ্ছে..

"আমি অচিরেই কাফিরদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দেব, কারণ তারা শিরক করেছে.." (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৫১)

"তারা অবশ্যই কুফর করে যারা বলে আল্লাহ তিনের এক.." অর্থাত যারা তৃত্ববাদে বিশ্বাস করে। (মা-ইদাহঃ ৭৩)

"তারা অবশ্যই কুফর করে যারা বলে আল্লাহ হলেন মাসীহ বিন মারইয়াম.. (মা-ইদাহঃ ৭৩)

এছাড়াও আরও অনেক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে। আর এসব আয়াত থেকে বুঝা যায় কুফর ও শিরক দুটি স্বতন্ত্র পাপ হলেও কখনো কখনো পাপ দুটি একীভূত হয়ে যায়। যদিও একাডেমিক ভাবে কুফর তুলনামূলকভাবে শিরক থেকে ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানে সকল মুশরিক-ই কাফির হয় তবে সকল কাফির মুশরিক হয় না। যেমন এক ব্যক্তি বাস্তব জীবনে ইসলাম মেনে চলে তবে "হুদূদ" মানে না। তার এ পাপকে কুফর বলা যাবে তবে শিরক নয়।

(কুফর ও শিরক সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" দেখে নিন)

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٣٨﴾

সবাইকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে হবে

৩৮. সুতরাং নিকট আত্মীয়দেরকে তাদের (ন্যায়সঙ্গত) অধিকার দাও, (অধিকার দাও) অসহায়, পথিক (সহ অন্য সকলকে।) যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এটা (সকলকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেওয়া) তাদের জন্য খুবই কল্যাণকর, আর (যারা এমন করবে) তারাই সফল।

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াতটি মানবাধিকার ও মানব জীবনের জন্য একটি মাইলফলক। সবাইকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে হবে। এটাই আল্লাহর হুকুম। সকলের প্রাপ্য অধিকার দেয়া আমাদের উপর ফরজ। কাউকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার না দিলে জুলম হয়। আর জুলম মহাপাপ। তাই আমাদের জীবনে বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের উপর কার কি অধিকার রয়েছে এসম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৫ম বই "অধিকার"।

وَ مَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ مَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾

সুদ ও সুদী লেনদেন

৩৯. তোমরা যে সুদী লেনদেন করো (এ সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কী? সুদের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে) মানুষের সম্পদের মাঝে তোমাদের সম্পদ মিশিয়ে নিজেদের সম্পদ বাড়াতেই তোমরা কাজটি করে থাকো? (সুদের মাল তোমাদের দৃষ্টিতে বাড়লেও) আল্লাহর কাছে এটা বাড়ে না। পক্ষান্তরে তোমরা যে যাকাত দেও (এ সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কী?) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যারা যাকাত দিল তারা (নিজ নিজ সম্পদকে) অনেক অনেক বাড়িয়ে নিল। (যে বাড়ন্ত সম্পদ তারা পরকালে দেখতে পাবে এবং এর ফল তারা পরকালে ভোগ করবে)

আইন ও বিধানঃ সুদ হারাম। আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত পরিষ্কার হারাম। এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণের কোনো সম্ভাবনাই নেই।

হুশিয়ারীঃ জাবির রাঃ বলেনঃ সুদ দাতা, সুদ গ্রহিতা, সুদের লেখক এবং সুদের সাক্ষী, রাসূল সাঃ এদের সকলের প্রতি লা'নত করেছেন এবং বলেছেনঃ পাপে এরা সবাই সমান। (মুসলিম)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ সুদী লেনদেন কাবীরাহ গুনাহ তথা মহাপাপ। তবে সুদকে বৈধ মনে করলে বা সুদের হারামকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলে কুফর হয়, যা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। আর সুদ হালাল বলে ফতোয়া দিলে বা এমন ফতোয়া মেনে নিলে আল্লাহর রুবিবিয়্যাতে শিরক হয়। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৩১)

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾

পাপের প্রতিক্রিয়া

৪০. আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জীবন উপকরণ দিয়েছেন, তারপর তোমাদের

মরণ দেবেন, তারপর পুনরায় জীবিত করবেন। তোমাদের শূরাকা (মনগড়া খোদাদের) কেউ কি এর সামান্য কিছুও করতে সক্ষম? তিনি মহান, সকল শিরকের ঊর্ধ্বে।

৪১. মানুষের পাপের প্রতিক্রিয়া হিসেবে জলে স্থলে বিকৃতি ঘটে, (আল্লাহ এমনটি করে থাকেন) যেন তারা সামান্য হলেও নিজ নিজ পাপের ফল ভোগ করে এবং পাপ থেকে ফিরে আসে।

৪২. বলো! তোমরা যমীনে ভ্রমণ করো, দেখো! পূর্ববর্তীদের কি পরিণতি হয়েছে, যাদের অধিকাংশই মুশরিক ছিল।

জ্ঞাতব্যঃ প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া রয়েছে। পাপের প্রতিক্রিয়া ধ্বংস। পাপের প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় পূরা সৃষ্টি জগত। পাপের প্রতিক্রিয়া হিসেবে নষ্ট হয় পরিবেশ ও প্রকৃতি। পাপ কোনো কোনো মানুষের ঈমান আমলকেও প্রভাবিত করে। কুফর ও শিরকের মত মহাপাপের প্রভাবে ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আর অন্যান্য কাবীরাহ তথা মহাপাপের প্রভাবে ঈমান দুর্বল হয়ে যায়।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٥﴾

মুঅমিনের দায়িত্ব ও পুরস্কার

৪৩. তুমি (আল্লাহর) মনোনীত দ্বীনের জন্য নিজেকে কায়েম রাখো, ওই দিন আসার আগে যার আগমন কেউ ঠেকাতে পারবে না। সে দিন সবাই আলাদা হয়ে যাবে।

৪৪. যে ব্যক্তি কুফর করলো সে নিজেরই সর্বনাশ করলো আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করলো সে নিজের জন্য শান্তির ঠিকানা বানিয়ে নিল।

৪৫. (আল্লাহ ভালো ও মন্দ সৃষ্টি করেছেন) তাদেরকে প্রতিদান হিসেবে আপন অনুগ্রহ দান করতে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে। যারা কুফর করে তিনি তাদেরকে পছন্দ করেন না।

জ্ঞাতব্যঃ একজন মুঅমিনের দায়িত্ব ৩টি। যথাঃ

- ❖ বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর বিধান মেনে চলা,
- ❖ দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা এবং এ জ্ঞানের কথা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
- ❖ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমে যথাসাধ্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- ❖ আর মুঅমিনের পুরস্কার হলো জান্নাত।

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّ لِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾

আল্লাহ নিয়ামত দেন যেন আমরা শোকর আদায় করি

৪৬. আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি হলোঃ তিনি (বৃষ্টির আগে) সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর রহমত আস্বাদন করান, যাতে তোমরা তাঁর ফজল (জীবিকা) অন্বেষণ

কর। সাগরে জাহাজ চলে তাঁরই হুকুমে। (তিনি তোমাদেরকে এতো কিছু দিয়েছেন) যেন তোমরা তাঁর শোকর আদায় করো। (শোকর অর্থ কৃতজ্ঞতা, শোকর আদায়ের উত্তম পন্থা আনুগত্য)

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

কাফিরদের দেওয়া কষ্ট এবং আল্লাহর সাহায্য

৪৭. (হে নবী!) তোমার আগে অনেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি আর এ রাসূলগণ বায়্যিনাত (সুস্পষ্ট প্রমাণ) নিয়ে তাদের কাছে এসেছিল। (কিন্তু তাসত্ত্বেও পাপিষ্ঠরা আমার রাসূলগণকে কষ্ট দিয়েছে) ফলে ওই পাপিষ্ঠদের থেকে আমি প্রতিশোধ নিয়েছি। (একই ভাবে) মুঅমিনদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য।

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَ يَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْىِ الْمَوْتٰى ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾ وَ لَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ﴿٥١﴾

আল্লাহর রহমত ও মানুষের বদ-স্বভাব

৪৮-৪৯. আল্লাহ বাতাস পাঠিয়ে মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন এবং এগুলোকে খন্ড খন্ড করে আকাশে ছড়িয়ে দেন যেমন তিনি চান। পরে এসব মেঘমালার ভিতর থেকে ফুটা ফুটা পানি বের হয় যা তোমরা নিজেরাই দেখতে পাও। আল্লাহ তাঁর পছন্দমত যে বান্দার উপর এসব পৌঁছে দেন তারা আনন্দিত হয়। অথচ এর আগে তারা বৃষ্টির ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছিল।

৫০. আল্লাহর রহমতের প্রতিক্রিয়া দেখ, (বৃষ্টির পানি দিয়ে) কীভাবে তিনি মৃত ভূমিকে জীবিত করেন? এটাই মৃতকে জীবিত করার পদ্ধতি (এ পদ্ধতি অবলম্বন করেই পরকালে তিনি মৃতকে জীবিত করবেন। কারণ) তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।

৫১. আমি যখন (আযাবের) বাতাস পাঠাই তখন (এ বাতাসের প্রভাবে জমির ফসল জ্বলে হদুল হয়ে যায়) এ হলুদ বর্ণ দেখেও (তথা নিজের সর্বস্ব হারিয়েও) তারা কুফর করে। (কারণ কুফর তাদের অন্তরে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, লাভ ক্ষতি সর্বাবস্থায় তারা এটা করেই যায়।)

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَ مَاۤ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٥٣﴾

যারা চোখ থাকতে অন্ধ এবং জীবন থাকতে মৃত

৫২-৫৩. (পাপ করতে করতে এক সময় মানুষের অন্তর মরে যায়, তাই) কোনো মৃতকে তোমার আহ্বান শুনাতে পারবে না, আর তাকেও শোনাতে পারবে না যে একেত বধীর, তদোপরি পিছন ফিরে পালাচ্ছে। তুমি অন্ধকেও বিভ্রান্তি থেকে ফিরিয়ে এনে সঠিক পথে চালাতে পারবে না। বরং তুমি কেবল তাকেই শুনাতে পারবে যে আল্লাহর আয়াত (বিধান কিতাব) মেনে নেয় এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

জ্ঞাতব্যঃ আয়াতে অন্ধ বলে আদর্শগত অন্ধকে বুঝানো হয়েছে। আমাদের সমাজের ইসলাম বিদ্বেষীরা ইসলামের অনুসারীদেরকে বলে ধর্মান্ধ মানে অন্ধভাবে ধর্মের অনুসরণকারী। আসলে ইসলাম নিয়ে অন্ধ হয় দুই প্রকার মানুষ। একদল ইসলামের অনুসরণে অন্ধ আর একদল ইসলামের বিরোধিতায় অন্ধ। অর্থাৎ একদল অন্ধভাবে ইসলামের অনুকরণ করে আর একদল অন্ধভাবে ইসলামের বিরোধিতা করে। যারা অন্ধভাবে ইসলামের অনুসরণ করে তারা আসলে ভালো পথের অনুসারী হিসেবে অন্ধ। আর যারা অন্ধভাবে ইসলামের বিরোধিতা করে তারা হলো শয়তান এবং মন্দ পথে অন্ধ।

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّ شَیْبَةً ؕ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ وَ هُوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ ﴿۵۴﴾

আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য

৫৪. আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বল করে (শিশু অবস্থায়) পরে এ দুর্বলতার পর (যৌবনে) তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন, তারপর আবার দুর্বলতা ও বার্ধক্য দিয়ে দেন। তিনি সৃষ্টি করেন যা খুশী/যেমন খুশী। তিনি মহাজ্ঞানী, মহা ক্ষমতাবান।

وَ یَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَیْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا یُؤْفَكُوْنَ ﴿۵۵﴾ وَ قَالَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَ الْاِیْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِیْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى یَوْمِ الْبَعْثِ ۚ فَهٰذَا یَوْمُ الْبَعْثِ وَ لٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۵۶﴾ فَیَوْمَىٕذٍ لَّا یَنْفَعُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَا هُمْ یُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿۵۷﴾

বিচার দিনে পাপিষ্ঠদের কোনো বাহানাই কাজে আসবে না

৫৫. যে দিন কিয়ামত সংঘঠিত হবে সে দিন পাপিষ্ঠরা কসম করবেঃ মাত্র মুহূর্তকাল (কবরে বা দুনিয়ায়) অবস্থান করেছে। তাদেরকে এভাবেই সত্য বিমুখ করে রাখা হবে।

৫৬. আর যাদের ইলম আছে এবং ঈমান আছে তারা বলবেঃ আল্লাহর কিতাবে (পরিষ্কারভাবে লেখা আছে) পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তোমরা অবস্থান করেছো। আর এটাই পুনরুত্থান দিবস। কিন্তু তোমরা জানো না।

৫৭. (এ দুনিয়ায়) যারা জুলম (অবিচার, অধিকার হরণ, শিরক) করবে সেদিন তাদের কোনো বাহানাই কাজে আসবে না এবং তাদেরকে আর কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না।

وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ﴿٥٨﴾ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾

যারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করতে চায় না তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়

৫৮. আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য (প্রয়োজনীয়) সবকিছু বর্ণনা করেছি, তথাপি যারা কুফর করে; তুমি যখন তাদের সামনে কোনো আয়াত (বিধান) উপস্থাপন করবে তখন তারা বলবেঃ তোমরা নিতান্তই বিভ্রান্ত। (আসলে অধিক পাপের কারণে তাদের অন্তর নষ্ট হয়ে গেছে, ফলে তারা ভালোকে মন্দ আর মন্দকে ভালো মনে করে।)

৫৯. যারা (দ্বীন সম্পর্কে) অজ্ঞ (এবং যারা অজ্ঞ থাকতেই পছন্দ করে আর দ্বীনি জ্ঞান শিখতে চায় না) আল্লাহ তাদের অন্তরে এভাবেই মোহর লাগিয়ে দেন।

জ্ঞাতব্যঃ দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে শয়তান খুব বেশী সুযোগ পায়। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মানুষ তখন ইবাদাত মনে করে পাপ করে। এভাবে পাপ করতে করতে এক সময় তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে (বাহ্যত ইবাদাত বন্দেগী করলেও) হেদায়াতের সম্ভাবনা এদের একেবারেই কম থাকে।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾

সাবধান! মন্দলোকেরা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে

৬০. (মহান আল্লাহ রাসূল সাঃ এবং মুঅমিনদেরকে সান্তনা দিয়ে বলছেন) সুতরাং তুমি সবর করো। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য, (আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে) যারা আস্থা ও বিশ্বাসে অবিচল নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।

সূরাহ লুক্বমান ৩১ سورة لقمان

লুক্বমান বানী-ইসরাঈলের একজন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। ইতিহাসে তিনি লুকমান আল-হাকীম নামে খ্যাত। তিনি নবী ছিলেন কি না এ ব্যাপারে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায় নি। অনেকের মতে তিনি নবী ছিলেন আর অনেকের মতে নবী ছিলেন না। তার সময়কাল নিয়েও সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অনেকের মতে তিনি আয়ুব আঃ এর ভাগনা ছিলেন এবং দাউদ আঃ এর যামানা পেয়ে ছিলেন। সূরাহটি মাক্কী, সূরাহ স্বাফফাতের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৩৪টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣﴾ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

এ জীবনে সফল যারা

১-৩. আলিফ লা-ল মীম, এসব হলো প্রাজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত। (যে কিতাব) হেদায়াত ও রহমত মুহসিনদের জন্য,

মুহসিন ও ইহসান পরিচিতিঃ এখানে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে "মুহ'সিন"। যে ব্যক্তি ইহসানের সাথে কাজ করে তাকে "মুহসিন" বলা হয়। "ইহসান" শব্দের শাব্দিক অর্থ সুন্দর করা। ইসলামী পরিভাষায় নিজের ঈমান, ইসলাম, আ'মাল, ইবাদাত, স্বভাব চরিত্র সুন্দর করাকে "ইহসান" বলা হয়। হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত বুখারী মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে জিবরাঈল আঃ প্রশ্ন করেছিলেন "ইহ'সান" কি? উত্তরে রাসূল সাঃ বলেছিলেনঃ "আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তাকে দেখতে না পার তবে (মনে রাখবে) তিনি তোমাকে দেখছেন"। (ইহসান ও মুহসিন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আমাদের "আমাদের ডিপ্লোমা ইন শারীয়াহ কোর্সের ফরজে আইন" বইয়ের ইহসান ও মুহসিন অধ্যায় দেখে নিন)

৪-৫. যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আখেরাতের ব্যাপারে অবিচল বিশ্বাস রাখে। (যারা এমন হতে পারে) তারাই প্রভুর পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত এবং তারাই সফল।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٦﴾ وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾

বিনোদন নীতি

৬. কিছু মানুষ এমন আছে যারা "লাহওয়া-ল-হাদীছ" (কুফর, শিরক ও পাপের কথা, মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, গান, চলচ্চিত্র, ইত্যাদি রচনা করে বা এজন্য কাজ করে যা আখেরাতের জন্য কল্যাণকর নয়) খরিদ করে এবং এর দ্বারা (মানুষকে ইসলামী) জ্ঞান শূন্য করে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখতে চায় আর এসবকে হাসি তামাশার খোরাক বানায়, যারা এমন করে তাদের জন্য লাঞ্ছনার আযাব।

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াতে বিনোদন নীতিমালার দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কিচ্ছা, কাহিনী, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, গান, ইত্যাদি বানানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে..

- ❖ এসবের মূলভিত্তি যেন কুফর,শিরক ও পাপাচার না হয় এবং এসব দ্বারা যেন কুফর,শিরক ও পাপের পথে আহ্বান করা না হয়।
- ❖ এর ভিত্তি যেন মিথ্যার উপর না হয় বরং সত্যের উপর হয়।
- ❖ এসব যেন শুধু হাসি তামাশার জন্য না হয় বরং শিক্ষামূলক হয়।
- ❖ এর দ্বারা যেন মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা না হয় বরং আল্লাহর পথে আহ্বান করা হয় বা উৎসাহ দেয়া হয়।

৭. আর যখন আমার আয়াত (কিতাব) পাঠ করা হয় তখন এরা দম্ভ করে পিছনে ফিরে যায়, যেন শুনেইনি, যেন তাদের কান দুটি বধির। (যে ব্যক্তি এমন করে) তাকে সংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক আযাবের।

৮-৯. আর যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, (এটা হলো আল্লাহর প্রতিশ্রুতি) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য হয়, তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী মহাকৌশলী।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ اَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿١٠﴾ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِيْ مَا ذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١١﴾

আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা

১০. তিনি আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন কোনো প্রকার স্তম্ভ ছাড়াই যা তোমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছ এবং যমীনে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যেন তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে আর তাতে বিস্তৃত করেছেন প্রাণীকূল। আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি পানি যা দিয়ে উৎপন্ন করি উত্তম ফল-ফসল জোড়ায় জোড়ায়।

১১. এ সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। আমাকে দেখাও তো আল্লাহ ছাড়া আর কে কি সৃষ্টি করেছে? (যারা আল্লাহর বিধান মেনে চলে না তারা পাপিষ্ঠ) আর পাপিষ্ঠরা আছে চরম বিভ্রান্তিতে।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَ مَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿١٢﴾

লুক্বমান আ.

১২. আমি লুক্বমানকে "হিকমাহ" (বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা) দান করেছি (এবং বলেছি) আল্লাহর শোকর আদায় করো। কারণ যে ব্যক্তি শোকর আদায় করলো সে নিজেরই কল্যাণ করলো আর যে ব্যক্তি কুফর করলো (সে নিজেরই সর্বনাশ করলো), আল্লাহ অভাবমুক্ত, চির প্রশংসিত।

জ্ঞাতব্যঃ লুক্বমান বানী-ইসরাঈলের একজন বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও বিচারক ছিলেন। কারো কারো মতে তিনি নবী ছিলেন আর কারো কারো মতে নবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন ফিলিস্তিনের (মতান্তরে সুদানের) বাসিন্দা, তিনি ছিলেন ইবরাহীম আঃ এর পিতা আযরের বংশধর (অন্যমতে আয়্যুব আঃ এর ভাগনা।) দাউদ আঃ এর আগমন পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন, (কুরতুবী) (আল্লাহু আ'লাম)

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾

আল্লাহর সাথে শিরক

১৩. ছেলেকে উপদেশ দিয়ে লুক্বমান যখন বললঃ বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না, নিশ্চয় শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলম। (শিরক মহাপাপ, শিরক মাফ হয় না। কোনো মুসলিম শিরক করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। এমন কেউ মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ।) (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। আল্লাহর জাতিস্বত্ত্বা বা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে আল্লাহর শরীক বা সমকক্ষ বানানো অথবা আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করার নাম শিরক। শিরক নানাভাবে হয়ে থাকে। যেমন..

- ❖ আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্ত্বায় শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে ইবাদাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বানানো আইন বা বিধান মেনে নিলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যের বিচার না শাসননীতি মেনে নিলে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে শিরক হয়।
- ➢ উল্লেখিত শিরক সমূহ হচ্ছে বড় শিরক। নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক...
- ❖ আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে কসম করলে শিরক হয়।
- ❖ মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে রিয়াকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে।
- ❖ কুরআনের আয়াত (বা মাসনূন দোয়া) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়।

(শিরক সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র শিরক অধ্যায় দেখে নিন)

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۭ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿١٤﴾ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۡ وَّ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾

পাপ কাজে কারো কথা মানা যাবে না, এমনকি বাবা-মার কথাও না

১৪. আমরা (আল্লাহ। অধিক সম্মান বুঝাতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে) মানুষকে তার বাবা-মার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি; (হে মানুষ!) আমার শোকর আদায় করো এবং তোমার বাবা-মার ব্যাপারে কৃতজ্ঞ হও। (আল্লাহর নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে তাঁর আনুগত্য করার নাম শোকর আদায় করা। মানুষ যেন ভুলে না যায়) তার মা অনেক কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছর দুধ পান করিয়েছে। (আর শুনো!) আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন (সুতরাং যে যা করবে আমি এসবের বদলা দেব।)

১৫. (হে মানুষ শুনো) তোমার বাবা-মা যদি কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে শিরক (পাপ) করার জন্য তোমার উপর চাপ প্রয়োগ করে, তবুও তুমি তাদের কথা মেনে নিও না। তবে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে মা'রূফ (রীতিনীতি এবং আইন ও বিধান) মত সহাবস্থান করবে। আর (আদর্শগত ভাবে) শুধু তার পথই গ্রহণ করবে যে আমার দিকে ধাবিত হয়। (জেনে রাখো!) তোমরা সবাই আমার কাছে ফিরে আসবে, আমি বদলা দেব তোমাদের সকল কাজের।

জ্ঞাতব্যঃ

১. বাবা-মা যদি কুফর, শিরক বা পাপ কাজের জন্য চাপ দেয় তবুও বাবা-মার কথা মেনে নেওয়া যাবে না।
২. তবে বাবা-মার সাথে উত্তর ব্যবহার করতে হবে এবং সুন্দরভাবে থাকতে হবে।
৩. মানতে হবে শুধু তাদের কথা যারা আল্লাহর পথে চলে।
৪. আমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে যাব।
৫. আল্লাহর অবগত করাবেন আমাদের কাজ সম্পর্কে।

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾ يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰي مَآ اَصَابَكَ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۭ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾

নিজের ছেলেকে দেওয়া লুকমান হাকীমের গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

১৬. (লুকমান আরও বলল) বৎস! পাপ যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং পাথরের ভিতর, আসমানে বা মাটির ভিতর (লুকিয়ে করা হয়) তবুও আল্লাহ এটা হাজির করবেন। আল্লাহ সূক্ষদর্শী, সম্যক অবগত।

১৭. হে বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ করো, অসৎকাজে নিষেধ করো আর আগত মুসীবতে সবর করো। অবশ্যই এসব মহান কাজ (সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ সম্পর্কে জানতে আমাদের ডিপ্লোমা ইন শারীয়াহ কোর্সে এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি পড়ে নিন)

জ্ঞাতব্যঃ বালা-মুসীবত বা বিপদ আপদে সবর করতে হয়, নামায পড়তে হয় এবং আল্লাহর সাহায্য চাইতে হয় (দেখুন বাক্বারাহঃ ১৫৩) এটাই আল্লাহর হুকুম এবং এটাই নবীর তরিকা। বিপদে বা মুসীবতে পড়ে মাজারে যাওয়া, খতম পড়ানো, লোক জমা করে দোয়ার মাহফিল করা, শিন্নি করা, মিলাদ পড়ানো, ইত্যাদি কাজ সমূহ নবী সাঃ এর আদর্শ নয় বরং মানুষের মনগড়া বিদয়া'ত কাজ, যা মানুষকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়। (দেখুনঃ বুখারীঃ ২৬৯৭, মুসলিমঃ ১৭১৮, আবু-দাউদঃ ৪০৬৭, নাসায়ীঃ ১৮৮)

১৮. (হে বৎস) মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখো না এবং যমীনে দম্ভ করে চলো না। (আর জেনে রাখো) কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

জ্ঞাতব্যঃ দম্ভ ও অহংকার আল্লাহর বৈশিষ্ট, অন্য কেউ দম্ভ বা অহংকার করলে আল্লাহ গুস্বা হন, অহংকারের পরিণতি জাহান্নাম।

১৯. চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে এবং নিজের আওয়াজকে বিনীত রাখবে, (মনে রেখো) সবচেয়ে অপ্রীতিকর আওয়াজ হচ্ছে গাধার আওয়াজ (কর্কশ ও উচ্চ বাক্য প্রীতিকর নয়)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾

দ্বীনি ব্যাপারে কথা বলতে হয় দলীল দিয়ে

২০. (লুক্বমান আরও বলল) তুমি কী দেখো না? আসমানসমূহে এবং যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ এসব নিয়োজিত করেছেন তোমাদের জন্য, তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সকল নিয়ামতকে পূর্ণতা দান করেছেন তোমাদের জন্য। কিছু মানুষ আল্লাহকে নিয়ে তর্ক/বিবাদ করে অথচ তাদের কাছে না আছে (যথেষ্ট) জ্ঞান বুদ্ধি, না আছে নীতি আদর্শ, না আছে আলোকময় কোনো কিতাব।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর দ্বীন নিয়ে কথা বলতে হলে জ্ঞান বুদ্ধির প্রয়োজন, যে ব্যক্তি এসব বিষয়ে কথা বলবে তাকে নীতিবান আদর্শবান হতে হয় এবং কথা বলতে হয় দলীল সহকারে। যারা এসব নিয়ম নীতি মেনে দ্বীন সম্পর্কে কথা বলবে শুধু তাদের কথাই মানা হবে আর যারা নীতিহীন আদর্শহীন, যারা দলবাজ, যারা কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে দলীল বিহীন কিচ্ছা কাহিনী বলে বেড়ায়, দ্বীনি ব্যাপারে এসব কথা মানা যাবে না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

বাপ-দাদার অনুকরণ কাফিরদের স্বভাব

২১. তাদেরকে (ইসলাম বিদ্বেষী লোকদেরকে) যখন বলা হয় (বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে) আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মেনে চলো, তারা বলেঃ আমরা শুধু এটাই মেনে চলব আমাদের বাপ-দাদাকে যা মানতে দেখেছি। (আসলে বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে) শয়তান তাদেরকে জাহান্নামের

আযাবের দিকে ডেকে নিলেও কি (তারা বাপ-দাদাকেই মেনে চলবে?)

জ্ঞাতব্যঃ ইসলাম হলো রাসূল সাঃ এর বাতানো পথে আল্লাহর বিধান মেনে চলা। আল্লাহর বিধান ও রাসূলের তরিকার বিপরীতে বাপ-দাদা, আকাবীর, মুরব্বি বা যুগ যুগ ধরে চলে আসা সংস্কৃতি, এসবের কোনোটি-ই দলিল নয়। বাপ-দাদা, আকাবীর বা মুরব্বি সম্মানের পাত্র। তবে তাদেরকে দলীল হিসেবে মেনে চলা কাফিরদের নীতি। ইসলামে দলীল হয় আল্লাহর কিতাব এবং নবী সাঃ এর আদর্শ। কোনো নতুন সমস্যার সমাধান আল্লাহর কিতাব বা রাসূল সাঃ এর হাদীছে সরাসরি না পাওয়া গেলে কুরআন সুন্নাহর মূলনীতি মেনে পরিচালিত ইজমা বা কিয়াসও বিধানের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যাবে, ঈমান আক্বীদার ক্ষেত্রে নয়।

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٢﴾

ইহসানের সাথে আত্মসমর্পণকারী মুসলিমই কেবল সঠিক আদর্শের অনুসারী

২২. যে ব্যক্তি আল্লাহর কছে আত্মসমর্পণ করলো সে যদি "মুহসিন" হয় তবে সে অবশ্যই এক মজবুত আদর্শ আঁকড়ে ধরেছে। আর (জেনে রাখো!) সবকিছুর চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর কাছেই।

জ্ঞাতব্যঃ ইসলাম একটি মজবুত আদর্শ, এ আদর্শ ধরে রাখতে হলে এবং এর ফল পেতে হলে আল্লাহর বিধানের কাছে নিষ্ঠার সাথে আত্মসমর্পণ করতে হবে। (আর "মুহসিন" সম্পর্কে জানতে একটু উপরে এ সূরার ৩য় আয়াত দেখে নিন)

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٢٤﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৩. কেউ কুফর করলে তার এ কুফর যেন তোমাকে পেরেশান করতে না পারে। সকলেই আমার কাছে ফিরে আসবে। তখন আমি অবগত করাব তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের বিষয়েও অবগত।

২৪. আমি তাদেরকে (পাপিষ্ঠদেরকে) ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামান্য উপকরণ (দুনিয়ার সম্পদ) দান করি তারপর নিক্ষেপ করি কঠিনতম আযাবে।

২৫. তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করোঃ আসমানসমূহ এবং এ পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা বলবেঃ আল্লাহ। বলো! আল-হামদু লিল্লাহ! (এ স্বীকারোক্তির জন্য ধন্যবাদ। লক্ষ্য করোঃ তারা আল্লাহ মানে কিন্তু আল্লাহর বিধান মানে না। কারণ) তাদের অধিকাংশই (দ্বীন সম্পর্কে) অজ্ঞ।

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٧﴾

আল্লাহর মহত্ত্ব ও সার্বভৌমত্ব

২৬. আসমানসমূহে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে এ সবকিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর।

আল্লাহ অভাবমুক্ত, চির প্রশংসিত। (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাহঃ ৪)

২৭. দুনিয়ার সকল গাছ দিয়ে যদি কলম বানানো হয় আর সাগরসমূহের সাথে আরও সাত সাগর যুক্ত করে যদি কালি বানানো হয় (আর আল্লাহর গুণাবলি লিখা শুরু করা হয় তবে সাগর শুকিয়ে যাবে তবুও) আল্লাহর গুণাবলি লিখে শেষ হবে না। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী।

مَا خَلْقُكُمْ وَ لَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۲۸﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۲۹﴾

আল্লাহর মহত্ত্ব ও পুনরুত্থান

২৮. (হে মানুষ!) তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান এক ব্যক্তির সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মতই (সহজ ব্যাপার)। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

২৯. তুমি কি দেখো না? আল্লাহ রাতকে প্রবেশ করান দিনে আর দিনকে প্রবেশ করান রাতে এবং তিনি নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্র। সবকিছু প্রবাহমান নির্ধারিত সময়ের জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ খবর রাখেন তোমাদের সকল কাজের।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿۳۰﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۳۱﴾

একমাত্র আল্লাহই সঠিক, এছাড়া বাকি সব বিভ্রান্তি

৩০. কারণঃ একমাত্র আল্লাহই সঠিক আর আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে এরা সব বাতিল। নিশ্চয় আল্লাহ অতি সম্মানিত, সর্বমহান।

৩১. তুমি কি দেখো না? সাগরে জাহাজ চলে আল্লাহর-ই অনুগ্রহে, তিনি তোমাদেরকে দেখান আরও কত নিদর্শন। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে সবরকারী ও শোকরকারীদের জন্য।

সবরকারী ও শোকরকারী পরিচিতিঃ যে বা যারা সর্বাবস্থায় ও সকল পরিস্থিতিতে ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকে তারা হলো সবরকারী। আর যে বা যারা আল্লাহর নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বস্তব জীবনের আল্লাহর বিধান মেনে চলে তারা হলো শোকরকারী।

وَ اِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَ مَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴿۳۲﴾

গাদ্দার আর কাফিরই কেবল আল্লাহর বিধান অমান্য করে

৩২. (মানুষের আরও একটি বদ-স্বভাব হলোঃ সাগরে) পাহাড়সম ঢেউ যখন তাদেরকে মেঘের মত

আচ্ছাদিত করে ফেলে তখন তারা একনিষ্ঠভাবে একাগ্রতা নিয়ে আল্লাহকে ডাকে আর আল্লাহ যখন বিপদ মুক্ত করে তাদেরকে স্থলে ফিরিয়ে আনেন এরপর মাত্র অল্প কিছুলোক (সৎ পথে) অবিচল থাকে (আর অনেকেই আগের অবস্থায় ফিরে যায়।) আমার বিধান অমান্য করে কেবল গাদ্দার কাফিররাই।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

বিচার দিনের অবস্থা এবং গাইবের ৫টি ইলম

৩৩. হে মানুষ! প্রভুর তাক্বওয়া অর্জন করো এবং ওই দিনকে ভয় করো যেদিন বাপ সন্তানের কোনো কাজে আসবে না, বাধ্য সন্তানও বাপের কোনো উপকার করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তাই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলতে না পারে, কোনো প্রকার ধোঁকায় ফেলতে না পারে আল্লাহর ব্যাপারে।

৩৪. (কিয়ামতের সঠিক) সময়ের ব্যাপারে শুধু আল্লাহই অবগত। তিনিই অবতীর্ণ করেন মেঘমালা। তিনিই জানেন (নারী) জরায়ুতে কি (তৈরি) হচ্ছে। কেউ জানে না আগামী কাল সে কি করবে। কেউ জানে না কোথায় তার মরণ হবে। (কিন্তু আল্লাহ সব জানেন। কারণ) আল্লাহ মহাজ্ঞানী (সকল বিষয়ে) অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ ৫টি বিষয় কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া। বিষয় গুলো হলো..

- কিয়ামতের সঠিক দিনকাল
- **কবে কোথায় বৃষ্টি হবেঃ** (মেঘমালা তৈরি হবার পর যখন বৃষ্টি পড়ার উপক্রম হয় তখন মেঘের গতিবিধি পর্যালোচনা করে আবহাওয়াবিদরা বৃষ্টির সম্ভাবনার আগাম সংবাদ দিয়ে থাকে, এ সংবাদ কখনো সত্য হয় আর কখনো মিথ্যা হয়। কারণ মেঘের গতি পরিবর্তন হয়ে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু সৃষ্টির সূচনা থেকেই আল্লাহ নির্ধারন করে রেখেছেন কোথায় কখন বৃষ্টি হবে)
- **নারীর গর্ভে যে ভ্রূণ সঞ্চয় হয়ঃ** (মানুষ বা পশু অথবা অন্য কোনো জীবজন্তুর নারী গর্ভে যে ভ্রূণ তৈরি হয় এ ভ্রূণ থেকে তৈরি বাচ্ছা কেমন হবে? কোন রং হবে? কোন স্বভাবের হবে? সুস্থ হবে না প্রতিবন্ধী? ইত্যাদি সকল ব্যাপারেই আল্লাহ অবগত। সন্তানের আকার ও কাঠামো তৈরি হবার পর স্ক্যান করে ফটোতে অকৃতি দেখে ডাক্তার বা অন্যরা বলে থাকে সন্তান ছেলে না মেয়ে, এটা আসলে গাইবের খবর নয়)
- ভবিষ্যৎঃ কেউ কারো ভবিষ্যৎ জানে না, সকলের ভবিষ্যৎ শুধু আল্লাহই জানেন।
- মৃত্যুঃ কার মৃত্যু কোথায় হবে? কীভাবে হবে? ইত্যাদি কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া।

সূরাহ সাজিদাহ ৩২ سورة السجدة

সাজিদাহ অর্থ নত হওয়া, মাথা নত করা, সিজদাহ করা। সূরাহটি মাক্কী, সূরাহ মুঅমিনূনের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৩০টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল-কুরআন

১-২. আলিফ লা-ল মীম, এ কিতাব রাব্বু-ল-আ'লামীন থেকে অবতীর্ণ এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৩. তারা (কাফিররা) বলে (মুহাম্মাদ) এটা বানিয়ে নিয়েছে? অথচ আসল ব্যাপার হলো এটাই প্রভুর পক্ষ থেকে আগত সঠিক (কিতাব), ওই জাতিকে সাবধান করার জন্য যাদের কাছে এ পর্যন্ত কোনো সাবধানকারী আসেনি, যেন তারা সৎপথে ফিরে আসে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুরআনে বর্ণিত সবকিছুই সত্য ও সঠিক। কুরআনে বর্ণিত কোনো ব্যাপারে সন্দেহ করা ঈমান বিনষ্টকারী কুফর। কেউ এমন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। (ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ)

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِىٍّ وَّ لَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤﴾

আল্লাহ আরশে ইস্তিওয়া করেছেন

৪. আল্লাহ; যিনি আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে (ছয়টি ধাপে), পরে "ইস্তিওয়া" করেছেন আরশে। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ওয়ালী নেই, নেই কোনো শাফায়াতকারী (কারণ শাফায়াত করা হবে তাঁরই অনুমোদন সাপেক্ষে। সুতরাং দুনিয়ায় বসে নিজের জন্য শাফায়াতকারী ঠিক করে ফেলা মুশরিকদের কাজ। দেখুন ১০/১৮) তোমরা কি মেনে নেবে না?

আল্লাহ কোথায়ঃ ইস্তিওয়া অর্থ অধিষ্ঠিত হওয়া, বসা, আসন গ্রহণ করা, ইত্যাদি। তবে আল্লাহ কীভাবে আরশে ইস্তিওয়া করেছেন তা আমাদের জানা নেই। আসলে আল্লাহ কোথায়? এ ব্যাপারে জানতে হলে নিম্নের আয়াতসমূহ বুঝতে হবে।

- ❖ এখানে মানে সূরাহ সাজিদাহর ৪র্থ আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ আরশে ইস্তিওয়া করেছেন।
- ❖ সূরাহ তাহার ৫ম আয়াতে বলা হয়েছেঃ রাহমান আরশে ইস্তিওয়া করেছেন।
- ❖ সূরাহ রা'দের ২য় আয়াতেও বলা হয়েছে আল্লাহ আরশে।
- ❖ সূরাহ বাক্বারার ১৮৬ তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ নিকটে।
- ❖ সুরাহ ওয়াক্বিয়াহর ৮৫তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ তিনি আরও নিকটে।
- ❖ সূরাহ ক্বাহাফের ১৬তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ শাহ রগের চেয়ে নিকটে।
- ❖ সূরাহ হাদীদের ৪র্থ আয়াতে বলা হয়েছেঃ তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গে।
- ❖ সূরাহ ফুসসিলাতের ১১তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ তিনি আকাশে।

আসলে আল্লাহর কিতাবের সকল আয়াতকে সমানভাবে মানতে হবে। এক আয়াতকে মানার নামে অন্য আয়াতকে অমান্য করা বা বিনা দলীলে মনগড়া তাওহীল বা অপব্যাখ্যা করা যাবে না। তাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবেঃ আল্লাহ আমাদের নিকটে, অতি নিকটে, শাহরগের চেয়েও নিকটে, আমরা যেখানেই থাকি তিনি আমাদের সঙ্গে। সমানভাবে বিশ্বাস করতে হবেঃ আল্লাহ আকাশে, আল্লাহ আরশে। এবং এ ব্যাপারে মনগড়া বা ধারণাভিত্তিক কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মেনে নেওয়া যাবে না।

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٥﴾

হাজার বছরের সমান একদিন

৫. তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত বিষয়টি (তথা এ মহাবিশ্ব) তদারকি/পরিচালনা করছেন। তারপর (এক সময়ে চূড়ান্ত বিচারের জন্য) সবকিছুকে তার কাছে উঠিয়ে নেওয়া হবে (এবং এ বিচার সংঘটিত হবে) এমন এক দিনে যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনায় হাজার বছর সমান।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ আমাদের এ পৃথিবী সৌর জগতের একটি গ্রহ। আর সৌর জগতের প্রতিটি গ্রহের দিন নির্ধারিত হয় তার ঘূর্ণন গতি অনুপাতে। আমাদের এ পৃথিবীর ঘূর্ণনগতি ঘণ্টায় ১৬৭০ কিলোমিটার। ২৪ ঘণ্টায় এক ঘূর্ণন সমাপ্ত হয় বিধায় পৃথিবীর ১ দিন সমান ২৪ ঘণ্টা। চাঁদের ঘূর্ণন গতি পৃথিবী থেকে অনেক কম, তাই আকারে অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও চাঁদের ১ দিন আমাদের প্রায় ১৪ দিনের সমান। এভাবে কোনো কোনো গ্রহণের ১ দিন আমাদের পৃথিবীর কয়েক বছরের সমান। সুতরাং বুঝতেই পারছেন পৃথিবীর গতি একটু কমিয়ে দিলেই ১ দিন হয়ে যাবে হাজার বছরের সমান। আসলে সবই আল্লাহর কুদরতের খেলা।

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦﴾ الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَ بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٨﴾

৬. তিনিই দৃশ্য এবং অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী, মহাপরাক্রমশালী, দয়াময়।

৭-৮. তিনি প্রতিটি সৃষ্টিকে সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি দিয়ে। অতঃপর মানুষের বংশ পরম্পরা চালু করেছেন তুচ্ছ পানি থেকে।

জ্ঞাতব্যঃ এখানে তুচ্ছ পানি বলে বীর্য বুঝানো হয়েছে। বীর্য আসলে মাটিরই প্রক্রিয়াজাত বা রূপান্তরিত রূপ। **যেমনঃ** মাটি থেকে উৎপন্ন হয় গাছ, গাছ থেকে ফল, ফল থেকে খাদ্য, খাদ্য থেকে রক্ত, রক্ত থেকে বীর্য। বীর্য মানব দেহের প্রধান উপাদান হলেও স্বভাবগতভাবেই মানুষ বীর্যকে মর্যাদা দেয় না বা সম্মান করে না। বীর্য মানুষের কাছে অমর্যাদাকর তুচ্ছ পানি, তাই এখানে বীর্যকে তুচ্ছ পানি বলা হয়েছে।

আইন ও বিধানঃ বীর্য পাক, না নাপাক তথা পবিত্র, না অপবিত্র? এ ব্যাপারে কুরআন বা হাদীছে সুস্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তাই বিষয়টি নিয়ে ভিন্নমতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ নিয়ে ফিক্বহী ইমামগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। সাধারণত এ বিষয়ে ৩টি মত পাওয়া যায়। যেমন..

১ম মতঃ এ বিষয়ে একটি মত হলো পেশাব ও রক্তের মত বীর্য অপবিত্র বস্তু। তাই বীর্য তরল হোক বা শুষ্ক, শরীরে বা কাপড়ে বীর্য লেগে থাকলে অবশ্যই ধুয়ে সাফ করতে হবে। এটি হলো ইমাম মালিক রাহিঃএর অভিমত।

২য় মতঃ বীর্য অপবিত্র তবে তরল বীর্য শরীরে বা কাপড়ে লেগে থাকলে এটা ধুয়ে সাফ করতে হবে আর বীর্য শুকিয়ে গেলে শুধু আঙ্গুল দিয়ে বা হাত দিয়ে ডলে নিলেই চলবে। শুকনা বীর্য ধোয়া আবশ্যক নয়। ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ এ মতটি ব্যক্ত করেছেন। (কারণ আ'ইশাহ রাঃ থেকে এ ব্যাপারে হাদীছ বিদ্যমান আছে তিনি রাসূল সা. এর কাপড় থেকে শুকনা বীর্য ডলে দিয়েছেন আর রাসূল সা. এ কাপড় গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করেছেন)

৩য় মতঃ এ ব্যাপারে ৩য় মতটি হলো মুখের থুথু এবং কফ আর নাকের শ্লেষ্মার মত বীর্য হলো পবিত্র বস্তু। (কারণ আল-কুরআনে বীর্যকে পানি বলা হয়েছে এবং হাদীছেও এটাকে থুথুর সাথে তুলনা করা হয়েছে আর কুরআন বা হাদীছের কোথাও বীর্যকে অপবিত্র বলা হয়নি।) এ মতটি পোষণ করেছেন ইমাম শাফিয়ী' এবং ইমাম আহমদ রাহিঃ।

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٩﴾

মানব দেহে রূহ সঞ্চালন

৯. অতঃপর তিনি তার (মাটির তৈরি আদমের এবং বীর্য থেকে তৈরি মাতৃগর্ভে আদম সন্তানদের) দৈহিক কাঠামো গঠন করার পর তাতে রূহ ফুঁকে (প্রাণ সঞ্চালন করে) দিলেন/দেন এবং ঠিক করে দেন তোমাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও চিন্তাশক্তি। (আল্লাহ তোমাদেরকে এতো কিছু দান করেন কিন্তু) তোমরা খুব কমই শোকর আদায় করো। (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম শোকর করা।)

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۢ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٠﴾ قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣﴾

হেদায়াতের মালিক আল্লাহ

১০. (যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না) তারা বলেঃ আমরা (মরে) মটিতে মিশে যাবার পর পুনরায় নতুন করে সৃষ্টি হব? বস্তুত তারা তো প্রভুর সাক্ষাত (আখেরাত) বিশ্বাসই করে না।

১১. (তাদের) বলে দাওঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য (আল্লাহর) নিয়োজিত মৃত্যু ফিরিস্তা তোমাদের মৃত্যু ঘটাবে তারপর তোমরা প্রভুর কাছে ফিরে যাবে (তোমরা বিশ্বাস করো আর না করো এটাই হলো বাস্তবতা।)

১২. তুমি যদি দেখতেঃ পাপিষ্ঠরা যখন প্রভুর সামনে মাথা নত করে (আরজ করবে) হে রাব্ব! আমরা বাস্তবে দেখেছি এবং শুনেছি (তোমার কিতাবই সত্য। হে রাব্ব!) আমাদেরকে (পুনরায়

দুনিয়ায়) ফিরত পাঠাও, আমরা সৎকাজ করব, আমরা পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে গেছি।

১৩. আমি (আল্লাহ) ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই হেদায়াত দিতে পারি কিন্তু (আমি এমন করি না, কারণ) "আমি জিন্ন ও ইনসান দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব" আমার এ বাণী চিরন্তন সত্য।

জ্ঞাতব্যঃ হেদায়াত আল্লাহ প্রদত্ত, হেদায়াত অর্জন বা উপার্জন করা যায় না, তাই হেদায়াত চেয়ে আল্লাহর কাছে অনুনয় বিনয় করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۖ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿١٥﴾ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۖ وَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿١٦﴾

কাফিরদের পরিণতি ও মুঅমিনের স্বভাব

১৪. (জাহান্নামীদের বলা হবে আযাব) আস্বাদন করো, এ দিনের সাক্ষাতের কথা তোমরা ভুলে গিয়েছিলে। আজ আমরাও তোমাদের (ক্ষমার কথা) ভুলে থাকলাম। চিরস্থায়ী আযাব আস্বাদন কর, এটাই তোমাদের কর্মফল।

১৫. (পক্ষান্তরে) আমার আয়াত (কিতাব বিধান) মনে করিয়ে দিলে যারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, প্রভুর পবিত্রতার তাসবীহ করে এবং দম্ভ করে না; শুধু তারাই এতে ঈমান এনেছে (বলে ধরা হবে) (সিজদার আয়াত)

১৬. (রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন) তাদের বাহু বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায় (তারা ঘুম থেকে জেগে উঠে এবং গযবের) ভয় আর (সন্তুষ্টির) আশা নিয়ে প্রভুকে ডাকে আর আমার দেয়া সম্পদ (আমার তরে) খরচ করে।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾

জান্নাতের সৌন্দর্য ও ভোগ বিলাসিতা মানুষের ধারনারও ঊর্ধ্বে

১৭. কোনো ব্যক্তিই জানে নাঃ তাদের জন্য নয়ন জুড়ানো কতকিছু (জান্নাতে) লুকিয়ে রাখা হয়েছে। (এসব তাদেরকে দেওয়া হবে) তাদেরই কর্মফল হিসেবে।

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوٗنَ ﴿١٨﴾ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۖ نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَاۤ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ قِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٠﴾

মুঅমিন ব্যক্তি আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি সমান নয়

১৮. যে ব্যক্তি ঈমান আনে সে কি ওই ব্যক্তির মত যে পাপকাজ করে? না, তারা কখনো সমান হতে পারে না।

১৯. যারা ঈমান আনলো এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করলো তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত, তাদের আপ্যায়ন হবে তাদের আমাল অনুপাতে।

২০. আর যারা পাপকাজ করবে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তারা যখনই এখান থেকে বের হতে চাইবে তখনই সেখানে ফিরিয়ে নেয়া হবে আর বলা হবেঃ জাহান্নামের সাজা আস্বাদন করো যে জাহান্নাম তোমরা বিশ্বাসই করতে না।

وَ لَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢١﴾ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿٢٢﴾

বড় আযাব ও ছোট আযাব

২১. (জাহান্নামের) বড় আযাবের আগে আমি অবশ্যই তাদেরকে (দুনিয়ার) ছোট আযাব আস্বাদন করাব। যেন তারা (পাপ ছেড়ে সৎপথে) ফিরে আসে।

২২. তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে যার সামনে আমার বিধান পেশ করা হলো আর সে এটা অমান্য করলো? আমি অবশ্যই পাপিষ্ঠদের থেকে (তাদের অবাধ্যতার) বদলা নেব।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَ جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٣﴾ وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ؕ وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

যে জাতি দ্বীনের পথে অবিচল থাকে আল্লাহ তাদেরকে সৎ নেতা দান করেন

২৩. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি (তাতে পরিষ্কার লেখা ছিল) আল্লাহর সাক্ষাতের (আখেরাতের) ব্যাপারে সন্দেহ করো না। আমি এ কিতাবকে বানী-ইসরাঈলের জন্য হেদায়াত (পাথেয়) বানিয়ে ছিলাম।

২৪. (দ্বীনের পথে) তারা যখন সবর করেছে (তথা অবিচল থেকেছে) আমি তখন তাদেরকে এমন কিছু নেতা দান করেছি যারা (জাতিকে) আমার বিধান মত পরিচালিত করেছে, যারা আমার আয়াতের (কিতাব ও বিধানের) ব্যাপারে অটল ও অবিচল ছিল।

জ্ঞাতব্যঃ জনতা সৎ হলে আল্লাহ সৎ মানুষকে তাদের নেতা বানিয়ে দেন। আর জনতা অসৎ হলে তাদের নেতা বানানো হয় অসৎ লোকদের। এটাই আল্লাহর বিধান।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٢٥﴾

সকল ভিন্নমতের ব্যাপারে সঠিক ফয়সালা হবে পরকালে

২৫. যেসব বিষয়ে তারা (আল্লাহর কিতাব থেকে) ভিন্নমত পোষণ করছে কিয়ামতে প্রভু এসব বিষয়ে সঠিক ফয়সালা করবেন।

اَوَ لَمۡ يَهۡدِ لَهُمۡ كَمۡ اَهۡلَكۡنَا مِنۡ قَبۡلِهِمۡ مِّنَ الۡقُرُوۡنِ يَمۡشُوۡنَ فِىۡ مَسٰكِنِهِمۡ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ؕ اَفَلَا يَسۡمَعُوۡنَ ﴿۲۶﴾ اَوَ لَمۡ يَرَوۡا اَنَّا نَسُوۡقُ الۡمَآءَ اِلَى الۡاَرۡضِ الۡجُرُزِ فَنُخۡرِجُ بِهٖ زَرۡعًا تَاۡكُلُ مِنۡهُ اَنۡعَامُهُمۡ وَ اَنۡفُسُهُمۡ ؕ اَفَلَا يُبۡصِرُوۡنَ ﴿۲۷﴾ وَ يَقُوۡلُوۡنَ مَتٰى هٰذَا الۡفَتۡحُ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ﴿۲۸﴾ قُلۡ يَوۡمَ الۡفَتۡحِ لَا يَنۡفَعُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اِيۡمَانُهُمۡ وَ لَا هُمۡ يُنۡظَرُوۡنَ ﴿۲۹﴾ فَاَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ وَ انۡتَظِرۡ اِنَّهُمۡ مُّنۡتَظِرُوۡنَ ﴿۳۰﴾

পাপিষ্ঠদের পরিণতি

২৬. ইতোপূর্বে বহু জাতিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের এলাকা দিয়ে এরা (এখনকার কাফিররা) ঘুরে বেড়াচ্ছে, (এরা এসব দেখছে, জানছে, বুঝতে পারছে।) এসব কি এদের জন্য পাথেয় হবে না? নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে। এরা কি শুনবে না?

২৭. তারা কি দেখে না? আমি উর্বর ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত করি পানি, এর দ্বারা উৎপন্ন করি ফলফসল, তাদের খাদ্য ও তাদের গবাদিপশুর খাদ্য। তারা কি এ থেকে শিক্ষা নেবে না?

২৮. তারা বলেঃ তোমরা সত্য হলে (বলো পরকালের) এ ফয়সালা কবে হবে? (তুমি তাদেরকে ঈমানের দিকে আহ্বান করছো। আর তারা ঈমান না এনে পরকালের সময়কাল জানতে চাচ্ছে? কেন? পরকালের সময় জেনে তাদের কি লাভ? তবে কি তারা ঈমান আনার জন্য সে দিনের অপেক্ষা করছে?)

২৯. বলে দাওঃ (পরকাল শুধুই) ফয়সালার দিন। (দুনিয়ায়) যারা কুফর করবে সেদিনের ঈমান তাদের কোনো কাজে আসবে না। তখন তাদেরকে আর কোনো সুযোগ দেয়া হবে না।

৩০. সুতরাং এদেরকে বর্জন করো, (এদের আযাবের সময় নির্ধারিত, তাই সময়ের) অপেক্ষা করো, আমরাও (সে সময়ের) প্রতীক্ষায় আছি।

সূরাহ আল-আহযাব ৩৩ سورة الأحزاب

আহযাব শব্দটি হিযব এর বহুবচন। হিযব অর্থ বাহিনী, আহযাব অর্থ বহুজাতিক বাহিনী, মিত্র বাহিনী, জোট বাহিনী। হিজরতের ৫ম বর্ষের শাওয়্যাল মাস মোতাবেক ৬২৭ ঈসায়ী সনে মদীনায় নবগঠিত ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে কুরাইশের নেতৃত্বে সম্মিলিত মিত্র বাহিনী গঠন করে মদীনাহ অবরোধ করেছিল আরবের অনেকগুলো গোত্র। তাদের এ অবরোধ ২৫ দিন অব্যাহত ছিল। তারপর আল্লাহর সাহায্য হিসেবে আসে প্রচন্ড তুফান। তুফানে মিত্র বাহিনীর সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে গেলে রাতের আঁধারে তারা পালিয়ে গিয়েছিল। ইসলামী ইতিহাসে এ বাহিনীর নাম আহযাব এবং এ যুদ্ধকে বলা হয় "গাযওয়া আহযাব"। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী খন্দক বা ব্যাংকার খনন করে তাদের রাজধানী রক্ষা করেছিলেন। তাই এ যুদ্ধকে খন্দকের যুদ্ধও বলা হয়। এ সূরায় আহযাব যুদ্ধের এবং মুনাফিকদের বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। সুরাটি মাদানী। সূরাহ আ-ল ইমরানের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৭৩টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١﴾ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى
اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٢﴾ وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٣﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আনুগত্য ও অনুকরণ

১. হে নবী! (জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল ব্যাপারে) আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো, (বাস্তব জীবনের কোনো ক্ষেত্রে বা কোনো ব্যাপারেই) কাফির বা মুনাফিকদের আনুগত্য মেনে নিও না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আজকাল আমরা যারা কুফর সমাজে এবং কুফরতান্ত্রিক দেশে বসবাস করি এ আয়াতটি তাদের জন্য খুবই হুঁশিয়ারী বার্তা বহন করে। আসলে ইসলাম শুধু তথাকথিত ধর্মই নয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শের নাম। দেশ ও জাতি গঠন এবং সমাজ পরিচালনা ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । তাই ইসলাম একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দর্শন দিয়েছে যার নাম খিলাফাহ। রাসূল সা. মদীনাহ কেন্দ্রিক যে ইসলামী দেশ ও সমাজ গঠন করেছিলেন নবী সাঃ এর পর এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছিলেন সম্মানিত খালীফাহগণ।

- প্রথমে খুলাফা রাশিদীন, (আবু-বকর, উমর, উছমান ও আলী রাঃহুমের শাসন। ৬৩২-৬৬১ ঈসায়ী পর্যন্ত। এ শাসনের মূল কেন্দ্র ছিল মদীনাহ। আলী রাঃ এর সময়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করে মদীনাহ থেকে কুফায় নিয়ে যাওয়া হয়।)
- তারপর উমাইয়্যাহ খিলাফাহ, (৬৬২-৭৫০ ঈসায়ী। দামেস্ক কেন্দ্রিক)
- তারপর আব্বাসীয় খিলাফাহ, (৭৫০-১২৯৯ ঈসায়ী, বাগদাদ কেন্দ্রিক। যদিও তাদের শাসন ১৫১৭ ঈসায়ী পর্যন্ত ঠিকে ছিল। তাদের শাসনের এক পর্যায়ে ইসলামী বিশ্বে রাজনৈতিক বিশৃংখলা দেখা দেয়। এরফলে প্রতিষ্ঠিত হয় মিশর কেন্দ্রিক আরেকটি খিলাফাহ, যাকে মামলুকী খিলাফাহ বা ফাতেমী খিলাফাহ বলা হত। ১২৫০ ঈসায়ী পর্যন্ত মামলুকী শাসন বলবত ছিল। পরে মহাবীর সালাহ উদ্দিন আইয়ুবীর হাতে এর সমাপ্তি ঘটে, শুরু হয় আইয়ুবী যোগ। পরে উছমানী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবার পর শাসন ভার চলে যায় উছমানীদের হাতে।)

- ❖ সবশেষে উছমানী খিলাফাহ । (১২৯৯-১৯২৩ ঈসায়ী, ইস্তাম্বুল কেন্দ্রিক)
- ❖ কিন্তু ১৯২৪ ঈসায়ী সনে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয় ইসলামী খিলাফাহ। স্যকুলার তুরস্কের জনক মস্তফা কামাল পাশা খিলাফাহ বিলুপ্ত করে দেয়। তারপর...
- ❖ রাসূল সাঃ এর হাতে গড়া তাওহিদী সমাজ ভেঙ্গে গঠন করা হয় কুফরতান্ত্রিক সমাজ।
- ❖ কুরআনের বিধান বাদ দিয়ে চালু করা হয় মানুষের মনগড়া বিধান।
- ❖ এক জাতি ভেঙ্গে তৈরি করা হয় অনেক জাতি।
- ❖ মুসলিম জাতীয়তাবাদের জায়গায় চালু হয় আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ।
- ❖ খিলাফাহর জায়গা দখল করে নেয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি।
- ❖ ইসলামী অর্থনীতির বদলে চালু করা হয় পুঁজিবাদী অর্থনীতি।
- ❖ ওহী ভিত্তিক শিক্ষানীতির জায়গায় চালু হয় বস্তুবাদী শিক্ষানীতি।

এভাবে জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করা হয়, মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করে দেয়া হয়, লঙ্ঘন করা হয় আল্লাহর আদেশ।

আইন ও বিধানঃ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে কাফির বা মুনাফিকদের আনুগত্য মেনে নেওয়া হারাম যে কথা বলা হয়েছে উক্ত আয়াতে। তাইতো মুসলিম জাতির উপর একটি অন্যতম ফরজ দায়িত্ব হলো দ্বীন কায়েম করা তথা মুসলিম জাতি, ইসলামী সমাজ ও দেশ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা এবং এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। নতুবা আমরা নিরুপায় হয়ে যাবো এবং কাফির বা মুনাফিকদের আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য হবো, যেমন অবস্থা হয়েছে আজ বিশ্ব মুসলিমের।

২-৩. আর প্রভু থেকে আগত ওহীর অনুকরণ করো। নিশ্চয় তোমাদের সকল কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবগত। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো আর (মনে রেখো!) উকিল (দায়িত্বশীল) হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর অনুকরণ করতে হবে এবং ভালো মন্দ সকল ব্যাপারে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। ইসলামী নীতি আদর্শের বিপরীতে কোনো কাফির বা মুনাফিকের আনুগত্য মেনে নেওয়া যাবে না। এমন করলে ক্ষেত্র বিশেষে কুফর হবে, যা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম কুফর বা শিরক করলে সে মুনাফিক হয়ে যাবে। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ ৯ তাওবাহঃ ৮৪)

আনুগত্য ও অনুকরণ পরিচিতিঃ শারীয়াহ আইনের মূল বিষয় আনুগত্য। আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর, রাসূলের এবং কর্তা ব্যক্তিদের। তারমধ্যে..

- ❖ আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন, যে আনুগত্যের মূলভিত্তি দাসত্ব।
- ❖ রাসূলের আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৪/৬৪)
- ❖ আর কর্তাব্যক্তিদের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া মূলনীতির আওতাধীন থেকে।
- ❖ আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৪/৫৯)

অনুকরণঃ কোনো ব্যক্তি, সমাজ, কিতাব বা নীতিকে হুবহু মেনে চলার নাম অনুকরণ। সাধারণত মানুষ তার বাস্তব জীবনে চারটি বিষয়ের অনুকরণ করে থাকে। আর এ চারটি বিষয় হলো...

- ❖ আদর্শের অনুকরণ
- ❖ ব্যক্তির অনুকরণ
- ❖ কিতাব বা বিধানের অনুকরণ
- ❖ সমাজের অনুকরণ।

আমরা আল্লাহর দাস। তাই আমরা অনুকরণীয় হিসেবে শুধু এটাই মেনে নেব যা মানতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর বিধান মেনে আমরা মুসলিমরাও উল্লেখিত চারটি বিষয়ের অনুকরণ করব। যেমন..

- ❖ অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে আমরা মেনে চলব ইবরাহীম আঃএর আদর্শ তথা তাওহীদ ও শিরক মুক্ত থাকার আদর্শ। এই আদর্শের বিপরীতে অন্যকিছু মেনে নিলে শিরক হয়। (দেখুন সূরাহ হাজ্জ ২২/৭৮)
- ❖ ব্যক্তি হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ সাঃ। মুহাম্মাদ সাঃ এর বিপরীতে অন্য কাউকে অনুকরণীয় হিসেবে মেনে নেওয়া কুফর। (দেখুন সূরাহ আ-ল ই'মরানঃ ৩/৩১)
- ❖ কিতাব বা বিধান হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় বিধান হচ্ছে ওহীর মাধ্যমে আগত বিধান। এই বিধানের বিপরীতে অন্য কিছু মেনে নেওয়া কুফর ও শিরক। (দেখুন সূরাহ আনয়া ম: ৬/১০৬)
- ❖ সমাজ হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় সমাজ হচ্ছে সাহাবাদের সমাজ। এই সমাজের বিপরীতে অন্য সমাজের অনুকরণ করলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে। (দেখুন সূরাহ বাক্বারাহ ২/১৩৭)

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَ مَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَ مَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ﴿٤﴾ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ مَوَالِيْكُمْ ؕ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَ لٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥﴾

দুটি হৃৎপিন্ড, যিহার ও দত্তক সন্তান

পটভূমিঃ রাসূল সাঃএর সময়ে মক্কায় ফিহর গোত্রের এক ব্যক্তিকে দুই হৃৎপিন্ডওয়ালা বলা হত, তার নাম ছিল জামিল বিন মামার আল-ফিহরী। জামিল খুবই মেধাবী ছিল। তার মেধা খুব দ্রুত কাজ করত এবং সে যা শুনতো সাথে সাথে মুখস্ত করে ফেলতো, তাই লোকজন মনে করত তার দুটি হৃৎপিন্ড রয়েছে, দুটি হৃৎপিন্ড এক সাথে কাজ করে বিধায় সে এতো মেধাবী। সে নিজেও বলে বেড়াত "আমার দুটি হৃৎপিন্ড আছে, উভয় হৃৎপিন্ড একই সাথে কাজ করে, তাই আমার জ্ঞান বুদ্ধি মুহাম্মাদের চেয়ে অনেক বেশী"।

বদর যুদ্ধে জামিলও মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিল এবং অন্যান্যদের মত সেও যুদ্ধ থেকে পালিয়েছিল। পথে আবু সুফিয়ানের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, জামিল তখনো প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছিল। তার এক জুতা ছিল পায়ে আর এক জুতা হাতে। আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলোঃ কি খবর? জামিল বললঃ আমরা পরাজিত হয়েছি। আবু-সুফিয়ান বললঃ তোমার এক জুতা হাতে আর এক জুতা পায়ে কেন? সে বললঃ আমি বুঝতে পারিনি, আমি মনে করেছি উভয় জোতাই পায়ে আছে। এর প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে (কুরতুবী)

৪. আল্লাহ মানুষের ভিতর দুটি হৃৎপিন্ড দেননি। (আরবদের সামাজিক প্রথা ছিলঃ স্ত্রীকে মা বলে ডাকলে বা মায়ের সাথে তুলনা করলে তালাক হয়ে যেত, সামাজিক পরিভাষায় এ রীতিকে বলা হত "যিহার"। এ বিষয়ে নাযিল হয়েছেঃ) তোমাদের যেসব স্ত্রীর সাথে তোমরা "যিহার" করো আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেন না। (যিহারের বিধান জানতে দেখুন সূরাহ মুজাদালাহ ৫৮/২)

(আরবের সামাজিক প্রথা ছিলঃ দত্তক সন্তানকে দত্তক পিতার নামে ডাকা হত। মুহাম্মাদ সাঃ এর দত্তক ছেলে ছিল যাইদ বিন হারিছাহ। সমাজের প্রথা মত মানুষ তাকে যাইদ বিন মুহাম্মাদ বলে ডাকত। যাইনাব বিনত জাহাশ রাঃ এর বিয়ে হয়েছিল যাইদের সাথে। পরে যাইদ তাকে তালাক দিলে আল্লাহর হুকুমে মুহাম্মাদ সাঃ যাইনাবকে বিয়ে করেন। এতে লোকজন বলতে লাগলোঃ মুহাম্মাদ তার ছেলের বউকে বিয়ে করেছে। এর প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে)

আর তোমরা কাউকে ছেলে ডাকলেই আল্লাহ তাকে তোমাদের ছেলে বানিয়ে দেন না, এসব তোমাদের মুখের কথা, আল্লাহ (সর্বদা) সঠিক কথা বলেন এবং পরিচালিত করেন সঠিক পথে।

(রাসূল সাঃএর পালক পুত্র যাইদ তার স্ত্রী যাইনাবকে তালাক দিলে আল্লাহর হুকুমে রাসূল সা. যাইনাবকে বিয়ে করেছিলেন। এ সম্পর্কে জানতে দেখুন এ সূরার ৩৭ তম আয়াত।)

৫. তোমরা তাদেরকে (দত্তক সন্তানকে) তাদের পিতার নামে ডাকবে, আল্লাহর কাছে এটাই অধিক ন্যায়সঙ্গত। পিতৃ পরিচয় জানা না থাকলে তারা (স্বাধীন ব্যক্তিরা) তোমাদের দ্বীনি ভাই আর (দাস-দাসীরা) দাস-দাসী (হিসেবে পরিচিত হবে), এব্যাপারে (পিতৃ পরিচয়ে অনিচ্ছাকৃত) ভুল হলে তোমাদের পাপ হবে না। তবে ইচ্ছা করে এমন করা (সঙ্গত নয়। তবে ভেব না) আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ﴿٦﴾

মানুষের নাগরিক অধিকার এবং মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ

৬. নবী (এবং নবীর অবর্তমানে নবীর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বরত ইসলামী সরকার) মুঅমিনদের ব্যাপারে তাদের নিজের চেয়েও বেশী দায়িত্বশীল। আর নবীর স্ত্রীগণ তাদের (জাতীয়) মা। (মা হিসেবে তাদের ভরণপোষণ করা জাতির কর্তব্য। জাতির পক্ষ থেকে সরকার এ দায়িত্ব পালন করবে।) আল্লাহর কিতাবে (বর্ণিত বিধান মতে) মুঅমিন, মুহাজির, আত্মীয়স্বজন, পরস্পরের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তবে তোমরা নিজ নিজ আওলিয়াদের (বন্ধুবান্ধবের বা চুক্তিভিত্তিক যাদের দায়িত্ব নিয়েছ, তাদের) ব্যাপারেও আইনগত/প্রথাগত দায়িত্ব পালন করবে। এসব হলো কিতাবে লিপিবদ্ধ (বিধান।)

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামের সূচনাতে বিধান ছিলঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মারা গেলে রাসূল সাঃ তার জানাযা পড়াতেন না (যতক্ষণ না কেউ তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নেয়।) আর উক্ত আয়াত নাযিলের পর রাসূল সাঃ ঘোষণা করলেনঃ মুঅমিনদের ব্যাপারে আমি তাদের নিজের চেয়েও বেশী দায়িত্বশীল, (আল্লাহ আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন।) সুতরাং কেউ ঋণ রেখে মারা গেলে এ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার আর সম্পদ রেখে মারা গেলে এ সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের। (কুরতুবীঃ বুখারী, মুসলিম) (দেখুন বুখারীঃ ৪৪১৯ তাফসীর অধ্যায়)

আইন ও বিধানঃ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, ইত্যাদি মানুষের নাগরিক অধিকার। প্রতিটি নাগরিকের জন্য এসব অধিকারসহ অন্যান্য অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। মানুষ তার নিজের অধিকারের ব্যাপারে যতটুকু দায়িত্বশীল, সরকার প্রতিটি নাগরিকের ব্যাপারে এরচেয়েও বেশী দায়িত্বশীল। সরকারকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা। তাই কোনো ব্যক্তি যদি তার নিজের উপর, তার পরিবারের উপর, নিজের সন্তানের উপর বা দাসদাসীর উপর অবিচার করে তবুও সরকারকে এসব ঠেকাতে হবে। কেউ ঋন রেখে মারা গেলে তার সম্পদ বণ্ঠনের আগে রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে এ ঋণ পরিশোধ করতে হবে আর সম্পদ না থাকলে এ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব সরকারের, ইসলামী সরকার মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে এ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবে।

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُّوْحٍ وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۪ وَ اَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٧﴾ لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٨﴾

নবুয়তের শপথ

৭-৮. আমি সকল নবী থেকে (নবুয়তের দায়িত্ব যথাযথ আদায়ের ব্যাপারে) শপথ নিয়েছি, (শপথ নিয়েছি) তোমার থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা বিন মারইয়াম থেকেও, আমি তাদের সবার থেকে পাক্কা শপথ নিয়েছি। যেন তিনি সত্যবাদীদের সততার পুরস্কার দেন আর কাফিরদের জন্য তিনি তৈরি রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٩﴾ اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ اِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ زُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ﴿١١﴾ وَ اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢﴾

আহযাবের যুদ্ধ

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো, (খন্দক যুদ্ধে) যখন মিত্র বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে ধেয়ে এসেছিল আর আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন বাতাস এবং এমন এক বাহিনী যা তোমরা দেখনি। আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তোমাদের সকল কাজ।

১০. যখন তারা (মিত্র সেনারা) উপর এবং নীচ (পার্বত্য এলাকা ও সমতল) উভয় দিক থেকে ধেয়ে আসছিল এবং (গোটা আরবের সম্মিলিত বাহিনী দেখে তোমাদের) চোখ ভড়কে যাচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে আসছিল আর তোমরা (তোমাদের মাঝে মুনাফিকরা) আল্লাহ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করছিলে।

১১. আসলে তখন (এমন অবস্থায় ফেলে) মুঅমিনদের পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং (এ পরীক্ষা করতে গিয়ে) তাদেরকে মারাত্মকভাবে প্রকম্পিত করা হয়েছিল।

১২. আর মুনাফিক ও (মুনাফিকীর রোগে) রুগ্ন অন্তরের লোকেরা তখন বলেছিলঃ আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া (সাহায্য ও বিজয়ের) প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।

وَ اِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَ يَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَ مَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَ لَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَ مَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ﴿١٤﴾ وَ لَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَ كَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا ﴿١٥﴾ قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَ اِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَ لَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿١٧﴾

আযহাব যুদ্ধে মুনাফিকদের ভূমিকা

১৩. যখন তাদের (মুসলিমদের) কিছু লোক (একদল মুনাফিক) বলেছিলঃ হে ইয়াছরিব (মদীনা) বাসী! (আজ শত্রুর মোকাবিলায়) তোমরা দাঁড়াতেও পারবে না, তাই (ঘরে) ফিরে যাও। কেও কেও নবীর কাছে অনুমতি চেয়ে বলছিলঃ আমাদের ঘর অরক্ষিত, আসলে অরক্ষিত নয়, তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পালিয়ে যাওয়া।

১৪. শত্রু যদি শহরে ঢুকে পড়তো এবং ফিতনার (শিরকের) আহ্বান করতো তখন তারা তাই করতো, (আল্লাহর দ্বীন ত্যাগ করে কুফর বা শিরকে জড়াতে) বিলম্ব তারা কমই করতো।

১৫. অথচ ইতোপূর্বে তারা আল্লাহর নামে শপথ করেছিল যে তারা শত্রুকে পিঠ দেখাবে না (মানে যুদ্ধ থেকে পালাবে না। জেনে রাখো!) আল্লাহর নামে কৃত শপথের জন্য জবাবদিহি করতে হয়।

১৬. (তাদেরকে) বলে দাওঃ তোমরা যদি মৃত্যু থেকে অথবা নিহত হওয়া থেকে পালিয়ে যাও তবে এতে তোমাদের কোনো লাভ হবে না (মৃত্যু সময়মত এসেই যাবে) তখন খুব কমই তোমরা ভোগ করতে পারবে।

১৭. বলে দাওঃ আল্লাহ যদি তোমাদের অকল্যাণ করতে চান তবে এমন কে আছে যে তোমাদের বাঁচাতে পারবে? আর আল্লাহ যদি তোমাদের উপর দয়া করতে চান (তবে এমন কে আছে যে এটা ফিরাতে পারবে?) আসলে তারা নিজেদের জন্য কোনো ওয়ালী (মিত্র, আপনজন) বা সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না আল্লাহ ছাড়া। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সূরাহ বাক্বারাহঃ ১০৭)

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَ الْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَ لَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾
اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ
الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ
اَعْمَالَهُمْ ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٩﴾

যুদ্ধ বিমুখ মুসলিম আসলে মুনাফিক

১৮. যারা (যেসব মুসলিম যুদ্ধ থেকে) পালিয়ে থাকে এবং তাদের অন্য ভাইদেরকে (যেসব মুসলিম যুদ্ধে যায় তাদেরকে) বলেঃ "আমাদের সঙ্গে থাকো"। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে খুবই অবগত, যুদ্ধে তারা কমই যায়।

১৯. তোমাদের (মুঅমিনদের) কল্যাণে তারা (মুনাফিকরা) খুবই কৃপণ। তুমি দেখবেঃ ভীতির (যুদ্ধের) সময় এলে এরা চক্ষু উল্টিয়ে তোমার দিকে চেয়ে থাকবে, যেন তাদের উপর মৃত্যু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ভীতি (যুদ্ধাবস্থা) চলে গেলে তাদের তেজস্বী যবান দিয়ে তোমাদেরকে পরিচালনার চেষ্টা করবে। কল্যাণ কাজে (যুদ্ধে) এরা খুবই কৃপণ। (যারা এমন করে) আসলে এরা মুঅমিন নয় (আল্লাহ যুদ্ধ ফরজ করেছেন আর এরা যুদ্ধ পছন্দ করে না। তাই এদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফলে) আল্লাহ এদের সকল আ'মাল বরবাদ করে দিয়েছেন। আল্লাহর জন্য এসব অতি সহজ।

জ্ঞাতব্যঃ কাফিরের নেক কাজের বদলা আল্লাহ দুনিয়াতে দিয়ে দেন, কাফির তার নেক কাজের প্রতিদান আখেরাতে কিছুই পাবে না। আর মুসলিমের নেক কাজের বিনিময় আখেরাতে দান করেন। তবে কোনো মুসলিমের ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে তার সকল আ'মাল বরবাদ ও নিষ্ফল হয়ে যায়। আখেরাতে সে এর কোনো বিনিময় পাবে না।

يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ۭ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢٠﴾

মুনাফিকরা যুদ্ধ করে না, শুধু সুবিধা নিতে চায়

২০. তারা (মুনাফিকরা) ভেবেছিলঃ (মুসলিমদের খতম না করে) মিত্র সেনা ফিরে যাবে না। মিত্র বাহিনী আক্রমণ করলে তারা আফসোস করতঃ যদি (তোমাদের সঙ্গে মদীনাতে না থাকত এবং) বেদুইনদের সাথে (মরুভূমিতে) অবস্থান করে সেখান থেকে তোমাদের খবর নিত (এবং তোমরা শেষ হয়ে যাবার পর এসে মদীনার মালিক হয়ে যেত।) আর তোমাদের সঙ্গে থাকলেও যুদ্ধ তারা কমই করবে।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾

দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করা একটি উত্তম কাজ এবং রাসূল সা.এর আদর্শ

পটভূমিঃ রাসূল সাঃ আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবনবাজি রেখে অনেকগুলো যুদ্ধ করেছেন। খন্দকের যুদ্ধেও তিনি শরীক ছিলেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাসত্ত্বেও মুসলিম নামধারী কিছু মানুষ এ যুদ্ধ থেকে বিমুখ ছিল এবং যুদ্ধে শরীক না হতে লোকজনকে প্ররোচিত করেছিল। তাদের ধিক্কার দিয়ে নাযিল হয়েছে.. (কুরতুবী)

২১. নিশ্চয় রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ (রাসূল যা করছেন সবই উত্তম। রাসূল যুদ্ধ করেছেন, তাই যুদ্ধ কখনো মন্দ হতে পারে না। তবে যুদ্ধ করতে হবে আল্লাহর জন্য আল্লাহর পথে। আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে কোনো ব্যক্তি, সংগঠন বা সরকারের জন্য নয়। রাসূল আদর্শ হলেন তার জন্য) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাত কামনা করে এবং অধিক হারে আল্লাহর যিকর (ইবাদাত) করে।

একটি ভূলের অবসানঃ আজকাল মুসলিম নামধারী অনেক মানুষকেও বলতে শোনা যায়ঃ "ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম, এখানে যুদ্ধের কথা থাকবে কেন"? যারা এমন কথা বলে এরা মনে করে আসলেই ইসলামে যুদ্ধের কথা নেই বা যুদ্ধের কথা থাকা উচিত নয়।

তাই যেসব মুসলিম জিহাদের কথা বলে বা যুদ্ধের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করতে চায় অথবা যুদ্ধকে সমর্থন করে; এরা তাদেরকে জঙ্গী, সন্ত্রাসী, ধর্মান্ধ, ইত্যাদি নানা মন্দ বিশেষণে বিশেষিত করে তাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার প্রপাগান্ডা করে থাকে। এর মূল কারণ হলোঃ এরা বুঝেই উঠতে পারে না "ইসলাম কেন যুদ্ধের কথা বলবে"?

আর এ বিষয়টি না বুঝার অন্যতম কারণ হলোঃ এরা ইসলামকে শুধু একটি ধর্ম মনে করে এবং ধর্ম হিসেবেই মানে। আসলে ইসলাম যে শুধু ধর্ম নয় বরং ইসলাম হলো একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ; এ সহজ কথাটি এরা বুঝে না বা মেনে নিতে পারে না।

তবে প্রতিটি দেশ জাতি ও সরকারেরই প্রতিরক্ষানীতি বা যুদ্ধনীতি থাকতে হয়। যুদ্ধনীতি বা প্রতিরক্ষানীতি ছাড়া কোনো দেশ জাতি বা সরকার পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ কথা সবাই বুঝে এবং মেনেও নেয়।

আসল ব্যাপার হলোঃ ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়। বরং ইসলাম হলো পরিপূর্ণ একটি জীবন আদর্শ। দেশ ও জাতি গঠন, ন্যায় সাম্য অধিকার ও আইনের শাসন, সরকার গঠন ও পরিচালনা, ইত্যাদি হলো ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং ইসলামের নিজস্ব প্রতিরক্ষানীতি ও যুদ্ধনীতি অবশ্যই থাকতে হবে এবং আছেও। ইসলাম

তার জাতির জন্য যে যুদ্ধনীতি বা প্রতিরক্ষানীতি ঠিক করে দিয়েছে এরই নাম "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ"। দেশ জাতি ও সরকার গঠন, পরিচালনা, প্রতিরক্ষা, মানুষের অধিকার আদায়, সম্পদ ইজ্জত ও জীবন রক্ষা, ইত্যাদির জন্য যুদ্ধ করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব। আর আল্লাহ প্রদত্ত এ দায়িত্ব পালন করলে আল্লাহ খুশী হয়ে অনেক ছাওয়াব দান করেন। তাই এটাকে "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ" বা আল্লাহর পথে জিহাদ বলা হয়।

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ﴿۲۲﴾

মিত্রসেনা দেখার পর মুঅমিনদের অনুভুতি

পটভূমিঃ আহযাব (খন্দক) যুদ্ধের বছর এক খুতবায় রাসূল সাঃ বললেনঃ জিবরাঈল আঃ আমাকে সংবাদ দিয়েছেনঃ হি'রার (ইরাকের একটি শহর) প্রাসাদ এবং কিসরার (ইরান সাম্রাজ্যের) অন্যান্য শহরের উপর (তথা পারস্য বাহিনীর উপর) আমার উম্মত বিজয়ী হবে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাহায্যের সুসংবাদ গ্রহণ করো। ঘটনাচক্রে এ বছরই কুরাইশের নেতৃত্বে সমগ্র আরব ঐক্যবদ্ধ হয়ে মদীনা আক্রমণ করে ইসলাম ও মুসলিমদের খতম করে দিতে ধেয়ে আসে। মিত্রসেনা দেখে মুসলিমগণ মনে করলো এরাই মনে হয় সেই বাহিনী যার বিরুদ্ধে সাহায্যের কথা রাসূল সাঃ বলেছেন। এ প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে...

২২. মিত্রসেনা দেখার পর (মুনাফিকরা ভীত হয়ে আল্লাহ সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ করেছে আর) মুঅমিনরা বলেছেঃ আল্লাহ ও রাসূল যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এটা তাই, আল্লাহ ও রাসূল সত্য বলেছেন, এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পন আরও বেড়ে গেল।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۫ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿۲۳﴾

যেসব বীরযুদ্ধার প্রশংসা করলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা

পটভূমিঃ আনাস বিন মালিক রাঃ বলেনঃ আমার চাচা আনাস বিন নাদ্বার রাঃ বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি তার কাছে অনেক বড় মনে হলো, তিনি ভাবলেনঃ রাসূল সাঃ যুদ্ধ করলেন আর আমি সঙ্গে থাকলাম না? ইসলামের প্রথম যুদ্ধে আমি অনুপস্থিত? তিনি সংকল্প করলেনঃ আর কোনো যুদ্ধ হলে আমি অবশ্যই রাসূলের সঙ্গে থাকব, তখন আল্লাহ দেখবেন আমি কি করতে পারি। তার দেখাদেখি আরও অনেকে এমন সংকল্প করলো।

ওহুদ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে তিনি এগিয়ে এলেন এবং বীরদর্পে যুদ্ধ করে চললেন, (এক পর্যায়ে মুসলিম বানিহীর অনেকেই পালাতে শুরু করলো, আনাস বিন নাদ্বার রাঃ বললেনঃ হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষীঃ এদের এ কাজের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই) সায়া'দ বিন মালিক রাঃ আনাস বিন নাদ্বার রাঃ এর এ সংকল্প সম্বন্ধে জানতেন। যুদ্ধের ময়দানে আনাস বিন নাদ্বারকে দেখে সায়া'দ রাঃ বললেনঃ আবু-আ'মার! কি খবর? আনাস বিন নাদ্বার রাঃ বললেনঃ ওয়াহ! (কি মজা) ওহুদ (পাহাড়ে)র ওই প্রান্থ থেকে জান্নাতের সুঘ্রান পাচ্ছি। তিনি বীরদর্পে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন। তার শরীরে আশিটির বেশী জখম ছিল (এবং পুরা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল।) তার ভাই রাবীয়া'হ বিন নাদ্বার বলেছেনঃ আমি আমার ভাইকে আঙ্গুলের ছাপ (ফিঙ্গার প্রিন্ট) দেখে চিনেছি (কুরতুবীঃ বুখারী ও মুসলিম) ওইসব বীর সাহাবীদের প্রশংসা করে নাযিল হয়েছে..

২৩. মুঅমিনদের মাঝে কিছু মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন করে ফেলেছে। তাদের অনেকে (শহীদ হয়ে) নিজের সংকল্প বাস্তবায়ন করেছে আর অনেকে অপেক্ষায় আছে। তারা (নিজের লক্ষ্য) একটুও পরিবর্তন করেনি।

لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ وَ كَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾

মিত্র বাহিনীর পলায়ন

২৪. সত্যবাদীদের সততার প্রতিদান দিতে এবং মুনাফিকদের সাজা দিতে বা তাদের তাওবাহর সুযোগ দিতে আল্লাহ এমনটি করে থাকেন। নিশ্চয় আল্লাহ গাফূর, রাহীম।

২৫. (আহযাব যুদ্ধে যে ক্রোধ নিয়ে মিত্রবাহিনী এসেছিল) আল্লাহ এ ক্রোধসহ কাফিরদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। (এ অভিযানে) তারা লাভবান হতে পারেনি। মুঅমিনদের পক্ষে যুদ্ধের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ মহাশক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী।

وَ اَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَ قَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَ تَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾ وَ اَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ وَ اَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٧﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾ وَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

আহযাব যুদ্ধে ইয়াহুদ গোত্রের গাদ্দারী এবং ইসলামী আদালতের বিচার

পটভূমিঃ আহযাব যুদ্ধে মদীনার ইয়াহুদ গোত্র ইসলামী সরকারের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করেছিল। কারণ তারা ভেবেছিলঃ ইসলামী সরকার, নবী বা মুসলিম কেউই আর বেঁচে থাকবে না। মিত্রবাহিনী সবাইকে শেষ করে দেবে। মিত্রবাহিনী পালিয়ে যাবার পর ইয়াহুদীদের এমন গাদ্দারীর সাজা দিতে তাদের উপর আক্রমণ করে মুসলিম বাহিনী। তাদের নেতাসহ কয়েকশ যোদ্ধাকে ধরে এনে হত্যা করা হয়। আর বাকিদেরকে বন্দী করা হয়। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

২৬. আহলে কিতাবের যারা (এ যুদ্ধে) কাফিরদের সাহায্য করেছে আল্লাহ তাদেরকে দূর্গ থেকে বের করে এনেছেন, তাদের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন ভীতি, ফলে তাদের অনেককে তোমরা হত্যা করেছ আর বেশকিছু মানুষকে করেছ বন্দী।

জ্ঞাতব্য ও পটভূমিঃ এ আয়াতটি ইয়াহুদ গোত্র বানী-কুরাইজাহর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। মিত্রবাহিনী ধেয়ে এলে তারা ভেবেছিল ইসলাম ও মুসলিমরা এবার টিকে থাকতে পারবে না। তাই তারা রাসূল সাঃ এর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু ২৫ দিন অবরোধের পর ঝড়ের কবলে পড়ে লন্ডভন্ড হয়ে রাতের আঁধারে পালিয়ে যায় মিত্র বাহিনী। শত্রু মুক্ত হবার পর আল্লাহর আদেশে রাসূল সাঃ বানী- কুরাইজাহ আক্রমণের হুকুম দেন। অবস্থা বেগতিক দেখে কেল্লায় আশ্রয় নেয় বানী-কুরাইজাহ। মুসলিম বাহিনী তাদের অবরোধ করে ফেলে। পরে তারা আত্মসর্পন করে এবং ইসলামী সরকার তাদের বিচার করে। বিচারে গাদ্দারীর সাজা স্বরূপ তাদের যোদ্ধাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়, তাদের ঘরবাড়ি ও সম্পদ গণিমত হিসেবে মুসলিম যোদ্ধাদের মাঝে বন্ঠন করা হয় (বানী-কুরাইজাহর এ ঘটনা তাফসীর হাদীছ ও ইতিহাসের প্রায় সকল কিতাবেই বর্ণিত হয়েছে) ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

২৭. আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের জমি, ঘরবাড়ি ও সম্পদের মালিক বানিয়েছেন, আরও (অনেক) জমি (তোমাদের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন) তোমরা এখনো এসব আয়ত্তে আনতে পারনি (তবে অচিরেই এগুলো তোমাদের আয়ত্তে চলে আসবে,) আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

২৮-২৯. (রাসূল সাঃ এর কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন। স্ত্রীগণ খাদ্য, অলংকারসহ নানা বিষয়ে চাহিদা প্রকাশ করতেন। মাঝে মাঝে এ চাহিদা রাসূল সাঃ এর সামর্থের চেয়ে বেশী হয়ে যেত। এতে তিনি কষ্ট পেতেন। (বিস্তারিত কুরতুবীতে দেখে নিন) বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে) হে নবী! তোমার স্ত্রীদেরকে বলে দাওঃ তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন ও ভোগ বিলাসিতা কামনা করো তবে আসো তোমাদেরকে বিলাস সামগ্রী দিয়ে সুন্দরভাবে (তালাক দিয়ে) বিদায় করে দেব। আর যদি তোমরা আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাত চাও তবে (কষ্ট করে হলেও নবীর স্ত্রী হিসেবে থেকে যাও। কারণ) তোমাদের মত উত্তম নারীদের জন্য আল্লাহ তৈরি রেখেছেন মহাপুরস্কার।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ তায়া'লা রাসূল সাঃকে এখতিয়ার দিয়েছিলেনঃ তিনি ধনী হিসেবে জীবন যাপন করতে চান না গরীব হিসেবে? রাসূল সাঃ জিবরাঈল আঃ এর সাথে পরামর্শ করলে তিনি দারিদ্রতা বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেন। রাসূল সাঃ দারিদ্রতাকেই বেছে নিলেন। কিন্তু রাসূল সাঃ এর স্ত্রীগণ মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে বায়না ধরতেন। রাসূল সাঃ এতে চাপ অনুভব করতেন এবং কষ্ট পেতেন। ফলে আল্লাহ তায়া'লা রাসূল সাঃকে নির্দেশ দিয়েছেন স্ত্রীদেরকে এখতিয়ার দিতে। আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে রাসূল সাঃ স্ত্রীগণকে এখতিয়ার দিয়েছিলেনঃ যারা দুনিয়া ও দুনিয়ার চাকচিক্য চায় তারা যেন চলে যায় আর যারা আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাত চায় তারা যেন এ দারিদ্রতা মেনে নেয়। রাসূল সাঃ এর সকল স্ত্রীই আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং দারিদ্রতা মেনে নিয়েছেন। (দেখুনঃ তাফসীর কুরতুবী, বুখারীঃ ৪৪২৩)

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

রাসূলের স্ত্রীদের মর্যাদা, পরপুরুষের সাথে কথা বলাসহ নারীদের জন্য কিছু উপদেশ

৩০. ওহে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের কেউ যদি যে কোনো অশ্লীল কাজে সুস্পষ্টভাবে জড়িয়ে পড়ে তবে তাকে দ্বিগুণ সাজা দেওয়া হবে, (আর ভালো কাজ করলে এর পুরস্কারও হবে দ্বিগুণ) আল্লাহর জন্য এসব অতি সহজ ব্যাপার।

وَ مَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَاۤ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَ اَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾ وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ

يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَ الْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

৩১. আর তোমাদের (রাসূলের স্ত্রীদের) যে বা যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে এবং সৎকাজ করবে আমরা (আল্লাহ) তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেব আর তার জন্য তৈরি রাখব সম্মানজনক জীবিকা।

৩২. ওহে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও, তোমরা যদি মুত্তাকী হতে চাও তবে (পরপুরুষের সাথে) আকর্ষনীয় (ভঙ্গিতে) কথা বলো না, কারণ রুগ্ন মনের ব্যক্তিরা এতে প্রভাবিত হয়ে পড়ে, বরং তোমরা (অন্য পুরুষের সাথে) মা'রূফ (সাধারণভাবে/সামাজিক রীতি মত) কথা বলবে। (পরপুরুষের সাথে কথা বলা হারাম নয়। তবে পরপুরুষের মন জয় করার জন্য ইনিয়ে বিনিয়ে ইশারা ইঙ্গিতে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।)

৩৩. তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে, আগেকার জাহিলী যুগের মত সৌন্দর্য (দেহ) প্রদর্শন করবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। (এতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে।) হে নবী পরিবার! আল্লাহ চানঃ সকল মন্দকে দূর করে তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে। (আর এর মাধ্যম হলোঃ হিজাব করা, পরপুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ না করা, পরপুরুষের সাথে আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে কথা না বলে সাধারণভাবে কথা বলা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা।)

জ্ঞাতব্যঃ অনেক মুফাসসির ইমামের মতে "আগেকার জাহেলী যুগ" বলে ইবরাহীম আঃ এর আগমনের আগের অবস্থা বুঝানো হয়েছে। তখনকার দিনে মুক্তার টপ (গায়ের ছোট পোশাক) গায়ে জড়িয়ে নারীরা রাস্তায় বের হত। টপের দুই পাশ সিলাই করা হত না। এভাবে দেহ প্রদর্শন করে পুরুষের মনযোগ আকর্ষণ করা হত। কেও কেও পাতলা নেটের পোশাক পড়ত, যাতে শরীরের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তুলতো এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ফুটে উঠতো। (কুরতুবী) তাই মুসলিম নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছেঃ তারা যেন এমন পোশাক পরিধান করে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।

৩৪. তোমাদের ঘরে আল্লাহর যেসব আয়াত (কিতাব) আর হিকমাহ (হাদীছ) পাঠ করা হয় তোমরা (বাস্তব জীবনে) এসব মেনে চলবে। নিশ্চয় আল্লাহ লাতীফ (সূক্ষদর্শী) খাবীর (সম্যক অবগত।)

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

আল্লাহর ক্ষমা ও পুরস্কারের বেলায় পুরুষ ও নারী সবাই সমান

৩৫. মুসলিম পুরুষ ও মুসলিমাহ নারী, মুঅমিন পুরুষ ও মুঅমিনাহ নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, রোজাদার পুরুষ ও রোজাদার নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, অধিক পরিমাণে আল্লাহর স্মরণ (ইবাদাত) কারী পুরুষ ও অধিক পরিমাণে আল্লাহর স্মরণকারী নারী; নিশ্চয় আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি রেখেছেন সাধারন ক্ষমা আর মহাপুরস্কার।

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿۳۶﴾ وَ اِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللّٰهَ وَ تُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ ۚ وَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْۤ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿۳۷﴾

আল্লাহ ও রাসূল কোনো সিদ্ধান্ত করে ফেললে সবাইকে মেনে নিতে হবে

পটভূমিঃ যাইনাব বিনত জাহাশ রাঃ কুরাইশের সম্ভ্রান্ত পরিবারের অপরূপ সুন্দরী, স্মার্ট ও বুদ্ধিমতি যুবতী ছিলেন। যাইনাবের মা ছিলেন আমীমাহ বিনত আব্দুল মুত্তালিব। সে মতে যাইনাব রাঃ রাসূল সাঃ এর ফুফাত বোন। সূচনাতে ইসলাম গ্রহণ করে যারা ধন্য হয়েছেন উনাদের একজন যাইনাবের ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ রাঃ। আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ ইসলামী ইতিহাসের প্রথম সেনাপতি। বদর যুদ্ধের আগে "নাখলাহ" অভিযানে ছোট একটি দল পাঠিয়ে ছিলেন রাসূল সাঃ। যে দলের সেনাপতি ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ রাঃ (এ সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সূরাহ বাক্বারাহঃ ২১৭।)

আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ রাঃ অহুদ যুদ্ধে শহীদ হন এবং মামা হামযা রাঃ এর সাথে একই কবরে তাকে দাফন করা হয়। (দেখুনঃ তাহযীবু-ল-কামালঃ ৩৫/১৮৪, আল-আ'লামঃ ৩/৬৬)

একদা রাসূল সাঃ যাইনাবের সাথে সাক্ষাৎ করে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। যাইনাব (ভেবে ছিলেন রাসূল সাঃ নিজের জন্য প্রস্তাব দিচ্ছেন তাই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু রাসূল সাঃ যখন বললেনঃ তিনি যাইদের জন্য প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন তখন যাইনাব) বললেনঃ "আমি তাকে বিয়ে করব না" রাসূল সাঃ বললেনঃ না, তুমি (আপত্তি করো না বরং) তাকেই বিয়ে করো। যাইনাব বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আমার ব্যাপারেও নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারব না? রাসূল সাঃ ও যাইনাব রাঃ এবিষয়ে কথা বলছিলেন এমন সময় নাযিল হলোঃ (দেখুন ফী যিলালি-ল-কুরআন)

৩৬. আল্লাহ বা রাসূল যখন কোনো সিদ্ধান্ত করে ফেলেন তখন মুঅমিন পুরুষ বা নারী কারো কোনো এখতিয়ার থাকে না। (যে ব্যক্তি এটা মানবে না সে অবাধ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।) আর আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি চরম বিভ্রান্ত।

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াত শোনে যাইনাব রাঃ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাইদের সাথে আমাকে বিয়ে দিয়ে আপনি কি খুশী হবেন? রাসূল সাঃ বললেনঃ হ্যাঁ..। যাইনাব রাঃ বললেনঃ আমি রাসূলের অবাধ্য হতে চাই না, আপনি তার সাথেই আমার বিয়ে দিন। (রাসূল সাঃ তাই করলেন)

তখনকার সমাজে দাস প্রথা ছিল। একজন দাস আজাদ হয়ে গেলেও সমাজে তাকে উপযুক্ত সম্মান দেয়া হত না। এ বিয়ের মাধ্যমে রাসূল সাঃ সমাজের এ ভেদাভেদ ভেঙ্গে দিলেন। আরবের সম্মানিত বংশের সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিতা, সুন্দরী, স্মার্ট ও বুদ্ধিমতী এবং রাসূল সাঃ এর আত্মীয় যুবতীকে একজন আজাদকৃত দাসের সাথে বিয়ে দিয়ে কুসংস্কার আচ্ছন্ন জাতপাতের বিভেদ তিনি মোচে দিলেন। আর এ কাজে রাসূল সাঃ কে সহযোগিতা করতে অনেক ত্যাগ করেছেন যাইনাব রাঃ নিজে। পরে আল্লাহ রাব্বু-ল-আ'লামীন তাকে অনেক বড় পুরস্কারও দিয়েছেন। যাইদ ও যাইনাবের সংসার বেশী দিন ঠিকেনি। একদা যাইদ রাঃ যাইনাবকে তালাক দেবার আরজি পেশ করলেন। রাসূল সাঃ তালাক না দেয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রাসূল সাঃ আল্লাহ থেকে জেনেছিলেনঃ যাইদ যাইনাবকে তালাক দেবে এবং রাসূলের সাথে তার বিয়ে হবে। (কুরতুবী) ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছেঃ

৩৭. (হে নবী!) যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ (ঈমান দান) করেছেন এবং তুমিও অনুগ্রহ করেছ (আজাদ করে ছেলের মর্যাদা দিয়েছ) তাকে যখন তুমি বললেঃ "তোমার স্ত্রীকে রেখে দাও" এবং আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো। তখন (যাইদকে পরামর্শ দেয়ার কালে) তুমি নিজের অন্তরে যা (যাইনবকে বিয়ের ব্যাপারে আল্লাহ থেকে অবগতি) লুকিয়ে রেখেছিলে আল্লাহ এটা প্রকাশ করে দিলেন। (যাইনাবকে বিয়ের ব্যাপারে) তুমি মানুষকে ভয় করেছ অথচ ভয় করার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। যাইদ তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে আমি তোমার সাথে তাকে বিয়ে দিয়েছি। যেন পালকপুত্র তালাক দেয়ার পর তার (সাবেক) স্ত্রীকে বিয়ে করতে মুঅমিনদের জন্য আর কোনো সমস্যা না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকর হবেই।

জ্ঞাতব্যঃ যাইনাব বিনত জাহাশ রাঃ রাসূল সাঃ এর অন্য স্ত্রীদের বলতেনঃ রাসূলের সাথে তোমাদের বিয়ে দিয়েছেন তোমাদের অভিভাবকগণ আর আমার বিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বু-ল-আ'লামীন সাত আসমানের উপর থেকে। (বুখারীঃ ৬৯৮৪)

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

নবীর অধিক বিয়ে নিয়ে সমালোচকদের জবাব

পটভূমিঃ মুসলিম পুরুষের জন্য একত্রে চারের বেশী স্ত্রী রাখা বৈধ নয় অথচ নবী সাঃ এর আরও বেশী স্ত্রী ছিলেন। যুগে যুগে ইসলামের সমালোচকরা বিষয়টি নিয়ে অনেক শোরগোল করেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে...

৩৮. আল্লাহ নবীর জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন এতে নবীর দোষের কিছু নেই। পূর্ববর্তীদের ব্যাপারেও আল্লাহর এ রীতি (কার্যকর) ছিল। আল্লাহর সকল বিষয় আগ থেকেই তাক্বদীর হিসেবে নির্ধারণ করা থাকে।

৩৯. যারা আল্লাহর বাণীসমূহ যথাযথভাবে পৌঁছে দেয় আর শুধু আল্লাহকেই ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করে না, (আল্লাহ তাদেরকে বিশেষ সুবিধা দিয়ে থাকেন। যেমন দাউদ আঃ এর ১০০ স্ত্রী ও ৩০০ দাসী ছিল। সুলাইমান আঃ এর ছিল ৩০০ স্ত্রী এবং ৭০০ দাসী। (কুরতুবী) আসলে মানুষের দায়িত্ব আল্লাহর হুকুম মেনে চলা। অন্যের ভালো মন্দের হিসাব কষা আমাদের কাজ নয়) হিসাবের জন্য

আল্লাহই যথেষ্ট।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ তাক্বদীর মহান আল্লাহর এক গোপন রহস্য। তাক্বদীরের উপর ঈমান (অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস) রাখা ফরজ এবং ঈমানের ৬টি মূলনীতির মাঝে ৫ম নম্বরে হচ্ছে তাক্বদীরের উপর ঈমান রাখা।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٤٠﴾

মুহাম্মাদ সাঃ কোনো পুরুষের পিতা নয়

পটভূমিঃ যাইনাবকে বিয়ে করার পর সমালোচকরা মুখরোচক আলোচনায় মেতে উঠলো। তাদের কথা হচ্ছেঃ মুহাম্মাদ বলে এক করে ভিন্ন। মুহাম্মাদ বলছেঃ ছেলের বউকে বিয়ে করা হারাম। আবার সে নিজেই ছেলের বউকে বিয়ে করলো? এতে নাযিল হলো...

৪০. মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়, সে হলো আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ সকল ব্যাপারে অবগত। (মুহাম্মাদ সাঃ এর ছেলে সন্তান ছিল। তবে তারা সবাই শিশু বয়সেই মারা গিয়েছে। তাদের কেউই পুরুষ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি।)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿٤١﴾ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿٤٣﴾

আল্লাহর যিকর ও সালাত

৪১-৪২. ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর যিকর করো, অধিক পরিমানে যিকর। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০) আর সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর তাসবীহ করো।

৪৩. তোমাদেরকে সকল প্রকার অন্ধকার (কুফুর) থেকে একমাত্র আলোর (ইসলামের) পথে বের করে আনতে আল্লাহ তোমাদের উপর সালাত (করুণা বর্ষণ) করেন এবং ফিরিস্তাও (তোমাদের জন্য সালাত তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে।) আল্লাহ মুঅমিনদের প্রতি খুবই সদয়।

জ্ঞাতব্যঃ সালাত শব্দের মূল অর্থ দ্বীন, আদর্শ, প্রার্থনা, ইত্যাদি। আর আরবী সালাত শব্দটি যখন ক্রিয়া পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন কর্তা অনুপাতে এর অর্থ পরিবর্তন হয়। যেমনঃ

- যদি বলা হয় "আল্লাহ বান্দাকে সালাত করেছেন"। এর অর্থ হবে আল্লাহ বান্দার প্রতি করুণা বা দয়া করেছেন।
- যদি বলা হয় "ফিরিস্তা সালাত করেছেন"। এর অর্থ হবে ফিরিস্তা আমাদের জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেছেন।
- যদি বলা হয় "বান্দা আল্লাহর কাছে সালাত করেছে" এর অর্থ হবে বান্দা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছে বা নামায পড়েছে।
- যদি বলা হয় "উম্মত নবীর উপর সালাত করেছে"। এর অর্থ হবে উম্মত নবীর উপর দরূদ পড়েছে।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿٤٤﴾

মুঅমিনদের শুভেচ্ছা ও প্রতিদান

৪৪. আল্লাহর সাক্ষাত দিবসে (আখেরাতে) মুঅমিনদের শুভেচ্ছা হবে "সালাম"। আর আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন সম্মানজনক প্রতিদান।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿٤٥﴾ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾ وَ لَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ دَعْ اَذٰىهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾

কাফির বা মুনাফিকের আনুগত্য

৪৫-৪৬. হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী এবং আল্লাহর অনুমোদন ক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী উজ্জ্বল এক প্রদীপ হিসেবে।

৪৭. মুঅমিনদের সুসংবাদ দাওঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

৪৮. আর (শোনো!) কোনো কাফির বা মুনাফিকের আনুগত্য মেনে নেবে না বরং তাদের দেয়া কষ্ট উপেক্ষা করো এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো। উকীল (রক্ষক) হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর হুকুমের বাইরে গিয়ে কোনো কাফির বা মুনাফিকের আনুগত্য করা বা অনুকরণ করা বিভ্রান্তি, ক্ষেত্র বিশেষে যা কুফর পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের সমাজের অনেকেই নেতা-নেত্রী, বাবা-মা, ময়-মুরব্বি, ইমাম, পীর বা হুজুরের আনুগত্য করতে গিয়ে শারীয়াহ নীতির বাইরে গিয়ে এমন কুফর করে থাকেন। যারা এমন করেন তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তাই সাবধান! বন্ধুগণ! সাবধান ! ! (আনুগত্য ও অনুকরণ সম্পর্কে জানতে একটু উপরে এ সূরার ৩য় আয়াত দেখে নিন)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَ سَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

নব-বধূকে স্পর্শ করার আগেই বিবাহ বিচ্ছেদ

৪৯. মুঅমিনগণ! তোমরা যখন কোনো মুঅমিনাহ নারীকে বিবাহ করবে এবং তাকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দিয়ে দেবে তখন ওই স্ত্রীকে (তালাকের) ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে না (সে ইচ্ছা করলে তৎক্ষণাৎ অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে।) আর তোমরা ওই নারীকে (বিদায়কালে সাধ্যমত) মাতা' (উপহার সামগ্রী) দিয়ে দেবে এবং সুন্দরভাবে বিদায় করবে।

আইন ও বিধানঃ বিয়ে করার পর স্পর্শ করার আগেও বিয়ে ভঙ্গ করা যায় এবং তখন তালাক দিলে তালাক হয়ে যায়। স্পর্শ করার আগে তালাক দিলে ওই নারীকে ইদ্দত পালন করতে হয় না। তালাকের পর ওই নারী চাইলে ততক্ষণাৎ অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে। স্পর্শ করার আগে স্ত্রীকে তালাক দিলে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক

দিতে হয়। তালাকের পর স্ত্রীকে বিদায় দেবার সময়ে কিছু উপহার দিয়ে বিদায় দেয়া উত্তম।
বিশেষ হুশিয়ারিঃ হে দুনিয়ার মানুষ! দেখো! ইসলামের বিধান কত সুন্দর আর তোমরা কী করছ?

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَ بَنٰتِ عَمِّكَ وَ بَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَ بَنٰتِ خَالِكَ وَ بَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَ امْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٠﴾

রাসূলের জন্য অধিক বিয়ের বৈধতা

৫০. হে নবী! আমি তোমার জন্য হালাল করে দিচ্ছিঃ তুমি যেসব নারীকে মোহর দিয়ে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ গণিমত হিসেবে তোমাকে যা দান করবেন এদের থেকে যেসব নারী তোমার হস্তগত হবে (মানে তুমি যতজনকে ইচ্ছা স্ত্রী এবং দাসী হিসেবে রাখতে পারবে।)
আর তোমার চাচার মেয়ে, তোমার ফুফুর মেয়ে, তোমার মামার মেয়ে ও তোমার খালার মেয়েদের থেকে যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে (তুমি শুধু তাদেরকে বিয়ে করতে পারবে।) আর কোনো মুঅমিনাহ নারী যদি নিজের সত্তা নবীকে দান করে দেয় আর নবী তাকে নিকাহ করতে চায় (তবে এটাও বৈধ হবে। এক সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী রাখার) এ বিধান শুধু তোমার (নবীর) জন্য, সাধারণ মুঅমিনদের জন্য (এ বিধান প্রযোজ্য) নয়। তাদের (সাধারণ মুঅমিনদের) স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে (একত্রে সর্বোচ্ছ ৪জন স্ত্রী রাখার) যে পরিমাণ আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি এ ব্যাপারে আমি অবগত, (সবকিছু পরিষ্কার করে দিলাম) যেন তোমাকে কোনো সমস্যায় পড়তে না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

জ্ঞাতব্যঃ চারজন মহিলা রাসূল সাঃকে সত্ত্বা দান করেছিলেন। এরা হলেনঃ

- মাইমূনাহ বিনত হারিছ,
- যাইনাব বিনত খুযাইমাহ আল-আনসারী যাকে উম্মু-ল-মাসাকীন (গরীব মিসকীনদের মা) বলে ডাকা হত,
- উম্মু শারীক বিনত জাবির
- এবং খাওলাহ বিনত হা'কীম রাঃহুন্না (কুরতুবী)।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আ'ইশাহ রাঃ বলেছেন যারা রাসূল সাঃকে সত্ত্বা দান করেছেন তাদের প্রতি আমার গিবতাহ (হিংসার বৈধ দিক) হত।
উল্লেখ্য হিংসা হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা অর্থাৎ অন্যের ভালো সহ্য করতে না পারা। আর গিবতাহ হচ্ছে অন্যের ভালো দেখে নিজে এমন হতে চাওয়া। ইসলামী বিধান মতে হিংসা অবৈধ কিন্তু গিবতাহ বৈধ।

আইন ও বিধানঃ কোনো নারী যদি কোনো পুরুষকে সত্ত্বা দান করে এবং পুরুষ এটা গ্রহণ করে আবু-হানীফাহ রাঃএর মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং মোহর ওয়াজিব হয়ে যাবে যদি সাক্ষী বিদ্যমান থাকে। আর অন্য ফিক্বহ মতে বিবাহ সম্পন্ন হবে না (কুরতুবী)

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَ تُـْٔوِيْۤ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَ لَا يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ بِمَاۤ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥١﴾ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَ لَاۤ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ﴿٥٢﴾

স্ত্রীদেরকে সময় দেওয়ার ব্যাপারে সমতা বজায় রাখা নবীর উপর ফরজ ছিল না

৫১. (হে নবী!) তুমি তোমার স্ত্রীদের থেকে যাকে খুশী কাছে ডাকতে পারবে এবং যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারবে। (স্ত্রীদের মাঝে সমতা বজায় রাখা উম্মতের উপর ফরজ হলেও নবীর উপর ফরজ ছিল না।) তুমি যাকে দূরে রাখবে তাকে আবার কাছে আনতে চাইলেও আনতে পারবে, এতে তোমার কোনো পাপ হবে না। আর (বিষয়টি পরিস্কার করে দিলাম) যাতে তোমার স্ত্রীদের চক্ষু শীতল থাকবে, তারা পেরশান হবে না, তুমি যে স্ত্রীকে যতটুকু সময় দেবে ততটুকু নিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ জানেন তোমাদের অন্তরে কি আছে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সহনশীল।

৫২. (হে নবী) এরপর আর কোনো নারী তোমার জন্য বৈধ নয় এবং কোনো স্ত্রীকে (তালাক দিয়ে তার) বদলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও না, যদিও কোনো নারীর সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে তুলে। তবে মালিকানাধীন দাসী রাখতে পারবে। আল্লাহ সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَ لٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَ لَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۫ وَ اللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ ؕ وَ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿٥٣﴾ اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٥٤﴾

দাওয়াত খাওয়ার আদব

পটভূমিঃ আনাস বিন মালিক রাঃ বলেনঃ যাইনাব বিনত জাহাশকে বিয়ে করার পর রাসূল সাঃ (ওয়ালিমাহ করলেন, রাসূল সাঃ যাইনাবের ঘরে) লোকজনকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলেন। খাবার শেষ করার পরও কিছু মানুষ বসে গল্প করতে লাগলো। (রাসূল সাঃএর নব বিবাহিতা স্ত্রী যাইনাব এ কক্ষেই দেয়ালের দিকে মুখ করে বসা ছিলেন। রাসূল সাঃ চাচ্ছিলেন লোকজন বেরিয়ে যাক কিন্তু মুখে কিছু বলতে লজ্জাবোধ করছিলেন। লোকজনকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত করার জন্য) রাসূল সাঃ নিজেই উঠে যেতে উদ্যত হলেন। তবুও কিছু লোক উঠলো না। পরে রাসূল সাঃ নিজেই উঠে চলে গেলেন। রাসূল সাঃ বাইরে যাবার পর লোকজন চলে গেল। তবুও তিন ব্যক্তি বসে গল্প করছিলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূল সাঃ এসে দেখলেন তারা এখনো বসে আছে। পরে তারা চলে গেলে আমি (আনাস রাসূল সাঃকে) খবর দিলাম। রাসূল সাঃ প্রবেশ করলেন। আমি ও প্রবেশ করতে চাইলাম কিন্তু তিনি পর্দা টেনে দিলেন। এসব ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হলোঃ (দেখুনঃ বুখারীঃ ৪৪২৮, ৪৪২৯)

৫৩. মুঅমিনগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর ঘরে প্রবেশ করবে না এবং (দাওয়াত) খেতে গেলে পাত্র (খুলে) দেখবে না। বরং দাওয়াত দেয়া হলে আসবে আর খাবার শেষ করে চলে যাবে। (খাবার পর বসে বসে) গল্প করতে লেগে যাবে না। এসব কাজ নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তোমাদের বলতে তিনি লজ্জা বোধ করেন। আর আল্লাহ সত্য বলার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেন না। তোমরা (নবী পরিবারের) নারীদের কাছে কিছু চাইলে বা তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে বা জিজ্ঞেস করবে। তোমাদের ও তাদের অন্তরের (পরিচ্ছন্নতার) জন্য এটাই পবিত্রতম (পন্থা)। রাসূলকে কষ্ট দেয়া বা রাসূলের (ইন্তিকালের) পর তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়, (এ বিধান) চিরদিনের জন্য। (তোমাদের কেউ এমন করলে) আল্লাহর কাছে এটা অনেক বড় (পাপ হিসেবে গণ্য হবে।)

৫৪. (আর মনে রেখো!) তোমরা কোনোকিছু প্রকাশ করো বা গোপন রাখো আল্লাহ সকল ব্যাপারে অবগত।

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَ لَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَ لَآ اِخْوَانِهِنَّ وَ لَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَ لَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَ لَا نِسَآئِهِنَّ وَ لَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَ اتَّقِيْنَ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿۵۵﴾

যাদের সাথে হিজাব না করলেও সমস্যা নেই

৫৫. তাদের (মুসলিম নারীদের) জন্য কোনো অসুবিধা নেই (তারা যদি) নিজের বাপ-দাদা তথা পূর্বপুরুষ, ছেলে-সন্তান তথা উত্তরপুরুষ, আপন ভাই, আপন ভাইয়ের ছেলে, আপন বোনের ছেলে, অন্য নারী, নিজের মালিকানাধীন দাস (থেকে হিজাব না করে। হে মুসলিম নারীরা!) তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

নবীর উপর সালাত ও সালাম

৫৬. নিশ্চয় আল্লাহ ও ফিরিস্তাগণ নবীর উপর সালাত করেন। হে মুঅমিনগণ! তোমরাও তার উপর সালাত করো এবং সালাম করো।

জ্ঞাতব্যঃ আরবী সালাত অর্থ প্রার্থনা, দ্বীন, ইবাদাত, ইত্যাদি। সালাত শব্দটি যখন ক্রিয়া পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন কর্তা অনুপাতে এর অর্থ পরিবর্তন হয়। যেমনঃ

- যদি বলা হয় "আল্লাহ বান্দাকে সালাত করেছেন"। এর অর্থ হবে আল্লাহ বান্দার প্রতি করুণা ও দয়া করেছেন।
- যদি বলা হয় "ফিরিস্তা মানুষের উপর সালাত করেছেন"। এর অর্থ হবে ফিরিস্তা আমাদের জন্য ইস্তিগফার করেছেন।
- যদি বলা হয় "বান্দা আল্লাহর কাছে সালাত করেছে" এর অর্থ হবে বান্দা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছে বা নামায পড়েছে।
- যদি বলা হয় "উম্মত নবীর উপর সালাত করেছে"। এর অর্থ হবে উম্মত নবীর উপর দরূদ পড়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٥٧﴾ وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٨﴾

যারা আল্লাহ, রাসূল বা মুঅমিন নর-নারীকে কষ্ট দেবে

৫৭. যারা আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেয় দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাদের উপর লা'নত করেন। তাদের জন্য তৈরি রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

৫৮. আর যারা বিনা দোষে মুঅমিন নর-নারীকে কষ্ট দেবে (বিচার দিনে) তারা সুস্পষ্ট পাপ আর অপবাদের বুঝা বহন করবে।

লা'নত পরিচিতিঃ মহান আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত থেকে চিরতরে বঞ্চিত করাকে লা'নত বলা হয়। আল্লাহর লা'নতের প্রভাবে দুনিয়ায় মানুষ হেদায়াত বঞ্চিত হয় আর আখেরাতে হয় জান্নাত থেকে বঞ্চিত।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

পর্দা করার পদ্ধতি

৫৯. হে নবী! তোমার স্ত্রীদেরকে, তোমার মেয়েদেরকে আর মুঅমিনাহ নারীদেরকে বলে দাওঃ তারা যেন (পর্দা করতে) নিজের উপর জিলবাব (চাদর) টেনে দেয়, যাতে (স্বাধীন ও সম্মানিত নারী হিসেবে) সহজভাবে তাদের চিনা যায় (কারণ তখনকার দিনে দাসীরা মাথা খোলা রেখে চলত), তাদের যেন উত্ত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

জ্ঞাতব্যঃ হিজাব বা পর্দা কয়েক ভাবে করা যায়। যেমন..

- ❖ নিজের শরীরকে কাপড় (বুরকা, চাদর বা অন্যকিছু) দিয়ে ঢেকে রেখে পর্দা করা যায়।
- ❖ কোনো ওয়াল বা বেড়ার আড়ালে রেখে অন্যদের চোখের অগোচরে থেকে পর্দা করা যায়।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَاۤ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٠﴾ مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْۤا اُخِذُوْا وَ قُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٦٢﴾

মুনাফিকদের স্বভাব ও পরিণতি

৬০. মদীনার মুনাফিকরা, রুগ্ন মনের লোকেরা, রটনাকারীরা (পাপাচার ও গাদ্দারী) থেকে বিরত না হলে আমি তাদের বিরুদ্ধে (পদক্ষেপ নেয়ার জন্য) তোমাকে ক্ষমতা দেব। তখন তারা খুব কমই তোমার সাথে অবস্থান করতে পারবে।

৬১. এরা (মুনাফিকরা) হলো অভিশপ্ত, এরা যেখানেই অবস্থান গাড়বে সেখান থেকেই ধরে এনে (পাপ অনুপাতে প্রয়োজনে) মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে।

৬২. এটাই আল্লাহর রীতি, এ রীতি অতীতকাল থেকেই চলমান। আল্লাহর রীতিতে তুমি কোনো পরিবর্তন খুঁজে পাবে না।

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿٦٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَ اَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿٦٤﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَاۤ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿٦٦﴾ وَ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّاۤ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَاۤ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿٦٨﴾

কিয়ামত, পরকাল এবং কাফিদের আফসোস ও দোয়া

৬৩. (হে নবী!) মানুষ তোমার কাছে (কিয়ামতের) সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। বলে দিওঃ এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান শুধু আল্লাহরই জানা আছে। তুমি জানো নাঃ সময় হয়ত অতি নিকটে।

৬৪-৬৮. আল্লাহ অবশ্যই কাফিরদের লা'নত করেন। আর তাদের জন্য তৈরি করেছেন জ্বলন্ত আগুন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তারা কোনো সাহায্যকারী বা আশ্রয়দাতা খুঁজে পাবে না। আগুনে উলট পালট করে তাদের জ্বালানো হবে। তখন তারা বলবেঃ হায় হায়! যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য মেনে নিতাম। তারা আরও বলবেঃ হে রাব্ব! আমরা আমাদের বড়দের এবং নেতাদের আনুগত্য করেছি। আর এরাই আমাদের বিভ্রান্ত করেছে। হে রাব্ব! এদের আযাব বাড়িয়ে দাও। আর এদের উপর লা'নত করো, অনেক বড় লা'নত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿٦٩﴾

উলঙ্গ হয়ে গোসল করা

৬৯. ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা কখনো তাদের মত হইও না যারা মূসাকে কষ্ট (অপবাদ) দিয়েছে, পরে যদিও আল্লাহ তাকে এসব কথা (অপবাদ) থেকে মুক্ত করেছেন। নিশ্চয় সে আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান।

জ্ঞাতব্যঃ বানী-ইসরাঈলের লোকেরা উলঙ্গ হয়ে দল বেঁধে গোসল করত এবং একে অন্যের গোপন অঙ্গ দেখত। তবে মূসা আঃ একাকী গোসল করতেন (যেন কেউ তার গোপন অঙ্গ দেখতে না পারে। মূসা আঃএর একাকি গোসলের কারণ মানুষ জানত না) মানুষ মনে করত মূসা আঃ এর অন্ডকোষ ফুলা তথা একশিরা রোগ (তাই তিনি একাকী গোসল করেন যেন মানুষ তার রোগের কথা জেনে না যায়। শত্রুরা মূসা আঃএর একশিরা রোগের কল্পকাহিনী সমাজে ছড়িয়ে দিল। সমাজের মানুষ তাকে একশিরা রোগী হিসেবেই চিনতে শুরু করলো। কিন্তু আল্লাহ তাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করার ফয়সালা করলেন।)

একদা মূসা আঃ পাথরে কাপড় রেখে গোসল করতে নামলেন। (গোসল শেষে কাপড় নিতে এলে) পাথরটি সচল হয়ে গেল। পাথরটি মূসা আঃএর কাপড় নিয়ে দৌড়ে পালালো। মূসা আঃ কাপড়ের জন্য পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছেন

এবং বলছেনঃ পাথর! আমার কাপড়, পাথর! আমার কাপড়। (পথে বানীইসরাঈলের একদল লোক বসা ছিল, পাথরটি মূসা আঃকে সেখানে নিয়ে গেল) লোকজন দেখলো মূসা আঃ এর অন্ডকোষ ঠিকই আছে। তারা বললঃ না.., আল্লাহর কসম! মূসার কোনো সমস্যা নেই। পাথরটি তখন দাঁড়িয়ে গেল। মূসা আঃ পাথরকে ধরে সজোরে আঘাত করলেন (কুরতুবীঃ বুখারী ও মুসলিম)

আইন ও বিধানঃ ইমাম কুরতুবী লিখেছেনঃ এ ঘটনা প্রমাণ করে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা বৈধ। আর এটাই জামহূরের (অধিকাংশ ইমামের) মত। শুধু ইবন আবু-লাইলা নামক একজন ফাক্বীহ অন্যমত পোষণ করেছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

তাক্বওয়ার গুরুত্ব ও ফজিলত

৭০-৭১. ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো এবং সঠিক কথা বলো। (এমন হতে পারলে) তিনি তোমাদের কাজকর্ম ঠিক করে দেবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন। আর (জেনে রাখো!) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করলো সে মহাসাফল্য অর্জন করলো।

তাক্বওয়া পরিচিতিঃ তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করলো তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী।
উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এতটুকু তাক্বওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা কুফর শিরকে জড়িয়ে গেলে তার ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে চির জাহান্নামী মুনাফিক হয়ে যাবে।

আবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কাবীরাহ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই এতটুকু তাক্বওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণ তাক্বওয়াঃ অর্থাৎ ছোটবড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এ তাক্বওয়ার অধিকারী করতে পারেন।

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿٧٢﴾

নিশ্চয় মানুষ জালিম ও জাহিল

৭২. আমি (আল্লাহ) অবশ্যই এ আমানত (আল-কুরআন) পৃথিবী ও পর্বতমালার কাছে পেশ করেছি,

কিন্তু তারা কেউই এর দায় নিতে রাজি হয়নি। কারণ তারা (এ দায়িত্বকে) ভয় পেয়েছে। আর মানুষ এ দায়ভার তুলে নিয়েছে। (মানুষ ভাবে নিঃ এ মহা দায়িত্ব পালন করা তাদের জন্য সহজ নয়) নিশ্চয় মানুষ জালিম (অধিকার হরণকারী, অবিচারী। অনেক মানুষই সঠিকভাবে কুরআনের অধিকার দিতে পারবে না। ফলে তারা নিজের উপর অবিচার করবে।) জাহিল (অজ্ঞ। তারা বুঝেনি কুরআন বহনের এ দায় কত বড় ও কঠিন।)

لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكٰتِ وَ يَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٣﴾

মুনাফিকের জন্য আছে আযাব আর মুঅমিনের জন্য আল্লাহর ক্ষমা

৭৩. মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে আল্লাহ অবশ্যই আযাব দেবেন। আর মুঅমিন পুরুষ ও মুঅমিনাহ নারীর তাওবাহ তিনি কবুল করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

সূরাহ সাবা ৩৪ سورة سبا

সাবা ইয়ামানের একটি প্রাচীন জনপদের নাম। সাবা ছিল রাণী বিলকিসের দেশ। সূরাহ নামল ২৭/২২ এ সাবার কথা বলা হয়েছে। এ সূরার ১৫ তম আয়াতেও সাবা নামক ওই জনপদের কথা আলোচিত হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ লুক্বমানের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৫৪টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْاٰخِرَةِ ؕ وَ هُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ﴿۱﴾ یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِی الْاَرْضِ وَ مَا یَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَ مَا یَعْرُجُ فِیْهَا ؕ وَ هُوَ الرَّحِیْمُ الْغَفُوْرُ ﴿۲﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল্লাহর গুণাগুণ

১. সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ; আসমানসমূহে যাকিছু আছে আর যমীনে যা কিছু আছে এ সবকিছুর তিনি-ই মালিক। আখেরাতেও সকল প্রশংসার তিনিই অধিকারী। তিনি হা'কীম (হুকুম দেয়ার, বিধান দেওয়ার এবং আইন দেয়ার একমাত্র মালিক, মহাবিচারক ও প্রজ্ঞাময়) সকল বিষয়ে অবগত। (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাঃ ৪)

২. তিনি জানেন যাকিছু মাটিতে প্রবেশ করে এবং যাকিছু মাটি থেকে উৎপন্ন হয়। আর যাকিছু আকাশ থেকে নাযিল হয় এবং যাকিছু আকাশে উঠে যায়। তিনি দয়াময় ক্ষমাশীল।

وَ قَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِیْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰی وَ رَبِّیْ لَتَاْتِیَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَیْبِ ۚ لَا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِی الْاَرْضِ وَ لَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ مُّبِیْنٍ ﴿۳﴾ لِّیَجْزِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِیْمٌ ﴿۴﴾ وَ الَّذِیْنَ سَعَوْ فِیْۤ اٰیٰتِنَا مُعٰجِزِیْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِیْمٌ ﴿۵﴾

আল্লাহর বিধানের বিপরীতে কাজ করা কুফর

৩. যারা কুফর করে তারা বলেঃ কিয়ামত হবে না। (তাদের) বলে দাওঃ অবশ্যই হবে। আমার প্রভুর কসম! যিনি (দৃশ্য) অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী। আসমানসমূহে এবং যমীনে অণু পরিমাণ কিছুও তার অগোচরে নয়, এরচেয়ে ছোট বা এরচেয়ে বড় কিছুও নয়, সব কিছু সুস্পষ্টভাবে কিতাবে

(লাউহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৪. যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে তাদের উপযুক্ত বদলা দিতে আল্লাহ (পরকালের এ ব্যবস্থা করেছেন।) তাদের জন্য রয়েছে সাধারণ ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিজক।

৫. আর যারা আমার বিধানকে ব্যর্থ/অকার্যকর করে দিতে কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক লাঞ্ছনার আযাব।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধানকে বা আল্লাহর বিধান কায়েমের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ বা অকার্যকর করে দিতে কাজ করা অথবা এ কাজকে সমর্থন করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কেউ এমন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম এমন করলে সে হয়ে যায় মুনাফিক। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٦﴾

আল-কুরআন এবং আল-কুরআনে বর্ণিত বিধানই একমাত্র সঠিক

৬. যারা জ্ঞানী তারা বুঝে; প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা নাযিল হয়েছে এটাই (কুরআন এবং কুরআনের বিধানই) সঠিক এবং এ কুরআন (বিশ্ববাসীকে) মহাপরাক্রমশালী চির প্রশংসিত আল্লাহর পথে পরিচালিত করে।

জ্ঞাতব্যঃ আল-কুরআন এ মহাবিশ্ব এবং বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান ও সংবিধান। আর একমাত্র এটাই সঠিক। এছাড়া বাকি সব মানব রচিত ও মনগড়া।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿٧﴾ اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ۭ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ﴿٨﴾ اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاۗءِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ﴿٩﴾

ইসলাম, ইসলামের নবী ও ইসলামী বিশ্বাস সম্পর্কে কাফির নেতাদের প্রপাগান্ডা

৭-৮. যারা কুফর করে তারা (কাফির নেতারা জনতাকে) বলেঃ আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত করাব যে বলেঃ যখন তোমরা (মরে) ছিন্নভিন্ন হয়ে (মাটিতে মিশে) যাবে তারপর আবার নাকি তোমাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?

(যে লোকটি এসব অবাস্তব আর উদ্ভট কথা বলছে তার নাম মুহাম্মাদ। জানিনা সে কেন এসব উদ্ভট কথা বলছে?) আসলে লোকটি কি উন্মাদ? না কি আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছে?

(তাদের এমন প্রপাগান্ডার জবাবে মহান আল্লাহ বলছেন) আসল ব্যাপার হলোঃ যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তারা (পরকালে) আযাব আর (দুনিয়ায়) ঘুরতর বিভ্রান্তিতে (নিমজ্জিত থাকবে।)

৯. তারা কি লক্ষ্য করে না? আসমানে, যমীনে তাদের সামনে, পিছনে (সর্বত্রই আমার ক্ষমতা ও

নিদর্শন বিরাজমান। তাদের এসব কুফরের পরিণাম হিসেবে) আমি চাইলে ভূমি ধ্বসে তাদের ধ্বংস করে দিতে পারি অথবা আকাশ ভেঙ্গে তাদের উপর ফেলে দিতে পারি। (কিন্তু আমি এমনটি করছি না। আমি তাদের অবকাশ দিচ্ছি) নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে অনুগত প্রতিটি বান্দার জন্য।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ﴿١٠﴾ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١﴾ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿١٢﴾

দাউদ আ. সুলাইমা আ. ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

১০. আর আমরা (আল্লাহ নিজে। অধিক সম্মান বুঝাতে "আমরা" শব্দটি বহুবচনে বলা হয়েছে) নিজ থেকেই দাউদকে অনেক অনুগ্রহ দান করেছিলাম (পাহাড়কে তার অনুগত হতে আদেশ দিয়েছিলাম।) হে পাহাড়! দাউদের সঙ্গ দেওয়ার (তথা দাউদের আনুগত্যের) মাধ্যমে আমার আনুগত হও, আর পাখিকুলকেও (এমন আদেশ দিয়েছিলাম।) দাউদের তরে আমি লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম।

জ্ঞাতব্যঃ এখানে পর্বত বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। তখন এটি হয়েছিল নবীর মু'জিযা হিসেবে সম্পূর্ণরূপে আর এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষ পর্বত বিজয় করছে আংশিকভাবে। আজকাল অনেক দেশ পাহাড় কেটে রাস্তা বানাচ্ছে। আর অনেকে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে তৈরি করছে সুড়ঙ্গ পথ। কেউ পাহাড় কেটে তৈরি করছে ঘরবাড়ি।

১১. (আমি দাউদকে হুকুম দিয়েছিলামঃ লোহা দিয়ে) সঠিকভাবে বর্ম বানাও, এর কড়াসমূহ মজবুতভাবে সংযুক্ত করো এবং (এ বর্ম ব্যবহার করে) সৎকাজ (আমার পথে যুদ্ধ) করো। আর (মনে রেখো) তোমরা যা করো নিশ্চয় আমি এসব প্রত্যক্ষ করি। (এখানে মারণাস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি এবং এর সুষ্ঠ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।)

১২. (দাউদের ছেলে) সুলাইমানের (অনুগত করে দিয়েছিলাম) বাতাসকে। (সে বাতাসে উড়ে বিশ্ব ভ্রমণ করত) তার এক সকাল ছিল এক মাস আর এক বিকাল ছিল এক মাস। (অর্থাৎ সুলাইমান আঃ এক সকালে এক মাসের পথ ভ্রমণ করতেন, তেমনি এক বিকালে এক মাসের পথ।) আমি তার জন্য প্রবাহিত করেছিলাম গলিত তামার প্রবাহ। প্রভুর হুকুমে একদল জিন্ন তার তত্তাবধানে কাজ করত। (হে মানুষ জেনে রাখো) যে ব্যক্তি আমার আদেশ অমান্য করবে আমি তাকে জ্বলন্ত আযাব আস্বাদন করাব।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও কুরআনঃ এ আয়াতে আকাশ ভ্রমণ এবং তামার প্রবাহের কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির জন্য এ দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আকাশ ভ্রমণ প্রযুক্তিগত উন্নতির মাইল ফলক। আর তামা হলো প্রযুক্তির কাঁচামাল। তামা দিয়ে তৈরি হয় কম্পিউটার, মোবাইলসহ আধুনিক যন্ত্রপাতির মাদার বোর্ড।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَ تَمَاثِيْلَ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْۤا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿۱۳﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖۤ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿۱۴﴾

সুলাইমান আঃ এর জিন্ন শ্রমিক

১৩. তারা (জিন্ন শ্রমিকরা) সুলাইমানের চাহিদা মত (সুরম্য) ভবন, (সুন্দর সুন্দর) প্রতিকৃতি, জাবিয়ার (পানির পুল, পানির হাউজ বা ডোবার) মত (ধাতব) থালা, বিরাট বড় বড় ডেগ, (ইত্যাদি) তৈরি করত। (আমি আদেশ দিয়েছি) হে দাউদ পরিবার! তোমরা সৎকাজ করবে আমার শোকর আদায়ের জন্য। (জেনে রাখো) খুব অল্প বান্দাই আমার শোকর আদায় করে থাকে।

১৪. আমি যখন তার মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করলাম (তখন সে লাঠিতে ভর দিয়ে জিন্নদের কাজ তদারকি করছিল। জিন্নরা সুলাইমানের ভয়ে কাজ করে যাচ্ছিল। তারা বুঝতেই পারেনি যে সুলাইমান আর জীবিত নেই) তার মৃত্যুর খবর প্রকাশ করেছিল ঘুনপোকা যা তার লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। (ঘুন পোকা লাঠি খেয়ে ফেললে) সুলাইমান মাটিতে পড়ে গেল। জিন্নরা বুঝতে পারলো (সুলাইমান আর জীবিত নেই। কোনো কোনো মানুষ মনে করে জিন্ন গাইব জানে) তারা যদি গাইব জানত তবে এ অপমানকর সাজা ভোগ করত না।

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّ شِمَالٍ ؕ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّ رَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿۱۵﴾ فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّ اَثْلٍ وَّ شَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ﴿۱۶﴾ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَ هَلْ نُجٰزِيْۤ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿۱۷﴾ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّ قَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَ اَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ﴿۱۸﴾

সাবাবাসীর অবস্থা ও পরিণতি

১৫. (ইয়ামানের) "সাবা"বাসীর আবাস স্থলে (আল্লাহর) নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। (শহরের) ডানে বামে দুটি উদ্যান (ফসলের মাঠ) ছিল। (আমি তাদেরকে বলেছিলাম) প্রভুর দেয়া রিজিক খাও, তার শোকর আদায় করো। (তোমাদের আছে) উন্নত নগর, (আছেন) ক্ষমাশীল প্রভু। (ইয়ামানের একটি প্রাচীন এলাকা "সাবা"। আর এ শব্দের প্রতি বিবেচনা করে এ সূরার নাম করণ হয়েছে সূরাহ সাবা।)

১৬. কিন্তু তারা (আমার বিধান) প্রত্যাখ্যান করলো। ফলে আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলাম বাধভাঙ্গা বান। (বানের লোনা পানিতে) উদ্যান দুটি বদলে গেল। (ফলগাছগুলো মরে গেল) বাকি রইলো শুধু বিষাদ ফল, ঝাউগাছ আর কিছু বরই গাছ।

বিঃ দ্রঃ আমার এক বন্ধু ইদানিং এলাকাটি ভ্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন এখানে এ জাতীয় গাছগুলো এখনো

বিদ্যমান আছে এবং এসব গাছের ফল অন্যান্য স্থানের ফল থেকে একটু আলাদা হয়ে থাকে।

১৭. আমি তাদেরকে এমন সাজা দিয়েছি তাদের কুফরের কারণে। এমন সাজা আমরা শুধু কাফিদেরকেই দিয়ে থাকি।

১৮. আমি "সাবা"বাসী এবং বরকতময় দেশের (শামের) মাঝে স্থাপন করেছিলাম উন্নত অনেক নগর, (মহাসড়কের দুই পাশে) বানিয়ে ছিলাম বিশ্রাম কেন্দ্র (সফরের ক্লান্তি দূর করার জন্য তারা এখানে বিশ্রাম করত, সংগ্রহ করত নিজেদের পাথেয় এবং পশুর খাবার।) সে পথ ধরে তারা দিনে ও রাতে নিরাপদে যাতায়াত করত। (উন্নত দেশ ও উন্নত সমাজ গড়তে চাই নিরাপদ ও উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা তথা অবকাঠামোগত উন্নয়ন।)

فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ۭ وَرَبُّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٢١﴾

ইবলিস শুধু প্ররোচনা দেয় আর মানুষ এসব মেনে নেয়

১৯. (এ উন্নত অবকাঠামো তাদের ভালো লাগলো না। তারা আল্লাহর বিধান অমান্য করলো। যেন) তারা বলছেঃ হে রাব্ব! আমাদের যাতায়াতে দূরত্ব এনে দাও। (এমন করে) তারা নিজের উপর অবিচার করলো। আমি (আযাব দিয়ে) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে তাদেরকে গল্পে পরিণত করে দিলাম। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে শোকরগোজার ও সবরকারী প্রতিটি ব্যক্তির জন্য।

শোকর ও সবর পরিচিতিঃ অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম শোকর আদায় করা আর যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকার নাম সবর করা।

২০. ইবলিস তার ধ্যান-ধারণাকে (মনগড়া মত ও পথকে) তাদের উপর চাপিয়ে দিল আর তারাও তার আনুগত্য মেনে নিলো। তবে একদল মুঅমিন (আল্লাহর বিধানে অবিচল রইলো।)

২১. মানুষের উপর ইবলিসের আধিপত্য চলে না। (মানুষ নিজ থেকে তার আনুগত্য না করলে শয়তান কাউকে বাধ্য করতে পারে না। তবে মানুষকে প্রতারিত করতে আল্লাহ শয়তানকে অবকাশ দিয়েছেন) এ কথা প্রকাশ করার জন্য যে, কে আখেরাত বিশ্বাস করে আর কে এ ব্যাপারে সন্দিহান। তবে সবকিছুই তোমার প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীন।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ﴿٢٢﴾

আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ বিপদমুক্ত করতে বা প্রয়োজন মিটাতে পারে না

২২. (হে নবী! তাদেরকে) বলো! তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে (মুশকিল কুশা বা হাজত রওয়া) মনে

করো, তাদের ডাকো (দেখো! তারা তোমাদের উদ্ধার করতে পারে কি না অথবা তোমাদের প্রয়োজন মিটাতে পারে কি না? আসলে পারবে না। কারণ) তারা আসমান বা যমীনে অণু পরিমাণ কোনকিছুরও মালিক নয়, কোনোকিছুতে তাদের অংশীদারিত্বও নেই। তাদের কেউ আসল সাহায্যকারী নয়। (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাঃ ৪)

وَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ؕ حَتّٰۤى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَا ذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿۲۳﴾

শাফায়াত

২৩. (একদল মানুষ মনে করেঃ তাদের পীর, মুরশিদ বা বানানো খোদাগণ পরকালে তাদের জন্য শাফায়াত করবে। তাদের এ ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে নাযিল হলোঃ সেদিন) আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো শাফায়া'ত কাজে আসবে না। (এক পর্যায়ে) যখন তাদের অন্তর থেকে ভীতি দূর করে দেয়া হবে, তখন তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবেঃ প্রভু কি বলেছেন? তারা বলবেঃ প্রভু ঠিকই বলেছেন। তিনি সবচেয়ে বড়, সর্বমহান।

জ্ঞাতব্যঃ পরকালে শাফায়াত করবে শুধুই মুঅমিনগণ। শাফায়াত করতে হবে নির্ধারিত নিয়ম মেনে এবং শাফায়াত হবে শুধুই ফাসিকের জন্য। কোনো কাফির মুশরিক নাস্তিক মুরতাদ বা মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করা যাবে না। (শাফায়াত সম্পর্কে জানতে দেখুন বাক্বারাহঃ ৪৮)

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَ اِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۴﴾ قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا وَ لَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۵﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَ هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿۲۶﴾ قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۷﴾ وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾

কাফিরদের জানিয়ে দাও

২৪. (হে নবী! তাদের) বলো! কে তোমাদেরকে রিজক দেয় আসমান বা যমীন থেকে? (এ প্রশ্নের উত্তরে তুমিই) বলে দাওঃ আল্লাহ। আর (এ কথাও বলে দাও যে) আমরা বা তোমরা (দুই দলের এক দল) অবশ্যই হেদায়াতের উপর অবিচল আছি আর অন্যরা আছে চরম বিভ্রান্তিতে।

২৫. (কাফিরদেরকে) বলে দাওঃ আমাদের পাপের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না। আর তোমাদের কাজের জন্যও আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না।

২৬. বলে দাওঃ আমাদের প্রভু (পরকালে) সবাইকে একত্রিত করে যথার্থ ফয়সালা করবেন। তিনিই সঠিক ফয়সালাকারী এবং মহাজ্ঞানী।

২৭. (মুশরিকদেরকে) বলে দাওঃ তোমরা আল্লাহর সাথে শিরক করে যাদেরকে তাঁর সাথে মিশিয়ে ফেলেছো/ফেলছো তাদেরকে আমার সামনে হাজির করো (দেখি তাদের কে কোন ক্ষমতার

অধিকারী) শোন! (এদের কারো কোনো ক্ষমতা নেই) আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

২৮. (হে নবী!) আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সকল মানুষের জন্য সাবধানকারী ও সুসংবাদদাতা হিসেবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এসব জানে না। (মুহাম্মাদ সাঃ সমগ্র মানব জাতির কাছে প্রেরিত, তিনি সকলের নবী।)

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٠﴾

সবকিছুর জন্যই সময় নির্ধারিত

২৯. তারা (আখেরাত অবিশ্বাসীরা মুসলিমদেরকে) বলেঃ তোমরা যদি সত্য হও তবে (বলো! পরকাল, পুনরুত্থান, হাশর, বিচার এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে দেওয়া) এসব প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে?

৩০. (তাদেরকে) বলে দাওঃ (এসব বাস্তবায়নের) প্রতিশ্রুত দিন নির্ধারিত (এবং সময় মতই এসে হাজির হবে) একটু আগেও আসবে না, একটু পরেও না।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖۚ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ الْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٣﴾

প্রতাপশালী বিভ্রান্ত নেতা আর অসহায় জনতার কথোপকথন

৩১. যারা কুফর করে তারা (এ দুনিয়ার জীবনে দম্ভ করে) বলেঃ এ কুরআনে আমরা ঈমান আনব না (তথা এ কুরআনের বিধান আমরা মেনে নেব না।) এবং আগেকার কোনো কিতাবও না। (তাদের এমন কথার প্রতিউত্তরে বলা হচ্ছেঃ হে নবী!) তুমি যদি দেখতেঃ (পরকালে) পাপিষ্ঠরা প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে পরস্পরের উপর দায় চাপাচ্ছে, অসহায়রা (জনতা) দাম্ভিকদের (নেতাদের) বলছেঃ (তোমরাই আমাদেরকে কুরআন থেকে ফিরিয়ে রেখেছ) তোমরা না হলে আমরা মুমিন হতাম (তথা কুরআনের মেনে চলতাম।)

৩২. দাম্ভিকরা (নেতারা) তখন অসহায়দের (জনতাকে) বলবেঃ আমরা কি তোমাদেরকে জবরদস্তি করে হেদায়াত (আল-কুরআন) থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম.? (মানে আমরা তোমাদের জবরদস্তি করিনি বরং) যখন হেদায়াত তোমাদের কাছে এসেছিল (তোমরা তখন নিজ থেকেই এটা গ্রহণ করনি এবং) তোমরা নিজেরাই পাপিষ্ঠ ছিলে।

৩৩. (তখন) অসহায়রা দাম্ভিকদের বলবেঃ আসলে রাতদিনের (তথা কালের ঘূর্ণা) চক্রই আল্লাহর সাথে কুফর করতে এবং আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করতে তথা শিরক করতে আমাদেরকে প্ররোচিত করেছে। আযাব দেখার পর তারা (নিজ নিজ কৃতকর্মের কথা ভেবে) মনে মনে লজ্জিত হবে (কিন্তু এতে কোনো কাজ হবে না।) আমি এসব কাফিরদের গলায় (জাহান্নামের) শিকল পরিয়ে দেব। (তাদেরকে জাহান্নামে ফেলে আল্লাহ তাদের উপর অবিচার করেননি। বরং) তাদেরকে শুধু নিজ নিজ কর্মফলই দেয়া হবে।

وَ مَآ اَرۡسَلۡنَا فِیۡ قَرۡیَۃٍ مِّنۡ نَّذِیۡرٍ اِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوۡهَاۙ اِنَّا بِمَآ اُرۡسِلۡتُمۡ بِهٖ کٰفِرُوۡنَ ﴿۳۴﴾ وَ قَالُوۡا نَحۡنُ اَکۡثَرُ اَمۡوَالًا وَّ اَوۡلَادًا ۙ وَّ مَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِیۡنَ ﴿۳۵﴾

ধন-সম্পদ ও জনসমর্থনের বাহাদূরী করা কাফিরদের স্বভাব

৩৪-৩৫. আমি যখনই কোনো জনপদে সাবধানকারী রাসূল পাঠিয়েছি সেখানকার নেতারা বলেছে "তোমাদের আনীত বিধান আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম"। তারা আরও বলেছেঃ আমরা ধনবল ও জনবলে (তোমাদের চেয়ে) অধিক শক্তিশালী। তাই তোমরা আমাদেরকে কোনো প্রকার সাজাই দিতে পারবে না।

قُلۡ اِنَّ رَبِّیۡ یَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَ یَقۡدِرُ وَ لٰکِنَّ اَکۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۳۶﴾ وَ مَآ اَمۡوَالُکُمۡ وَ لَاۤ اَوۡلَادُکُمۡ بِالَّتِیۡ تُقَرِّبُکُمۡ عِنۡدَنَا زُلۡفٰۤی اِلَّا مَنۡ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۫ فَاُولٰٓئِکَ لَهُمۡ جَزَآءُ الضِّعۡفِ بِمَا عَمِلُوۡا وَ هُمۡ فِی الۡغُرُفٰتِ اٰمِنُوۡنَ ﴿۳۷﴾

মুঅমিনের ধনসম্পদ আর জনসমর্থন

৩৬. (তাদেরকে) বলে দাওঃ নিশ্চয় আমার প্রভু যাকে খুশী অনেক সম্পদ দান করেন আর যাকে ইচ্ছা সীমিত। (কোনো ব্যক্তি বা জাতি নিজ থেকে ধনী হতে পারে না, নিজ থেকে গরীবও হয় না। সব ক্ষমতা আল্লাহর হাতে) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এসব জানে না।

৩৭. (হে মানুষ! শোনো!) ধনবল বা জনবল তোমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে দিতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে (তার ধনবল ও জনবল আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়ক হবে এবং) তাদের জন্য আপন কর্মের বদলে রয়েছে অনেক পুরস্কারের ব্যবস্থা, (জান্নাতের) প্রাসাদ সমূহে তারা নিরাপদে বসবাস করবে।

وَ الَّذِیۡنَ یَسۡعَوۡنَ فِیۡۤ اٰیٰتِنَا مُعٰجِزِیۡنَ اُولٰٓئِکَ فِی الۡعَذَابِ مُحۡضَرُوۡنَ ﴿۳۸﴾

যে বা যারা দ্বীনের বিপক্ষে অবস্থান নেবে তাদের পরিণাম

৩৮. আর যারা আমার আয়াত (কিতাব ও বিধানকে) অকার্যকর করতে চেষ্টা করবে তাদেরকে

(জাহান্নামের) আযাবে হাজির করা হবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ৩টি।

- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলা।
- ❖ দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা এবং অন্যদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া।
- ❖ আর দ্বীন কায়েমে সাধ্যমত প্রচেষ্টা করা।

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা এবং দ্বীন কায়েমে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরজ। পক্ষান্তরে আল্লাহর দ্বীনের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া, /দ্বীন বা দ্বীনের কোনো বিধানকে অথবা আল্লাহর বিধান কায়েমের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে কাজ করা বা এ কাজকে সমর্থন করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়।

قُلْ اِنَّ رَبِّیْ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ یَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهٗ ۚ وَ هُوَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ ﴿۳۹﴾ وَ یَوْمَ یَحْشُرُهُمْ جَمِیْعًا ثُمَّ یَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰۤؤُلَآءِ اِیَّاكُمْ كَانُوْا یَعْبُدُوْنَ ﴿۴۰﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِیُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا یَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿۴۱﴾ فَالْیَوْمَ لَا یَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّ لَا ضَرًّا ؕ وَ نَقُوْلُ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِیْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿۴۲﴾

জিন্নপূজা ও ফিরিস্তাপূজা

৩৯. (তাদেরকে) বলে দাওঃ নিশ্চয় আমার প্রভু তদীয় বান্দাদের থেকে যাকে খুশী অনেক ধনসম্পদ দান করেন আর যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করে দেন। আর (শোনো! আল্লাহর পথে) তোমরা যা কিছু খরচ করবে তিনি অবশ্যই এর বদলা দেবেন। তিনিই সর্ব উত্তম রিজকদাতা।

৪০. সেদিন (হাশরের দিন) আল্লাহ সবাইকে জমা করবেন, তারপর (মুশরিকদের প্রতি ইঙ্গিত করে) ফিরিস্তাদের জিজ্ঞেস করবেনঃ এরা কি তোমাদের ইবাদাত করত..?

জ্ঞাতব্যঃ কিছু মানুষ তাবিজ, ঝাড়ফুঁক, যাদুসহ নানাভাবে বিভিন্ন ফিরিস্তা ও জিন্নদের কাছে আশ্রয় চায়, সুরক্ষা কামনা করে, ধনসম্পদ ও আরোগ্য কামনা করে, ইত্যাদি নানা প্রকার সাহায্য কামনা করে। আসলে এগুলোও শিরকের-ই অংশ বিশেষ।

৪১. (মহান আল্লাহর এমন প্রশ্নের উত্তরে) ফিরিস্তারা বলবেঃ আপনি মহীয়ান আর আপনিই আমাদের একমাত্র ওয়ালী। (আসলে) এরা জিনদের ইবাদাত করত এবং এদের অনেকেই (জিন্নকে মহান ক্ষমতাধর বলে) বিশ্বাস করত। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাক্বারাহঃ ১০৭)

৪২. (তখন বলা হবে) আজ তোমাদের কেউ কারো কোনো উপকার করতে পারবে না, ক্ষতিও করতে পারবে না। (দুনিয়ার জীবনে) যারা জুলম (শিরক, পাপাচার, অধিকার হরণ) করে (আখেরাতে) আমরা তাদেরকে বলবঃ জাহান্নামের আযাব আস্বাদন করো যা তোমরা অস্বীকার করতে।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ۚ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٤٣﴾ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾

আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করার কৌশল

পটভূমিঃ কিছু মানুষ সরাসরি আল্লাহর কিতাব ও বিধানের বিরোধিতা না করে একটু ঘুরিয়ে বিরোধিতা করে। যেমন তখন বলতঃ এসব আল্লাহর বিধান নয়, সব মুহাম্মাদের রটনা। আর এখন বলেঃ এসব আল্লাহর বিধান নয়, এসব হলো মুল্লাতন্ত্র তথা হুজুরদের রটনা। এমন ধূর্ত বেইমানদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হচ্ছে...

৪৩. (দুনিয়ায়) তাদের সামনে আমার আয়াত (বিধান কিতাব) পাঠ করা হলে তারা বলতঃ আমাদের বাপদাদা/আকাবীর/জাতীয় নেতারা যাদের **"ইবাদাত"** করেগেছে ওই লোক (নবী মুহাম্মাদ) আমাদেরকে এসব (খোদা) থেকে বিরত রাখতে চায়। তারা আরও বলতঃ (এসব আল্লার বিধান নয়) সব তার মনগড়া রটনা। আসলে যখন তাদের কাছে সঠিক (কিতাব) এলো তখনই কাফিররা বললঃ এটা সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

৪৪. (কিন্তু আসল ব্যাপার হলোঃ যারা এমন করছে আসলে আসমানী কিতাব সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। কারণ) ইতোপূর্বে আমি তাদেরকে (মক্কার/আরবের লোকদেরকে) কোনো কিতাব দেইনি যা তারা পাঠ করছে (এবং এ থেকে জ্ঞান আহরণ করছে।) তোমার আগে তাদের কাছে পাঠাইনি কোনো রাসূল।

জ্ঞাতব্যঃ আরবের কাফির নেতারা আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে জানত না, দ্বীন সম্পর্কে বুঝত না। না জেনে, না বুঝে তারা এসব ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করত, এসব বিষয় নিয়ে বিচার ফায়সালা করত, যা আসলেই হাস্যকর। বর্তমান

সময়েও ইসলাম বিদ্বেষী কিছু নেতা ও জ্ঞান পাপীরাও না জেনে, না বুঝে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মন্তব্য করে, বিচার করে, ফায়সালা দেয়। অথচ ইসলাম সম্পর্কে বা আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই।

وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٥﴾ قُلْ
اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۛ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا
نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَي
اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٤٧﴾

কাফিরদের অবস্থান ও নবীর উপদেশ

৪৫. তাদের (এখনকার কাফিরদের) আগে যারা (এ পৃথিবীতে) ছিল তারাও (আল্লাহর বিধান এবং নবীরাসূলগণের নেতৃত্ব মেনে নিতে) অস্বীকার করেছিল। (আর তাদের মত এখন এরাও করছে।) আমি তাদেরকে যা কিছু (শক্তি সামর্থ্য) দিয়েছিলাম এর দশমাংশেও এরা পৌঁছাতে পারেনি। অথচ এরাও আমার রাসূলদের (মেনে নিতে) অস্বীকার করছে। (তবে তুমি এ নিয়ে চিন্তা করো না। এরা অচিরেই জেনে যাবে) আমার আযাব কেমন হয়।

৪৬. তুমি তাদেরকে বলো! আমি (নবী হিসেবে) তোমাদেরকে একটিমাত্র উপদেশ দিচ্ছিঃ (আর তা হলো তোমরা এক আল্লাহর আনুগত্য করো এবং এ আনুগত্য করতে গিয়ে) একজন একজন করে অথবা দুইজন দুইজন করে হলেও আল্লাহর (দ্বীনের) জন্য উঠে দাঁড়াও। আর ভেবে দেখো তোমাদের সঙ্গীর (মুহাম্মাদের) মাঝে কোনো উন্মাদনা নেই (যেমনটি বেইমানরা বলে বেড়াচ্ছে। আর মুহাম্মাদ কিছু বানিয়েও বলছে না।) সে শুধু আসন্ন মহা আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছে।

৪৭. বলো! আমি (আল্লাহর পথের দাওয়াত, প্রচার ও শিক্ষার বদলে) তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাচ্ছি না। (বরং আমি) এসব (করছি) তোমাদের কল্যাণের জন্য। (আমি যেহেতু আল্লাহর জন্য কাজ করি। তাই) আমার বিনিময় আল্লাহর দায়িত্বে থেকে গেলো। তিনি সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা।

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে /দ্বীনি উপদেশ দিয়ে /কুরআন হাদীছের কথা বুঝিয়ে মানুষ থেকে বিনিময় নেয়া নবীর শিক্ষা নয়। নবীরাসূলগণ এসব কাজ করতেন মানবতার কল্যাণে। তাই দ্বীনি ব্যাপারে আমরা যা করব এর বিনিময় শুধু আল্লাহর কাছে আশা করব।

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَاۗءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ﴿٤٩﴾

হাক্ব আর বাত্বিল

৪৮. বলো! আমার প্রভু হাক্ব (ইসলাম) দিয়ে (কুফরকে) আঘাত করেন, তিনি অদৃশ্য ব্যাপারেও অবগত।

হাক্ব ও বাতিল পরিচিতিঃ উল্লেখ্য হাক্ব অর্থ অধিকার, সঠিক, ইত্যাদি। ইসলাম মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন আদর্শ তাই সকল মানুষ তাদের বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বিষয়ে ইসলামি আদর্শ মেনে চলবে, এটা মানুষের উপর মহান আল্লাহর ন্যায়সঙ্গত অধিকার। তাই-তো আল কুরআনে হাক্ব বলে ইসলামকে

বুঝানো হয়েছে আর বাত্বিল বলে বুঝানো হয়েছে ইসলামের বিপরীত মতাদর্শ তথা কুফরকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আজকাল সামান্য মতপার্থক্যের কারণে আমাদেরই একদল মানুষ অন্য দলকে বাত্বিল বলে থাকেন।

৪৯. বলো! হাক্ব (ইসলাম) এসে গেছে, বাতিল (কুফর আর সার্বিকভাবে বিশ্বব্যাপী) বিজয়ী হতে পারবে না এবং (সামগ্রিকভাবে এ পৃথিবীতে কুফর) আর ফিরেও আসবে না। (বরং কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও না কোথাও ইসলাম এবং মুসলিম থাকবেই।)

জ্ঞাতব্যঃ মুসলিমের এক বর্ণনায় (হাদীছ নং ১৯২০) ছাওবান রাঃ বলেন, রাসূল সা. বলেছেনঃ আমার উম্মতের একদল মানুষ সদা সর্বদা হাক্বের উপর অধিষ্ঠিত থাকবে। বিরোধিতাকারীরা তাদের কোনো (আদর্শিক) ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত তারা এভাবেই থাকবে। (শব্দগত সামান্য পরিবর্তনসহ হাদীছটি বুখারীসহ অনেক কিতাবে বেশ কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিছু বর্ণনায় এসেছে তারা বাইতু-ল-মাক্বদিস এবং এর আশপাশের মানুষ তথা ফিলিস্থিনী।)

قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ ۚ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِىْٓ اِلَىَّ رَبِّىْ ۭ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ﴿٥٠﴾

হেদায়াতের একমাত্র উৎস আল্লাহ প্রদত্ত ওহী

৫০. (আরবের মুশরিক নেতারা জনতাকে বুঝাতঃ মুহাম্মাদ আল্লাহর দ্বীন থেকে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, সে হাজ্জ করে না, হাজীদের খেদমত করে না, ইত্যাদি। এর উত্তরে নাযিল হয়েছে) বলে দাওঃ আমি যদি বিভ্রান্ত হয়ে যাই তবে এ দায়ভার আমার উপরই বর্তাবে। আর আমি যদি সঠিক পথে চলি তবে এটা হবে প্রভু থেকে আগত ওহীর বদৌলতে। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, অতি নিকটে। (হেদায়াতের একমাত্র পথ ওহীর অনুকরণ। আল্লাহ থেকে আগত ওহী তথা আল-কুরআন বাদ দিয়ে অন্য বই, পুস্তক বা কিতাব থেকে হেদায়াত পাওয়া যাবে না)

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٥١﴾ وَّقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾

যারা ওহীর পথ ছেড়ে দেয় তাদের পরিণতি

৫১. (হে নবী! যারা ওহীর পথে চলে না তাদেরকে) তুমি যদি দেখতে (কিয়ামতে) তারা সন্ত্রস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে কিন্তু তখন পালানোর কোনো সুযোগ থাকবে না। বরং অতি কাছ থেকে-ই তাদেরকে ধরে ফেলা হবে।

৫২. আর (যারা ওহীর পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে) তারা বলেঃ আমরা ঈমান এনেছি কিন্তু (কুরআন হাদীছের কাছে না এসে) দূর থেকে (ঈমানের) নাগাল তারা কি করে পাবে..?

জ্ঞাতব্যঃ নাগালের বাইরে থেকে যেভাবে কোনো কিছু ধরা যায় না, ঠিক সেভাবেই কুরআন হাদীছ না বুঝে ঈমানদার হওয়া যায় না। যারা বলে "আমরা ঈমান এনেছি" কিন্তু কুরআন হাদীছের কাছে আসে না তাদের ঈমানের দাবী মূল্যহীন।

وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾ وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ﴿٥٤﴾

কুরআন বিমুখ জীবন যাপন করা কুফর

৫৩. (যারা ওহীর পথে চলে না) তারা ইতোপূর্বেও কুফর করেছে, তারা (ওহীর জ্ঞান থেকে) অনেক দূরে থেকে গাইবের ব্যাপারেও মিথ্যাচার করে থাকে।

৫৪. (পরকালে) তাদের এবং তাদের কামনা-বাসনার মাঝে অন্তরায় তৈরি করা হবে (তারা চাহিদা মত কিছুই পাবে না। তাদের সাথে এমন আচরণ করা হবে) যেমন ইতোপূর্বে অন্যদের সাথে করা হয়েছে। কারণ তারা সন্দেহে দোদল্যমান ছিল।

কুরআন বিমুখ জীবনঃ কুরআন বিমুখ জীবন-যাপন করা কুফর। যে বা যারা বাস্তব জীবনে কুরআন বিমুখ হয়ে যাবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। এমনকি এক সময়ে তাদের মুখায়ব বিকৃত করা হবে, তাদের লা'নত করা হবে এবং আরও নানা ধরনের সাজা দেয়া হবে। আমাদের সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয়েও অনেক মানুষ নানাভাবে এবং নানা পন্থায় কুরআন বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। যেমন..

- যেসব মুসলিম স্যাকুলার ধারায় জীবন যাপন করছেন তারা কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের বিধান হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনিক আইন মেনে চলা আর স্যাকুলাররা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রে-ই কুরআন পরিপন্থী আইন, বিধান ও নীতি মেনে কুরআন বিমুখ হয়ে যায়।
- যেসব মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় ঐক্য আর ন্যাশনালিজমের (আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের) মূল শিক্ষা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন।
- যেসব মুসলিম আক্বীদাহ বিশ্বাসে তথা আদর্শগতভাবে ডেমুক্রেট বা গণতান্ত্রিক হয়ে যায় তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দেয় আর গণতন্ত্র শিক্ষা দেয় মানুষের সার্বভৌমত্ব।
- যেসব মুসলিম আদর্শগতভাবে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ মেনে নিয়েছেন তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ আল-কুরআনের বিধান হচ্ছে সুদ হারাম আর পুঁজিবাদের মূল ভিত্তিই সুদ।
- যেসব মুসলিম উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যায় তথা যে বা যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলিতে রত তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য এবং সকল প্রকার অনৈক্য ও বিভাজনকে কুরআনে হারাম করা হয়েছে। এমনকি যে বা যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি করে তাদের সাথে রাসূল সাঃএর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে আল-কুরআন। (দেখুন সুরাহ আনয়া'মঃ ১৫৯)

সুতরাং হে আখেরাতমুখী ভাই ও বোনেরা! এখনো সময় আছে, সাবধান হয়ে যান। এবং আসুন! উল্লেখিত সকল মত ও পথসহ কুফর ও শিরকের সকল পথ ত্যাগ করে কুরআনের পথে ফিরে চলি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সহায় হও।

সূরাহ ফাত্বির ৩৫ سورة فاطر

ফাত্বির অর্থ বিদীর্ণকারী, উদ্ভাবক, সৃষ্টিকর্তা। মহান আল্লাহ তার অসীম কুদরতে বীজকে বিদীর্ণ করে বীজ থেকে অংকুর বের করেন তাই আল্লাহকে আল-ফাত্বির বলা হয়েছে। ফাত্বির শব্দটি সৃষ্টিকর্তা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ফুরক্বানের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৪৫টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَ مَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল্লাহর সৃষ্টি ও করুণা

১. সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর উদ্ভাবক, যিনি তার বার্তা বাহক হিসেবে নির্ধারণ করেছেন ফিরিস্তাদেরকে, যারা দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার ডানাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে সংযুক্ত করেন/করবেন যা খুশী/যেমন খুশী। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

জ্ঞাতব্যঃ মহান আল্লাহ অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাঁর সৃষ্টিতে সংযোজন করেন যা খুশী যেমন খুশী। যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নামে নতুন নতুন আবিস্কার ও সংযোজন হতেই চলেছে। আসলে এসবই আল্লাহর সৃষ্টি। কারণ আল্লাহ মানুষের মাথায় আইডিয়া ও বুদ্ধি দিয়েছেন বলেই মানুষ এসব করতে পারছে।

২. আল্লাহ মানুষের জন্য যে করুণা ও দয়া উন্মুক্ত করে দেন কেও এটা ফিরাতে পারে না। আর তিনি যা বন্ধ করে দেন কেও এটা খুলে দিতে পারে না। তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣﴾

আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে ধর্না দেওয়া

৩. হে মানুষ! তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে কি; যে আসমান বা যমীন থেকে তোমাদের জীবিকা সরবরাহ করবে? আসলে তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। (তোমরা মহান আল্লাহকে ছেড়ে দিয়েছো। ফলে) কোথায় কোথায় তোমাদের ধর্না দেয়ানো হচ্ছে।

জ্ঞাতব্যঃ মানুষ শুধু তার মালিকের কাছেই প্রার্থনা করবে, প্রভুর কাছেই ধর্না দেবে, এটাই আল্লাহর বিধান আর এটাই মানব জীবনের মূলনীতি। কিন্তু আল্লাহর বিধান না মানার কারণে মানুষ নীতিহীন হয়ে যায়। ফলে আল্লাহকে ছেড়ে তাদের মনগড়া খোদা, শয়তান এবং বিভ্রান্ত নেতাদের কাছে তাদেরকে ধর্না দিতে হয়।

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٤﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿٥﴾ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿٦﴾ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾ اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۫ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٨﴾

মানুষ, মানুষের কর্ম ও শয়তান

৪. (হে নবী!) তারা যদি তোমাকে (জীবনের আদর্শ এবং দেশ ও জাতির নেতা হিসেবে মেনে নিতে) অস্বীকার করে তবে (এজন্য দুঃখ নিও না। কারণ এসব নতুন কিছু নয়) আগেকার রাসূলগনকেও (মেনে নিতে এভাবেই) অস্বীকার করা হয়েছে। আর (মনে রেখো!) সবকিছু আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। (তিনিই সবকিছুর উৎস)

৫. হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সঠিক। তাই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে, ধোঁকায় ফেলতে না পারে মহান আল্লাহ সম্পর্কে।

৬. নিশ্চয় শয়তান তোমাদের চিরশত্রু। সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো। সে তার দলের প্রতি আহ্বান করে যেন (তার দলে যুক্ত হয়ে) তারা জাহান্নামের বাসিন্দা হয়ে যায়।

৭. যারা কুফর করে তাদের তরে কঠিন আযাব। আর যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে সাধারণ ক্ষমা আর মহাপুরস্কার।

৮. যে ব্যক্তির মন্দকাজকে শোভিত করে দেয়া হয় আর সে এটাকে ভালো মনে করে (সে আর ওই ব্যক্তি কি সমান, যে সৎকাজ করে?) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন আর যাকে খুশী হেদায়াত করেন। সুতরাং (আল্লাহ যাদের বিভ্রান্ত করেন) তাদের জন্য আফসোস করে তুমি নিজেকে ক্ষতিগ্রস্থ করো না। তারা যা করে আল্লাহ এ ব্যাপারে সম্যক অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ দুনিয়াতে অনেক মানুষ আছে যারা পাপ কাজ করে কিন্তু মনে করে তারা ভালো কাজ করছে। যেমনঃ

- ❖ যারা মূর্তিপূজা করে সুস্পষ্ট শিরক করে, তারাও মনে করেঃ তারা ধার্মিক।
- ❖ যারা নাস্তিক হয়ে নিজেকে জাহান্নামী বানিয়ে নিচ্ছে তারাও মনে করেঃ তারা আধুনিক, প্রগতিবাদী, মুক্তমনা।
- ❖ যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি বরং কাফির হয়ে নিজেকে চির জাহান্নামী বানিয়ে নিচ্ছে, তারাও ভাবছেঃ তারা ভালোই করছে।
- ❖ যারা মুসলিম হয়েও বাস্তব জীবনে ইসলাম মেনে চলছে না বরং মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাচ্ছে, তারাও মনে করছেঃ তারা ভালোই করছে।

- ❖ যারা ইসলামের নামে ভন্ডামী করছে, পীরপূজা, মাজারপূজা, কবরপূজায় মেতে আছে তারাও মনে করছেঃ তারা ভালোকাজ করছে।
- ❖ যারা বাস্তব জীবনে আল্লাহর বদলে অন্যের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে মুনাফিক হয়ে নিজেকে চির জাহান্নামী বানাচ্ছে তারাও ভাবছেঃ তারা ভালোই করছে।
- ❖ যারা মুসলিম হয়েও ঈমান বিনষ্টকারী কাজ করে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছে তারাও ভাবছেঃ তারা ভালোই করছে।
- ❖ যারা দ্বাইফ ও মাওদু রিওয়ায়াতের উপর ভর করে আক্বীদার নামে কুফর শিরক করে যাচ্ছে তারাও ভাবছেঃ তারা ভালোই করছে।
- ❖ যারা খতম শিন্নি ইত্যাদি নানা নামে বিদয়াত করে জাহান্নামের পথে এগিয়ে যাচ্ছে তারাও নিজেকে ধার্মিক ভাবছে এবং মনে করছেঃ তারা ভালোই করছে।
- ❖ যারা ইসলামের নামে দলাদলি করে বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে তারাও মনে করছেঃ তারা ভালোই করছে এবং তারাই সঠিক।
- ❖ যারা বাস্তব জীবনে আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে তারাও ভাবছেঃ তারা ভালোই করছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

وَ اللّٰهُ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ الرِّیٰحَ فَتُثِیۡرُ سَحَابًا فَسُقۡنٰهُ اِلٰی بَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَحۡیَیۡنَا بِهِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا ؕ کَذٰلِکَ النُّشُوۡرُ ﴿۹﴾

মেঘ, বৃষ্টি ও পুনরুত্থান

৯. আল্লাহ বাতাস পাঠিয়ে মেঘমালাকে উড়িয়ে (দিকবিদিক ছড়িয়ে) দেন। তারপর (এর থেকে নিসৃত পানি) পান করান কোনো মৃত জনপদকে। ফলে মৃতভূমি সজিব হয়ে যায়। এভাবেই হবে পুনরুত্থান।

مَنۡ کَانَ یُرِیۡدُ الۡعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الۡعِزَّةُ جَمِیۡعًا ؕ اِلَیۡهِ یَصۡعَدُ الۡکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الۡعَمَلُ الصَّالِحُ یَرۡفَعُهٗ ؕ وَ الَّذِیۡنَ یَمۡکُرُوۡنَ السَّیِّاٰتِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِیۡدٌ ؕ وَ مَکۡرُ اُولٰٓئِکَ هُوَ یَبُوۡرُ ﴿۱۰﴾

যে বা যারা দুনিয়ার মান-মর্যাদা প্রত্যাশা করে

১০. যে ব্যক্তি (দুনিয়ার জীবনে) মান-মর্যাদার প্রত্যাশা করে (সে জেনে রাখুক) সকল মর্যাদার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন।) পবিত্র বাক্য এবং সৎকর্ম তার কাছেই উত্থিত হয়। আর যারা মন্দ পথে চক্রান্ত করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব, তাদের সকল চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

وَ اللّٰهُ خَلَقَکُمۡ مِّنۡ تُرَابٍ ثُمَّ مِنۡ نُّطۡفَةٍ ثُمَّ جَعَلَکُمۡ اَزۡوَاجًا ؕ وَ مَا تَحۡمِلُ مِنۡ اُنۡثٰی وَ لَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلۡمِهٖ ؕ وَ مَا یُعَمَّرُ مِنۡ مُّعَمَّرٍ وَّ لَا یُنۡقَصُ مِنۡ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِیۡ کِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیۡرٌ ﴿۱۱﴾

আল্লাহর মহিমা ও জ্ঞান

১১. (হে মানুষ! শোনো!) আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর বীর্য থেকে (অর্থাৎ মাটি থেকে গাছ, গাছ থেকে ফল, ফল থেকে খাদ্য, খাদ্য থেকে রক্ত, রক্ত থেকে বীর্য, বীর্য থেকে মানুষ। এ সূত্র ধরে।) তারপর (বিপরীত লিঙ্গের সাথে) তোমাদের জোড়া ঠিক করে দিয়েছেন। কোনো নারীর গর্ভধারণ এবং প্রসবই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। কাকে দীর্ঘ জীবন দেওয়া হবে আর কাকে সংক্ষিপ্ত জীবন দেয়া হবে সব কিতাবে (লাউহে মাহফূজে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিশ্চয় এসব আল্লাহর জন্য অতি সহজ ব্যাপার।

وَ مَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَ مِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲﴾

আল্লাহর সৃষ্টির অপরূপ মহিমা

১২. (হে মানুষ! লক্ষ্য করো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন) দুই ধরনের সাগর (তথা পানির প্রবাহ কিন্তু এ উভয়টি আবার) সমান নয়। একটি মিষ্টি, সুস্বাদু ও সুপেয় আর অন্যটি লবণাক্ত, তেতো। আর (মিষ্টি ও লবণাক্ত) সকল প্রকার পানি থেকেই তোমরা আহরণ করো (মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর চর্বি ও কলেস্টরেল মুক্ত) তরতাজা মাংস, সংগ্রহ করো পরিধেয় অলংকারাদি (মনি, মুক্তা, হিরা, জহরত।) তুমি দেখবে সাগরে চলছে একের পর এক জাহাজ, যা দিয়ে তোমরা অনুসন্ধান করো আল্লাহর ফজল (আয় রোজগার ও ব্যবসা বানিজ্য। আল্লাহ তোমাদেরকে এতো কিছু দিয়েছেন) যেন তোমরা শোকর আদায় করো। (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম শোকর আদায় করা।)

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۙ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿۱۳﴾ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَ لَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ وَ لَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿۱۴﴾

১৩. তিনি রাতকে মিশিয়ে দেন দিনে আর দিনকে মিশিয়ে দেন রাতে। আর তিনিই নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্র। সবকিছু চলমান নির্ধারিত সময়ের জন্য। (যিনি এতসব করেছেন) তিনিই আল্লাহ, তোমাদের একমাত্র রাব্ব, সার্বভৌমত্বের তিনিই মালিক। আর তোমরা তাকে ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকছো এরা খেজুর বিচির (ভিতরে থাকা) খোসারও (অতি সামান্য কিছুরও) মালিক নয়।

১৪. (তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকছো এদের কিছু জীব আর কিছু জড়) তোমরা ডাকলে তারা (জড়রা) শোনে না। আর (জীবগুলো) শোনলেও কিছু করতে পারে না। বরং কিয়ামতের দিন তোমাদের এসব শিরক তারা অস্বীকার করবে। যিনি সকল বিষয়ে অবগত তিনিই কর্মফল

দেবেন, অন্য কেও কিছুই দিতে পারবে না।

জ্ঞাতব্যঃ অনেক মানুষ বিপদে পড়ে পীর, ফকিরকে ডেকে থাকে অনেকে আবার কিছু জীন্নদেরকেও ডেকে থাকে যারা জীব। আর কিছু মানুষ চন্দ্র, সূর্য ও বিভিন্ন দেব-দেবিদেরকে ডেকে থাকে যারা জড়।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَ اللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٥﴾ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٦﴾ وَ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿١٧﴾ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَ اِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ؕ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَ مَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

১৫. হে মানুষ! তোমরা সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ হলেন গা'নি (সবার থেকে অমুখাপেক্ষী) চির প্রশংসিত।

১৬-১৭. তিনি চাইলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারবেন এবং উত্থান ঘটাবেন অন্য সৃষ্টির। আর আল্লাহর জন্য এসব মোটেই কঠিন নয়।

১৮. (সেদিন) কেউ কারো পাপের দায় বহন করবে না। পাপী তার পাপের সামান্য দায় নিতে অনুরোধ করলেও কেউ এটা নেবে না, এমনকি কোনো নিকটআত্মীয়ও নেবে না। (আর এটাই হলো আসল কথা। কিন্তু তাসত্ত্বেও মানুষ পাপ করেই যায়। কারণ এটাই মানুষের স্বভাব।) তুমি শুধু ওই ব্যক্তিকেই সাবধান করতে পারবে যে অদৃশ্য প্রভুকে ভয় করে আর সালাত (প্রার্থনা, ইবাদাত, দ্বীন) কায়েম করে। আর (শোনো!) যে ব্যক্তি তাযকিয়্যাহ করলো (নিজেকে পাপমুক্ত রাখলো) সে নিজের জন্যই তাযকিয়্যাহ করলো। আর আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন (তাযকিয়্যাহ সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ১২৯)

وَ مَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ﴿١٩﴾ وَ لَا الظُّلُمٰتُ وَ لَا النُّوْرُ ﴿٢٠﴾ وَ لَا الظِّلُّ وَ لَا الْحَرُوْرُ ﴿٢١﴾ وَ مَا يَسْتَوِي الْاَحْيَآءُ وَ لَا الْاَمْوَاتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ مَاۤ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴿٢٢﴾ اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ﴿٢٣﴾ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ؕ وَ اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ﴿٢٤﴾

আদর্শিকভাবে মৃত মানুষ আর নবীর অক্ষমতা

১৯-২২. অন্ধ ব্যক্তি আর চক্ষুমান ব্যক্তি সমান নয়, (ঠিক তদ্রুপ কুফরের) অন্ধকারময় সকল পথ আর (ইসলামের) আলোকময় একমাত্র পথও (সমান নয়। অনুরূপভাবে সমান নয়) ছায়া আর রূদ্র এবং সমান নয় জীবিত আর মৃত। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর বাণী) শুনাবেন যাকে খুশী। আর তুমি (মুহাম্মাদ) এমন কাউকে শুনাতে পারবে না যারা কবরে (চলে গেছে অর্থাৎ মরে গেছে। প্রাণীর জীবন হলো রূহ আর অন্তরের জীবন হলো ঈমান। ইসলাম মানব জীবনের একমাত্র সঠিক আদর্শ আর ঈমান ওই আদর্শের জিবনীশক্তি। তাই যাদের অন্তরে ঈমান নেই তারা আদর্শিকভাবে মৃত। এমন মৃত মানুষকে

শোনাতে আল্লাহ সক্ষম হলেও নবী এমন কাউকে শোনাতে সক্ষম নয়।)

২৩-২৪. তুমি (নবী) শুধুই একজন সতর্ককারী। আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সঠিক (বিধান) দিয়ে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। (রাসূল পাঠানো আমার চিরাচরিত নিয়ম। দুনিয়ার ইতিহাসে) এমন কোনো জাতি ছিল না যাদের কাছে সতর্ককারী (রাসূল) আসেনি।

وَ اِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٦﴾

জীবনের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে নবীকে না মানার পরিণতি

২৫. (হে নবী! যেসব মানুষ বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলে না) তারা যদি (জীবনের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে) তোমাকে (মেনে নিতে) অস্বীকার করে তবুও (তুমি দুঃখ করো না। কারণ) তাদের আগে যারা ছিল তারাও (তাদের জীবনের আদর্শ হিসেবে নবীকে মেনে নিতে) অস্বীকার করেছিল। অথচ রাসূলগণ তাদের কাছে এসেছিল সুস্পষ্ট প্রমাণ, লিখিত (বিধান) ও আলোকময় কিতাব নিয়ে।

২৬. অতঃপর (জীবনের আদর্শ হিসেবে রাসূলকে না মানার কারণে) আমি কাফিরদের পাকড়াও করেছি। (খবর নিয়ে দেখো!) না মানার পরিণতি কেমন ছিল?

জ্ঞাতব্যঃ রাসূলই বিশ্ব মানবতার জন্য আল্লাহর মনোনীত জীবনের অনুকরণীয় একমাত্র আদর্শ। রাসূলের বিপরীতে অন্য কাউকে জীবনের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে মেনে নিলে কুফর হয়। আর কোনো মুসলিম এমন করলে সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিকের সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। এমন লোক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহ ৯/৮৪)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ؕ وَ مِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيْبُ سُوْدٌ ﴿٢٧﴾ وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَآبِّ وَ الْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿٢٨﴾

রঙ্গিন এ পৃথিবীতে প্রকৃত অর্থে আল্লাহকে ভয় করে যারা

২৭. তুমি কি দেখো না? আল্লাহ আসমান থেকে বর্ষণ করেন পানি, আর এর দ্বারা উৎপন্ন করেন নানা রঙ্গের ফল-ফসল। আর পাহাড়সমূহের কোনোটি সাদা, কোনোটি লাল, কোনোটি নানা রঙ্গের আর কোনোটি হয় একেবারে কালো।

২৮. আর মানুষ, কীটপতঙ্গ, পশু (পাখি ইত্যাদিও) এমনিভাবে রংবেরঙ্গের হয়। (এসবই আল্লাহর সৃষ্টি নিপুণতা।) আল্লাহর গোলামদের মাঝে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে বেশী ভয় করে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (জ্ঞানই আলো। আল্লাহকে প্রকৃত ভয় করতে এবং আল্লাহর পথে চলতে জ্ঞানের বিকল্প নেই। আর কুরআন ভিত্তিক জ্ঞানই আসল জ্ঞান।)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٣٠﴾

সফল বণিক

২৯-৩০. যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে আর আমার দেয়া সম্পদ গোপনে প্রকাশ্যে (আমার পথে) খরচ করে কেবল তারাই এমন (লাভজনক ও সফল) বানিজ্যের (জীবন ও সম্পদের বিনিময়ে জান্নাতের) আশা করতে পারে যাতে কোনো ক্ষতি নেই, আল্লাহ তাদের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে (এ প্রতিদান) আরও বাড়িয়ে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল চিরকৃতজ্ঞ। (উল্লেখ্য সালাত অর্থ প্রার্থনা/নামায, ইবাদাত, দ্বীন, ইত্যাদি)

وَ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَ مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٣٢﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ لُؤْلُؤًا ۚ وَ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٣٣﴾ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ﴿٣٥﴾

আল্লাহর কিতাব এবং কিতাবের ৩ শ্রেণীর ধারক/উলামা

৩১. (হে নবী!) আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যে কিতাব দিয়েছি এটাই সঠিক, এটা আগেকার (কিতাব, নবী ও শারীয়াহর) সত্যায়নকারি। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের ব্যাপারে অবগত, প্রত্যক্ষদর্শী।

৩২-৩৩. অতঃপর আমি আমার বান্দাদের মাঝে যাদেরকে (এ কিতাবের ধারক হওয়ার জন্য) মনোনীত করব তাদেরকে এ কিতাবের (ইলমের) উত্তরাধিকারী বানাব। তখন (ইলম হাসিলের পর তাদের সবাই আবার সমান থাকবে না। বরং) কেউ কেউ নিজের উপর জুলমকারী (তথা পাপিষ্ঠ) হয়ে যাবে আর কেউ কেউ (পাপ-পুণ্যে) সমান থাকবে এবং কেউ কেউ সৎকাজে অগ্রগামী থাকবে আল্লাহর অনুগ্রহে। আর এটাই হলো সর্বমহান অনুগ্রহ (আর এর ফল হলো) চিরস্থায়ী জান্নাত। তারা সেখানে অবস্থান করবে এবং সেখানে তারা সোনার ও মুক্তার কাঁকনে সজ্জিত থাকবে আর তাদের পোশাক হবে রেশমের। (সেজে গোঁজে থাকা এবং আনন্দফুর্তি করাই হবে জান্নাতীদের কাজ) (উলামা ৫ প্রকার হয়ে থাকেন এবং এ সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৬ষ্ঠ বই "জ্ঞানের সঠিক উৎস ও জ্ঞান অর্জনের সঠিক পদ্ধতি" অধ্যায়টি।)

৩৪-৩৫. তারা বলবেঃ সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ যিনি আমাদের সকল পেরেশানী দূর করে

দিয়েছেন। নিশ্চয় আমাদের প্রভু ক্ষমাশীল, কৃতজ্ঞ। যিনি তাঁর নিজ দয়ায় আমাদেরকে সুন্দর আবাসন দান করেছেন। যেখানে কোনো কষ্ট নেই, নেই কোনো ক্লান্তি।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۭ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۭ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاۗءَكُمُ النَّذِيْرُ ۭ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٣٧﴾

কুফরের পরিণাম

৩৬. আর যারা কুফর করে তাদের তরে বরাদ্দ আছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তাদের জীবন আর শেষ হবে না, তাদের মৃত্যুও হবে না, কমানো হবে না আযাব। কাফিরদের কর্মফল আমরা এভাবেই দিয়ে থাকি।

৩৭. তারা সেখানে চিৎকার চেঁচামেচি করবে (এক পর্যায়ে বলবে) হে রাব্ব! (একটি বারের মত এখান থেকে) বের করে দাও, (প্রতিজ্ঞা করছি এবার সুযোগ পেলে) সৎকাজ করব যা আগে করিনি। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি (দুনিয়ায়) তোমাদেরকে জীবনকাল দান করিনি? তোমরা চাইলে তখন (আমার বিধান) গ্রহণ করতে পারতে। তোমাদের কাছে এসেছিল সতর্ককারী (রাসূল। তখন তোমরা জীবনের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে রাসূলদেরকে গ্রহণ করনি। ফলে এখন আযাব) আস্বাদন করো। পাপিষ্ঠদের সাহায্য করার কেউ নাই।

কুফর পরিচিতিঃ কুফর অর্থ অমান্য করা, অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা, গোপন করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা, ইত্যাদি। সে মতে আল্লাহর কোনো বিধান অথবা আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য গোপন করা, অমান্য করা, অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা, ইত্যাদি হলো কুফর। আল্লাহর কোনো বিধান বা আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য নিয়ে উপহাস করা এবং যাদু করাও কুফর। রাসূল সা.কে গালি দেওয়া, রাসূলকে অসম্মান করা অথবা রাসূলের আদেশের অবাধ্য হয়াও কুফরের শামিল। কোনো মুসলিম যদি কুফর করে তবে তাঁর ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٣٨﴾ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰۗىِٕفَ فِي الْاَرْضِ ۭ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۭ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

কাফিরের পরিণতি

৩৮-৩৯. নিশ্চয় আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর সকল অদৃশ্য বিষয়েও আল্লাহ অবগত। নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয়েও অবগত। তিনি এ যমীনে তোমাদেরকে খালীফাহ বানিয়েছেন। সুতরাং কেউ কুফর করলে এর দায় তাকেই নিতে হবে। কুফর কাফিরদের উপর প্রভুর ক্রোধকে বর্ধিত করে। কুফর কাফিরদের ধ্বংসকেই কেবল বাড়িয়ে তুলে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٤٠﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَ لَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤١﴾

শিরক, শুরাকা ও মুশরিক

৪০. (হে নবী! তাদের) বলো! (জিজ্ঞেস করো) আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য যেসব শুরাকা (যাদেরকে আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত মনে করা হয়) আছে এদের ব্যাপারে ভেবে দেখেছ কি? আমাকে দেখাও তো পৃথিবীতে এরা কি সৃষ্টি করেছে? না কি আকাশ সৃষ্টিতে এদের কোনো অংশীদারিত্ব রয়েছে? (আসলে সৃষ্টি আল্লাহর। তাই কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব এবং সার্বভৌমত্বও হবে শুধুই আল্লাহর, দাসত্বও করতে হবে শুধুই আল্লাহর আর মেনে চলতে হবে শুধুই আল্লাহর বিধান। এটাই চিরাচরিত নিয়ম ও রীতিনীতি। এখন তোমরাই ভেবে দেখো; এতসব রীতিনীতি বাদ দিয়ে মানুষ কেন শিরক করে?) না কি আমি তাদের কাছে কোনো কিতাব দিয়েছি যে কিতাবে উল্লেখিত দলীলের ভিত্তিতে তারা শিরক করছে? আসলে পাপিষ্ঠরা পরস্পরকে প্রতারিত করতে নানা প্রতিশ্রুতি দেয়। (আর এসব মিথ্যা প্রতিশ্রুতির দ্বারা প্রতারিত হয়ে মানুষ শিরক করে)

৪১. নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ এবং পৃথিবীকে সঠিক অবস্থানে রেখেছেন। নতুবা এসব (কক্ষপথ থেকে) বিচ্যুত হয়ে যেত। আর বিচ্যুত হয়ে গেলে এসবকে সঠিক অবস্থানে রাখার কে আছে আল্লাহ ছাড়া? নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল (তাই শিরক করা সত্ত্বেও মানুষকে তৎক্ষণাৎ আযাব দেন না)

শিরক, মুশরিক ও শুরাকা পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। আল্লাহর জাতিসত্তা বা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে আল্লাহর শরীক বা সমকক্ষ বানানো অথবা আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করার নাম শিরক। যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে মুশরিক বলা হয় আর যে সকল মানুষ বা বস্তুকে আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত মনে করা হয় এসবকে বলা হয় শুরাকা। আমাদের সমাজে নানা পদ্ধতিতে এবং নানাভাবে শিরক হয়ে থাকে। যেমন...

- ❖ আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্তায় শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে ইবাদাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বানানো আইন বা বিধান মেনে নিলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যের বিচার বা শাসননীতি মেনে নিলে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে শিরক হয়।
- ➢ উল্লেখিত শিরকসমূহ হচ্ছে বড় শিরক। নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক...
- ❖ আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে কসম করলে শিরক হয়।
- ❖ মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং

রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে রিয়াকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে।

❖ কুরআনের আয়াত (বা মাসনূন দোয়া) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়।

(শিরক সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র শিরক অধ্যায় দেখে নিন)

وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرَا ﴿٤٢﴾ اسْتِكْبَارًا فِي الْاَرْضِ وَ مَكْرَ السَّيِّئِ ؕ وَ لَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ؕ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ﴿٤٣﴾ اَوَ لَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ﴿٤٤﴾ وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّ لٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

মুশরিকদের কসম এবং আল্লাহর রীতি

পটভূমিঃ বানী-ইসরাঈলের (ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের) কাছে আল্লাহ অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলেন। তাসত্ত্বেও তারা দ্বীনের উপর অবিচল থাকতে পারেনি। বিষয়টি অনুধাবন করে মক্কার মুশরিক নেতারা বলতঃ আল্লাহ যদি আমাদের কাছে রাসূল পাঠাতেন তবে আমরা হতাম সবচেয়ে হেদায়াত প্রাপ্ত জাতি। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৪২-৪৩.তারা (আরবের মুশরিক নেতারা) আল্লাহর নামে পরিপক্ষ কসম করে বলতঃ যদি তাদের মাঝে কোনো সাবধানকারীর (রাসূলের) আগমন ঘটত তবে তারা অন্য সকল জাতির চেয়ে অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত হত। আর যখন তাদের কাছে সাবধানকারী (রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ) আগমন করলো তখন (ঈমান ইসলাম ও রাসূল থেকে) তাদের পলায়নই বৃদ্ধি পেলো আর তাদের অহমিকা ও চক্রান্ত আরও বেড়ে গেলো। (জেনে রাখো) চক্রান্তের কুফল চক্রান্তকারীর উপর পতিত হয়। (আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম হলোঃ দ্বীনের বিরোধিতাকারীরা আযাবে ধ্বংস হয়) তারা কি চলমান সেই নিয়মেরই অপেক্ষা করছে? আল্লাহর নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না। আল্লাহর নিয়মে কোনো পরিবর্ধন পাবে না।

৪৪. তারা কি যমীনে ভ্রমণ করে না? (করলে) আগেকার কাফিরদের পরিণতি দেখতে পেত। যারা এদের চেয়ে অনেক ক্ষমতাধর ছিল। আসল ব্যাপার হলো আসমানে বা যমীনে কেও আল্লাহকে ঠেকাতে পারে না। নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী, মহাক্ষমতাধর।

৪৫. আল্লাহ যদি পাপের জন্য মানুষকে (ততক্ষনাৎ) পাকড়াও করতেন তবে যমীনে একটা প্রাণীও বাকি থাকত না। তিনি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন। (তিনি তখনই আযাব দেন) যখন নির্ধারিত মেয়াদ চলে আসে। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রত্যক্ষ করেন।

ইয়া সীন ৩৬ سورة يٰسٓ

ইয়া সীন, হলো বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এসবের অর্থ, মর্ম এবং এভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ জিন্নের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৮৩টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ﴿١﴾ وَ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾ وَ جَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল-কুরআন

১-৪. ইয়া সীন, আল-কুরআন আল-হাকীম (জ্ঞানগর্ভ, প্রজ্ঞাময়, হুকম সম্বলিত কুরআন) এর কসম! অবশ্যই তুমি সীরাত মুস্তাক্বীমে প্রতিষ্ঠিত একজন রাসূল।

হুকম ও হাকীম পরিচিতিঃ হাকিম ও হাকীম শব্দ দুটি আরবী হুকম ও হিকমাহ শব্দ থকে গঠনকৃত। এর মধ্যে হিকমাহ শব্দটি জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল-কুরআনে হিকমাহ শব্দটি নবুয়ত, শরীয়ত, রাসূলের সুন্নত, ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আরবী হুকম (حكم) শব্দটি বেশ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটাই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটাই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্দীন বা আহকামু-শ-শারীয়া'হ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়াহ আইন)
- হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- হুকম অর্থ শাসন । (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)
- হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হাকিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক)

আর এসব বিষয় বিবেচনা করে "হুকম সম্বলিত কুরআন" বলে আমরা বুঝতে পারি জ্ঞানগর্ভ কুরআন, প্রজ্ঞাময় কুরআন, বিজ্ঞানময় কুরআন, আল্লাহর আদেশ সম্বলিত কুরআন, আইন ও বিধান সম্বলিত কুরআন, ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ সম্বলিত কুরআন, বিচার ও শাসনের নীতিমালা সম্বলিত কুরআন, মানব জীবনের সকল বিষয়ে নীতি নির্ধারণকারী কিতাব হচ্ছে কুরআন।

৫-৬. (এ কুরআন) নাযিল হয়েছে মহাপরাক্রমশালী ও দয়াময় (আল্লাহ) থেকে (এবং এ কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যসমূহের মাঝে অন্যতম একটি হলো) যেন তুমি (এ কুরআন দ্বারা) ওইসব লোককে সাবধান করে দিতে পার (ইতোপূর্বে) যাদের পূর্বসূরিদেরকে সাবধান করা হয়নি এবং তারা বে-খবর।

৭. তবে তাদের অনেকের উপরই (আল্লাহর) বাণী বাস্তবায়িত হবেঃ "তারা ঈমান আনবে না"।

৮. (আর যারা ঈমান আনবে না) অবশ্যই আমি তাদের গলায় (জাহান্নামের) বেড়ি পরিয়ে দেব যা তাদের চিবুক পর্যন্ত পৌছাবে, তখন তারা উর্দ্ধমুখী হয়ে থাকবে।

৯. আর আমি তাদের সামনে প্রাচীর বানিয়ে দিয়েছি, পিছনেও প্রাচীর বানিয়ে দিয়েছি, (তথা প্রাচীরে প্রাচীরে) তাদের ঢেকে দিয়েছি। ফলে তারা কিছুই দেখতে পেলো না/দেখতে পায় না।

জ্ঞাতব্যঃ একদা মক্কার মুশরিকরা রাসূল সাঃকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। কিন্তু কাছে আসার পর তাঁকে দেখতে পেলো না। অনেকের মতে উক্ত আয়াতে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর অনেকের মতে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের অন্ধত্ব তথা বিভ্রান্তির কথা বলা হয়েছে। (আসল ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন)

وَ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَاَنۡذَرۡتَهُمۡ اَمۡ لَمۡ تُنۡذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۰﴾ اِنَّمَا تُنۡذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكۡرَ وَ خَشِىَ الرَّحۡمٰنَ بِالۡغَيۡبِ ۚ فَبَشِّرۡهُ بِمَغۡفِرَةٍ وَّ اَجۡرٍ كَرِيۡمٍ ﴿۱۱﴾ اِنَّا نَحۡنُ نُحۡىِ الۡمَوۡتٰى وَ نَكۡتُبُ مَا قَدَّمُوۡا وَ اٰثَارَهُمۡ ؕ وَكُلَّ شَىۡءٍ اَحۡصَيۡنٰهُ فِىۡۤ اِمَامٍ مُّبِيۡنٍ ﴿۱۲﴾

যারা কুরআন বিমুখ জীবন যাপন করে তাদের উপদেশ দিয়েও কাজ হয় না

১০. (বাস্তব জীবনে যারা কুরআনের বিধান মানে না) তুমি তাদেরকে (আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে) সাবধান করো অথবা সাবধান না করো, তাদের জন্য সব-ই বরাবর (এতে তাদের কিছু-ই যায় আসে না) তারা ঈমান আনবে না।

১১. তুমি সাবধান করতে পারবে শুধু তাকেই যে এ যিকর (আল-কুরআন) এর অনুকরণ করে এবং অদৃশ্যভাবেও রাহমানকে ভয় করে। (যে ব্যক্তি এমন হতে পারবে) তাকে সুসংবাদ দাও সাধারণ ক্ষমা আর সম্মানজনক প্রতিদানের।

১২. আমিই মৃতকে জীবিত করি, তাদের আ'মাল এবং আছার (প্রবাহমান সাদাকাহ) সমূহ লিখে রাখি। আমি সবকিছু সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করি সুস্পষ্ট কিতাবে।

কুরআন বিমুখ জীবনঃ যে বা যারা বাস্তব জীবনে কুরআন বিমুখ হয়ে যাবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। এমনকি এক সময়ে তাদের মুখায়ব বিকৃত করা হবে, তাদের লা'নত করা হবে এবং আরও নানা ধরনের সাজা দেয়া হবে। আমাদের সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয়েও অনেক মানুষ নানাভাবে এবং নানা পন্থায় কুরআন বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। যেমন...

- যেসব মুসলিম স্যাকুলার ধারায় জীবন যাপন করছেন তারা কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের বিধান হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনিক আইন মেনে চলা আর স্যাকুলাররা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রে কুরআন পরিপন্থী আইন, বিধান ও নীতি মেনে কুরআন বিমুখ হয়ে যায়।
- যেসব মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় ঐক্য আর ন্যাশনালিজমের (আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের) মূল শিক্ষা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন।
- যেসব মুসলিম আক্বীদাহ বিশ্বাসে তথা আদর্শগতভাবে ডেমুক্রেট বা গণতান্ত্রিক হয়ে যায় তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দেয় আর গণতন্ত্র শিক্ষা দেয় মানুষের সার্বভৌমত্ব।
- যেসব মুসলিম আদর্শগতভাবে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ মেনে নিয়েছেন তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ আল-কুরআনের বিধান হচ্ছে সুদ হারাম আর পুঁজিবাদের মূল ভিত্তিই সুদ।

❖ যেসব লোক মুসলিম উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যায় তথা যে বা যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলিতে রত তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য এবং সকল প্রকার অনৈক্য ও বিভাজনকে কুরআনে হারাম করা হয়েছে। এমনকি যে বা যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি করে তাদের সাথে রাসূল সাঃ এর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে আল-কুরআন। (দেখুন সুরাহ আনয়া'মঃ ১৫৯)

সুতরাং হে আখেরাতমুখী ভাই ও বোনেরা! এখনো সময় আছে, সাবধান হয়ে যান। এবং আসুন! উল্লেখিত সকল মত ও পথসহ কুফর ও শিরকের সকল পথ ত্যাগ করে কুরআনের পথে ফিরে চলি। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সহায় হও।

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾ اِذْ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْۤا اِنَّاۤ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالُوْا مَاۤ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَ مَاۤ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّاۤ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾ وَ مَا عَلَيْنَاۤ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾ قَالُوْۤا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ جَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾

৩ জন রাসূল ও এক জনপদের কাহিনী

১৩. তাদের কাছে বর্ণনা করো (আনত্বাকিয়্যাহ নামক) এক জনপদের কথা। যখন রাসূলগণ সেখানে এসেছিল।

১৪. (প্রথমে) আমি তাদের কাছে দুইজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম। লোকজন যখন (তাদের জীবনের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে) রাসূলদ্বয়কে (মেনে নিতে) অস্বীকার করলো। আমি তখন ৩য় রাসূল পাঠিয়ে তাদের শক্তি যোগালাম। রাসূলগণ বললঃ আমরা অবশ্যই (আল্লাহর) রাসূল হিসেবে তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।

১৫. তারা (কাফির নেতারা রাসূলগণকে) বললঃ তোমরা আমাদের মতই মানুষ (তোমরা নবী বা রাসূল কিছুই নও। আসলে) দয়াময় কোনোকিছু নাযিল করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে যাচ্ছ।

১৬-১৭. রাসূলগণ বললঃ আমাদের প্রভু জানেন যে আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে প্রেরিত রাসূল। আমাদের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

১৮. তারা (কাফির নেতারা রাসূলগণকে) বললঃ আমরা নিশ্চিত যে তোমরা আমাদের জন্য অমঙ্গল নিয়ে এসেছো। তোমরা যদি (এসব থেকে) বিরত না হও তবে আমরা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করব, অথবা আরো কঠিন সাজা দেব।

১৯. রাসূলগণ বললঃ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সঙ্গেই লেগে রয়েছে (আর তা হলো কুফর ও শিরক।) তোমরা যদি মেনে নিতে..! (তবে কতই উত্তম হত) বস্তুত তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী।

২০-২১.(এমন সময়) শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এলো (যে আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং) সে বললঃ হে জাতি! রাসূলগণকে মেনে নাও। এমন লোকদের অনুকরণ করো যারা তোমাদের থেকে কোনো বিনিময় চাচ্ছে না এবং তারা সঠিক পথে পরিচালিত।

সূরাহ ইয়া সীন	পারা : ২৩

وَ مَا لِيَ لَآ اَعۡبُدُ الَّذِيۡ فَطَرَنِيۡ وَ اِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۲۲﴾ ءَاَتَّخِذُ مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اٰلِهَةً اِنۡ يُّرِدۡنِ الرَّحۡمٰنُ بِضُرٍّ
لَّا تُغۡنِ عَنِّيۡ شَفَاعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا وَّ لَا يُنۡقِذُوۡنِ ﴿۲۳﴾ اِنِّيۡۤ اِذًا لَّفِيۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ﴿۲۴﴾ اِنِّيۡۤ اٰمَنۡتُ بِرَبِّكُمۡ
فَاسۡمَعُوۡنِ ﴿۲۵﴾ قِيۡلَ ادۡخُلِ الۡجَنَّةَ ؕ قَالَ يٰلَيۡتَ قَوۡمِيۡ يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۲۶﴾ بِمَا غَفَرَ لِيۡ رَبِّيۡ وَ جَعَلَنِيۡ مِنَ
الۡمُكۡرَمِيۡنَ ﴿۲۷﴾

মুঅমিন ব্যক্তির উপদেশ, শাহাদাত ও জান্নাত লাভ এবং আফসোস

২২-২৫.(মুঅমিন ব্যক্তি বলল) আমার কি হয়েছে? কেন আমি তাঁর ইবাদাত করব না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা সবাই তো তাঁর কাছে-ই ফিরে যাচ্ছ। আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য খোদা মেনে নেব? (হে মানুষ! তোমরা মনে করো এসব খোদা তোমাদের জন্য শাফায়াত করবে) আসলে রাহমান যদি কারো অকল্যাণ চান তখন এদের শাফায়াত কোনো কাজে আসবে না, (আল্লাহর আযাব থেকে) এরা কাউকে বাঁচাতে পারবে না। (তোমাদের কথা মেনে নিলে) আমি তখন নিশ্চিত বিভ্রান্তিতে পড়ে যাব। আমি তোমাদের আসল প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছি। তাই তোমরা আমার কথা মেনে নাও।

২৬-২৭. (ওই ব্যক্তি তার ঈমান ঘোষণা করার পর কাফিররা তাকে মেরে ফেলল, সে শহীদ হয়ে আল্লাহর কাছে চলে গেল। তাকে) বলা হলোঃ জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলল: আফসোস! আমার জাতি যদি জানতে পারত; প্রভু আমাকে মাফ করে দিয়েছেন এবং আমাকে (শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে জান্নাতে) সম্মানিত করেছেন।

وَ مَاۤ اَنۡزَلۡنَا عَلٰى قَوۡمِهٖ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ مِنۡ جُنۡدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ مَا كُنَّا مُنۡزِلِيۡنَ ﴿۲۸﴾ اِنۡ كَانَتۡ اِلَّا صَيۡحَةً
وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمۡ خٰمِدُوۡنَ ﴿۲۹﴾ يٰحَسۡرَةً عَلَى الۡعِبَادِ ۚ مَا يَاۡتِيۡهِمۡ مِّنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا كَانُوۡا بِهٖ يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ
﴿۳۰﴾ اَلَمۡ يَرَوۡا كَمۡ اَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُمۡ مِّنَ الۡقُرُوۡنِ اَنَّهُمۡ اِلَيۡهِمۡ لَا يَرۡجِعُوۡنَ ﴿۳۱﴾ وَ اِنۡ كُلٌّ لَّمَّا

جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾

আল্লাহর আযাবের ধরণ

২৮-২৯. অতঃপর (আমি ওই জাতিকে আযাব দিয়েছি) তার জাতিকে আযাব দিতে আকাশ থেকে কোনো বাহিনী প্রেরণ করিনি আর সাধারণত (কাউকে আযাব দিতে) আমরা (আকাশ থেকে কোনো বাহিনী) প্রেরণ করিও না। (তাদের আযাব দিতে পাঠানো হয়েছিল) একটি মাত্র গর্জন। আর তাতেই সবাই নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ মানুষকে আযাব দিতে আকাশ থেকে কোনো বাহিনী প্রেরণ করেন না। আল্লাহর আযাব আসে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, টর্নেডু, সোনামী, ইত্যাদির মাধ্যমে। আমাদের এই কুফরতান্ত্রিক সমাজ আল্লাহর এসব আযাবকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নামে অভিহিত করে থাকে। আর মানুষের মাঝে বিভক্তি, বিভাজন ও শত্রুতা সৃষ্টি করে পরস্পরে মারামারি ও যুদ্ধ বিদ্রোহ সৃষ্টির মাধ্যমেও আল্লাহর আযাব আসে। (যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ আনয়াম ৬/৬৫)

৩০-৩২. ওই বান্দার ধ্বংস অবধারিত; যাদের কাছে রাসূল এলে তারা (রাসূল/রাসূলের আদর্শ নিয়ে) উপহাস করে। তারা কি দেখে না? ইতোপূর্বে কত জাতিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা আর এদের কাছে ফিরে আসবে না। (তবে পরকালে) সবাইকে আমার কাছে জমা করা হবে।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

মানুষের জন্য শিক্ষনীয় নিদর্শন

৩৩-৩৪. তাদের (মানুষের) জন্য শিক্ষনীয় একটি নিদর্শন হচ্ছে মৃত যমীন। আমিই একে জীবিত করি এবং এ থেকে উৎপন্ন করি দানাদার কতকিছু, যার কিছু তারা খেয়ে থাকে। আরও উৎপন্ন করি খেজুর, আঙ্গুর (তথা নানা প্রকার) বাগ-বাগিচা এবং তাতে প্রবাহিত করি নদীনালা।

৩৫. তারা (মানুষ) এসব ফলমূল খায় অথচ তারা নিজ হাতে এসব বানাতে পারত না।/(এ অংশটুকুর অর্থ এভাবেও হতে পারে) আর তারা নিজ হাতে কাজ করে (এসব উৎপন্ন করে থাকে। এসবই আমার দয়া।) তারা কি শোকর আদায় করবে না? (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার নাম শোকর আদায় করা)

৩৬. মহীয়ান সেই সত্ত্বা যিনি মাটি থেকে উৎপাদিত দ্রব্যাদি, মানুষ এবং মানুষের (জানা) অজানা সকল কিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ

تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾

চন্দ্র-সূর্যের গতি ও রাতদিনের পরিবর্তন

৩৭. তাদের জন্য আরও একটি নিদর্শন হলো রাত, আমি এ থেকে দিনকে (দিনের আলোকে) অপসারিত করে নেই। তখন তারা সবাই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ("আসলে অন্ধকার আলাদা কোনো বিষয় নয়। আলো অপসারিত করা হলেই একে অন্ধকার বলা হয়" এটা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।)

৩৮. সূর্য তার জন্য নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে ধেয়ে চলে। এটা (সূর্যের গতিপথ) মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী (আল্লাহ) কর্তৃক নির্ধারিত।

জ্ঞাতব্যঃ সূর্যের গন্তব্য আরশের নীচ (তথা সৃষ্টির মধ্য বিন্দু) প্রত্যহ দৈনিক গতি সমাপ্ত করে সূর্য এখানে এসে সিজদাহ করে তারপর আবার ছুটে চলে (দেখুন বুখারীঃ ৪৪৩৯, তাফসীর অধ্যায়)

৩৯. আর আমি চন্দ্রকে কিছু মানযিল (স্টেশন, বিরতী স্থান) ঠিক করে দিয়েছি। (প্রতিটি মানযিলে তার অবস্থান বদলে যায়। ফলে তার দৃশ্যমান অংশে পরিবর্তন আসে। এভাবে এক সময়) খেজুর গাছের শুষ্ক পাতার মত (ছোট ও বাঁকা) হয়ে যায়। (মহাকাশ গবেষণার অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চন্দ্রের মানযিল সমূহ, উক্ত আয়াতে এসব মানযিল সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে।)

৪০. (সূর্য এবং চন্দ্র একই ভাবে ঘূর্ণায়মান হলেও) সূর্য কখনো চন্দ্রের নাগাল পায় না। রাত অতিক্রম করে না দিনকে। সবই মহাকাশে (নিজ নিজ কক্ষ পথে) ঘূর্ণায়মান।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ এ আয়াতে মহাকাশ সম্বন্ধে মৌলিক কিছু তথ্য দেয়া হয়েছে। সূর্য ও চন্দ্র আপন কক্ষ পথে ঘূর্ণায়মান আর এ গতিশীলতার কারণেই রাত ও দিনের সৃষ্টি হয়। শুধু সূর্য এবং চন্দ্রই নয়, সকল গ্রহ নক্ষত্রই মহাকাশে নিজ নিজ কক্ষ পথে ঘূর্ণায়মান।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾

সমুদ্র ভ্রমণ এবং আল্লাহর করুণা

৪১-৪৪.তাদের জন্য আরও একটি নিদর্শন হলোঃ আমি তাদের আরোহণ করাই (মাল) বোঝাই নৌযানে, আমি তাদের জন্য তৈরি করেছি /তৈরি করব অনুরূপ আরও কত যানবাহন যাতে তারা আরোহণ করে/করবে। আমি চাইলে তাদেরকে ডুবিয়ে মারতে পারি। তখন তাদের আর্তনাদ কেউ শোনবে না, তাদের উদ্ধার করা হবে না। কিন্তু আমার করুণা এবং নির্ধারিত সময়ের জীবন উপকরণ (পূরণের মাধ্যম) স্বরূপ (আমি তাদেরকে জীবিত রাখি।)

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾

আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করা কুফর

৪৫-৪৬. তাদের যখন বলা হয়ঃ তোমাদের সামন এবং পিছনের (তথা দুনিয়া ও আখেরাতের) ব্যাপারে সাবধান হও, এতে তোমাদের প্রতি রহম করা হবে। (তখন তারা এ হুঁশিয়ারিকে অগ্রাহ্য করে) এবং যখনই তাদের কাছে প্রভুর পক্ষ থেকে কোনো আয়াত (কিতাব বিধান নিদর্শন) আসে তখন তারা এটা প্রত্যাখ্যান করে। (আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন কিছু করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক।)

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗۤ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٧﴾

গরীব দুঃখীকে খাদ্য দান এবং এ নিয়ে উপহাস

৪৭. তাদের যখন বলা হয়ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তোমরা এর থেকে কিছু সম্পদ (আল্লাহর পথে গরীব-দুঃখীর জন্য) ব্যয় করো। তখন এসব কুফরকারীরা (উপহাসের ছলে) মুঅমিনদের বলেঃ (আল্লাহই তো এদেরকে গরীব বানিয়েছেন) আল্লাহ চাইলে এদেরকেও খাদ্য দান করতে পারতেন (আল্লাহ যখন দেননি) আমরা কেন তাদের খাদ্য দেব? (গরীবদের সাহায্যের কথা বলে) তোমরা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।

وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّ لَاۤ اِلٰۤى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও কিয়ামত

৪৮. তারা (কাফিররা মুঅমিনদেরকে) আরও বলেঃ তোমরা সত্য হলে (বলো কিয়ামত, হাশর, হিসাব, জান্নাত, জাহান্নাম) এসব প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে?

৪৯. (তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলছেন) আসলে তারা অপেক্ষা করছে একটিমাত্র গর্জনের (তথা মহাশিঙ্গায় মহা ফুঁৎকারের।) আর এটা যখন চলে আসবে তখনো তারা বিবাদে রত থাকবে।

৫০. তখন (মুহূর্তে সব ধ্বংস হয়ে যাবে) তারা পরস্পরকে উপদেশ দিতেও সক্ষম হবে না আর আপন পরিবারের কাছে ফিরে যেতেও পারবে না।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে যে, আমাদের এ পৃথিবী ঘণ্টায় ১৬৭০ কিলোমিটার (১০৪০ মাইল) বেগে ঘূর্ণায়মান রয়েছে। আর যে বস্তু যত বেগে ঘূর্ণায়মান হয় তার অভ্যন্তরীণ বস্তুসমূহ সমান বেগেই ঘূর্ণায়মান হয় আর হঠাৎ যদি মূল বস্তুটি থেমে যায় তবে এর ভিতরের সবকিছু সমান গতিতে ছুটে চলে। অর্থাৎ

মাত্র এক সেকেন্টের জন্য যদি পৃথিবীর গতিকে থামিয়ে রাখা হয় তবে পৃথিবীর উপরিভাগের সবকিছু ঘণ্টায় ১৬৭০ কিলোমিটার (১০৪০ মাইল) বেগে ছিটকে পড়বে। সারা পৃথিবী ব্যাপী তৈরি হবে প্রায় ১০০ ফুট উচ্চতার এক ভয়ানক সোনামী। সাগরের সব পানি পৃথিবীর এক দিক থেকে অন্য দিকে আছড়ে পড়বে। আর এভাবেই হয়ে যাবে মহাপ্রলয়।

وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّ لَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَ اَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّ لَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾ سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾

পুনরুত্থান, বিচার ও জান্নাত

৫১. (দ্বিতীয় বার) শিঙ্গা ফুঁকা হলে তারা কবর থেকে উঠে প্রভুর দিকে ছুটে চলবে।

৫২. (১ম ফুঁৎকারের তথা কিয়ামতের পর ২য় ফুঁৎকার তথা পুনরুত্থান পর্যন্ত পাপিষ্ঠদের কবরের আযাব বন্ধ রাখা হবে এবং সবাই নিদ্রিত থাকবে-জালালাইন। তাই ২য় ফুৎকারের পর যখন ঘুম থেকে উঠে ছুটে চলবে তখন) তারা বলবেঃ সর্বনাশ! সর্বনাশ! আমাদেরকে নিদ্রা থেকে কে জাগ্রত করেছে? (তখন তারা বলাবলি করবে/তাদেরকে বলা হবে) রাহমান যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এটা তাই, রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন।

৫৩-৫৪. এটা (পুনরুত্থান) আসলে একটিমাত্র ধ্বনি। আর তৎক্ষণাৎ সবাই উঠে আমার কাছে হাজির হবে। (আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হবে) আজ কারো প্রতি সামান্যতম অবিচার করা হবে না। তোমরা যে যা করেছো আজ তোমাদেরকে এসবের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে।

৫৫-৫৮. আজ (পরকালে) জান্নাতবাসীরা আনন্দে মেতে থাকবে। তারা এবং তাদের সঙ্গিনীগণ (সুশীতল) ছায়ায় (সুসজ্জিত) সোফায় হেলান দিয়ে বসবে (এবং আড্ডায় মেতে থাকবে।) তাদের জন্য থাকবে চাহিদামত উন্নত খাবার। দয়াময় প্রভুর পক্ষ থেকে বলা হবেঃ "সালাম"।

وَ امْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾ وَّ اَنِ اعْبُدُوْنِيْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَ لَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾

হাশরের মাঠ এবং জাহান্নাম

৫৯. (হাশরের মাঠে এক পর্যায়ে বলা হবে) হে পাপিষ্ঠরা! আজ তোমরা (মুঅমিনদের থেকে) আলাদা হয়ে যাও।

৬০-৬১. হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে শপথ করাইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করবে না? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তোমরা দাসত্ব করবে শুধুই আমার, এটাই (শিরক মুক্ত দাসত্বই) সীরাত মুস্তাক্বীম (তথা সোজা পথ।)

৬২. এতদসত্ত্বেও শয়তান তোমাদের অনেক দলকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে। তোমরা কি বুঝো না?

৬৩-৬৪. (পরকালে জাহান্নাম দেখিয়ে বলা হবে) এটা হলো সেই জাহান্নাম যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। তোমরা আজ এতে প্রবেশ করবে। কারণ তোমরা কুফর করেছ।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর ও শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে আ'মাল ও ইবাদাত বরবাদ হয়ে যায়। (কুফর শিরক সম্পর্কে আরও জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র কুফর ও শিরক অধ্যায়)

কুফর ও শিরক পরিচিতিঃ

কুফরঃ কুফর অর্থ অমান্য করা, অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা, গোপন করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা, ইত্যাদি। সেমতে..

- ❖ আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য অবিশ্বাস করা;
- ❖ আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করা;
- ❖ আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা;
- ❖ আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ফরজ বিধানকে ঐচ্ছিক মনে করা;
- ❖ আল্লাহর কোনো আদেশ বা নিষেধ অমান্য করা এবং এর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া;
- ❖ আল্লাহর দ্বীন কায়েমে বা দ্বীনি দাওয়াতে বাঁধা দেওয়া বাঁধার সৃষ্টি করা;
- ❖ আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া;
- ❖ আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা;

তথা উল্লেখিত কাজসমূহের মাঝে যে কোনো একটিতে জড়িয়ে পড়া কুফর। এছাড়াও যাদু এবং আল্লাহ, রাসূল বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করাও কুফর।

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। আল্লাহর জাতিস্বত্ত্বা বা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে আল্লাহর শরীক বা সমকক্ষ বানানো অথবা আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করার নাম শিরক। শিরক নানা ভাবে হয়ে থাকে। যেমন..

- ❖ আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্ত্বায় শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে ইবাদাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে উলুহিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বানানো আইন বা বিধান মেনে নিলে রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যকে বিচারক বা শাসক হিসেবে মেনে নিলে হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে বৈশিষ্ট্যে শিরক হয়। উল্লেখিত শিরক সমূহ হচ্ছে বড় শিরক।
- ❖ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নামে কসম করলে শিরক হয়।

- ❖ মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে রিয়াকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে।
- ❖ কুরআনের আয়াত (বা মাসনূন দোয়া) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়। নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক।

কুফর ও শিরক একইঃ কুফর ও শিরক দুটি আলাদা পাপ হলেও দুটুই ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। তাই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে দুটিই সমান। আর এজন্যই মাঝে মাঝে দুটি একাকার হিয়ে যায় এবং একটি অরেকটির জায়গায় ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হচ্ছে..

"আমি অচিরেই কাফিরদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দেব, কারণ তারা শিরক করেছে.." (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৫১)

"তারা অবশ্যই কুফর করে যারা বলে আল্লাহ তিনের এক.." অর্থাত যারা তৃত্ববাদে বিশ্বাস করে। (মা-ইদাহঃ ৭৩)

"তারা অবশ্যই কুফর করে যারা বলে আল্লাহ হলেন মাসীহ বিন মারইয়াম.. (মা-ইদাহঃ ৭৩)

এছাড়াও আরও অনেক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে। আর এসব আয়াত থেকে বুঝা যায় কুফর ও শিরক দুটি স্বতন্ত্র পাপ হলেও কখনো কখনো পাপ দুটি একীভূত হয়ে যায়। যদিও একাডেমিক ভাবে কুফর তুলনামূলকভাবে শিরক থেকে ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানে সকল মুশরিক-ই কাফির হয় তবে সকল কাফির মুশরিক হয় না। যেমন এক ব্যক্তি বাস্তব জীবনে ইসলাম মেনে চলে তবে "হুদূদ" মানে না। তার এ পাপকে কুফর বলা যাবে তবে শিরক নয়।

(কুফর ও শিরক সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" দেখে নিন)

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾

যে দিন মানুষের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং হাত পা কথা বলবে

৬৫. আমি (আল্লাহ) সেদিন তাদের (পাপিষ্ঠদের) মুখে মোহর এটে দেব, তখন তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে, তাদের পাও তাদের সকল কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।

وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

আমরা টিকে আছি শুধুই দয়ার উপর

৬৬. আমি যদি চাই (পাপের কারণে) তাদের চোখ মুছে দিতে পারি, তখন পথ অতিক্রম কালে তারা কি করে দেখবে?

৬৭. আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিজ নিজ অবস্থানে রেখেই তাদের আকৃতি বিকৃত করে (তাদের জীবন অচল করে) দিতে পারি, তখন (তাদের জীবন থেমে যাবে) তারা আর এগুতে পারবে না, (আগের অবস্থায়) ফিরেও যেতে পারবে না।

৬৮. আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তার দৈহিক কাঠামো বদলে দেই (যৌবনে শক্তিশালী হলেও বার্ধক্যে সে দুর্বল হয়ে পড়ে) তারা কি এসব বুঝে না?

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾

আল-কুরআন

পটভূমিঃ আল-কুরআনের কিছু সূরাহ কবিতার মত। এসব শোনে কাফিররা বলতঃ আল-কুরআন কবিতার বই, মুহাম্মাদ নিজে এসব রচনা করছে আর এসবকে আল্লাহর কালাম বলে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছে। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৬৯. আমি তাকে কবিতা শিখাইনি আর এটা তার জন্য মানানসইও নয়। এটা (এ কিতাব) হলো এক মহাযিকর (মহাস্মরণিকা) এবং সুস্পষ্ট কুরআন। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

৭০. (আমি তাকে কুরআন দিয়েছি) যেন সে জীবিতদের (জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের) সাবধান করে দেয়। আর কাফিরদের ব্যাপারে (আমার বাণী) বাস্তবায়িত হবেই (আমার কিতাব না মানার কারণে তাদের জাহান্নামে ফেলা হবে)

اَوَ لَمۡ یَرَوۡا اَنَّا خَلَقۡنَا لَهُمۡ مِّمَّا عَمِلَتۡ اَیۡدِیۡنَاۤ اَنۡعَامًا فَهُمۡ لَهَا مٰلِكُوۡنَ ﴿۷۱﴾ وَ ذَلَّلّٰنٰهَا لَهُمۡ فَمِنۡهَا رَكُوۡبُهُمۡ وَ مِنۡهَا یَاۡكُلُوۡنَ ﴿۷۲﴾ وَ لَهُمۡ فِیۡهَا مَنَافِعُ وَ مَشَارِبُ ؕ اَفَلَا یَشۡكُرُوۡنَ ﴿۷۳﴾

গবাদিপশু

৭১. তারা কি দেখে না? আমি কতকিছু সৃষ্টি করেছি তাদের তরে। এর একটি হলোঃ গবাদিপশু, তারা এসবের উপর কর্তৃত্বশীল বনে যায়।

৭২. আমি এগুলোকে তাদের আওতাধীন করে দিয়েছি। এসবের কিছু তাদের বাহন আর কিছু তাদের খাদ্য (হিসেবে ব্যবহৃত হয়।)

৭৩. এসবের মাঝে তাদের অনেক কল্যাণ রয়েছে। রয়েছে (দুধের মত সুস্বাদু ও কল্যাণকর) পানীয়। তারা কি শোকর আদায় করবে না?

শোকর পরিচিতিঃ অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম শোকর আদায় করা।

وَ اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمۡ یُنۡصَرُوۡنَ ﴿۷۴﴾ لَا یَسۡتَطِیۡعُوۡنَ نَصۡرَهُمۡ ۙ وَ هُمۡ لَهُمۡ جُنۡدٌ مُّحۡضَرُوۡنَ ﴿۷۵﴾

আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে অন্যদের কাছে সাহায্য কামনা করা

৭৪-৭৫. তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে খোদা হিসেবে গ্রহণ করেছে যেন এরা তাদেরকে (আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে) সাহায্য করে। অথচ এরা (এসব মনগড়া খোদা) তাদের সাহায্য করতে পারবে না। বরং (এমন করে তারা নিজের সর্বনাশ করেছে) তাদেরকেই এদের সমর্থক (মুশরিক) হিসেবে হাজির করা হবে।

فَلَا یَحۡزُنۡكَ قَوۡلُهُمۡ ۘ اِنَّا نَعۡلَمُ مَا یُسِرُّوۡنَ وَ مَا یُعۡلِنُوۡنَ ﴿۷۶﴾

বেইমানদের কথায় দুঃখ নেওয়া উচিত নয়

৭৬. (হে নবী! তারা তোমার উপর মিথ্যারোপ করে) তাই তাদের কথায় তুমি দুঃখ নিও না। নিশ্চয় আমরা সব-ই জানি, যা তারা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে সব।

اَوَ لَمۡ یَرَ الۡاِنۡسَانُ اَنَّا خَلَقۡنٰهُ مِنۡ نُّطۡفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِیۡمٌ مُّبِیۡنٌ ﴿۷۷﴾ وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِیَ خَلۡقَهٗ ؕ قَالَ مَنۡ یُّحۡیِ الۡعِظَامَ وَ هِیَ رَمِیۡمٌ ﴿۷۸﴾

বোকা মানুষ নিজেকে ভুলে গিয়ে আল্লাহর দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা করে

৭৭. মানুষ কি লক্ষ্য করে না? আমি (সামান্য) বীর্য থেকে তাকে সৃষ্টি করেছি। তাসত্ত্বেও সে চরমভাবে বিবাদে লিপ্ত হয়/কুতর্ক করে।

৭৮. মানুষ তার সৃষ্টির ব্যাপারটি ভুলে গিয়ে আমার (আল্লাহর) জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করে। মানুষ বলেঃ (আমাদের পঁচা) হাড়সমূহ যখন (মাটির সাথে মিশে) নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তখন এগুলোকে কে জীবন দান করবে!?

قُلۡ یُحۡیِیۡهَا الَّذِیۡۤ اَنۡشَاَهَاۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَ هُوَ بِکُلِّ خَلۡقٍ عَلِیۡمُ ﴿۷۹﴾ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمۡ مِّنَ الشَّجَرِ الۡاَخۡضَرِ نَارًا فَاِذَاۤ اَنۡتُمۡ مِّنۡهُ تُوۡقِدُوۡنَ ﴿۸۰﴾ اَوَ لَیۡسَ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤی اَنۡ یَّخۡلُقَ مِثۡلَهُمۡ ؕ بَلٰی ۫ وَ هُوَ الۡخَلّٰقُ الۡعَلِیۡمُ ﴿۸۱﴾ اِنَّمَاۤ اَمۡرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَیۡـًٔا اَنۡ یَّقُوۡلَ لَهٗ کُنۡ فَیَکُوۡنُ ﴿۸۲﴾ فَسُبۡحٰنَ الَّذِیۡ بِیَدِهٖ مَلَکُوۡتُ کُلِّ شَیۡءٍ وَّ اِلَیۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۸۳﴾

আল্লাহ মহান ও মহীয়ান তিনিই সবাইকে জীবন দান করেন

৭৯-৮০. (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাওঃ যিনি প্রথম সৃষ্টি করেছেন তিনিই পুনরায় জীবন দান করবেন। তিনি সকল সৃষ্টির ব্যাপারে মহাজ্ঞানী। যিনি তাজা গাছ থেকে তৈরি করেন আগুন, যা তোমরা প্রজ্জলিত করো।

৮১. যিনি আসমানসমূহ আর পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারলেন, তিনি কি তাদের মত (মানুষকে পুনরায়) সৃষ্টি করতে পারবেন না.? অবশ্যই পারবেন। তিনি বারবার সৃষ্টি করতে সক্ষম। তিনি মহাজ্ঞানী।

৮২-৮৩. (এসব কাজ তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়) তিনি কিছু করতে ইচ্ছা করলে শুধু বলেনঃ "হও" আর তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। তিনি মহীয়ান। তাঁর হাতেই সকল কর্তৃত্ব আর তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।

সূরাহ আস-স্বাফফাত ৩৭ سورة الصافات

স্বাফফ অর্থ সারি, কাতার, লাইন। স্বাফফাত অর্থ সারি সারি, সুশৃংখল, সুবিন্যস্ত। (শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গ) অনেকের মতে এখানে বুঝানো হয়েছে সারি সারি ফিরিস্তাগণ। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ আনয়ামের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১৮২টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

ইলাহ ও রাব্ব

১. কসম তাদের যারা সারি সারি থাকে /সুশৃংখল থাকে /সুবিন্যস্ত থাকে,

জ্ঞাতব্যঃ মহান আল্লাহ তাদের কসম করেছেন যারা সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত থাকে এবং সারি সারি কাজ করে। অনেক মুফাসসির বলেছেনঃ এখানে ফিরিস্তা বুঝানো হয়েছে যারা সদাসর্বদা সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত থাকে। আর অনেকে বলেছেনঃ মুজাহিদীনকে বুঝানো হয়েছে যারা সারি সারি দাঁড়িয়ে সুশৃংখলভাবে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।

(আসলে উভয় দলই কল্যাণকর এবং বরকতময়। সুতরাং হতে পারে আল্লাহ্ ফিরিস্তা এবং মুজাহিদ উভয় দলকেই বুঝিয়েছেন।)

২. যারা শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করে/বিকট গর্জন করে,

৩. যারা যিকর (আল-কুরআন) তিলাওয়াত করে (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

৪. নিশ্চয় তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ।

৫. তিনি আসমানসমূহের রাব্ব, পৃথিবীর রাব্ব এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রাব্ব আর মাশারিক তথা সকল উদয় স্থলেরও রাব্ব।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ মাশারিক্ব অর্থ উদয়স্থল সমূহ। পুর্ব দিকে সূর্য উদয় হয় বিধায় একে মাশরিক বলা হয়। সূর্য প্রতিদিন আলাদা স্থান থেকে উদয় হয়। তাই এখানে বলা হয়েছে "মাশারিক্ব" তথা উদয় স্থানসমূহ। এর থেকেই বলা হয় "রাব্বু-ল-মাশারিক্ব" উদয় স্থানসমূহের প্রভু। আবার পূর্ব দিগন্তের উত্তর পূর্ব সীমান্ত এবং দক্ষিন পূর্ব সীমান্ত বুঝাতে বলা হয়েছে "মাশরিক্বাইন" উভয় উদয় স্থান। অনেক জায়গায় বলা হয়েছে "রাব্বু-ল-মাশরিক্বাইন" তথা উভয় উদয় স্থানের প্রভু।

ইলাহ ও রাব্ব পরিচিতিঃ মানুষ যার দাসত্ব করে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যার আনুগত্য ও কর্তৃত্ব মেনে চলে, যার কাছে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করে, যিনি মানুষকে পাপের সাজা ও পুণ্যের পুরস্কার দেন, ক্ষমা করেন, তাওবাহ কবুল করেন তিনিই ইলাহ। আল্লাহই একমাত্র ইলাহ। আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া।

রাব্বঃ রাব্ব অর্থ প্রভু, মালিক, বিধানদাতা, নীতি নির্ধারক, ইত্যাদি। আল্লাহই আমাদের একমাত্র রাব্ব। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্যকে বিধানদাতা বা নীতি নির্ধারক হিসেবে মেনে নিলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে তথা প্রভুত্বে শিরক হয়। জাতি ও সমাজের প্রয়োজনে কোনো আইন প্রণয়ন করার একান্ত প্রয়োজন হলে মানুষ এটা করতে পারবে

তবে এটা হতে হবে আল্লাহর দেওয়া মূলনীতি মেনে। আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে কোনো আইন তৈরি করা অবৈধ কাজ এবং এমন আইনও হবে অবৈধ আইন। মোদ্দা কথা আইন তৈরিতে মানুষ স্বাধীন হলেও সার্বভৌম নয়। বরং আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনেই মানুষকে আইন তৈরি করতে হবে। এটাই রুবুবিয়্যাতের দাবী। আর আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ মেনে চলাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। রূহ জগতে আল্লাহর আমাদের থেকে যে ওয়াদা নিয়েছেন এটা ছিল রাব্ব সম্পর্কে আর মরণের পর সর্বপ্রথম আমরা যে প্রশ্নের সম্মুখীন হব এটাও হবে রাব্ব সম্পর্কে। তাই সাবধান! বন্ধুগণ সাবধান!!

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسَّمَّعُوْنَ إِلَى الْمَلَإِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ﴿١٢﴾

মহাকাশ তথ্য

৬-৭. নিশ্চয় আমি দুনিয়ার আকাশকে সাজিয়েছি গ্রহসমূহের সৌন্দর্য দিয়ে আর একে সুরক্ষিত করেছি সকল অবাধ্য শয়তান থেকে।

জ্ঞাতব্যঃ ইবলিস একদল দক্ষ ও চৌকস গোয়েন্দা নিয়োগ দিয়েছে। তাদের কাজ উপরে উঠে ফিরিস্তাদের কথোপকথন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। ইবলিস এসকল তথ্য জ্যোতিষীদের কাছে হস্তান্তর করে, যাতে জ্যোতিষীদের কথা সত্য হয় আর মানুষ তাদের বিশ্বাস করে ঈমানহারা হয়।

শয়তানদের এ অভিযান ঠেকাতে আকাশে পাহারা বসানো হয়েছে। ফিরিস্তাগণ মহাকাশ পাহারা দেয়। কোনো শয়তান হঠাৎ মহাকাশে চলে গেলে তার উপর ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়া হয়। যা রাতে মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই। আমাদের সামাজিকভাবে একে বলা হয় তারা পড়া আর বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় উল্কাপিন্ড।

৮-৯. তারা (শয়তানরা এখন) ঊর্ধ্ব জগতের তথ্য শুনতে পারে না। (মহাকাশে গেলে) সবদিক থেকে তাদের উপর (উল্কা পিন্ড) নিক্ষেপ করা হয় এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। (সেখানে) তাদের তরে সার্বক্ষণিক আযাব (এর ব্যবস্থা করা হয়েছে । তাই..)

১০. কেউ (কোনো শয়তান) হঠাৎ তীব্র বেগে (মহাকাশে) পৌঁছে গেলে তখনই তার দিকে ধেয়ে আসে প্রজ্জলিত আগুন (তথা স্বয়ংক্রিয় উল্কাপিন্ড।)

১১. (হে নবী!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করোঃ তাদেরকে সৃষ্টি করা বেশী কঠিন, না কি অন্য সৃষ্টি..? আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি আঠালো মাটি থেকে।

১২. (হে নবী! আল্লাহর কুদরত দেখে) তুমি আশ্চর্য হচ্ছো আর তারা উপহাস করছে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর কুদরত বা বিধান নিয়ে উপহাস করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।

وَ إِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾ وَ إِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿١٤﴾ وَ قَالُوْٓا إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ ءَإِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿١٦﴾ اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿١٧﴾

উপহাস ও অবিশ্বাস কাফিরদের স্বভাব

১৩. যখন তাদের উপদেশ দেয়া হয় তারা এসব গ্রহণ করে না।

১৪-১৫. তারা যখন কোনো আয়াত (আশ্চর্য ঘটনা, কিতাব) দেখে তখন উপহাস করে। আর বলেঃ এসব স্পষ্টত যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

১৬-১৭. (তারা বলে) আমরা যখন মরে যাব, মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখন কি আবার উত্থিত হব? তবে কি আমাদের পূর্বসূরী বাপদাদাও (পুনরায় উত্থিত হবে)?

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ বা রাসূল কোনো তথ্য দিলে বা কথা বললে এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যে বা যারা এমন করে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।

قُلْ نَعَمْ وَ اَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ﴿١٨﴾ فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿٢٠﴾ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢١﴾ اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَ اَزْوَاجَهُمْ وَ مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ﴿٢٣﴾ وَ قِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٧﴾

বিচার দিবসে পাপিষ্ঠদের পরিণতি

১৮. (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাওঃ অবশ্যই (তোমরা পুনরায় উত্থিত হবে এবং) তখন তোমরা অপদস্ত হবে।

১৯-২০. এটি (তাদের পুনরুত্থান) হচ্ছে একটিমাত্র শব্দ (তথা মহাশিঙ্গার ২য় ধ্বনি।) তখন সবাই (জীবিত হয়ে) দেখতে থাকবে এবং বলবেঃ সর্বনাশ! সর্বনাশ!! তাহলে কি এটাই প্রতিদান দিবস?

২১. (তখন বলা হবেঃ হ্যাঁ) এটাই চূড়ান্ত ফয়সালার দিন। (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা এটা অস্বীকার করতে।

২২-২৩. (ফিরিস্তাদের বলা হবে) এসব পাপিষ্ঠকে, তাদের সঙ্গিনীগণকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে তারা খোদা মনে করত এদের সবাইকে জমা করে মধ্য জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও।

২৪. (কিছু দূর যাবার পর বলা হবে) এদেরকে দাঁড় করাও! এদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

২৫. (থামানোর পর তাদের তিরস্কার করে বলা হবে) কি হলো, তোমরা (মনগড়া খোদা/নেতা ও জনতা) একে অপরকে সাহায্য করছো না কেন..?

২৬-২৭. বস্তুত সেদিন তারা সবাই (আল্লাহর কাছে) আত্মসমর্পণ করবে এবং (এমন পরিণতির জন্য) একে অপরকে দোষারোপ করবে।

قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ﴿٢٨﴾ قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَ مَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿٣١﴾ فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿٣٢﴾ فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٤﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ﴿٣٦﴾

অসহায় জনতা আর দাম্ভিক নেতাদের কথোপকথন

২৮. তারা (অসহায় জনতা নেতাদের) বলবেঃ তোমরা ক্ষমতার মোহ নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলে (এবং আমাদের বিভ্রান্ত করেছিলে।)

২৯-৩২. তারা (নেতারা) বলবে (আমাদের কেন দোষারোপ করছো) তোমরা নিজেরাই মুঅমিন ছিলে না। আমরা তোমাদেরকে বাধ্য করিনি। বরং তোমরাই সীমালঙ্ঘন করেছ। এখন প্রভুর (আযাবের) বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে। আমাদেরকে এসব আস্বাদন করতেই হবে। আসলে আমরা নিজেরাই বিভ্রান্ত ছিলাম তাই তোমাদেরকেও বিভ্রান্ত করেছি।

৩৩-৩৬. তারা (নেতা ও জনতা) সবাই সেদিন আযাবে অংশীদার হবে। আমরা পাপিষ্ঠদের সাথে এমনই করে থাকি। কারণ যখন বলা হত "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই" তখন তারা দম্ভ করত। আর বলতঃ (মুহাম্মদের মত) একজন উন্মাদ কবির কথায় আমরা কি আমাদের খোদাদের ত্যাগ করব..?

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামের প্রচারক ও ধারকদের হেয় প্রতিপন্ন করে প্রপাগান্ডা করা কাফিরদের স্বভাব, এমন করে তারা কৌশলে আম জনতাকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٧﴾ اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَ مَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهُ ۚ وَ هُمْ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٤٣﴾ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّ لَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَ عِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥٠﴾

রাসূলের আদর্শ অনুকরণের সুফল আর অনুকরণ না করার কুফল

৩৭. অথচ আসল ব্যাপার হলো (মুহাম্মাদ উন্মাদ নয়, কবিও নয়। বরং) সে সঠিক দ্বীন নিয়ে এসেছে এবং (আগেকার) রাসূলগনকে সত্যায়ন করছে।

৩৮-৩৯. (হে কাফিরগণ! রাসূলের আদর্শ অনুকরণ না করার কারণে) তোমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব আস্বাদন

করবে। তোমরা অবশ্যই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করবে।

৪০-৪৪. তবে আমার খাঁটি বান্দারা (রাসূলের আদর্শ অনুকরণ করবে। ফলে) তাদের দেয়া হবে প্রতিশ্রুত জীবিকা তথা অনেক বিলাস সামগ্রী। তারা নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে সম্মানিত হবে। তারা সামনা-সামনি হয়ে সোফায় (বসে আড্ডা দেবে।)

৪৫-৪৭. তাতে পরিবেশন করানো হবে পাত্র ভর্তি মজাদার স্বচ্ছ সাদা পানীয়, যা পানকারীদের স্বাদ ও আনন্দ অনেক গুণে বাড়িয়ে দেবে। তাতে মাথা ধরবে না, নেশাও হবে না।

৪৮-৫০. আর তাদের সঙ্গিনী হবে মুক্তার মত পরিচ্ছন্ন আয়তনয়না যুবতীগণ যারা (গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে) এক পলকে চেয়ে থাকবে। তারা (যুবতীগণকে নিয়ে আড্ডা দিবে এবং) পরস্পরে খুশ গল্পে মাতোয়ারা হবে।

قَالَ قَآئِلٌ مِّنۡهُمۡ اِنِّیۡ كَانَ لِیۡ قَرِیۡنٌ ﴿۵۱﴾ یَّقُوۡلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الۡمُصَدِّقِیۡنَ ﴿۵۲﴾ ءَاِذَا مِتۡنَا وَ كُنَّا تُرَابًا
وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِیۡنُوۡنَ ﴿۵۳﴾ قَالَ هَلۡ اَنۡتُمۡ مُّطَّلِعُوۡنَ ﴿۵۴﴾ فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِیۡ سَوَآءِ الۡجَحِیۡمِ
﴿۵۵﴾ قَالَ تَاللّٰهِ اِنۡ كِدۡتَّ لَتُرۡدِیۡنِ ﴿۵۶﴾ وَ لَوۡ لَا نِعۡمَةُ رَبِّیۡ لَكُنۡتُ مِنَ الۡمُحۡضَرِیۡنَ ﴿۵۷﴾ اَفَمَا
نَحۡنُ بِمَیِّتِیۡنَ ﴿۵۸﴾ اِلَّا مَوۡتَتَنَا الۡاُوۡلٰی وَ مَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِیۡنَ ﴿۵۹﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ
﴿۶۰﴾ لِمِثۡلِ هٰذَا فَلۡیَعۡمَلِ الۡعٰمِلُوۡنَ ﴿۶۱﴾

জান্নাতী বন্ধু ও জাহান্নামী বন্ধু

৫১-৫৩. (জান্নাতে আড্ডারত অবস্থায় দুনিয়ার গল্প করতে গিয়ে) তাদের কোনো একজন বলবেঃ (দুনিয়াতে) আমার এক সঙ্গী ছিল, সে আমাকে বলতঃ তুমি কি বিশ্বাস করোঃ আমরা মরে মাটি ও হাড়ে পরিণত হবার পর আমাদেরকে (আবার জীবিত করে) কর্মফল দেয়া হবে?

৫৪. সে (জান্নাতী ব্যক্তি তার বন্ধুদেরকে) বলবেঃ তোমরা কি একটু উঁকি দেবে? (একটু উঁকি দিলেই জাহান্নামে তাকে দেখা যাবে)

৫৫-৬০. (তখন তারা উঁকি দেবে) সে (নিজেও) উঁকি দেবে এবং ওই ব্যক্তিকে জাহান্নামের মধ্যখানে দেখতে পাবে। তখন সে (জান্নাতী ব্যক্তি জাহান্নামী বন্ধুকে) বলবেঃ আল্লাহর কসম! তুমি আমাকে প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলে। আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে আমিও আজ (তোমার সাথে জাহান্নামে) বিদ্যমান থাকতাম। এখন আর আমাদের মৃত্যু হবে না। প্রথম মৃত্যুই (চূড়ান্ত মৃত্যু ছিল) আমাদেরকে আর কষ্ট পেতে হবে না। নিশ্চয় এটাই মহা সাফল্য।

৬১. (আল্লাহ বলছেনঃ তোমাদের) যারা কাজ করতে আগ্রহী তারা যেন এমন সফলতার জন্যই কাজ করে। (কারণ আখেরাতের সফলতাই চুড়ান্ত সফলতা, তাই যারা এজন্য কাজ করে তারাই আসল কাজ করলো।)

اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿٦٢﴾ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٣﴾ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٦٥﴾ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ﴿٦٨﴾

জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয়ঃ যাক্কুম ও হামীম

৬২-৬৩. (হে মানুষ, একটু ভেবে বলো তো! জান্নাতের) এ আপ্যায়ন উত্তম, না কি যাক্কুম গাছ? যা আমি পাপিষ্ঠদের আযাবের জন্য নির্ধারন করে রেখেছি।

৬৪-৬৫. গাছটি নির্গত হয়েছে জাহান্নামের তলদেশ থেকে। এর ত্বাল' (ফল/থোকা) গুলো যেন শয়তানের মাথা।

৬৬-৬৮. (ক্ষুধার তাড়নায়) তারা এটা খাবে, পেট ভরে খাবে। তারপর তাদের দেয়া হবে ফুটন্ত হা'মীম (জাহান্নামের বাহির দিয়ে বয়ে যাওয়া উত্যপ্ত তরল লাভা) অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে।

اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَ لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٧١﴾ وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٧٢﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٧٤﴾

ভ্রান্তদের অনুকরণ বনাম নবীর অনুকরণ

৬৯-৭২. তারা তাদের পূর্বসূরীদেরকে বিভ্রান্ত পেয়েছিল এবং তারাও ওদের পদাংক অনুকরণ করে চলেছিল। তাদের আগেকার অনেকেও বিভ্রান্ত ছিল। তাই আমি তাদের কাছে সাবধানকারী (রাসূল) পাঠিয়েছিলাম।

৭৩-৭৪. (তারা বাস্তব জীবনের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে রাসূলকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে ফলে আমি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি) লক্ষ্য করোঃ (নবী পাঠিয়ে) যাদেরকে সাবধান করা হয়েছিল (নবীর অবাধ্য হওয়ার কারণে) তাদের কি পরিণতি হয়েছে। (নবীর আদর্শ অবজ্ঞা করার পরিণতি আযাব।) তবে আমার খাঁটি বান্দারা (নবীর অবাধ্য হয় না। তাই তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে না।)

وَ لَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَ نَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾ وَ جَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٧﴾ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٨﴾ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٢﴾

নূহ আঃ এর দোয়া

৭৫-৭৮. (জাতি থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে) নূহ আমার কাছে দোয়া করেছে। (আমি তার দোয়া কবুল করেছি)

আমি-ই উৎকৃষ্ট কবুলকারী। আমি তাকে ও তার আহলকে (অনুগত পরিবারকে) মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেছি। আর (দুনিয়াতে) শুধু তার বংশধরকেই বাকি রেখেছি (এবং অন্য সবাইকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছি) আর তাকে (তার স্মরণকে) পরবর্তীদের মাঝে অব্যাহত রেখেছি।

৭৯-৮২. জগতবাসীর মধ্যে নূহের প্রতি সালাম। সৎলোকদের বদলা আমরা (এখানে "আমরা" বলে আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। অধিক সম্মান বুঝাতে এমনটি করা হয়) এভাবেই দিয়ে থাকি। সে অবশ্যই আমার মুঅমিন বান্দাদের একজন। আর বাকি সবাইকে আমি (বানের পানিতে) ডুবিয়ে মেরেছি।

وَ اِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ﴿۸۳﴾ اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿۸۴﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَا ذَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۸۵﴾ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ﴿۸۶﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸۷﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ﴿۸۸﴾ فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ﴿۸۹﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿۹۰﴾ فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿۹۱﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ﴿۹۲﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ﴿۹۳﴾ فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ﴿۹۴﴾ قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ﴿۹۵﴾ وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۶﴾ قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ ﴿۹۷﴾ فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿۹۸﴾ وَ قَالَ اِنِّيْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ﴿۹۹﴾ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۰۰﴾ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿۱۰۱﴾

ইবরাহীম আঃ এর দাওয়াত, মুর্তি ভাঙ্গা, অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ, হিজরত ও দোয়া

৮৩-৮৭. তারই (নূহের) আদর্শ (ইসলামের) অনুসারীদের একজন ছিল ইবরাহীম (সকল নবীর আদর্শই ইসলাম।) সে ক্বালব সালীম (কুফর শিরক মুক্ত ও বিশুদ্ধ আত্মা) নিয়ে প্রভুর কাছে এসেছে। (স্মরণ করো) যখন সে তার পিতা ও জাতিকে বলেছিল..

- ❖ তোমরা কার ইবাদাত করো..?
- ❖ তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া মনগড়া অন্য খোদা কামনা করো..?
- ❖ সর্বজগতের রাব্ব সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা..?

৮৮-৮৯. (জাতীয় উৎসবের রাত লোকজন ইবরাহীমের কাছে এলো। সবাই উৎসব করতে বাইরে যাবে তাই ইবরাহীমকেও যেতে বলল) ইবরাহীম (উপরে মাথা তুলে) তারকার দিকে তাকিয়ে বললঃ আমি অসুস্থ।

৯০. (ইবরাহীম আর উৎসব করতে বাইরে গেল না) লোকজন তাকে রেখেই (উৎসবে) চলে গেল।

৯১-৯৩. ইবরাহীম (কুড়াল হাতে ঠাকুর ঘরে) তাদের খোদাদের কাছে গেল (লোকজন যাবার আগে খোদার সামনে নানা প্রকার খাদ্য সামগ্রী ভোগ দিয়েছিল। তাই খোদাদের উপহাস করে) ইবরাহীম বললঃ খাচ্ছ না কেন? কি হয়েছে তোমরা কথা বলছো না যে? তারপর সজোরে আঘাত করলো (ঠাকুরঘরে তিনটি মূর্তি ছিল। ইবরাহীম দুটাকে ভেঙ্গে ফেলল এবং বড়টাকে বাকি রাখলো।)

৯৪. (উৎসব থেকে ফিরে এসে দেবতা ঘরের এ অবস্থা দেখে) লোকজন তার কাছে ছুটে এলো (এবং জানতে চাইলো তিনি এ সর্বনাশ করেছেন কি না)

৯৫-৯৬. ইবরাহীম বললঃ তোমরা নিজ হাতে যাদের বানিয়েছ তাদের ইবাদাত কেন করো? অথচ আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের সকল কাজও (আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষ তার কাজের গ্রষ্টা নয় তবে কর্তা।)

৯৭-৯৮. তারা বললঃ (রাজকীয় ঘোষণা করলো) বিরাট বাঙ্কার তৈরি করে ইবরাহীমকে আগুনে নিক্ষেপ করো। তারা ইবরাহীমকে (পুড়িয়ে মারার) চক্রান্ত করলো। আর আমি তাদের (চক্রান্ত) ব্যর্থ করে দিলাম।

৯৯. (ইবরাহীম আঃকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। আল্লাহ আগুনকে আরামদায়ক করে দিলেন। আগুন থেকে বের হবার পর ইবরাহীম আঃ নিজের দেশ ইরাক ছেড়ে শামদেশে চলে গেলেন। ইরাক থেকে বেরিয়ে) ইবরাহীম বললঃ আমি প্রভুর পথে চললাম। তিনিই আমাকে পথের দিশা দেবেন।

১০০-১০১. (ইবরাহীম শামদেশে গিয়ে দোয়া করলো) হে রাব্ব! আমাকে নেক সন্তান দান করো। আমি (আল্লাহ তার দোয়া কবুল করলাম এবং) তাকে একটি সহনশীল ছেলের সুসংবাদ দিলাম।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿١٠٩﴾ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٠﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١١﴾ وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٢﴾ وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ؕ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ﴿١١٣﴾

ইবরাহীম আঃ স্বপ্ন ও পুত্র কুরবাণী

১০২. ছেলে যখন বাবার সাথে কাজ করার বয়সে উপনীত হলো; তখন ইবরাহীম বললঃ বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছিঃ "তোমাকে (আল্লাহর নামে) জবেহ করছি। (আমি এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন কারতে চাই।) ভেবে দেখো! তোমার কি মত? ছেলে (বুঝে ফেললঃ বাবা যেহেতু নবী, তাই তার স্বপ্ন অবাস্তব নয়। বরং আল্লাহরই আদেশ। তাই) বললঃ বাবা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন। ইন শা-আল্লহ, আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।

১০৩-১০৬. (বাপ ছেলে) উভয়ে (আল্লাহর আদেশের কাছে) আত্মসমর্পণ করলো এবং পিতা ছেলেকে (জবেহ করতে) কাত করে শোয়ালো। আমি তখন ডেকে বললামঃ ইবরাহীম! তুমি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে ফেলেছ। (আর জবেহ করতে হবে না। ইবরাহীম তার ছেলেকে ফিরত পেলো।)

সৎলোকদের বদলা আমি এভাবেই দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা ছিল এক মহাপরীক্ষা।

১০৭-১০৮. আমি (মানুষের স্থলে পশু জবেহ করিয়ে) এ মহান জবেহের ফিদইয়া (পণ) আদায় করেছি এবং (কুরবানীর) এ ধারাবাহিকতা পরবর্তীদের মাঝে অব্যাহত রেখেছি।

জ্ঞাতব্যঃ ফিদইয়াহ অর্থ পণ আদায়। কোনো ইবাদাতের বদলে সম্পদ বা পশু কুরবানী করাকে ফিদইয়াহ বলে। যেমনঃ রোজার ফিদইয়াহ।

পর্যালোচনাঃ ইবরাহীম আঃ এ কুরবানী করেছিলেন যু-ল-হিজ্জাহ মাসের ১০ তারিখে, মক্কার নিকটে মিনা ময়দানে অবস্থিত আক্বাবাহ পাহাড়ের লাগোয়া একটি ছোট্ট পাহাড়ে, যেখানে বর্তমানে ছোট্ট মিনারের মত একটি চিহ্ন রয়েছে।

১০৯-১১১. ইবরাহীমের প্রতি সালাম। সৎলোকদের বদলা আমরা এভাবেই দিয়ে থাকি। সে ছিল আমার মুঅমিন বান্দাদের একজন।

১১২. আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম (আরেক ছেলে) ইসহাকের। যে একজন সৎ নবী ছিল।

জ্ঞাতব্যঃ ইবরাহীম আঃএর কোন ছেলে জবেহ হয়ে ছিলেন এ নিয়ে ভিন্ন মত পাওয়া যায়। অনেকের মতে জবেহ হয়েছেন ইসমাঈল আঃ আর অনেকের মতে ইসহাক আঃ। যারা বলেছেন ইসহাক জবেহ হয়েছেন উনাদের মাঝে আ'ব্বাস, ইবন আব্বাস এবং ইবন মাসউদ রাঃহুম অন্যতম। সঠিক ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

১১৩. আমি তার প্রতি এবং (তার ছেলে) ইসহাকের প্রতি বরকত দান করলাম, তাদের বংশধরদের মাঝে কিছু মানুষ সৎ আর কিছু নিজের উপর অবিচারকারী (পাপিষ্ঠ)।

وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿١١٤﴾ وَ نَجَّيْنٰهُمَا وَ قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿١١٥﴾ وَ نَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٦﴾ وَ اٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿١١٧﴾ وَ هَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١١٨﴾ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١١٩﴾ سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾

মূসা ও হারূন আঃ

১১৪-১১৯. মূসা ও হারূনের প্রতিও আমি অনুগ্রহ করেছি। আমি তাদেরকে এবং তাদের জাতিকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেছি। আমি সাহায্য করেছি ফলে তারা বিজয়ী হয়েছে। আমি তাদেরকে সুস্পষ্ট কিতাব দিয়েছি। তাদের উভয়কে সীরাত মুস্তাক্বীমে পরিচালিত করেছি। আর তাদের স্মরণ পরবর্তীদের মাঝে জারি রেখেছি।

১২০-১২২. মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম। সৎলোকদের বদলা আমরা এভাবেই দিয়ে থাকি। তারা উভয়েই আমার মুঅমিন বান্দাদের দলভুক্ত ছিল।

وَ اِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾ اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّ تَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴿١٢٥﴾ اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ

﴿١٢٧﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٩﴾ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣١﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

ইলয়াস আঃ

১২৩-১২৬. নিশ্চয় ইলইয়াস একজন রাসূল। সে যখন জাতিকে বললঃ তোমরা কি তাক্বওয়া অর্জন করবে না? তোমরা কি বা'ল (নামক মূর্তি)কে ডাকবে আর সর্ব উৎকৃষ্ট স্রষ্টা আল্লাহকে পরিত্যাগ করবে? যিনি তোমাদের রাব্ব এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও রাব্ব।

১২৭-১২৮. তারা তাকে (মেনে নিতে) অস্বীকার করলো। এজন্য তাদেরকে (জাহান্নামে) হাজির করা হবে। তবে আল্লাহর খাঁটি বান্দারা (নবীকে মেনে নিতে অস্বীকার করে না। ফলে তাদের জাহান্নামে যেতে হবে না)

১২৯-১৩২. আমি তার স্মরণ পরবর্তীদের মাঝে রেখে দিয়েছি। ইলইয়াসের প্রতি সালাম। সৎলোকদের বদলা আমরা এভাবেই দিয়ে থাকি। সে আমার মুঅমিন বান্দাদের দলভুক্ত।

وَ اِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٣﴾ اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣٤﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٣٦﴾ وَ اِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ﴿١٣٧﴾ وَ بِالَّيْلِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٣٨﴾

লূত্ব আঃ

১৩৩-১৩৬. নিশ্চয় লূত্ব একজন রাসূল। (জাতি তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করলে আমি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি এবং আযাব আসার আগেই) তাকে ও তার পরিবারকে (শহর থেকে বের করে আযাব থেকে) সুরক্ষা দিয়েছি। তবে তার স্ত্রীকে (সুরক্ষা দেইনি। সে কাফিরদের সাথে) পিছনে থেকে (আযাবে ধ্বংস হয়ে) ছিল। (লূত্ব ও তার পরিবার ছাড়া) বাকি সবাইকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি।

১৩৭-১৩৮. তোমরা (আরবরা) প্রায়ই দিনে এবং রাতে তাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা তথা মৃত সাগর) অতিক্রম করে থাকো। (আল্লাহর বিধান না মানলে এভাবেই ধ্বংস করা হয়) তোমরা কি এটা বুঝ না..?

وَ اِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٩﴾ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَ هُوَ مُلِيْمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْ لَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤٤﴾

ইউনুস আঃ

১৩৯-১৪২. নিশ্চয় ইউনুস একজন রাসূল। (আল্লাহর হুকুম ছাড়াই) সে (ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশী) অতি

বোঝাই নৌকায় করে পালিয়ে ছিল। (মাঝ দরিয়ায় যাবার পর নৌকা থেকে ওজন কমাতে লটারি হলো এবং) সে লটারিতে হেরে গেল (ফলে তাকে নদীতে ফেলে দেয়া হলো) তখন একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল এবং সে (নিজে নিজে) তিরস্কৃত হলো।

১৪৩-১৪৪. (মাছের পেটে যাবার পর সে আল্লাহর তাসবীহ করলো। ফলে আল্লাহ তাকে মুক্ত করে দিলেন) আল্লাহর তাসবীহ না করলে তাকে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতে হত।

জ্ঞাতব্যঃ এটা তাকদীর বদলের ইঙ্গিত বহন করে না বরং তাসবীহ করে তিনি মুক্ত হবেন এটাই ছিল তার তাকদীর। তাসবীহ ছিল তাঁর মুক্তির ওয়াসীলাহ বা মাধ্যম। আর তাসবীহ না করলে কিয়ামত পর্যন্ত সাজা ভোগ ছিল তাঁর উপযুক্ত সাজা। কিন্তু উপযুক্ত সাজা ভোগের আগেই তিনি মাফ পেয়ে যাবেন এটাই ছিল আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর (আল্লাহু আ'লাম)

فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَ هُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَ اَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٦﴾ وَ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾

১৪৫-১৪৬. আমি তাকে বালুচরে নিক্ষেপ করলাম। (মাছের পেটে আলো বাতাস না পেয়ে) তখন সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, আমি তার তরে উৎপন্ন করলাম ইয়াক্বত্বীন (লাউ বা কুমড়া) গাছ। (যে গাছের সবজি ও পাতা তার পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হলো)

১৪৭-১৪৮. (পরে) তাকে রাসূল বানিয়ে পাঠালাম লক্ষাধিক মানুষের প্রতি এবং তারাও তাকে মেনে নিলো। ফলে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আমি তাদেরকে জীবন উপভোগ করতে দিয়েছি।

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَ لَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّ هُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾ اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾ اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥٦﴾ فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٧﴾

যারা বলে আল্লাহর ছেলে মেয়ে আছে

১৪৯-১৫০. (যারা বলে ফিরিস্তা আল্লাহর মেয়ে) তাদেরকে জিজ্ঞেস করোঃ প্রভুর জন্য কি কন্যা সন্তান আর তাদের জন্য কি পুত্র? আমি ফিরিস্তাদেরকে নারী বানানোর সময় তারা কি সেখানে উপস্থিত ছিল?

১৫১-১৫২. শোন! তারা যা বলছে সব তাদের মনগড়া। (তারা বলছে) আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তারা অবশ্যই মিথ্যা বলছে।

১৫৩-১৫৭. তিনি কি ছেলেদের উপর মেয়েদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন? তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা এ কেমন সিদ্ধান্ত করেছ? তোমরা কি (আল্লাহর দ্বীন) গ্রহণ করবে না? (তোমরা যা বলছো এর পক্ষে) তোমাদের কি সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ আছে? তোমরা সত্য হলে (প্রমাণ হিসেবে) কোনো কিতাব হাজির করো।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ বিনা দলীলে, বিনা প্রমাণে দ্বীন সম্পর্কে কথা বলা বা দ্বীনি বিষয়াদি নির্ধারণ করা বিভ্রান্তি। দ্বীনি বিষয়াদি সাধারণত দুই প্রকার হয়ঃ ঈমান ও আক্বীদাহ বিষয়ক এবং আইন ও বিধান বিষয়ক। ঈমান ও আক্বীদাহ তথা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দলীল হয় শুধু আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত এবং মুতাওয়াতির হাদীছ।
আর আইন ও বিধানের ক্ষেত্রে দলীল হয় কুরআন এবং সাহীহ হাদীছ। আইন ও বিধানের ক্ষেত্রে হাসান হাদীছও মেনে নেওয়া হয়। কোনো নতুন বিষয় আবিষ্কৃত হলে এবং এ সম্পর্কীয় বিধান কুরআনে বা হাদীছে সরাসরি না পাওয়া গেলে কুরআন হাদীছের মূলনীতি মেনে যে ইজমা (উম্মতের সর্বসম্মত মত) এবং কিয়াস (কুরআন হাদীছের মূলনীতি মেনে করা যুক্তি) করা হয় এটাও মেনে নেওয়া হয়।
এছাড়া অন্য কিছু যেমনঃ বাপদাদা করেছেন, মুরব্বিদের মুখে শুনেছি, আকাবিরগণ বলেছেন, পীর সাহেব স্বপ্নে দেখেছেন, অমুক সাহেবের কাশফ হয়েছে, ইত্যাদি বিষয়াদি দ্বীনি ব্যাপারে দলীল হিসেবে গণ্য হয় না। দ্বাইফ, মুনকার, মাতরুক বা মাওদ্বু" হাদীছও ইসলামের কোনো বিধান প্রমাণে দলীল হয় না। শুধু ফজিলতের বেলায় দ্বাইফ হাদীছ শুনে নিলে কোনো অসুবিধা হয় না।

وَ جَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ؕ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٥٩﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٠﴾ فَاِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿١٦١﴾ مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ﴿١٦٢﴾ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿١٦٣﴾

কিছু মানুষকে সহজেই বিভ্রান্ত করা যায় আর কিছু মানুষকে কখনো বিভ্রান্ত করা যায় না

পটভূমিঃ কিছু মানুষ বলত ফিরিস্তা আল্লাহর মেয়ে। একদা আবুবকর রাঃ তাদের জিজ্ঞেস করলেনঃ ফিরিস্তা আল্লাহর মেয়ে হলে তাদের মা কে? তারা বললঃ জিন্ন সুন্দরী। তারা মনে করত একজন জিন্ন রাণী ছিল অপরূপ সুন্দরী। আল্লাহ তাকে পছন্দ করেছেন এবং এই সুন্দরী থেকেই ফিরিস্তাদের জন্ম হয়েছে। তাদের এমন নোংরা কাহিনীকে মিথ্যা প্রমাণ করে নাযিল হয়েছে...

১৫৮. তারা আল্লাহ ও জিন্ন(জাতি)র মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক নির্ধারণ করে। অথচ জিন্নরাও জানে যে (এসব মিথ্যা। যারা এমন কথা বলবে) তাদেরকে (জাহান্নামে) হাজির করা হবে।

১৫৯-১৬৩. আল্লাহ মহীয়ান, তাদেরকৃত সকল রটনার ঊর্ধ্বে। তবে আল্লাহর খাঁটি বান্দারা (এমন কথা বলে না। তাই) তোমরা (মুশরিকরা) এবং তোমাদের মনগড়া খোদারা সবাই (মিলেও) তাদেরকে (আল্লাহর খাঁটি বান্দাদেরকে) আল্লাহর ব্যাপারে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। তোমরা শুধু তাকেই (বিভ্রান্ত করতে পারবে) যে জাহান্নামের পথযাত্রী।

وَمَا مِنَّاۤ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿١٦٤﴾ وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ﴿١٦٥﴾ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ﴿١٦٦﴾

ফিরিস্তাদের কথা

১৬৪-১৬৬. (ফিরিস্তারা বলে) আল্লাহর কাছে আমাদের প্রত্যেকের নির্ধারিত অবস্থান আছে। আমরা (আল্লাহর সামনে) সারি সারি (দাঁড়িয়ে থাকি/সুশৃঙ্খলভাবে ইবাদাত করি) আমরা নিজ নিজ তাসবীহ (আদেশ মত ইবাদাত) করি।

وَ اِنۡ كَانُوۡا لَيَقُوۡلُوۡنَ ﴿۱۶۷﴾ لَوۡ اَنَّ عِنۡدَنَا ذِكۡرًا مِّنَ الۡاَوَّلِيۡنَ ﴿۱۶۸﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الۡمُخۡلَصِيۡنَ ﴿۱۶۹﴾ فَكَفَرُوۡا بِهٖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۷۰﴾ وَ لَقَدۡ سَبَقَتۡ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الۡمُرۡسَلِيۡنَ ﴿۱۷۱﴾ اِنَّهُمۡ لَهُمُ الۡمَنۡصُوۡرُوۡنَ ﴿۱۷۲﴾ وَ اِنَّ جُنۡدَنَا لَهُمُ الۡغٰلِبُوۡنَ ﴿۱۷۳﴾ فَتَوَلَّ عَنۡهُمۡ حَتّٰى حِيۡنٍ ﴿۱۷۴﴾ وَّ اَبۡصِرۡهُمۡ فَسَوۡفَ يُبۡصِرُوۡنَ ﴿۱۷۵﴾ اَفَبِعَذَابِنَا يَسۡتَعۡجِلُوۡنَ ﴿۱۷۶﴾ فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمۡ فَسَآءَ صَبَاحُ الۡمُنۡذَرِيۡنَ ﴿۱۷۷﴾ وَ تَوَلَّ عَنۡهُمۡ حَتّٰى حِيۡنٍ ﴿۱۷۸﴾ وَّ اَبۡصِرۡ فَسَوۡفَ يُبۡصِرُوۡنَ ﴿۱۷۹﴾ سُبۡحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوۡنَ ﴿۱۸۰﴾ وَ سَلٰمٌ عَلَى الۡمُرۡسَلِيۡنَ ﴿۱۸۱﴾ وَ الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۱۸۲﴾

কাফিরদের কথার ঝুলি ও পরিণতি

১৬৭-১৬৯. তারা (মক্কার মুশরিকরা এতদিন) বলতঃ আগেকার (উম্মতের) মত আমাদের কাছে যিকর (আসমানী কিতাব) থাকলে আমরা আল্লাহর খাঁটি বান্দা হয়ে যেতাম (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

১৭০. আর এখন (তাদের কাছে কিতাব এসেছে। কিন্তু) তারা অমান্য করছে। তারা অচিরেই জানতে পারবে (কিতাব অমান্য করার পরিণাম)

১৭১-১৭৩. আমার প্রেরিত বান্দাদের ব্যাপারে আমার বাণী আগ থেকেই নির্ধারিতঃ "তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে" এবং আমার বাহিনীই (চূড়ান্তভাবে) বিজয়ী হবে।

১৭৪-১৭৫. তাই কিছু কালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা করো, তাদের পর্যবেক্ষণ করো, অচিরেই তারা (পরিণতি) দেখতে পাবে।

১৭৬-১৭৭. তারা আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছে? আযাব কাছে চলে এলে (তারা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করবে কিন্তু আমার নিয়ম হলো) যাদের সাবধান করা হয় তাদের চিৎকার চেঁচামেচি কোনো কাজে আসে না।

১৭৮-১৭৯. (রাসূল সাঃকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলছেন) নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাদের উপেক্ষা করো, তাদের পর্যবেক্ষণ করো, অচিরেই তারা (পরিণতি) দেখতে পাবে। (সময় হলেই আযাব চলে আসবে)

১৮০. তোমার প্রভুই সকল ইজ্জতের মালিক, তিনি সকল রটনার ঊর্ধ্বে।

১৮১-১৮২. রাসূলগণের প্রতি সালাম। সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ, যিনি সর্বজগতের রাব্ব।

সোয়াদ ৩৮ سورة ص

সোয়াদ একটি বিচ্ছিন্ন বর্ণ এবং সূরাহটি এ বর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ আল-ক্বামারের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৮৮টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

صٓ وَ الْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ﴿١﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ ﴿٢﴾ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ
قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّ لَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾ وَ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ
كَذَّابٌ ﴿٤﴾ اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾ وَ انْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا
وَ اصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ يُّرَادُ ﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ اِلَّا
اخْتِلَاقٌ ﴿٧﴾ ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ؕ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِىْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا
عَذَابِ ﴿٨﴾ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾ اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
وَ مَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوْا فِى الْاَسْبَابِ ﴿١٠﴾ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ﴿١١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

যিকর সম্বলিত কুরআন এবং কুরআন বিরোধিতার পরিণাম

১-২. সোয়াদ, যিকর সম্বলিত কুরআনের কসম! কিন্তু কাফিররা (আল-কুরআনের বিধান মেনে চলে না। বরং) তারা আত্ম-অহমিকা আর (কুরআনী বিধানের) বিরোধিতায় রত।

যিকর পরিচিতিঃ যিকর অর্থ স্মরণ, স্মরণিকা, আলোচনা, সমালোচনা, বাণী ইত্যাদি। আমাদের বাংলা সমাজে শব্দটিকে একটু পরিবর্তন করে বলা হয় যিকির বা জিকির। আল কুরআনের অনেক জায়গায় যিকর বলে আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে, অনেক জায়গায় নামাযকে যিকর বলা হয়েছে। মোট কথা যিকর শব্দটি আল কুরআনে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ আল-কুরআন, ইবাদাত, নামায, আলোচনা, সমালোচনা, স্মরণ, জ্ঞান, শারীয়াহ, জীবন বিধান, উপদেশ, ইত্যাদি।

কিন্তু আমাদের সমাজের কিছু মানুষ শব্দটিকে বিচ্যুত করে যিকর বলে বুঝিয়ে থাকেনঃ পীরের বাতানো তরিকা অনুযায়ী বিশেষ নিয়মে এবং বিশেষ ভঙ্গিতে কিছু শব্দ জপ করা। তারা শব্দটিকে তার মূল ধারা থেকে বিচ্যুত করে অনেকটা ভিন্ন ধারায় নিয়ে যেভাবে আসল অর্থ থেকে অন্য ধারায় প্রবাহিত করছেন এটা অবশ্যই "তাহরীফ" হিসেবে গণ্য হবে।

৩. (এমন আত্ম-অহমিকা ও দ্বীন বিরোধিতার কারণে) অতীতে কত জাতিকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। (আযাব আসার পর) তারা চিৎকার চেঁচামেচি করেছে (তাওবাহ করেছে এবং একটি বারের

জন্য পরিত্রাণ চেয়েছে) কিন্তু তখন পরিত্রাণের সময় শেষ।

৪-৫. বস্তুত তারা (দ্বীন বিরোধী বেইমানরা) বিস্মিত হয়ে গিয়েছে, কারণ তাদের কাছে সতর্ককারী (রাসূল) হয়ে এসেছে তাদের থেকেই এক ব্যক্তি (নবী মুহাম্মাদ।) কাফিররা বলছেঃ ঐ লোক (মুহাম্মাদ সাঃ) একজন মিথ্যুক যাদুকর। সে বহু ইলাহের বদলে এক ইলাহ (মেনে চলার নীতি) ঠিক করেছে? নিশ্চয় এটা বিস্ময়ের ব্যাপার।

৬-৮. তাদের নেতারা (দ্বীনি আলোচনা থেকে) সরে পড়ে (এবং জনতাকে বলে এখান থেকে) চলে যাও আর নিজ নিজ ইলাহের উপর অবিচল থাকো, (মুহাম্মাদ যা বলছে) এসব উদ্দেশ্য প্রণোদিত। (এক ইলাহ মেনে চলার এবং মরার পর আবার জীবিত হওয়ার মত) এমন (উদ্ভট) কথা আগেকার কোনো ধর্মে শুনিনি, (এসব কথা আল্লাহর কথা নয়) সব (মুহাম্মাদের) মনগড়া (কথা।) আমাদের মাঝে (এতো জ্ঞানী লোক থাকতে) তার (মুহাম্মাদের) উপর যিকর (কিতাব) নাযিল হলো? (তাদের এমন কথার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলছেনঃ কার উপর কিতাব নাযিল হবে আর কার উপর হবে না তারা এ ব্যাপারে মন্তব্য করে) অথচ আমার যিকরের (কিতাবের) ব্যাপারে তারা সন্দিহান (তারা এ কিতাব মেনেই নিচ্ছে না অথচ কিতাব কার উপর নাযিল হবে এ নিয়ে কথা বলে।) আসলে তারা তো এখনো আযাব আস্বাদন করেনি (যখন আস্বাদন করবে তখন সব বুঝে আসবে।)

৯. (আল্লাহ কাকে কিতাব দেবেন আর কাকে দিবেন না; তারা এ নিয়ে কথা বলে?) তবে কি তোমার প্রভুর দয়ার ভান্ডার তাদের হাতে? যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহানদাতা।

১০. না কি আসমানসমূহে বা যমীনে অথবা উভয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুর উপর তাদের মালিকানা রয়েছে? (এমন হলে) কোনো উপায়ে তারা (আকাশে) উঠে যাক (এবং ইচ্ছামত ওহী এনে তাদের পছন্দ মত কাউকে দিয়ে দিক।)

১১. (সকল যুগেই কাফিররা আল্লাহর দ্বীন ও নবীর বিরুদ্ধে দল গঠন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় এরাও করছে। আল্লাহর আযাবে পতিত হয়ে) এমন কত দল অতীতে ধ্বংস হয়ে গেছে। (আর এরাও একই পরিণতির অপেক্ষা করছে।)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّ عَادٌ وَّ فِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ﴿١٢﴾

যুগে যুগে কাফিরদের পরিণতি

১২. এদের আগেও নূহের জাতি, আ'দ (জাতি) এবং অধিক (১২ লাখেরও বেশী) সেনার অধিকারী ফেরাউন (আল্লাহর দ্বীন ও নবী রাসূলকে মেনে নিতে) অস্বীকার করেছিল।

বিঃ দ্রঃ= এখানে ফেরাউনের সেনা বুঝাতে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে "আওতাদ"। আওতাদ শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হলো "ওয়াতাদ"। যার মাধ্যমে কোনো কিছুকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় বা স্থির রাখা হয় একে ওয়াতাদ বলে। কোনো বস্তুর শক্তিশালী বা গুরুত্বপূর্ণ অংশকেও ওয়াতাদ বলা হয়। যেমন পৃথিবীর ওয়াতাদ হলো পাহাড়, দেশের ওয়াতাদ হলো নেতারা, মুখের ওয়াতাদ হলো দাঁত, ইত্যাদি। আল-কুরআনে ফেরাউনের শক্তি, ক্ষমতা, পরিষদ বা সেনাদের ওয়াতাদ বলা হয়েছে। আমাদের সমাজের ভন্ডপীরেরা তাদের তরিকা প্রতিষ্ঠিত করতে যে আটটি স্তর বা ক্যাডার বানিয়েছে এর সর্বউচ্ছ ক্যাডারের নাম ওয়াতাদ। আর তাদের বানানো আটটি ক্যাডার হলোঃ মুরিদ, পীর, ওলী, আবদাল, গাউছ, কুতুব, কলন্দর ও ওয়াতাদ।

وَ ثَمُوْدُ وَ قَوْمُ لُوْطٍ وَّ اَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ ؕ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ﴿١٣﴾ اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾ وَ مَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾ وَ قَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾

১৩-১৪. আর ছামূদ (জাতি), লূত্বের জাতি, আইকাহবাসী, এরা সবই এক একটি বাহিনী ছিল। এরা সকলেই (জীবনের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে) রাসূলদের (মেনে নিতে) অস্বীকার করেছিল। ফলে অবধারিত হয়েছিল আযাব। (আর এ আযাবে সবাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যখন যে জাতির উপর আযাব এসেছে তখন আর তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়নি।)

১৫. আর এখন এরাও (বর্তমান সময়ের কাফিররাও) শুধুমাত্র একটি গর্জনের অপেক্ষা করছে। (যখন আযাব/মৃত্যু/কিয়ামত চলে আসবে) তখন সামান্যতম অবকাশও দেয়া হবে না।

১৬. তারা (উপহাস করে) বলেঃ হে রাব্ব! বিচার দিনের আগেই আমাদের প্রাপ্য (আযাব) দিয়ে দাও।

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿١٧﴾ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿١٩﴾ وَ شَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَ اٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾ وَ هَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَ لَا تُشْطِطْ وَ اهْدِنَاۤ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ اِنَّ هٰذَاۤ اَخِيْ لَهٗ تِسْعٌ وَّ تِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّ لِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَ عَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ قَلِيْلٌ مَّا هُمْ ؕ وَ ظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَ خَرَّ رَاكِعًا وَّ اَنَابَ ﴿٢٤﴾

দাউদ আ. এর পরীক্ষা

১৭. (রাসূল সাঃকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তায়া'লা বলছেন) তাদের কথার উপর সবর করো আর আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করো, অধিক ক্ষমতাবান হয়েও যে ছিল অতি বিনয়ী।

১৮-১৯. আমি পাহাড়সমূহকে তার অনুগত করে দিয়েছিলাম। এরা সকাল-সন্ধ্যা তার সাথে আমার তাসবীহ করত। আর ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখিও (তার সাথে আমার তাসবীহ করত) এরা সবাই তার অনুগত ছিল।

২০. আমি তার রাজত্বকে মজবুত করে দিয়েছিলাম। আর তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা এবং সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গি।

২১-২২. সেই (বিখ্যাত) বিবাদের সংবাদ সম্পর্কে তুমি কি অবগত আছো? যখন বিবাদকারীরা (বাদী বিবাদী) মিহরাবের (দাউদের ইবাদতের জন নির্মিত বিশেষ ঘরের) দেয়াল টপকিয়ে দাউদের কাছে চলে এলো আর দাউদ তাদের (দেখে) ভয় পেয়ে গেলো। তারা তখন বললঃ ভয় পাবেন না (আমরা) বিবাদমান দুটি পক্ষ, আমরা একে অপরের উপর অবিচার করেছি। (এবং এ মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য আপনার কাছে এসেছি) আপনি আমাদের ব্যাপারে ন্যায় বিচার করবেন, অবিচার করবেন না। আমাদের সঠিক দিকনির্দেশনা দেবেন।

২৩. (মামলাটি হলো) আমার এ ভাইটির ৯৯টি দুম্বা আছে আর আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। এখন সে আমাকে বলছেঃ তোমার দুম্বাটি আমাকে দিয়ে দাও এবং এ বিষয়ে নানাভাবে সে আমাকে চাপ দিচ্ছে।

২৪. দাউদ বললঃ তোমার দুম্বাটি নিয়ে তার দুম্বা পালে মিশানোর কামনা করে সে অন্যায় করেছে। (এভাবে) আমারা অনেকেই একে অন্যের উপর অন্যায় করে থাকি। তবে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে (তারা এমন করে না। তবে আমাদের সমাজে) এমন মানুষ খুব কমই আছে। (দাউদ আঃ এর এমন বিচারে বাদী ও বিবাদী পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসাহাসি করতে লাগলো) দাউদ বুঝে গেলঃ আমরা তাকে পরীক্ষা করে ফেলেছি (এবং সে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি) তাই সে প্রভুর কাছে ক্ষমা চেয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো এবং (প্রভুর দিকে) ধাবিত হলো।

জ্ঞাতব্যঃ মুফাসসীরগণের সর্বসম্মত মতে বাদী বিবাদী দুইজন ফিরিস্তা ছিলেন যারা মানুষের রূপ ধরে এসেছিলেন। তাদের এ অভিনব মামলার কারণ হিসেবে ইবন আব্বাস রাঃসহ অনেকেই একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, কেউ ঘটনাটি স্ববিস্তারে বলেছেন, কেউ সংক্ষিপ্ত আকারে। তবে সকলেই একমত যে এটা ছিল একটি পরীক্ষা, যে পরীক্ষায় দাউদ আঃ ফেইল করেছেন। (পরীক্ষার বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কুরতুবী দেখে নিন)

فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ؕ وَ اِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَ حُسْنَ مَاٰبٍ ﴿۲۵﴾ يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ
فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿۲۶﴾ وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا
بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ﴿۲۷﴾ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿۲۸﴾

দাউদ আঃ এর প্রতি আল্লাহর ক্ষমা এবং হাওয়া পরিচিতি

২৫. অতঃপর আমি তাকে মাফ করে দিয়েছি। আমার কাছে তার জন্য আছে উচ্চ মর্যাদা ও উত্তম প্রতিদান।

২৬. হে দাউদ! আমি যমীনে তোমাকে খালীফাহ (আমার প্রতিনিধিত্বশীল শাসক) বানিয়েছি। সুতরাং মানুষের মাঝে বিচার ও শাসন করো (আমার দেয়া) সঠিক বিধান মেনে, "হাওয়া" (মানবরচিত ও মনগড়া কোনোকিছু) মেনে নিও না। এতে তুমি আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আর

যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাদের তরে কঠিন আযাব। কারণ তারা বিচার দিন (আখেরাতের প্রতিদানের কথা) ভুলে থাকে।

হাওয়া পরিচিতিঃ হাওয়া অর্থ মনগড়া, মানব রচিত, প্রবৃত্তি, ইত্যাদি। আল্লাহর আইন, বিধান ও রীতিনীতির বাইরে যা আছে, যতকিছু আছে এসবকে একত্রে বলা হয় "হাওয়া"। মানুষ নানাভাবে হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। যেমন..

- ❖ অনেক মানুষ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত আইন, বিধান, মতবাদ, দর্শন বা আদর্শ মেনে নেয় এবং মেনে চলে। এসবই হাওয়ার অনুকরণ।
- ❖ অনেকে আবার আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া মসলক, মিনহজ বা তরিকার নামে উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- ❖ অনেকে আবার বাস্তব জীবনে আল্লাহর দেওয়া রীতিনীতি ও আদর্শের তোয়াক্কা না করে মনে যা চায় তাই করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- ❖ এভাবে নানা জনে নানা পদ্ধতিতে নিজের বা অন্যের হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। (হাওয়া সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ নিসাঃ ১৩৫, সূরাহ আ'রাফঃ ১৭৬, সূরাহ জাছিয়াহঃ ২৩)

২৭. আসমান যমীন এবং মধ্যবর্তী কোনোকিছুই আমি অনর্থক সৃষ্টি করিনি। যারা কুফর করে কেবল তারাই এমন ধারণা পোষণ করে থাকে। যারা কুফর করে তাদের তরে জাহান্নামের আযাব।

২৮. আর যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে আমি কি তাদেরকে এদের মত গণ্য করব যারা যমীনে ফাসাদ (পাপাচার) করে? আমি কি মুত্তাক্বীদেরকে পাপিষ্ঠদের সমান গণ্য করব?

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

তাদাব্বুরু-ল-কুরআন

২৯. (হে মুহাম্মাদ!) আমি তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি এটা অতি বরকতময়। (আমি এটা নাযিল করেছি) যেন তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে তাদাব্বুর (চিন্তা গবেষণা) করে। আর বুদ্ধিমানেরা যেন এটা মেনে চলে।

জ্ঞাতব্যঃ যে ব্যক্তি তার বাস্তব জীবনে কুরআনের বিধান মেনে নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারলো এবং চিরস্থায়ী জীবনে নিজের জন্য জান্নাত অবধারিত করে নিলো সে আসলেই বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি তার বাস্তব জীবনে কুরআনের বিধান অমান্য করে নিজেকে জাহান্নামে ঠেলে দিয়ে চিরস্থায়ী জীবনে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলো সে আসলে চরম বোকা।

তাদাব্বুর পরিচিতিঃ তাদাব্বুর হলো আল-কুরআন এমনভাবে অধ্যয়ন করা যাতে এর মর্ম অনুধাবন করা যায় এবং সাধারণ মানুষের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা যায় যেন বাস্তব জীবনে মেনে চলা তাদের জন্য সহজ হয়।

আল-কুরআন নাযিলের একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো আল-কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর তথা অধ্যয়ন ও গবেষনা। অর্থাৎ আল-কুরআনে উল্লেখিত বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা এবং গবেষনার ফল হিসেবে নতুন নতুন সমস্যার সমাধানসহ (কুরআনে উল্লেখিত মূলনীতির আলোকে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধান তৈরি করে) অন্যান্য বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। আর এসব কাজকে একত্রে বলা হয় তাদাব্বুর। ইরশাদ হচ্ছে..

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

তারা কি কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর (চিন্তা গবেষণা) করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য থেকে আসত তবে এতে অনেক গরমিল পাওয়া যেত। (৪ নিসাঃ ৮২)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

তারা কি কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর (চিন্তা গবেষণা) করে না? না কি তাদের অন্তরকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে? (৪৭ মুহাম্মাদঃ ২৪)

تدبر القرآن

কুরআন অধ্যয়ন

তাদাব্বুর এর মূল শব্দ "দুবুর" অর্থ পিছন। ইবন আ'ত্বিয়্যাহ রাহিঃ বলেছেনঃ কোনো বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করে তার শেষ পর্যন্ত (আদি অন্ত) জেনে ফেলাকে তাদাব্বুর বলে।

সে মতে কুরআন নিয়ে তাদাব্বু করার অর্থ দাঁড়াবেঃ আল-কুরআনে বর্ণিত বিষয়াদি নিয়ে গভীর চিন্তা গবেষনা করে এর মর্ম উদঘাটনে সচেষ্ট হওয়া এবং সাধারণ মানুষের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হওয়া যেন আল-কুরআনের বিধানসমূহ বাস্তব জীবনে মেনে চলা তাদের জন্য সহজ হয়। আমাদেরকে এপথে চলতে হলে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে, আল-কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং আল-কুরআনের বিধান মতে জীবন পরিচালিত করতে হবে। এমন হতে পারলে আমাদের তাদাব্বুর সফল হবে, ইন শা-আল্লাহ। আর এজন্য আমাদেরকে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াদিতে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

১	قرأة القران	لغات القرآن تجويد القرآن	কুরআন পড়াঃ তাজওয়ীদ ও লুগাত সহ।
২	معاني القران	كلمة كلمة	প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝতে হবে
৩	تراجم القران	ترجمة جملة بجملة ترجمة كلمة بكلمة ترجمة مفهوم بمفهوم	আল-কুরআনের তরজমা বুঝতে হবে ৩ পদ্ধতিতে। যথা.. শব্দে শব্দে তরজমা, বাক্যে বাক্যে তরজমা ও পারিভাষিক তরজমা
৪	اعراب القرآن		আল-কুরআনের ই'রাব (গ্রামার) বুঝতে হবে
৫	تفسير القران	تفسير القرآن بالقران (هذا تفسير متيقن ايضا متيقن) تفسير المتواترة (هذ هذا) القران بالخبر الواحد الصحيحة معتبر) تفسير بعرف الصحابة بالسند هذا معتبر) تفسير بقول) الصحيح هذا معتبر)) الصحابة بالسند الصحيح تفسير بالاحاديث الغير الصحيحة (ما يعتبر عليه وكذالك تفسير بعرف الصحابة او بقولهم بألسند غير الصحيح تفسير بالروايات عليه) بالدليل اسرائليات(ما يعتبر	আল-কুরআনের তাফসীর বুঝতে হবে.... এক আয়াতকে অন্য আয়াত দিয়ে অথবা মুতাওয়াতির হাদীছ দিয়ে। (এমন তাফসীর নির্ভর যোগ্য) সাহীহ খাবার ওয়াহিদ দিয়ে অথবা সাহীহ সনদে সাহাবাদের পরিভাষা দিয়ে অথবা সাহীহ সনদে সাহাবাদের বাণী দিয়ে। (এ ৩ প্রকার তাফসীর গ্রহণ যোগ্য) অশুদ্ধ সনদে হাদীছ বা সাহাবার বাণী দিয়ে অথবা ইসরাইলী বর্ণনা দিয়ে। (এমন তাফসীর গ্রহণযোগ্য নয়) পরবর্তিদের তাফসীর দলীলের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ বা অগ্রহণ করা হবে।

	الصحابة بعد من تفسير		
আল-কুরআনের প্রতিটি বিধান, প্রতিটি ঘটনা তথা প্রতিটি বিষয়কে আলাদা আলাদা করে গবেষণা করতে হবে।	دراسات الاحكام حكما حكما دراسات القصص قصة قصة دراسات الفنون فنافنا	دراسات القران	৬
আল-কুরআন থেকে বিধান বের করে আনতে হবে। এব্যাপারে মুজতাহিদ ইমামগণের ইস্তিখরাজ অধ্যয়ন করতে হবে এবং নতুন বিষয়ে নিজে একা বা দলগত ভাবে ইজতিহাদ করতে হবে।	بالدراسة من نصوص الأئمة المجتهدين في مسائل القديمة ويجتهد في المسئلة الجديدة (فردا و جماعة) برائه	ستخراجمن القران	৭
আল-কুরআনে বর্ণিত যাবতীয় বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে।	باحكامه وقصصه واقواله كله ما يعرف و مالا يعرف	ايمان بالقران	৮
বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল-কুরআনে বর্ণিত আইন ও বিধান মেনে চলতে হবে		العمل بالقران	৯

আল-কুরআনের ফজিলতঃ আল-কুরআনের ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীছ থেকে মাত্র দুটি হাদীছ উল্লেখ করা হলো..

عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : يجئ القرآن يوم القيامة فيقول يارب حلّه فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة فيقول يارب ارض عنه فيرضي عنه فيقال له اقرأ وارق وتزاد بكل اية حسنة (رواه الترمذي ()

وقال هذا حديث حسن صحيح وقال الالباني في صحيح الترمذي برقم () حسن

আবু-হুরাইরাহ রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন কুরআন এসে বলবেঃ হে রাব্ব! (যে আমাকে মেনে চলেছে) তাকে অলংকৃত করুন। তখন তাকে সম্মানের তাজ পড়িয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর কুরআন বলবে হে রাব্ব! তাকে আরও সম্মান দিন! তখন তাকে সম্মানের অলংকার পড়িয়ে দেওয়া হবে। তারপর কুরআন বলবেঃ হে রাব্ব! তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন আল্লাহ (চিরতরে) তার প্রতি সন্তুষ্টি ঘোষণা করবেন এবং তাকে বলা হবেঃ পড়ো আর (সম্মানের উচ্চ শিখরে) আরোহণ করো এবং প্রতিটি আয়াতের বদলে একটি করে মরতবা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। (তিরমিযীঃ হাদীছটি হাসান সাহীহ)

وروا البيهقي في شعب الايمان في فضل حامل القران اذا عمل به فأحل حلاله وحرم حرامه يُشفع في عشرة من اهل بيته يوم القيامة كلهم قد وجبت له النار

আল-কুরআনের ধারক ও বাহকের মর্যাদার ব্যাপারে বাইহাক্বী একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেনঃ আল-কুরআনের ধারক যদি তার বাস্তব জীবনে কুরআনের উপর আমল করে তথা আল-কুরআনে বর্ণিত হালাল ও হারাম মেনে চলে তখন কিয়ামতের দিন তাকে তার পরিবারের এমন ১০জন ব্যক্তির জন্য শাফায়াত করতে দেওয়া হবে যাদের তরে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গিয়েছিল। (কিন্তু হাদীছটি দ্বাইফ।)

وَ وَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۳۰﴾ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿۳۱﴾ فَقَالَ اِنِّيْۤ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿۳۲﴾ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ؕ فَطَفِقَ مَسْحًا

بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٤﴾

সুলাইমান আ. ও উন্নত জাতের ঘোড়ার দল

৩০-৩১. আমি দাউদকে দান করলাম (ছেলে) সুলাইমান, বড়ই ভালো বান্দা, বড়ই বিনয়ী। এক সন্ধ্যায় তার কাছে হাজির করা হলো উন্নতজাতের অশ্ব দল।

জ্ঞাতব্যঃ সুলাইমান আঃ বিশাল রাজ্যের রাজা ছিলেন। দ্বীনের নামে অথর্ব সৃষ্টিকারী ইয়াহুদগণ এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ লেগেই ছিল। তাই এ ঘোড়াগুলোর খুব প্রয়োজন ছিল। ঘোড়া পেয়ে তিনি খুব খুশী ছিলেন এবং ঘোড়া দেখতে গিয়ে আসরের সালাত কাজা হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন সূর্য ডুবে যাচ্ছে।

৩২. সুলাইমান বললঃ আমি প্রভুর যিকর (সালাত) বাদ দিয়ে ঘোড়ার মহব্বতে মেতে রইলাম? আর এদিকে (সূর্য) অন্তরায় হয়ে যাচ্ছে। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

৩৩. (এ আয়াতের অর্থ দুই ভাবে করা হয়) একে (ঘোড়া গুলোকে) আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। (এক এক করে ঘোড়া আনা হলো এবং সুলাইমান চাকু দিয়ে ঘোড়ার) গলা ও পাও স্পর্শ করতে (কাটতে) লাগলো। (এভাবে সমস্ত ঘোড়াকে মেরে ফেলল)

আর আয়াতের অর্থ এভাবেও করা যায়। (হে আল্লাহ) আমার জন্য একে (সূর্যকে) ফিরিয়ে দাও (যেন আমি আসরের সালাত আদায় করতে পারি। আল্লাহ সুলাইমান আঃ এর দোয়া কবুল করলেন। সূর্য ফিরে এলে তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। তার পর ঘোড়াগুলোর) গলা ও পা স্পর্শ করতে (হাত বুলাতে) লাগলো।

৩৪. আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করেছি। (ক্ষমতার প্রতি তার ভালোবাসা বেশী, না আমার প্রতি, এ বিষয়টি পরীক্ষা করতে) তার সিংহাসনে বসিয়েছি একটি (জিন্ন, যে সুলাইমানের) আকৃতি (ধারণ করেছিল) পরে সে আমার কাছে অনুনয় (করে দোয়া) করেছে।

জ্ঞাতব্যঃ এ পরীক্ষার কারণ হিসেবে বেশ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে,

ক. সুলাইমান আঃ এক রাজাকে হত্যা করে রাজকন্যাকে বন্দী করেছিলেন, রাজকন্যা ছিল অধিক সুন্দরী, সুলাইমান আঃ তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে তার বাপের মূর্তি বানিয়ে দিতে বলল (সুলাইমান আঃ এর শারীয়া'হ মতে মূর্তি বানানো বৈধ ছিল) তাই রাজকন্যাকে খুশী করতে তিনি তার পিতার মূর্তি বানিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু ওই মহিলা নবীর স্ত্রী হয়েও মূর্তি পুজা করে ছিল।

খ. ওই রাজকন্যা মুশরিকাহ ছিল, সুলাইমান আঃ মুশরিকাহ অবস্থায়ই তাকে বিয়ে করে ছিলেন এবং নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সে শিরক করেছিল।

গ. ঘোড়াগুলোকে হত্যা করার জন্য আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করে ছিলেন। (আল্লাহু আ'লাম। বিস্তারিত জানতে তাফসীর কুরতুবী দেখে নিন)

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَ الشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّ غَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَّ اٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَ اِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَ حُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾

সুলাইমান আঃ এর পরীক্ষা

৩৫. সুলাইমান (আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে) বললঃ হে প্রভু! আমাকে মাফ করে দাও (আমিও তাকে মাফ করে দিলাম এবং তার ক্ষমতা ফিরিয়ে দিলাম। তখন সে বলল প্রভু!) আমাকে এমন ক্ষমতা দান করো যা আমার পর আর কাউকে দেবে না। নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।

৩৬. আমি (আল্লাহ তার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিলাম এবং) বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম। বাতাস তার হুকুমে প্রবাহিত হত। সে যেখানে যেতে চাইত বাতাস মৃদু গতিতে তাকে সেখানে নিয়ে যেত।

৩৭-৩৮. আর শয়তানদেরকেও (মানে জিন্নদেরকেও তার অনুগত করে দিয়েছিলাম) তারা নির্মাণকাজ করত, ডুবুরীর কাজ করত। অনেক (জিন্ন) তখন জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়েছিল। (সুলাইমান তাদের বেঁধে রেখেছিল)

৩৯. (আমি সুলাইমানকে বলে দিলাম) এসবই আমার দান (আমি এসব তোমাকে দিয়েছি) তুমি (এর থেকে কাউকে) দিতে পারবে অথবা (সব নিজের জন্য) রেখে দিতে পারবে। (এজন্য তোমাকে) জবাবদিহি করতে হবে না।

৪০. আমার কাছে তার জন্য আছে উচ্চ মর্যাদা এবং শুভ পরিণতি।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ﴿٤١﴾ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٤٣﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۗ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

আইয়্যুব আঃ

৪১. আমার বান্দা আইয়্যুবকে স্মরণ করো। যখন (রোগাক্রান্ত হয়ে) সে প্রভুকে ডাক দিল (বললঃ প্রভু!) শয়তান আমাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে। (সুতরাং তুমি আমাকে উদ্ধার করো।)

৪২. (আমি বললাম) তুমি তোমার পা দিয়ে (যমীনে) আঘাত করো। (সে আঘাত করলে মাটি থেকে পানি বেরিয়ে এলো। আমি বললাম) এ শীতল পানি দিয়ে গোসল করো এবং এ পানি পান করো (আইয়্যুব এ পানি দিয়ে গোসল করলো এবং পান করলো, ফলে তার শরীরের পঁচন সেরে গেল। সে সুস্থ হয়ে গেল।)

৪৩. আমি তাকে তার পরিবার ফিরিয়ে দিলাম এবং সমপরিমাণ আরও দিলাম। এসবই ছিল আমার দয়া এবং বুদ্ধিমানদের জন্য স্মরণিকা।

পটভূমিঃ আয়্যুব আঃ অসুস্থ হয়ে গেলে সবাই তাকে ফেলে গিয়েছিল। শুধু এক স্ত্রী সঙ্গে থেকে সেবা করে যাচ্ছিলেন। একদিন (ওষুধের ব্যবস্থা করতে গিয়ে) স্ত্রী ঘরে ফিরেননি। আয়ুব আঃ শপথ করলেন স্ত্রী ফিরলে ১০০ বেত্রাঘাত করবেন। আয়ুব আঃ এর স্ত্রী বেত খাবার মত অপরাধ করেননি, তাই তাকে ১০০ বেত্রাঘাত করা অন্যায় হবে। আবার নবীর জন্য কসম ভঙ্গ করাও উচিত নয়। তাই আল্লাহ আয়ুব আঃকে বললেন..

৪৪. তুমি তোমার হাতে একমুষ্ঠি (১০০) খড় নাও এবং তা দিয়ে আঘাত করো। তবুও তুমি শপথ ভঙ্গ করবে না। নিশ্চয় আমি তাকে অবিচল পেয়েছি। সে বড় ভালো গোলাম, বড়ই বিনয়ী ছিল।

وَ اذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ اُولِي الْاَيْدِيْ وَ الْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ
ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَ اِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ وَ اذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَ ذَا
الْكِفْلِ ؕ وَ كُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

ইবরাহীম ও ইসহাক্ব আঃ

৪৫-৪৭. আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক্ব ও ইয়াকুবকে স্মরণ করো, তারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। আমি তাদেরকে নির্ভেজাল বিশেষ গুণ দান করেছিলাম। (আর তা হলো) আখেরাতের স্মরণ। নিশ্চয় আমার কাছে তারা নির্বাচিত উত্তম বান্দা।

৪৮. আর ইসমাঈল, আল-ইয়াসাআ' ও যা-ল-কিফলকে স্মরণ করো। এরা সবাই উত্তমলোক।

هٰذَا ذِكْرٌ ؕ وَ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٩﴾ جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿٥٠﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا
يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّ شَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَ عِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ
لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾ هٰذَا ؕ وَ اِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ ۚ
يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّ غَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَّ اٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾
هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ؕ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾

যারা পাপ থেকে বেঁচে থাকে আর যারা পাপিষ্ঠ তাদের চিরস্থায়ী আবাস

৪৯-৫২. এটা (এ কুরআন) হলো এক মহাযিকর (মহাস্মরণিকা।) নিশ্চয় মুত্তাক্বীদের (যারা পাপ থেকে বেঁচে থাকে তাদের) জন্য রয়েছে উত্তম আবাস চিরস্থায়ী জান্নাত। এর সকল দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সেখানে তারা হেলান দিয়ে (আড্ডা দিবে এবং) নানা প্রকার খাদ্য ও পানীয়ের হুকুম করবে। সঙ্গে থাকবে সমবয়স্কা তরুণীগণ যারা (এতো প্রেমময় হবে যে) এক পলকে চেয়ে থাকবে।

৫৩-৫৪. পরকালের ব্যাপারে তোমাদেরকে যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এটা হচ্ছে তাই, এটা হলো আমার দেয়া রিজক (বিলাস উপকরণ) যা কখনো শেষ হবে না।

৫৫-৫৮. এটাই (মুত্তাক্বীদের প্রতিদান), আর পাপিষ্ঠদের জন্য রয়েছে বড়ই নিকৃষ্ট আবাস। তারা পতিত হবে জাহান্নামে যা আবাস হিসেবে বড়ই নিকৃষ্ট। (বলা হবে) এটাই তোমাদের (কর্মফল) সুতরাং আস্বাদন করো হামীম (উত্তপ্ত লাভা) আর গাসসাক্ব (ফুটন্ত পুঁজ) এবং এ ধরণের আরও অনেক আযাব।

৫৯. (নেতারা জাহান্নামে প্রবেশ করলে জনতাকে বলা হবে) এইতো আরও একটি দল তোমাদের সঙ্গী হয়েছে। তাদের কোনো কল্যাণ (আলাদা সম্মান বা ভি আই পি মর্যাদা) নেই, তারাও (তোমাদের সঙ্গে একই) জাহান্নামে পতিত হয়েছে।

قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ؕ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ
عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾ وَ قَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ اَتَّخَذْنٰهُمْ
سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

জাহান্নামের ভিতরে কাফির নেতা ও জনতার বাকবিতন্ডা

৬০-৬১. তারা (জনতা নেতাদের) বলবেঃ তোমরা! (দুনিয়াতে ভি আই পি মর্যাদা পেতে, আজ) তোমাদের কল্যাণ (আলাদা কোনো সম্মান) নেই। তোমরাই আমাদের এ অবস্থা করেছ। (তাই আমাদের সঙ্গে জাহান্নামের স্বাদ আস্বাদন করো। এটা) বড় নিকৃষ্ট স্থান। তারা (জনতা তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে) বলবেঃ হে রাব্ব! যারা আমাদের এমন অবস্থা করেছে জাহান্নামে তাদের আযাব আরও বাড়িয়ে দাও।

৬২-৬৩. তারা (নেতারা তখন) বলবেঃ ওইসব লোকদের দেখছি না যে, যাদেরকে আমরা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতাম তবে কি আমরা তাদেরকে নিয়ে অন্যায়ভাবে উপহাস করেছিলাম? না কি আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম হয়েছে (আর এজন্য তাদেরকে জাহান্নামে দেখতে পাচ্ছি না?)

৬৪. (এ হচ্ছে জাহান্নামীদের অবস্থা। এমনই হবে) জাহান্নামীদের বাকবিতন্ডা, এসবই সত্য।

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا مُنْذِرٌ ۫ وَّ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا
الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ﴿٦٧﴾ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ
بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰٓى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٦٩﴾ اِنْ يُّوْحٰٓى اِلَيَّ اِلَّآ اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٠﴾

নবী শুধুই সতর্ককারী

৬৫. (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাওঃ আমি শুধুই একজন সাবধানকারী। (আমি তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি) নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া (তোমরা একথা মেনে নাও এবং বাস্তব জীবনে এর অনুশীলন করো। নতুবা তিনি তোমাদের কঠিন সাজা দেবেন। কারণ তিনি হলেন) মহাক্ষমতাধর একক সত্ত্বা।

৬৬. (তিনি হলেন) আসমানসমূহের, পৃথিবীর এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছুর রাব্ব, মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

৬৭-৬৮. বলো! এটা (এ কুরআন) এক মহান বাণী অথচ তোমরা এটা উপেক্ষা করছো।

৬৯-৭০. (বলে দাওঃ ফিরিস্তাদের) উচ্চ পরিষদ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না যখন তারা (আদমের খিলাফাহ নিয়ে) আলোচনা করছিল। (কিন্তু এখন আমি জানি। কারণ) আমার কাছে ওহী এসেছে, আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴿٧١﴾ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ
سٰجِدِيْنَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٧٣﴾ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾

আদমকে দেওয়া ফিরিস্তাদের সম্মান এবং ইবলিসের কাফির হয়ে যাওয়া

৭১-৭২.(স্মরণ করো!) রাব্ব যখন ফিরিস্তাদের বললেনঃ আমি মাটি দিয়ে মানুষ বানাতে যাচ্ছি। যখন আমি তার দেহ তৈরি করে ফেলবো এবং তাতে রূহ ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তাকে সিজদাহ (সম্মান) করবে।

৭৩-৭৪. (আদমের দেহে রূহ ফুঁকে দেবার পর আমার কথামত) সকল ফিরিস্তা এক সাথে সিজদাহ করলো কিন্তু ইবলিস করলো না। সে দম্ভ করলো এবং কাফির হয়ে গেল।

قَالَ يٰٓاِبۡلِيۡسُ مَا مَنَعَكَ اَنۡ تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَىَّ ؕ اَسۡتَكۡبَرۡتَ اَمۡ كُنۡتَ مِنَ الۡعَالِيۡنَ ﴿۷۵﴾ قَالَ اَنَا خَيۡرٌ مِّنۡهُ ؕ خَلَقۡتَنِىۡ مِنۡ نَّارٍ وَّ خَلَقۡتَهٗ مِنۡ طِيۡنٍ ﴿۷۶﴾ قَالَ فَاخۡرُجۡ مِنۡهَا فَاِنَّكَ رَجِيۡمٌ ﴿۷۷﴾ وَّ اِنَّ عَلَيۡكَ لَعۡنَتِىۡۤ اِلٰى يَوۡمِ الدِّيۡنِ ﴿۷۸﴾ قَالَ رَبِّ فَاَنۡظِرۡنِىۡۤ اِلٰى يَوۡمِ يُبۡعَثُوۡنَ ﴿۷۹﴾ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الۡمُنۡظَرِيۡنَ ﴿۸۰﴾ اِلٰى يَوۡمِ الۡوَقۡتِ الۡمَعۡلُوۡمِ ﴿۸۱﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغۡوِيَنَّهُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ﴿۸۲﴾ اِلَّا عِبَادَكَ مِنۡهُمُ الۡمُخۡلَصِيۡنَ ﴿۸۳﴾ قَالَ فَالۡحَقُّ ۖ وَ الۡحَقَّ اَقُوۡلُ ﴿۸۴﴾ لَاَمۡلَـئَنَّ جَهَنَّمَ مِنۡكَ وَ مِمَّنۡ تَبِعَكَ مِنۡهُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ﴿۸۵﴾

ইবলিসের কুতর্ক এবং শয়তান হয়ে যাওয়া

৭৫. আল্লাহ বললেনঃ ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে বানিয়েছি তুমি কেন তাকে সিজদাহ (সম্মান) করলে না?

৭৬. ইবলিস বললঃ (কারণ) আমি তার থেকে উত্তম। আপনি আমাকে বানিয়েছেন আগুন দিয়ে আর তাকে বানিয়েছেন মাটি দিয়ে। (আর আগুন মাটি থেকে উত্তম। তাই সৃষ্টিগত ভাবেই আমি আদম থেকে উত্তম।)

৭৭-৭৮. আল্লাহ বললেনঃ এখান থেকে বেরিয়ে যা, তুই বিতাড়িত, প্রতিদান দিবস পর্যন্ত তোর উপর লা'নত।

৭৯. ইবলিস বললঃ হে রাব্ব! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।

৮০-৮১. আল্লাহ বললেনঃ তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো (তবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত নয়। কিয়ামত) দিবসের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।

৮২-৮৩. ইবলিস বললঃ (হে প্রভু!) আপনার ইজ্জতের কসম! আমি তাদের সবাইকে বিভ্রান্ত করব। তবে আপনার খাঁটি বান্দাদের (পারব না।)

৮৪-৮৫. আল্লাহ বললেনঃ এটা সত্য, আর আমি যা বলছি এটাও সত্য। তুই এবং যারা তোকে অনুকরণ করবে এদের সবাইকে দিয়ে আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর আদেশ নিষেধ বা কোনো বিধানকে নীতিগতভাবে না মানলে কুফর হয়। আর নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে বাস্তবে অনুশীলন না করলে কাবীরাহ গোনাহ হয়। আর আল্লাহর কোনো বিধানের বিপরীতে যুক্তি দাঁড় করলে বা এ নিয়ে বিবাদ বা কুতর্কে লিপ্ত হলেও কুফর হয়। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّ مَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿٨٦﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ﴿٨٨﴾

নবী মুহাম্মাদ এবং আল-কুরআন

৮৬. (হে নবী! তাদের) বলে দাওঃ আমি (মুহাম্মাদ আমার দাওয়াত ও শিক্ষার বদলে) তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাচ্ছি না এবং আমি মনগড়া রটনাকারীও নই। (দ্বীনি কাজের বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সূরাহ সাবাঃ ৪৭)

৮৭-৮৮. এটা (এ কুরআন) রাব্বু-ল-আ'লামীন থেকে আগত এক মহাযিকর। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০) কিছুকাল পর তোমরা জেনে যাবে এর (এ কুরআনের) সকল তথ্যই সঠিক।

সূরাহ যুমার ৩৯ سورة الزمر

যুমার অর্থ দল। এ সূরার ৭১ ও ৭৩ তম আয়াতে জাহান্নামী ও জান্নাতীদেরকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী এবং সূরাহ সাবার পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৭৫টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴿٢﴾ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

শুধু ভেজালমুক্ত ইবাদাতই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য

১-২. কিতাবটি অবতীর্ণ হয়েছে মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ থেকে। অবশ্যই আমি তোমার প্রতি কিতাবটি নাযিল করেছি যথাযথভাবে। (এ কিতাবে বর্ণিত নিয়ম ও বিধান মেনে) আল্লাহর ইবাদাত কর শুধুই তাঁর জন্য ভেজাল মুক্ত দ্বীন মেনে।

৩. শুনো! শুধু ভেজাল মুক্ত দ্বীনই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। আর যারা আল্লাহর (বিধানের) বিপরীতে অন্যকে ওয়ালী (মিত্র/অভিভাবক/আপন/খোদা/প্রভু) বানায় তারা বলেঃ আমরা এদের দাসত্ব করি যেন এরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দেয় (অথচ আসলে এই মতাদর্শটি

সম্পূর্ণরূপে কুরআনের পরিপন্থী)। যারা (আল-কুরআনের বিপরীতে) ভিন্নমত পোষন করছে (সে যেই হোক না কেন) এ ব্যাপারে আল্লাহ তাদের বিচার করবেন। (নবী রাসূলগণের প্রধান কাজ মানুষকে ইবাদাতের পদ্ধতি ও নিয়ম নীতি শিক্ষা দেয়া। যারা রাসূলের শিখানো পদ্ধতি ও নিয়ম নীতির বাইরে গিয়ে মনগড়া পন্থায় ইবাদাত করে তারা মিথ্যাবাদী, কাফির।) আর কোনো মিথ্যাবাদী কাফিরকে আল্লাহ হেদায়াত করেন না। (যদি সে নিজ থেকে না চায়। ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাক্বারাহঃ ১০৭)

৪. আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে তাঁর সৃষ্টি থেকে যাকে খুশী বেছে নিতেন। (কিন্তু) তিনি এসবের ঊর্ধ্বে, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, মহাপ্রতাপশালী।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿۵﴾ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿۶﴾ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ لَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَ اِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۷﴾

আল্লাহ, আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

৫. তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে, তিনি রাতের মাঝে দিনকে মিশিয়ে দেন এবং দিনের মাঝে রাতকে মিশিয়ে দেন। তিনিই নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্র, সবকিছু প্রবাহমান নির্ধারিত সময়ের জন্য। শোনো! তিনি মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

৬. তিনি তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি (আদম আঃ) থেকে এবং তার থেকেই বানিয়েছেন তার সঙ্গিনী। তোমাদের জন্য বানিয়েছেন আট জোড়া গবাদিপশু । মাতৃগর্ভে তিন স্তর বিশিষ্ট আঁধারে তোমাদের (দেহ) গঠন করেছেন ক্রমে ক্রমে। (যিনি নিপুণভাবে এতসব করেছেন) তিনিই আল্লাহ তোমাদের রাব্ব (মালিক ও বিধান দাতা,) সার্বভৌমত্বের তিনিই মালিক, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। (তাকে ছেড়ে) তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছ? (সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন: সূরাহ ফাতিহাহ ৪)

৭. (হে মানুষ!) তোমরা যদি কুফর কর তবে (জেনে রাখো) আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন এবং বান্দা কোনো প্রকার কুফর করবে এটা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। আর তোমরা যদি শোকর আদায় (তথা আনুগত্য) করো তবে তিনি খুশী হন। (মনে রেখো! পরকালে) কেউ কারো পাপের বুঝা বহন করবে না। সবশেষে তোমরা প্রভুর কাছেই ফিরে যাবে। তিনি বদলা দেবেন তোমাদের সকল কাজের। নিশ্চয় তিনি অন্তর্যামী।

وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ﴿۸﴾ اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَ يَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۹﴾

মানুষের বদ-স্বভাব এবং জ্ঞানী ও মূর্খের পার্থক্য

৮. (মানুষের একটি বদ স্বভাব হলো) কোনো বিপদ-আপদ যখন মানুষকে স্পর্শ করে তখন সে তার প্রভুর দিকে ধাবিত হয় এবং প্রভুকে ডাকে। আর প্রভু যখন তাকে অনুগ্রহ করেন (বিপদ মুক্ত করে দেন) তখন সে (আগের অবস্থায় ফিরে যায়) যে কারণে প্রভুকে ডেকেছিল এসব ভুলে যায় এবং আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আল্লাহর সমকক্ষ বানায় (তথা আল্লাহর সাথে শিরক করে। যে ব্যক্তি এমন করে তাকে) বলে দাওঃ তুমি তোমার কুফর নিয়ে ক্ষণস্থায়ী জীবনে সামান্য উপভোগ করে নাও, নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের একজন।

৯. যে ব্যক্তি রাতের আঁধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এবং সিজদাহ রত হয়ে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং প্রভুর রহমত কামনা করে (সে কি ওই ব্যক্তির সমান যে কুফর করে?) বলো! যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? গ্রহণ করে কেবল বুদ্ধিমানেরাই।

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۰﴾

তাক্বওয়া ও সবর

১০. (হে নবী! আমার পক্ষ থেকে) ঘোষণা করে দাওঃ হে আমার ঈমানদার বান্দারা! প্রভুর তাক্বওয়া অর্জন করো। (আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর মনে রেখো!) এ দুনিয়ায় যারা ভালো কাজ করবে (আখেরাতে) তাদের প্রতিদান হবে কতই উত্তম। (শুনো!) আল্লাহর যমীন উন্মুক্ত (তাই এক জায়গায় আল্লাহর ইবাদাত করতে অসুবিধা হলে অন্যত্র চলে যাও আর আগত মুসীবতে সবর কর।) নিশ্চয় সবরকারীদের প্রতিদান হবে বে-হিসাব। (যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈমান ও ইসলামের উপর অনড় ও অবিচল থাকার নাম সবর।)

قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴿۱۱﴾ وَ اُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۱۲﴾

আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে

১১-১২. বলে দাওঃ আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে একনিষ্ঠভাবে

আল্লাহর ইবাদত করি। আরও আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমিই হই প্রথম আত্মসমর্পণকারী।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর ইবাদাত করতে হয় একনিষ্ঠভাবে ভেজালমুক্ত থেকে, ভেজালযুক্ত ইবাদাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহর দ্বীন তথা আল্লাহর দেওয়া জীবন আদর্শের সাথে অন্যকিছু মিশ্রিত করার নাম ভেজাল যুক্ত করা।

قُلْ اِنِّیْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿۱۳﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হবে সেই আযাবের সম্মুখীন হবে

১৩. (হে নবী! মানুষকে) বলে দাওঃ আমি ভয় করছি; আমি (নবী হওয়া সত্ত্বেও) যদি প্রভুর অবাধ্য হয়ে যাই তবে মহান দিনের আযাব (আমাকেও ছাড়বে না।)

قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِیْنِیْ ﴿۱۴﴾

রাসূল সাঃ যে পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদাত করতেন

১৪. বলে দাওঃ আমি (মুহাম্মাদ) দাসত্ব/ইবাদাত করি শুধুই আল্লাহর (আমি ইবাদাত করি) আমার দ্বীনকে (ঈমান, আমাল ও নিয়তকে) ভেজালমুক্ত রেখে।

فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ؕ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِیْنَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْلِیْهِمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِیْنُ ﴿۱۵﴾ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ یُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ یٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿۱۶﴾

যে বা যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ইবাদাত করে

১৫-১৬. সুতরাং তোমরা যারা আল্লাহ ছাড়া (অন্যের ইবাদাত করো তোমরা) যার খুশী ইবাদাত করতে থাকো (আমি এসবের ধার ধারি না, তোমাদের মনগড়া খোদাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।) বলে দাওঃ কিয়ামতের দিন যারা নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে চিরস্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন করলো সেই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ, শুনো! এটা হলো মহাক্ষতি। তাদের উপরে থাকবে কয়েক স্তর আগুন এবং নীচেও কয়েক স্তর আগুন। আল্লাহ এ আগুন সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছেন, বান্দারা! সাবধান হয়ে যাও।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।

- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

وَ الَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَ اَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٨﴾

আল্লাহ যাদেরকে হেদায়াত করেন

১৭. আর যারা ত্বাগূতের (আল্লাহ বিরোধী ব্যক্তি বা শক্তির) দাসত্ব থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। সুতরাং (হে নবী!) আমার বান্দাদেরকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

১৮. যারা (আমার) কথা শুনবে এবং এ সুন্দর কথাগুলোর অনুকরণ করবে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত করেন এবং তারাই আসল বুদ্ধিমান। (দুনিয়াতে বহু মানুষ থেকে বহু কথা শুনা যায়। সকল কথা শুনলেও মেনে নিতে হয় শুধু উত্তম কথা। আর আল্লাহ ও রাসূলের কথাই সবচেয়ে উত্তম।)

হেদায়াত পরিচিতিঃ হেদায়াত শব্দটি সাধারণত ২টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- ❖ সৎপথে পরিচালিত করে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া। আর এ ধরণের হেদায়াত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেও করতে পারে না।
- ❖ পথের দিশা দেওয়া বা সৎপথ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া। আর এ ধরণের হেদায়াত নবী, রাসূল ও মুঅমিনদের দায়িত্ব।

উল্লেখ্য আল-কুরআন যেহেতু আল্লাহর কালাম। তাই আল-কুরআন তার পাঠকদের জন্য উভয় প্রকার হেদায়াতের মাধ্যম হয়ে তাকে। আল-কুরআন মুত্তাক্বীদেরকে সৎপথে পরিচালিত করে জান্নাতে পৌঁছে দেয়, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ২য় আয়াতে। আর সকল পাঠককে হেদায়াতের পথ বাতলে দেয়, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ১৮৫ তম আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতে।

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ؕ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ﴿١٩﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿٢٠﴾

যাদের জন্য তৈরি আছে জান্নাতের প্রাসাদ

১৯. যাদের উপর আযাবের বাণী অবধারিত হয়ে যায় (তুমি তাদের বাঁচাতে পারবে না) যে ব্যক্তি জাহান্নামে পতিত হয় তুমি কি তাকে বাঁচাতে পারবে?

২০. তবে যারা প্রভুর তাক্বওয়া অর্জন করে তাদের জন্য আছে প্রাসাদের পর প্রাসাদ যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহর, এটাই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

তাক্বওয়া পরিচিতিঃ তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করলো তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয় ভাবে এতটুকু তাক্বওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা কুফর শিরকে জড়িয়ে গেলে তার ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে চির জাহান্নামী মুনাফিক হয়ে যাবে।

আবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কাবীরাহ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই এতটুকু তাক্বওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণ তাক্বওয়াঃ অর্থাৎ ছোট-বড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহ্ই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এ তাক্বওয়ার অধিকারী করতে পারেন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٢١﴾

আল্লাহর কুদরতের মহিমা

২১. তুমি কী দেখনি? আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে যমীনে প্রবাহিত করেন এবং এর দ্বারা উৎপন্ন করেন নানা রকম ফসল যা নানা রঙ্গের হয়ে থাকে। তারপর এসব শুকিয়ে হলুদ হয়ে খড়কুটায় পরিণত হয়। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য।

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٢﴾

আল্লাহর নূরের উপর অবিচল ব্যক্তি বনাম আল্লাহর যিকর শূন্য ব্যক্তি

২২. আল্লাহ যার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং সে প্রভুর নূরের (দ্বীনের) উপর অবিচল থাকে, সে কি (ওই ব্যক্তির সমান যার অন্তর ঈমান শূন্য?) সর্বনাশ তাদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহর যিকর (দ্বীন) শূন্য আর তারাই চরম বিভ্রান্ত। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়ারঃ ৭,৫০)

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

আল-কুরআনের অনুগত থাকাই আল্লাহর হেদায়াত

২৩. আল্লাহ নাযিল করেছেন সবচেয়ে সুন্দর বাণী তথা বারবার পঠিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কিতাব (আল-কুরআন) যারা প্রভুর ভয়ে ভীত থাকে তাদের ত্বক (গায়ের লোম) এতে শিহরিত হয়ে যায়, তারপর তাদের তন ও মন আল্লাহর যিকরের (আল-কুরআনের) অনুগত হয়ে যায়, এটাই আল্লাহর হেদায়াত। আল্লাহ হেদায়াত করেন যাকে খুশী। আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারে না।

হেদায়াত পরিচিতিঃ হেদায়াত শব্দটি সাধারণত ২টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- ❖ সৎপথে পরিচালিত করে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া। আর এ ধরণের হেদায়াত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেও করতে পারে না।
- ❖ পথের দিশা দেওয়া বা সৎপথ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া। আর এ ধরণের হেদায়াত নবী, রাসূল ও মুঅমিনদের দায়িত্ব।

উল্লেখ্য আল-কুরআন যেহেতু আল্লাহর কালাম। তাই আল-কুরআন তার পাঠকদের জন্য উভয় প্রকার হেদায়াতের মাধ্যম হয়ে তাকে। আল-কুরআন মুত্তাক্বীদেরকে সৎপথে পরিচালিত করে জান্নাতে পৌঁছে দেয়, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ২য় আয়াতে। আর সকল পাঠককে হেদায়াতের পথ বাতলে দেয়, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ১৮৫ তম আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতে।

أَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ قِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٤﴾
كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾ فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

আল্লাহর আযাব যাদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়

২৪. কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তি কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে সে কি (ওই ব্যক্তির সমান যে আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে?) আর জালিমদের (যারা পাপ করে, যারা শিরক করে, যারা অন্যের অধিকার নষ্ট করে, তাদের) বলা হবে নিজ নিজ কর্মফল আস্বাদন করো।

২৫. তাদের পূর্বসূরিরাও (জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহর কিতাব মেনে নিতে) অস্বীকার করেছিল। ফলে তাদের উপর আযাব এমনভাবে এসেছিল যা তারা অনুভবই করতে পারেনি।

২৬. আল্লাহ তাদের আস্বাদন করিয়েছেন দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা। আর আখেরাতের আযাব সবচেয়ে বড়, (কিন্তু) যদি তারা (বিষয়টি সম্পর্কে যথাযত) জ্ঞান রাখত।

وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ
عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾

আল-কুরআন সকল প্রকার বক্রতামুক্ত এক মহাগ্রন্থ

২৭-২৮. আমি (আল্লাহ) এ কুরআনে মানুষের জন্য (প্রয়োজনীয়) সবকিছু স্ববিস্তারে বর্ণনা করেছি,

যেন তারা (জীবন বিধান হিসেবে এটা) মেনে চলে। (এটি হলো) সকল প্রকার বক্রতামুক্ত (স্বচ্ছ বর্ণনা সম্বলিত) আরবী কুরআন। (আমি মানুষকে কিতাবটি দিয়েছি) যেন তারা মুত্তাক্বী হতে পারে।

তাক্বওয়া ও মুত্তাক্বীঃ মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে তাক্বওয়া থেকে আর তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করলো তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾

এক খোদার ইবাদাতকারী আর বহু খোদার ইবাদাতকারী সমান নয়

২৯. আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন (দুই ব্যক্তির, এদের) এক ব্যক্তির মালিক কয়েকজন যাদের প্রত্যেকেই ভিন্ন চিন্তা লালন করে। আর এক ব্যক্তির মালিক শুধু একজন। এ দুই ব্যক্তির অবস্থা কি সমান? (এরা যেমন সমান নয়, তদ্রুপ যারা এক খোদা মানে আর যারা অনেক খোদা মানে তারাও সমান নয়।) সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ। কিন্তু অনেকেই এসব জানে না।

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾

কুরআন বিমুখ জীবন যাপনের পরিণাম

৩০-৩১. (হে নবী!) তুমিও মরণশীল আর তারাও মরণশীল। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা সকলেই প্রভুর সামনে বিচারের সম্মুখীন হবে।

সূরাহ যুমার | **পারা : ২৪**

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾
وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩২. যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে আর আগত সত্য (আল-কুরআন)কে প্রত্যাখ্যান করে, তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে? কাফিরদের আবাস হিসেবে জাহান্নাম কি যথেষ্ট নয়?

৩৩. আর যে ব্যক্তি এ মহাসত্য (আল-কুরআন) নিয়ে এসেছে এবং যে এটা মেনে নিয়েছে কেবল তারাই মুত্তাক্বী (এবং তাদেরকেই জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হবে।)

জ্ঞাতব্যঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় কুরআনকে মেনে নেয়া এবং কুরআন মত জীবন যাপন করা। আল-কুরআনের পথ ছেড়ে অন্য পথে বা অন্যমতে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে না। আমাদের সমাজের রাজনীতিবিদ আর সমাজপতিদের অনেকেই কুরআনের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ ধরেছেন। এমনকি ধর্মের নামে সৃষ্ট অনেক দল উপদলও কুরআনের পথ ছেড়ে অন্য পথে চলছে।

কুরআন বিমুখ জীবনঃ যে বা যারা বাস্তব জীবনে কুরআন বিমুখ হয়ে যাবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। এমনকি

এক সময়ে তাদের মুখায়ব বিকৃত করা হবে, তাদের লা'নত করা হবে এবং আরও নানা ধরনের সাজা দেয়া হবে। আমাদের সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয়েও অনেক মানুষ নানাভাবে এবং নানা পন্থায় কুরআন বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। যেমন....

- ❖ যেসব মুসলিম স্যাকুলার ধারায় জীবন যাপন করছেন তারা কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের বিধান হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনিক আইন মেনে চলা আর স্যাকুলাররা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রে কুরআন পরিপন্থী আইন, বিধান ও নীতি মেনে কুরআন বিমুখ হয়ে যায়।
- ❖ যেসব মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় ঐক্য আর ন্যাশনালিজমের (আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের) মূল শিক্ষা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন।
- ❖ যেসব মুসলিম আক্বীদাহ বিশ্বাসে তথা আদর্শগতভাবে ডেমুক্রেট বা গণতান্ত্রিক হয়ে যায় তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দেয় আর গণতন্ত্র শিক্ষা দেয় মানুষের সার্বভৌমত্ব।
- ❖ যেসব মুসলিম আদর্শগতভাবে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ মেনে নিয়েছেন তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ আল-কুরআনের বিধান হচ্ছে সুদ হারাম আর পুঁজিবাদের মূল ভিত্তিই সুদ।
- ❖ যেসব মুসলিম উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে যায় তথা যে বা যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলিতে রত তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য এবং সকল প্রকার অনৈক্য ও বিভাজনকে কুরআনে হারাম করা হয়েছে। এমনকি যে বা যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি করে তাদের সাথে রাসূল সাঃএর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে আল-কুরআন। (দেখুন সুরাহ আনয়া'মঃ ১৫৯)

সুতরাং হে আখেরাতমুখী ভাই ও বোনেরা! এখনো সময় আছে, সাবধান হয়ে যান। এবং আসুন! উল্লেখিত সকল মত ও পথসহ কুফর ও শিরকের সকল পথ ত্যাগ করে কুরআনের পথে ফিরে চলি। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সহায় হও।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَ يَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٥﴾ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَ يُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

হদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ

৩৪-৩৭. (দুনিয়ার জীবনে যারা কুরআনের পথে চলবে পরকালে) তারা প্রভুর কাছে যা চাবে তাই পাবে। এটাই সৎলোকদের প্রতিদান। আল্লাহ তাদের পাপসমূহ মিটিয়ে দেবেন আর তাদের সৎকাজের পুরস্কার দেবেন। আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? (বান্দার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।) তারা তোমাকে আল্লাহর বদলে অন্যের ভয় দেখায় (কারন তারা বিভ্রান্ত। শুনো) আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ হেদায়াত করতে পারবে না। আর আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারবে না। আল্লাহ কি মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? (হেদায়াত সম্পর্কে জানতে দেখুন একটু উপরে আয়াতঃ ২৩)

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٤٠﴾ اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَ مَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٤١﴾

আল-কুরআনই জান্নাত লাভের একমাত্র পথ

৩৮. (হে নবী!) তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করোঃ আকাশসমূহ এবং পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা বলবেঃ আল্লাহ। (তখন তাদেরকে) জিজ্ঞেস করোঃ তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে আহ্বান করছো তাদের ব্যাপারে ভেবে দেখেছো কি? আল্লাহ আমার অনিষ্ট করতে চাইলে এরা কি তা ঠেকাতে পারবে, অথবা আল্লাহ আমাকে দয়া করতে চাইলে এরা কি ফিরাতে পারবে? বলো! আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীরা যেন তাঁর উপরই ভরসা করে।

৩৯-৪০. বলে দাওঃ হে আমার জাতি! নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করে যাও। আমিও (আমার অবস্থানে থেকে) কাজ করে যাচ্ছি। তোমরা অচিরেই জেনে যাবে কার উপর আসছে লাঞ্ছনার (দুনিয়ার) আযাব আর কার উপর অবধারিত হয় (আখেরাতের) চিরস্থায়ী আযাব।

৪১. (হে নবী!) আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সঠিক (বিধান) দিয়ে মানুষের কল্যাণার্থে। তাই যে ব্যক্তি (এ কিতাব মত) জীবন পরিচালিত করলো সে নিজেরই কল্যাণ করলো। আর যে (এ কিতাব থেকে) বিচ্যুত হয়ে গেল সে নিজেরই সর্বনাশ করলো। তাদের দায়ভার তোমাকে নিতে হবে না।

জ্ঞাতব্যঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় কুরআনকে মেনে নেয়া এবং কুরআন মত জীবন যাপন করা। আল-কুরআনের পথ ছেড়ে অন্য পথে বা অন্য মতে চলে গেলে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে না।

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْاُخْرٰۤى اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾

ঘুম হলো মৃত্যুর প্রথম ধাপ

৪২. মৃত্যুকালে আল্লাহ প্রাণীকুলের জান কেড়ে নেন। আর যার মৃত্যুকাল আসেনি তার জানও কেড়ে নেন যখন সে ঘুমিয়ে থাকে। তারপর যার মৃত্যুর ফয়সালা হয়ে যায় তার জান আটকে দেন আর অন্যদের (যাদের মৃত্যুর ফয়সালা হয়নি তাদের) জান ফিরিয়ে দেন নির্ধারিত সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের তরে।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ ঘুম মৃত্যুর অংশ, ঘুমের সময় প্রাণ দেহের বাইরে চলে যায়, তাই ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সাবধানে জাগাতে হয়, এটাই রাসূল সাঃ এর শিক্ষা।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ؕ قُلْ اَوَ لَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٣﴾ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٤٤﴾

পরকালের শাফায়াত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন

৪৩. তারা কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য শাফায়াতকারী ঠিক করে নিয়েছে? (অথচ কার জন্য কে শাফায়াত করবে এটা নির্ধারণের একমাত্র বৈধ অধিকারী আল্লাহ। তিনিই নির্ধারণ করবেন কে শাফায়াত করবে এবং কার জন্য করবে। তাই তাদেরকে) বলে দাওঃ (তোমরা যাদেরকে শাফায়াতকারী ঠিক করেছ) এরা যদি কিছু করতে সক্ষম না হয়, এরা যদি নির্বোধ (পাপিষ্ঠ) হয়? (তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে)

৪৪. বলে দাওঃ শাফায়াতের সকল কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। (শুধু শাফায়াত কেন) আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর সার্বিক মালিকানাও শুধুই তাঁর। আর তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন। (শাফায়াত সম্পর্কে জানতে দেখুন বাক্বারাহঃ ৪৮, আর মালিকানা সম্পর্কে জানতে দেখুন ফাতিহা'হঃ ৪)

وَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَ اِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٥﴾

তাওহীদের আলোচনায় যাদের গাত্রদাহ শুরু হয়

৪৫. আল্লাহর একত্ববাদের (তাওহীদের) ব্যাপারে আলোচনা হলে আখেরাত অবিশ্বাসীদের অন্তর অস্বস্তিতে ভরে উঠে আর আল্লাহ ছাড়া অন্যদের (মুর্তির, মাজারের, পীরের, নেতার বা দলীয়) আলোচনা হলে তারা আনন্দিত হয়। (তাওহীদের কথা শোনলে অস্বস্তি বোধ করা ঈমান শূন্যতার আলামত।)

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَ لَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ بَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَاۤ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ؕ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٥٠﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ؕ وَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَ مَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥١﴾

আল্লাহর বিচার

৪৬. বলো! হে আল্লাহ! আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর উদ্ভাবক, দৃশ্য ও অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী! তোমার বান্দারা যেসব বিষয়ে মতবিরোধ/দলাদলি করছে তুমিই সেসব বিষয়ে তাদের বিচার ফয়সালা করবে।

৪৭-৪৮. কিয়ামতের (জাহান্নামের) ভয়াবহ আযাব থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে পৃথিবীর সবকিছু এবং এর সমপরিমাণ আরো (সম্পদ) ফিদইয়াহ (মুক্তিপণ) হিসেবে আদায় করলেও পাপিষ্ঠদের কোনো লাভ হবে না। আর (তাদের জীবনের রিপোর্ট হিসেবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু (আমলনামা) প্রকাশ করা হবে যা তারা ভাবতেও পারবে না। তখন তাদের সকল মন্দ প্রকাশ হয়ে যাবে এবং যা (আযাব) নিয়ে তারা উপহাস করত এটাই তাদের গ্রাস করবে।

৪৯. (মানুষের একটি বদ-স্বভাব হলো) মানুষ কষ্টে পড়লে আমাকে (আল্লাহকে) ডাকে আর আমি যখন তাদের কষ্টকে নিয়ামতে বদলে দেই তখন (সে আমাকে ভুলে যায় এবং এ পরিবর্তনকে নিজের কৃতিত্ব হিসেবে উল্লেখ করে) বলেঃ "আমি আমার জ্ঞান খাটিয়ে এসব অর্জন করেছি" আসলে এসবই ফিতনাহ কিন্তু তাদের অনেকেই এটা জানে না।

৫০. আসলে তাদের পূর্ববর্তীরাও এমন বলেছিল। (ফলে আমি আযাব দিয়ে সব ধ্বংস করে দিয়েছি) তারা যা (ধন, সম্পদ, যশ, খ্যাতি, শক্তি, ক্ষমতা, ইত্যাদি) অর্জন করেছিল এসব কোনো কাজেই আসেনি।

৫১. তারা (পূর্ববর্তীরা) নিজের মন্দ কাজের ফল ভোগ করেছে আর এখন যারা পাপ করছে এরাও নিজ নিজ মন্দ কাজের ফল ভোগ করবে। (এটাই নিয়তি) কেউ এটা ফিরাতে পারবে না।

জ্ঞাতব্যঃ পাপ করলে ফল ভোগ করতে হবে, আল্লাহ মাফ না করলে কেউ এটা ফিরাতে পারবে না।

اَوَ لَمۡ يَعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ يَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ يَّشَآءُ وَ يَقۡدِرُ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۵۲﴾ قُلۡ يٰعِبَادِىَ الَّذِيۡنَ اَسۡرَفُوۡا عَلٰٓى اَنۡفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُوۡا مِنۡ رَّحۡمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ جَمِيۡعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِيۡمُ ﴿۵۳﴾

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হতে নেই

৫২. তারা কি জানে নাঃ আল্লাহ যাকে খুশী অনেক সম্পদ দান করেন আর যাকে ইচ্ছা সীমিত (পরিসরে দান করেন?) নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে মুঅমিনদের জন্য।

৫৩. (হে নবী! আমার পক্ষ থেকে) বলে দাওঃ হে আমার বান্দারা! যারা নিজের উপর অবিচার করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইও না। (মনে রাখো! তাওবাহ করলে) আল্লাহ সকল পাপ মাফ করে দেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল দয়াময়। (পাপ যদি যমীন থেকে আসমান পর্যন্তও বিস্তৃত হয় আর বান্দা যদি খাঁটি মনে তাওবাহ করে তবে আল্লাহ সব মাফ করে দেন।)

وَ اَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾

যখন আর তাওবাহ কবুল করা হয় না

৫৪. (হে আমার বান্দারা!) তোমাদের উপর আযাব আসার আগেই প্রভুর দিকে ফিরে আসো এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো। (কারণ আযাব এসে গেলে) তখন আর সাহায্য করা হবে না।

জ্ঞাতব্যঃ তাওবাহ করতে হয় আল্লাহর আযাব আসার আগে এবং মৃত্যুর আগে। মৃত্যু এসে গেলে বা আযাব এসে গেলে আর তাওবাহ কবুল করা হয় না।

وَ اتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾

যারা আল্লাহর বিধান মেনে চলে না তাদের জন্য আযাব অবধারিত হয়ে যায়

৫৫. (হে আমার বান্দারা!) তোমাদের প্রভু থেকে তোমাদের প্রতি যে উত্তম বিধান নাযিল করা হয়েছে এর অনুকরণ করো। নতুবা আল্লাহর আযাব হঠাৎ চলে আসবে, তোমরা টেরও পাবে না।

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَ اِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٥٧﴾ اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَ اسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٩﴾

যারা কুফর করে আর যারা এদের দলে যোগ দেয় তাদের পরিণতি

৫৬-৫৮. প্রতিটি ব্যক্তি (তখন আফসোস করে) বলবেঃ হায়! হায়! আল্লাহর ব্যাপারে এসব কি করলাম? আমি তো ক্ষতিগ্রস্থদের দলভুক্ত হয়ে গেলাম।

অথবা বলবেঃ আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়াত করতেন তবে আমি মুত্তাক্বী হতে পারতাম।

অথবা যখন আযাব দেখবে তখন (আফসোস করে) বলবেঃ আবার যদি (দুনিয়ায়) ফিরে যেতে পারতাম তবে সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

৫৯. (এসবের প্রতিউত্তরে আল্লাহ বলবেন) হ্যাঁ! আমার বিধান তোমার কাছে এসেছিল, তুমি তখন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, দম্ভ করেছিলে, তুমি কাফিরদের দলভুক্ত হয়েছিলে। (যারা নিজে ভালোকাজ করে কিন্তু মন্দ লোকদের দলভুক্ত থাকে তারাও মন্দ হিসেবে গণ্য হয়)

وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦٠﴾

আল্লাহর উপর মিথ্যাচারের পরিণাম

৬০. যারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করবে কিয়ামতের দিন তারা নিজের চেহারা মলিন দেখবে। দাম্ভিকদের আবাস হিসেবে জাহান্নাম কি যথেষ্ট নয়?

হুশিয়ারীঃ আমাদের সমাজে অনেক লোক আছে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নেই কিন্তু আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে। যেমনঃ বলেঃ "আল্লাহ এমন বলেছেন, আল্লাহ তেমন বলেছেন"। অনেকে বলেনঃ আল্লাহ বলেছেন "বন্দা তোর নাই হুশ আমার কি দোষ"। এভাবে আরও অনেক কথা আল্লাহর নামে প্রচার করা হয়।

এসবই আল্লাহর উপর মিথ্যাচার। যারা আল্লাহ বা রাসূলের উপর মিথ্যাচার করে তারা যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়।

وَيُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦١﴾ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٢﴾ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾

মুত্তাক্বীদের প্রতিদান ও কুফরের পরিণাম

৬১. আল্লাহ মুত্তাক্বীদেরকে (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত রাখবেন (দুনিয়ার জীবনে) তাদের সফলতার কারণে (আখেরাতে) কোনো অনিষ্টই তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তারা পেরেশানও হবে না। (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেছে থাকে তাকে মুত্তাক্বী বলা হয়)

৬২. আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সকল কিছুর মহা-ব্যবস্থাপক।

৬৩. আসমানসমূহ ও যমীনের সকল ভান্ডারের তিনিই মালিক। আর যারা আল্লাহর আয়াতের (কিতাবের, বিধানের) সাথে কুফর (অমান্য, অবহেলা, অবজ্ঞা, বর্জন, প্রত্যাখ্যান, তথ্য গোপন, বিরোধিতা) করে তারা ক্ষতিগ্রস্থ। (মালিকানা সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাঃ ৪)

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَىِٕنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾

শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়

৬৪. (হে নবী! তাদেরকে) বলো! হে মূর্খের দল! তোমরা আমাকে বলছো; আমি যেন আল্লাহ ছাড়া অন্যের দাসত্ব করি?

৬৫. (আল্লাহ বলছেনঃ হে নবী!) তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তী সকলের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছেঃ "যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে" এবং তখন তুমি (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যে কোনো ভাবে কুফর শিরকে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আর কোন মুসলিম এমন করলে সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়তে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। (দেখুনঃ সুরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। আল্লাহর জাতিস্বত্ত্বা বা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে আল্লাহর শরীক বা সমকক্ষ বানানো অথবা আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করার নাম শিরক। শিরক নানাভাবে হয়ে থাকে। যেমন..

- ❖ আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্ত্বায় শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে আল্লাহর ইবাদাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক হয়।

- ❖ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বানানো আইন বা বিধান মেনে নিলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যকারো বিচার বা শাসননীতি মেনে নিলে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে শিরক হয়।
- ➢ উল্লেখিত শিরক সমূহ হচ্ছে বড় শিরক। নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক...
- ❖ আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে কসম করলে শিরক হয়।
- ❖ মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে রিয়াকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে।
- ❖ কুরআনের আয়াত (বা মাসনূন দোয়া) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়।

(শিরক সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র শিরক অধ্যায় দেখে নিন)

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

দাসত্ব করতে হবে শুধুই আল্লাহর

৬৬. বরং এক আল্লাহর ইবাদাত করো এবং শোকর আদায়কারী হয়ে যাও। (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার নাম শোকর আদায় করা।)

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾

কিয়ামতের দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী কোথায় থাকবে?

৬৭. তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি। আমি (আল্লাহ) কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবীকে (বাম) হাতের মুঠোয় নিয়ে নেব। আর আসমানসমূহ ভাজ করা থাকবে ডান হাতে। আল্লাহ মহীয়ান, তারা যেসব শিরক করছে তিনি এসবের ঊর্ধ্বে। (এ অবস্থা হবে হাশরের দিন। তখন আল্লাহ ঘোষণা করবেন "আমিই একমাত্র অধিপতি। দুনিয়ার দাম্ভিকরা/অধিপতিরা আজ কোথায়?)

وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٨﴾

মহাশিঙ্গার ১ম ও ২য় ফুঁৎকার

৬৮. আর যখন (১ম বার) শিঙ্গা ফুঁকা হবে তখন আসমানে যারা আছে এবং যমীনে যারা আছে সবাই অচেতন হয়ে (মরে) যাবে। তবে আল্লাহ যাদের চান (তারা মরবে না) তারপর যখন পুনরায় শিঙ্গা ফুঁকা হবে তখন সবাই উঠে দেখতে থাকবে।

জ্ঞাতব্যঃ ১ম শিঙ্গা ফুঁকার সময় সবাই মরে গেলেও জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফীন ও মালাকু-ল-মাওত এ চারজন ফিরিস্তা মরবে না। পরে পর্যায়ক্রমে তিন জনের মৃত্যু হবে।

(এ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদীছ আছে, হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তাফসীর কুরতুবী, তাবারী এবং তিরমিযীর তাফসীর অধ্যায়ে। আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৩য় বই "যেভাবে ঈমান আনতে হয়" এর ফিরিস্তাদের উপর ঈমান অধ্যায়েও হাদীছটি উল্লেখ আছে)

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে যে, আমাদের এ পৃথিবী ঘণ্টায় ১৬৭০ কিলোমিটার (১০৪০ মাইল) বেগে ঘূর্ণায়মান রয়েছে। আর যে বস্তু যত বেগে ঘূর্ণায়মান হয় তার অভ্যন্তরীণ বস্তুসমূহ সমান বেগেই ঘূর্ণায়মান হয় আর হঠাৎ যদি মূল বস্তুটি থেমে যায় তবে এর ভিতরের সবকিছু সমান গতিতে ছুটে চলে। অর্থাৎ মাত্র এক সেকেন্টের জন্য যদি পৃথিবীর গতিকে থামিয়ে রাখা হয় তবে পৃথিবীর উপরিভাগের সবকিছু ঘণ্টায় ১৬৭০ কিলোমিটার (১০৪০ মাইল) বেগে ছিটকে পড়বে। সারা পৃথিবী ব্যাপী তৈরি হবে প্রায় ১০০ ফুট উচ্চতার এক ভয়ানক সোনামী। সাগরের সব পানি পৃথিবীর এক দিক থেকে অন্য দিকে আছড়ে পড়বে। আর এভাবেই হয়ে যাবে মহাপ্রলয়।

وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ وَ جِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٠﴾

হাশরের মাঠ এবং বিচারের অবস্থা

৬৯. পৃথিবী তখন তার প্রভুর নূরে আলোকিত হবে এবং (বিচারের জন্য প্রতিটি মানুষ ও জিন্নের) কিতাব (আমলনামা) পেশ করা হবে। (হিসাব প্রত্যক্ষ করতে) নবী ও শহীদগণকে হাজির করা হবে। সবার জন্য সঠিক বিচার নিশ্চিত করা হবে, কারো প্রতি সামান্যতম অবিচার করা হবে না। (নবী ও শহীদগণ হবেন বিচারের প্রত্যক্ষ দর্শক)

৭০. প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। তাদের সকল কাজের ব্যাপারে তিনি অবগত।

وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ لٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٢﴾

কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে

৭১. (হাশরের বিচারের পর) তাদেরকে একত্রিত করে দলে দলে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে (দুনিয়ার জীবনে) যারা কুফর করেছে, তারা যখন (জাহান্নামের দরজায়) উপনীত হবে তখন দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের দ্বাররক্ষী তাদেরকে বলবেঃ প্রভুর বিধান পাঠ করতে এবং এ দিন সম্পর্কে সাবধান করতে তোমাদের কাছে কি কোনো রাসূল আসেননি? তারা বলবেঃ এসেছিলেন তবে (আমরা উনাদের মেনে চলিনি। তখন) কাফিরদের ব্যাপারে আযাবের বাণী বাস্তবায়িত হবে।

৭২. বলা হবেঃ জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। দাম্ভিকদের আবাস বড়ই নিকৃষ্ট।

وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَ فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَ اَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٤﴾ وَ تَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٥﴾

জান্নাতীদেরকে জান্নাতে নেওয়া হবে হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে

৭৩. আর (দুনিয়ার জীবনে) যারা প্রভুর তাক্বওয়া অর্জন করেছে (বিচারের পর) তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা সেখানে হাজির হলে দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং (জান্নাতের) দ্বাররক্ষী তাদেরকে বলবেঃ সালামুন আলাইকুম, আপনারা আনন্দ চিত্তে চিরতরে জান্নাতে প্রবেশ করুন।

৭৪. তারা বলবেঃ আল-হামদু লিল্লাহ (সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ) যিনি তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির মালিক বানিয়েছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে খুশী যেতে পারছি। (দেখো) সৎকর্মীদের প্রতিদান কত উত্তম হয়।

৭৫. তুমি দেখবে আরশকে বেষ্টন করে ফিরিস্তারা প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসার তাসবীহ করছে। (পরকালে) তাদের (মানুষ ও জিন্নদের) বিচার হবে সম্পূর্ণরূপে সঠিকভাবে। বলা হবেঃ আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বি-ল-আ'লামীন।

সূরাহ মুঅমিন/গা'ফির ৪০ سورة الغافر

মুঅমিন অর্থ বিশ্বাসী। যে মুসলিম সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করে, ঈমানের মৌলিক বিষয়াদির উপর বিশ্বাসে অবিচল থাকে এবং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মেনে চলে আর সকল প্রকার কুফুর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে সে-ই মুঅমিন। মুঅমিন আল্লাহর ওয়ালী, মুঅমিন চির জান্নাতী। মুঅমিন পরকালে ফাসিকদের ক্ষমার জন্য আল্লাহকে অনুরোধ করতে পারবে। ইসলামী পরিভাষায় এর নাম শাফায়াত। তবে কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদ বা মুনাফিকের জন্য কেউ শাফায়াত করতে পারবে না। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ যুমারের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৮৫টি।

এ সূরাহর অপর নাম গা'ফির। গাফির অর্থ ক্ষমাশীল। আল্লাহ হলেন গা'ফির। আল্লাহর ক্ষমাশীল হওয়ার বৈশিষ্ট্য বুঝাতে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে গা'ফির, গা'ফুর ও গাফফার। গা'ফির ও গা'ফুর উভয় শব্দের অর্থ ক্ষমাশীল। আর গা'ফফার অর্থ যিনি বারবার ক্ষমা করেন। (মুসলিম ৩ প্রকার মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ২০) (শাফায়াত সম্পর্কে জানতে দেখুন বাক্বারাহঃ ৪৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٢﴾ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِى الطَّوْلِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿٣﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র রাহীম

আমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাচ্ছি

১-৩. হা' মী-ম (এ দুটি হচ্ছে বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এসবের অর্থ, মর্ম এবং এভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া।) কিতাবটি অবতীর্ণ হয়েছে মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ থেকে, যিনি পাপ মোচনকারী, তাওবাহ কবুলকারী, কঠিন শাস্তি দানকারী ও মহাক্ষমতাবান। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কাছেই প্রত্যবর্তন।

مَا يُجَادِلُ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ﴿٤﴾

আল্লাহর কিতাব বা বিধান নিয়ে বিবাদ করা কুফর

৪. যারা কুফর করে কেবল তারাই আল্লাহর আয়াত (কিতাব, বিধান) নিয়ে তর্ক করে/বিবাদে লিপ্ত হয়। (যারা এমন কুফরে লিপ্ত) দেশে দেশে (তারা ভালো অবস্থানে রয়েছে) তাদের এ অবস্থান যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۪ وَ هَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَ جٰدَلُوْا

بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾ وَ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٦﴾

পাপের পরিণতি

৫. ইতোপূর্বে নূহের জাতি এবং এরপর আরও অনেক জাতি (আল্লাহর বিধান মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে। প্রতিটি জাতিই তাদের কাছে প্রেরিত রাসূলকে পাকড়াও করার চক্রান্ত করেছে এবং সত্য(দ্বীন)কে ব্যর্থ করে দিতে বাতিলের পক্ষে সংগ্রাম করেছে। ফলে আমি তাদের পাকড়াও করেছি। (খুঁজ নিয়ে দেখ) কেমন ছিল আমার আযাব। (যে জাতি আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আযাব দেন।)

৬. কাফিরদের ক্ষেত্রে আমার বাণী (নীতি) এভাবেই বাস্তবায়িত হয়। নিশ্চয় তারা জাহান্নামী।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّ عِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَ قِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَ اَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٨﴾ وَ قِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۚ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٩﴾

ফিরিস্তাদের তাসবীহ এবং মুঅমিন বান্দাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া

৭-৯. যারা (যে সব ফিরিস্তা) আরশ বহন করে এবং যারা এর আশেপাশে থাকে তারা সবাই আল্লাহর প্রশংসায় তাসবীহ রত থাকে। তারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং মুঅমিনদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে। (তারা বলে..)

হে রাব্ব! (আমরা জানি) আপনি আপনার দয়া ও জ্ঞান দিয়ে সবকিছু বেষ্টন করে রেখেছেন, সুতরাং যারা (পাপ করার পর) তাওবাহ করে এবং আপনার পথে চলে আপনি তাদের মাফ করে দিন আর জাহান্নামের আযাব থেকে তাদের রক্ষা করুণ।

হে রাব্ব! তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশাধিকার দিন, যার প্রতিশ্রুতি আপনিই তাদেরকে দিয়েছন। তাদের বাবা-মা ও স্ত্রী-সন্তানদের যারা উপযোগী তাদেরকেও (জান্নাতে প্রবেশাধিকার দিন।) নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর সকল প্রকার অকল্যাণ থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। সেদিন আপনি যাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন তাকেই চূড়ান্ত দয়া করা হবে আর এটাই হবে মহা সাফল্য।

জ্ঞাতব্যঃ আরশ বহনের দায়িত্বে নিয়োজিত দলটি ফিরিস্তাদের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান। হাদীছে বর্ণিত হয়েছেঃ আল্লাহ সকল ফিরিস্তাগণকে আদেশ দিয়েছেন যেন সকাল সন্ধ্যায় আরশ বহনকারীদের সালাম করে। (কুরতুবী)

বর্ণিত আছেঃ ফিরিস্তাদের সত্তর হাজার সারি তাহলীল (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলে বলে প্রতি নিয়ত আরশকে প্রদক্ষিণ করছে, তাদের পিছনে আরও সত্তর হাজার সারি কাঁধের উপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাহলীল ও তাকবীর বলছে, এদের পিছনে এক লক্ষ সারি রয়েছে যাদের প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন তাসবীহ করে যাচ্ছে। (কুরতুবী)

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ﴿١٠﴾ قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ اَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿١١﴾ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ۭ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ﴿١٢﴾

কাফিরদের স্বীকারোক্তি, আযাব থেকে মুক্তির জন্য আকুতি এবং এর জবাব

১০. (কাফিররা জাহান্নামে নিজেকে তিরস্কার করবে। তখন) কাফিরদেরকে বলা হবে (দুনিয়ায়) যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল আর তোমরা প্রত্যাখ্যান করেছিলে (তখন আল্লাহ তোমাদের তিরস্কার করেছিলেন।) আল্লাহর সেই তিরস্কার তোমাদের এ তিরস্কার থেকে অনেক বড় ছিল।

১১. তারা বলবে হে রাব্ব! আপনি মৃত অবস্থায় আমাদের দুবার (রূহ জগতে, বারযাখে) রেখেছেন আর জীবিত অবস্থায় দুবার (দুনিয়ায় এবং আখেরাতে। দুনিয়ার জীবনে আমরা আপনার বিধান লঙ্ঘন করেছি। এটা ছিল আমাদের অপরাধ। এখন) আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি। (এখন আযাব থেকে) মুক্তির কোনো উপায় আছে কি? (মরণ থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কে বারযাখ বলে । আমাদের জীবনের চারটি স্তর রয়েছেঃ রূহ জগত, দুনিয়ার জীবন, বারযাখ জগত এবং আখেরাত।)

১২. (তখন বলা হবেঃ না, এখন আযাব থেকে মুক্তির আর কোনো উপায় নেই।) কারণ (দুনিয়ায়) যখন তোমাদেরকে এক আল্লাহর তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল তখন তোমরা অমান্য করেছিলে আর আল্লাহর সাথে শিরক করা হলে তোমরা এসব মেনে নিয়েছিলে (এ জন্যই আজ তোমাদের এ অবস্থা হয়েছে।) আসলে সকল কর্তৃত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ যিনি সবচেয়ে বড় ও সর্বমহান।

জ্ঞাতব্যঃ যারা তাওহীদের আলোচনা অবজ্ঞা করে আর কুফর শিরকের কথা মেনে নেয় তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর তারা হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। তাদের পরিণাম হয় বড় ভয়াবহ।

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ۭ وَ مَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾

আল্লাহকে ডাকতে হয় একনিষ্ঠভাবে ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে

১৩. তিনি তোমাদেরকে দেখান তাঁর নিদর্শনাবলি আর আকাশ থেকে প্রেরণ করেন তোমাদের জীবিকা। যে ব্যক্তি (আল্লাহর দিকে) ধাবিত হয় কেবল সেই (আল্লাহর কথা) গ্রহণ করে।

১৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাকো (আল্লাহর ইবাদাত করো) ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে (ইবাদাতের

নিয়ম ও পদ্ধতিতে কোনো প্রকার সংমিশ্রণ না ঘটিয়ে) শুধুই তাঁর সন্তুষ্টির জন্য (নিয়তকে খাঁটি রেখে) যদিও কাফিররা এসব পছন্দ করে না। (মানে ভেজালযুক্ত ইবাদাত কাফিরদের পছন্দ আর ভেজালমুক্ত ইবাদাত মুঅমিনদের পছন্দ।)

জ্ঞাতব্যঃ অনেক সময় অনেক মানুষই আল্লাহকে ডাকে। তবে অনেকেই আল্লাহকে ডাকার নিয়ম ও পদ্ধতি জানে না। মহান আল্লাহ মানুষের উপর সদয় হয়ে আল্লাহকে ডাকার নিয়ম ও পদ্ধতি মানুষকে শিখানোর জন্য পাঠিয়েছেন নবী ও রাসূল। সুতরাং নবী ও রাসূলগণের শিখানো পদ্ধতিই আল্লাহকে ডাকার একমাত্র সঠিক পদ্ধতি। আর এ পদ্ধতিই হচ্ছে আল্লাহকে ডাকার নির্ভেজাল পদ্ধতি।

নবী রাসূলের বাতানো নিয়ম ও পদ্ধতির সাথে কোনোকিছুর সংমিশ্রণ ঘটালে এটা হয়ে যায় ভেজালযুক্ত পদ্ধতি। আর যে ইবাদাত নির্ভেজাল থাকে না এবং যে ইবাদাতের নিয়ত নির্ভেজাল থাকে না, এমন ইবাদাত আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। কারণ ইবাদাত কবুল হবার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। (এ সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ২য় ও ৩য় বই)

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۭ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۭ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ۭ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۭ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿١٨﴾

হাশরের দিনের কঠিন অবস্থা

১৫. (আল্লাহ হলেন) সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, মহান আরশের মালিক, তিনি তাঁর আদেশ (ওহী) দিয়ে রূহ (জিবরাঈল)কে পাঠান যে বান্দার কাছে খুশী, যেন সে (অন্য সবাইকে) সাক্ষাৎ দিবস (তথা আখেরাত) সম্পর্কে সাবধান করে দেয়।

১৬. সেদিন (হাশরের বিচারের দিন) সকলের সবকিছু উন্মুক্ত হয়ে যাবে, কারো কোনোকিছুই আল্লাহ থেকে গোপন থাকবে না। (এবং সেদিন উন্মুক্ত ময়দানে জিজ্ঞেস করা হবে) আজকের এদিনে সার্বভৌম ক্ষমতা কার? (সব দিক থেকে আওয়াজ উঠবে) মহাপ্রতাপশালী এক আল্লাহর। (সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সূরাহ ফাতিহা'হ, ৪)

১৭. (তখন ঘোষণা করা হবে আজ ১০০% ন্যায় বিচার করা হবে এবং) আজ সবাইকে নিজ নিজ কর্মফল দেওয়া হবে, আজ (কারো প্রতি) সামান্যতম অবিচার করা হবে না। আল্লাহ খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

১৮. সুতরাং (হে নবী!) আসন্ন (বিচার) দিন সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করে দাওঃ যখন কষ্টে প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, (সেদিন) পাপিষ্ঠদের অন্তরঙ্গ কোনো বন্ধু থাকবে না, থাকবে না গ্রহণযোগ্য কোনো শাফায়াতকারী। (শাফায়াত সম্পর্কে জানতে দেখুন বাক্বারাহঃ ৪৮)

يَعْلَمُ خَاۗىِٕنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ﴿١٩﴾ وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ۭ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ

عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٢١﴾

আল্লাহর জ্ঞান, আল্লাহর বিচার এবং কাফিরদের অবস্থা

১৯-২০. চোখের খিয়ানত (আড়চোখে দেখা) এবং অন্তরের গোপন বিষয়েও আল্লাহ অবগত। (আর এ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বিচার করবেন বলে) আল্লাহর বিচার হবে যথাযথ। তারা (নিজেদের বিপদ আপদ ও মুসীবতে) আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকে এরা (সেদিন) কোনো বিচারই করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রুতা ও সর্বদ্রষ্টা।

২১. এরা কি যমীনে ভ্রমন করে না? (করলে) দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণতি হয়েছে। তারা এ পৃথিবীতে এদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পাপের কারণে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করেছেন। তখন আল্লাহর আযাব থেকে কেউ তাদের রক্ষা করতে পারেনি।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾ وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٣﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ قَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْۤا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَ اسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَ مَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْۤ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَ لْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾ وَ قَالَ مُوْسٰۤى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَ رَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ وَ قَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗۤ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَ قَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَ اِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَ اِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾ يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَاۤ اَرٰى وَ مَاۤ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾ وَ قَالَ الَّذِيْۤ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ وَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَ مَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾

পাপিষ্ঠ নেতার কারণে ধ্বংস হয় জাতি

২২. এর কারণঃ রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়েই তাদের কাছে এসেছিল কিন্তু তাসত্ত্বেও তারা কুফর করেছে। ফলে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করেছেন। নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমতাধর এবং কঠিন

শাস্তিদানকারী।

২৩-২৪. আমি (আল্লাহ) আমার বিধান ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে মূসাকে পাঠিয়েছিলাম ফেরাউন, হামান ও ক্বারুনের প্রতি। কিন্তু তারা (তাকে মেনে নেয়নি। বরং) মিথ্যুক ও যাদুকর বলেছে।

২৫. সে (মূসা) যখন আমার পক্ষ থেকে সঠিক (বিধান) নিয়ে এলো তখন তারা (ফেরাউনের সরকার অধ্যাদেশ জারি করে) বললঃ যারা মূসাকে মেনে নেবে তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করা হবে আর মেয়েদেরকে জীবিত রাখা হবে (মূসা যাতে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মত জনশক্তি না পায়। কিন্তু অনেক শিশুকে হত্যা করা সত্ত্বেও) কাফিরদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে।

২৬. ফেরাউন (এক পর্যায়ে তার পরিষদের লোকজনকে) বলেছেঃ ছাড় তো! আমি মূসাকে হত্যা করব। (তাকে রক্ষা করার জন্য) মূসা তার প্রভুকে ডাকুক। কারণ আমি আশংকা করছি সে তোমাদের জীবন ব্যবস্থা (সমাজনীতি) বদলে ফেলবে, অথবা (বিদ্রোহ করে) দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

আল্লাহর রাজ কায়েমঃ নবী এবং নবীর উত্তরসূরিদের কাজ হলো কুফরতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে বদলে দিয়ে সেখানে আল্লাহর রাজ কায়েম করা। আর এজন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা প্রতিটি মুসলিমের ৩টি মৌলিক দায়িত্বের একটি। বাকি দুটি হলোঃ বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলা এবং অন্যদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো।

২৭. (ফেরাউনের ঘোষণা শুনে) মূসা বললঃ আমি সুরক্ষা কামনা করছি আমার ও তোমাদের প্রভুর কাছে ওই সকল দাম্ভিক থেকে যারা বিচার দিন বিশ্বাস করে না।

২৮. ফেরাউন পরিবারের এক ব্যক্তি (মূসার প্রতি ঈমান এনেছিল এবং) তার ঈমান গোপন রেখেছিল, (ফেরাউন মূসাকে হত্যার সিদ্ধান্ত করেছে শুনে ফেরাউন ও তার পরিষদকে লক্ষ্য করে) সে বললঃ একজন মানুষ বলছে "আমার রাব্ব আল্লাহ" আর এজন্য তোমরা তাকে মেরে ফেলতে চাচ্ছ! অথচ সে প্রভু থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছে। সে মিথ্যুক হলে এর দায়ভার তার উপরই বর্তাবে আর সে যদি সত্য হয় (আর তাসত্ত্বেও তোমরা তাকে হত্যা করো তবে আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে সে) যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তোমাদের উপর এটা অবধারিত হয়ে যাবে। (তাই তোমরা তাকে হত্যা করে সীমালঙ্ঘন করো না।) কোনো সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যুককে আল্লাহ হেদায়াত করেন না (যদি সে না চায়।)

২৯. (ওই ঈমানদার ব্যক্তি আরও বললঃ) হে আমার জাতি! আজ যমীনে তোমরা ক্ষমতাবান (তাই বিনা অপরাধে মানুষ খুন করছো। এসব পাপাচারের কারণে) আল্লাহর আযাব যখন এসে যাবে তখন কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে? (মুঅমিন ব্যক্তির কথা শোনে) ফেরাউন বললঃ আমি যা ভালো দেখি তোমাদেরকে সে পথই দেখাই। আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করছি।

৩০-৩১. (ফেরাউনের কথা শোনে) মুঅমিন ব্যক্তি বললঃ হে আমার জাতি! আমি আশংকা করছি তোমাদের ধ্বংসের দিন এসে যাচ্ছে যেমন এসেছিল অন্যান্য জাতির ধ্বংসের দিন। (আমি আশংকা করছি) নূহের জাতি, আ'দ, ছামূদ এবং তাদের পরবর্তীদের মত বিপর্যয় (তোমাদের উপরও আসন্ন)

وَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ؕ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿٣٤﴾

কাফির জাতির স্বভাব আর মুঅমিনের সুস্পষ্ট বাণী

৩২-৩৩. (ওই মুঅমিন ব্যক্তি আরও বলল) হে আমার জাতি! আমি আশংকা করছি তোমাদের আর্তনাদের সময় ঘনিয়ে আসছে, যেদিন তোমরা পালিয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর আযাব থেকে কেউ তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। (কারণ তোমরা বিভ্রান্ত। আর) আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ হেদায়াত করতে পারে না।

৩৪. ইতোপূর্বে ইউসুফ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিল। তখন তোমরা সর্বদাই তার আনীত বিধানে সন্দেহ করেছ। আর সে যখন মারা গেল তখন (তার ভক্ত সেজে) তোমরা বলেছিলে (সে ছিল খাঁটি রাসুল) তার পর আল্লাহ (এমন) রাসূল আর পাঠাবেন না। (তোমরা ইউসুফের ভন্ড ভক্ত সেজে পরবর্তী রাসূলদের মানার পথ বন্ধ করে দিয়েছো। এ সবই তোমাদের সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি। আর দ্বীনের ব্যাপারে) সীমালঙ্ঘনকারী এবং সংশয়কারীদেরকে আল্লাহ এভাবেই বিভ্রান্ত করে রাখেন।

জ্ঞাতব্যঃ সম্মানিত পাঠক/পাঠিকাগণ! বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবুন। কারণ আমাদের সমাজের অনেক মানুষ এ সূত্র ধরে বিভ্রান্ত হচ্ছে। কেউ মরে গেলে তার প্রশংসা করা আর জীবিত থাকতে তার নীতি আদর্শের বিরোধিতা করা আজকাল অনেকের স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ؕ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

দ্বীনি বিষয়ে দলীল বিহীন বিবাদ বিভ্রান্তি ডেকে আনে

৩৫. (আল্লাহর পক্ষ থেকে) আগত দলীল প্রমাণ ছাড়াই যারা আল্লাহর বিধান নিয়ে বিবাদ করে/তর্ক করে তাদের এহেন কান্ড আল্লাহর কাছে বড়ই ঘৃনিত কাজ এবং মুঅমিনদের কাছেও (এসব কাজ বড়ই ঘৃনিত। দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে যুক্তিতর্ক করতে হয় আল্লাহর নাযিলকৃত দলীল দিয়ে। দলীলবিহীন বিবাদ বা তর্ক অহংকার ও দাম্ভিকতার পরিচায়ক। যারা এমন করে তারা হেদায়াত বঞ্চিত হয়ে যায়। কারণ) প্রতিটি অহংকারী দাম্ভিকের হৃদয়ে আল্লাহ এভাবেই মোহর এটে দেন।

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَ اِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ وَ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَ صُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَ مَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٧﴾

আল্লাহকে হত্যা করার জন্য ফেরাউনের প্লান ও প্রচেষ্টা

৩৬-৩৭. ফেরাউন (তার মন্ত্রীকে) বললঃ হামান! আমার জন্য একটি উঁচু টাওয়ার নির্মাণ করো। যেন (এ টাওয়ারে উঠে) আমি আকাশের সীমানায় পৌঁছে যেতে পারি আর যেন মূসার প্রভুর নাগাল পেয়ে যাই। (আমি তাকে মেরে ফেলব। যদিও আমি মনে করি নাঃ মূসার কোনো প্রভু আছে।) আমি মনে করি সে মিথ্যা বলছে। (ফেরাউন উচ্চ টাওয়ারে উঠে আল্লাহকে মারার জন্য আকাশে তীর মারলো) ফেরাউনের এহেন মন্দ কাজকে এবং (আল্লাহর) পথে প্রতিবন্ধকতাকে এভাবেই শোভিত করে দেয়া হলো। ফেরাউনের চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলো।

وَ قَالَ الَّذِیْۤ اٰمَنَ یٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِیْلَ الرَّشَادِ ﴿۳۸﴾ یٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَیٰوةُ الدُّنْیَا مَتَاعٌ وَّ
اِنَّ الْاٰخِرَةَ هِیَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿۳۹﴾ مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلَا یُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ
اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ یُرْزَقُوْنَ فِیْهَا بِغَیْرِ حِسَابٍ ﴿۴۰﴾ وَ یٰقَوْمِ مَا لِیْۤ
اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَ تَدْعُوْنَنِیْۤ اِلَى النَّارِ ﴿۴۱﴾ تَدْعُوْنَنِیْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَ اُشْرِكَ بِهٖ مَا لَیْسَ لِیْ بِهٖ عِلْمٌ
وَّ اَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِیْزِ الْغَفَّارِ ﴿۴۲﴾ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِیْۤ اِلَیْهِ لَیْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِی الدُّنْیَا وَ لَا فِی
الْاٰخِرَةِ وَ اَنَّ مَرَدَّنَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَ اَنَّ الْمُسْرِفِیْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿۴۳﴾ فَسَتَذْكُرُوْنَ مَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَ
اُفَوِّضُ اَمْرِیْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِیْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۴۴﴾

কাফির জাতির প্রতি মুঅমিনের আহ্বান

৩৮-৩৯. (শেষ পর্যন্ত ফেরাউনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে) মুঅমিন ব্যক্তি বললঃ হে আমার জাতি! (ফেরাউন ও তার সরকারের নেতারা উন্মাদ হয়ে গেছে। তারা জাতিকে বিভ্রান্ত করছে। তাই তাদের ছেড়ে) আমার আনুগত্য করো, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব।
হে আমার জাতি! দুনিয়ার জীবন (অলিক ও অসার) ক্ষনিকের উপকরণ মাত্র, আর আখেরাত হলো (আমাদের) চিরস্থায়ী আবাস।

৪০. যে যতটুকু মন্দ করবে তাকে ততটুকুই সাজা দেয়া হবে। আর যে পুরুষ বা নারী সৎকাজ করবে সে মুঅমিন হলে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে বে-হিসাব বিলাস সামগ্রী দেয়া হবে।

৪১. হে আমার জাতি! তোমাদের কি হয়েছে? আমি তোমাদেরকে মুক্তির পথে ডাকছি আর তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে ডাকছো।

৪২. তোমরা আমাকে আহ্বান করছোঃ আমি কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে আল্লাহর সাথে কুফর করি, শিরক করি। আর আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি মহাপরাক্রমশালী ক্ষমাশীল (আল্লাহর) দিকে।

৪৩. আমি নিশ্চিতঃ তোমরা যে দিকে ডাকছো দুনিয়া ও আখেরাতে এর কোনো বৈধতা নেই।

আমরা সকলেই আল্লাহর কাছে ফিরে যাব (এবং তিনিই আমাদের বিচার করবেন। তখন) সীমালঙ্ঘনকারীরা অবশ্যই জাহান্নামের বাসিন্দা হবে।

৪৪. আমি যা বলছি অচিরেই তোমরা এর সত্যতা মেনে নেবে। আমি আমার (জীবন-মরণ) সবকিছু আল্লাহর হাওয়ালা করলাম, আল্লাহ বান্দাদের প্রত্যক্ষ করেন। (এ বক্তব্য দেয়ার পর এটাকে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সাব্যস্ত করে ফেরাউন সরকার ওই মুঅমিন ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড দিল এবং সে শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে গেল।)

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَ حَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّ عَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

বারযাখ জগতে প্রতিটি সকাল ও সন্ধ্যায় কাফিরদের সামনে জাহান্নাম পেশ করা হয়

৪৫-৪৬. (ফেরাউন সরকার ওই মুঅমিন ব্যক্তিকে মুরতাদ বানানোর চক্রান্ত করেছিল।) তাদের চক্রান্ত থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করলেন (এবং তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে জান্নাতের অধিকারী বানালেন।) আর ফেরাউন পরিবারকে ঘিরে ফেলল নিকৃষ্টতম আযাব তথা আগুন। (বারযাখের জীবনে) সকাল সন্ধ্যা তাদেরকে সেখানে হাজির করা হয়। আর যেদিন কিয়ামত হবে (সেদিন ফিরিস্তাদেরকে বলা হবে) ফেরাউন পরিবারকে প্রবেশ করাও কঠিন আযাবে (তথা জাহান্নামে।)

জ্ঞাতব্যঃ ইবন উমার রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ মৃত্যুর পর প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হয়। তারপর তিলাওয়াত করেছেন "সকাল সন্ধ্যা তাদেরকে সেখানে হাজির করা হয়" আর মুঅমিনের রূহের সামনে জান্নাত পেশ করা হয়। (কুরতুবীঃ বুখারী ও মুসলিম)

وَ اِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَ قَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوْٓا اَوَ لَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ قَالُوْا بَلٰى ؕ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَ مَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾

কাফিরদের ডাক চিৎকার সেদিন কোনো কাজে আসবে না।

৪৭. (হে মানুষ, স্মরণ করো!) যখন তারা জাহান্নামে (পরস্পরে) তর্ক করবে/বিবাদ করবে। অসহায়রা (জনতা) দাম্ভিকদেরকে (নেতাদেরকে/ভন্ড পীরদেরকে/বিভ্রান্ত আলিমদেরকে) বলবেঃ "আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। (তোমাদের কথা মত চলার কারণে আজ আযাবে পতিত হয়েছি।) এখন

আমাদের থেকে সামান্য (আযাব) ও লাঘব করতে পারবে কি"?

৪৮. দাম্ভিকরা বলবেঃ "আমরা সবাই আযাবেই আছি। আল্লাহ বান্দাদের বিচার করেছেন"

৪৯. তারা জাহান্নামের দ্বাররক্ষীকে বলবেঃ তোমাদের প্রভুকে বলো একটি দিনের জন্য হলেও যেন আমাদের আযাব লাঘব করেন।

৫০. তারা (দ্বার রক্ষীরা) বলবেঃ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে কি কোনো রাসূল আসেননি? তারা বলবেঃ হ্যাঁ (এসেছিলেন।) দ্বার রক্ষীরা বলবেঃ তাহলে ডাকতে থাকো। কাফিরদের ডাক/চিৎকার ফলপ্রসু হয় না।

৫১. আমরা আমাদের রাসূলগণকে সাহায্য করে থাকি; দুনিয়ার জীবনেও এবং সাক্ষী প্রতিষ্ঠিত হবার দিনেও।

৫২. পাপিষ্ঠদের কোনো বাহানাই সেদিন কাজে আসবে না। তাদের উপর লা'নত, তাদের তরে নিকৃষ্টতম আযাব।

লা'নত পরিচিতিঃ মহান আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত থেকে চিরতরে বঞ্চিত করাকে লা'নত বলা হয়। আল্লাহর লানতের প্রভাবে দুনিয়ায় মানুষ হেদায়াত বঞ্চিত হয় আর আখেরাতে হয় জান্নাত থেকে বঞ্চিত।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَ اَوْرَثْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿٥٣﴾ هُدًى وَّ ذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٥٤﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٥٦﴾

দ্বীনি ব্যাপারে দলীলবিহীন বিবাদ ও দলাদলি এবং সকল দল থেকে বেঁচে থাকার তাগিদ

৫৩-৫৪. (মূসা ও বানীইসরাঈলের উপর অনেক বিপদ এসেছিল তবুও তারা সবর করেছে। ফলে) আমি মূসাকে হুদা (জাতির পথিকৃৎ হিসেবে তাওরাত) দিয়েছি এবং বানীইসরাঈলকে সেই কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি, বুদ্ধিমানদের জন্য যা ছিল হেদায়াত ও স্মরণিকা।

৫৫. সুতরাং (হে নবী!) তুমিও সবর করো (আল্লাহ তোমাকেও বিজয়ী করবেন।) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর তোমার ভুলভ্রান্তির জন্য ক্ষমা চাও এবং সকালসন্ধ্যা প্রভুর প্রশংসার তাসবীহ করো।

৫৬. যে সব লোক তাদের কাছে আগত দলীল (তথা কুরআন হাদীছ) ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর বিধান নিয়ে তর্ক করে/বিবাদ করে (তারা আসলে অহংকারী) তাদের অন্তরে যে দম্ভ আর অহমিকা (তথা মানুষের অনুকরণীয় হবার আকাংখা) রয়েছে তারা এ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হবে না। (সুতরাং হে আমার বান্দারা! তোমরা এসব লোক এবং তাদের বদ-স্বভাব তথা দ্বীনি ব্যাপারে দলীলবিহীন আলোচনা ও মন্তব্য থেকে) আল্লাহর কাছে সুরক্ষা চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রুতা ও সর্বদ্রষ্টা।

হুঁশিয়ারিঃ দ্বীন আল্লাহ থেকে আগত। আল্লাহ থেকে আগত দলীল প্রমাণই দ্বীনের মূল বিষয়। দ্বীন নিয়ে কথা বলতে হলে বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতে হলে এসব দলীল প্রমাণ দিয়েই করতে হবে, এটাই ইসলামের শিক্ষা। আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্যই ইসলামের মূল কথা। কিন্তু যারা দলবাজ, যারা আল্লাহর বিধান থেকে বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদের মনগড়া ও মিশ্রিত মত ও পথকেই একমাত্র সঠিক মনে করে, যারা দলবাজির ভিত্তিতে হক বাতিল নির্ধারণ করে এবং নিজের দল ছাড়া অন্য সব মুসলিমকে বিভ্রান্ত মনে করে, তারা দাম্ভিক অহংকারী। তারা আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য মেনে নিতে রাজি নয়। বরং তারা চায় মানুষ তাদের আনুগত্য করুক। তারা মানুষের অনুকরণীয় পথিকৃৎ হতে চায়। আর এমন করার মূল কারণ তাদের অন্তরের দম্ভ এবং অহমিকা। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত। এসব দল ও দলবাজদের থেকে সাবধান থাকা আবশ্যক। এটাই আল্লাহর আদেশ এবং এটাই নবী সাঃ এর আদর্শ। বর্ণিত হয়েছে...

হুযাইফাহ বিন ইয়ামান রাঃ বলেছেনঃ লোকজন রাসূল সাঃকে ভালো বিষয়ে প্রশ্ন করত আর আমি মন্দ বিষয়ে জানতে চাইতাম, এ ভয়ে যে কোনো মন্দ যেন আমাকে স্পর্শ না করে। একদা আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জাহিলিয়্যাহ (কুফর) ও অকল্যাণে নিমজ্জিত ছিলাম। আল্লাহ (দয়া করে) আমাদেরকে এ কল্যাণ (ইসলাম) দান করেছেন। এ কল্যানের (ইসলামের) পর আবার কি অকল্যাণ (কুফর) চলে আসবে?

রাসূল সাঃ বললেনঃ হ্যাঁ,

আমি বললামঃ এ অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে?

তিনি বললেনঃ হ্যাঁ.., তবে তাতে প্রতারণা থাকবে।

আমি বললামঃ প্রতারণা! কিভাবে?

তিনি বললেনঃ মানুষ আমার আদর্শ ছেড়ে অন্য পথে চলবে, তারা ভালো ও মন্দকে (তথা ইসলাম ও কুফরকে) এক সাথে মিশিয়ে ফেলবে।

আমি বললামঃ এ (প্রতারণামূলক) কল্যানের পর কি আরও অকল্যাণ হবে?

তিনি বললেনঃ হ্যাঁ.., (তারপর বের হবে) জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী নানা দল। যে তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদের (এ দল সমূহের) পরিচিতি বর্ণনা করুন।

তিনি বললেনঃ এরা আমাদের চামড়ায় সজ্জিত হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে (মানে দ্বীনদারের পোশাকে সজ্জিত হবে এবং দ্বীনি ভাষায় কথা বলবে)

আমি বললামঃ আমি যদি এদেরকে পেয়ে যাই তবে আমাকে কি করতে বলেন?

তিনি বললেনঃ মুসলমানদের জামায়াত (খিলাফাহ) এবং তাদের নেতা (খালীফাহকে) আঁকড়ে থাকবে।

আমি বললামঃ যদি মুসলমানদের জামায়াত বা তাদের নেতা (তথা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত) না থাকে?

তিনি বললেনঃ তবে এ সকল দল থেকে আলাদা থাকবে যদিও গাছের জড় আঁকড়ে থাকতে হয়। এভাবে মরে যাবে (তবুও ওই দলসমূহের কোনটির সাথে যোগ দেবে না) (বুখারীঃ ৬৬৭৩, ফিতান অধ্যায়)

বিশেষ হুঁশিয়ারিঃ

- ❖ উম্মতের মাঝে বিভেদ ও বিভাজন তৈরি করা এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া বা দলবাজি করা বিভ্রান্তির পথ, কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। (দেখুনঃ আল-ইমরানঃ ১০৩, ১০৫, আনয়ামঃ ১৫৩, ১৫৯, তাওবাহঃ ১০৭, ত্বাহাঃ ৯৪, রূমঃ ৩২, শুরাঃ ১৪)।
- ❖ যারা বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে তথা দলবাজি করে তারা যতই মসলক, মিনহাজ বা মযহবের দোহাই দেক না কেন আসলে এসবের মূল কারণ ব্যক্তি বা গোষ্টি স্বার্থ সংরক্ষণ এবং হিংসা বিদ্বেষ। (দেখুনঃ ৪২ শুরাঃ ১৮)
- ❖ যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে রাসূল সাঃএর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। (দেখুনঃ ৬ আনয়া'মঃ ১৫৯)
- ❖ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ইয়াহুদ ৭১ (অথবা বলেছেন ৭২) দলে বিভক্ত হয়েছিল। খৃষ্টানরাও তাই। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এরা সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া।

লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই দল কোনটি? বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শে অবিচল থাকবে। (আবু-দাউদঃ ৪৫৯৬, তিরমিযীঃ ২৬৪০, ইবন মাজাঃ ৪৭৯। হাদীছটি সাহীহ)

❖ সূরাহ আনয়ামের ১৫৯ তম আয়াতের ভাষ্যমতে যেহেতু রাসূলের সাথে দলবাজদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তাতে বোঝা যায় জান্নাতে শুধু তারাই যাবে যারা দলবাজি করবে না।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَ مَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ لَا الْمُسِيْٓءُ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

অন্ধ আর চক্ষুষ্মান সমান নয়

৫৭. আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করা অবশ্যই মানব সৃষ্টি থেকে অনেক বড় বিষয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এসব জানে না।

৫৮. (কারণ ওহীর জ্ঞানশূন্য হয়ে তারা অন্ধ হয়ে রয়েছে।) আর অন্ধ আর চক্ষুষ্মান (তথা জ্ঞানী আর মূর্খ) সমান নয়। যারা ঈমান আনে, (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে তারা আর পাপিষ্ঠরা সমান হতে পারে না। কিন্তু তোমরা খুব কমই গ্রহণ করে থাকো।

اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦١﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۫ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٢﴾ كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٦٣﴾

রাব্ব ও ইলাহ

৫৯. অবশ্যই কিয়ামত আসন্ন, এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এসব বিশ্বাস করে না।

৬০. (হে মানুষ ও জিন্ন জাতি! শোনো!) তোমাদের প্রভু ঘোষণা করছেনঃ "আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেব"। আর যারা আমার দাসত্ব থেকে দম্ভ করবে তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৬১. আল্লাহ রাত বানিয়েছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্য আর দিনকে করেছেন আলোকময়। আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোকর আদায় করে না।

শোকর পরিচিতিঃ অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম শোকর আদায় করা।

৬২. তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব, সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তোমরা (তাকে ছেড়ে) কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছ?

৬৩. যারা আল্লাহর বিধান (মেনে নিতে) অস্বীকার করে তারা এভাবেই (কুফরের অন্ধকারে) ঘুরপাক খেতে থাকে।

রাব্ব ও ইলাহ পরিচিতিঃ

রাব্বঃ রাব্ব অর্থ প্রভু, মালিক, বিধানদাতা, নীতি নির্ধারক, ইত্যাদি। আল্লাহই আমাদের একমাত্র রাব্ব। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্যকে বিধানদাতা বা নীতি নির্ধারক হিসেবে মেনে নিলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে তথা প্রভুত্বে শিরক হয়। জাতি ও সমাজের প্রয়োজনে কোনো আইন প্রণয়ন করার একান্ত প্রয়োজন হলে মানুষ এটা করতে পারবে তবে এটা হতে হবে আল্লাহর দেওয়া মূলনীতি মেনে। আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে কোনো আইন তৈরি করা অবৈধ কাজ এবং এমন আইন ও হবে অবৈধ আইন। মোদ্দা কথা আইন তৈরিতে মানুষ স্বাধীন হলেও সার্বভৌম নয়। রবং আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনেই মানুষকে আইন তৈরি করতে হবে। এটাই রুবুবিয়্যাতের দাবী। আর আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ মেনে চলাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। রূহ জগতে আল্লাহর আমাদের থেকে যে ওয়াদা নিয়েছেন এটা ছিল রাব্ব সম্পর্কে আর মরণের পর সর্বপ্রথম আমরা যে প্রশ্নের সম্মুখীন হব এটাও হবে রাব্ব সম্পর্কে। তাই সাবধান! বন্ধুগণ সাবধান!!

ইলাহঃ মানুষ যার দাসত্ব করে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যার আনুগত্য ও কর্তৃত্ব মেনে চলে, যার কাছে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করে, যিনি মানুষকে পাপের সাজা ও পুণ্যের পুরস্কার দেন, ক্ষমা করেন, তাওবাহ কবুল করেন তিনিই ইলাহ। আল্লাহই একমাত্র ইলাহ। আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া।

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً وَّ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ؕ
ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۴﴾ هُوَ الْحَیُّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ؕ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۵﴾

আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে একনিষ্ঠভাবে ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে

৬৪. আল্লাহ; যিনি যমীনকে করেছেন তোমাদের জন্য বসবাসযোগ্য আর আকাশকে করেছেন ছাদ। যিনি তোমাদের দৈহিক কাঠামো গঠন করেছেন সুন্দর অবয়বে আর তোমাদের খাদ্য হিসেবে দিয়েছেন উত্তম বস্তু। (যিনি এতসব করেছেন) তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব। আল্লাহ মহান, সর্বজগতের রাব্ব।

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা তাকে ডাকবে একনিষ্ঠভাবে ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে (কারণ ভেজালযুক্ত ইবাদাত আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য নয়।) সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ যিনি সর্বজগতের রাব্ব।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।

- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

قُلْ اِنِّیْ نُهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِیَ الْبَیِّنٰتُ مِنْ رَّبِّیْ وَ اُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿٦٦﴾

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণই ইবাদাতের মূল বিষয়

৬৬. (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাওঃ তোমরা (তোমাদের বিপদ আপদে বা প্রয়োজন মিটাতে) আল্লাহ ছাড়া আর যাদেরকে ডেকে থাকো তাদের ডাকতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আমার কাছে প্রভু থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ (আল-কুরআন) এসেছে এবং (এ কুরআনে) আমাকে আদেশ করা হয়েছেঃ আমি যেন রাব্বু-ল-আ'লামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করি।

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُیُوْخًا ۚ وَ مِنْكُمْ مَّنْ یُّتَوَفّٰی مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّی وَّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِیْ یُحْیٖ وَ یُمِیْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰۤی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ ﴿٦٨﴾

মানব জীবনের উল্লেখযোগ্য ধাপগুলো এবং জীবন ও মরণ

৬৭. তিনি তোমাদের সৃজন করেছেন মাটি থেকে। তারপর (মাটি থেকে গাছ, গাছ থেকে ফল, ফল থেকে খাদ্য, খাদ্য থেকে রক্ত, রক্ত থেকে বীর্য) বীর্য থেকে, তারপর রক্তপিন্ড থেকে। (দেখুনঃ সূরাহ মুঅমিনূনঃ ১৪) তারপর (মায়ের পেট থেকে) তোমাদের বের করেন শিশু অবস্থায়। পরে তোমরা যৌবনে উপনীত হও তারপর বুড়া হয়ে যাও। তোমাদের কেউ কেউ এর আগেই মারা যায়। (তোমাদের দুনিয়ায় পাঠানো হয়) নির্ধারিত সময় পূর্ণ করার জন্য আর যেন (জীবনের উদ্দেশ্য) অনুধাবন করো। (উল্লেখ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দরভাবে আমাল করা। দেখুনঃ সূরাহ মূলকঃ ২)

৬৮. তিনিই জীবন দেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন (তথা জীবন ও মৃত্যুর তিনিই মালিক।) তিনি কিছু করতে চাইলে শুধু বলেন "হও" আর হয়ে যায়।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِیْۤ اٰیٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰی یُصْرَفُوْنَ ﴿٦٩﴾ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَ بِمَاۤ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۚ فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾ اِذِ الْاَغْلٰلُ فِیْۤ اَعْنَاقِهِمْ وَ السَّلٰسِلُ ؕ یُسْحَبُوْنَ ﴿٧١﴾ فِی الْحَمِیْمِ ۙ ثُمَّ فِی النَّارِ یُسْجَرُوْنَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِیْلَ لَهُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا

عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٥﴾ اُدْخُلُوْۤا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٧﴾

দ্বীনি ব্যাপারে দলীলবিহীন বিবাদ এবং মনগড়া পথে চলার পরিণাম

৬৯. তুমি কী দেখো নাঃ যারা আল্লাহর আয়াত (কিতাব বিধান) নিয়ে (দলীলবিহীন) তর্ক করে /বিবাদ করে তাদের কোথা থেকে /কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়? (তথা শয়তান ও তার দোসররা কিভাবে আল্লাহর দ্বীন থেকে সরিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে রাখে।)

৭০-৭২. যারা আমার কিতাব এবং রাসূলগণের আনীত বিধান অমান্য করে (মনগড়া পথে চলে এর পরিণতি সম্পর্কে অচিরেই) তারা জেনে যাবে, যখন তাদের গলায় বেড়ি ও জিঞ্জির লাগিয়ে টেনে টেনে আল-হা'মীমে নিয়ে যাওয়া হবে আর অতঃপর জাহান্নামে পুড়ানো হবে।

৭৩-৭৪. তারপর বলা হবে "তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে (আল্লাহর) শরীক বানাতে তারা আজ কোথায়?" তারা বলবেঃ এরা আমাদের থেকে কেটে পড়েছে। (তারপর বলবে) না.., ইতোপূর্বে আমরা কাউকে ডাকিনি। আল্লাহ কাফিরদেরকে এভাবেই ব্যর্থ করে দেন।

৭৫-৭৬. এর (তোমাদের এ অবস্থার) কারণঃ তোমরা অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে উল্লাস করতে আর দম্ভ করতে। (তাই আজ) চিরতরে জাহান্নামে প্রবেশ করো। (এটাই তোমাদের আবাস। দেখ) দাম্ভিকদের আবাস কত নিকৃষ্ট।

৭৭. সুতরাং (হে নবী আর নবীর অনুসারীরা! কাফিরদের দেয়া কষ্ট এবং আগত বিপদ আপদে) সবর করো। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি তাদের (আযাবের) ব্যাপারে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এর কিছু হয়ত তোমাকে দেখাব অথবা (না দেখিয়েই) তোমার মৃত্যু ঘটাব। (তবে চিন্তা করো না) আমার কাছেই সকলের প্রত্যাবর্তন। (যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈমান ও ইসলামের উপর অনড় ও অবিচল থাকার নাম সবর)

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ؕ وَ مَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٧٨﴾

নবীর মু'জেযা হয় আল্লাহর হুকুমে, নবী নিজ থেকে কিছু করতে পারেন না

৭৮. (আরবের নেতারা বারবার রাসূল সাঃকে চাপ দিতঃ নিদর্শন দেখানোর জন্য। এ ব্যাপারে রাসূল সাঃকে শান্তনা দিয়ে নাযিল হয়েছে) তোমার আগে আমি অনেক রাসূল পাঠিয়েছি। তাদের কারো ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করেছি আর কারো করিনি। কোনো রাসূলই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া নিদর্শন দেখাতে পারেনি। আর আল্লাহর (রীতি হলো তার) হুকুম (তথা নিদর্শন) এসে গেলে সবকিছুর ফয়সালা হয়ে যায়। তখন বাতিলরা (চির তরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায়।

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿۷۹﴾ وَ لَكُمْ فِیْهَا مَنَافِعُ وَ لِتَبْلُغُوْا عَلَیْهَا حَاجَةً فِیْ صُدُوْرِكُمْ وَ عَلَیْهَا وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿۸۰﴾ وَ یُرِیْكُمْ اٰیٰتِهٖ فَاَیَّ اٰیٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ﴿۸۱﴾ اَفَلَمْ یَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَیَنْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَ اَشَدَّ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِی الْاَرْضِ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۸۲﴾

আল্লাহর নিয়ামত এবং এ নিয়ামতকে অবজ্ঞা করার পরিণতি

৭৯-৮০. আল্লাহ গবাদিপশু বানিয়েছেন তোমাদের তরে। এসবের কিছু তোমাদের বাহন আর কিছু খাদ্য (হিসেবে ব্যবহৃত হয়।) এবং এসব পশুতে তোমাদের অনেক উপকার রয়েছে। এসব দিয়ে তোমরা অনেক প্রয়োজন মিটাও আর এতে এবং নৌযানে তোমরা আরোহণ করো।

৮১. তিনি তোমাদেরকে দেখান কত নিদর্শন। তোমরা তাঁর কোন নিদর্শনকে অবজ্ঞা করবে?

৮২. তোমরা কি যমীনে ভ্রমণ করো না? করলে দেখতে পুর্ববর্তীদের কি পরিণতি হয়েছে (তারাও নিদর্শন নিয়ে নবীদের সাথে বিবাদ করেছিল।) তারা তোমাদের থেকে সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল, ছিল অনেক শক্তিশালী এবং প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু (আল্লাহর আযাবের মোকাবিলায়) তাদের এসব অর্জন কোনো কাজেই আসেনি।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۸۳﴾ فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِیْنَ ﴿۸۴﴾ فَلَمْ یَكُ یَنْفَعُهُمْ اِیْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ؕ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِیْ قَدْ خَلَتْ فِیْ عِبَادِهٖ ۚ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸۵﴾

আল্লাহর রীতি

৮৩. রাসূলগণ তাদের কাছে এসেছিল সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে। কিন্তু তারা (রাসূলের আনুগত্য না করে) নিজেদের জ্ঞানকেই যথেষ্ট মনে করেছে। (তারা আল্লাহর আযাব নিয়ে উপহাস করেছে) শেষে এটাই তাদের পাকড়াও করেছে যা নিয়ে তারা উপহাস করত।

৮৪. আমার আযাব দেখার পর তারা বলেছেঃ "আমরা এক আল্লাহকে মেনে নিয়েছি এবং আল্লাহর সাথে কৃত সকল শিরক প্রত্যাখ্যান করছি"।

৮৫. কিন্তু তখন তাদের ঈমান কোনো কাজে আসেনি। কারণ তারা আমার আযাব দেখে ফেলেছে। আর এটাই আল্লাহর রীতিনীতি। (যুগ যুগান্তর থেকে) বান্দাদের মাঝে এ রীতিনীতিই চলমান। আর কাফিররা এ ভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

সূরাহ হা' মী-ম সিজদাহ/ফুসসিলাত ৪১ سورة فصلت

ফুসসিলাত শব্দটি এসেছে "তাফসীল" থেকে। তাফসীল অর্থ বিস্তারিত বর্ণনা করা আর "ফুসসিলাত" অর্থ যা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরার ৩য় আয়াতে "ফুসসিলাত" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখানে ফুসসিলাত বলে আল-কুরআনের বর্ণনার কথা বলা হয়েছে, মানে আল-কুরআনের বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে এবং সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ গা'ফিরের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৫৪টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٤﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

কুরআন নাযিলের লক্ষ্য সমূহের মাঝে ২টি হলো সুসংবাদ দেওয়া ও সাবধান করা

১-৪. হাঁ' মী-ম (এসব বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এসবের অর্থ, মর্ম এবং এভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া। এটা হলো) আর-রাহমান ও আর-রাহীম থেকে অবতীর্ণ আরবী ভাষায় পঠিত কিতাব, যার বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে এবং সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে জ্ঞানীলোকদের জন্য। (যারা কুরআন পড়ে, কুরআন বুঝে এবং কুরআনের বিধান মেনে জীবন যাপন করে তারা-ই আসল জ্ঞানী। এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে এর আনুগত্যকারীদের জন্য) সুসংবাদদাতা আর (অবাধ্যদের জন্য) সাবধানকারী হিসেবে। তাসত্ত্বেও তাদের অনেকে-ই (আল-কুরআন থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা (আল-কুরআনের বিধান) মানে না।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ﴿٥﴾

আদর্শগত অন্তরায় এবং কাফিরদের দম্ভোক্তি

৫. (হে নবী! বাস্তব জীবনে যারা আল্লাহর কিতাব মেনে চলে না) তারা (উপহাস করে) বলেঃ তুমি (মুহাম্মাদ) যে আদর্শের প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো এ ব্যাপারে আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত এবং (এ ব্যাপারে) আমাদের কানও বধির (তাই তোমার কথা আমাদের অন্তরেও প্রবেশ করবে না এবং কানেও ঢুকবে না) আর আমাদের ও তোমার মাঝে (আদর্শগত) বিরাট অন্তরায় রয়েছে (যে কারণে আমরা তোমার কথা মানতে পারব না।) তাই তুমি তোমার কাজ করো (দ্বীনের কথা বলতে থাকো) আমরাও আমাদের কাজ করে যাব (তথা তোমার কথা অগ্রাহ্য করতে থাকব। আসলে আদর্শগত ফারাক এক বিরাট অন্তরায়। আর এ কারণে-ই অনেক মানুষ তাদের বাস্তব জীবনে দ্বীন মেনে চলতে পারে না।)

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوْهُ ؕ وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦﴾ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٨﴾

রাসূল সা. আমাদের মত মানুষ

৬-৮. (তাদের এসব কথার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বললেনঃ হে নবী! তাদেরকে) বলে দাওঃ আমি তোমাদের মত-ই মানুষ, (তবে পার্থক্য হলোঃ আমার কাছে ওহী আসে তাই আমি রাসূল আর তোমাদের কাছে ওহী আসে না তাই তোমরা আমার উম্মত তথা অনুসারী।) আমার কাছে ওহী এসেছে যে, তোমাদের ইলাহ-ই একমাত্র আসল ইলাহ, তাই তোমরা তাঁর (একত্ববাদের) ব্যাপারে অবিচল থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। (কারণ তাওহীদের ব্যাপারে অবিচল না থাকলে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে। আর) মুশরিকদের ধ্বংস অনিবার্য। (সাথে ধ্বংস অনিবার্য তাদেরও) যারা যাকাত আদায় করে না, আখেরাত বিশ্বাস করে না। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে তাদের পুরস্কার অপ্রতিরোধ্য। (মানব জাতির একজন হিসেবে রাসূল সা. আমাদের মত মানুষ কিন্তু ইজ্জত সম্মান ও মর্যাদার বিবেচনায় তিনি সৃষ্টিকুলের সেরা।)

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩﴾ وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بٰرَكَ فِيْهَا وَ قَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ﴿١١﴾ فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ اَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَ حِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿١٢﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ﴿١٣﴾ اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾

আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন ৬ দিনে

৯. (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাওঃ তোমরা কি তাঁর সাথে কুফর করবে? যিনি মাত্র দুইদিনে (দুই ধাপে) সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তোমরা (অন্যকে) তাঁর সমকক্ষ নির্ধারণ করো? অথচ তিনি সর্বজগতের মালিক (রাব্বু-ল-আ'লামীন। মালিকানা সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাঃ ৪)

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে যে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে ছয়টি ধাপে এবং ছয়টি সময়ে। আল কুরআন যাকে ছয় দিন বলেছে। (এ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন সূরাহ আরাফ: ৫৪) আমাদের এ পৃথিবীর মাঝে লুকিয়ে রয়েছে অনেক রহস্য। বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে যে এ পৃথিবীর গঠন প্রণালিতে বেশ কয়েকটি

ধাপ রয়েছে। এরমাঝে প্রধান ধাপ দুটি হলো পৃথিবীর উপরের অংশ এবং ভিতরের অংশ। আমাদের এ পৃথিবীর উপরের অংশে ৭-১০ মাইল পুরো করে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, আল কুরআন এ অংশটিকে 'ফিরাশ' বা কার্পেট হিসেবে উল্লেখ করেছে। আর পৃথিবীর ভিতরের অংশে রয়েছে আরো কয়েকটি স্তর। (এ সম্পর্কে ছবিসহ বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ সূরাহ যারিয়াত ৫১/৪৮)

১০. তিনি ভূ-পৃষ্টে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা এবং তাতে দিয়েছেন বরকত ও উৎপাদন ক্ষমতা (পৃথিবী সৃষ্টি, শোভা বর্ধন এবং উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি করেছেন) চার দিনে (চারটি ধাপে)। (দুনিয়ার এ বরকত এবং উৎপাদন ক্ষমতা এখানকার) প্রার্থীদের (দুনিয়ায় বসবাসকারীদের) জন্য যথেষ্ট।

১১. তারপর (১ম দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টির পর) মনোনিবেশ করেছেন আকাশের দিকে (তখনো আকাশ বানানো হয়নি) এটা তখন শুধু-ই ধোঁয়া ছিল। তিনি (দুই দিনে) সৃষ্টি করলেন সাত স্তর বিশিষ্ট আকাশ। তারপর আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে বললেনঃ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো। উভয়ে বললঃ আমরা স্বেচ্ছায় অনুগত হয়ে চলে এলাম।

১২. দুই দিনে সাত আকাশ তৈরি করে তিনি প্রত্যেক আকাশে (প্রয়োজনীয়) আদেশ জারি করলেন। আর আমি (আল্লাহ) দুনিয়ার আকাশকে শোভিত করলাম বাতি (তারকারাজি) দিয়ে এবং (ঠিক করে দিলাম আকাশ ও যমীনের) সুরক্ষা নীতি। সবই মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানীর (আল্লাহর) পক্ষ থেকে নির্ধারিত। (উল্লেখ্য এখানে দিন বলে বুঝানো হয়েছে নির্ধারিত সময় বা সময়ের পরিমাণ)

১৩. আর তারা যদি (এসব থেকে) বিমুখ হয়ে যায় তবে বলে দিওঃ আমি তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি মহাগর্জন সম্পর্কে, আ'দ ও ছামূদের (উপর আগত গর্জনের) মত গর্জন সম্পর্কে।

১৪. যখন তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাঝে রাসূলগণ এসেছিল (এবং বলেছিল হে মানুষ!) তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করো না। (নবীর এমন দাওয়াতের প্রত্যুত্তরে) তারা বলেছেঃ (তোমরা সত্য রাসূল নও) আল্লাহ যদি চাইতেন তবে (রাসূল হিসেবে) ফিরিস্তা পাঠাতেন, সুতরাং তোমাদের আনীত সকল বিধান আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম।

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿١٥﴾ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٦﴾

আল্লাহর বিধান মেনে চলতে অস্বীকার করার পরিণতি

১৫. আ'দ জাতি অন্যায়ভাবে যমীনে দম্ভ করেছে, তারা বলেছেঃ পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ নেই (আমরা এ পৃথিবীর পরাশক্তি।) তারা কি ভাবেনিঃ যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। তারা আমার বিধান (মেনে চলতে) অস্বীকার করেছে। (ফলে আমি তাদের পাকড়াও করেছি এবং আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছি)

১৬. জীবনের অশুভ দিনগুলোতে তাদেরকে লাঞ্ছনার আযাব আস্বাদন করাতে আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছি ঝঞ্জাবায়ু। আর আখেরাতের আযাব হবে আরো লাঞ্ছনার। তখন তাদেরকে কোনো সাহায্য-ই করা হবে না।

وَ اَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٧﴾ وَ نَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿١٨﴾

আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ঈমান ও তাক্বওয়া

১৭. আর ছামূদ জাতিকেও আমরা সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দিয়েছিলাম। কিন্ত তারা সৎপথের পরিবর্তে বিভ্রান্তি গ্রহণ করেছে। ফলে তাদের গ্রাস করেছে অপমানকর আযাব সম্বলিত ভয়ানক গর্জন। এসবই তাদের কর্মফল।

১৮. (তবে এসব জাতিসমূহের) যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্বওয়া অর্জন করেছে আমরা তাদেরকে (আযাব থেকে) রক্ষা করেছি।

وَ يَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٩﴾ حَتّٰۤى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ اَبْصَارُهُمْ وَ جُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَ قَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ؕ قَالُوْۤا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْۤ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّ هُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢١﴾ وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لَاۤ اَبْصَارُكُمْ وَ لَا جُلُوْدُكُمْ وَ لٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَ ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَ اِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾

শেষ বিচারের দিন যারা আল্লাহর করুণা থেকে বঞ্চিত হবে

১৯-২০. সেদিন (শেষ বিচারের দিন) আল্লাহর দুশমনদেরকে জমা করে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা সেখানে হাজির হলে তাদের চক্ষু, কর্ত ও ত্বক তাদের অপকর্মের সাক্ষ্য দেবে।

২১. তারা তখন নিজ নিজ ত্বককে বলবেঃ তোমরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে? ত্বক তখন বলবেঃ আল্লাহ আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিতে পারেন। (হে মানুষ মনে রেখো) তিনি-ই তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর কাছে-ই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হচ্ছো।

২২. তোমরা কোনোকিছু-ই তার থেকে গোপন করতে পারবে না। তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক-ই তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তোমরা নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে কিছু-ই লুকাতে পারবে না। কিন্তু তাসত্ত্বেও তোমরা (বোকা বনে যাও এবং) মনে করোঃ তোমাদের অনেক কিছু-ই আল্লাহ জানেন না/জানতে পারবেন না।

২৩. এসব-ই তোমাদের ধারণা, প্রভু সম্পর্কে তোমরা এমন ধারণা-ই পোষণ করো। আর এমন ধারণা-ই তোমাদের ধ্বংসকে অনিবার্য করে তুলেছে। ফলে তোমরা (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছ।

২৪. তারা যদি (এ পথে) অবিচল থাকে তবে জাহান্নাম-ই হবে তাদের ঠিকানা। তখন তারা যদি করুণা ভিক্ষা চায় তবুও তাদের প্রতি করুণা করা হবে না।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

নাফস ও ক্বারীন

২৫. আমি তাদের (প্রতিটি মানুষ ও জিন্নের) জন্য ঠিক করে দিয়েছি ক্বারীন (শয়তান সঙ্গী।) যারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎকে/অতীত ও ভবিষ্যৎকে শোভিত করে দেখায়। ইতোপূর্বে যেসব জিন্ন ও মানুষের ব্যাপারে (আমার আযাবের) বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে এদের জন্য এটা-ই অবধারিত ছিল যে, নিশ্চয় এরা ক্ষতিগ্রস্থ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ নাফস ও ক্বারীন

নাফসঃ নাফস অর্থ আত্মা। প্রতিটি মানুষের মাঝে তিনটি আত্মা রয়েছে। যথাঃ ধিক্কারকারী আত্মা, প্রশান্ত আত্মা ও প্ররোচনাকারী আত্মা তথা নাফস লাওয়্যামাহ, নাফস মুতমাইন্নাহ এবং নাফস আম্মারাহ। ইরশাদ হচ্ছে..

- না.., ধিক্কারকারী আত্মার (নাফস লাওয়্যামাহর) কসম! (৭৫ ক্বিয়ামাহঃ ২)
- হে প্রশান্ত আত্মা! (নাফস মুতমাইন্নাহ) আনন্দিত হয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে প্রভুর কাছে ফিরে আসো। আমার বান্দাদের দলে শামিল হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। (৮৯ আল-ফাজরঃ ২৭-৩০)
- (ইউসুফ বলল) আমি নিজেকে দোষমুক্ত ভাবি না। কারণ প্ররোচনাকারী আত্মা (নাফস আম্মারাহ) মন্দকাজে প্ররোচিত করে থাকে। (ইউসুফঃ ৫৩)

ক্বারীনঃ ক্বারীন অর্থ সঙ্গী। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে সর্বদা দুইজন সঙ্গী থাকে। একজন শয়তানের পক্ষ থেকে আর একজন আল্লাহর পক্ষ থেকে। শয়তানের পক্ষ থেকে মানুষের সঙ্গী হিসেবে একজন জিন্নকে নিয়োগ দেয়া হয়। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োগ দেয়া হয় একজন ফিরিস্তা। ইরশাদ হচ্ছে...

- (হাশরে শয়তান) ক্বারীন বলবেঃ হে রাব্ব! আমি তাকে বিভ্রান্ত করিনি। সে নিজে-ই বিভ্রান্ত ছিল। (৫০ আল-হাক্কাহঃ ২৭)
- আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেন প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে দুইজন ক্বারীন থাকে। একজন জিন্ন আর একজন ফিরিস্তা। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সঙ্গেও..? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ.., তবে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার (শয়তান) সঙ্গী আত্মসমর্পণ করেছে। সে আমাকে মন্দ কথা বলে না। (মুসলিমঃ ২৮১৬/৫০৩৯)

পর্যালোচনাঃ নাফস আম্মারাহ শয়তানের বন্ধু আত্মা। এ আত্মা শয়তানের কুমন্ত্রণা শুনে, মানুষকে হতাশাগ্রস্ত করে এবং মন্দকাজে প্ররোচনা দেয়। এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ পাপ করে। কিন্তু মানুষের অন্য আত্মা পাপ কাজে সায় দেয় না। তাই পাপ করতে মানুষ অপরাধ বোধ করে, লুকোচুরি করে।

মানুষ যত পাপ করে নাফস আম্মারাহ তত শক্তিশালী হয় আর অন্য আত্মা দুটি ততো দুর্বল হতে থাকে। এভাবে চলতে চলতে এক পর্যায়ে নাফস আম্মারাহ অধিক শক্তিশালী আর অন্য আত্মা দুটি অতি দুর্বল হয়ে যায়। এমন হয়ে গেলে মানুষ পাপ করে আনন্দ পায়। পাপ করে তখন আর অপরাধবোধ জাগে না। সে তখন প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে পাপ করে বা করতে পারে।

মানুষ পাপ করার পর নাফস লাওয়্যামাহ তাকে ধিক্কার দেয়, তিরস্কার করে, তার ভিতর অপরাধবোধ জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। ফলে মানুষের ভিতর অনুশোচনা তৈরি হয়, অপরাধবোধ জাগ্রত হয় এবং এ আত্মার কথা মেনে

নিয়ে মানুষ তখন ক্ষমা চায়, তাওবাহ করে, নিজেকে শুধরে নেয়।

ফিরিস্তা ক্বারীনের বন্ধু আত্মা হলো নাফস মুতমাইন্নাহ। মুতমাইন্নাহ মানুষের ভালো আত্মা। এ আত্মা মানুষকে সান্ত্বনা দেয়, ভালো কাজে উৎসাহ দেয়। মানুষ ভালো কাজ করলে এ আত্মা আনন্দ পায়, খুশী হয়, তখন এ আত্মার শক্তি অনেকগুণ বেড়ে যায়। মানুষ যত ভালো কাজ করে নাফস মুতমাইন্নাহর শক্তি গাণিতিক হারে বাড়তে থাকে।

নাফস লাওয়্যামাহ মুতমাইন্নাহর সহযোগী শক্তি। মানুষ ভালোকাজ করলে উভয় আত্মা শক্তিশালী হয়ে একজোট হয়ে যায় এবং নাফস আম্মারাহকে কোণঠাসা করে ফেলে। ফলে নাফস আম্মারাহ দুর্বল হয়ে নিরুপায় ও অসহায় হয়ে পড়ে। তখন এ মানুষটি হয়ে যায় ভালো মানুষ। এমন মানুষ সৎকাজে আনন্দ পায় আর পাপকাজ সহ্য করতে পারে না। কোনো পাপ দেখলে তখন সে রেগে যায় এবং প্রতিহত করতে উদ্যত হয়।

এমতাবস্থায় কোনো পাপ হয়ে গেলে মানুষ তৎক্ষণাৎ তাওবাহ ও ইস্তিগফার করে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। নাফস মুতমাইন্নাহ মানুষকে ভালোকাজে উৎসাহ দেয়। তাই বলা হয়েছেঃ হে প্রশান্ত আত্মা! (নাফস মুতমাইন্নাহ) আনন্দিত হয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে প্রভুর কাছে ফিরে আসো। আমার বান্দাদের দলে শামিল হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। (৮৯ আল-ফাজরঃ ২৭-৩০)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾

আল-কুরআন থেকে মানুষকে দূরে রাখার চেষ্টা করা কুফর

২৬. যারা কুফর করে তারা (কাফির নেতারা) বলেঃ তোমরা এ কুরআন শুনবে না বরং (কুরআনের মজলিসে) হট্টগোল করবে, এতে তোমরা (সমাজে) নিজেদের প্রাধান্য ধরে রাখতে সক্ষম হবে।

জ্ঞাতব্যঃ দুই দল স্বার্থপর মানুষ বড়-ই ধ্বংসাত্মক হয়। আর এ উভয় দল-ই নিজেদের স্বার্থে আমজনতাকে প্রতারিত করে। এদের একদল জনতার সম্পদ লুটে খায় আর একদল জনতার ঈমান নষ্ট করে। স্বার্থপর নেতারা জনতার সম্পদ লুটে খায় আর স্বার্থপর আলিমরা জনতার ঈমান লুটে খায়।

আল-কুরআন আল্লাহর কালাম। আল-কুরআন ন্যায় সাম্য ও ইনসাফের কথা বলে, আল-কুরআন আইনের শাসন ও মানবাধিকারের কথা বলে। আল-কুরআনের সবকিছু সুস্পষ্ট এবং সকলের জন্য উন্মুক্ত। আল- কুরআন অধ্যায়ন করলে মানুষের চক্ষু খুলে যায় এবং তাদের অন্তর উন্মুক্ত হয়ে যায়, তখন মানুষ স্বার্থবাজদের চিনে ফেলে।

তাই স্বার্থের পূজারীরা কুরআনকে ভয় করে। তারা চায় আমজনতা কুরআন না বুঝোক, মানুষ কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকুক। আর এজন্য-ই তারা কুরআন বুঝতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং এভাবে-ই সমাজে নিজেদের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায়।

আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর নেতা নানা তন্ত্রমন্ত্র ও মতবাদের দোহাই দিয়ে আমজনতাকে কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কারণ কুরআনের মর্ম বাণী বুঝে ফেললে মানুষ তাদের মনগড়া কুফর ও শিরক তান্ত্রিক সকল মতবাদ বর্জন করবে।

আর আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর আলিম (যারা নিজেদের মনগড়া মসলক, মিনহাজ ও দলকে দ্বীন মনে করে পালন করে) নানা প্রকার মনগড়া মসলক, মিনহাজ ও দলের দোহাই দিয়ে আমজনতাকে কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কারণঃ কুরআনের মর্ম বুঝে ফেললে মানুষ আসল দ্বীন সম্পর্কে জেনে যাবে। তখন আর মানুষকে ধর্মের নামে প্রতারিত করা যাবে না।

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾ ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۭ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا

الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾

যারা অন্যকে আল-কুরআন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে তাদের পরিণাম

২৭. (কুরআন বুঝতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং আল-কুরআন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করা কুফর। যে বা যারা এমন করে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহর বিচারে তারা কাফির হয়ে যায়। যেসব মুসলিম এমন করে তারা হয়ে যায় মুনাফিক। এদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে..) আর এসব কাফিরদেরকে আমরা অবশ্য-ই আস্বাদন করাব কঠিন আযাব। তারা যেসব মন্দকাজ করে আমরা অবশ্য-ই এর বদলা দেব।

২৮. (পরকালে তাদেরকে জাহান্নামের সামনে হাজির করে বলা হবে) এটা-ই জাহান্নাম আল্লাহর দুশমনদের উপযুক্ত কর্মফল; এটা-ই তাদের চিরস্থায়ী আবাস। আর (শোনো!) আমার বিধান অমান্য করার পরিণাম এমন-ই হয়।

২৯. (যারা এই দুনিয়ায়) কুফর করেছে তখন তারা বলবেঃ হে রাব্ব! ওই দুইজনকে আমাদের সামনে হাজির করো, যারা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। হক সে জিন্ন অথবা ইনসান, আমরা তাদেরকে পায়ের নীচে ফেলে লাঞ্ছিত করব।

জ্ঞাতব্যঃ এখানে কোন দুইজনের কথা বলা হয়েছে তা পরিষ্কার নয় তবে অনেক মুফাসসিরীনের মতে এখানে ইবলিসের কথা বলা হয়েছে কারণ সে সবাইকে বিভ্রান্ত করে এবং আদম আঃ এর যে সন্তান তার ভাইকে হত্যা করেছিলো অর্থাৎ 'কাবিল' তার কথা বলা হয়েছে কারণ সে মানব সমাজে প্রথম আপরাধের প্রবর্তন করেছিলো।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ﴿٣٢﴾

যে ব্যক্তি ঈমান আনলো এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকলো তার জন্য অনন্ত জান্নাত

৩০. যারা বলল "আমাদের প্রভু হলেন একমাত্র আল্লাহ" এবং (মৃত্যু পর্যন্ত এ আদর্শের উপর) অবিচল থাকলো (মৃত্যুকালে) অবশ্য-ই তাদের কাছে ফিরিস্তা নেমে আসবে (এবং বলবে) তোমরা ভয় পেয়ো না, পেরেশান হইও না, তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো।

৩১-৩২. দুনিয়া ও আখেরাতে আমরা-ই তোমাদের ওয়ালী (তথা আপনজন। তাই তোমরা চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে) এবং সেখানে তোমাদের জন্য বিদ্যমান আছে তোমাদের চাহিদা মত সবকিছু আর সেখানে তোমাদের সকল চাওয়া পূর্ণ করা হবে। (এমন-ই হয়) গাফূর ও রাহীমের আপ্যায়ন।

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَ لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴿٣٤﴾

সবচেয়ে উত্তম কথা এবং মন্দকে প্রতিহত করার উত্তম পদ্ধতি

৩৩. তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? যে ব্যক্তি (নিজে ঈমান আনে, অন্যকে) আল্লাহর দিকে ডাকে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে আর বলে "আমি মুসলিমদের একজন"।

৩৪. ভালো আর মন্দ সমান নয়। (তাই মন্দকে) প্রতিহত কর উত্তমভাবে (উত্তম নীতি, উত্তম আদর্শ, উত্তম ব্যবহার, উত্তম কথা দিয়ে। এমন করলে) যার সাথে তোমার দুশমনি রয়েছে সেও হয়ে যেতে পারে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

জ্ঞাতব্যঃ মন্দকে উত্তমভাবে প্রতিহত করা যায় কয়েক পদ্ধতিতে..

- ❖ জীবন ও সমাজ থেকে মন্দ আদর্শ বিসর্জন দিয়ে সেখানে উত্তম আদর্শ তথা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা।
- ❖ মানব সমাজ থেকে সকল প্রকার মন্দ তথা মনগড়া মতবাদ বিসর্জন দিয়ে সেখানে উত্তম জীবন ব্যবস্থা তথা শারীয়া'হ প্রতিষ্ঠিত করা।
- ❖ কোথায় কোনো মন্দ হতে দেখলে এ মন্দকে নির্মূল করে সেখানে ভালো প্রতিষ্ঠিত করা;
- ❖ কেউ তোমার সাথে মন্দ আচরণ করলেও তুমি তার সাথে ভালো আচরণ করবে;
- ❖ কেউ তোমাকে মন্দ পথে আহ্বান করলেও তুমি তাকে ভালো পথে আহ্বান করবে;
- ❖ কেউ তোমাকে মন্দ পরামর্শ দিলেও তুমি তাকে ভালো পরামর্শ দেবে;
- ❖ কেউ তোমার ক্ষতি করলেও তুমি তার উপকার করবে;
- ❖ কেউ তোমার অকল্যাণ চাইলেও তুমি তার কল্যাণ চাইবে;
- ❖ কেউ তোমার দোষ প্রচার করলেও তুমি তার গুণ তালাশ করবে, ইত্যাদি।

وَ مَا يُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَ مَا يُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿۳۵﴾ وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۳۶﴾

শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে কোনো পাপ করে ফেললে তৎক্ষণাৎ যা করতে হবে

৩৫. (উত্তম পন্থায় মন্দের মোকাবিলা করা এক মহৎগুণ) এ গুণের অধিকারী হয় কেবল তারা-ই যারা (সত্যের উপর) অবিচল থাকে। আর যারা এ গুণের অধিকারী হতে পারলো তারা অনেক কিছু পেয়ে গেল।

৩৬. (হে আমার বান্দা!) শয়তান যদি হঠাৎ তোমাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে (কোনো প্রকার পাপে জড়িয়ে) ফেলে তখন তুমি তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কাছে সুরক্ষা চাইবে। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

وَ مِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۳۷﴾ فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ﴿۳۸﴾ وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِيْۤ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۳۹﴾

সিজদাহ করতে হবে শুধু-ই আল্লাহকে, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সিজদাহ করা শিরক

৩৭. তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্যতম হচ্ছেঃ রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। (সুতরাং হে মানব ও দানব জাতি!) তোমরা সূর্যকে সিজদাহ (সূর্যপূজা) করো না, চন্দ্রকেও না। যদি আল্লাহর ইবাদাতকারী হয়ে থাকো তবে সিজদাহ করবে শুধু-ই আল্লাহকে যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। (সিজদার আয়াত)

৩৮. আর তারা যদি দম্ভ করে (তথা আল্লাহকে সিজদাহ না করে তবে বলে দাও) যারা প্রভুর সান্নিধ্যে রয়েছে তারা (তথা ফিরিস্তারা) রাত-দিন আল্লাহর তাসবীহ (মহিমা বর্ণনা) করে যাচ্ছে, তারা (এক মুহূর্তের জন্যও) ক্ষান্ত দেয় না।

৩৯. তাঁর আরও একটি নিদর্শন হলোঃ তুমি দেখবে যমীন শুকিয়ে গেছে। আর আমি বৃষ্টি বর্ষণ করার পর উর্বর ও সতেজ হয়ে উঠছে। যিনি এ (শুষ্ক) যমীনকে উর্বরতা দান করেন তিনি-ই মৃতকে জীবিত করবেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক। (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ১/৪)

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

কুরআনের অপব্যাখ্যা করা এবং এ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর পরিণাম

৪০. যারা আমার আয়াতের (কিতাব ও বিধানের) "ইলহাদ" (অপব্যাখ্যা/বিভ্রান্তি সৃষ্টি/দলাদলি) করে তারা আমার থেকে লুকিয়ে থাকতে পারবে না। (শেষ বিচারের পর তাদেরকে ধরে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর) যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে সে উত্তম, না কি যে পরকালে (জাহান্নাম থেকে) নিরাপদ থাকবে সে..? (সুতরাং হে কাফিরের দল! দুনিয়ার জীবনে) তোমাদের যা খুশী করে নাও। (তবে মনে রেখো!) তোমরা যা করছো তিনি সব প্রত্যক্ষ করছেন।

৪১. (জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকে) যারা এ যিকর (কুরআন) পেয়েও কুফর (অমান্য) করলো, নিশ্চয় এটা এক মহান কিতাব।

৪২. বর্তমান ভবিষ্যত কোনো কালেই কোনো বাতিল এ কিতাবে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না। (কারণ) এটা অবতীর্ণ হয়েছে মহাপ্রজ্ঞাময় চিরপ্রশংসিত (আল্লাহ) থেকে। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾

দ্বীনের পথে গালমন্দ সহ্য করতে হয়

৪৩. (মুশরিক সমাজ রাসূল সাঃকে অনেক গালমন্দ করেছে। এ ব্যাপারে নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে নাযিল হয়েছে.. হে নবী!) তোমাকে শুধু তা-ই বলা হচ্ছে যা আগেকার রাসূলগনকে বলা হয়েছিল। (সুতরাং দ্বীনের

পথে গালমন্দ শুনা নতুন কিছু নয়। বরং এটা-ই চিরাচরিত নিয়ম। তাই এসব নিয়ে চিন্তা করো না। বরং তোমার প্রভুর আদেশ মেনে চলো।) নিশ্চয় তোমার প্রভু মহাক্ষমাশীল, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদাতা।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٤٤﴾

যারা আল্লাহর কিতাব মেনে চলে না তারা অন্ধ

৪৪. আমি যদি এ কুরআনকে আজমী (আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় নাযিল) করতাম তবে তারা বলতঃ এর বিধানসমূহ স্পষ্ট করা হলো না কেন? (কেন কিতাব) আজমী আর (রাসূল) আরবী হলেন? তাই (এসব কথায় কর্তপাত না করে তাদেরকে) বলে দাওঃ এ কুরআন মুঅমিনদের জন্য হেদায়াত ও নিরাময়। আর যারা ঈমান আনে না; (তথা এ কিতাব মেনে চলে না। এ ব্যাপারে) তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং চোখে অন্ধত্ব, (তাই তারা এসব কথা শুনতে পায় না, যেন) অনেক দূর থেকে তাদেরকে ডাকা হচ্ছে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٥﴾

আল্লাহর কিতাব নিয়ে মতবিরোধ ও দলাদলির পরিণাম

৪৫. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, পরে এ কিতাব নিয়ে মতবিরোধ (করে জাতিকে নানা দলে বিভক্ত) করা হয়েছে। যদি তোমার প্রভুর আগাম সিদ্ধান্ত না থাকতো তবে (এমন করার কারণে) তাদের ব্যাপারে (আযাবের) ফয়সালা হয়ে যেত, কারণ (আল্লাহর কিতাবের মনগড়া ব্যাখ্যা এবং এ নিয়ে বিবাদের কারণে দ্বীনি অনেক বিষয়ে) তারা সন্দেহে দোদুল্যমান হয়ে গিয়েছিল।

জ্ঞাতব্যঃ অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত ইসলামের কোনো বিষয়ে সন্দেহ করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কেউ এমন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। আল্লাহর কিতাব নিয়ে মতবিরোধ ও দলাদলির পরিণাম বিভ্রান্তি। অতীতে এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল আর বর্তমানে এমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

আল্লাহ কারো উপর অবিচার করেন না

৪৬. যে ব্যক্তি সৎকাজ করলো সে নিজের-ই কল্যাণ করলো। আর যে মন্দ করলো সে নিজের-ই ক্ষতি করলো। তোমার প্রভু কোনো বান্দার উপর অবিচার করেন না।

সূরাহ ফুসসিলাত | পারা : ২৫

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ؕ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَآءِىْ ؕ قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ ؕ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٤٨﴾

যারা শিরক করে তাদের বাঁচার কোনো উপায়-ই বাকি থাকবে না

৪৭. (কিয়ামতের ব্যাপারে) চূড়ান্ত সময়ের জ্ঞান শুধু তাঁর দিকে-ই আবর্তিত, ফলের বীজ থেকে যে অঙ্কুর বের হয়, নারী তার গর্ভে যা ধারণ করে এবং যা প্রসব করে, এ সবই তাঁর জ্ঞানের আওতাধীন। (তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তার কোনো শরীক নেই।) সেদিন তিনি ডেকে বলবেনঃ (হে পাপিষ্ঠের দল! দুনিয়ার জীবনে তোমরা যাদেরকে আমার সত্তার ও বৈশিষ্ট্যের অংশীদার মনে করতে) আমার ওই শরীকরা আজ কোথায়? তখন তারা (পাপিষ্ঠরা) বলবেঃ আমরা আপনার সামনে ঘোষণা দিচ্ছি; (দুনিয়ার জীবনে) আমরা এমন সাক্ষ্য দেইনি।

৪৮. ইতোপূর্বে (দুনিয়ার জীবনে বিপদে মুসীবতে এবং নানা প্রয়োজন মিটাতে) তারা যাদেরকে ডেকেছিলো (পরকালে) এরা সব উধাও হয়ে যাবে, তখন তারা জেনে যাবে (আল্লাহর আযাব থেকে) বাঁচার আর কোনো উপায় নাই।

শিরকের পরিণামঃ শিরক হচ্ছে ঈমান বিনষ্টকারী এক মহাপাপ। কোনো মুসলিম যদি ছোট বা বড় কোনো ধরণের শিরকে জড়িয়ে পড়ে তবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। (দেখুনঃ সূরাহ যুমারঃ ৬৫)

لَا يَسْـَٔمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ ۖ وَاِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَـُٔوْسٌ قَنُوْطٌ ﴿٤٩﴾ وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِىْ ۙ وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْٓ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٠﴾ وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ﴿٥١﴾

মানুষের কয়েকটি বদ-স্বভাব

৪৯. মানুষ সদাসর্বদা তার কল্যাণ কামনা করে আর কোনো অকল্যাণ এলেই হতাশ ও নিরাশ হয়ে যায়।

৫০. আমি যদি মানুষকে কষ্টের পর আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই মানুষ তখন বলেঃ "এসব আমার (আমি নিজের মেধা ও শ্রম দিয়ে এসব অর্জন করেছি,) আমি মনে করি না কিয়ামত হবে, আর যদি প্রভুর কাছে ফিরেও যাই তবে সেখানে আমার জন্য কল্যাণকর অনেক কিছু-ই

বিদ্যমান থাকবে"। (মানুষের এসব দম্ভোক্তির প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলছেন) যারা কুফর করে আমি অচিরেই তাদেরকে নিজ নিজ কর্ম সম্পর্কে অবগত করব এবং তাদেরকে আস্বাদন করাব কঠিন আযাব।

৫১. আমি যখন মানুষকে নিয়ামত দান করি তখন সে এ নিয়ামতের অবজ্ঞা করে এবং এটাকে পাশ কেটে চলে। আর (এ নিয়ামতকে অবজ্ঞা করার কারণে) যখন বিপদ তাকে ঘিরে ধরে তখন সে লম্বা দোয়া শুরু করে দেয়।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾ سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٥٣﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ؕ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ ﴿٥٤﴾

কুরআনের বিধান অমান্য করা কুফর

৫২. (হে নবী! তাদেরকে) বলো! তোমরা কি ভেবে দেখেছো? এ কুরআন যদি আল্লাহ থেকে হয়ে থাকে আর তাসত্ত্বেও তোমরা যদি একে অমান্য, অবজ্ঞা বা এর বিরোধিতা কর তবে (তোমরা হবে বিভ্রান্ত জাতি। কারণ কুরআনের) বিরোধিতার চেয়ে বড় বিভ্রান্তি (কুফর) আর কি হতে পারে?

৫৩. আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন দেখাই উন্মুক্ত দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মাঝেও, যেন তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এটা-ই (তথা প্রভু থেকে আগত কিতাব এবং বিধান-ই) সঠিক। তোমার প্রভুর ব্যাপারে এতোটুকু কী যথেষ্ট নয় যে, তিনি প্রত্যক্ষভাবে সবকিছু দেখেন?

৫৪. শুনো! (আসল ব্যাপার হলো) এরা প্রভুর সাক্ষাতে (তথা পরকালের প্রতিদানের ব্যাপারে) সন্দিহান (তাই তাঁর হুকুম মেনে চলে না।) শোনো! নিশ্চয় তিনি সকলকিছু পরিবেষ্টন করে আছেন (সুতরাং তাঁর পাকড়াও থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না।)

সূরাহ আল-শূরা ৪২ سورة الشوري

শূরা অর্থ পরামর্শ। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ফুসসিলাতের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় দেশ, জাতি ও সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে কিছু মৌলিক আলোচনা করা হয়েছে। এ সুরায় মোট আয়াত ৫৩টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ عٓسٓقٓ ﴿٢﴾ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٤﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

১-২. হা মীম, আইন সী-ন ক্বাফ (এসব বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এসবের মর্ম, অর্থ এবং এভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া।)

সার্বভৌম মালিকানা শুধু-ই আল্লাহর

৩. আল্লাহ এভাবে-ই ওহী পাঠিয়েছেন তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে, তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী।

৪. আসমানসমূহে এবং যমীনে যাকিছু আছে সবকিছুর মালিকানা শুধু-ই তাঁর, তিনি সর্বউচ্চ, মহাসম্মানিত। (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাহঃ ৪)

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾

আল্লাহ মহাক্ষমাশীল ও দয়াময়

৫. (পাপের পরিণতি আযাব। পাপ করলে আযাব অবধারিত হয়ে যায় যদি আল্লাহ মাফ না করেন। তাই মানুষ ও জিন্ন জাতি যেসব পাপ করে এর পরিণতির কথা ভেবে আল্লাহর আযাবের ভয়ে) আসমানসমূহ উপর থেকে ফেটে যেতে যায়, ফিরিস্তাগণ তাঁর প্রশংসার তাসবীহ করে এবং যমীনবাসীর মাগফিরাত কামনা করে, শুনো! তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

জ্ঞাতব্যঃ ফিরিস্তাগণ আমাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে, আমাদের হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। আমাদেরও উচিত একে অন্যের মাগফিরাত কামনা করা, পরস্পরের জন্য ক্ষমা চাওয়া, এটা-ই ইসলামের শিক্ষা। (দেখুনঃ সূরাহ হাশরঃ ১০)

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۘ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦﴾ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ﴿٧﴾

আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আওলিয়া বানানোর পরিণাম

৬. যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আওলিয়া বানায় (তারা যেন জেনে রাখে) আল্লাহ তাদের (সবকিছু) সংরক্ষণ করে রাখছেন (এবং পরকালে এর উপযুক্ত বদলা দেবেন। তবে হে নবী! তুমি এদের নিয়ে চিন্তা করো না। কারণ) তাদের দায়ভার তোমার উপর নয়। (আওলিয়া শব্দটি ওয়ালীর বহুবচন। আর ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাক্বারাহঃ ১০৭)

৭. এভাবে-ই আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠিয়েছি আরবী কুরআন, যেন তুমি এর দ্বারা সাবধান করে দাও উম্মু-ল-কুরা (আদি নগর মক্কাহ) এবং আশপাশের (তথা দুনিয়ার) সকলকে, তুমি সাবধান করবে মহাসমাবেশ দিবস (তথা হাশরের দিন) সম্পর্কে, যে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। (সেদিন বিচার সম্পন্ন হবার পর মানব ও দানবের) একদল যাবে জান্নাতে আর এক দল জাহান্নামে।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿٨﴾

দুনিয়ার সবাই একত্রে ভালো হয়ে যাবে না

৮. আল্লাহ চাইলে তাদের সবাইকে (তথা সকল মানুষকে) এক-ই জাতিভুক্ত করতে (মুসলিম বানাতে) পারতেন। কিন্তু (তিনি এমনটি চাননি) তিনি যাকে খুশী তাঁর রহমতে (ইসলামে) প্রবেশ করান (আর যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করে রাখেন।) পাপিষ্ঠদের কোনো ওয়ালী (আশ্রয়দাতা) বা সাহায্যকারী নেই।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٩﴾

আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আওলিয়া বানানো যাবে না

৯. এরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আওলিয়া বানায়? আসলে আল্লাহ-ই একমাত্র ওয়ালী, তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। (আওলিয়া শব্দটি ওয়ালীর বহুবচন। আর ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাক্বারাহঃ ১০৭)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿١٠﴾

সকল দলাদলি ও বিভক্তির সঠিক ফয়সালা একমাত্র আল্লাহ-ই করতে পারেন

১০. (হে নবী! মানুষকে বলে দাও!) যেসব বিষয়ে তোমরা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছ এসব ব্যাপারে আল্লাহ সঠিক ফয়সালা করবেন। তিনি-ই আল্লাহ, আমার (নবীর) রাব্ব, আমি তাঁর উপর-ই ভরসা করি, তাঁর দিকে-ই ধাবিত হই। (বিভক্তি ও দলাদলি সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আ-ল ই'মরানঃ ১০৩)

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾

সমলিঙ্গের সাথে বিয়ে বা যৌনাচার অথবা মানুষ ও পশুর বিয়ে বা যৌনাচার

১১. (আল্লাহ হলেন) আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর উদ্ভাবক। তিনি তোমাদের জোড়া বানিয়েছেন তোমাদের থেকে আর (পশুর) জোড়া বানিয়েছেন পশু থেকে এবং এভাবে-ই তিনি তোমাদের বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

আইন ও বিধানঃ বিবাহের জন্য মানুষ তার স্ব-জাতি মানুষ থেকে বিপরীত লিঙ্গ বেছে নেবে, এটা-ই মানব জাতির বিবাহ এবং শারীরিক চাহিদা পূরণের বৈধ পদ্ধতি। মানব জাতির বিবাহ বা জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ ছাড়া অন্য জাতির সাথে সম্পর্ক অনৈতিক কাজ। অনুরূপ ভাবে সমলিঙ্গের সাথে বিবাহ বা যৌনমিলনও বৈধ নয়।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

সৃষ্টির সবকিছুর উপর একক আধিপত্য ও মালিকানা শুধু-ই আল্লাহর

১২. আসমানসমূহ এবং যমীনের সকল চাবিকাঠির একক মালিকানা শুধু-ই তাঁর। তিনি যাকে খুশী অধিক সম্পদ দান করেন আর যাকে ইচ্ছা সীমিত। তিনি সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার হয়ে থাকে। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হচ্ছে বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- ❖ পক্ষান্তরে যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾

আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে, দ্বীন কায়েম নিয়ে দলাদলি করাও নিষিদ্ধ

১৩. (হে মানব ও দানব জাতি! মন দিয়ে শুনো!) আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে (জীবন আর্দশ হিসেবে) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (তাই তোমরা বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে এ দ্বীন মেনে চলবে। এটা-ই আল্লাহর আদেশ) এ আদেশ দিয়ে-ই তিনি পাঠিয়েছিলেন নূহকে। আর (হে নবী!) এ (আদেশ সম্বলিত) ওহী-ই আমি তোমাকে দিয়েছি। আর এক-ই আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে। সুতরাং (হে মুসলিম জাতি! আল্লাহ আদেশ দিচ্ছেন) তোমরা (ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর) দ্বীন কায়েম করবে আর এ নিয়ে কোনো প্রকার দলাদলি করবে না।

তোমরা যে বিষয়ে (ইসলামী জীবন আদর্শ মেনে নিতে) মুশরিকদেরকে আহ্বান করছো এটা মেনে নেওয়া তাদের জন্য বড়ই কঠিন। (তবে আসল ব্যাপার হলো) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর দিকে ধাবিত করেন এবং যাকে খুশী পরিচালিত করেন সঠিক পথে। (দ্বীন নিয়ে দলাদলি সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সূরাহ মুঅমিনূনঃ ৫৩)

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١٤﴾

দলাদলির মূল কারণ হিংসা-বিদ্বেষ

১৪. (আল্লাহ থেকে) সঠিক জ্ঞান আসার পরও শুধু প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষবশত তারা দলাদলি করে, (তারা কি জানে নাঃ আল্লাহর দ্বীন নিয়ে দলাদলির পরিণতি আযাব? তবে তাদের উপর আযাব আসছে না শুধু এক-ই কারণে) তোমার প্রভুর চিরাচরিত নিয়ম হলো "নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়া" এ নিয়ম নির্ধারিত না থাকলে তাদের ব্যাপারে (আযাবের) ফয়সালা হয়ে যেত। (আসলে ভিন্ন ভিন্ন মত ও দলাদলির ফলে মানুষের মনে এক প্রকার দোদুল্যমনা ও সংশয় সৃষ্টি হয়। যার ফলে) পরবর্তীতে যারা কিতাবের ধারক (আলিম উলামা) হয় তারা নিজেরা-ই সন্দেহে নিমজ্জিত থাকে।

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾

মুসলিম ঐক্যের একমাত্র পথ

১৫. সুতরাং (হে নবী!) তুমি শুধু এর (আল্লাহর কিতাবের) দিকে-ই আহ্বান করবে। তোমাকে যা হুকুম করা হয়েছে এর উপর অবিচল থাকবে এবং কারো মনগড়া কোনো কিছু মেনে নিবে না। আর তুমি বলবেঃ আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি এটা মেনে নিয়েছি, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন ন্যায় ও সাম্য বজায় রাখি। আল্লাহ-ই আমাদের ও তোমাদের তথা সকলের রাব্ব (একমাত্র বৈধ বিধানদাতা)। আমাদের কর্মফল আমাদের জন্য আর তোমাদের কর্মফল তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোনো হুজ্জাহ নেই। (দলিলের বাড়াবাড়ি নেই অর্থাৎ আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো দলিল উপস্থাপন করবো না আর তোমরাও আমাদের বিরুদ্ধে কোনো দলিল উপস্থাপন করবে না কারন আমাদের ও তোমাদের দলিল একটাই আর তা হলো আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন)। তাঁর কাছে-ই প্রত্যাবর্তন। (মুসলিম ঐক্যের একমাত্র পথ আল-কুরআনের দিকে ফিরে আসা। মানুষের মনগড়া থিউরি, মনগড়া আইডিওলজি, মনগড়া মসলক ও মিনহাজ বিভক্তি ও বিভাজনের অন্যতম হাতিয়ার।)

জ্ঞাতব্যঃ

- ❖ দ্বীনের দাওয়াত দিতে হয় আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাঃ এর সুন্নাহ দিয়ে, মনগড়া কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে নয়,
- ❖ আল্লাহর কিতাবের উপর অবিচল থাকতে হয়,
- ❖ ন্যায় সাম্য এবং অধিকার সবার জন্য সমান। উস্তাদ, পীর বা নেতা বলে আইন বা বিধান কারো জন্য আলাদা হয় না।
- ❖ এক মুসলিম অন্য মুসলিমের বা একদল মুসলিম অন্যদল মুসলিমের প্রতিযোগী হতে পারে প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

বিশেষ হুঁশিয়ারিঃ

- ❖ উম্মতের মাঝে বিভেদ ও বিভাজন তৈরি করা বা দলবাজি করা বিভ্রান্তির পথ, কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। (দেখুনঃ আল-ইমরানঃ ১০৩, ১০৫, আনয়ামঃ ১৫৩, ১৫৯, তাওবাহঃ ১০৭, ত্বাহাঃ ৯৪, রূমঃ ৩২, শুরাঃ ১৪।)
- ❖ বিভক্তি, বিভাজন বা দলবাজি করার মূল কারণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রতিহিংসা। (দেখুনঃ ৪২ শুরাঃ ১৪)
- ❖ যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে রাসূল সাঃ এর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। (দেখুন আনয়া'মঃ ১৫৯)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ইয়াহুদ ৭১ (অথবা বলেছেন ৭২) দলে বিভক্ত হয়েছিল। খৃষ্টানরাও তাই। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এরা সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই দল কোনটি? বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শে অবিচল থাকবে। (আবু-দাউদঃ ৪৫৯৬, তিরমিযীঃ ২৬৪০, ইবন মাজাঃ ৪৭৯। হাদীছটি সাহীহ)

সূরাহ আনয়ামের ১৫৯ তম আয়াতের ভাষ্যমতে যেহেতু রাসূলের সাথে দলবাজদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তাতে বোঝা যায় জান্নাতে শুধু তারাই যাবে যারা দলবাজি করবে না।

وَ الَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿١٦﴾

আল্লাহ নিয়ে তর্ক বা বিবাদ করলে আল্লাহর গযব ও আযাব অবধারিত হয়ে যায়

১৬. যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার (ইসলাম গ্রহণের) পরও আল্লাহ (ও তাঁর বিধান) নিয়ে তর্ক করে/বিবাদ করে, তাদের এ তর্ক/বিবাদ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং (এমন করার কারণে) তাদের উপর (আল্লাহর) গজব এবং তাদের তরে কঠিন আযাব (অবধারিত হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ নিয়ে তর্ক বা বিবাদ করাকে আজ আক্বীদার অংশ বানানো হয়েছে যা রাসূল সাঃ বা সাহাবাদের যুগে ছিল না।)

اَللّٰهُ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَ الْمِيْزَانَ ؕ وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿١٧﴾

ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ কায়েম করতে হবে আল্লাহর কিতাবের বিধান মেনে

১৭. (তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে) আল্লাহ নাযিল করেছেন যথাযথ কিতাব আর (সকলের প্রাপ্য অধিকার দেবার জন্য দিয়েছেন সমতার) মানদন্ড। (সুতরাং তোমরা সবাই আল্লাহর বিধান মেনে চলো এবং সবাইকে ন্যায়সঙ্গত অধিকার দাও) তুমি কি জানঃ কিয়ামত অতি নিকটে।

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ۗ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿١٨﴾

যারা পরকাল বিশ্বাস করে আর যারা করে না

১৮. যারা কিয়ামত বিশ্বাস করে না তারা আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে আর যারা বিশ্বাস করে তারা ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে, কারণ তারা জানে এটা-ই যথার্থ। শুনো! যারা কিয়ামতের ব্যাপারে সন্দিহান তারা আছে চরম বিভ্রান্তে।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ﴿١٩﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾

দুনিয়া হাসিলের জন্য দান-খয়রাত বা ইবাদাত করা

১৯. আল্লাহ বান্দার ব্যাপারে স্নেহশীল, তিনি যাকে যা খুশী সম্পদ দান করেন। তিনি মহাশক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী।

২০. যে (তার কর্ম দ্বারা) পরকালের ফল কামনা করে আমি তার ফল বাড়িয়ে দেই। আর যে দুনিয়ার ফল কামনা করে আমি তাকে নির্ধারিত অংশই দান করি এবং আখেরাতে তাকে কিছুই দেই না।

সাবধানঃ পরীক্ষা পাশ করার জন্য, রোগ মুক্তির জন্য, বিদেশ গমনের জন্য, পছন্দ মত বিবাহের জন্য, ব্যবসায় উন্নতির জন্য, ইত্যাদি দুনিয়ার জন্য যারা দান খয়রাত করেন বা অন্য ইবাদাত-বন্দেগী করেন বা দোয়া করানোর জন্য টাকা পয়সা খরচ করেন তারা দুনিয়ায় তাই পাবেন যা আল্লাহ তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। দান খয়রাত, দোয়া করানো বা ইবাদাতের কারণে এতে কোনো পরিবর্তন হবে না। আর দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে এসব কাজ করার কারণে এসবের বিনিময়ে আখেরাতে কিছু-ই পাওয়া যাবে না।

তাই সাবধান! দান খয়রাত বা ইবাদাত যাই করুন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করুন এবং এসব কাজের বিনিময়ে আখেরাতের ছাওয়াব কামনা করুন, এতে দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্য শামিল করবেন না। তবে আখেরাতের জন্য ইবাদাত করে বা দান করে দুনিয়া হাসিলের জন্য দোয়া করলে সমস্যা হবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে উদ্দেশ্য যেন হয় শুধু-ই আল্লাহর সন্তুষ্টি, শুধু-ই আখেরাতের ছাওয়াব।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যকারো বানানো বিধান মেনে নেওয়া শিরক

২১. তাদের কি এমন কোনো শুরাকা (যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানানো হয়) আছে যারা তাদের জন্য এমন জীবন বিধান ঠিক করে দিয়েছে যা আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত নয়? (আল্লাহ মানুষকে তাদের কর্মফল দেওয়ার জন্য আখেরাতকে-ই বেছে নিয়েছেন। নতুবা) এমন চূড়ান্ত বিধান না থাকলে এতক্ষণে তাদের ব্যাপারে (আযাবের) ফয়সালা হয়ে যেত (কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্যের বানানো বিধান মেনে নিয়ে তারা শিরক করছে।) নিশ্চয় জালিমদের (মুশরিকদের) তরে যান্ত্রনাদায়ক আযাব

(এটা-ই আল্লাহর নীতি)।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বানানো জীবন বিধান বা সংবিধান মেনে নেয়া শিরক তথা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। (সহায়ক আয়াত হিসাবে দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৩১)

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَ هُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾ ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ؕ وَ مَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾

জালিমদের পরিণতি ও মুঅমিনের পুরস্কার

২২. (পরকালে) তুমি দেখবেঃ জালিমরা (অধিকার হরণকারী পাপিষ্ঠরা) তাদের কর্মফল (জাহান্নাম) নিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্ত তারা এতে পতিত হবে-ই। পক্ষান্তরে (দুনিয়ার জীবনে) যারা ঈমান এনেছে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করেছে তারা থাকবে জান্নাতের বাগানে। সেখানে তারা যা চাইবে প্রভুর পক্ষ থেকে তাদেরকে তাই দেওয়া হবে। আর এটা-ই হলো সু-উচ্চ মর্যাদা।

২৩. আল্লাহ সুসংবাদ দিচ্ছেন ওইসব বান্দাদেরকে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে। (হে নবী! মক্কাবাসীকে) বলে দাওঃ আমি (মুহাম্মাদ) তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাচ্ছি না, শুধু আত্মীয় হিসেবে সদাচারটুকু (আশা করছি।) সুতরাং (হে নবী! আমার পক্ষ থেকে সবাইকে জানিয়ে দাও) যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে আমি (আল্লাহ) তার উত্তম প্রতিদান অনেক অনেক বাড়িয়ে দেব। নিশ্চয় আল্লাহ মহাক্ষমাশীল এবং চিরকৃতজ্ঞ।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَ يَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

আল্লাহ বাতিলকে ধ্বংস করেন এবং হাক্বকে বিজয়ী করেন

২৪. তারা (কাফির নেতারা) কি বলছেঃ ওই ব্যক্তি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছে। অথচ (তাদের জানা উচিত) আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয়ে মোহর লাগিয়ে দিতে পারতেন (তখন তুমি আর এসব বলতে পারতে না। /অথবা বাক্যটির অর্থ এমন হতে পারে) আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করে দিতে পারেন (তখন মুশরিকদের এসব কথায় তোমার মন ভাঙ্গবে না। কারণ) আল্লাহ তাঁর কালিমাহ (সাহায্য) দ্বারা বাতিলকে (কুফরকে) মিটিয়ে দেন এবং হাক্বকে (ইসলামকে) বিজয়ী করেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয়েও অবগত।

২৫. তিনি বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন এবং তাদের পাপ মোচন করে দেন, আর তাদের সকল

পদক্ষেপের ব্যাপারে তিনি অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা, পাপের পথ ছেড়ে সৎপথে ফিরা আসার নাম তাওবাহ এবং অতীত পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার নাম ইস্তিগফার। তাওবাহ ও ইস্তিগফার করলে সকল পাপ মাফ হয়ে যায়।

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾

দোয়া কবুলের শর্ত

২৬. আর যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে তাদের ডাকে তিনি সাড়া দেন (তাদের দোয়া কবুল করেন) এবং তাদেরকে অনেক অনেক অনুগ্রহ দান করেন। আর কাফিরদের তরে কঠিন আযাব।

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতের আলোকে বুঝা যায় দোয়া কবুলের শর্ত ২টি। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ কেবল তাদের দোয়া-ই কবুল করেন। তাই যাদের ঈমান নেই বা যাদের ঈমান সঠিক নয় আর যারা সৎকাজ করে না তাদের দোয়া কবুল হবার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই আপনার দোয়াকে গ্রহণযোগ্য করতে হলে প্রথমে ঈমান আনতে হবে এবং সৎকাজ করতে হবে।

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيرٌۢ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

সম্পদের অপব্যবহার

২৭. আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে অধিক সম্পদ দান করেন তখন এ বান্দাদের অনেকে-ই (এ সম্পদের অপব্যবহার করে) যমীনে ফাসাদ করে। তাই আল্লাহ (সবাইকে একটি নির্ধারিত) পরিমাণ মত দান করেন যেমনটি তিনি ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবগত ও প্রত্যক্ষদর্শী। (সম্পদ আল্লাহর দান। পরকালে সম্পদের হিসাব দিতে হবে দুই ভাবেঃ কীভাবে সম্পদ অর্জন বা উপার্জন করেছো আর কীভাবে খরচ করেছো? পাপ পথে সম্পদ খরচ করলে সম্পদের অপব্যবহার করা হয় আর সম্পদের অপব্যবহার করা অন্যতম মহাপাপ।)

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾

আল্লাহর নিয়ামত ও নিদর্শন এবং পাপের প্রতিক্রিয়া

২৮. লোকজন হতাশ হয়ে যাবার পর তিনি বৃষ্টি রূপে তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন, তিনি চির প্রশংসিত ওয়ালী।

২৯. তাঁর নিদর্শন সমূহের একটি হলোঃ আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং তাতে যেসব প্রাণীকুল তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন। আবার (কিয়ামতের পর) তিনি সবাইকে জমা করবেন যখন তিনি ইচ্ছা করবেন।

৩০. (হে মানব ও দানব জাতি!) তোমাদের উপর যে সকল মুসীবত আসে এসব-ই তোমাদের নিজ হাতের কামাই। (তা-ও তোমাদের সকল পাপের প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হয় না। বরং) অনেক কিছু-ই তিনি মাফ করে দেন।

৩১. তোমরা পৃথিবীতে (আল্লাহর আযাব) ঠেকাতে পারবে না। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো ওয়ালী নেই, নেই কোনো সাহায্যকারী। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাক্বারাহঃ ১০৭)

৩২. তাঁর নিদর্শনসমূহের একটি হলোঃ সাগরে চলমান পাহাড়সম জাহাজসমূহ।

৩৩. তিনি যখন ইচ্ছা করেন বাতাস থামিয়ে দেন, জাহাজগুলো তখন সাগর বুকে অচল দাঁড়িয়ে থাকে (উল্লেখ্য তখনকার দিনে বাতাসের সাহায্যে-ই সাগরে জাহাজ চলত।) নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ লোকদের জন্য।

৩৪. অথবা তাদের পাপের প্রতিক্রিয়া হিসেবে (প্রবল বাতাস দিয়ে) জাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দেন। তবে অনেক কিছু-ই তিনি মাফ করে দেন।

জ্ঞাতব্যঃ পাপ একটি প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়। কোনো কোনো পাপ ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয় আর কোনো কোনো পাপ ঈমানকে দুর্বল করে ফেলে। আর পাপের পরিণতি হলো সাজা। কিন্তু আল্লাহ যদি কাউকে মাফ করে দেন তবে তাকে আর সাজা পেতে হবে না। তবে কুফর বা শিরক করে তাওবাহ ব্যতীত মারা গেলে মাফের কোনো সম্ভাবনা নেই।

وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٥﴾

আল্লাহর কিতাব বা বিধান নিয়ে বিবাদের পরিণাম

৩৫. যারা আমার আয়াত (কিতাব বিধান) নিয়ে তর্ক করে/বিবাদ করে তারা জেনে রাখুক, তাদের বাঁচার কোনো উপায় নেই (তারা জাহান্নামের আযাবে পতিত হবে-ই।)

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর বিধান নিয়ে তর্ক করা বা বিবাদ করা বিভ্রান্তির পথ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বর্ণিত হয়েছে..
আব্দুল্লাহ বিন আমর রাঃ বলেনঃ এক দুপুরে আমি রাসূল সাঃ এর কাছে এলাম। দুইজন লোক তখন কুরআনের আয়াত নিয়ে তর্ক/বিবাদ করছিল। তাদের উচ্চবাক্য শুনে রাসূল সাঃ বেরিয়ে এলেন। তাঁর চেহারায় তখন গুস্বা ফুটে উঠেছে। তিনি বললেনঃ আল্লাহর কিতাব নিয়ে তর্ক/বিবাদ করার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। (মুসলিমঃ কিতাব ইলম)

فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَ الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ اِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾

বিলাসবহুল জান্নাতে চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী যারা

৩৬-৩৯. (হে মানুষ! এ দুনিয়ায়) তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে এসব-ই ক্ষণিকের উপকরণ। আর আল্লাহর কাছে (পরকালে) যা কিছু রয়েছে এসব হচ্ছে উন্নততর এবং চিরস্থায়ী। আর এসব শুধু-ই তাদের জন্য..

- যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে।
- যারা সকল প্রকার মহাপাপ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকে এবং ক্রুদ্ধ অবস্থায়ও ক্ষমা করে।
- যারা প্রভুর ডাকে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের (সামাজিক, পারিবারিক ও জাতীয়) বিষয়াদিতে পরামর্শ করে এবং আমার দেয়া সম্পদ (আমার পথে) ব্যয় করে,
- যারা (অত্যাচার করে না, আর) অত্যাচারিত হলে (সাম্য বজায় রেখে) প্রতিশোধ গ্রহণ করে, (তারা-ই আসল মুমিন)

وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾ وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٤٣﴾

ইসলামে প্রতিশোধের বিধান

৪০-৪১. মন্দের প্রতিদান হিসেবে অনুরূপ মন্দ (দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া বৈধ আছে।) আর (মন্দের মুখামুখি হয়া সত্ত্বেও) কেউ যদি (মন্দকারীকে) ক্ষমা করে দেয় এবং সংশোধন করে দেয় তবে ওই ব্যক্তিকে প্রতিদান দেওয়া আল্লাহর কর্তব্য হয়ে যায়। নিশ্চয় তিনি জালিমদের পছন্দ করেন না। তবে অত্যাচারিত হবার পর কেউ যদি (নিজ থেকে) প্রতিশোধ নিয়ে নেয় তবুও এজন্য তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যাবে না (কারণ প্রতিশোধ নেওয়া মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের একটি।)

৪২. (সরকার, সমাজ ও আদালত) শুধু তাদের বিরুদ্ধে-ই (আইনগত) ব্যবস্থা নিবে যারা মানুষের উপর জুলম (তথা মানুষের অধিকার হরণ) করে, অন্যায়ভাবে (ইসলামী সরকার ও সমাজের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ করে। (যারা এমন করে) তাদের তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

৪৩. আর (অত্যাচারিত হবার পরও) যে ব্যক্তি সবর করলো এবং (অত্যাচারীকে) মাফ করে দিলো সে অবশ্য-ই অনেক বড় কাজ করলো।

আইন ও বিধানঃ আঘাতের বদলে সমান আঘাত করা মজলুমের অধিকার। ইসলামের বিধানে সামঞ্জস্যপূর্ণ এ বিধানের নাম ক্বিস্বাস্ব । তবে আঘাত পেয়েও আঘাতকারীকে মাফ করে দিলে অনেক ছাওয়াব পাওয়া যায়।

وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٤﴾ وَ تَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَ قَالَ الَّذِيْنَ

اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٦﴾

আল্লাহ ছাড়া আর কোন ওলী বা আওলিয়া নেই

৪৪. আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো ওয়ালী থাকে না তিনি ছাড়া। তুমি দেখবেঃ আযাব প্রত্যক্ষ করার পর জালিমরা (পাপিষ্ঠরা/অধিকার হরণকারীরা/মুশরিকরা) বলছেঃ ফিরে যাবার কোনো উপায় আছে কি?

৪৫. তুমি দেখবেঃ জাহান্নামের সামনে হাজির করা হলে তারা অপমানে নতজানু হয়ে বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে। আর মুঅমিনগণ বলেঃ কিয়ামতের দিন যারা নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত করলো তারা-ই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত। শুনো! জালিমরা চিরস্থায়ী আযাবে পতিত হবে।

৪৬. তাদের সাহায্য করার মত কোনো আওলিয়া থাকবে না আল্লাহ ছাড়া। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাদের (বাঁচার) কোনো পথ থাকে না। (আওলিয়া হলো ওয়ালী শব্দের বহুবচন। আর ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাক্বারাহঃ ১০৭)

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّ مَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿٤٧﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَ اِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿٤٨﴾

আল্লাহর ডাকে সাড়া না দিলে যে পরিণতি ভোগ করতে হবে

৪৭. (হে মানুষ ও জিন্ন!) তোমরা সবাই প্রভুর ডাকে সাড়া দাও, ওইদিন আসার আগে যেদিন আল্লাহ থেকে বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না। যেদিন কোনো আশ্রয় থাকবে না, থাকবে না কোনো রক্ষক।

৪৮. আর (হে নবী! শোন!) তারা যদি এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে তবে (মনে রেখ) তাদের দায়ভার নিতে তোমাকে পাঠানো হয়নি। তোমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেয়া। আর (মানুষের একটি বদ-স্বভাব হলো) যখন তাকে আমার দয়া আস্বাদন করাই তখন মানুষ খুব খুশী হয়। আর যখন নিজ হাতের অর্জন হিসেবে মুসিবত আসে তখন (হতাশ হয়ে) কুফর করে। (হতাশা কুফরের জন্ম দেয়)

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿٤٩﴾ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا ۚ وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾

আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব শুধু-ই আল্লাহর

৪৯-৫০. আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সার্বভৌম মালিকানা শুধুই আল্লাহর। তিনি সৃষ্টি করেন যা

চান/যেমন চান। তিনি যাকে খুশী মেয়ে সন্তান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা ছেলে। অথবা (যাকে ইচ্ছা) ছেলে ও মেয়ে মিশ্রিত করে দেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন নিঃসন্তান করে রাখেন। তিনি সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী। (মালিকানা সম্পর্কে জানতে দেখুন একটু উপরে এই সূরাহর ১২ আয়াতে)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ
اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٥١﴾ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ
وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٢﴾
صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ﴿٥٣﴾

আল্লাহ কোনো মানুষের সাথে সামনাসামনি কথা বলেন না

৫১. "আল্লাহ কোনো মানুষের সাথে সামনাসামনি কথা বলবেন" এমন হতে-ই পারে না। তবে (তিনি কারো সাথে কথা বলতে চাইলে) ওহীর মাধ্যমে বা পর্দার অন্তরালে বা দূত পাঠিয়ে (কথা বলেন।) আল্লাহর দূত আল্লাহর ইচ্ছামত সংবাদ পৌঁছে দেয় আল্লাহর অনুমোদনক্রমে। নিশ্চয় তিনি সর্বউন্নত এবং হা'কীম। (হাকীম অর্থ হুকুমের মালিক, বিধানদাতা, নীতি নির্ধারক, প্রজ্ঞাময়, ইত্যাদি)

৫২-৫৩. এর-ই ধারাবাহিকতায় তোমার কাছে ওহী দিয়ে রূহ (জিবরাঈল)কে পাঠিয়েছি আমার হুকুমে। এর আগে তুমি জানতে নাঃ কিতাব কি? ঈমান কি? কিন্তু আল্লাহ এ কুরআনকে নূর (আলো) হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এ কিতাব দ্বারা আমি (আল্লাহ) হেদায়াত করি যে বান্দাকে চাই। তুমি (মানুষ ও জিন্নকে) প্রদর্শন করবে সোজা পথ তথা আল্লাহর পথ যিনি আসমান যমীনের সকল কিছুর মালিক। শুনো! আল্লাহর কাছেই সবকিছু আবর্তিত হয়।

জ্ঞাতব্যঃ রাসূল শুধু-ই বার্তা বাহক। রাসূল বা অন্য কেউ-ই কাউকে হেদায়াত করতে পারেন না আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া। হেদায়াত একমাত্র আল্লাহর হাতে। হেদায়াতের মূল উৎস আল-কুরআন। যে বা যারা বাস্তব জীবনে আল-কুরআন মেনে চলবে তারা-ই হেদায়াত পাবে আর যে বা যারা আল-কুরআন ছেড়ে অন্যকিছু মেনে চলবে তারা হবে বিভ্রান্ত।

হেদায়াত পরিচিতিঃ হেদায়াত শব্দটি সাধারণত ২টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- ❖ সৎপথে পরিচালিত করে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া। আর এ ধরণের হেদায়াত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেও করতে পারে না।
- ❖ পথের দিশা দেওয়া বা সৎপথ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া। আর এ ধরণের হেদায়াত নবী, রাসূল ও মুঅমিনদের দায়িত্ব।

উল্লেখ্য আল-কুরআন যেহেতু আল্লাহর কালাম। তাই আল-কুরআন তার পাঠকদের জন্য উভয় প্রকার হেদায়াতের মাধ্যম হয়ে থাকে। আল-কুরআন মুত্তাক্বীদেরকে সৎপথে পরিচালিত করে জান্নাতে পৌঁছে দেয়, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ২য় আয়াতে। আর সকল পাঠককে হেদায়াতের পথ বাতলে দেয়, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ১৮৫ তম আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতে।

সূরাহ যুখরুফ ৪৩ سورة الزخرف

যুখরুফ অর্থ সুন্দর করা, সুন্দর করে সাজানো, স্বর্ণকেও যুখরুফ বলা হয়। এ সূরার ৩৫তম আয়াতে যুখরুফের কথা বলা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ আল-শূরার পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় কুরআন মেনে চলার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৮৯টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ وَ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٣﴾ وَ اِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٤﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

কুরআন নাযিলের অন্যতম একটি মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন এটা বুঝে

১-৪. হাঁ মী-ম, সুস্পষ্ট কিতাবের কসম। আমি এ কুরআনকে আরবী (ভাষায় নাযিল) করেছি যেন তোমরা বুঝতে পার। নিশ্চয় এ কুরআন সংরক্ষিত আছে আসল কিতাবে (তথা লাউহে মাহফুজে) যা উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী এবং বিধান সম্বলিত ও জ্ঞানগর্ভ।

اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿٥﴾

আল-কুরআন মেনে চলা সকলের উপর ফরজ

৫. (হে কাফির মুশরিকের দল! তোমরা কি মনে করো) তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী বলে কি আমি এ যিকর (কুরআন) তোমাদের থেকে প্রত্যাহ্যার করে নেব?

وَ كَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦﴾ وَ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٧﴾ فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّ مَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾

নবীর আদর্শ না মানার পরিণতি

৬-৮. আমি কত নবী পাঠিয়েছি আগেকার জাতিসমূহের কাছে (যারা অনেক বেশী পাপিষ্ঠ ছিল। তারা এতো-ই পাপিষ্ঠ ও অভদ্র ছিল যে) তাদের কাছে যে নবী-ই এসেছে তাকে নিয়ে-ই তারা উপহাস করেছে। তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি যারা এদের (এখনকার কাফিরদের) চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল। অতীতের এ রীতি এখনো চলমান।

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٩﴾

শুধু আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়

৯. তাদের যদি জিজ্ঞেস করো আকাশসমূহ এবং এ পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা বলবেঃ মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী (আল্লাহ-ই সব সৃষ্টি করেছেন)।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিন হতে হলে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস যথেষ্ট নয়। মুঅমিন হতে হলে ঈমানের পূর্বশর্ত (ত্বাগূত বর্জন) পূর্ণ করতে হবে এবং ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে হবে, এতে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে এবং বাস্তব জীবনে ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলতে হবে।

الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ فِیْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰﴾ وَ الَّذِیْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّیْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿۱۱﴾ وَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَ الْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ﴿۱۲﴾ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَیْتُمْ عَلَیْهِ وَ تَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ﴿۱۳﴾ وَ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۴﴾

আল্লাহর কুদরত ও নিয়ামত এবং যানবাহনে আরোহণের দোয়া

১০. তিনি এ পৃথিবীকে তোমাদের জন্য আরামদায়ক/কোমল/সমতল করে দিয়েছেন এবং তোমাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বানিয়েছেন কত পথ।

১১. তিনি আকাশ থেকে বর্ষণ করেন পরিমাণ মত পানি এবং এর দ্বারা সতেজ করেন/সতেজ রাখেন মৃত ভূমি। আর (পুনরুত্থান কালে) এভাবে-ই তোমাদের বের করা হবে।

১২. তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় এবং তোমাদের বাহন হিসেবে ঠিক করে দিয়েছেন "ফুলক" (বর্ধিত বা নির্মিত বস্তু যা জলে স্থলে বা আকাশে চলমান হয়) আর চতুষ্পদ জন্ত।

১৩-১৪. (এগুলোকে এমনভাবে বানিয়েছেন) যেন তোমরা এর উপর স্থির হয়ে বসতে পারো এবং আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো। বাহনের উপর স্থির হয়ে বসে তোমরা বলবেঃ "সুবহা'ন আল্লাযি সাখখারা লানা হাযা ওয়া মা-কুন্না লাহু মুক্বরিনীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন" (মহান সেই সত্ত্বা যিনি (নিজ দয়ায়) এটাকে আমাদের নিয়ন্ত্রনাধীন করে দিয়েছেন, নতুবা আমরা এতে সক্ষম ছিলাম না, আমরা প্রভুর কাছেই ফিরে যাচ্ছি) (এটা হলো যানবাহনে আরোহণের পর পঠিত দোয়া)

وَ جَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۱۵﴾ اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا یَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّ اَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِیْنَ ﴿۱۶﴾ وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِیْمٌ ﴿۱۷﴾ اَوَ مَنْ یُّنَشَّؤُا فِی الْحِلْیَةِ وَ هُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِیْنٍ ﴿۱۸﴾ وَ جَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِیْنَ هُمْ عِبٰدُ

الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ؕ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ؕ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُوْنَ ﴿١٩﴾

আল্লাহর কোনো ছেলে বা মেয়ে নেই

১৫. (যারা বলে ফিরিস্তা আল্লাহর মেয়ে) তারা বান্দাকে আল্লাহর অংশ (শরীক) বানায়। (এভাবে) মানুষ স্পষ্ট কুফর করে। (যেমন আজকাল অনেকেই বলে থাকেন মুহাম্মাদ সঃ আল্লাহর নূরের অংশ)

১৬. তিনি কি তাঁর সৃষ্টি জগতের মাঝে শুধু মেয়েদেরকে (সন্তান হিসেবে) গ্রহণ করলেন আর তোমাদের প্রাধান্য দিলেন ছেলে দিয়ে?

১৭. তারা রাহমানের জন্য মেয়ে সন্তান নির্ধারন করে। অথচ তাদের কাউকে এমন সংবাদ দিলে তার মুখ মলিন হয়ে যায় এবং সে ভারাক্রান্ত হয়।

১৮. (তারা মনে করে) যে (নারী) সংগ্রামে অদক্ষ, অলংকারে সজ্জিত হয়ে জীবন যাপন করে, সে (হবে আল্লাহর সন্তান, আর তাদের সন্তান হবে সুপুরুষ, দক্ষ যোদ্ধা। এ তাদের কেমন বিচার?)

১৯. আসলে ফিরিস্তা আল্লাহর (মেয়ে নয় বরং) বান্দা। তারা ফিরিস্তাদের নারী মনে করে। (তারা কেমন করে নিশ্চিত হলো যে ফিরিস্তা নারী?) ফিরিস্তা সৃষ্টিকালে তারা কি সেখানে উপস্থিত ছিল? (আসলে সবই তাদের মনগড়া মিথ্যাচার) তাদের এসব (মিথ্যা) বচন লিখে রাখা হচ্ছে। (পরকালে) তাদেরকে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে।

وَ قَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ؕ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّ اِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾

হেদায়াতের একমাত্র পথ আল্লাহর কিতাব মেনে চলা

২০. তারা (মুশরিকরা) বলেঃ রাহমান যদি চাইতেন তবে আমরা এসবের ইবাদাত করতাম না। (তাদের এমন ধারণাকে খন্ডন করে মহান আল্লাহ-তা'আলা বলছেন) আসল ব্যাপার হলো (এ বিষয়ে) তাদের কোনো জ্ঞান-ই নেই, তারা কেবল অনুমান করছে।

২১. (তারা কেন এমন বলে?) আমি কি ইতোপূর্বে তাদেরকে কোনো কিতাব দিয়েছি? যে কিতাব তারা ধরে রেখেছে,

২২. (আসলে তাদের দলীল একটা-ই) তারা বলেঃ আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের এ আদর্শের উপর পেয়েছি এবং তাদের পদাংক অনুকরণে আমরাও সে পথে চলছি।

জ্ঞাতব্যঃ দ্বীনি ব্যাপারে দলীল হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। আল্লাহর বিধানের বিপরীতে বাপ-দাদা, আকাবীর বা মুরব্বীরা কোনো দলীল হতে পারে না। হেদায়াতের একমাত্র উৎস আল্লাহর কিতাব। যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব মেনে চলবে সে-ই হেদায়াত পাবে আর যে মানবে না সে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। তাই আল্লাহর কিতাবই হচ্ছে আমাদের আইন ও জ্ঞানের একমাত্র সঠিক উৎস। তবে হ্যাঁ..

❖ কোনো বিষয়ের সুস্পষ্ট সমাধান আল্লাহর কিতাবে না পাওয়া গেলে দেখতে হবে রাসূল সাঃ এর সুন্নাহ বা হাদীছ।

- ❖ আর হাদীছে না পাওয়া গেলে সাহাবাদের উক্তি।
- ❖ এবং তাতেও না পাওয়া গেলে শর্ত সাপেক্ষে ইজমা ও কিয়াস।
- ❖ এটা-ই ফিক্বহী নিয়ম এবং এটা-ই ইমাম আবু হানীফাহ রাহিঃ এর মাযহাবের মূল কথা।

وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿٢٣﴾ قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ۭ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٤﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٥﴾

বাপ-দাদার আদর্শ বনাম রাসূলের আদর্শ

২৩. ইতোপূর্বে যখন কোনো জনপদে আমরা রাসূল পাঠিয়েছি তখন সেখানকার নেতারা বলেছেঃ "আমাদের পূর্বসূরীদের এ আদর্শের উপর পেয়েছি এবং তাদের পদাংক অনুকরণে আমরাও সে পথে চলছি"।

২৪. তখন রাসূল বলেছেঃ আমি যদি এর চেয়ে উত্তম পথ দেখা-ই (তবে কি আমার কথা মেনে নেবে?) তখন তারা বলেছেঃ তোমাদের আনীত আদর্শ আমরা সর্বদা-ই প্রত্যাখ্যান করব। ফলে আমি (আল্লাহ) তখন তাদেরকে সাজা দিয়েছি। লক্ষ্য করোঃ প্রত্যাখ্যানকারীদের কি পরিণতি হয়েছে।

আল্লাহর দ্বীন প্রত্যাখ্যান করার অপকৌশলঃ আল্লাহর দ্বীন তথা আল-কুরআনের বিধান এবং নবী-রাসূলের আদর্শ প্রত্যাখ্যান করার এক বিরাট অপকৌশল হলো বাপ-দাদার দোহাই দেওয়া। এটা সকল যুগের কাফির নেতাদের চিরাচরিত ইউনিক অপকৌশল। আমাদের সমাজের অনেক মানুষ এ অপকৌশলটি ব্যবহার করে আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে থাকে এবং আমজনতাকে দূরে রাখে। যেমন..

- ❖ বাপ-দাদা যা করেছেন আমরা তাই করব (সাধারণত গ্রাম্য লোকজন এমন কথা বলে থাকেন)।
- ❖ এটা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের আংশ (সাধারণত সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতাগণ এমন কথা বলে থাকেন)।
- ❖ আমাদের আকাবিরদের এমন করতে দেখেছি তাই আমরাও করছি (সাধারণত আলিম উলামাগণ এমন কথা বলে থাকেন)।
- ❖ এটা-ই আমাদের তরিকা বা সিলসিলা (সাধারণত পীর ও পীরের মুরিদগণ এমন কথা বলে থাকেন)।
- ❖ এভাবে নানা জনে নানাভাবে বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যান এবং অন্যকেও বিচ্যুত করেন।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٦﴾ اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾

তাওহীদের বাণীঃ ত্বাগূতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে

২৫-২৭. ইবরাহীম যখন তার পিতা ও জাতিকে বললঃ "আমি তোমাদের সকল খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম"। শুধু যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি ছাড়া। কারণ তিনি-ই আমাকে

হেদায়াত করবেন। (এটা হলো তাওহীদের মূল বাণী। তাওহীদ বিরোধী সবকিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে আর আক্বীদার পরিভাষায় এর-ই নাম ত্বাগূত বর্জন।)

২৮. আল্লাহ (ইবরাহীমের মুখ থেকে উচ্চারিত তাওহীদের) এ বাণীকে পরবর্তীদের মাঝেও (তথা কিয়ামত পর্যন্ত) জারি রেখেছেন যেন তারা (এ বাণী মেনে নেয় এবং সকল ত্বাগূতকে বর্জন করে তাওহীদের পথে) ফিরে আসে।

بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾ اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٢﴾

আল-কুরআন এবং মুশরিক নেতাদের দম্ভোক্তি

২৯. (কুফর শিরকের পরিণতি আযাব। তাসত্ত্বেও যারা কুফর ও শিরকে জড়িয়ে পড়ে) আমি তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাকে কিছু দিনের জন্য সুযোগ দিয়েছি (এবং সৎপথে ফিরে আসতে সহায়তা করার জন্য) তাদের কাছে এসেছে সঠিক (কিতাব আল-কুরআন) এবং সুস্পষ্ট রাসূল (মুহাম্মাদ)

৩০-৩১. কিন্তু যখন তাদের কাছে সঠিক (কিতাব) আসলো তখন তারা (মুশরিক নেতারা) বললঃ "এটা যাদু, আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করলাম"। তারা আরও বললঃ এ কুরআন দুই শহরের (মক্কা বা তাইফের) কোনো মহান ব্যক্তির উপর নাযিল হলো না কেন? (অর্থাৎ কার প্রতি কিতাব নাযিল হবে? কে নবী হবার যোগ্য? এটাও তারা নির্ধারণ করে)

৩২. তবে কি প্রভুর রহমত (নবুয়ত, ওহী) তারা-ই বণ্ঠন করে (যে তারা যাকে মনোনয়ন দেবে আল্লাহ তাকেই নবী বানাবেন?) অথচ তাদের দুনিয়ার জীবিকাও আমি বন্টন করি। (দুনিয়ার সম্পদে) আমি কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দেই যাতে তারা একে অপরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। (তবে হে নবী! তুমি এসব নিয়ে চিন্তা করো না) তারা যা জমা করছে তোমার প্রভুর দয়া (হেদায়াত ও জান্নাত) এসবের চেয়ে অনেক উত্তম (যা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করা হচ্ছে।)

وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ؕ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٥﴾

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ কাফিরদের জন্য আর চিরস্থায়ী জান্নাত মুত্তাক্বীদের জন্য

৩৩-৩৫. যদি সকল মানুষ এক-ই জাতিভূক্ত (তথা কাফির) হয়ে যাবার আশংকা না থাকতো তবে যারা রাহমানের সাথে কুফর করে আমি (তাদের এতো সম্পদ দিতাম যে) তাদের ঘরের ছাদ,

আরোহণের সিঁড়ি, ঘরের দরজা এবং হেলান দেয়ার সোফা (ইত্যাদি) রূপা ও সোনার (তৈরি) হত। কারণ এসব হলো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী উপকরণ (আল্লাহর কাছে এসব মূল্যহীন।) আর মুত্তাক্বীদের জন্য তোমার প্রভুর কাছে রয়েছে আখেরাত (জান্নাত। যে বাক্তি আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফুর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকলো তাকে মুত্তাকী বলা হয়।)

وَ مَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾ وَ اِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾ وَ لَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾

শয়তান সঙ্গীঃ ক্বারীন

৩৬. যে ব্যক্তি রাহমানের যিকর (কুরআন) বিহীন জীবনযাপন করে আমি তার জন্য একজন শয়তানকে নিয়োজিত করে দেই, সে তার ক্বারীন (সঙ্গী) হয়ে যায়। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭)

জ্ঞাতব্যঃ যে ব্যক্তি কুরআনবিহীন জীবনযাপন করে (তার নাম জগদিশ হউক বা জুসেফ অথবা আব্দুল্লাহ, শিক্ষিত হউক বা অশিক্ষিত) শয়তান তার সঙ্গী হয়ে যায় এবং দুনিয়ার মোহে ফেলে তাকে বিভ্রান্ত করে দেয়। (নাফস ও ক্বারীন সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সূরাহ ফুসসিলাতঃ ২৫)

৩৭. তারা (শয়তান ক্বারীনরা) তখন মানুষকে (দিয়ে ঈমান বিনষ্টকারী কাজ করায় এবং) সঠিক পথ থেকে বিরত রাখে (ফলে এরা তখন ঈমান আমল নষ্ট করে লোক দেখানো ইবাদাত করে) আর মনে করে তারা সঠিক পথেই আছে।

জ্ঞাতব্যঃ আমাদের বর্তমান সমাজের অধিকাংশ মানুষ-ই এমন। কুরআনবিহীন জীবনযাপনের ফলে শয়তান এদের প্রভাবশালী সঙ্গী হয়ে গেছে। আর শয়তানের প্ররোচনায় ঈমান বিনষ্টকারী কাজ করে ঈমানশূন্য হয়ে লোক দেখানো মুসলিম সেজে এরা মনে করছে তারা সঠিক কাজ-ই করছে এবং সঠিক পথে-ই আছে। (দেখুনঃ সূরাহ কাহাফঃ ১০৪)

৩৮. পরিশেষে (পরকালে সে) যখন আমার কাছে আসবে তখন (শয়তানকে লক্ষ্য করে) বলবেঃ হায় হায়! আমার ও তোমার মাঝে যদি পূর্ব পশ্চিম সমান দূরত্ব হত, (তুমি) কত নিকৃষ্ট সঙ্গী।

৩৯. (তখন বলা হবে) আজ এমন করে কোনো কাজ হবে না, কারণ তোমরা (মানুষ ও তাঁর ক্বারীন শয়তান মিলে) অনেক পাপ করে ফেলেছ, (আজ) আযাবে তোমরা পরস্পরের অংশীদার।

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَ مَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٠﴾ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤١﴾ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿٤٢﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْۤ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٣﴾

আল-কুরআনের পথ-ই একমাত্র সঠিকপথ

৪০. (যারা আল্লাহর বিধান গ্রহণ করে না আসলে (এ ব্যাপারে) তারা বধির, অন্ধ এবং বিভ্রান্ত।) সুতরাং তুমি কি

কোনো বধিরকে শোনাতে পারবে? অথবা অন্ধকে পথ দেখাতে পারবে? তুমি কি ওই ব্যক্তিকে (হেদায়াত করতে পারবে) যে চরম বিভ্রান্তিতে রয়েছে..?

৪১-৪২. (তারা যা করছে এসবের একমাত্র বদলা হলো আযাব) সুতরাং তাদের থেকে বদলা আমি নেব-ই এবং (এ ব্যাপারসহ অন্য সকল ব্যাপারে-ই) আমি তাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তবে হয়ত (তুমি সবকিছু দেখবে না। কারণ এর আগে) তোমাকে আমি (দুনিয়া থেকে) উঠিয়ে নেব। অথবা প্রতিশ্রুত (আযাবের) কিছু তোমাকে দেখাব।

৪৩. (মক্কার মুশরিক নেতারা বলতঃ তারা সৎপথে-ই আছে আর মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীরা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। এদের প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলছেনঃ হে নবী!) তুমি তোমার কাছে আগত ওহীর উপর অবিচল থাকো। আসলে তুমি-ই সৎপথে অবিচল আছো।

জ্ঞাতব্যঃ সৎপথ বা সোজা পথ একটা-ই, আর তা হলো আল্লাহর দেওয়া ওহী তথা আল-কুরআনের উপর অবিচল থাকা। কুরআনের বিপরীতে যত পথ আছে সব বিভ্রান্তি।

وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُونَ ﴿٤٤﴾

কুরআন বিমুখ জীবন

৪৪. নিশ্চয় এ কুরআন হচ্ছে তোমার ও তোমার জাতির জন্য মহাস্মরণিকা। (বাস্তব জীবনে তোমরা এটা মেনে চলবে। অন্যথায়) এ ব্যাপারে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ কিতাব দিয়েছেন বাস্তব জীবনে মেনে চলার জন্য। আর মানতে হলে বুঝতে হয়। তাই কুরআন বুঝা এবং বাস্তব জীবনে কুরআন মেনে চলা আমাদের জন্য অপরিহার্য। আপনি আল্লাহর কিতাবকে কিভাবে গ্রহণ করেছেন, কিভাবে বুঝেছেন এবং কতটুকু মেনে চলেছেন? সবাইকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

হুঁশিয়ারিঃ যে বা যারা বাস্তব জীবনে কুরআন বিমুখ হয়ে যাবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। এমনকি এক সময়ে তাদের মুখায়ব বিকৃত করা হবে, তাদের লা'নত করা করা হবে এবং আরও নানা ধরনের সাজা দেয়া হবে। আমাদের সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয়েও অনেক মানুষ নানাভাবে এবং নানা পন্থায় কুরআন বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। যেমন..

- যেসব মুসলিম স্যাকুলার ধারায় জীবন যাপন করছেন তারা কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের বিধান হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনিক আইন মেনে চলা আর স্যাকুলাররা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রে কুরআন পরিপন্থী আইন, বিধান ও নীতি মেনে কুরআন বিমুখ হয়ে যায়।
- যেসব মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় ঐক্য আর ন্যাশনালিজমের (আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের) মূল শিক্ষা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন।
- যেসব মুসলিম আক্বীদাহ বিশ্বাসে তথা আদর্শগতভাবে ডেমোক্রেট বা গণতান্ত্রিক হয়ে যায় তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দেয় আর গণতন্ত্র শিক্ষা দেয় মানুষের সার্বভৌমত্ব।
- যেসব মুসলিম আদর্শগতভাবে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ মেনে নিয়েছেন তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ আল-কুরআনের বিধান হচ্ছে সুদ হারাম আর পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি-ই সুদ।
- যেসব মুসলিম উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যায় তথা যে বা যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলিতে রত তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় ঐক্য এবং সকল প্রকার অনৈক্য ও বিভাজনকে কুরআনে হারাম করা হয়েছে। এমনকি যে বা যারা উম্মতের মাঝে

বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি করে তাদের সাথে রাসূল সাঃ এর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে আল-কুরআন। (দেখুন সুরাহ আনয়া মঃ ১৫৯)

সুতরাং হে আখেরাত মুখী ভাই ও বোনেরা! এখনো সময় আছে, সাবধান হয়ে যান। এবং আসুন! উল্লেখিত সকল মত ও পথসহ কুফর ও শিরকের সকল পথ ত্যাগ করে কুরআনের পথে ফিরে চলি। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সহায় হও।

وَ سْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَاۤ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ﴿٤٥﴾

শিরক সবচেয়ে জঘন্যতম মহাপাপ

৪৫. তোমার আগে যত রাসূল পাঠিয়েছি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আমি কি তাদের কারো জন্য (কোনো কালে) রাহমান ছাড়া আর কোনো ইলাহ ঠিক করে দিয়েছি যার ইবাদাত তারা করতে পারবে..?

ঈমান ও আক্বীদাহঃ সকল রাসূলের দ্বীন এক ছিল। এ দ্বীনের নাম ইসলাম এবং এর মূলনীতি তাওহীদ। সকল নবী রাসূল-ই তাওহীদের কথা বলেছেন, বলেছেনঃ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, কোনো কিছুতে-ই আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা শরীক নেই।

তাওহীদের বিপরীত নীতির নাম শিরক। যে কোনো ভাবে অন্যকে আল্লাহর সমান সমকক্ষ বা শরীক বানালে শিরক হয়। শিরক করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং সকল আমল বরবাদ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে মুশরিক বলা হয়। মুশরিক আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত, মুশরিক চিরজাহান্নামী।

(শিরক সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র শিরক অধ্যায় দেখে নিন)

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَاۤ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَ مَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَ نَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَ هٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٥١﴾ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّ لَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْ لَاۤ اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿٥٣﴾

মূসা আঃ ও ফেরাউন

৪৬. নিশ্চয় আমি আমার আয়াত (কিতাব, বিধান, নিদর্শন) দিয়ে ফেরাউন ও তার পরিষদের কাছে পাঠিয়েছিলাম মূসাকে, সে বলেছিলঃ "অবশ্য-ই আমি রাব্বু-ল-আ'লামীনের রাসূল"।

৪৭-৪৮. মূসা আমার আয়াত নিয়ে এলে তারা (ফেরাউন ও তার পরিষদের নেতারা) এ নিয়ে হাসি-তামাশা করেছিল। তখন আমি তাদেরকে দেখিয়েছি একের পর এক বড় বড় নিদর্শন।

(তাসত্ত্বেও তারা অমান্য করেছে। ফলে দুনিয়ার ছোট ছোট) আযাব দিয়ে তাদেরকে পাকড়াও করেছি যেন তারা (এসব আযাবে সাবধান হয়ে সৎপথে) ফিরে আসে। (এসব আযাব সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আ'রাফঃ ১৩৩)

৪৯. (এক এক করে আযাব আসার পর মূসা আঃ বলেছেন এসব হলো আল্লাহর আযাব। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেনঃ তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ এ আযাব তুলে নেবেন কিন্তু তারা ভেবেছে এসব আল্লাহর আযাব নয়, সব-ই মূসার যাদু। তাই) তারা বলেছেঃ হে যাদুকর! তোমার প্রভুকে বলোঃ যেন তোমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, (আযাব সরে গেলে) আমরা তোমার হেদায়াত মেনে নেব।

৫০. (তারা যখন ঈমানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মূসা তখন দোয়া করেছে ফলে আমি আমার আযাব তুলে নিয়েছি কিন্তু) আযাব তুলে নেবার পর তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে।

৫১-৫৩. ফেরাউন ঘোষণা করেছেঃ হে আমার জাতি! আমি কি মিশরের অধিপতি নই? এসব নদ-নদী কি আমার পাদদেশে প্রবাহিত হচ্ছে না? তোমরা কি এসব দেখছো না? আমি কি মূসার চেয়ে উত্তম নই? সে তো নিচু (জাতের লোক), স্পষ্ট করে কথাও বলতে পারে না। (সে যদি নবী হত তবে) কেন তাকে স্বর্ণের বালা দেয়া হলো না? অথবা তার সঙ্গে এলো না সারি সারি ফিরিস্তা?

জ্ঞাতব্যঃ তখনকার দিনে স্বর্ণের বালা বা ব্রেইসলেট রাজা-বাদশা ও রাজ পুত্রদের অলংকার ছিল, এটা ছিল রাজা-বাদশা ও রাজ কুমারদের বিশেষ চিহ্ন। রাজ কুমাররাই ভবিষ্যতে জাতির নেতা হত। নবী রাসূল যেহেতু সমাজ সংস্কার, সমাজ পরিবর্তন এবং সমাজ ও জাতি গঠনের কথা বলতেন, তাই ফেরাউন ভেবেছেঃ সমাজ বা জাতি গঠনের জন্য নেতা হতে হয় আর নেতা হতে হলে হাতে সোনার ব্রেইসলেট পরতে হয়। যেহেতু মূসার ব্রেইসলেট নেই, তাই প্রথামত সে নেতা হতে পারবে না।

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

নবী-রাসূলের বিপরীতে ইসলাম বিদ্বেষী নেতার আনুগত্য

৫৪. (এভাবে প্রপাগান্ডা করে) সে তার জাতিকে বেকুব বানিয়ে ফেলল। ফলে তারাও (মূসার বদলে) ফেরাউনের আনুগত্য মেনে নিলো। আসলে জাতি হিসেবে তারা পাপিষ্ঠ ছিল।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ নবী-রাসূলের বিপরীতে ইসলাম বিদ্বেষী কোনো নেতার আনুগত্য মেনে নেওয়া কুফর। যে জাতি নবী ও মুঅমিন নেতাদের বাদ দিয়ে কাফির মুশরিক ও পাপিষ্ঠদের নেতা বানায় বা নেতা হিসেবে মেনে নেয় তারা পাপিষ্ঠ ও বেকুব জাতি।

৫৫. (ফেরাউনের জাতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলছেনঃ তারা আমার বিধান অমান্য করে) আমাকে ক্রোধান্বিত করেছে, ফলে আমিও তাদের থেকে বদলা নিয়েছি, তাদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছি।

৫৬. (পুরো জাতিকে একত্রে ধ্বংস করে) আমি তাদেরকে ইতিহাস বানিয়ে দিয়েছি, আর বানিয়েছি পরবর্তীদের জন্য শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত।

وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ﴿٥٧﴾ وَ قَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ؕ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ﴿٥٨﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَ جَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٥٩﴾ وَ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَ اِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَ اتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَ لَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٢﴾

রাসূল সাঃ এর কথার অপব্যাখ্যা করে মুশরিক নেতাদের হাসি-কৌতুক

পটভূমিঃ রাসূল সাঃ বলতেন ঈসা আঃ আল্লাহর রাসূল। কিন্তু খৃষ্টানরা ঈসাকে খোদা মানত। রাসূল সাঃ যখন বললেনঃ "আল্লাহ ছাড়া অন্য খোদারা জাহান্নামে যাবে" তখন মুশরিকদের খুশী দেখে কে? তারা মনে করলোঃ এতো দিনে মুহাম্মাদ ধরা খেয়েছে, সে একদিকে বলছে ঈসা আল্লাহর রাসূল আর অন্যদিকে বলছে আল্লাহ ছাড়া সকল খোদাই জাহান্নামী, তার মানে ঈসাও জাহান্নামী। এমন প্রপাগান্ডা করে তারা খুব মজা পেত এবং হাসাহাসি করত। এর-ই পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে....

৫৭. যখন ঈসা বিন মারইয়ামের কথা বর্ণনা করা হলো তোমার জাতি তখন হাসাহাসি শুরু করে দিলো।

৫৮. তারা বললঃ আমাদের খোদাগণ উত্তম, না কি ঈসা? (অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তোমার কথা মত আল্লাহর কাছে ঈসা যদি উত্তম হয় আর শুধু খৃষ্টানরা ইবাদাত করার কারণে ঈসা যদি জাহান্নামে যায় তবে আমাদের খোদাগণ জাহান্নামে গেলে কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহ বলছেন) তারা এমন কথা বলছে শুধু-ই তর্ক করার জন্য, আসলে তারা খুবই ঝগড়াটে।

৫৯-৬০. ঈসা আমার বান্দা (সে আমার ছেলে নয়), আমি তার উপর দয়া করেছি, তাকে বানী-ইসরাঈলের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ বানিয়েছি। (হে মানুষ! শোনো!) আমি ইচ্ছা করলে এ যমীনে তোমাদের স্থলে ফিরিস্তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম। তখন তারাই (আমার) প্রতিনিধিত্ব করত।

৬১. ঈসা কিয়ামতের এক নিদর্শন, তোমরা এ ব্যপারে সন্দেহ করো না। তোমরা আমার আনুগত্য করো, এটা-ই সোজা পথ।

৬২. (হে মানুষ!) শয়তান যেন তোমাদেরকে (আমার দ্বীন থেকে) বিরত রাখতে না পারে। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَ لَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿٦٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٤﴾ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٦٥﴾

দ্বীন নিয়ে বিভক্তি ও দলাদলি

৬৩. যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসে ঈসা বললঃ আমি তোমাদের কাছে হিকমাহ (শারীয়াহ) নিয়ে এসেছি। তোমরা যেসব বিষয়ে (আল্লাহর কিতাব থেকে বিচ্যুত হয়ে) ভিন্নমত পোষণ করছো এর

অনেক কিছু আমি পরিষ্কার করে দেব। সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো এবং আমার আনুগত্য করো (তথা ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে আল্লাহর দ্বীন ও আমার শারীয়াহ মেনে চলো)

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ হলেন আমার ও তোমাদের তথা সকলের একমাত্র রাব্ব, তাই ইবাদাত করো শুধুই তার। আর এটা-ই সীরাত মুস্তাক্বীম (তথা সোজা পথ)

৬৫. (তাসত্ত্বেও) তারা নিজেদের মাঝে মতবিরোধ করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেল, (দ্বীন নিয়ে দলাদলি করা পাপ) আর যারা এমন পাপ করে তাদের তরে অবধারিত হয়ে যায় ধ্বংসাত্মক ও যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (দ্বীন নিয়ে দলাদলি সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সূরাহ মুঅমিনূনঃ ৫৩)

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾ يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٨﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ﴿٧٠﴾

যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলি করে আর যারা এসব থেকে বিরত থাকে

৬৬. (দ্বীন নিয়ে দলাদলি করার কারণে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে গেছে, এখন) তারা কি সেই সময়ের অপেক্ষা করছে? আল্লাহর আযাব হঠাৎ চলে আসবে, তারা তখন বুঝতে-ই পারবে না।

৬৭-৭০. (দলবাজরা যেদিন দলাদলির ফল পাবে, অবস্থার ভয়াবহতায়) সেদিন অন্তরঙ্গ বন্ধুও একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে, তবে মুত্তাক্বীগণের (তথা যারা দলাদলিসহ সকল প্রকার মহাপাপ থেকে বেঁচে থাকবে তাদের) অবস্থা এমন হবে না। (তাদেরকে বলা হবে) আমার বান্দাগণ! যারা আমার আয়াত (কিতাব ও বিধান) মেনে নিয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলে; আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই, তোমরা পেরেশান হবে না। তোমরা ও তোমাদের সঙ্গিনীগণ জান্নাতে প্রবেশ করো, আজ তোমাদের সন্তুষ্ট করে দেওয়া হবে। (উল্লেখ্য দ্বীন নিয়ে দলাদলি করা এবং মুসলিম জাতির মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন সৃষ্টি করা কুফর। এ সম্পর্কে জানতে দেখুন ৩/১০৩)

জ্ঞাতব্যঃ হাশরের মাঠে এমন ঘোষণা দেওয়া হবে শুধু মুঅমিনদের জন্য। আর কাফির, মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদ, মুনাফিক ও ফাসিকরা তখন ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকবে। (মুসলিম ৩ প্রকারঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। এ সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সূরাহ বাক্বারাহঃ ২০)

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّ اَكْوَابٍ ۚ وَ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَ اَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٧١﴾ وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْۤ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٣﴾

জান্নাতের খাদ্য ও পানীয় সেবা

৭১-৭৩. (হুর ও গিলমানসহ জান্নাতী সেবক/সেবিকাগণ খাবার ভর্তি) স্বর্ণের ডালি ও (পানীয় ভরা নানা প্রকার বাহারী) মগ নিয়ে তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে, থাকবে চোখ জুড়ানো মনের মত

সবকিছু, তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে। নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী তোমাদেরকে জান্নাতের সত্ত্বাধিকারী করা হবে। সেখানে থাকবে প্রচুর ফলমূল (খাদ্য ও পানীয়) তোমরা এসব (মজা করে) খাবে।

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَ هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَ مَا ظَلَمْنٰهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٦﴾ وَ نَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾

বাস্তব জীবনে আল্লাহর দ্বীন মত না চলার পরিণতি

৭৪-৭৫. নিশ্চয় পাপিষ্ঠরা (কাফির, মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদ ও মুনাফিকরা) চিরতরে জাহান্নামের আযাবে পতিত হবে। সেখানে তাদের সাজা লাঘব করা হবে না এবং তারা সেখানে হতাশায় ভোগবে।

৭৬. (জাহান্নামে সাজা দিয়ে) আমরা তাদের উপর অবিচার করিনি বরং (আমার বিধান লঙ্ঘন করে) তারা-ই নিজের উপর অবিচার করেছে। (আল্লাহর প্রতি অধিক সম্মান বুঝাতে "আমরা" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।)

৭৭. তারা (জাহান্নামের দ্বাররক্ষীকে) ডেকে বলবেঃ হে মালিক! তোমার রাব্ব (কে বলো) যেন আমাদের নিঃশেষ করে দেন। মালিক বলবেঃ তোমরা এখানে-ই পড়ে থাকবে। (উল্লেখ্য জাহান্নামের দ্বাররক্ষী ফিরিস্তার নাম মালিক)

৭৮. (কারণ দুনিয়ার জীবনে) আমরা তোমাদের কাছে সঠিক (দ্বীন) পৌঁছে দিয়েছিলাম কিন্তু তোমরা এ চিরসত্যকে পছন্দ করনি।

اَمْ اَبْرَمُوْۤا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾ اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوٰىهُمْ ؕ بَلٰى وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٨٠﴾ قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ﴿٨١﴾ سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَ يَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٨٣﴾ وَ هُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّ فِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ ؕ وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٤﴾ وَ تَبٰرَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ۚ وَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٥﴾

সকল ক্ষমতার উৎস ও অধিকারী একমাত্র আল্লাহ

৭৯. তারা (মুশরিক নেতারা) কি (তোমাকে হত্যা করার মত) কঠিন সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে! (তারা সিদ্ধান্ত করার কে) সিদ্ধান্ত তো আমরা করব।

৮০. তারা কি মনে করেঃ আমরা তাদের গোপন কথা বা কানাঘুষা শুনতে পারি না? আমার দূতগণ

অবশ্য-ই তাদের সঙ্গে অবস্থান করছে এবং তাদের সকল কাজকর্মের রেকর্ড রাখছে।

৮১-৮২. বলো! যদি রাহমানের কোনো সন্তান থাকত তবে আমি-ই হতাম তার প্রথম ইবাদাতকারী। (কিন্তু আসলে তাঁর কোনো সন্তান বা অংশীদার নেই। তিনি হলেন) আকাশসমূহ ও মহাবিশ্বের একক মালিক, মহান আরশের অধিপতি (মহান আল্লাহ। তিনি) মহীয়ান এবং সকল রটনার ঊর্ধ্বে।

৮৩. সুতরাং (হে নবী!) তাদেরকে একটু অবকাশ দাওঃ প্রতিশ্রুত দিন আসা পর্যন্ত তারা খেলতামাশা করতে থাকুক।

৮৪-৮৫. (শুনো) তিনি আসমানেও ইলাহ, যমীনেও ইলাহ। তিনি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। তিনি মহামহীয়ান, আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং মধ্যবর্তী সবকিছুর তিনি-ই মালিক। কিয়ামতের সঠিক জ্ঞান রয়েছে শুধু তাঁর কাছে-ই আর তাঁর কাছে-ই তোমরা ফিরে যাচ্ছ। (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাহঃ ৪)

وَ لَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾

শাফায়াত

৮৬. (আরবের মুশরিকরা আল্লাহ বিশ্বাস করত, আল্লাহর ক্ষমতা বিশ্বাস করত। তারা বলতঃ আমরা মূর্তি পূজা করি যেন এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফায়াত করে। (আমাদের সমাজের হিন্দুরা এবং মুসলিম নামধারী পীর পূজারীরাও এমন ধারণা পোষণ করে থাকে) তাদের এমন অলিক ধারণাকে খন্ডন করে নাযিল হয়েছে)

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকছে এরা শাফায়াতের অধিকারী নয়। (আল্লাহর অনুমোদন ক্রমে কেবল তারা-ই শাফায়াত করতে পারবে) যারা জেনে বুঝে সঠিকভাবে (তাওহীদের) সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। (শাফায়াত সম্পর্কে জানতে দেখুন বাক্বারাহঃ ৪৮)

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٨٧﴾ وَ قِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلٰمٌ ؕ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

ঈমান আনার জন্য শুধু আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস যথেষ্ট নয়

৮৭. তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করোঃ কে তাদের সৃষ্টি করেছে? তারা বলবেঃ আল্লাহ। (বলোঃ তবে) তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ?

৮৮. আর তার (মুহাম্মাদের/ঈসার) কথা "হে রাব্ব! এ জাতি ঈমান আনবে না" কথাটি (এভাবেই থাকলো। এই আয়াতের মর্ম উদঘাটন বড়ই কঠিন)

৮৯. সুতরাং (পরবর্তী আদেশ আসার আগ পর্যন্ত) তাদেরকে উপেক্ষা করে চলো এবং বলোঃ সালাম (অর্থাৎ বিদায়), (আল্লাহর বিধান উপেক্ষা করার পরিণতি সম্পর্কে) শীঘ্রই তারা জেনে যাবে (পরবর্তীতে যুদ্ধের বিধান এলে এ আয়াতের বিধান মানসূখ হয়ে যায়। -জালালাইন)

সূরাহ দুখান ৪৪ سورة الدخان

দুখান অর্থ ধোঁয়া। এ সূরার ১০ম আয়াতে দুখানের কথা বলা হয়েছে যা আল্লাহর আযাব হিসেবে এসেছিল/আসবে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ যুখরুফের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৫৯টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ وَ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿٤﴾ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٥﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

কুরআন নাযিলের বরকতময় রাত

১-৫. হাঁ' মী-ম, সুস্পষ্ট কিতাবের কসম! নিশ্চয় আমরা এ কুরআন নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে (লাইলাতু-ল-ক্বাদরে।) নিশ্চয় আমরা (এ কিতাবের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে পাপের পরিণতি সম্পর্কে) সাবধান করে দিচ্ছি। আর (যে রাতে এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে) সেই রাতেই আমার আদেশে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলাদা (যমীনের ফিরিস্তার কাছে হস্তান্তর) করা হয়। নিশ্চয় আমি-ই রাসূলদের প্রেরণ করে থাকি। (কেউ কেউ মনে করেন এ বরকতময় রাত হলো শবে বরাত। এমন মনে করা ভুল। আসলে এ রাত হলো রামাদ্বান মাসের শবে কদর।) (দেখুনঃ সূরাহ আল-বাক্বারাহঃ ১৮৫ এবং সূরাহ আল-ক্বাদর)

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦﴾ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ۙ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٧﴾

নবী ও রাসূল মনোনয়ন পদ্ধতি

৬-৭. (রাসূল মনোনয়নসহ সকল কল্যাণকর বিষয় নির্ধারণ করা হয়) শুধু-ই প্রভুর দয়ায় (এতে কারো কোনো হাত থাকে না।) নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রুতা, মহাজ্ঞানী আর আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং মধ্যবর্তী সবকিছুর একমাত্র মালিক। যদি তোমরা এমন বিশ্বাসে অবিচল থাকতে (তবে তোমাদের-ই কল্যাণ হত।) (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাহঃ ৪)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ﴿٩﴾

আল্লাহ-ই একমাত্র ইলাহ ও রাব্ব

৮. তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি-ই জীবন দেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি-ই তোমাদের রাব্ব এবং তোমাদের পূর্বসূরি সকলের রাব্ব।

৯. আসলে (পরকালের ব্যাপারে) তারা সন্দেহে নিমজ্জিত রয়েছে তাই তারা তামাশা করে যাচ্ছে।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٠﴾ يَّغْشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾ اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَ قَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ﴿١٤﴾ اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ﴿١٦﴾

আকাশ যখন ধোঁয়াচ্ছন্ন হবে

১০-১১. সুতরাং সেদিনের অপেক্ষা করো যেদিন আকাশ ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে মানুষকে আচ্ছাদিত করে ফেলবে। এটা হলো যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

১২. (এ ধোঁয়া আসার পর তারা বলবে/বলেছে) হে রাব্ব! এ আযাব আমাদের থেকে তুলে নাও। (আযাব সরে গেলে) আমরা অবশ্য-ই ঈমান আনব।

১৩-১৪. তখন যিকরা (ঈমান গ্রহণ) কি কাজে আসবে? অথচ যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট রাসূল এসেছিল তখন তারা রাসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং বলেছিলঃ (লোকটি) উন্মাদ, শিখানো বুলি আওড়াচ্ছে।

১৫-১৬. (মাঝে মাঝে দুনিয়ার) আযাব আমি তোমাদের থেকে সরিয়ে দেই। কিন্তু তোমরা পুনরায় তাই কর (যা আগে করতে। এভাবে-ই এসে যাবে চূড়ান্ত সময়) সেদিন আমি কঠিনভাবে পাকড়াও করব, (মনে রেখো! অবাধ্যতার) প্রতিশোধ আমি নেব-ই।

জ্ঞাতব্যঃ এ ধোঁয়া ও ধোঁয়াচ্ছন্ন অবস্থার সময়ের ব্যাপারে আল-কুরআনে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি তাই এ নিয়ে তিনটি মতামত পাওয়া যায়। এর মাঝে দুটি মতে বিষয়টি সংঘটিত হয়ে গেছে আর একটি মতে কিয়ামতের আগে হবে। যেমন..

- **১ম বারঃ** রাসূল সাঃ যখন মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করেছিলেন তখন মক্কার লোকদের উপর এ ধোঁয়াচ্ছন্ন অবস্থা এসেছিল যা পরে তুলে নেয়া হয়েছে, (হতে পারে এখানে ওই ধোঁয়ার কথা বলা হয়েছে)
- **২য় বারঃ** মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে মুসলিম বাহিনী যখন ঘোড়া দৌড়িয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসছিলেন তখন মক্কা শহর ধোঁয়াচ্ছন্ন হ য়ে গিয়েছিল (কারো কারো মতে এখানে এ ধোঁয়ার কথা বলা হয়েছে)
- **৩য় বারঃ** কিয়ামতের আগে ধোঁয়া বের হবে, পৃথিবী ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং ৪০দিন এমন অবস্থা বাকি থাকবে (কিয়ামতের আলামত সম্পর্কিত মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছসহ আরও অনেক হাদীছেও এ ধোঁয়ার কথা উল্লেখ আছে। বিস্তারিত জানতে কুরতুবী দেখে নিন)

وَ لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ﴿١٧﴾ اَنْ اَدُّوْۤا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٨﴾ وَّ اَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّيْۤ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٩﴾ وَ اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَ رَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ﴿٢٠﴾ وَ اِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنَّ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٢٢﴾ فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٢٣﴾

মূসা আ. ও ফেরাউন

১৭. ইতোপূর্বে আমি ফেরাউনের জাতিকে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের কাছে এসেছিল সম্মানিত এক রাসূল।

১৮-১৯. (ফেরাউন বানী-ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। তাই মূসা যখন বলল) আল্লাহর বান্দাদেরকে (মুক্ত করে) আমার হাওয়ালা করে দাও, আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্থ রাসূল (হয়ে এসেছি।) তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে দম্ভ করো না, (তোমরা আমার কথা মেনে নাও। কারণ) আমি সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি।

২০-২১. (ফেরাউন তখন মূসাকে হত্যার হুমকি দিলো, মূসা বলল) আমি আমার ও তোমাদের প্রভুর কাছে সুরক্ষা কামনা করেছি, যেন তোমরা আমাকে রাজম (হত্যা) করতে না পার। (আমার প্রতি ঈমান আনা তোমাদের উপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। তাসত্ত্বেও) তোমরা যদি আমার প্রতি ঈমান না আনো তবে অন্তত আমার (বিরোধিতা) থেকে দূরে থাকো।

২২. (কিন্ত ফেরাউন ও তার পরিষদ মূসার কথায় কর্ণপাত করেনি, তারা বানী-ইসরাঈলকে গোলামী থেকে মুক্ত করেনি এবং মূসা আঃ ও আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছে) ফলে মূসা প্রভুর কাছে দোয়া করেছে, (বলেছে হে প্রভু!) এরা পাপিষ্ঠ জাতি (এদের ধ্বংস করে মুঅমিনদের উদ্ধার করো)

২৩. (আল্লাহ তখন সংবাদ পাঠিয়েছেন। মূসা!) আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে পালিয়ে যাও, (তবে মনে রাখবে) তোমাদেরকে ধাওয়া করা হবে।

وَ اتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٤﴾ كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿٢٥﴾ وَّ زُرُوْعٍ وَّ
مَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٢٦﴾ وَّ نَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿٢٧﴾ كَذٰلِكَ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿٢٨﴾ فَمَا
بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿٢٩﴾

আল্লাহর বিধান অমান্য করার পরিণতি

পটভূমিঃ প্রায় ৬ লাখ (সংখ্যার ব্যাপারটি নিশ্চিত নয়, এ নিয়ে অনেক মতামত রয়েছে) ইসরাঈলী নিয়ে মূসা আঃ রাতে মিশর থেকে পালিয়ে এক সমুদ্র পারে পৌঁছে গেলেন। তাদের ডানে বামে তখন পাহাড়ের সারি আর পিছনে ফেরাউন বাহিনী। আল্লাহর হুকুমে মূসা আঃ লাঠি দিয়ে আঘাত করলে সাগরের পানি দু দিকে দাঁড়িয়ে গিয়ে ১২ লেন বিশিষ্ট রাস্তা হয়ে গেল। বানী-ইসরাঈল এ রাস্তা ধরে সাগর পেরিয়ে যাচ্ছিল, প্রায় ১২ লাখ সৈন্য (সংখ্যার ব্যাপারটি নিশ্চিত নয়, এ নিয়ে অনেক মতামত রয়েছে) নিয়ে মূসা আ.কে ধাওয়া করে সাগর পারে পৌঁছে ফেরাউন দেখলো সাগরের ভিতর আজিব পথ তৈরি হয়েছে আর এ পথ ধরে পার হয়ে যাচ্ছে বানী-ইসরাঈল। ফেরাউন ভাবলোঃ তারা যখন পার হয়ে যাচ্ছে আমরাও পারব। সে তার বাহিনীকে নেমে যাবার হুকুম করলো। মূসা আঃ তখন বানী-ইসরাঈলকে নিয়ে সাগর পার হয়ে গেছেন। মূসা আঃ লাঠি তুলে নিতে চাইলে আল্লাহ হুকুম করলেন...

২৪. সাগরকে (এভাবে) স্থির থাকতে দাও, (তারা সবাই ভিতরে চলে আসুক) তাদের পুরা বাহিনীকে ডুবিয়ে মারা হবে।

২৫-২৭. (ফেরাউন বাহিনী সাগরে প্রবেশ করার পর আল্লাহর হুকুমে মূসা আঃ লাঠি তুলে নিলেন, মিশে গেল সাগরের পানি, পানিতে ডুবে মরলো ফেরাউন ও তার বাহিনী। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে নাযিল হয়েছে) তারা

ছেড়ে গিয়েছে কত বাগান ও প্রস্রবন, কত ফসলের মাঠ আর সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস সামগ্রী, যা তারা উপভোগ করত।

২৮. (আল্লাহ চাইলে) এমন-ই হয়। আমরা (ফেরাউনের জাতিকে ডুবিয়ে মারলাম এবং) এসবের (তাদের সম্পদ ও ক্ষমতার) উত্তরাধিকারী বানালাম অন্য জাতিকে।

২৯. (মিশরবাসীর এমন করুণ পরিণতি হলেও সেদিন) তাদের জন্য আকাশ কাঁদেনি, যমীনও কাঁদেনি এবং তাদেরকে কোনো অবকাশও দেওয়া হয়নি।

জ্ঞাতব্যঃ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য আকাশ থেকে দুটি হট লাইন খোলা হয়। একটি দিয়ে তার রিজক আসে আর একটি দিয়ে তার আমল উঠে যায়। মানুষ মারা যাবার পর এ লাইন দুটি বন্ধ হয়ে যায়। তাই মুঅমিন বান্দা মারা যাবার পর তার আমলের কথা স্মরণ করে আকাশ কাঁদে, যমীন কাঁদে। কিন্তু কাফির মারা গেলে আকাশ তার জন্য কাঁদে না, যমীনও কাঁদে না। উক্ত আয়াতে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَ لَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ وَ لَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾

বিপদ থেকে উদ্ধারকারী একমাত্র আল্লাহ

৩০-৩১. (এ ভাবে-ই) আমরা বানী-ইসরাঈলকে মুক্ত করলাম অপমানকর আযাব থেকে তথা ফেরাউন (এর মত অত্যাচারী শাসক) থেকে। নিশ্চয় সে ছিল একজন সীমালঙ্ঘনকারী, দাম্ভিক।

৩২-৩৩. আমি জ্ঞাতসারে-ই বিশ্ববাসীর উপর তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম, দিয়েছিলাম এমন সব আয়াত (নিদর্শনাবলি) যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা/আযাব।

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿٣٤﴾ اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَ مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٦﴾

পুনরুত্থান হবেই, এ ব্যাপারে সন্দেহ করা কুফর

৩৪-৩৬. তারা বলেঃ এ মওতের পর আর কিছু-ই নেই, আমরা আর পুনরুত্থিত হব না। (মরার পর আবার জীবিত হবার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করে তারা নবীদেরকে বলে) তোমরা সত্য হলে আমাদের বাপদাদাকে হাজির করে আনো।

اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ اَهْلَكْنٰهُمْ ۫ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٣٧﴾ وَ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٢﴾

আল্লাহর আযাব

৩৭. (হে মানুষ তোমরা) কী? (মনে করো) এসব লোক (তোমাদের সময়ের কাফিরেরা) উত্তম, না কি তুব্বা'সম্প্রদায় ও তাদের পরবর্তী লোকেরা? আমি তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি, কারণ তারা ছিল পাপিষ্ঠ। (পুরাতন ইয়ামেনের এক জনগোষ্ঠীর নাম ছিল তুব্বা)

৩৮-৪২. আসমানসমূহ, যমীন এবং মধ্যবর্তী এতোকিছু আমি অহেতুক সৃজন করিনি। আমি এসব বানিয়েছি সঠিক এক লক্ষ্য নিয়ে (আর এ লক্ষ্যটি হলো আল্লাহর দাসত্ব করা।) কিন্তু তাদের অনেকেই এসব জানে না। (ফলে তাদের জন্য আযাব অবধারিত হয়ে গেছে।) তাদের প্রতিশ্রুত (আযাবের দিন হলো) চূড়ান্ত ফয়সালার দিন, সেদিন অতি আপনজনও আপনজনের কাজে আসবে না এবং তাদেরকে সামান্যতম সাহায্যও করা হবে না। (এ অবস্থা হবে কাফির মুশরিক ও মুনাফিকদের।) তবে আল্লাহ যাকে দয়া করবেন (তাকে সাহায্য করা হবে।) নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রমশালী ও দয়াময়।

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿٤٩﴾ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

যাক্কুম ও হামীম

৪৩-৪৬. নিশ্চয় (জাহান্নামীদের জন্য প্রস্তুত আছে) যাক্কুম গাছ, (যার ফল হবে) পাপিষ্ঠদের খাবার, (এর ভিতর হবে) গলিত তামার মত, যা পেটের ভিতর ফুটতে থাকবে, যেমন ফুটবে হা'মীম (জাহান্নামের বাইর দিকে প্রবাহিত একটি নদীর নাম আল-হা'মীম)।

৪৭-৪৮. (বলা হবে) একে ধর এবং টেনে-হেঁচড়ে মধ্য জাহান্নামে নিয়ে যাও। অতঃপর (জাহান্নামে পৌঁছার আগে) তার মাথার উপর হা'মীমের আযাব ঢেলে দেবে।

৪৯-৫০. (ফিরিস্তারা হা'মীম ঢালবে আর বলবে) মজা বুঝ, (দুনিয়াতে) তুমি না প্রভাবশালী ছিলে, অভিজাত ছিলে। এটা হলো তাই যা নিয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ﴿٥١﴾ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿٥٢﴾ يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٥٣﴾ كَذٰلِكَ وَ زَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَ وَقٰىهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٧﴾

মুত্তাক্বীদের প্রতিদান ও চিরস্থায়ী আবাস

৫১-৫৩. (পক্ষান্তরে) মুত্তাক্বীগণ থাকবে নিরাপদ স্থানে, (নানা প্রকার বাহারী) উদ্যান ও ঝর্না (সম্বলিত

মনোরম জান্নাতের) মাঝে, চিকন ও মোটা রেশমি পোশাক পরে সামনাসামনি (খুশ গল্পে মশগুল।)

৫৪-৫৭. এভাবে-ই (তারা আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকবে) আর তাদের সঙ্গিনী হিসেবে দেওয়া হবে আকর্শনীয় চোখওয়ালী (সুন্দরী সোহাগী) হূর। সেখানে তারা আনন্দ চিত্তে নানা প্রকার খাবার চাইবে (এ অবস্থায় থাকবে মুঅমিনগণ এবং ক্ষমা প্রাপ্ত ফাসিকগণ।) সেখানে তারা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং জাহান্নামের আযাব থেকে তাদের বাঁচানো হবে। এটা হলো প্রভুর অনুগ্রহ আর এটা-ই মহাসাফল্য। (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে তাকে মুত্তাক্বী বলা হয়।)

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾ فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

আল-কুরআনের বিধিবিধান বুঝা ও মেনে চলা অতি সহজ

৫৮-৫৯. আমি এ কুরআনকে তোমার যবানে সহজ করে দিয়েছি যেন তারা গ্রহণ করে। (এখন না করলেও সেদিন অবশ্যই গ্রহণ করবে যেদিন আযাব প্রত্যক্ষ করবে। তাই সেদিনের) অপেক্ষা করো, নিশ্চয় তারাও অপেক্ষায় আছে।

সূরাহ আল-জাছিয়াহ ৪৫ سورة الجاثية

জাছিয়াহ অর্থ নতজানু। এ সূরার ২৮তম আয়াতে বলা হয়েছে পরকালে সকল পাপিষ্ঠ জাতিকে-ই নতজানু হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যাবে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ দুখানের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৩৭টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾ وَ فِىْ خَلْقِكُمْ وَ مَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٥﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল-কুরআন এবং আল্লাহর কিছু নিদর্শন

১-২. হাঁ' মী-ম, কিতাবটি অবতীর্ণ হয়েছে মহাপরাক্রমশালী ও হাকীম (হুকুমের অধিকারী, মহাজ্ঞানী, নীতি নির্ধারক, আইন ও বিধান দাতা) আল্লাহ থেকে।

৩-৪. নিশ্চয় আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে মুঅমিনদের জন্য শিক্ষণীয় অনেক নিদর্শন রয়েছে। আর তোমাদের সৃষ্টি এবং প্রাণীকুলের বিস্তারেও শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসে অবিচল লোকদের জন্য।

৫. নিশ্চয় রাত ও দিনের পরিবর্তন, আকাশ থেকে বর্ষিত আল্লাহর দেওয়া রিজক (পানি) এবং এর দ্বারা মৃত ভূমিকে জীবন দানকরণ, বাতাসের প্রবাহ (ইত্যাদিতে) শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ উপরের ৩টি আয়াতে জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেকগুলো বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
৩য় আয়াতে মহাকাশ বিজ্ঞান (অ্যাস্ট্রোনমি) এবং পৃথিবী কেন্দ্রিক বিজ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
৪র্থ আয়াতে মানবদেহ এবং জীব বিজ্ঞানের (বায়োলজির) প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
৫ম আয়াতে রাত ও দিনের পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে যার দ্বারা সৌরজগত, পৃথিবীর আকৃতি এবং ঘূর্ণায়মান হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারপর পানিচক্র, মাটির উর্বরতা এবং বাতাসের প্রবাহের কথা বলা হয়েছে। আর এসব-ই হলো জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾

আল্লাহর কথার বিপরীতে অন্যকিছু মেনে নেওয়া যাবে না

৬. এসব হচ্ছে আল্লাহর আয়াত (কিতাব, বিধান ও নিদর্শনের বর্ণনা।) আমি তোমার কাছে এসব পাঠ করছি যথাযথভাবে। (হে মানুষ ও জিন্ন জাতি! কেন তোমরা এসব মেনে নিচ্ছ না?) আল্লাহ ও তার আয়াত (বিশ্বাস না করলে) তোমরা এছাড়া আর কোন কথা বিশ্বাস করবে? (কারণ আল্লাহর কথা ছাড়া আর সবই তো মনগড়া)

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٧﴾ يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٨﴾ وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩﴾ مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠﴾

বাস্তব জীবনে যারা আল্লাহর কিতাব ও বিধান মেনে চলে না তাদের পরিণাম

৭-৮. পাপিষ্ঠ রটনাকারী প্রতিটি ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য, যার কাছে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হলে সে এসব শুনার পর দম্ভ করে চলে যায় যেন শুনেইনি। (যে এমন করে) তাকে সংবাদ দাও কঠিন আযাবের।

৯. আমার আয়াত (বিধান কিতাব) জেনেও যারা এ নিয়ে তামাশা করে তাদের তরে লাঞ্ছনার আযাব।

১০. আসলে তাদের পিছু লেগে আছে জাহান্নাম। তারা যা কিছু অর্জন করেছে (আখেরাতে) এসব কোনো কাজে আসবে না। তারা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে আওলিয়া বানিয়েছে এরাও (তাদের বাঁচাতে পারবে) না। তাদের তরে অবধারিত আছে মহাআযাব (আওলিয়া হলো ওয়ালী শব্দের বহুবচন। আর ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুন ২/১০৭)

هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾

আল্লাহর কিতাব বা বিধানকে অমান্য করা কুফর

১১. এ কুরআন হচ্ছে (মানব ও দানব জাতির জন্য) হেদায়াত তথা পথিকৃৎ। আর যারা প্রভুর আয়াত (এ কিতাব, বিধান ও নিদর্শন) সমূহে কুফর (অবজ্ঞা, অবহেলা, বর্জন, প্রত্যাখ্যান, অমান্য) করবে তাদের তরে যন্ত্রণাদায়ক ও অপমানকর আযাব। (উল্লেখ্য আল্লাহর কিতাব, বিধান বা কোনো নিদর্শনকে অবজ্ঞা, অবহেলা, বর্জন, প্রত্যাখ্যান বা অমান্য করা কুফর।)

হেদায়াত পরিচিতিঃ হেদায়াত শব্দটি সাধারণত ২টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- ❖ সৎপথে পরিচালিত করে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া। আর এ ধরণের হেদায়াত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেও করতে পারে না।
- ❖ পথের দিশা দেওয়া বা সৎপথ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া। আর এ ধরণের হেদায়াত নবী, রাসূল ও মুঅমিনদের দায়িত্ব।

উল্লেখ্য আল-কুরআন যেহেতু আল্লাহর কালাম। তাই আল-কুরআন তার পাঠকদের জন্য উভয় প্রকার হেদায়াতের মাধ্যম হয়ে তাকে। আল-কুরআন মুত্তাক্বীদেরকে সৎপথে পরিচালিত করে জান্নাতে পৌঁছে দেয়, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ২য় আয়াতে। আর সকল পাঠককে হেদায়াতের পথ বাতলে দেয়, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ১৮৫ তম আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতে।

اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

সাগর নিয়ন্ত্রণ

১২. আল্লাহ সমুদ্রকে নিয়োজিত/নিয়ন্ত্রণ করেছেন তোমাদের তরে। সাগরে জাহাজ চলে তাঁর-ই হুকুমে, এতে তোমরা অন্বেষণ করো তার ফজল (ব্যবসা বাণিজ্য ও সম্পদ। তিনি এসব করেছেন) যেন তোমরা শোকর আদায় করো। (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার নাম শোকর আদায় করা।)

১৩. তিনি আসমান ও যমীনে (প্রয়োজনীয়) সবকিছু নিয়োজিত করেছেন তোমাদের তরে আপন করুণায়। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾

আখেরাত অবিশ্বাসীদের ক্ষমার বিধান

১৪. (হে নবী!) মুঅমিনদেরকে বলে দাওঃ তারা যেন এদেরকে ক্ষমা করে দেয় যারা আল্লাহর দ্বীন (আখেতার) এর প্রত্যাশা করে না, সকলকে তাদের কৃতকর্মের বদলা আল্লাহ-ই দেবেন।
(এ ক্ষমার নানা পর্যায় রয়েছে। এর সাধারণ কিছু বলবৎ আছে আর চূড়ান্ত পর্যায় রহিত করে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হয়েছে।)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٥﴾

যেমন কর্ম তেমন ফল

১৫. যে ব্যক্তি সৎকাজ করলো সে নিজের-ই কল্যাণ করলো। আর যে মন্দ করলো সে নিজের-ই ক্ষতি করলো। অতঃপর তোমরা সবাই প্রভুর কাছে-ই ফিরে যাচ্ছ।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٧﴾

দ্বীন নিয়ে দলাদলি

১৬. আমি বানী-ইসরাঈলকে দিয়েছি কিতাব, (তাওরাত, যাবূর, ইনজীল) হুকম (শাসন ক্ষমতা ও বিধান) এবং নাবুয়্যাহ, (আল্লাহ যত নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন উনাদের প্রায় অর্ধেক ছিলেন বানী-ইসরাঈলের।) আর তাদের রিজক হিসেবে দিয়েছি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বস্তু এবং (অধিক নবী ও কিতাব পাঠিয়ে) বিশ্ববাসীর উপর তাদের প্রাধান্য দিয়েছি।

১৭. (দ্বীনি) বিষয়ে তাদেরকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিধান, তাদের কাছে (আসমানী) জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও শুধু পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের কারণে তারা দলাদলি করেছে, তারা যেসব বিষয় নিয়ে দলাদলি করছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ এর ফয়সালা দেবেন। (দ্বীন নিয়ে দলাদলি করা কুফর। এ সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ মুঅমিনূনঃ ৫৩)

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾ اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۭ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩﴾

দ্বীন ও শারীয়া'হ

১৮-১৯. অতঃপর আমি তোমাকে এ দ্বীনের-ই একটি শারীয়াহর (তথা জীবন বিধানের) উপর অধিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি (এবং তোমার উম্মত বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে) এ শারীয়া'হ মেনে চলবে, (জীবনের কোনো ক্ষেত্রে বা কোনো বিষয়ে শারীয়া'হর বিধান সম্পর্কে) অজ্ঞলোকদের মনগড়া কোনোকিছু মেনে নেবে না। (কারণ শারীয়া'হ না মানলে তুমি কাফির হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তোমাকে সাজা দেবে।) তখন আল্লাহর আযাব থেকে কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। (মরে রেখো কোনো পাপিষ্ট ব্যক্তি কোনো মুঅমিনের ওয়ালী হতে পারে না) পাপিষ্ঠরা একে অপরের আওলিয়া হয়ে থাকে, আর আল্লাহ হলেন মুত্তাক্বীদের ওয়ালী।

দ্বীন ও শারীয়া'হ পরিচিতিঃ দ্বীন হলো জীবন আদর্শ আর শারীয়া'হ হলো জীবন বিধান। মানুষ তার বাস্তব জীবনে যে নীতি বা আদর্শ মেনে চলে এটাই তার দ্বীন। দ্বীনের দুটি দিক রয়েছে ঈমান ও আমাল। ঈমান অর্থ অবিচল

আস্থা ও বিশ্বাস, আমাল অর্থ কাজ বা কর্ম। আল্লাহর ইবাদাত করতে গিয়ে যেসব কাজ বা কর্ম করা হয় এর জন্য নির্ধারিত নিয়ম ও রীতিনীতি রয়েছে। আল্লাহর ইবাদাত করার নির্ধারিত নিয়ম ও রীতিনীতিকে বলা হয় শারীয়া'হ বা ইসলামী আইন। দ্বীনের মূলভিত্তি তাওহীদ আর শারীয়া'হর মূলভিত্তি আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ।

আমাদের মৃত্যুর পর প্রথম প্রশ্ন করা হবে "তোমার দ্বীন কী"? তখন প্রশ্নটি করা হবে রূহকে আর রূহ মিথ্যা বলতে পারে না তাই ওই প্রশ্নের উত্তরে বাস্তব জীবনের প্রতিফলন ঘটবে। যে ব্যক্তি যে নীতি বা আদর্শ মেনে বাস্তব জীবন পরিচালনা করেছে সে তাই বলবে।

উল্লেখ্য রাসূল সা. এর সময়ে শুধুই দ্বীন আর শারীয়াহ ছিল। পরে শারীয়া'হ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তৈরি হয়েছে ফিক্বহ। ফিক্বহের মূল দলীল ৪টিঃ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা (উম্মতের সর্বসম্মত মত) ও ক্বিয়াস (কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত যুক্তি)।

ফিক্বহ বিশ্লেষণে তৈরি হয়েছে ভিন্নমত আর ফিক্বহ মানতে গিয়ে পক্ষ পাতিত্বের কারণে ইমামের অভিমতের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে মাযহাব।

আর বর্তমান সময়ে এসব মাযহাবের ভিতরেই কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্টির মতাদর্শ ও চিন্তা চেতনার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে মাসলাক, মিনহাজ ও তরিকা। (আওলিয়া শব্দটি ওয়ালী শব্দের বহুবচন। আর ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুন বাক্বারাহঃ ১০৭)

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٢١﴾ وَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

কুরআন বিমুখ জীবনযাপন করা কুফর

২০. এ কুরআন মানব জাতির জন্য (ভালোমন্দের) দলীল এবং তাদের জন্য হেদায়াত ও রহমত যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। (যারা যাস্তব জীবনে কুরআনের বিধান মেনে চলবে তারা-ই সৎলোক আর যারা এ বিধান মানবে না তারা পাপিষ্ঠ।)

২১. (দুনিয়ার জীবনে) যারা মন্দ পথ বেছে নিয়েছে তারা কি মনে করেঃ (আখেরাতে) আমি তাদের সাথে তাই করব যা করব সৎকর্ম সম্পাদনকারী মুঅমিনদের সাথে ? তাদের (ও এদের) জীবন মরণ (ইহকাল ও পরকাল) কি সমান? আসলে এমন ধারণা মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। (কারণ এ জীবনে তাদের ও এদের কর্ম ভিন্ন ভিন্ন তাই আখেরাতের প্রতিদানও ভিন্ন ভিন্ন হবে।)

২২. আল্লাহ আকাশসমূহ এবং পৃথিবী (তথা জগৎ সংসার) সৃষ্টি করেছেন এক মহান উদ্দেশ্যে (তথা তাঁর ইবাদাতের উদ্দেশ্যে।) তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে-ই তার কর্মফল দেবেন, কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। (আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে কুরআনের বিধান মেনে চলার নাম আল্লাহর ইবাদাত করা। যে ব্যক্তি এমন করবে সে জান্নাতী হবে আর যে ব্যক্তি অন্যথা করবে সে জাহান্নামী হবে।)

কুরআন বিমুখ জীবনঃ যে বা যারা বাস্তব জীবনে কুরআন বিমুখ হয়ে যাবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। এমনকি এক সময়ে তাদের মুখায়ব বিকৃত করা হবে, তাদের লা'নত করা হবে এবং আরও নানা ধরনের সাজা দেয়া হবে। কিন্তু আমাদের সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয়েও অনেক মানুষ নানাভাবে এবং নানা পন্থায় কুরআন বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। (কুরআন বিমুখ জীবন সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ যুখরুফঃ ৪৪)

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَ قَلْبِهٖ وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۳﴾

আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া বা মানবরচিত কোনোকিছু মেনে নেওয়া কুফর

পটভূমিঃ মানুষ বাস্তব জীবনে যার প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলে তিনি-ই খোদা। আল্লাহ-ই একমাত্র খোদা। তাই বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলব, এটা-ই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলে। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

২৩. তাকে দেখেছ কি? যে তার "হাওয়া"কে (মনগড়া নীতি, মানবরচিত বিধান ও মন-মানসিকতাকে) খোদা বানিয়ে নিয়েছে। (আর মনগড়ানীতি মেনে চলার কারণে) আল্লাহ জ্ঞাতসারে-ই তাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছেন এবং (এর প্রতিফল হিসেবে) তার কানে ও মনে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন আর চোখে এটে দিয়েছেন পর্দা। (ফলে সে চরম বিভ্রান্ত হয়ে গেছে) এখন কে তাকে হেদায়াত করবে আল্লাহ ছাড়া? তাসত্ত্বেও তোমরা কি (আল্লাহর বিধান) মেনে নেবে না..?

হাওয়া পরিচিতিঃ হাওয়া অর্থ মনগড়া, মানবরচিত, প্রবৃত্তি, ইত্যাদি। আল্লাহর আইন, বিধান ও রীতিনীতির বাইরে যা আছে, যতকিছু আছে এসবকে একত্রে বলা হয় "হাওয়া"। মানুষ নানাভাবে হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। যেমন...

- ❖ অনেক মানুষ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত আইন, বিধান, মতবাদ, দর্শন বা আদর্শ মেনে নেয় এবং মেনে চলে।
- ❖ অনেকে আবার আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া মসলক, মিনহাজ বা তরিকার নামে উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- ❖ অনেকে আবার বাস্তব জীবনে আল্লাহর দেওয়া রীতিনীতি ও আদর্শের তোয়াক্কা না করে মনে যা চায় তাই করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- ❖ এভাবে নানা জনে নানা পদ্ধতিতে নিজের বা অন্যের হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। হাওয়ার অনুকরণ করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে।
- ❖ যে বা যারা মনগড়া পথে চলে তাদের অন্তরে ও কানে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের চোখে এটে দেওয়া হয় পর্দা তথা তাদের সবকিছুকে লক (তালাবদ্ধ) করে দেওয়া হয়। সুতরাং পুনরায় আনলক করতে (তালা খুলতে) হলে মনগড়া সকল পথ ছেড়ে আল্লাহর পথে চলতে হবে।

وَ قَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَاۤ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿۲۴﴾ وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۲۵﴾ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۶﴾

নাস্তিকদের অজ্ঞতাপূর্ণ উক্তি

২৪. তারা (নাস্তিকরা) বলেঃ দুনিয়ার জীবন ছাড়া আর কিছু-ই নেই। আমরা জীবন পাই এবং (জীবন শেষ হলে) মরে যাই (এটা-ই প্রাকৃতিক নিয়ম।) প্রকৃতি-ই আমাদের সমাপ্তি ঘটায়। (তাদের এসব অজ্ঞতাপূর্ণ ভ্রান্ত উক্তির প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলছেন) আসলে এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা শুধু-ই ধারণা করে থাকে। (নাস্তিক্যবাদীর মূলভিত্তি হলো ধারণা ও কল্পনা)

২৫. (পুনরুত্থান সম্পর্কে) আমার সুস্পষ্ট আয়াত (কিতাব) পাঠ করা হলে তাদের (নাস্তিকদের) বিবাদপূর্ণ উক্তি থাকে একটাই, তারা বলেঃ তোমরা সত্য হলে আমাদের বাপদাদকে এনে হাজির করো।

২৬. (ওই নাস্তিকদের) বলে দাওঃ (আসলে প্রকৃতি নয়। বরং) আল্লাহ-ই জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন আর কিয়ামতের দিন তিনি-ই (সবাইকে জীবিত করে) পুনরায় একত্রিত করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এসব জানে না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কিছু মানুষ মনে করে প্রকৃতিই সবকিছুর উৎস। মানুষ জন্ম নেয়, বড় হয়, মরে যায়, সব-ই প্রকৃতির খেলা। তারা নিজেদেরকে প্রকৃতিবাদী বা প্রকৃতি পুজারী বলে দাবী করে এবং সমাজতান্ত্রিক বলে পরিচয় দেয়। আসলে এরা নাস্তিক, আরবীতে এদের বলা হয় দাহরিয়্যাহ আর ইংরেজীতে এইথিষ্ট।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ
جَاثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰۤى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ
بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ
رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾

পরকাল, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, আমলনামা ও জান্নাত

২৭. আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। যেদিন সময় (মহাপ্রলয়/মৃত্যু) এসে যাবে সেদিন বিভ্রান্তরা (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার হয়ে থাকে। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হচ্ছে বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- ❖ যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম।

২৮. (সেদিন) দেখতে পাবে প্রতিটি জাতি-ই নতজানু হয়ে আছে। সকল জাতির (প্রতিটি ব্যক্তিকে) তার কিতাব (আমলনামা/রিপোর্টবুক) নিতে ডাকা হবে। (এবং বলা হবেঃ দুনিয়ার জীবনে) তোমরা যা করেছিলে আজ তোমাদেরকে এর প্রতিদান দেওয়া হবে।

২৯. (আমলনামা দেওয়ার পর বলা হবে) এটা হলো আমাদের সংরক্ষিত কিতাব, যে কিতাব সব সত্য

প্রকাশ করে দেবে। তোমরা যে যা করেছ আমরা সব সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম।

৩০. সুতরাং (দুনিয়ার জীবনে) যারা ঈমান এনেছে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করেছে প্রভু তাদেরকে প্রবেশ করাবেন আপন রহমতে তথা জান্নাতে। আর এটা-ই হলো সুস্পষ্টভাবে চিরসফলতা।

وَ اَمَّا الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا ۟ اَفَلَمۡ تَكُنۡ اٰيٰتِىۡ تُتۡلٰى عَلَيۡكُمۡ فَاسۡتَكۡبَرۡتُمۡ وَ كُنۡتُمۡ قَوۡمًا مُّجۡرِمِيۡنَ ﴿۳۱﴾ وَ اِذَا قِيۡلَ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ السَّاعَةُ لَا رَيۡبَ فِيۡهَا قُلۡتُمۡ مَّا نَدۡرِىۡ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنۡ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّ مَا نَحۡنُ بِمُسۡتَيۡقِنِيۡنَ ﴿۳۲﴾ وَ بَدَا لَهُمۡ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوۡا وَ حَاقَ بِهِمۡ مَّا كَانُوۡا بِهٖ يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ ﴿۳۳﴾ وَ قِيۡلَ الۡيَوۡمَ نَنۡسٰىكُمۡ كَمَا نَسِيۡتُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هٰذَا وَ مَاۡوٰىكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمۡ مِّنۡ نّٰصِرِيۡنَ ﴿۳۴﴾ ذٰلِكُمۡ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذۡتُمۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّ غَرَّتۡكُمُ الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا ۚ فَالۡيَوۡمَ لَا يُخۡرَجُوۡنَ مِنۡهَا وَ لَا هُمۡ يُسۡتَعۡتَبُوۡنَ ﴿۳۵﴾

দম্ভ, অহমিকা ও কুফরের পরিণতি

৩১-৩২. আর (দুনিয়ার জীবনে) যারা কুফর করেছে (তাদেরকে বলা হবে) তোমাদের কাছে কি আমার আয়াত পাঠ করা হয়নি? তখন তো দম্ভ ও অহংকার করেছিলে, তোমরা ছিলে পাপিষ্ঠ জাতি। যখন বলা হত আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সঠিক, কিয়ামতও (সঠিক) এতে কোনো সন্দেহ নেই। তখন তোমরা বলতেঃ "কিয়ামত আবার কি? আমরা এসব জানি না, আমরা মনে করি এটা একটা ধারণা মাত্র, আমরা এসব বিশ্বাস করি না"।

৩৩. (সেদিন) তাদের সকল মন্দ প্রকাশ হয়ে যাবে। যা নিয়ে তারা উপহাস করত এটা-ই (তথা জাহান্নাম-ই) তাদের গ্রাস করবে।

৩৪-৩৫. আরও বলা হবেঃ আজকের এদিনে আমরা তোমাদের (ক্ষমার বিষয়টি) ভুলে থাকব যেমন (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা এ দিনকে ভুলে থেকেছ। তোমাদের আবাস হলো জাহান্নাম। আজ তোমাদের সাহায্য করার কেউ নেই। কারণঃ তোমরা আল্লাহর আয়াত (কিতাব বিধান) নিয়ে তামাশা করেছো, দুনিয়ার জীবন তোমাদের ধোঁকায় ফেলে দিয়েছিল। আজ জাহান্নাম থেকে তোমাদের বের করা হবে না। আর (আযাব থেকে) ফিরে আসারও তোমাদের কোনো সুযোগ নেই।

فَلِلّٰهِ الۡحَمۡدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ رَبِّ الۡاَرۡضِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۳۶﴾ وَ لَهُ الۡكِبۡرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ وَ هُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ﴿۳۷﴾

সকল অহংকারের মালিক একমাত্র আল্লাহ

৩৬-৩৭. সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ, যিনি আসমানের রাব্ব, যমীনের রাব্ব এবং সকল জগতের রাব্ব। আসমানসমূহ ও যমীনে সকল অহংকারের তিনি-ই মালিক, তিনি হলেন

মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

জ্ঞাতব্যঃ সকল দম্ভ ও অহংকারের মালিক একমাত্র আল্লাহ। দম্ভ ও অহংকার একমাত্র আল্লাহকে-ই মানায়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সামান্যতম দম্ভ বা অহংকার করা বৈধ নয়। হাদীছে বলা হয়েছে...

- ❖ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ দম্ভ ও অহংকার আমার চাদর আর মহত্ব ও বড়ত্ব হলো আমার ইজার। তাই যে কেউ এ নিয়ে টানাহেঁচড়া করবে আমি তাকে সোজা জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (মুসলিমসহ অনেক কিতাবে-ই হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। শাইখ আলবানীর তাহক্বীক্ব মতেও হাদীছটি সাহীহ)
- ❖ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেনঃ ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে.. (মুসলিম)
- ❖ কিয়ামতের দিন আল্লাহ আকাশকে ভাজ করে ডান হাতে নিয়ে নেবেন (দেখুন ৩৯/৬৭) তারপর বাম হাতে পৃথিবীকে তুলে নিয়ে ঘোষণা করবেন "আমি-ই একমাত্র অধিপতি, দাম্ভিক আর অহংকারীরা আজ কোথায়"? (হাদীছটি আবু-দাউদসহ অনেক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে)

সূরাহ আল-আহক্বাফ	পারা : ২৬

সূরাহ আল-আহক্বাফ ৪৬ سورة الاحقاف

আহক্বাফ অর্থ ডিবি বা টিলা সমূহ। এখানে বুঝানো হয়েছে হুদ আঃএর জাতি আ'দের আবাসস্থল। তারা বালুকাময় স্থানে ছোট ছোট পাথুরে টিলার ভিতর ঘর বানিয়ে বসবাস করত। এ সূরার ২১ তম আয়াতে ওই এলাকা বুঝাতে আহক্বাফ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ জাছিয়ার পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৩৫টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল-কুরআন

১. হা' মীম (এ দুটি হলো বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এসবের অর্থ, মর্ম এবং এভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।)

২. কিতাবটি অবতীর্ণ হয়েছে মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ থেকে।

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾

আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত কোনো বিষয়কে উপেক্ষা করা কুফর

৩. আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং মধ্যবর্তী সবকিছুকে-ই আমরা যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত সময়ের জন্য। তবে যারা কুফর করে তাদেরকে যেসব বিষয়ে সাবধান করা হচ্ছে তারা এ বিষয়সমূহকে উপেক্ষা করে থাকে। (আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত কোনো বিষয়কে উপেক্ষা করা কুফর।)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾

ইলাহ হওয়ার যোগ্যতাঃ নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া

৪. (হে নবী! তাদেরকে) বলো! তোমরা (বিপদে আপদে সুরক্ষার জন্য অথবা নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য) আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে ডেকে থাকো; এদের ব্যাপারে ভেবে দেখেছো কি..? এরা কি পৃথিবীতে কোনোকিছু সৃষ্টি করেছে..? না কি আকাশ সৃষ্টিতে তাদের কোনো অংশ আছে..? (আসলে এরা কিছু-ই সৃষ্টি করেনি। তাসত্ত্বেও তোমরা এদেরকে ইলাহ হিসেবে মেনে নিয়েছো।) তোমরা সত্য হলে (দলীল হিসেবে) আগের কোনো কিতাব অথবা গ্রহণযোগ্য কোনো তথ্য হাজির করো।

জ্ঞাতব্যঃ আসলে ইশ্বর, গড বা ইলাহ হতে হলে সৃষ্টিকর্তা হতে হয়। যে ব্যক্তি বা বস্তু সৃষ্টিকর্তা নয় সে কখনো ইশ্বর, গড বা ইলাহ হতে পারে না। সুতরাং যেহেতু আল্লাহ-ই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা তাই আল্লাহ-ই একমাত্র ইলাহ, আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া। দ্বীনি বিষয়ে কথা বলতে হলে দলীলসহ বলতে হয়। বিনা দলীলে দ্বীনি ব্যাপারে কথা বলা গ্রহণ যোগ্য নয়।

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٥﴾ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿٦﴾

বিপদে আপদে বা কোনো প্রয়োজন মিটাতে অন্যকে ডাকা ইবাদাতের শামিল

৫. তার চেয়ে বড় বিভ্রান্ত আর কে? যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে, কিয়ামত পর্যন্ত ডাকলেও যে সাড়া দেবে না/দিতে পারবে না। বরং তাদের ডাক সম্পর্কে-ই এরা বেখবর।

৬. আর যেদিন সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে (তথা হাশরের দিন) এরা তাদের দুশমন হবে, এমনকি এরা তাদের ইবাদাতকে পর্যন্ত অস্বীকার করবে।

জ্ঞাতব্যঃ অনেক মানুষ নিজেদের বিপদে আপদে সুরক্ষার জন্য অথবা অন্য কোনো প্রয়োজন মিটানোর জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডেকে থাকে। যেমনঃ মাজারে যায়, পীর আউলিয়াদের কাছে ধর্না দেয়, কেউ খাজা বাবাকে ডাকে, কেউ গৌছ পাকের কাছে সুরক্ষা চায়। আসলে এমন করা শিরক। প্রকৃতপক্ষে এদের কেউ-ই তাদের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম নয়। কিয়ামতের দিন এরা-ই তাদের দুশমন হবে, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে এবং তাদের উপর শিরকের অভিযোগ দায়ের করবে।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۷﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ ؕ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۸﴾

কুরআন ও নবীর উপর মিথ্যা প্রপাগান্ডা

৭. তাদের কাছে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াত (তথা আল-কুরআন) তিলাওয়াত করা হয় তখন এসব কাফিরেরা আগত সত্য (আল-কুরআন) সম্পর্কে (মন্তব্য করতে গিয়ে) বলেঃ "এটা হলো সুস্পষ্ট যাদু" (ইসলাম, কুরআন এবং ইসলামী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নানা অভিযোগ উত্তাপন করা কাফিরদের বদ-স্বভাব)

৮. তারা কি বলছে? সে এটা (মুহাম্মাদ এ কুরআন) বানিয়ে নিয়েছে? বলে দাওঃ আমি যদি এটা বানিয়ে থাকি তবে (আল্লাহ আমাকে পাকড়াও করবেন, তখন) তোমারা আল্লাহ থেকে আমাকে বাঁচাতে পারবে না। (তবে হে বেইমানের দল! জেনে রাখো!) তোমাদের সকল রটনা সম্পর্কে তিনি অবগত। আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

জ্ঞাতব্যঃ আরবের কাফিররা বলতঃ কুরআন আল্লাহর কালাম নয়, মুহাম্মাদ তার স্বার্থ হাসিলের জন্য এসব বানিয়ে বলছে। সকল যুগের বেইমানরাই সে যুগের মুসলিম নেতাদের ব্যাপারে এভাবে নানা কথা বলে থাকে এবং নানা ধরণের প্রপাগান্ডা করে থাকে। বর্তমান যামানার বেইমানরাও এ যুগের ইসলামী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নানা কথা বলে বেড়াচ্ছে আর এটাই স্বাভাবিক এবং এটা-ই কাফিরদের চিরাচরিত রীতি।

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَ مَاۤ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَ لَا بِكُمْ ؕ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ وَ مَاۤ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۹﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهٖ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰﴾

কুরআনের বিধান অমান্য করার পরিণাম চিরস্থায়ী বিভ্রান্তি

৯. (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাওঃ আমি অভূতপূর্ব কোনো রাসূল নই। (আমার আগেও অনেক রাসূল এসেছেন এবং তাদের-ই ধারাবাহিকতায় আমাকে পাঠানো হয়েছে।) আমি জানি নাঃ আমার সাথে কি করা হবে, তোমাদের ব্যাপারেও আমি অবগত নই। আমি শুধু এটা-ই মেনে চলি যা ওহীর মাধ্যমে আমাকে জানানো হয়। আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী বৈ কিছুই নই।

১০. (যে বা যারা তাদের বাস্তব জীবনে কুরআনের বিধান মেনে চলে না তাদেরকে) বলো! তোমরা কি ভেবে দেখেছ..? এ কুরআন যদি আল্লাহ থেকে এসে থাকে আর তোমরা এটা অমান্য করে থাকো। আর বানী-ইসরাঈলের কোনো ব্যক্তি যদি এটা সত্য বলে সাক্ষ্য দেয় এবং এটা মেনে চলে তাসত্ত্বেও তোমরা যদি দম্ভ (অমান্য) কর (তবে তোমাদের কি পরিণতি হবে..?) যারা জুলম্ (অবিচার, অনাধিকার চর্চা, অধিকার হরণ, শিরক) করে আল্লাহ তাদের হেদায়াত করেন না (যদি তারা নিজ থেকে না চায়। আর এটা হলো জুলুমের পরিণাম।)

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ؕ وَ اِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ﴿١١﴾

মুঅমিনদেরকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে কাফিরদের অপকৌশল

১১. যারা কুফর করে তারা মুঅমিনদেরকে বলেঃ (তোমাদের দ্বীন খুবই নিকৃষ্ট) এটা যদি ভালো কিছু হত তবে আমরা-ই আগে গ্রহণ করতাম। যেহেতু তারা এ পথকে জীবন পথ হিসেবে গ্রহণ করেনি তাই তারা বলেঃ এসব পুরানো দিনের রূপকথা।

وَ مِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّ رَحْمَةً ؕ وَ هٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَ بُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢﴾

কুরআন নাযিলের লক্ষ্য এবং মুহসীনদের জন্য সুসংবাদ

১২. এর আগে মূসার কিতাব ছিল হেদায়াত ও রহমত। আর আরবী ভাষার এ কিতাব (আল-কুরআন মুসার কিতাবের) সত্যায়নকারি। (আল্লাহ এটা পাঠিয়েছেন) জালিমদের (শিরক, অবিচার, অধিকার হরণ ও পাপাচারকারীদের) সাবধান করার জন্য। আর সুসংবাদ মুহসীনদের জন্য।

মুহসিন পরিচিতিঃ মুহসীন অর্থ ইহসানকারী। যে ব্যক্তি ইহসান করে বা ইহসানের সাথে কাজ করে তাকে "মুহসিন" বলা হয়। আর "ইহ'সান" অর্থ সুন্দর করা। ইসলামী পরিভাষায় নিজের ঈমান, ইসলাম, আদব আখলাক, স্বভাব চরিত্র, ইবাদাত বন্দেগী, কথা-বার্তা, ইত্যাদি সুন্দর করাকে "ইহ'সান" বলা হয়। হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত বুখারী মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে জিবরাঈল আঃ প্রশ্ন করেছিলেন "ইহসান" কি? উত্তরে রাসূল সাঃ বলেছিলেনঃ "আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো আর যদি তাকে দেখতে না পারো তবে (মনে রাখবে) তিনি তোমাকে দেখছেন"।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٣﴾ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

ঈমানের উপর অবিচল থাকা

১৩-১৪. (সুসংবাদ তাদের জন্য) যারা বলেঃ আমাদের রাব্ব (বিধানদাতা) হলেন একমাত্র আল্লাহ অতঃপর (মৃত্যু পর্যন্ত) এর উপর অবিচল থাকে। (অর্থাৎ ঈমানের উপর অবিচল অবস্থায় যাদের মৃত্যু হবে) তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা পেরেশান হবে না। তারা হবে জান্নাতের বাসিন্দা এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটা হলো তাদের কর্মের প্রতিদান।

জ্ঞাতব্যঃ আখেরাতে নাজাতের জন্য ঈমান আনা-ই যথেষ্ট নয় বরং মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হবে অর্থাৎ নিজের ঈমানকে বাঁচাতে হবে এবং ঈমান বিনষ্টকারী সকল বিষয়াদি থেকে ঈমানকে রক্ষা করতে হবে। আর ঈমান বিনষ্ট মহাপাপ হচ্ছে দুইটিঃ কুফর ও শিরক। তাই যেকোনো ভাবে সনাতন বা আধুনিক কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি

এমন করে সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ
حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ
وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٥﴾ اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ؕ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ
كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿١٦﴾

মানুষের জীবন কথা, বাবা-মার সাথে সুন্দর আচরণ এবং দোয়া

১৫. আমরা (আল্লাহ) মানুষকে তার বাবা-মার সাথে ইহসান (তথা সুন্দর আচার ব্যবহারের) আদেশ দিচ্ছি। তার মা কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট করে দুধ পান করিয়েছে। তার গর্ভ ধারণ ও দুধ ছাড়াতে সময় লাগে ত্রিশ মাস। পরে মানুষ যৌবনে উপনীত হয়, উপনীত হয় চল্লিশ বছরে (তথা বার্ধক্যে। তাই আল্লাহর কাছে দোয়া করতে গিয়ে) মানুষ যেন বলেঃ
হে রাব্ব! তুমি আমাকে এবং আমার বাবা-মাকে যে নিয়ামত দান করেছো এর শোকর আদায় করার সামর্থ্য আমাকে দান করো! আমি যেন তোমার সন্তুষ্টির জন্য সৎকাজ করতে পারি। (হে প্রভু) আমার সন্তানদের সংশোধন করে দাও। আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি এবং তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।

১৬. (যেসব মানব ও দানব এমন হতে পারবে) আমরা (আল্লাহ) তাদের সুন্দর আ'মালসমূহ কবুল করব এবং তাদের পাপসমূহ মোচন করে দেব। আর তখন তারা জান্নাতীদের দলভুক্ত হয়ে যাবে, আর এটা-ই হলো সঠিক প্রতিশ্রুতি যে প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ اَتَعِدٰنِنِيْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ
وَيْلَكَ اٰمِنْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٧﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ
الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٨﴾

পাপিষ্ঠ সন্তানকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা মুসলিম পিতা-মাতার দায়িত্ব

১৭. আর যে ব্যক্তি তার বাবা-মাকে বলেছেঃ ধিক তোমাদের, তোমরা আমাকে পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ, অথচ ইতোপূর্বে অনেক জাতি গত হয়ে গেছে (কই? তারা কেউ তো ফিরে আসেনি?) তখন তার বাবা-মা আল্লাহর সুরক্ষা কামনা করেছে (এবং বলেছেঃ বেটা) তুমি ঈমান আনো, নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তখন (ছেলে) বলেছেঃ এসব পুরানো দিনের রূপকথা ছাড়া কিছু-ই নয়।

১৮. অতীত জাতি সমূহের মাঝে যেসব জিন্ন ও ইনসানের ব্যাপারে আল্লাহর (আযাবের) বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে এরা-ই হলো তারা (যারা দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করে না।) এরা (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ।

জ্ঞাতব্যঃ আবু-বাকার রাঃ এর ছেলে আব্দুল্লাহ বিন আবু-বাকার। বাবা আবু-বাকার এবং মা উম্মু রোমান রাঃ ছেলে আব্দুল্লাহকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে উল্লেখিত উক্তি করেছিল। এ অভিমতটি বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, সুদ্দী, আবু-ল-আ'লিয়াহ এবং মুজাহিদ থেকে। (কুরতুবী)

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۭ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ﴿٢٠﴾

দুনিয়ায় যে যেমন কর্ম করবে আখেরাতে তাকে তেমন ফল-ই দেওয়া হবে

১৯. প্রত্যেকে-ই নিজ নিজ কর্ম অনুপাতে ফল পাবে। সবাইকে তাদের পরিপূর্ণ কর্মফল দেয়া হবে। কারো প্রতি সামান্যতমও অবিচার হবে না।

২০. (দুনিয়ার জীবনে) যারা কুফর করবে তাদেরকে সেদিন জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে। (এবং বলা হবে) দুনিয়ার জীবনে তোমরা অনেক উপভোগ করেছো, (হারাম পন্থায়) ভোগ-বিলাসিতা করেছো। এসবের ফল হিসেবে আজ তোমাদেরকে অপমানকর আযাব দেয়া হবে। কারণ (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা অন্যায়ভাবে দম্ভ করেছিলে এবং তোমরা পাপকাজ করেছিলে। (দম্ভ, অহংকার, হারাম ভোগ-বিলাসিতা ইত্যাদি পাপের পরিণতি হলো জাহান্নাম।)

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ۭ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٢١﴾

আহক্বাফ

২১. আ'দ (জাতি)র ভাইকে (তথা হূদ নবীকে) স্মরণ করোঃ যখন সে "আহক্বাফে" তার জাতিকে সাবধান করে দিয়েছিল। আর তার আগে এবং পরেও অনেক সাবধানকারী (রাসূল) অতিবাহিত হয়েছে। (হূদ তার জাতিকে বলেছেঃ সাবধান!) তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না। আমি ভয় করছি (তোমরা যদি এমন করো তবে) তোমাদের উপর কঠিন দিনের আযাব (নেমে আসবে)।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর

দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।

- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٢﴾

কাফির ও ভ্রান্ত নেতারা সর্বদা-ই নিজেদেরকে সঠিক মনে করে

২২. (হূদ নবীর দাওয়াতের প্রতিউত্তরে) তারা (জাতির পাপিষ্ঠ নেতারা) বলেছেঃ (হূদ!) তুমি তোমার মনগড়া রটনা দিয়ে আমাদেরকে আমাদের খোদা থেকে বিচ্যুত করতে এসেছো..? তুমি সত্য হলে (তোমাকে অমান্য করার ফলে আযাবের) যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ এটা বাস্তবায়ন করে দেখাও।

জ্ঞাতব্যঃ নবী রাসূল এবং নবীগণের উত্তরসূরীদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত লোকেরা যুগে যুগে এক-ই পন্থায় প্রপাগান্ডা করে। বিভ্রান্তরা মনে করে তারাই সঠিক এবং নবী রাসূল ও তাদের উত্তরসূরীরা মনগড়া অপব্যাখ্যা দিয়ে তাদের ধর্মচ্যুত করতে চান।

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَ اُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَ لٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۭ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۭ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۢ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ۭ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٢٦﴾

আল্লাহর আযাবের ধরণ ও পদ্ধতি

২৩. (হূদ) বললঃ (আযাব কবে আসবে এ ব্যাপারে) সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর-ই জানা। যে বাণী দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে আমি তোমাদের কাছে এটা পৌঁছে দিয়েছি। আমি লক্ষ্য করছিঃ তোমরা বড়-ই নির্বোধ জাতি।

২৪. (এক সময় ধেয়ে এলো আল্লাহর আযাব তথা ঝড়-তুফান। কিন্তু প্রথম দিকে তারা এ আযাবকে রহমত মনে করে ভুল করে বসলো।) দিগন্ত আচ্ছন্ন করা বিরাট মেঘমালা তাদের উপত্যকার দিকে ধেয়ে আসছে দেখে তারা (খুব খুশী হলো এবং) বললঃ এই তো মেঘমালা, আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। (নবী বলল) না, এটা-ই তাই যে ব্যাপারে তোমরা তাড়াহুড়া করেছো। এটা এক মহাঝড়, তাতে আছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

২৫. (ঝড়) প্রভুর আদেশে সব ধ্বংস করে দিল। অবস্থা এমন হলোঃ তাদের (পাহাড় খোদাই) ঘরবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। পাপিষ্ঠ জাতির কর্মফল আমরা এভাবে-ই দিয়ে থাকি।

২৬. আমরা এ যমীনে যেভাবে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম তোমাদেরকে সেভাবে করিনি। আমরা তাদেরকে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, চিন্তাশক্তি, সবই দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের দৃষ্টি, শ্রবণ ও চিন্তাশক্তি তাদের বাঁচাতে পারলো না। তারা আমার বিধান (মানতে) অস্বীকার করেছে। ফলে যা নিয়ে তারা উপহাস করত, এটা-ই তাদের গ্রাস করেছে।

হুঁশিয়ারিঃ হে মানুষ! তুমি যতই বুদ্ধিমান হও, যতই ক্ষমতাবান হও, তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা, দৃষ্টি যতই প্রখর হোক, আল্লাহর আযাব থেকে তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, অতীতেও পারেনি ভবিষ্যতেও পারবে না। তাই সময় থাকতে সাবধান হয়ে যাও।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٧﴾

আল-কুরআনে একই বিষয় বারবার বর্ণনা করার কারণ

২৭. (আমার বিধান অমান্য করার কারণে) তোমাদের আশপাশের কত জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি। আমি আমার আয়াত (বিধান, নিদর্শন, আযাব) বারবার উপস্থাপন করি যেন তারা (পাপ ছেড়ে সৎ পথে) ফিরে আসে।

জ্ঞাতব্যঃ যেহেতু মানুষের "ফিতরাহ" বা সৃষ্টিগত দ্বীন হলো ইসলাম। মানুষ প্রথমে ইসলামের উপর-ই জন্ম নেয় এবং বড় হয়ে বাবা-মার কারণে বা অন্য কোনো কারণে অন্য ধর্মে চলে যায়। তাই অন্য ধর্ম ছেড়ে আবার ইসলাম গ্রহণ করাকে ধর্মান্তরিত না বলে বলতে হবে প্রত্যাবর্তন বা ফিরে আসা।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ؕ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٨﴾

মনগড়া খোদা

পটভূমিঃ আ'দ জাতির পূর্বপুরুষ মুসলিম ছিল। আগেকার জাতিকে আযাবে ধ্বংস করে যে মুসলিমদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল এরাই ছিল তাদের পূর্বসূরী। পরে আস্তে আস্তে বিভ্রান্তি শুরু হয়। এক পর্যায়ে মূর্তিপূজা শুরু করলেও তারা আল্লাহ বিশ্বাস করতো এবং মনে করতোঃ এ গুলো আল্লাহর অবতার বা ওলীর প্রতিকৃতি। এদের মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে হবে। যেমন মনে করে আজকালকার পীর পূজারীরা। এসব বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

২৮. (আল্লাহর) নৈকট্য হাসিলের মাধ্যম হিসেবে তারা যেসব খোদা বানিয়ে ছিল (আযাব থেকে বাঁচতে) এরা কেন তাদেরকে সাহায্য করলো না? বরং ওই খোদারা-ই তাদের ছেড়ে উদাও হয়ে গেল। আসলে (আল্লাহ-ই একমাত্র খোদা। তিনি ব্যতীত আর কোনো খোদা নেই।) সব-ই তাদের রটনা এবং এসব-ই তাদের মনগড়া।

وَ اِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٢٩﴾ قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَ اِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾ يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَ اٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾ وَ مَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۭ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾

একদল জিন্নের কুরআন শুনা, ঈমান আনা এবং জাতির কাছে দাওয়াত দেওয়ার কথা

২৯. (হে নবী! স্মরণ করো) যখন একদল জিন্নকে কুরআন শুনতে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম, (মক্কার নিকটে নাখলাহ নামক স্থানে) হাজির হয়ে তারা (কুরআনের তিলাওয়াত শুনে একে অপরকে) বললঃ চুপ করো! (জিন্নরা তখন মনোযোগ সহকারে শুনলো এবং বুঝলো। তিলাওয়াত) সমাপ্ত হবার পর (আল্লাহর কালাম মেনে নিলো এবং সবাই একেক জন) সতর্ককারী হিসেবে জাতির কাছে ফিরে গেল। (এ সম্পর্কে আরও জানতে সূরাহ জিন্ন দেখে নিন)

৩০. (জাতির কাছে ফিরে গিয়ে) তারা বললঃ হে আমাদের জাতি! আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি। যা মূসার পর (আল্লাহ থেকে) নাযিল হয়েছে, যা আগেকার (কিতাব, শারীয়া'হ ও নবীগণকে) সত্যায়ন করে এবং সৎপথ প্রদর্শন করে আর পরিচালিত করে সোজা পথে।

৩১. হে আমাদের জাতি! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর (তথা নবী মুহাম্মাদ সাঃ এর) ডাকে সাড়া দাও এবং তাকে মেনে নাও। এতে আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।

৩২. আর আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দিলে (আল্লাহ আযাব দেবেন, তখন) পৃথিবীর কেউ-ই আল্লাহকে ঠেকাতে পারবে না। (মনে রেখো!) আল্লাহ ছাড়া আর কোনো (কর্তৃত্বশীল) আওলিয়া নেই। (যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আওলিয়া বানায়) তারা চরম বিভ্রান্তিতে (নিমজ্জিত)। (আওলিয়া সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সূরাহ বাক্বারাহঃ ১০৭)

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ۭ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾ وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۭ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۭ قَالُوْا بَلٰى وَ

رَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾

আল্লাহ-ই সকল ক্ষমতার উৎস

৩৩. (আল্লাহ বলছেন) তারা কি বুঝে না? যে আল্লাহ আসমানসমূহ এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন আর এসব সৃষ্টি করেও ক্লান্ত হননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম। (শুধু কি তাই?) তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান (তথা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী এবং সকল ক্ষমতার উৎস।)

৩৪. যারা কুফর করবে তাদেরকে সেদিন (পরকালে) জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে (এবং বলা হবে) এটা কি সত্য নয়? তারা বলবেঃ প্রভুর কসম! অবশ্যই সত্য। (তখন আল্লাহ) বলবেনঃ (দুনিয়ায়) তোমরা কুফর (এসবকে অবিশ্বাস এবং আমার বিধানকে অবজ্ঞা) করেছিলে, তাই আযাব আস্বাদন করো।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ যারা কুফর করবে এবং তাওবাহ না করে মারা যাবে আখেরাতে তাদের বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না। তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে। (কুফর সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র কুফর অধ্যায়।)

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۭ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۭ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

পাপিষ্ঠ জাতিকে অবশ্যই ধ্বংস করা হবে তবে এ জন্য সবর করতে হবে

৩৫. (রাসূল সাঃকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তায়া'লা আদেশ দিচ্ছেন) সবর করো, যেমন সবর করেছেন দৃঢ়চেতা রাসূলগণ। আর তাদের (কাফিরদের) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। তারা যেদিন প্রতিশ্রুত (আযাব) দেখে ফেলবে সেদিন (মনে করবে) যেন দিনের সামান্য সময় (পৃথিবীতে) অবস্থান করেছে। (এটা এক) চূড়ান্ত ঘোষণাঃ পাপিষ্ঠ জাতি ছাড়া আর কাউকে-ই (চিরতরে) ধ্বংস করা হবে না।

সবর পরিচিতিঃ সবর অর্থ অবিচল থাকা, দৃঢ় থাকা। আগত পরিস্তিতিতে নিজের ঈমান ও ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থাকার নাম সবর।

সূরাহ মুহাম্মাদ/সূরাহ আল-ক্বিতাল ৪৭ سورة محمد

মুহাম্মাদ অর্থ প্রশংসিত। আমাদের নবীর নাম মুহাম্মাদ সা. আর নবী সা. এর নামে এ সূরার নাম করণ করা হয়েছে সূরাহ মুহাম্মাদ। সূরাহটি মাদানী। সূরাহ হা'দীদের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরার অপর নাম আল-ক্বিতাল বা যুদ্ধ। এ সূরায় মোট আয়াত ৩৮টি।

বিঃ দ্রঃ- আল-কুরআনে অনেক নবী ও ব্যক্তির নামে সূরাহ আছে। যেমনঃ সূরাহ ইবরাহীম, সূরাহ ইউসুফ, সূরাহ ইউনুস, সূরাহ নূহ, সূরাহ হুদ, সূরাহ মারইয়াম, সূরাহ লুকমান, সূরাহ আ-ল ইমরান ইত্যাদি। এসব সূরায় ওই ব্যক্তির জীবন নিয়ে অল্প হলেও আলোচনা হয়েছে। এ বিবেচনায় সূরাহ মুহাম্মাদ ভিন্ন। সূরাহটি আমাদের নবীর নামে হলেও এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ এবং মুনাফিকদের কথা আলোচিত হয়েছে। তাই এ সূরার আরেক নাম সূরাহ আল-ক্বিতাল বা যুদ্ধের সূরাহ। এতে বুঝা যায়ঃ মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মতকে যুদ্ধ করে-ই টিকে থাকতে হবে আর এটা-ই স্বাভাবিক। কারণ মুহাম্মাদ সা. এর শারীয়া'হ দেশ ও জাতি গঠনের প্রতি খুব-ই গুরুত্ব আরোপ করেছে। আর দেশ ও জাতি গঠন এবং সুরক্ষার জন্য যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা নীতি অপরিহার্য। যেহেতু যুদ্ধে তথ্য আদান প্রদান ও ভিতরের শত্রুর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে এবং সাধারণত একাজটি করে থাকে জাতীয় বেইমান তথা মুনাফিকরা। তাই দেশ ও জাতির জন্য মুনাফিকরা খুব-ই মারাত্মক ও ভয়ংকর হয়ে থাকে। এ উম্মতের মুনাফিকরা জাতির অনেক ক্ষতি করবে। আল-কুরআনের অনেক আয়াত এবং রাসূল সাঃ এর অনেক হাদীছ থেকে এমন কথা-ই বুঝা যায়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল্লাহর পথে কোনো প্রকার বাধা বা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা কুফর

১. যারা কুফর করে এবং (লোকজনকে) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তাদের সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্যঃ অনেক মানুষ নিজেকে মুসলিম মনে করে, নামায রোজাসহ আনুষ্ঠানিক ইবাদাতসমূহও পালন করে। সাথে দ্বীন কায়েম এবং দ্বীন পালনের পথে নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করে, প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে যা কুফরের-ই নামান্তর। এ কাজটি বেশি করে থাকেন আমাদের সমাজের..

- ❖ এক শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতা, (সাধারণত তারা এ কাজটি করেন নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য)।
- ❖ এক শ্রেণীর গ্রাম্য মোড়ল (নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার জন্য)।
- ❖ আর এক শ্রেণীর হুজুর। (নিজেদের দলীয় আইডিয়লজি টিকিয়ে রাখার জন্য এবং নিজেদের বলয় ধরে বাখার জন্য)।

যারা এমন করে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। আখেরাতে জাহান্নাম তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়। তারা হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। পরকালে তাদের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। এমন কেউ মারা যাবার পর তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ اَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَ اَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ﴿٣﴾

ঈমান, সৎকর্ম এবং বাস্তব অনুশীলন

২. আর যারা ঈমান এনেছে (এবং ঈমানের সহিত) সৎকাজ করেছে এবং মুহাম্মাদের উপর যা নাযিল হয়েছে এতে ঈমান এনেছে (তথা বাস্তব জীবনে এটা মেনে চলেছে) আর আসলেই প্রভুর পক্ষ থেকে এটা-ই সঠিক; আল্লাহ তাদের পাপসমূহ মিটিয়ে দেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন।

৩. কারণঃ যারা কুফর করে তারা বাতিলের অনুকরণ করে আর যারা ঈমান আনে তারা প্রভু থেকে আগত সঠিক আদর্শের অনুকরণ করে। আল্লাহ মানুষের জন্য এভাবে-ই বর্ণনা করেন তাদের অবস্থা/অবস্থান।

জ্ঞাতব্যঃ কুফর দুই প্রকারঃ ইসলাম পরিপন্থী কুফর আর ঈমান পরিপন্থী কুফর। ইসলাম গ্রহণ না করা এক প্রকারের কুফর, এ কুফর ইসলাম পরিপন্থী কুফর। যারা এমন কুফর করে তাদের কাফির বলা হয়। আর ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও যারা কুফর করে এবং কুফরে জড়িয়ে পড়ে তাদের এ কুফর হলো ঈমান পরিপন্থী কুফর। যারা এমন কুফর করে তারা হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَ اِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۛ ذٰلِكَ وَ لَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾ سَيَهْدِيْهِمْ وَ يُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾

যুদ্ধে শত্রুকে আঘাতের পদ্ধতি, সর্বোত্তম মানবাধিকার এবং শহীদের মর্যাদা

৪. (মুঅমিনগণ! যুদ্ধকালে) যখন তোমরা কাফিরদের মোকাবিলা করবে তখন (তরবারি দিয়ে তাদের) গর্দানে আঘাত করবে (যেন এক আঘাতে-ই মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে যায়। আল-কুরআনের এ বাক্যটি মানবাধিকারের এক উজ্জ্বল নমুনা। যুদ্ধে তো শত্রুকে মারতে-ই হবে। তবে এক আঘাতে মৃত্যু নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে যাতে কষ্ট কম হয় এবং যথা সম্ভব সহজ মৃত্যু নিশ্চিত হয়। অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থায়ও শত্রুকে বারবার আঘাত করে কষ্ট দিতে বারণ করা হয়েছে।) আর তোমরা যখন তাদেরকে কাবু করে ফেলবে তখন শক্ত করে বেঁধে নিবে। তারপর (ইচ্ছা হলে) দয়া করবে (তথা এমনিতে-ই ছেড়ে দেবে) অথবা মুক্তিপণ আদায় করবে। (এ বিধান ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে) যতক্ষণ না যোদ্ধ তার অস্ত্র ফেলে দেবে (তথা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে,) এটা-ই (আল্লাহর বিধান।) আল্লাহ চাইলে (যুদ্ধ ছাড়াই) তাদের পরাজিত করতে পারতেন কিন্তু তিনি তোমাদের (মানুষদের) একদলকে অন্যদল দিয়ে

(মুঅমিনকে কাফির দিয়ে) পরীক্ষা করেন। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের আ'মাল তিনি নস্যাৎ করেন না।

৫-৬. বরং তিনি তাদেরকে (শহীদদেরকে) হেদায়াত করবেন (তথা গন্তব্যে পৌঁছে দেবেন) তাদের অবস্থাকে ভালো করে দেবেন এবং তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পরিচিতি তাদের দিয়েছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

আল্লাহর সাহায্য পাবার পূর্বশর্ত

৭. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (মন দিয়ে শুনো!) তোমরা যদি আল্লাহকে (আল্লাহর দ্বীনকে) সাহায্য কর তবে তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থানকে দৃঢ় করে দেবেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾

কুফর করলে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়

৮. আর যারা কুফর করে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যায় এবং তাদের সকল আ'মালকে তিনি ব্যর্থ করে দেন।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর ও শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম যদি কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়ে তবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। এমন লোক মারা গেলে তাদের জানাযায় শরীক হওয়া, তাদের জন্য দোয়া করা বা তাদের কবরে দাঁড়ানোও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾

যাদের আ'মাল নিস্ফল হয়ে যায়

৯. এর কারণঃ তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান পছন্দ করে না। তাই (তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এবং) তিনি তাদের সকল আ'মাল বরবাদ করে দেন।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর কোনো বিধান অপছন্দ করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ﴿١٠﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ﴿١١﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾

আল্লাহ মুমিনদের মাওলা আর কাফিরদের কোনো মাওলা নেই

১০-১১. তারা কি যমীনে ভ্রমণ করে না? (করলে) দেখতে পেত; (আল্লাহর বিধান অমান্য করার কারণে) পূর্ববর্তীদের কি পরিণতি হয়েছে। আল্লাহ তাদের উপর দিয়ে ধ্বংসলীলা চালিয়ে দিয়েছেন। আর (যুগে যুগে) কাফিরদের পরিণতি এমনই হয়ে থাকে। এর কারণ হলো আল্লাহ মুমিনদের মাওলা (সুরক্ষক) আর কাফিরদের কোনো মাওলা নেই।

১২. যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। পক্ষান্তরে যারা কুফর করে, ভোগ বিলাসিতায় মত্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত (হালাল হারাম সব) ভক্ষণ করে, তাদের আবাস হলো জাহান্নাম।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْٓ اَخْرَجَتْكَ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

যারা মুসলিমদের সহ্য করতে পারে না তাদের ধ্বংস অবধারিত

১৩. (হে নবী!) যে নগরবাসী তোমাকে (মক্কাহ থেকে) বের করে দিয়েছে (তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়েগেছে। আর এমন পাপের কারণে) অতীতে এরচেয়ে অধিক শক্তিশালী অনেক নগরবাসীকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। তখন তাদেরকে সাহায্য করার মত কেউ ছিল না।

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ﴿١٤﴾

আল্লাহ থেকে আগত দলীল বনাম মনগড়া উক্তি

১৪. যে ব্যক্তি তার প্রভু থেকে আগত সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ মেনে চলে; সে কি ওই ব্যক্তির সমান যার মন্দ কাজকে শোভিত করে দেওয়া হয়, ফলে সে "আহওয়া" (মানব রচিত নানা প্রকার দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, বিধান ও তরিকা) মেনে চলে?

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আহওয়া শব্দটি হাওয়া শব্দের বহুবচন। হাওয়া অর্থ মানব প্রবৃত্তি, মানবরচিত ও মনগড়া। আল্লাহর বিধানের বিপরীতে যত আদর্শ, দর্শন, মতবাদ, নীতিমালা বা তরিকা আছে এ সবকে একত্রে বলা হয় "হাওয়া"।

রাজনীতির নামে/সমাজনীতির নামে/অর্থনীতির নামে/ধর্মের নামে অথবা মসলক বা মিনহাজের নামে তথা যে নামে-ই হোক না কেন আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত বা মনগড়া বিধান মেনে চলা কুফর। যারা এমন করে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম এমন করলে সে আর মুমিন থাকে না বরং মুনাফিক হয়ে যায়। মুনাফিক পরকালে চির জাহান্নামী হবে এবং জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া অথবা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۭ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّاۗءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۭ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۭ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَاۗءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاۗءَهُمْ ﴿١٥﴾

মুত্তাক্বীদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের কিছু নমুনা

১৫. মুত্তাক্বীদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের বর্ণনা হচ্ছেঃ তাতে আছে স্বচ্ছ পানির নহর, যে পানি কখনো নষ্ট হবে না। আছে দুধের নহর, যার স্বাদ সদা অপরিবর্তিত থাকবে। আছে মদের নহর, যা পানকারীদের উপভোগ আরও বাড়িয়ে তুলবে। আছে পরিচ্ছন্ন মধুর নহর। আর সেখানে রয়েছে সকল প্রকার ফলমূল এবং আল্লাহর মাগফিরাত। (যে ব্যক্তি আল্লাহর জান্নাতে স্থান পাবে, সে) আর ওই ব্যক্তি কি সমান? যে চিরতরে জাহান্নামী হবে, যাদেরকে পান করানো হবে ফুটন্ত পানি, যার উত্তাপে তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে?

তাক্বওয়া ও মুত্তাক্বী পরিচিতিঃ মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে তাক্বওয়া থেকে আর তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করলো তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এ তাক্বওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা কুফর শিরকে জড়িয়ে গেলে তার ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে চির জাহান্নামী মুনাফিক হয়ে যাবে।

আবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কাবীরাহ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই এতটুকু তাক্বওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণ তাক্বওয়াঃ অর্থাৎ ছোটবড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহ-ই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এ তাক্বওয়ার অধিকারী করতে পারেন।

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰۤى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ اٰنِفًا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ اتَّبَعُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّ اٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ﴿١٧﴾

মুনাফিকদের একটি বদ-স্বভাব এবং তাক্বওয়া হাসিলের পথ

১৬. (হে নবী! সাবধান থেকো!) কিছু মানুষ এমন আছে যারা (তাদের জীবনটাকে অভিনয় ও তামাশায় পরিণত করেছে। তারা আসলে মুনাফিক। তারা তোমার কাছে বসে) তোমার কথা শুনে আর (তোমার মজলিস থেকে) বেরিয়ে গিয়ে জ্ঞানীদেরকে (মুঅমিনদেরকে) বলেঃ এইমাত্র তিনি কি জানি বলেছেন..? এরা হলো ওইসব লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন, ফলে তারা "আহওয়া" (মনগড়া আদর্শ, দর্শন, তরিকা, নীতিমালা ও পথ) মেনে চলে। (আহওয়া সম্পর্কে জানতে একটু উপরে ১৪তম আয়াত দেখে নিন।)

১৭. পক্ষান্তরে যারা হেদায়াতের পথে চলে (তোমার কথা শুনে) তাদের হেদায়াত আরও বেড়ে যায় এবং তখন তাদের কাছে তাক্বওয়া এসে যায়। (রাসূল সা. এর অনুকরণ-ই তাক্বওয়া হাসিলের সবচেয়ে উত্তম পথ।)

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ﴿١٨﴾

হে মানুষ! সময় থাকতে ভালো হয়ে যাও, সময় চলে গেলে আর কোনো উপায় থাকবে না

১৮. তারা (কাফির ও মুনাফিকরা) কি সময়ের অপেক্ষা করছে..? সময় (কিয়ামত) হঠাৎ চলে আসবে। আর এর কিছু আলামত তো এসে-ই গেছে। (তারা এখন আল্লাহর দ্বীন মেনে চলছে না) সময় (মৃত্যু /কিয়ামত) এসে গেলে মেনে নিয়ে কি লাভ হবে ?

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾

সদাসর্বদা ইস্তিগফার করতে হবে

১৯. সুতরাং জেনে রাখো! আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর (হে নবী!) তুমি নিজের দোষ ত্রুটির জন্য এবং মুঅমিন নর-নারীর জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর (হে মানব ও দানব! শোনো! দুনিয়ার জীবনে) তোমাদের গতিবিধি এবং (আখেরাতে) তোমাদের স্থায়ী আবাসনের ব্যাপারে আল্লাহ খুব অবগত।

وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّ ذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ﴿٢٠﴾ طَاعَةٌ وَّ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۫ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۫ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْۤا اَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَ اَعْمٰۤى اَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

যুদ্ধ বিমুখ জাতির ধ্বংস অনিবার্য এবং যুদ্ধ বিমুখ মুসলিম মুনাফিক হয়ে যায়

২০. যারা ঈমান এনেছে তারা বলেঃ কোনো সূরাহ নাযিল হয় না কেন? আর যখন বিধান সম্বলিত কোনো সূরাহ নাযিল হয় এবং তাতে যুদ্ধের বিধান উল্লেখ থাকে তখন দেখবে রুগ্ন মনের লোকেরা এমনভাবে তোমার দিকে চেয়ে থাকবে যেন মৃত্যু তাকে চেপে ধরেছে। ফলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যায় (যুদ্ধ বিমুখ জাতির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যায়)।

২১. (কিন্তু তাদের জন্য উত্তম ছিল আল্লাহর কিতাবের) আনুগত্য করা এবং নিয়মতান্ত্রিক কথা বলা। আর (যুদ্ধের) বিষয়টি যখন চূড়ান্ত হয়ে যায় তখন তারা যদি আল্লাহর সাথে কৃত (আনুগত্যের) অঙ্গীকার পূর্ণ করত তবে এটা-ই তাদের জন্য কল্যাণকর হত।

২২. (হে মানুষ! তোমরা যদি যুদ্ধ বিমুখ ভীরু ও কাপুরুষ হয়ে যাও তবে) তোমাদের থেকে আর কি প্রত্যাশা করা যায়? তখন শাসন ক্ষমতা পেলে তোমরা (ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখতে পারবে না বরং) যমীনে ফাসাদ করবে, আত্মীয়তা ছিন্ন করবে। (কারণ যুদ্ধ বিমুখ জাতি ভীতু হয়। আর ভীতুরা ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখতে পারে না। ভীতুরা অত্যাচারী ও অবিচারী হয়।)

জ্ঞাতব্যঃ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ সৃষ্টি সমাপ্ত করার পর "রাহম" (আত্মীয়তার সম্পর্ক) রাহমানের কোমর জড়িয়ে ধরলো। আল্লাহ বললেনঃ থামো। রাহম বললঃ ছিন্নকারীদের থেকে প্রতিরক্ষার জন্য এখানে এসেছি। আল্লাহ বললেনঃ যে ব্যক্তি তোমাকে টিকিয়ে রাখবে আমি তার সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখব আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব। তুমি খুশী? রাহম বললঃ জি, হে রাব্ব! আল্লাহ বললেনঃ তবে এটা-ই সিদ্ধান্ত। (হাদীছটি বলার পর আবু হুরাইরাহ বললেনঃ চাইলে উক্ত আয়াতটি পড়ে নাও) (বুখারীঃ ৪৪৬৭, ৪৪৬৮, ৪৪৬৯)

২৩. যারা এমন হয়ে যায় আল্লাহ তাদের লা'নত করেন, তাদের বধীর করে দেন, তাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দেন।

লা'নত পরিচিতিঃ মহান আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত থেকে চিরতরে বঞ্চিত করাকে লা'নত বলা হয়। আল্লাহর লানতের প্রভাবে দুনিয়ায় মানুষ হেদায়াত বঞ্চিত হয় আর আখেরাতে হয় জান্নাত থেকে বঞ্চিত।

জ্ঞাতব্যঃ যুদ্ধ বিমুখ জাতি অভিশপ্ত, তারা অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। তাদের সৎসাহস কমে যায়। ফলে তারা সত্য দেখে না, সত্য শুনে না, সত্য বলতে পারে না।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর করতে হবে

২৪. তারা কি কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর (চিন্তা গবেষণা) করে না? না কি তাদের অন্তরকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে?

তাদাব্বুর পরিচিতিঃ তাদাব্বুর হলোঃ আল-কুরআনকে এমনভাবে অধ্যয়ন করা যাতে এর মর্ম অনুধাবন করা যায়, বাস্তব জীবনে মেনে চলা যায় এবং সাধারণ মানুষের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা যায় যেন বাস্তব জীবনে মেনে চলা তাদের জন্য সহজ হয়।

জ্ঞাতব্যঃ যারা কুরআন অধ্যায়ন করে, বাস্তব জীবনে কুরআনের বিধান মেনে চলে তারা-ই মুঅমিন। মুঅমিন কখনো যুদ্ধ বিমুখ হতে পারে না। যুদ্ধ বিমুখ মানুষ মুনাফিক হয়ে যায়। পাপ করতে করতে এক সময় মানুষের অন্তরের অনুভূতি বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন সে কুরআন পড়ে কিন্তু অনুধাবন করতে পারে না। (তাদাব্বুর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ৩৮ স্বোয়াদঃ ২৯)

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ۖ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

নীতি ও আদর্শের ক্ষেত্রে কাফিরদের অনুকরণ করাও কুফর

২৫. হেদায়াত সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যারা (আল্লাহর বিধান থেকে) পিছন ফিরে যায়, শয়তান তাদের

মন্দকে শোভিত করে দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা প্রলোভন দেয়। (দ্বীন বিমুখ লোকেরা শয়তানের তাসের গুটি হয়ে মিথ্যা ছায়ার পিছে ঘুরে)

২৬. এর কারণ হলো যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান পছন্দ করে না (অর্থাৎ যারা মুনাফিক) এরা তাদেরকে (কাফিরদেরকে) বলেঃ কিছু ব্যাপারে আমরা তোমাদের আনুগত্য করব। (তবে হে নবী! তুমি চিন্তা করো না) তাদের গোপন অভিসন্ধির ব্যাপারে আল্লাহ অবগত।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ যে মুসলিম শারীয়া'হর বাইরে গিয়ে কাফিরের আনুগত্য করে সে মুনাফিক হয়ে যায়। তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়।

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ اَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَ كَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

আল্লাহর পছন্দের কোনো বিষয়কে অপছন্দ করা কুফর

২৭-২৮. কেমন হবে? ফিরিস্তা যখন মুখে ও পাছায় আঘাত করে করে তাদের মৃত্যু ঘটাবে। কারণ তারা এমন সব বিষয় মেনে নিয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন না আর আল্লাহ যা পছন্দ করেন তারা এসব পছন্দ করে না। ফলে আল্লাহ তাদের সকল আ'মাল নস্যাৎ করেদেন।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ যে ব্যক্তি মুসলিম হয়েও আল্লাহর বিধান পছন্দ করে না বা জীবনের কোনো (নৈতিক, আদর্শিক, বিধানগত) ক্ষেত্রে কাফিরদের আনুগত্য করে, সে মুনাফিক। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾ وَ لَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾

মুনাফিকদের পরিচয় ও তালিকা

২৯. যাদের অন্তর (মুনাফিকীর রোগে) রোগাক্রান্ত তারা কি মনে করে; তাদের "আদ্বগান" (অন্তরের হিংসা বিদ্বেষ, ঘৃণা) আল্লাহ প্রকাশ করবেন না? (মুসলিমদের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা রাখা মুনাফিকী।)

৩০. আমরা ইচ্ছা করলে তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারবো যে তারা কারা, তখন তাদেরকে দেখে-ই তুমি চিনতে পারবে। (কিন্তু আমরা তোমাকে দেখিয়ে দিলাম না, তবুও) কথার ধরণে-ই তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে। তাদের কাজ কর্মের ব্যাপারে আল্লাহ অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ রাসূল সাঃ মুনাফিকদের চিনতেন। তিনি হুযাইফাহ রাঃকে এদের তালিকা বলে গিয়েছিলেন। এদের কেউ মারা গেলে হুযাইফাহ রাঃ জানাযায় শরীক হতেন না। কারণ মুনাফিকদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ ৯/৮৪)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا۟ اَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَ سَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾

জিহাদ বিমুখ মুসলিম মুনাফিক হয়ে যায়

৩১. (হে মুঅমিনগণ! মন দিয়ে শুনো!) আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না প্রকাশ করব তোমাদের কোন কোন ব্যক্তি (দ্বীনের উপর) অবিচল থেকে (আল্লাহর পথে) জিহাদ করে এবং প্রকাশ করব তোমাদের (আসল) অবস্থা।

৩২. (আর জেনে রেখো!) হেদায়াত সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যে বা যারা কুফর করবে, (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং রাসূলের বিরোধিতা করবে তারা আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না বরং আল্লাহ তাদের (ঈমান বিনষ্ট হয়ে) সকল আ'মাল নিষ্ফল করে দেবেন।

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াতটি মুনাফিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলিম হয়েও দ্বীন কায়েমে, দ্বীন পালনে, দ্বীনি শিক্ষা বা দ্বীনের প্রচারে বাঁধার সৃষ্টি করে অথবা এসব কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে বা অন্য কোনো ভাবে কুফর শিরকে জড়িয়ে পড়ে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। পরকালে তারা কিছু-ই পাবে না এবং তাদের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

আনুগত্য

৩৩. ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো রাসূলের আর (আনুগত্য বিমুখ হয়ে) নিজেদের আ'মালকে বরবাদ করে দিও না।

আনুগত্য পরিচিতিঃ শারীয়াহ আইনের মূল বিষয় আনুগত্য। কারো বৈধ আদেশ বা নিষেধ মেনে চলার নাম আনুগত্য। আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর, রাসূলের এবং কর্তা ব্যক্তিদের। তারমধ্যে..

- ❖ আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন, যে আনুগত্যের মূলভিত্তি দাসত্ব। সুতরাং আল্লাহর সকল আদেশ-ই বৈধ এবং সকল আদেশ-ই মেনে চলতে হবে।
- ❖ রাসূলের আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৬৪) তাই আল্লাহর কুরআনের বিপরীতে রাসূলের হাদীছ মানা হয় না।
- ❖ আর কর্তাব্যক্তিদের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া মূলনীতির আওতাধীন থেকে। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৫৯)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾

কুফুর অবস্থায় মারা গেলে ক্ষমার কোনো সম্ভাবনা-ই নেই

৩৪. যারা কুফর করে, আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) ফিরিয়ে রাখে এবং কুফর অবস্থায় মারা যায়; আল্লাহ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না।

জ্ঞাতব্যঃ কোনো মুসলিম যদি কুফর করে এবং তাওবাহ না করে মারা যায় তবে সে ক্ষমার অযোগ্য। কারণ

ইসলাম গ্রহণের পর কুফর করলে মানুষ মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়। মুনাফিকের জানাযা পড়া এবং তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

মুসলিমরা সর্বদা-ই সাহসী হয়

৩৫. সুতরাং (হে মুসলিমগণ! কাফিরদের মোকাবিলায়) তোমরা হীনবল হবে না আর সন্ধির প্রস্তাব করবে না। তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। আর (কুফর, শিরক বা আমল বিনষ্টকারী কোনো কাজ না করলে) তিনি তোমাদের আ'মালকে নিষ্ফল করবেন না।

জ্ঞাতব্যঃ অনেক আয়াতে বলা হয়েছে "আল্লাহ আমলকে নিষ্ফল করেন না" আর অনেক জাগায় বলা হয়েছে "সকল আ'মালই নিষ্ফল করে দেন" এর মানে হচ্ছেঃ যারা মুঅমিন তাদের আ'মাল নিষ্ফল করবেন না আর যারা ঈমান আনা সত্ত্বেও কুফর বা শিরক করে মুনাফিক হয়ে যাবে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে, তাদের সকল আ'মাল বরবাদ ও নিষ্ফল হয়ে যাবে।

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾ هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

আল্লাহ আমাদের থেকে কী চান

৩৬. দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। তোমরা যদি ঈমান আনো এবং তাক্বওয়া অর্জন করো তবে তিনি তোমাদেরকে নিজ নিজ কাজের প্রতিদান দেবেন। (মনে রেখো!) তিনি তোমাদের সম্পদ চান না। (তিনি শুধু চান তোমাদের ঈমান ও তাক্বওয়া। উল্লেখ্য আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া)

৩৭. তিনি যদি তোমাদের সম্পদ চাইতেন এবং এজন্য তোমাদেরকে চাপ দিতেন তবে তোমরা কার্পণ্য করতে (কারণ এটা হলো তোমাদের স্বভাব।) আর তিনি তখন তোমাদের বিচ্যুতি প্রকাশ করে দিতেন।

৩৮. তোমরা তো এমন লোক; আল্লাহর পথে খরচ করতে আহ্বান করা হলে তোমাদের অনেকেই কার্পণ্য করে। (মনে রেখো!) যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) কার্পণ্য করলো সে নিজের কল্যাণেই কার্পণ্য করলো। আল্লাহ অভাবমুক্ত আর তোমরা অভাবগ্রস্থ। তোমরা (দ্বীনি কাজ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলে তিনি (তার দ্বীনের জন্য) অন্য জাতিকে বেছে নেবেন যারা তোমাদের মত হবে না।

সূরাহ আল-ফাতহ ৪৮ سورة الفتح

ফাতহ অর্থ উন্মুক্ত করা, খুলে দেওয়া, বিজয় অর্জন করা। শব্দটি এখানে বিজয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সুরায় হুদাইবিয়ার সন্ধিকে মহাবিজয়ের পূর্বাভাস ঘোষণা করে মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সূরাহটি মাদানী। সূরাহ জুমুয়া'হর পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ২৯টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ﴿١﴾ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢﴾ وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۗ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٤﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

পটভূমিঃ একদা রাসূল সাঃ স্বপ্নে দেখলেনঃ তিনি সাহাবাদের নিয়ে মাসজিদ হারামে প্রবেশ করছেন। এবং (উমরাহ সম্পন্ন করে) সাহাবাদের কেউ মাথা মুন্ডিয়েছেন আর কেউ চুল কেটেছেন। রাসূল সাঃ এর স্বপ্ন শুনে সাহাবাগণ খুশী হলেন। সিদ্ধান্ত হলো রাসূল সাঃ মুসলিমদের নিয়ে উমরাহ পালন করতে মক্কাহ যাবেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর যিল-ক্বাইদাহ মাসে তিনি ১হাজার ৪শত (মতান্তরে ১৫০০) সাহাবা নিয়ে উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কিন্তু মক্কার নিকটে হুদাইবিয়াহ নামক কূপের কাছে মুশরিকরা বাঁধা দিল। তারা মুসলিমদেরকে মক্কাহ প্রবেশ করতে দিল না। রাসূল সাঃ তাদের সাথে আলোচনা করে ১০বছর মেয়াদী শান্তি চুক্তি সম্পাদন করলেন। ইতিহাসে যা হুদাইবিয়াহ সন্ধি নামে খ্যাত। চুক্তির শর্ত মোতাবেক রাসূল সাঃ উমরাহ না করে-ই মদীনাহ ফিরে গেলেন এবং পরের বছর এ উমরাহ পালন করলেন। হুদাইবিয়াহ সন্ধির কয়েকটি বিষয় বাহ্যত মুসলিমদের জন্য অপমানকর ছিল। যেমনঃ

- সন্ধির পক্ষ হিসেবে রাসূল সাঃ লিখিয়ে ছিলেন "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কিন্তু মক্কার নেতারা এতে আপত্তি করে বললঃ তোমাকে "রাসূলুল্লাহ" মেনে নিলে আর বিরোধ কিসের? তাই রাসূলুল্লাহ না লিখে লেখ "মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ"। এ কথার উপর সাহাবাদের চরম আপত্তি ছিল। রাসূল সাঃ তার লেখক আলী রাঃকে বলেছিলেনঃ রাসূলুল্লাহ কেটে বিন আব্দুলাহ লিখে দাও। আলী রাঃ বলে ছিলেনঃ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
- চুক্তির একটি শর্ত ছিল মক্কার কোনো মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় চলে গেলে রাসূল সাঃ তাকে আশ্রয় দিতে পারবেন না কিন্তু কোনো মুসলিম মুরতাদ হয়ে মদীনাহ থেকে মক্কাহ এলে তারা তাকে আশ্রয় দেবে। ইত্যাদি।

এসব কারণে অনেক মুসলিম এ চুক্তিতে খুশী ছিলেন না। কিন্তু আসলে এতে মুসলিম জাতি এবং ইসলামী সরকারের জন্য অনেক কল্যাণ নিহিত ছিল। চুক্তি সম্পাদন করে ফিরার পথে সূরাহ ফাতহ নাযিল হয়েছে।

যাতে হুদাইবিয়াহর কৌশলগত চুক্তিকে "ফাতহু-ম-মুবীন" তথা চূড়ান্ত বিজয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলাম রাঃ বলেনঃ এক (হুদাইবিয়াহর) অভিযানে রাসূল সাঃ রাতে সফররত ছিলেন। উমার বিন খাত্তাব রাঃ সঙ্গে ছিলেন। উমার কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করলে রাসূল সাঃ উত্তর দিলেন না। উমার আবার প্রশ্ন করলেন, রাসূল সাঃ উত্তর দিলেন না। উমার আবার প্রশ্ন করলেন, রাসূল সাঃ এবারও উত্তর দিলেন না। উমার রাঃ (নিজেকে তিরস্কার

করে) বললেনঃ উমার! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। তুমি আল্লাহর রাসূলকে তিন বার বিরক্ত করলে? তিনি একবারও তোমার কথার উত্তর দিলেন না। উমার বলেনঃ আমি আমার উট হাঁকালাম, (রাসূল থেকে অনেক দূরে) কাফেলার অগ্রভাগে চলে গেলাম এবং আশংকা করলামঃ হয়ত আমার ব্যাপারে কুরআন নাযিল হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর শুনতে পেলামঃ কে আমাকে ডাকছে, আমার ভয় হলোঃ হয়ত আমার ব্যাপারে কুরআন নাযিল হয়ে গেছে। আমি কাছে এসে সালাম করলাম। রাসূল সাঃ বললেনঃ আজ রাতে আমার উপর একটি সূরাহ নাযিল হয়েছে, যা আমার কাছে দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম। তারপর তিলাওয়াত করলেনঃ ইন্না ফাতাহনা.. (বুখারীঃ ৪৪৭০)

রাসূল সাঃ সূরাহটি পড়ে শুনানোর পর কেউ কেউ প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি বিজয়? রাসূল সাঃ বললেনঃ অবশ্যই, ওই সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার জীবন, এটা অবশ্যই বিজয়।

হুদাইবিয়াহ সন্ধি বিনা যুদ্ধে এমন এক মহাবিজয় এনেদিল যা যুদ্ধ করেও অর্জন করা কঠিন। এ চুক্তির মাধ্যমে রাসূল সাঃ ইসলামের প্রধান এবং ক্ষমতাধর শত্রু থেকে নিরাপদ হন এবং মদীনাহ গিয়েই গাদ্দার ইয়াহুদীদের প্রতি মনোনিবেশ করেন। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে খাইবার এলাকা থেকে তাদের বিতাড়িত করা হয় এবং খাইবারের সম্পদ হুদাইবিয়াহর বাইয়া'তে (শপথে) অংশ গ্রহণকারী সাহাবাদের মাঝে বিতরণ করা হয়। (দেখুন তাফসীর কুরতুবী এবং সীরাতের কিতাব সমূহ)

সুস্পষ্ট বিজয়

১-৩. (হুদাইবিয়াহ সন্ধির মাধ্যমে) আমি তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়। (তোমাকে এ বিজয় দেয়া হচ্ছে..)

- তোমার অতীত ভবিষ্যত সকল ভুলভ্রান্তি মাফ করে দিতে,
- তোমার উপর আল্লাহর নিয়ামতকে (শারীয়া'হ ও দ্বীন কায়েমের মহান দায়িত্বকে) পূর্ণতা দিতে,
- তোমাকে (প্রেরণের লক্ষ্য উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করার এবং ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত করার জন্য) সঠিক পথে পরিচালিত করতে
- এবং (এ পথে) তোমাকে বলিষ্ঠভাবে সাহায্য করতে (এক কথায় তোমার মিশনকে পরিপূর্ণ সফলতা দিতে)

৪. আল্লাহ মুঅমিনদের মনে প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছেন (তাই বাহ্যত অপমান মনে করলেও তারা এ চুক্তি মেনে নিয়েছে) যেন এতে তাদের ঈমান আরও বেড়ে যায়। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সকল বাহিনীর সার্বিক মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী।

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াত থেকে বুঝা যায়ঃ আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে হলে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন,

- আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ একদল যোদ্ধা মুঅমিন (যারা আমাদের থেকেই তৈরি হবে)
- যোদ্ধাদের মনের প্রশান্তি, (যা আল্লাহ থেকে আসবে)
- যোদ্ধাদের মজবুত ঈমান (যে জন্য কঠোর সাধনা করতে হবে এবং আল্লাহ ও রাসূলের তথা কুরআন ও সুন্নাহর আনুগত্য করতে হবে।) এ তিনটি গুণের অধিকারী হতে পারলে আল্লাহ বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবেন। ইন শা-আল্লাহ।

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ
وَ كَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿۵﴾

জান্নাতের দিকে ছুটে চলা-ই মহাসাফল্য

৫. মুঅমিন পুরুষ এবং মুঅমিনাহ নারীকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তিনি তাদের পাপসমূহ মিটিয়ে দেবেন। আর আল্লাহর কাছে এটা-ই হলো মহাসাফল্য। (জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহর রহমত ও জান্নাত অর্জন। তাই সফলতার একমাত্র পথ জান্নাতের দিকে ছুটে চলা।)

وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٦﴾

মুনাফিকরা পরকালে মুশরিকদের পরিণতি ভোগ করবে

৬. আর মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ, মুশরিক নারী, যারা আল্লাহ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করে; আল্লাহ তাদেরকে আযাব দেবেন, কালের মন্দচক্র তাদের উপর আবর্তিত হবে, আল্লাহ তাদের উপর গুস্বা হবেন, তাদের লা'নত করবেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করবেন জাহান্নাম। আর এটা হলো নিকৃষ্টতম আবাস।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ বাহ্যত মুসলিম হওয়া স্বত্ত্বেও মুনাফিকরা যেহেতু নিজেকে কুফর বা শিরকে জড়িয়ে ফেলে তাই তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত তালিকায় তারা কাফির ও মুশরিক হিসেবেই গণ্য হয়। আর এজন্যই পরকালে তারা কাফির ও মুশরিকদের পরিণতি ভোগ করবে। তবে মুসলিম হিসেবে প্রতারণা করার জন্য তাদেরকে ফেলা হবে জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে।

وَ لِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٧﴾

আকাশ ও পৃথিবীর একক সার্বভৌমত্ব শুধু-ই আল্লাহর

৭. আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সকল বাহিনীর সার্বিক মালিকানা আল্লাহর। আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার হয়ে থাকে। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হচ্ছে বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- ❖ যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম।

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ ؕ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ﴿٩﴾

রাসূল সা. এর দায়িত্ব

৮. (হে নবী!) আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী হিসেবে।

৯. (হে মুসলিমগণ! আমি তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি) যেন তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনো (তথা আল্লাহ ও রাসূলকে মেনে চলো, আর শুনো!) তোমরা রাসূলকে সাহায্য করবে, সম্মান করবে এবং সকাল-সন্ধ্যা (তথা সদাসর্বদা) আল্লাহর তাসবীহ (মহত্ব বর্ণনা) করবে।

জ্ঞাতব্যঃ যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি আর মুসলিম হয়েও যারা বাস্তব জীবনে কুরআনের বিধান মেনে চলে না; হাশরের মাঠে রাসূল সাঃ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন, অভিযোগ করবেন, বলবেনঃ হে প্রভু! আমার জাতি এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য করে রেখেছিল। (দেখুনঃ সূরাহ ফুরক্বানঃ ৩০)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۚ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

বাইয়া'ত রিদ্বওয়ান

১০. (হে নবী! হুদাইবিয়ার প্রান্তরে) যারা তোমার হাতে বাইয়া'হ (আনুগত্যের শপথ) করেছে তারা আসলে আল্লাহর হাতেই বাইয়া'হ করেছে। তখন তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত ছিল। সুতরাং কেউ যদি এ শপথ ভঙ্গ করে তবে এর পরিণতি ভোগ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কৃত শপথ পূর্ণ করবে আল্লাহ তাকে মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন।

জ্ঞাতব্যঃ হুদাইবিয়াহ সন্ধির এক পর্যায়ে রাসূল সাঃ সাহাবাদের থেকে আনুগত্যের শপথ নিয়ে ছিলেন। শপথটি ছিল আমৃত্যু যুদ্ধ করার জন্য। শপথটি একটি গাছের তলে সংগঠিত হয়েছিল। এ শপথের পর আল্লাহ শপথকারীদের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে আয়াত নাযিল করেছেন। আর এ জন্য-ই এ শপথকে "বাইয়া'তু রিদ্বওয়ান" (সন্তুষ্টির শপথ) বলা হয়। (আমাদের দেশে উর্দু উচ্চারণে বলা হয় "বায়াতে রিজওয়ান" এ সম্পর্কে বিস্তারিত সামনে ১৮তম আয়াতে আসছে)

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۖ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾

যুদ্ধ থেকে বাঁচতে মুনাফিকদের মিথ্যা বাহানা

পটভূমিঃ ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়্যাল মাসে রাসূল সাঃ বানী-মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন এবং যি-ল-ক্বাইদাহ মাসে-ই উমরাহ করতে রওয়ানা হন। রাসূল সাঃ এর সাথে মক্কাহবাসীর সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ ছিল না এবং ইতিমধ্যে-ই মক্কাবাসী এবং মুহাম্মাদ সা. এর সাথে বদর, অহুদ, খন্দকসহ বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে আর এতে তাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। তাই রাসূল সাঃ বা মুসলিমদের জন্য উমরাহ করা মোটে-ই নিরাপদ ছিল না। এতে জানমালের ঝুঁকি ছিল অত্যন্ত বেশী। এমন ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও রাসূল সাঃ উমরার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং রওয়ানা দিলেন।

এ সফরে প্রায় দেড় হাজার মানুষ রাসূল সাঃ এর সঙ্গে ছিলেন। তবে মদীনার আশপাশের অনেক বেদুইন, মদীনার মুনাফিক এবং দুর্বল ঈমানের লোকেরা এ অভিযানে শরীক হয়নি। তারা ভেবেছেঃ অভিযান অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এবং এতে সম্পদ লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। তারা আরও ভেবেছেঃ এ সফরে রাসূল সাঃ এবং মুসলিমগণ থাকবেন ইহরাম অবস্থায়। আর (ইহরাম অবস্থায় যুদ্ধ করা নিষেধ) এ সুযোগে মুশরিকরা আক্রমণ করে সবাইকে শেষ করে দেবে ইত্যাদি নানা ভয় ও কুধারণার কারণে তারা এ অভিযান থেকে বিরত ছিল।

কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই ঘটেনি। রাসূল সাঃ এবং মুসলিমগণ নিরাপদে ফিরে আসেন এবং খাইবারের বিপুল সম্পদ সাহাবাদের মাঝে বণ্ঠন করে দেয়া হয়। এতে তাদের আফসোস বেড়ে যায় এবং তারা অভিযানে না গিয়েও গানিমাতের অংশ দাবী করে। এমন লোকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে...

১১. (হুদাইবিয়াহ অভিযান থেকে) পিছনে থাকা বেদুইনরা বলবেঃ সম্পদ ও পরিবার নিয়ে ব্যস্ততার কারণে আমরা এ অভিযানে যেতে পারিনি, এজন্য আমাদের ক্ষমা করে দিন। আসলে তাদের মুখে এক, অন্তরে ভিন্ন। বলে দাওঃ আল্লাহ যদি তোমাদের অনিষ্ট করতে চান অথবা কল্যাণ করতে চান তবে এতে বাধা দেওয়ার কে আছে? (বাহানা বানিও না) আল্লাহ খবর রাখেনঃ তোমাদের সকল কাজের।

১২. (আসলে এসব-ই মুনাফিকদের বাহানা। তাই তাদেরকে বলে দাও) তোমরা ভেবেছিলেঃ রাসূল ও মুঅমিনগণ আর ফিরে আসবে না (বরং কাফিররা তাদের মেরে ফেলবে।) আর তোমাদের অন্তরে এমন ধারণাকে শোভিত করে দেয়া হয়েছে। তোমরা কুধারণা করেছ, তোমরা বদের দল।

১৩. (জেনে রাখো!) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনবে না (তথা আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শ মেনে চলবে না সে জেনে রাখুক) আমরা কাফিরদের জন্য তৈরি রেখেছি প্রজ্জলিত আগুন।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ নানা বাহানায় যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা মুনাফিকের স্বভাব। মুনাফিকরা চির জাহান্নামী। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করাও যাবে না এবং মুনাফিক মারা যাবার পর তাদের জানাযায় শরীক হওয়া, তাদের জন্য দোয়া করা, এমনকি তাদের কবরে দাঁড়ানোও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٤﴾

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং ফাসিকদের অবস্থা

১৪. আসমানসমূহ এবং যমীনের সার্বিক মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন আর যাকে ইচ্ছা আযাব দেবেন। (পরকালে এমন অবস্থায় পড়বে ফাসিক শ্রেণীর মুসলিমরা। আল্লাহ এদের যাকে খুশী মাফ করে দেবেন আর যাকে ইচ্ছা জাহান্নামে আযাব দেবেন। তবে ফাসিকরা জাহান্নামে গেলেও চির জাহান্নামী হবে না। যে মুসলিম কবীরাহ গোনাহ করেছে কিন্তু কুফর শিরক করেনি তাকে ফাসিক বলা হয়।) আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল দয়াময়। (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাঃ ৪)

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ؕ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥﴾

মুনাফিকরা নিজের স্বার্থে আল্লাহর আইনকে বদলে দিতে চায়

১৫. (হে নবী!) তোমরা যখন (খাইবারের) গাণিমত নিয়ে (মদীনায়) ফিরে যাবে তখন (হুদাইবিয়ার অভিযান থেকে) পিছনে থাকা লোকজন এর অংশ দাবি করে বলবেঃ (আমাদের অংশ দাও। ভবিষ্যত অভিযানে) আমরা তোমাদের সঙ্গী হব। (অথচ আল্লাহর বিধান হলোঃ অভিযানে না গিয়ে গাণিমত পাওয়া যায় না।) তারা (নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থে) আল্লাহর বিধান বদলে ফেলতে চায়। সুতরাং বলে দাওঃ আল্লাহ আগ থেকে-ই জানিয়ে দিয়েছেন "তোমরা আমাদের সঙ্গী হবে না"। তখন তারা বলবেঃ "তোমরা আমাদের সাথে হিংসা করছো" (তাই গাণিমত দিচ্ছ না।) আসলে তারা (নিজেদের স্বার্থে অন্ধ তাই আসল বিষয়) খুব কম-ই বুঝে।

জ্ঞাতব্যঃ মুনাফিকরা দ্বীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়, দুনিয়ার স্বার্থে দ্বীনকে ব্যবহার করে, আইন বিধান ও নিয়ম না বুঝে শুধু স্বার্থ হাসিল করতে চায়।

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦﴾ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٧﴾

যুদ্ধ, আনুগত্য ও পরীক্ষা

১৬. (হে নবী! হুদাইবিয়াহ অভিযানে) পিছিয়ে থাকা বেদুইনদেরকে বলে দাওঃ অচিরে-ই তোমাদেরকে ডাকা হবে এক শক্তিশালী জাতির বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করার জন্য।) হয় তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে নতুবা তারা আত্মসমর্পণ করবে। তখন যদি (যুদ্ধে যোগ দিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের) আনুগত্য করো তবে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর যদি তখনো পিছিয়ে থাকো যেমন এখন থেকেছ তবে তিনি তোমাদেরকে দেবেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

১৭. তবে (যুদ্ধে না গেলেও) অন্ধের পাপ হবে না, পঙ্গুর পাপ হবে না, রোগীর পাপ হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। আর যে (আনুগত্য) বিমুখ হবে তাকে দেবেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

আনুগত্য পরিচিতিঃ শারীয়াহ আইনের মূল বিষয় আনুগত্য। কারো বৈধ আদেশ বা নিষেধ মেনে চলার নাম আনুগত্য। আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর, রাসূলের এবং কর্তা ব্যক্তিদের। তারমধ্যে..

- ❖ আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন, যে আনুগত্যের মূলভিত্তি দাসত্ব। সুতরাং আল্লাহর সকল আদেশ-ই বৈধ এবং সকল আদেশ-ই মেনে চলতে হবে।
- ❖ রাসূলের আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৬৪) তাই আল্লাহর কুরআনের বিপরীতে হলে রাসূলের হাদীছ মানা হয় না।
- ❖ আর কর্তাব্যক্তিদের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া মূলনীতির আওতাধীন থেকে। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৫৯)

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا﴿١٨﴾ وَّ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا﴿١٩﴾ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَ كَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَ لِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ يَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا﴿٢٠﴾ وَّ اُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا﴿٢١﴾ وَ لَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖۚ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا﴿٢٣﴾

বাইয়াতু-র-রিদ্বওয়ান ও আল্লাহর সাহায্য

পটভূমিঃ হুদাইবিয়াহ সন্ধির বছর রাসূল সাঃ প্রায় দেড় হাজার সাহাবা নিয়ে উমরার জন্য বের হলেন। তাদের অনেকের সঙ্গেই "হাদয়ি" ছিল। (মক্কার হারামে জবেহের জন্য নির্ধারিত পশুকে হাদয়ি বলা হয়।) সফরে বের হয়ে রাসূল সাঃ ইহরাম (উমরার নিয়ত) করে নেন। সাহাবীগণও ইহরাম করে নেন। যেন লোকজন জানতে পারেঃ তারা যুদ্ধ করতে আসেননি, এসেছেন শুধু-ই উমরাহ করতে।

"মুহাম্মাদ দলবল নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে" এমন সংবাদ পেয়ে মক্কাহবাসী প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিলো এবং আল্লাহর ঘর হেফাজতের নামে আশপাশের গোত্রগুলোর সমন্বয়ে সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে নবী মুহাম্মাদ সা. এবং মুসলিমদের গতিরোধ করতে বের হলো। সিদ্ধান্ত হলোঃ কোনো অবস্থাতেই মুহাম্মাদকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। প্রয়োজন হলে তারা (যি-ল-ক্বাইদাহ মাসের সম্মান ভঙ্গ করে) যুদ্ধ করবে।

তারা খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে আশ্বারোহী বাহিনীকে "কুরাউ'-ল-গা'মীম" নামক স্থানে পাঠিয়ে দিল। খবর পেয়ে রাসূল সাঃ অন্য পথে হুদাইবিয়াহ চলে এলেন। হুদাইবিয়াহ আসার পর রাসূল সাঃ এর উটনী বসে পড়লো। লোকজন বলতে শুরু করলোঃ অবাধ্য উটনী, অবাধ্য উটনী। রাসূল সাঃ বললেনঃ কি সব বলছো? অবাধ্যতা এর স্বভাব নয়। (আবরাহার) হাতিকে যিনি মক্কা থেকে বিরত রেখে ছিলেন তিনি এ উটনীকেও (মক্কা প্রবেশ থেকে) বিরত রাখছেন। পরে বললেনঃ কুরাইশ তাদের আত্মীয়তার বন্ধন হিসেবে যা চাবে আমি আজ তা-ই দেব। তারপর তিনি উটনী থেকে নেমে গেলেন।

লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ উপত্যকায় পানির কোনো ব্যবস্থা নেই (এখানকার কূপটি পানিশূন্য। তাই এখানে যাত্রা বিরতি করা উচিত হবে না) রাসূল সাঃ তুনীর থেকে একটি তীর বের করে তাঁর উটনীর চালক নাজিয়াহ বিন জুনদুব বিন উমাইর আল-আসলামীর হাতে দিলেন। তিনি তীরটি নিয়ে শুকনা কূপের মধ্যখানে পুতে দিতে-ই কূপ থেকে পানি উতলে উঠলো। মুসলিম বাহিনীর সবাই এবং তাদের পশুগুলোও এ পানি দিয়ে পরিতৃপ্ত হলো।

তারপর কুরাইশের পক্ষ থেকে আলোচনার জন্য একের পর এক দূতের আগমন ঘটলো। রাসূল সাঃ সকল দূতের কাছে-ই নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বললেনঃ তিনি যুদ্ধ করতে বা দখল করতে আসেননি, তিনি এসেছেন শুধু-ই উমরাহ করতে। উমরাহ করার পর তিনি চলে যাবেন। দূতদের সাথে আলোচনা চলছিল এবং মাঝে মাঝে বাকবিতন্ডাও হচ্ছিলো। আলোচনার সময় কখনো অবস্থার অবনতি হত আর কখনো উন্নতির দিকে এগিয়ে যেত।

বেশ কয়েকজন দূত ফিরে গিয়ে কুরাইশকে বুঝাতে চেষ্টা করলো এবং মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের বাধা না দিতে অনুরোধ করলো। কিন্তু কুরাইশ নেতারা জিদ ধরে বসলোঃ কোনো ভাবে-ই তারা মুহাম্মাদকে মক্কাহ প্রবেশ করতে দেবে না। বরং কয়েকজন দূতের সাথে তারা অশোভন আচরণ করেছে। এ দূতদের অধিকাংশ-ই ছিলেন মক্কার বাইরের লোক। তাই কুরাইশ নেতাদের অযৌক্তিক জিদে বিরক্ত হয়ে কোনো কোনো দূত তাদের সঙ্গ ত্যাগের হুমকি দিয়েছেন এবং বলেছেনঃ "আমরা এসেছি মক্কাহকে দখলমুক্ত রাখতে, অহেতুক যুদ্ধে জড়াতে আমরা আসিনি।

শেষ পর্যন্ত সুহাইল বিন আ'মার আল-আমিরী কুরাইশের দূত হিসেবে এলেন এবং তার সঙ্গে আলোচনা করে-ই একটি চুক্তিতে পৌঁছা সম্ভব হলো। যখন চুক্তিপত্র লিখা হচ্ছিলো তখনো স্বাক্ষর হয়নি এমন সময় মক্কার এক ব্যক্তি আবু-জানদাল বিন সুহাইল ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিমদের সাথে এসে মিলিত হলেন। কিন্তু কুরাইশ নেতারা এটা মেনে নিলো না। তারা তাকে ফিরত চাইলে রাসূল সাঃ তাকে মুশরিকদের হাতে ফিরিয়ে দিলেন। মুসলিমগণ এতে আপত্তি করলে রাসূল সাঃ বললেনঃ (চিন্তা করো না) আল্লাহ আবু-জানদালের জন্য পথ খুলে দেবেন এবং তাকে উত্তম আশ্রয় দেবেন।

চুক্তির আগে আলোচনার জন্য রাসূল সাঃ উছমান বিন আফফান রাঃকে মক্কাহ পাঠিয়েছিলেন। উছমান সময়মত ফিরে এলেন না। রাসূল সাঃ এর কাছে সংবাদ এলোঃ কুরাইশ উছমানকে হত্যা করেছে। এ সংবাদ শুনে রাসূল সাঃ সাহাবাদের আহ্বান করলেন এবং আমৃত্যু যুদ্ধ করার জন্য শপথ নিতে বললেন। সাহাবাদের সবাই রাসূল সাঃ এর হাতে হাত রেখে শপথ নিলেন। রাসূল সাঃ নিজের এক হাতকে অপর হাতের উপর রেখে বললেনঃ এটা উছমানের হাত। আমার এক হাত উছমানের হাত হয়ে তার পক্ষ থেকে শপথ নিচ্ছে। শপথটি সংগঠিত হয়েছিল একটি গাছের নীচে। (দেখুনঃ কুরতুবী এবং বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ বিদায়াহ ও নিহায়াহ ৪র্থ খন্ড, পৃষ্টাঃ ৩০৮৩২০ বাংলা সংস্করণ, ইফাবা) রাসূল সা. ও সাহাবাগণের শপথের এ ঘটনার কথা উল্লেখ করে নাযিল হয়েছে...

১৮-১৯. আল্লাহ মুঅমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেনঃ যখন তারা (হুদাইবিয়াহ নামক স্থানে) একটি গাছের তলে তোমার হাতে বাইয়া'হ (শপথ) করেছে। তিনি জানেনঃ তাদের অন্তরের সব খবর। তাই তাদের উপর নাযিল করেছেন প্রশান্তি (ফলে বাহ্যত অপমান মনে করেও তারা এ চুক্তি মেনে নিয়েছে) এবং এর বিনিময়ে তিনি তাদেরকে দিয়েছেন আসন্ন বিজয় আর অনেক গাণিমাত যা তারা হস্তগত করবে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী।

২০. আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন অনেক গাণিমতের যা তোমরা হস্তগত করবে। আপাতত এতোটুকু (খাইবারের সম্পদ) নগদ দিচ্ছেন। তিনি মানুষের (মক্কার কুরাইশ এবং মদীনার ইয়াহুদদের) হাত তোমাদের থেকে বিরত রেখেছেন (অর্থাৎ তারা তোমাদের বিপক্ষে যুদ্ধে আসেনি) যেন এটি মুঅমিনদের জন্য শিক্ষণীয় হয় এবং তিনি তাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করেন।

২১. (তিনি তোমাদের জন্য ঠিক করে রেখেছেন) আরও অনেক (গাণিমত) যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি (তবে অচিরেই আসবে। কারণ) আল্লাহ তোমাদের জন্য এসব সংরক্ষণ করে রেখেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।

২২. আর এ কাফিররা যদি (তখন) তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত তবে তারা পালিয়ে যেত। তারা তখন কোনো সাহায্যকারী মিত্র খুঁজে পেত না।

২৩. এটা-ই আল্লাহর নীতি যা আগ থেকে চলে আসছে। আল্লাহর নীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

وَ هُوَ الَّذِیْ كَفَّ اَیْدِیَهُمْ عَنْكُمْ وَ اَیْدِیَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَیْهِمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرًا ﴿۲۴﴾ هُمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ الْهَدْیَ مَعْكُوْفًا اَنْ
یَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَ لَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَ نِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِیْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ
بِغَیْرِ عِلْمٍ ۚ لِیُدْخِلَ اللّٰهُ فِیْ رَحْمَتِهٖ مَنْ یَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَیَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا ﴿۲۵﴾

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَ كَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَ اَهْلَهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٢٦﴾

হুদাইবিয়ায় মুসলিমদের কিঞ্চিৎ বিজয় আর সর্বাত্মক যুদ্ধ না বাঁধানোর কারণ

পটভূমিঃ হুদাইবিয়ায় যখন রাসূল সাঃ ও কুরাইশের মাঝে সন্ধির আলোচনা হচ্ছিলো। তখন ৩০ জন (মতান্তরে ৭০ বা ৮০ জনের) একটি মুশরিক দল অতর্কিত গুপ্ত হামলা করতে মুসলিম বাহিনীর ভিতরে চলে আসে। কিন্তু মুসলিমগণ তাদের ধরে ফেলেন এবং পরে ছেড়ে দেয়া হয়। ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে। (কুরতুবী)

২৪. তিনি মক্কা উপত্যকায় তোমাদেরকে তাদের উপর কিঞ্চিৎ বিজয় দান করেছেন। অতঃপর তাদের হাতকে তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাতকে তাদের থেকে বিরত রেখেছেন। আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তোমাদের সকল কাজ।

২৫. এরা (মক্কার মুশরিকরা) কুফর (আল্লাহর দ্বীন প্রত্যাখ্যান) করেছে, মাসজিদ হারাম (উমরাহ পালন) থেকে তোমাদেরকে বিরত রেখেছে এবং হাদয়ীকে (মক্কায় জবেহ করার জন্য নির্ধারিত পশুকে) জবেহগাহে পৌঁছাতে (বাঁধা দিয়েছে। সুতরাং এদের সাথে যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে গেছে। তবে মক্কাতে) অনেক মুঅমিন পুরুষ ও মুঅমিনাহ নারী রয়েছে, যাদের খবর তোমরা জানো না। (যুদ্ধ হলে অজ্ঞতাসারে) তোমরা তাদেরকেও পদদলিত করতে এবং অজান্তে করা কাজের জন্য পরে তোমাদের লজ্জিত হতে হত। এমন না হলে (আল্লাহ যুদ্ধের আদেশ দিতেন। কিন্ত) আল্লাহ আপন রহমতে (ইসলামে) প্রবেশ করান যাকে খুশী। এরা (এ অজানা মুঅমিনগণ) আলাদা থাকলে আমরা এ কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিতাম।

২৬. তখন (চুক্তির আলোচনাকালীন সময়ে) কাফিরদের অন্তরে ক্রোধ ও অহমিকা ছিল, জাহেলি যুগের (কুফরতান্ত্রিক) ক্রোধ ও অহমিকা। আর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুঅমিনদের উপর নাযিল করেছিলেন প্রশান্তি। তাদের জন্য অবধারিত করেছিলেন তাক্বওয়ার বাণী (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ/সাহায্য।) তারাই এর অধিক যোগ্য এবং উপযুক্ত। আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ؕ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿٢٧﴾

রাসূল সা. এর স্বপ্ন অবশ্যই সত্য ছিল

পটভূমিঃ ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূল সাঃ স্বপ্নে দেখলেনঃ তিনি সাহাবাদের নিয়ে মাসজিদ হারামে প্রবেশ করছেন। সাহাবাদের কারো মাথা মুন্ডানো, কারো চুল কাটা। তিনি তার স্বপ্নের কথা জানালে সাহাবাগণ খুশী হলেন। রাসূল সাঃ সাহাবাদের নিয়ে উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কিন্তু মক্কার নিকটে হুদাইবিয়াহ নামক স্থানে মুশরিকরা বাঁধা দিল। রাসূল সাঃ তাদের সাথে আলোচনা করে ১০বছর মেয়াদী শান্তিচুক্তি সম্পাদন করলেন। ইতিহাসে এটা হুদাইবিয়াহ সন্ধি নামে খ্যাত। চুক্তির শর্ত মোতাবেক রাসূল সাঃ উমরাহ না করেই মদীনাহ ফিরে যান এবং পরের বছর এসে এ উমরাহ পালন করেন। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

২৭. আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন অবশ্যই এটা সত্য এবং যথাযথ। ইন শা-আল্লাহ,

তোমরা পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে মাসজিদ হারামে প্রবেশ করবে। (তোমাদের কেও) মাথা মুন্ডাবে আর (কেও) চুল ছোট করবে। তখন তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না। আসলে আল্লাহ জানেনঃ যা তোমরা জানো না। এছাড়াও তিনি তোমাদের দিচ্ছেন আসন্ন বিজয়।

هُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّیْنِ كُلِّهٖ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِیْدًا ﴿۲۸﴾

নবী সা. এর অন্যতম দায়িত্বঃ মানবরচিত সকল মতবাদের উপর আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা

২৮. তিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন "আল-হুদা" (আল-কুরআন) এবং সঠিক দ্বীন (ইসলাম) দিয়ে। যেন একে বিজয়ী করেন অন্য সকল দ্বীনের (নীতি, আদর্শ, দর্শন ও মতবাদের) উপর। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِیْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا یَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا سِیْمَاهُمْ فِیْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرٰىةِ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْاِنْجِیْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِیْمًا ﴿۲۹﴾

রাসূল সা. এবং তাঁর সাহাবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সমূহ

২৯. আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীগণ কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর, নিজেদের মাঝে কোমল। তুমি দেখবেঃ আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সন্তুষ্টি কামনায় তারা রুকু করছে, সিজদাহ করছে। তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন পরিলক্ষিত হবে। তাদের এমন উপমা দেয়া হয়েছে তাওরাতে। আর ইনজীলে তাদের উপমা দেয়া হয়েছেঃ যেন এক ফসলের মাঠ, যার চারাগুলো মজবুত ও পুষ্ট হয়ে কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে গেছে আর কৃষক এতে খুবই আনন্দিত। (সাহাবাদের এভাবে সমৃদ্ধ করে আল্লাহ) কাফিরদের অন্তর জ্বালা বাড়িয়ে দিয়েছেন। যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সাধারন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।

সূরাহ হু'জরাত ৪৯ سورة الحجرات

হু'জুরাত শব্দটি বহুবচন। একবচনে হু'জরাহ অর্থ কক্ষ। এখানে বুঝানো হয়েছে রাসূল সাঃ এর স্ত্রীদের কক্ষসমূহ। সূরাহটি মাদানী । সূরাহ মুজাদালাহর পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১৮টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

রাসূল সা. এর সামনে আগ বাড়িয়ে কিছু বলা বা করা নিষিদ্ধ

১. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সামনে আগ বাড়িয়ে (কিছু বলতে বা করতে) যেও না। তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো। আল্লাহ সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী।

আদব ও আখলাকঃ এটা হচ্ছে ইসলামী আদব, আখলাক ও শিষ্টাচার। রাসূল সা. এর সামনে বিনা অনুমতিতে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে বা কিছু করতে নিষেধ করা হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٢﴾

নবীর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা নিষেধ

পটভূমিঃ বানী-তামীম আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। এ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মাদীনাহ এসে গোত্রের পক্ষ থেকে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা ফিরে যাবার প্রাক্কালে ইসলামী সরকারের পক্ষে গোত্রীয় প্রশাসক নিয়োগ নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। আবু-বাকার রাঃ আক্বরা' বিন হা'বিসের নাম প্রস্তাব করলেন, উমার রাঃ প্রস্তাব করলেন অন্য ব্যক্তির নাম। (বুখারীর ৪৪৮৩ মতে আবু-বাকার ক্বা'ক্বা' বিন মা'বাদ এবং উমার রাঃ আক্বরা' বিন হাবিস এর নাম প্রস্তাব করেছিলেন।) বিষয়টি নিয়ে আবু-বাকার ও উমারের মাঝে বাকবিতন্ডা শুরু হয়ে গেল। আবু-বাকার রাঃ উমার রাঃকে বললেনঃ তুমি শুধু আমার বিরোধিতা করার জন্য ওই ব্যক্তির নাম বলেছ। উমার রাঃ বললেনঃ না, আমি এজন্য করিনি। এভাবে তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেল। (দেখুন বুখারীঃ ৪৪৮১) এতে নাযিল হলোঃ

২. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না। তোমরা একে অপরের সাথে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো, নবীর সাথে সেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলবে না। (এমন করলে) তোমাদের আ'মালসমূহ বরবাদ হয়ে যাবে, তোমরা বুঝতে-ই পারবে না।

সাহাবাদের কুরআন মানাঃ ছাবিত বিন ক্বাইস রাঃ একজন সাহাবী ছিলেন। উচ্চস্বরে কথা বলা তার স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল। উপরে উল্লেখিত আয়াত নাযিলের পর তিনি ভাবলেনঃ আয়াতটি তার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তিনি

মনে করলেনঃ তার সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে গেছে। তিনি ঘরে বসে কাঁদতে লাগলেন।
এদিকে একাধারে কয়েক দিন ছাবিতকে না দেখে রাসূল সাঃ তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। এক ব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তার খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাচ্ছি। লোকটি গিয়ে দেখলো ছাবিত মাথা নিচু করে বসে আছেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলো আপনার কি হয়েছে? এভাবে বসে আছেন কেন? (নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে) ছাবিত বললেনঃ "এক নিকৃষ্ট ব্যক্তি নবীর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলেছে, ফলে তার সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে গেছে, সে জাহান্নামী হয়ে গেছে"। লোকটি এসে নবী সাঃকে জানালো। রাসূল সাঃ লোকটিকে আবার পাঠালেন। বললেনঃ তাকে গিয়ে বলোঃ সে জাহান্নামী নয়, সে জান্নাতীদের দলভুক্ত। (দেখুন বুখারীঃ ৪৪৮২)
উপরে উল্লেখিত আয়াত নাযিলের পর উমার রাঃ রাসূল সাঃ এর সামনে খুব নিচু স্বরে কথা বলতেন। মাঝে মাঝে তার কথা বুঝতেও সমস্যা হত। (দেখুনঃ কুরতুবী)

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾

রাসূল সা. এর সামনে নিজের কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখার পুরস্কার

৩. যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজের কণ্ঠস্বর নিচু রাখে; তারা-ই এরা আল্লাহ যাদের অন্তরের পরীক্ষা নিয়েছেন তাক্বওয়ার বিষয়ে (এবং এ পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই পুরস্কার হিসেবে) তাদের জন্য রয়েছে সাধারন ক্ষমা এবং মহাপ্রতিদান।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে অপেক্ষা করতে হয়

পটভূমিঃ বানী-তামীমের যে প্রতিনিধি দলটি রাসূল সাঃ এর কাছে এসেছিল। এরা যখন নবী সাঃ এর মসজিদে প্রবেশ করলো রাসূল সাঃ তখন দুপুরে আরাম করতে ঘরে প্রবেশ করেছেন। এরা মাসজিদে এসেই ইয়া মুহাম্মাদ! ইয়া মুহাম্মাদ! বলে ডাকতে শুরু করলো এবং বললঃ (মুহাম্মাদ! জেনে রাখো) আমরা প্রশংসায় যেমন পটু তেমনি নিন্দা করতেও পটু। (অর্থাৎ তুমি যদি আমাদের কথা না শুনো আমরা তোমার অনেক নিন্দা করব) তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে (দেখুনঃ কুরতুবী)।

৪. যারা হু'জরাতের বাইর থেকে তোমাকে ডেকেছিল; তাদের অনেকে-ই নির্বোধ (কথা বলার আদবও জানে না)।

৫. তাদের জন্য উত্তম ছিলঃ তুমি বের হয়ে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা। (তবে আল্লাহ তাদের মাফ করে দিয়েছেন। কারণ) আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল দয়াময়। (কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে সে যদি বিশ্রামে থাকে বা ব্যস্ত থাকে তবে অপেক্ষা করা উচিত)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

ইসলামে সম্প্রচার নীতি ও বিচার প্রক্রিয়া

পটভূমিঃ ওয়ালীদ বিন উক্ববাহ বিন আবু-মুয়াইত্ব মদীনায় বসবাসকারী একজন মুসলিম। একদা যাকাত উসুল করার জন্য রাসূল সাঃ তাকে বানী-মুস্তালিকের কাছে পাঠালেন। বানী-মুস্তালিকের সঙ্গে ওয়ালিদের ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল। তাই (ভয়ে তিনি তাদের কাছে গেলেন না। বরং তাদের সাথে সাক্ষাৎ না করেই) তিনি মদীনায় ফিরে এলেন এবং বললেনঃ তারা মুরতাদ হয়ে গেছে (এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে।) রাসূল সাঃ খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃকে একটি বাহিনীসহ বানী-মুস্তালিকের দিকে পাঠিয়েদিলেন। বলে দিলেনঃ তাড়াহুড়া করবে না, (ফজরের অপেক্ষা করবে, ফজরের আযান না শুনা গেলে) সকালে হামলা করবে।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ রাতে সেখানে হাজির হয়ে বানী-মুস্তালিকের খবর নেয়ার জন্য তার নিজস্ব গোয়েন্দা দল পাঠালেন। তারা এসে খবর দিলঃ বানী-মুস্তালিক্ব মুরতাদ হয়নি, তারা ইসলামেই আছে। সকালে খালিদ রাঃ আযান শুনতে পেলেন। (তিনি নিশ্চিত হলেনঃ বানী-মুস্তালিক্ব মুরতাদ হয়নি) সকাল বেলা খালিদ রাঃ নিজে এসে খুঁজ খবর নিলেন এবং তাদের ইসলামের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে মদীনায় ফিয়ে গিয়ে রাসূল সাঃকে জানালেন। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে.. (কুরতুবী)

৬. ওহে মুঅমিনগণ! কোনো ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদেরকে কোনো সংবাদ দেয় তবে (প্রথমে) তদন্ত করবে। কারণ (ফাসিকের কথায়) কোনো সম্প্রদায়ের উপর চড়াও হলে পরে যেন এজন্য তোমাদেরকে লজ্জিত হতে না হয়।

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াতটি সম্প্রচারের মূলনীতি ও বিচার বিষয়ক একটি মাইলফলক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা গণমাধ্যমে কোনো সংবাদ সম্প্রচার করার আগে অথবা কোনো বিষয়ে বিচার-ফয়সালা করার আগে আমাদের করণীয় কি হবে এ আয়াতে তাই বলা হয়েছে। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় সংবাদ পাওয়ার পর প্রথমে সংবাদদাতার গুণগত মান যাচাই করতে হবে। সংবাদদাতা ফাসিক (পাপিষ্ঠ) হলে তার সংবাদ সরাসরি বিশ্বাস না করে যাচাই করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল আমাদের সংবাদদাতাদের অধিকাংশই সরাসরি কাফির, মুশরিক বা নাস্তিক; তাসত্ত্বেও আমরা যাচাই-বাছাই না করেই তাদের কথা বিশ্বাস ও সম্প্রচার করে যাচ্ছি। অথচ এভাবে সংবাদ প্রচার করা সরাসরি আল্লাহর আদেশের লঙ্ঘন।

وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَ زَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَ كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوْقَ وَ الْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ﴿۷﴾ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ نِعْمَةً ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۸﴾

ঈমান প্রীতি এবং কুফর ও পাপের প্রতি ঘৃণা অন্তরে লালন করতে হবে

৭. আর জেনে রাখো! তোমাদের মাঝে বিদ্যমান আছেন আল্লাহর রাসূল। অধিকাংশ বিষয়ে রাসূল যদি তোমাদের কথা মেনে নেয় তবে তোমাদের জন্য সমস্যা হবে। তবে (চিন্তা করো না) আল্লাহ ঈমানকে তোমাদের প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে এটাকে শোভিত করে দিয়েছেন আর কুফর, পাপ-পংকিলতা ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। (আর আল্লাহ যাদেরকে এমন করে দেন) তারাই সঠিক পথে পরিচালিত হয়।

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই রাসূল সাঃ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেনঃ আমরা যেন দোয়া করি "আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইনা-ল-ঈমান ওয়া যাইয়্যিনহু ফী কুলুবিনা ওয়া কাররিহ ইলাইনা-ল-কুফরা ওয়া-ল- ফুসূক্বা

ওয়া-ল-ই'ম্বইয়ান"। (হে আল্লাহ! ঈমানকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দাও এবং এটাকে আমাদের অন্তরে শোভিত করে দাও আর কুফর, পাপ-পংকিলতা ও অবাধ্যতাকে আমাদের কাছে অপছন্দনীয় করে দাও। -মুসনাদ আহমাদ)

৮. এটা (ঈমানকে প্রিয় আর কুফরকে অপ্রিয় করে দেয়া) হলো আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও নিয়ামত। আর আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَإِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰىهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ إِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوْا ۖ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٩﴾

বিচার, ফতোয়া ও মীমাংসা

৯. (ওহে মুঅমিনগণ!) মুঅমিনদের দুটি দল যদি পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবে। (এটা তোমাদের ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব।) আর উভয় দলের মাঝে একদল যদি অন্য দলের উপর আক্রমণ করে বসে তবে যারা আগে আক্রমণ করেছে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর বিধানের (তথা আল্লাহর বিধান মেনে মীমাংসার) দিকে ফিরে আসে। তারা যদি (আল্লাহর বিধানের দিকে) ফিরে আসে তবে তোমরা ইনসাফের সাথে বিষয়টি মীমাংসা করে দেবে। (আর মনে রাখবে) আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।

জ্ঞাতব্যঃ বিচার ফতোয়া এবং মীমাংসা খুবই ভালো কাজ। তবে অনেকেই বিষয়গুলো বুঝে না। তাই আসুন! বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু জেনে নেই।

বিচার পরিচিতিঃ নির্ধারিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আইন ও বিধান মেনে সরকার সমর্থিত আদালত থেকে যে মীমাংসা দেয়া হয় এটাকে বিচার বলে। বিচারে এক পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং প্রয়োজনে সাজা দেয়া হয়।

ফতোয়া পরিচিতিঃ ফতোয়া অনেকটা বিচারের মত-ই। তবে এতে সরকারের দায়িত্ব থাকে না। অর্থাৎ নির্ধারিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আইন ও বিধান মেনে ব্যক্তিগতভাবে যে মীমাংসা দেয়া হয় এটাকে ফতোয়া বলে। তবে বিচার আর ফতোয়ার মাঝে পার্থক্য হলো..

- ❖ বিচার সরকারীভাবে করা হয় আর ফতোয়া দেওয়া হয় ব্যক্তিগতভাবে।
- ❖ বিচার মানতে জনগণ বাধ্য থাকে কিন্তু ফতোয়া মানতে কাউকে বাধ্য করা হয় না।
- ❖ বিচারের মাধ্যমে কাউকে সাজা দেয়া যায় কিন্তু ফতোয়ার মাধ্যমে কাউকে সাজা দেয়া যায় না।

মীমাংসা পরিচিতিঃ নির্ধারিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় পক্ষকে সম্মত করে যে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় এটাকে মীমাংসা বলে। মানুষের বিবাদ মীমাংসা করা খুবই ভালো কাজ।

নিয়মঃ বিচার করতে হলে বা ফতোয়া দিতে হলে কিছু নিয়ম মেনে করতে হয়। যেমন..

- ❖ বিচার করতে হবে বা ফতোয়া দিতে হবে যথাযথ আইন বা বিধান মেনে। যিনি বিচার করেন উনাকে বলা হয় বিচারক আর যিনি ফতোয়া দেন উনাকে বলা হয় মুফতী।
- ❖ বিচার করার বা ফতোয়া দেওয়ার আগে বিচারক ও মুফতীকে অবশ্যই আইন জানতে হবে এবং আইন বা বিধানের সূত্র এবং নীতি (ক্বাওয়াইদ ও উসুল) সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। শুধু ফিকহি কিতাবের উপর ভিত্তি করে বিচার করা বা ফতোয়া দেওয়া যাবে না। কারণ কিতাবে (লেখকের ভুল, প্রিন্টিং ভুলসহ নানা ধরণের) ভুল হতে পারে।
- ❖ বিচার বা ফতোয়া লেখার সময়ে আইন বা বিধানের দলীল এবং দলীলের ধরণ পরিষ্কারভাবে উদ্ধৃতি সহকারে

উল্লেখ করতে হবে।

- ❖ বিচারাধীন বিষয়ে বা ফতোয়ার বিষয়ে যথাসম্ভব তদন্ত করতে হবে এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য নিতে হবে।
- ❖ বিচার বা ফতোয়া কপি করা বৈধ নয় তবে অন্যের দেওয়া রায় বা ফতোয়া অধ্যায়ন করে এটা থেকে ধারণা নেয়া যেতে পারে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ এবং বিবাদ মিমাংসা

১০. মুঅমিনগণ অবশ্যই ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা নিজের ভাইদের মাঝে (কোনো সমস্যা বা বিবাদ দেখলে এর) মীমাংসা করে দেবে এবং আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করবে। যেন তোমরা সফল হতে পারো।

জ্ঞাতব্যঃ দুনিয়ার সকল মুসলিম ভাই ভাই। ভাতৃত্বের এ বন্ধন আল্লাহ প্রদত্ত। এ বন্ধন বজায় রাখা ফরজ এবং ভঙ্গ করা হারাম। সুস্পষ্ট কুফর শিরক ছাড়া অন্য কোনো কারণে এ বন্ধন ভঙ্গ করা মহাপাপ। কিন্ত আফসোস! আজকাল মসলক, মিনহাজ এবং আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের নামে এ বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করা হচ্ছে। কেউ ওলী আউলিয়ার নামে, কেউ হক্কানিয়তের নামে, কেউ সহীহ আক্বীদার নামে এবং কেউ জাতীয়তাবাদের নামে মুসলিম উম্মাহ থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে উম্মাহকে ভেঙ্গে খানখান করে ফেলছেন। আর এমন বিভক্তি ও বিভাজনের পিছনে কাজ করছে কিছু মানুষের প্রভাব প্রতিপত্তি ও দলবাজি মানসিকতা। যারা এসব করছেন তাদের অনেকে-ই দলবাজ ও স্বার্থপর। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর চেয়ে দল, মসলক, মিনহাজ বা আঞ্চলিকতাকে-ই তারা বড় করে দেখছেন এবং প্রাধান্য দিচ্ছেন। অথচ মুসলিম হিসেবে আমাদের ফরজ দায়িত্ব হলো সকল প্রকার বিভক্তি, বিভাজন ও দলাদলির উর্ধ্বে থেকে মুসলিম ভাতৃত্ববোধ বজায় রাখা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

যেসব বিষয় অবশ্যই পরিহার করে চলতে হবে

১১. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!..)

- ❖ তোমরা (দলগত বা ব্যক্তিগতভাবে) কেউ কাউকে নিয়ে উপহাস করবে না। হতে পারে তারা (যাদেরকে নিয়ে উপহাস করা হয়েছে) এদের (উপহাসকারীদের) চেয়ে উত্তম।
- ❖ আর (বিশেষ করে) নারীগণও (এ নিষেধাজ্ঞা মেনে চলবে। এক নারী) অন্য নারীকে নিয়ে উপহাস করবে না। হতে পারে (যাদেরকে নিয়ে উপহাস করা হয়েছে) তারা এদের (উপহাসকারীদের) চেয়ে উত্তম।

❖ তোমরা (মুসলিম পুরুষ ও নারীরা) একে অপরকে "লামায" (নিন্দা, তিরস্কার, দোষারোপ) করবে না,
❖ এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডাকবে না। ঈমান গ্রহণের পর মন্দ নামে ডাকা খুবই গর্হিত কাজ। যারা (এসব মন্দ থেকে) বিরত থাকলো না তারা পাপিষ্ঠ (হিসেবে গণ্য হবে।)

১২. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!..)

❖ তোমরা (একে অন্যের ব্যাপারে) অধিক কূ-ধারণা থেকে বিরত থাকবে। কারণ কোনো কোনো ধারণা (তোমাদেরকে) পাপ (পথে ঠেলে দেবে।)
❖ তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করবে না,
❖ তোমরা একে অপরের নিন্দা করবে না।
❖ তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করবে? অবশ্যই করবে না।
❖ সুতরাং তোমরা (এসব মন্দ স্বভাব বাদ দিয়ে) আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাহ কবুলকারী, দয়াময়।

জ্ঞাতব্যঃ কোনো মুঅমিনকে নিয়ে উপহাস করা, কোনো মুঅমিন সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা, কোনো মুঅমিনের ব্যক্তিগত গোপন বিষয়ের অনুসন্ধান করা, কারো অনুমতি ব্যতীত তার কথা রেকর্ড করা বা ছবি তুলা, কোনো মুঅমিনের নিন্দা করা এবং কাউকে মন্দ নামে ডাকা অবশ্যই পাপ এবং নিন্দনীয় কাজ। তাই এগুলো পরিহার করতে হবে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

সকল মানুষ এক-ই বাবা-মার সন্তান

১৩. হে মানুষ! (মনে রেখো!) আমি তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছি মাত্র একজন পুরুষ আর একজন নারী থেকে। (তাই সৃষ্টিগতভাবে সকল মানুষ এক-ই বাবা-মার সন্তান, এক-ই পরিবারভুক্ত, তোমরা সবাই এক-ই জাতি, তথা মানব জাতি।) আর তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে দিয়েছি শুধু এজন্য যেন তোমরা পরস্পরকে সহজে চিনতে পারো। (এসব গোত্র, সম্প্রদায় বা বংশ পরিচয় তোমাদের বিভক্তির জন্য নয় এবং এসব তোমাদের মান-মর্যাদার প্রতীকও নয়।) তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি যত বেশী তাক্বওয়া অর্জন করতে পারবে সে-ই আল্লাহর কাছে তত বেশী সম্মানিত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী এবং সকল বিষয়ে অবগত। (সুতরাং মানুষ সে যে কোনো ধর্মের হোক, যে কোনো বর্ণের হোক অথবা যে কোনো দেশের বা অঞ্চলের হোক মানুষ হিসেবে সবাই সমান। সকল মানুষ-ই তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার এবং মর্যাদার দাবি রাখে।)

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ اِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾

ঈমান ও ইসলাম

১৪. বেদুইনরা বলেঃ "আমরা ঈমান এনেছি"। (তাদেরকে) বলে দাওঃ আসলে তোমরা ঈমান আনোনি। (তাই "ঈমান এনেছি" না বলে তোমরা) বরং বলতে পারো "আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি"। কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো (তথা সঠিকভাবে ঈমান আনো। তাহলে) আল্লাহ তোমাদের আ'মাল বরবাদ করবেন না। (অন্যথায় সব বরবাদ হয়ে যাবে।) নিশ্চয় আল্লাহ গাফূর, রাহীম।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে, ইবাদাত করে, অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মেনে চলে কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান থাকে না। তাই দুনিয়ার মানুষের চোখে তারা মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় তারা কাফির-ই থেকে যায়। আর অনেক মানুষ মুসলিম হয়েও নানা প্রকার পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে।

(আর এসব বিষয় বিবেচনায় মুসলিমরা তিন প্রকার হয়ে থাকে। যথাঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। এ সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ২০)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

মুঅমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী আমাল হচ্ছে জিহাদ

১৫. মুঅমিন তারা-ই যারা সকল প্রকার সন্দেহমুক্ত থেকে আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনে এবং তাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। (যারা এমন হতে পারে ঈমানের দাবীতে) তারা-ই সত্যবাদী (হিসেবে গণ্য হবে।)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ যে মুসলিম জিহাদ পছন্দ করে না সে মুঅমিন হতে পারবে না। সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে। বর্ণিত হচ্ছেঃ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যে (মুসলিম) ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে কোনো যুদ্ধ করলো না অথবা যুদ্ধের জন্য নিজেকে তৈরিও করলো না, সে মুনাফিক্ব হয়ে মারা গেল। (মুসলিমঃ কিতাবু-ল-ইমারাহঃ ১৯১০)

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

মনগড়া কাজ করা এবং দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহকে জ্ঞান দেওয়া

১৬. (হে নবী! যে বা যারা মনগড়া কাজ করে এবং এসব কাজকে দ্বীনের অংশ মনে করে তাদেরকে) বলে দাওঃ তোমরা কি দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহকে জ্ঞান দিতে চাচ্ছ? অথচ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সকল ব্যাপারেই আল্লাহ অবগত। আল্লাহ সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

জ্ঞাতব্যঃ দ্বীন পালনের একমাত্র পথ আনুগত্য ও অনুকরণ। আল্লাহ তদীয় রাসূল পাঠিয়েছেন আমাদেরকে দ্বীন শিখানোর জন্য। আল্লাহ যা বলেছেন এবং রাসূল সাঃ যা করে দেখিয়েছেন এটা-ই দ্বীন। আর এসবের বাইরে যা আছে সব বিভ্রান্তি। দ্বীনের ব্যাপারে এটা-ই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিপক্ক কথা। আর এটা-ই দ্বীন মানার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।

কিন্তু কিছু মানুষ এ নীতির বাইরে গিয়ে মনগড়া কিছু নীতিমালা বানিয়ে নিয়েছে। তারা মনগড়া পথে চলে, মনগড়া কাজ করে এবং বলেঃ অমুক পীর সাহেব বলেছেন, অমুক আলিম সাহেব করেছেন, অমুক ইমাম সাহেব বলেছেন?

ইত্যাদি, ইত্যাদি।
রাসূল সাঃ এর পর প্রায় সাড়ে তেরশ বছর বিশ্ব শাসন করেছে ইসলাম। তাসত্ত্বেও আজকাল অনেকেই বলেঃ ইসলামে সরকার বা শাসন বলতে কিছুই নেই।
যুদ্ধের ব্যাপারে আল কুরআনে কয়েকশ আয়াত বিদ্যমান আছে, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ শিখর, তাসত্ত্বেও অনেকেই বলেঃ ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলামে যুদ্ধ বিগ্রহ নেই।
আসল ব্যাপার হলোঃ শয়তান কিছু মানুষের মাথায় এমন সব উদ্ভট থিউরী হাজির করে দেয়। আর শয়তানের শিখানো এসব থিউরী বিশ্বাস করে তারা এসব আবোল-তাবোল কথা বলে। এসব বলে তারা যেন বুঝাতে চায়ঃ আল্লাহ যা বলেছেন, রাসূল যা শিখিয়েছেন এর বাইরেও দ্বীন সম্পর্কে আরও অনেক কিছু শিখার, বলার বা করার আছে। আর তাদের এসব কাজ দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহকে জ্ঞান দেওয়ার-ই নামান্তর। তাই সাবধান! খুব সাবধান!!

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ؕ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

হে মানুষ! তোমার ইসলাম গ্রহণ তোমার-ই জন্য, এটা অন্য কারো উপর অনুগ্রহ নয়

১৭. তারা (দুর্বল ঈমানের মুসলিম ও মুনাফিকরা) ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে তোমার উপর অনুগ্রহ দেখায়। (তাদেরকে) বলে দাওঃ তোমাদের ইসলাম গ্রহণ আমার উপর কোনো অনুগ্রহ নয়। বরং তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখিয়ে আল্লাহ-ই তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। তোমরা যদি সত্য হতে (তবে এসব অনুধাবন করতে পারতে)

১৮. নিশ্চয় আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সকল অদৃশ্য বিষয়েও আল্লাহ অবগত। আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তোমাদের সকল কাজ।

সূরাহ ক্বাফ ৫০ سورة قٓ

ক্বাফ আরবী বর্ণমালার একটি বর্ণ বা অক্ষর। আল-কুরআনে কোনো কোনো সূরার শুরুতে এভাবে অনেক বর্ণ বা অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। এসব বর্ণ এভাবে ব্যবহারের অর্থ, মর্ম ও উদ্দেশ্য কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ মুরসালাতের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৪৫টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قٓ ۚ وَ الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٢﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ﴿٣﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَ عِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ﴿٤﴾ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ﴿٥﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

কাফিরদের বিস্ময় ও সংশয়

১-২. ক্বাফ, সম্মানিত কুরআনের কসম। বস্তুত তাদের-ই এক ব্যক্তি সাবধানকারী (রাসূল) হিসেবে তাদের কাছে এসেছে বলে কাফিররা বিস্ময় বোধ করছে। তারা বলছে এটা এক আশ্চর্য ব্যাপার!

৩. (তাদের জন্য আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো ওই রাসূল বলছেন মানুষ মরার পর আবার নতুন করে জীবিত হবে এবং জবাবদিহিতার জন্য আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। তাই তারা বলছে) আমরা মরে মাটি হয়ে যাব তারপর (আবার প্রত্যাবর্তিত হয়ে নতুন করে জেগে উঠব?) এমন প্রত্যাবর্তন অসম্ভব।

৪. অথচ আসল ব্যাপার হলোঃ তাদের দেহের কোন অংশ কোন মাটির সাথে মিলিত হয় এসব ব্যাপারেও আমরা খুব-ই অবগত। আমাদের কাছে রয়েছে (সকল বিষয়) সংরক্ষণকারী এক মহাকিতাব।

৫. আসলে (ওই রাসূলের মাধ্যমে) তাদের কাছে এসেছে সঠিক (দ্বীন তথা জীবন আদর্শ) আর তারা এটা অমান্য করে চলেছে। কারণ তারা সংশয়ে নিপতিত।

জ্ঞাতব্যঃ মানুষকে বিভ্রান্ত করার এক শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে সংশয়। আদর্শগতভাবে সংশয়ে ফেলে দিতে পারলে মানুষ সহজে-ই বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তাই শয়তান এ পথে-ই মানুষকে বেশী বিভ্রান্ত করে থাকে। দ্বীনকে সঠিকভাবে না বুঝলে মানুষ সংশয়ে পতিত হয়। অধিক মত-বিরোধের ফলেও মানুষের মনে এক প্রকার সংশয় তৈরি হয়।

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَ زَيَّنّٰهَا وَ مَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ﴿٦﴾ وَ الْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَ اَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ﴿٧﴾ تَبْصِرَةً وَّ ذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ﴿٨﴾ وَ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّ حَبَّ الْحَصِيْدِ ﴿٩﴾ وَ النَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ﴿١٠﴾ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَ اَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ﴿١١﴾

আল্লাহর কুদরত ও মহিমা এবং আমাদের পুনরুত্থান

৬. তারা কি তাদের উপরে বিদ্যমান আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না? আমরা কিভাবে এটা তৈরি করেছি এবং সুসজ্জিত করেছি, তাতে কোনো খুঁত নেই।

৭. আমরা (আল্লাহ নিজে। অধিক সম্মান বুঝাতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে) এ যমীনকে বিস্তৃত করেছি, তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা আর উৎপন্ন করেছি চোখ জুড়ানো কত উদ্ভিদ।

৮. (এসব-ই হলো) শিক্ষণীয় এবং স্মরণিকা প্রতিটি অনুগত বান্দার জন্য।

৯-১১. আমরা-ই (আমি-ই) আকাশ থেকে বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি, যা দিয়ে উৎপন্ন করি উদ্যান, পরিপক্ক শস্যরাজি। উঁচু উঁচু খেজুর গাছ, যাতে ঝুলে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর থোড়া। (আমরা এসব করি) বান্দার জীবিকা স্বরূপ। আর এর দ্বারা জীবিত করি মৃত ভূমিকে। এভাবে-ই হবে তোমাদের পুনরুত্থান। (উল্লেখ্য অধিক সম্মান বুঝাতে আল্লাহর ক্ষেত্রে আমি শব্দের বদলে আমরা শব্দটি ব্যবহৃত হয়)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ اَصْحٰبُ الرَّسِّ وَ ثَمُوْدُ ﴿١٢﴾ وَ عَادٌ وَّ فِرْعَوْنُ وَ اِخْوَانُ لُوْطٍ ﴿١٣﴾ وَّ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَ قَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿١٤﴾ اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٥﴾ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٦﴾

রাসূলগণকে অমান্য করার পরিণাম এবং মানব আত্মা

১২-১৪. ইতোপূর্বে (আমার বিধান) অমান্য করেছিল নূহের জাতি, রাসস (একটি জনপদ) বাসী, ছামূদ (জাতি), আ'দ (জাতি), ফেরাউন, লূত্বের জাতি, আইকাহবাসী এবং তুব্বা' জাতি। এরা রাসূলগণকে অমান্য করেছে। ফলে বাস্তবায়িত হয়েছে আযাব।

১৫. (তারা কেন পুনরুত্থান বিশ্বাস করে না? তারা কী মনে করে) প্রথম সৃষ্টির পর আমি কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? (যে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারব না) আসলে নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে তারা সন্দিহান।

১৬. আমিই মানুষ সৃষ্টি করেছি (এবং মানব দেহে আত্মা সংযোজন করেছি) আমি জানি মানব আত্মা তাকে কি ধরনের কুমন্ত্রণা দেয়। আমি তার শাহরগ থেকেও নিকটে। (মানব আত্মা তথা নাফস সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফুসসিলাতঃ ২৫)

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾

মানুষের সকল কাজকর্ম ও কথাবার্তা রেকর্ড করা হয়

১৭-১৮.(মানুষ যখন বালিগ হয়ে যায়) তখন দায়িত্বশীল দুজন (কিরামান কাতিবীন) ডানে ও বামে অবস্থান নেয়। মানুষের সকল (কাজকর্ম এবং) কথাবার্তা (রেকর্ড করার জন্য আমার) চৌকস প্রহরী তার কাছে-ই বিদ্যমান থাকে।

وَ جَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾ وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾ وَ جَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّ شَهِيْدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾ وَ قَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾ اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ﴿٢٥﴾ الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٦﴾ قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَ لٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَ مَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

﴿٢٩﴾ يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣٠﴾

মৃত্যুযন্ত্রণা, শিঙ্গা ফুঁকা, ক্বারীন ও জাহান্নাম

১৯. সাকরাতুল মাউত (মৃত্যুযন্ত্রণা) সময়মত চলে আসবে। (তখন বলা হবে) এটা হলো সেই মৃত্যু যা থেকে তুমি পালাতে চেয়েছিলে।

২০-২১. আর (সে দিন প্রথমে মহাপ্রলয় ঘটানোর জন্য এবং পরে হাশরের ময়দানে হাজির করার জন্য) শিঙ্গা ফুঁকা হবে, এটাই হলো প্রতিশ্রুত দিন। আর প্রতিটি নাফস (ব্যক্তি /প্রাণী হাশরের ময়দানে) হাজির হবে। তখন তার সঙ্গে থাকবে একজন পরিচালক আর একজন সাক্ষী।

২২. (তখন তাকে বলা হবে) তুমি এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলে, (আজ) আমরা তোমার সকল আবরণ সরিয়ে দিয়েছি। তুমি আজ প্রত্যক্ষ দেখছো।

২৩. তখন তার ক্বারীন (জীবন সঙ্গী ফিরিস্তা) বলবেঃ এই তো আমার কাছে (তোমার) আমলনামা।

২৪-২৬. (মহান আল্লাহ ফিরিস্তাদের বলবেন) প্রতিটি উদ্ধত কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। কারণ সে ছিল সৎকাজে বাঁধা দানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী এবং সন্দেহ পোষণকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য খোদা গ্রহণ করেছে তাকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।

২৭. তার অন্য ক্বারীন (শয়তান সঙ্গী) বলবেঃ হে রাব্ব! আমি তাকে বিভ্রান্ত করিনি, সে নিজে-ই চরম বিভ্রান্ত ছিল। (মানব শিশু জন্মের সাথে সাথে তার সঙ্গে দুই জন ক্বারীন নিযুক্ত করে দেয়া হয়। ক্বারীন সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফুসসিলাতঃ ২৫)

২৮-৩০. (তখন আল্লাহ বলবেন) আমার কাছে ঝগড়া করো না। আমি আগে-ই তোমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছি। আমার কাছে কথা বদল হয় না। আর আমি বান্দার উপর অবিচার করি না। সেদিন জাহান্নামকে বলবঃ "তুমি কি ভরে গেছ"? জাহান্নাম বলবেঃ আরও আছে কী..?

وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿٣١﴾ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَ جَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿٣٤﴾ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾

মুত্তাক্বীদের চিরস্থায়ী আবাস জান্নাত

৩১-৩৫. (তখন) জান্নাতকে মুত্তাক্বীদের একেবারে কাছে আনা হবে। এটা-ই হলো তাই যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে অনুগত ও রক্ষণশীল প্রতিটি বান্দাকে, যে বান্দা না দেখেও রাহমানকে ভয় করবে এবং অনুগত আত্মা নিয়ে (আখেরাতে) হাজির হবে। (তখন তাকে বলা হবে) পূর্ণ নিরাপত্তার সহিত জান্নাতে প্রবেশ করো। এটাই হলো অনন্তকাল। সেখানে তারা যা চাবে তাই পাবে। আমার কাছে আছে আরও অনেক কিছু (যা তাদের চাওয়ারও ঊর্ধ্বে।)

وَ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيْدٌ ﴿٣٧﴾

আল্লাহর নিদর্শনসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা

৩৬. ইতোপূর্বে অনেক জাতিকে-ই আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের অবস্থান এদের (এখনকার কাফিরদের) চেয়ে অনেক মজবুত ছিল, যারা দেশে দেশে অবস্থান গড়ে তুলেছিল। (কিন্তু যাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে যায় তাদের জন্য) কোনো আশ্রয়স্থল কি বিদ্যমান আছে..?

৩৭. নিশ্চয় এসব ঘটনায় শিক্ষা রয়েছে তার জন্যঃ যার আছে (চিন্তাশীল) হৃদয় আর যে শ্রবণ করে একাগ্রচিত্তে। (আল্লাহর নিদর্শনসমূহ থেকে শিক্ষা পেতে হলে চিন্তাশীল হৃদয় থাকতে হবে এবং একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করতে হবে বা পড়তে হবে।)

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّ مَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ﴿٣٨﴾

আল্লাহ আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে

৩৮. আসমানসমূহ, যমীন এবং মধ্যকার সবকিছু আমরা ছয় দিনে (ছয়টি ধাপে) সৃষ্টি করেছি এবং এতে একটু ক্লান্তিও আমাদেরকে স্পর্শ করেনি।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ ﴿٣٩﴾ وَ مِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ اَدْبَارَ السُّجُوْدِ ﴿٤٠﴾

সবর ও তাসবীহ

৩৯-৪০. (হে নবী) তারা (তোমার বিরুদ্ধে) যেসব কথা বলছে এজন্য তোমাকে সবর করতে হবে। তুমি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে প্রভুর প্রশংসার তাসবীহ করবে এবং রাতেও কিছু সময় তাসবীহ করবে আর সিজদাহর পরেও। (তাসবীহ করবে)

জ্ঞাতব্যঃ ৩৯ ও ৪০ তম আয়াতে কি করতে বলা হয়েছে এর ব্যাখ্যা অনেক উলামা অনেকভাবে দিয়েছেন। যার সারসংক্ষেপ হলোঃ

- ❖ সূর্যোদয়ের আগের তাসবীহ বলে বোঝানো হয়েছে ফজরের সালাত।
- ❖ সূর্যাস্তের আগের তাসবীহ বলে বোঝানো হয়েছে আসরের সালাত।
- ❖ রাতের কিছু অংশের তাসবীহ বলে বোঝানো হয়েছে মাগরিব ও ইশার সালাত।
- ❖ সিজদার পরের তাসবীহ বলে বোঝানো হয়েছে দুপুরের পরের সালাত তথা জোহরের সালাত, যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে। এখানে এ ঢলে পড়াকে-ই সিজদাহ বলা হয়েছে। তবে অনেক উলামার মতে এখানে বুঝানো হয়েছে মাগরিবের দুই রাকায়াত সুন্নত।

আসলে যেহেতু আয়াতটি স্পষ্ট নয়। তাই এটা মুতাশাবিহাতের আওতাধীন। এমন আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে না যাওয়াই উত্তম। আর যে কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহর দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল থাকার নাম সবর।

وَ اسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾ يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾ اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَ نُمِيْتُ وَ اِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ؕ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾

হাশর ও পুনরুত্থান

৪১. আর শুনো! সে দিন আহ্বানকারী (ইসরাফীল আঃ) অতি নিকট থেকে-ই আহ্বান করবে। (অর্থাৎ সবাই সে আহ্বান শুনতে পারবে যেমন শুনে অতি নিকট থেকে ডাকলে)

৪২. সেদিন সবাই সমানভাবে (এ আহ্বানের) আওয়াজ শুনতে পাবে। এটা-ই (মাটি থেকে) বের হয়ে আসার দিন (তথা পুনরুত্থান দিবস)

৪৩. নিশ্চয় আমরা-ই জীবন দেই, আমরা-ই মৃত্যু দেই এবং আমাদের কাছেই প্রত্যাবর্তন।

৪৪. সেদিন যমীন ফেটে সবাই খুব দ্রুত বেরিয়ে আসবে। এটা-ই হাশর। আমাদের জন্য এটা (সংঘটিত করা) অতি সহজ ব্যাপার।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَ مَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۫ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾

দ্বীনি ব্যাপারে ওয়াজ নসিহত করতে হবে কুরআন দিয়ে

৪৫. আমরা জানি তারা কি সব (কুফর, শিরক ও পাপের কথা) বলছে। (ইসলাম গ্রহণে) তুমি তাদের বাধ্য করতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত আজাব ও আখেরাতকে ভয় করে তুমি কুরআন দিয়ে তাকে উপদেশ দাও।

জ্ঞাতব্যঃ দ্বীনি ব্যাপারে ওয়াজ নসিহত ও উপদেশ হবে কুরআন ভিত্তিক। এসব করতে হবে কুরআন দিয়ে আর কোনো বিষয় কুরআনে না পাওয়া গেলে হাদীছ দিয়ে। মানুষের বানানো কিচ্ছা কাহিনী, স্বপ্ন আর মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে নয়।

সূরাহ যারিয়াত ৫১ سورة الذاريات

যারিয়াত শব্দটি (স্ত্রীলিঙ্গ) যারিয়াহ শব্দের বহুবচন। যারিয়াহ অর্থ ঝঞ্জাবায়ু, তুফান, ঝড়, প্রচন্ড বেগে বয়ে যাওয়া ঝড়ো হাওয়া, ইত্যাদি। এ সূরার শুরুতে যারিয়াত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যার দ্বারা প্রচন্ড বেগে বয়ে যাওয়া স্ত্রীজাতীয় কোনোকিছুকে বুঝানো হয়েছে। তবে প্রচন্ড বেগে বয়ে যাওয়া ওই স্ত্রীগণ কে বা কি? এটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। আরবী ব্যাকরণে ফিরিস্তাগণকেও শব্দগতভাবে স্ত্রীলিঙ্গ ধরা হয় এ জন্য অনেক তাফসীরকারক মনে করেন এখানে যারিয়াত শব্দ দ্বারা ফিরিস্তাদের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর আদেশ পালনে প্রচন্ড বেগে নেমে আসে। আবার আরবী ব্যাকরণে বাতাস বুঝাতে যে শব্দ ব্যবহার করা হয় এটাকেও শব্দগতভাবে স্ত্রীলিঙ্গ ধরা হয় এ জন্য অনেকে মনে করেন এখানে যারিয়াত শব্দ দ্বারা প্রচন্ড বেগে বয়ে যাওয়া বাতাসকে বুঝানো হয়েছে। আসল বিষয় আল্লাহই ভালো জানেন। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ আহক্বাফের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৬০টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ﴿١﴾ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ﴿٤﴾ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَّ اِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾ وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ﴿٩﴾ قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ﴿١١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

যারা দ্বীনি ব্যাপারে অনুমান করে কথা বলেন তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যায়

১. কসম তাদের যারা (যে সব ফিরিস্তা আল্লাহর আদেশ পালনে) প্রচন্ড বেগে ছুটে যায় /কসম প্রচন্ড বেগে বয়ে যাওয়া (ঝঞ্জা বায়ুর)

২. যা (যে বায়ু) ভারি বস্তু (মেঘমালা) বয়ে নিয়ে যায় /যারা (যে ফিরিস্তারা) ভারি বস্তু (আল্লাহর মহান আদেশ) বয়ে নিয়ে যায়।

৩. যা/যারা অতি সহজভাবে (কোনো প্রকার বাঁধা বিপত্তি ছাড়াই সম্মুখে) এগিয়ে চলে (তথা কর্ম সম্পাদন করে,)

৪. যা/যারা সুষ্ঠুভাবে বণ্ঠন করে। (বাতাস মেঘমালাকে সুষ্ঠভাবে ছড়িয়ে দেয় আর ফিরিস্তা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করে)

৫. (হে মানুষ ও জিন্ন! জেনে রাখো!) তোমাদেরকে দেয়া সকল প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সঠিক।

৬. প্রতিদান দিবস অবশ্যই আসন্ন।

৭. কসম বহু কক্ষপথ বিশিষ্ট মহাকাশের। (বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছে মহাকাশে অনেকগুলো কক্ষপথ রয়েছে)

৮. (হে মানুষ!) তোমরা (কুরআন ও নবীর ব্যাপারে কাফিরদের প্রপাগান্ডাসহ) নানা কথার বেড়াজালে ঘুরপাক খাচ্ছো।

৯. আসলে যে ব্যক্তিকে (আল্লাহর রহমত থেকে) চির বঞ্চিত করা হয় কেবল তাকে-ই (কুরআন ও নবীর আনুগত্য থেকে) বঞ্চিত রাখা হয়।

১০-১১. তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যায় যারা অনুমান করে কথা বলে, যারা (কুরআন হাদীছের জ্ঞান থেকে) উদাসীন থাকে।

জ্ঞাতব্যঃ আজকাল আমাদের সমাজের অনেকেরই অবস্থা এমন হয়ে গেছে, তারা দ্বীনি ব্যাপারেও অনুমান করে কথা বলেন এবং কুরআন হাদীছের জ্ঞান থেকে উদাসীন থাকেন। যারা এমন করেন তারা বিভ্রান্ত হয়ে যান তাই তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠে।

يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ﴿١٣﴾ ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ؕ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٤﴾

যারা আখেরাতের বিশ্বাসে অবিচল নয় তাদের পরিণাম

১২-১৪. তারা জিজ্ঞেস করেঃ প্রতিদান দিবস (বিচার দিন) কবে আসবে? (তাদেরকে বলে দাও) যে দিন তাদেরকে আগুনে ফেলা হবে (এবং বলা হবে) তোমরা নিজেদের ফিতনার (ফসল হিসেবে আযাবের) স্বাদ আস্বাদন করো। (তখন-ই আসবে প্রতিদান দিবস এবং তখন তাদেরকে বলা হবে) এটাই তাই, যে ব্যাপারে তোমরা তাড়াহুড়া করতে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

মুহসিনদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য এবং পুরস্কার

১৫-১৯. (সেদিন) মুত্তাক্বীগণ থাকবে উদ্যান ও ঝর্ণার (শোভায় শোভিত) জান্নাতে। তারা প্রভুর দয়া উপভোগ করবে, কারণ ইতোপূর্বে তারা মুহসিন ছিল, রাতে তারা কমই ঘুমাত আর ভোর রাতে তারা ইস্তিগফার করত, তাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার ছিল।

মুহসিন পরিচিতিঃ মুহসীন অর্থ ইহসানকারী। যে ব্যক্তি ইহসান করে বা ইহসানের সাথে কাজ করে তাকে "মুহ'সিন" বলা হয়। আর "ইহ'সান" অর্থ সুন্দর করা।

ইসলামী পরিভাষায় নিজের ঈমান, ইসলাম, আদব আখলাক, স্বভাব চরিত্র, ইবাদাত বন্দেগী, কথাবার্তা, ইত্যাদি সুন্দর করাকে "ইহ'সান" বলা হয়।

হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত বুখারী মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে জিবরাঈল আঃ প্রশ্ন করেছিলেন "ইহ'সান" কি? উত্তরে রাসূল সাঃ বলেছিলেনঃ "আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো। আর যদি তাকে দেখতে না পার তবে (মনে রাখবে) তিনি তোমাকে দেখছেন"। উল্লেখ্য..

- ঈমানকে সুন্দর করতে হলে শুধুমাত্র যথাযথ দলীল তথা ক্বাত্বয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কেই নিজের ঈমান ও আক্বীদায় স্থান দিতে হবে। উল্লেখ্য আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত এবং মুতাওয়াতির মানের হাদীছকে বলা হয় ক্বাত্বয়ী (অকাট্য) দলীল। এ দুই প্রকার দলীল ছাড়া অন্য কোনো প্রকার দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয় আমাদের ঈমান আক্বীদাহর অংশ হবে না। এ ব্যাপারে সকল ঈমামগণও ঐক্যমত পোষণ করেছেন।
- নিজের ইসলামকে সুন্দর করতে হলে সকল প্রকার ভেজাল মুক্ত থেকে হানীফ পদ্ধতিতে দলীল ভিত্তিক কাজ করতে হবে।
- আদব আখলাক সুন্দর করতে হলে সভ্য ও ভদ্র হতে হবে।
- স্বভাব চরিত্র সুন্দর করতে হলে সকল প্রকার পাপাচার ও বদ-স্বভাব পরিহার করতে হবে।
- কথাবার্তা সুন্দর করতে হলে বিনয়ী ও নম্র হতে হবে এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে কথা বলতে হবে।

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

শিক্ষণীয় নিদর্শনসমূহ

২০-২১. পৃথিবীর মাঝে শিক্ষণীয় অনেক নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা বিশ্বাসে অবিচল।

(শিক্ষণীয় অনেক নিদর্শন রয়েছে) তোমাদের নিজেদের মাঝেও, তোমরা কি (এসব নিয়ে) গভীরভাবে চিন্তা করে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বুঝতে পার না?

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾

জান্নাত জাহান্নামের অবস্থান

২২-২৩. তোমাদের রিজক এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু (জান্নাত জাহান্নাম) আকাশে বিদ্যমান আছে। আকাশ এবং পৃথিবীর প্রভুর কসম! এসব অবশ্যই সত্য। যেমন সত্য তোমাদের কথা বলা।

জ্ঞাতব্যঃ হাদীছে বলা হয়েছে জান্নাতু-ল-ফিরদাউস আরশের নীচে, কুরআনে বলা হয়েছেঃ জান্নাতু-ল-মাওয়া সিদরাতু-ল-মুনতাহার নিকটে। এক হাদীছে বলা হয়েছে ইদরিস আঃ জান্নাতে আছেন, অন্য হাদীছে বলা হয়েছে তিনি আছেন ৪র্থ আসমানে। এর মানে ৪র্থ আসমান ও একটি জান্নাত। এভাবে জান্নাত সমূহ ১ম আকাশের উপরে আর জাহান্নাম হলো দুনিয়া থেকে ১ম আকাশের মধ্যবর্তী শূন্য স্থানে তথা মহাকাশে। হাশরের ময়দান হবে এ দুনিয়া। তাই হাশরের ময়দান থেকে জান্নাতে যাবার পথে জাহান্নাম। তাই সবাইকে জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে। আর জাহান্নাম অতিক্রম করাকেই বলা হয় সীরাত যা আমাদের সমাজে পুলসীরাত নামে খ্যাত।

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَٰمًا ۖ قَالَ سَلَٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُۥ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

ফিরিস্তা যখন ইবরাহীম আ. এর ঘরের মেহমান

২৪-২৫. (হে নবী!) তোমার কাছে কি পৌঁছায়নি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের খবর? তারা যখন তার কাছে এলো, বললঃ সালাম। (তাদের সালামের প্রত্যুত্তরে) ইবরাহীম বললঃ সালাম। সে তাদের চিনতে পারলো না।

সালামঃ সালাম হচ্ছে মানুষের একে অপরকে দেওয়া আন্তরিক অভিবাদন। শুধু "সালাম" শব্দটি ব্যবহার করেও সালাম দেওয়া যায়। ইবরাহীম আ.কে ফিরিস্তাগণ "সালাম" শব্দ দিয়েই অভিবাদন করেছিলেন এবং এর প্রতি উত্তরে ইবরাহীম আ. শুধু সালাম শব্দটিই বলেছিলেন। যে কথা বলা হয়েছে উপরের আয়াতে।

এভাবে "সালামুন আলাইকুম" বলেও সালাম দেওয়া যায়। পরকালে ফিরিস্তাগণ জান্নাতীদেরকে "সালামুন আলাইকুম" বলে অভিবাদন জানাবেন বলে সুরাহ রা'দঃ ২৪ এবং সূরাহ নাহ'লঃ ৩২ সহ আরও অনেক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। আবার "আস-সালামু আলাইক বা আস-সালামু আলাইকুম" বলেও সালাম দেওয়া যায়।

২৬-২৭. (মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য) ইবরাহীম তার স্ত্রীর কাছে গেল এবং বাছুরের কাবাব বানিয়ে মেহমানদের সামনে পেশ করলো, (কিন্তু মেহমানরা খাবার গ্রহণ করলো না। তখন ইবরাহীম তাদেরকে) বললঃ আপনারা খাচ্ছেন না কেন?

২৮-২৯. (তখনকার দিনে ডাকাতি বা খুন করতে এলে ডাকাত বা খুনী মেজবানের ঘরে খাবার গ্রহণ করত না। এ কারণে) ইবরাহীম ভয় পেয়ে গেল। তারা বললঃ ভয় পাবেন না। তারা ইবরাহীমকে

একজন জ্ঞানী ছেলের সুসংবাদ দিলো। তার স্ত্রী তখন (খুশিতে) চিৎকার করে এগিয়ে এলো এবং মুখে হাত মেরে বললঃ (আমার সন্তান হবে। অথচ আমি) বৃদ্ধা, বন্ধ্যা?

৩০. তখন তারা (ফিরিস্তারা) বললঃ এমনই হবে। প্রভু এটাই বলেছেন। নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣١﴾ قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ﴿٣٣﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣٤﴾ فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٦﴾ وَ تَرَكْنَا فِيْهَآ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٣٧﴾

সমকামী জাতি, আল্লাহর আযাব ও মৃত সাগর

৩১. ইবরাহীম বললঃ হে রাসূলগণ! (দূতগণ!) আপনাদের মূল মিশনটা কি..?

৩২-৩৬. তারা (ফিরিস্তারা) বললঃ আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে (লূত্বের) পাপিষ্ঠ জাতির কাছে। আমরা তাদের উপর মাটির (তৈরি) শক্ত পাথর নিক্ষেপ করব, যা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রভুর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা আছে। (তবে আযাব শুরু করার আগে) আমরা সেখান থেকে মুঅমিনদেরকে বের করে দেব। তবে সেখানে মাত্র একটি পরিবার ছাড়া আর কোনো মুসলিম নেই।

৩৭. আমরা (আযাব দিয়ে ওই জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং) সেখানে এক নিদর্শন (মৃত সাগর) বানিয়ে দিয়েছি ওইসব লোকের জন্য যারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে ভয় করে।

জ্ঞাতব্যঃ লূত্ব আঃ এর জাতি সমকামী ছিল। ফলে তাদের জন্য যে আযাব নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ছিল অন্যান্য জাতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়েছিল তাদের সকল মানুষ এবং সম্পূর্ণ জনপদ। তারা যে এলাকায় বসবাস করত এটাই বর্তমানের মৃত সাগর। আল্লাহর আযাবে পুরো এলাকা সাগরে পরিণত হয়েছিল যা আজও বিদ্যমান আছে এবং এ সাগরে প্রাণীর অস্থিত্ব নেই আর কোনো প্রাণী ফেললেও মরে যায় তাই এটার নাম হয়েছে মৃত সাগর। যে সাগরকে আরবীতে বলা বাহরু-ল-মাওত আর ইংরেজিতে বলা হয় ডেড সী।

وَ فِيْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَ قَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٣٩﴾ فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ وَ هُوَ مُلِيْمٌ ﴿٤٠﴾

মূসা আঃ এর মাঝেও শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে

৩৮-৪০. মূসার মাঝেও (শিক্ষণীয় অনেক নিদর্শন রয়েছে) যখন আমরা তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে

ফেরাউনের কাছে পাঠিয়ে ছিলাম। আর ফেরাউন ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং (মূসা সম্পর্কে) বলেছিল (সে হয়ত) পাগল নয়ত যাদুকর। ফলে তাকে ও তার বাহিনীকে আমরা পাকড়াও করেছি এবং সাগরে/নদীতে ডুবিয়ে মেরেছি, সে (চিরতরে) ধিকৃত হয়ে গেছে।

وَ فِیْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ الرِّیْحَ الْعَقِیْمَ ﴿۴۱﴾ مَا تَذَرُ مِنْ شَیْءٍ اَتَتْ عَلَیْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِیْمِ ﴿۴۲﴾

আ'দ জাতির মাঝেও শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে

৪১-৪২. আ'দ (জাতির) মাঝেও (শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে) যখন তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম ধ্বংসাত্মক বাতাস, এ বাতাস যার উপর দিয়ে বয়ে গেছে সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে।

وَ فِیْ ثَمُوْدَ اِذْ قِیْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰی حِیْنٍ ﴿۴۳﴾ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَ هُمْ یَنْظُرُوْنَ ﴿۴۴﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِیَامٍ وَّ مَا كَانُوْا مُنْتَصِرِیْنَ ﴿۴۵﴾ وَ قَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِیْنَ ﴿۴۶﴾

ছামূদ জাতি এবং নূহ আঃ এর জাতি

৪৩. ছামূদ (জাতির) মাঝেও (শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে আল্লাহর উটনীর উপর আঘাত করার পর) যখন তাদেরকে বলা হয়েছিলঃ আরও কিছুকাল (তিন দিন জীবন) উপভোগ করে নাও।

৪৪-৪৫. তারা তাদের প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করেছিল ফলে তাদের গ্রাস করেছিল "স্বাই'ক্বাহ" (ধ্বংসাত্মক মহাগর্জন), তারা তখন চেয়ে চেয়ে দেখছিল। (দিনের বেলায় তাদের চোখের সামনেই সব ধ্বংস হয়ে গেল।) তারা আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি, প্রতিরোধ করতে পারেনি।

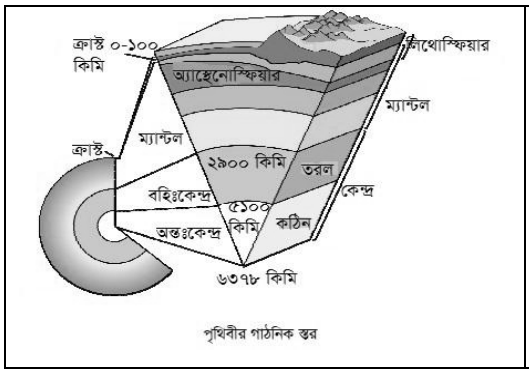
৪৬. এর আগে নূহের জাতিকেও (ধ্বংস করে দিয়েছি।) নিশ্চয় তারা ছিল পাপিষ্ঠ জাতি।

وَ السَّمَآءَ بَنَیْنٰهَا بِاَیْدٍ وَّ اِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿۴۷﴾ وَ الْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿۴۸﴾ وَ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۴۹﴾

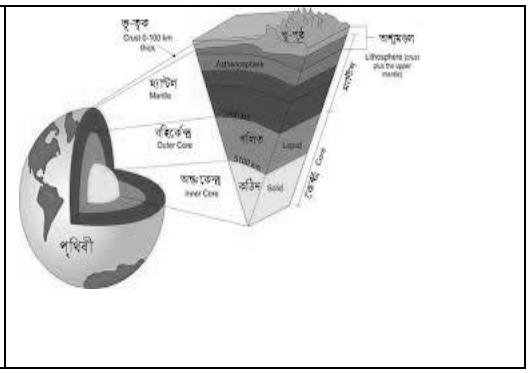
আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য ও কুদরতের মহিমা

৪৭-৪৮. আমি নিজ হাতে/আপন শক্তিতে আকাশ সৃষ্টি করেছি এবং আমি (সব করতে) সক্ষম/আমি সম্প্রসারণকারী। (পৃথিবীর ববল থেকে সম্প্রসারিত করে আকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে -দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৩০) আর আমি-ই এ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি এবং কত সুন্দর করে বিছিয়ে দিয়েছি।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে পৃথিবীর উপরে বিছানো আছে মাটির আবরণ। যাকে পৃথিবীর ত্বক বা চামড়া বলা হয়। এ ত্বক অনেকটা কার্পেটের মত এবং প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর। বিষয়টি একটু ভালোভাবে বুঝার জন্য নীচে দুটি চিত্র দেওয়া হলো..



পৃথিবীর গাঠনিক স্তর



৪৯. আমি সবকিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা (আল্লাহর ক্ষমতা ও সৃষ্টির নিপুণতা দেখে আল্লাহর বিধান) মেনে চলো।

বিজ্ঞান ও কুরআনঃ এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। আর বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে প্রতিটি বস্তুর মূল উপাদানে রয়েছে ইলেক্ট্রন আর প্রটন। এর মাঝে ইলেকট্রন হচ্ছে নেগেটিভ আর প্রটন হচ্ছে প্রজেটিভ। আর প্রতিটি পদার্থের মূল উপাদানে ইলেক্ট্রন ও প্রটন সমান সমান থাকে।

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ وَ لَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾ كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾

কুফুর ও শিরক থেকে সাবধান

৫০. সুতরাং (হে মানুষ ও জিন্ন জাতি!) তোমরা আল্লাহর দিকে ছুটে চলো। (অন্যথায় তোমাদেরকে জাহান্নামের সাজা ভোগ করতে হবে। যে সম্পর্কে) আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে সাবধান করে দিচ্ছি।

৫১. আর আল্লাহর সাথে অন্য খোদাকে মেনে নিও না। (কারণ এটা সুস্পষ্ট শিরক। আর শিরকের পরিণতি সম্পর্কে) আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে সাবধান করে দিচ্ছি।

৫২. (কিন্তু এতো সাবধান করা সত্ত্বেও যুগে যুগে) এমনটিই ঘটেছে। যখনই কোনো রাসূল এসেছে লোকজন তাকে উন্মাদ ও যাদুকর বলে অভিহিত করেছে।

কুফর ও শিরক পরিচিতিঃ

কুফরঃ কুফর অর্থ অমান্য করা, অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা, গোপন করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা, ইত্যাদি। সেমতে..

- ❖ আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য অবিশ্বাস করা;
- ❖ আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করা;
- ❖ আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা;
- ❖ আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ফরজ বিধানকে ঐচ্ছিক মনে করা;
- ❖ আল্লাহর কোনো আদেশ বা নিষেধ অমান্য করা এবং এর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া;
- ❖ আল্লাহর দ্বীন কায়েমে বা দ্বীনি দাওয়াতে বাঁধা দেওয়া বাঁধার সৃষ্টি করা;

- ❖ আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া;
- ❖ আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা;

তথা উল্লেখিত কাজসমূহের মাঝে যে কোনো একটিতে জড়িয়ে পড়া কুফর। এছাড়াও যাদু এবং আল্লাহ, রাসূল বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করাও কুফর।

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। আল্লাহর জাতিস্বত্ত্বা বা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে আল্লাহর শরীক বা সমকক্ষ বানানো অথবা আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করার নাম শিরক। শিরক নানা ভাবে হয়ে থাকে। যেমন..

- ❖ আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্ত্বায় শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে ইবাদাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে উলুহিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বানানো আইন বা বিধান মেনে নিলে রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যকে বিচারক বা শাসক হিসেবে মেনে নিলে হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে বৈশিষ্ট্যে শিরক হয়। উল্লেখিত শিরক সমূহ হচ্ছে বড় শিরক।
- ❖ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নামে কসম করলে শিরক হয়।
- ❖ মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে রিয়াকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে।
- ❖ কুরআনের আয়াত (বা মাসনূন দোয়া) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়। নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক।

কুফর ও শিরক একইঃ কুফর ও শিরক দুটি আলাদা পাপ হলেও দুটুই ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। তাই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে দুটিই সমান। আর এজন্যই মাঝে মাঝে দুটি একাকার হিয়ে যায় এবং একটি অরেকটির জায়গায় ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হচ্ছে..

"আমি অচিরেই কাফিরদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দেব, কারণ তারা শিরক করেছে.." (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৫১)
"তারা অবশ্যই কুফর করে যারা বলে আল্লাহ তিনের এক.." অর্থাত যারা তৃত্ববাদে বিশ্বাস করে। (মা-ইদাহঃ ৭৩)
"তারা অবশ্যই কুফর করে যারা বলে আল্লাহ হলেন মাসীহ বিন মারইয়াম.. (মা-ইদাহঃ ৭৩)

এছাড়াও আরও অনেক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে। আর এসব আয়াত থেকে বুঝা যায় কুফর ও শিরক দুটি স্বতন্ত্র পাপ হলেও কখনো কখনো পাপ দুটি একীভূত হয়ে যায়। যদিও একাডেমিক ভাবে কুফর তুলনামূলকভাবে শিরক থেকে ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানে সকল মুশরিক-ই কাফির হয় তবে সকল কাফির মুশরিক হয় না। যেমন এক ব্যক্তি বাস্তব জীবনে ইসলাম মেনে চলে তবে "হুদূদ" মানে না। তার এ পাপকে কুফর বলা যাবে তবে শিরক নয়।

(কুফর ও শিরক সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" দেখে নিন)

اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٤﴾ وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾

যে বা যারা দ্বীনের কারণে তোমার থেকে সরে যায় তুমিও তাদের থেকে দূরে থাকো

৫৩. (সকল যুগে, সকল সমাজে, সকল জনপদে কাফির মুশরিকদের উক্তি ও স্বভাব প্রায় একই ধরণের হয়ে

থাকে) তবে কি তারা (আগেকার কাফিররা) এদেরকে (বর্তমান যুগের কাফিরদেরকে) এ ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে গেছে..? (যে কারণে এরাও তোমার সাথে এমন আচরণই করছে যেমন আচরণ আগের যুগের কাফিররা তাদের রাসূলদের সাথে করেছিল। আসলে এদেরকে উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।) বস্তুত এরা নিজেরাই সীমালঙ্ঘনকারী।

৫৪. (হে নবী! যেহেতু তারা তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই) তুমিও তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, এজন্য তোমাকে দায়ী করা হবে না। (কারণ তুমি রিসালাত পৌঁছে দিয়েছ)

৫৫. আর (কুরআন দিয়ে) উপদেশ দিতে থাকো। (কুরআনের) উপদেশ (ভ্রান্তদের কাজে না লাগলেও) মুঅমিনদের কাজে লাগবে অবশ্যই।

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾ مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّ مَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ﴿٥٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿٥٨﴾

জিন্ন ও ইনসান সৃষ্টির উদ্দেশ্য

৫৬. আমি জিন্ন ও ইনসান সৃষ্ঠি করেছি যেন তারা শুধুই আমার ইবাদাত করে। (সুতরাং তাদের ফরজ দায়িত্ব হলো বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুধুই আমার আদেশ মেনে চলা)

৫৭. আমি তাদের থেকে সম্পদ চাচ্ছি না (তাই তাদেরকে সম্পদের পিছনে দৌড়াতে হবে না) আমি চাচ্ছি না; তারা আমাকে খাদ্য দান করুক। (সুতরাং তাদেরকে খাদ্যের পিছনেও ছুটতে হবে না।)

৫৮. আসলে আল্লাহই সকলের রিজকদাতা। (তিনি-ই তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। তিনি হলেন) মহাক্ষমতাধর, মহাশক্তিশালী। (তাই তিনি যাকে যতটুকু দিতে চাইবেন ততটুকুই দেবেন। এতে কেউ কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।)

فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٦٠﴾

জুলমের পরিণাম

৫৯. যারা জুলম (শিরক, অবিচার, অধিকার হরণ) করে তাদের পরিণতি এমনই হবে, যেমন হয়েছে তাদের পূর্বসূরিদের। সুতরাং তারা যেন তাড়াহুড়া না করে।

৬০. যেদিনের প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছে, কাফিরদের জন্য দিনটি বড়ই দুর্ভোগের হবে।
(জুলুম ও অধিকার সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৫ম বই 'অধিকার')

সূরাহ তূর ৫২ سورة الطور

তুর অর্থ পাহাড়। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ সাজিদাহর পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৪৯টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الطُّوْرِ ﴿١﴾ وَ كِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ﴿٢﴾ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ﴿٣﴾ وَّ الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ﴿٤﴾ وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ﴿٥﴾ وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ﴿٦﴾ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾ يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ﴿٩﴾ وَّ تَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾ فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٤﴾ اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿١٥﴾ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহ'মানি-র-রাহীম

আল্লাহর আযাব অবশ্যম্ভাবী

১. কসম পাহাড়ের (যে পাহাড়ে আল্লাহ মূসা আঃ এর সাথে কথা বলেছিলেন।)

২-৩. কসম লিখিত কিতাবের, (যা লিখা রয়েছে) উন্মুক্ত স্বচ্ছ পত্রে (তথা লাউহে মাহফুজে।)

৪. কসম বাইতু-ল-মা'মূরের, (দুনিয়ার কা'বাহর ঠিক উপরে আকাশের উপর ফিরিস্তাদের জন্য একটি কা'বাহ রয়েছে, এর নাম "বাইতু-ল-মা'মূর")

৫. কসম সমুন্নত ছাদের (তথা আকাশের।)

৬. কসম উত্তাল সাগরের।

৭-৮. নিশ্চয় তোমার প্রভুর আযাব অবশ্যম্ভাবী। এটা ফিরানোর মত ক্ষমতা কারো নেই।

৯-১০. সেদিন (কিয়ামতের প্রাক্কালে) আকাশ প্রবলভাবে উদ্বেলিত হবে আর পাহাড় পর্বত (ধূলিকণার মত) উড়ে যাবে,

১১-১২. সেদিন মহাদুর্ভোগ হবে (আল্লাহর বিধান) প্রত্যাখ্যানকারীদের, যারা (বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান না মেনে) খেল-তামাশায় মেতে থাকে।

১৩-১৬. সেদিন (বিচারের দিন) ধাক্কা মেরে মেরে তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। (এবং বলা হবে) এটাই জাহান্নাম, যা তোমরা অস্বীকার করতে, (ভালো করে দেখো) এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না? (এখন) তোমরা এখানে প্রবেশ করবে। সহ্য করতে পারো বা না পারো, তোমাদের জন্য সবই বরাবর। কারণ তোমাদের যা দেয়া হচ্ছে

এটা তোমাদেরই কর্মফল।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ نَعِيْمٍ ﴿١٧﴾ فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿١٨﴾ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَ زَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٢٠﴾ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾ وَ اَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّ لَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَ لَا تَاْثِيْمٌ ﴿٢٣﴾ وَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٢٤﴾ وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ وَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٨﴾

মুত্তাক্বীগণ থাকবে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে

১৭. (পক্ষান্তরে সেদিন) মুত্তাক্বীগণ থাকবে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে। (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে সেই মুত্তাক্বী।)

১৮. তাদের প্রভুর দয়ায় তারা সেখানে আনন্দময় জীবন উপভোগ করবে। আর তাদের রাব্ব তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন।

১৯. (তাদেরকে বলা হবে) তোমাদের কর্মফল হিসেবে আনন্দচিত্তে পানাহার (ইবাদাত ও কর্মবিহীন শুধুই আনন্দময় চিরস্থায়ী জীবন উপভোগ) করো।

২০. তারা সেখানে সারি সারি আসনে হেলান দিয়ে (আড্ডা দেবে।) আর আমরা তাদের জোড়া বানিয়ে দেব আয়তনয়না হুরদের সাথে।

২১. যারা ঈমান এনেছে (আমরা তাদেরকে জান্নাতে স্থান দেব) আর তাদের যে সব সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুকরণ করেছে, আমরা এদেরকেও তাদের সাথে মিলিয়ে দেব। আমরা কারো কর্মফল কম দেই না। "প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজের যিম্মাদার" (এটা ইসলামী আইনের একটি সূত্র)

২২-২৪. আমরা তাদেরকে দেব নানা প্রকার ফলমূল, মাংস এবং (আরও অনেক কিছু) যা তারা কামনা করবে। তারা সেখানে একে অপরকে পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করবে, তাতে পাপ বা বাজে কিছু থাকবে না। তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে "গি'লমান" (চির কিশোরগণ। যাদেরকে দেখলে মনে হবে) যেন সুরক্ষিত মুক্তা।

২৫-২৮. তারা পরস্পরে খোশগল্প করবে, বলবেঃ দুনিয়ায় আমরা ভয়ে ভয়ে থাকতাম। এখন আল্লাহ আমাদের দয়া করেছেন, দাহনকারী আযাব (জাহান্নাম) থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। দুনিয়ায় আমরা আল্লাহকে ডাকতাম, তিনি বড়ই বরকতময়, বড়ই দয়াময়।

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّ لَا مَجْنُوْنٍ ﴿٢٩﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿٣١﴾ اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٣٢﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٣٤﴾ اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ﴿٣٦﴾ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾ اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَ لَكُمُ الْبَنُوْنَ ﴿٣٩﴾ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٠﴾ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤١﴾ اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ؕ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ﴿٤٢﴾ اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٣﴾ وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ﴿٤٤﴾ فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾

কাফিরদের মনগড়া উক্তি এবং তাদের চূড়ান্ত পরিণতি

২৯. (হে নবী!) তুমি উপদেশ দিয়ে যাও। আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি "কাহিন" (জ্যোতিষী বা গণক) নও, উন্মাদও নও।

৩০. তারা (কাফিররা) বলেঃ সে (মুহাম্মাদ) একজন কবি। (অতীতের কবিদের মত সেও একদিন) কালের আবর্তে হারিয়ে যাবে। আমরা এরই অপেক্ষায় আছি।

৩১. (তাদেরকে) বলে দাওঃ তোমরা অপেক্ষায় থাকো, আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় রইলাম।

৩২. তাদের বিবেক কি এসব কাজে তাদেরকে প্ররোচিত করছে? না কি তারা সীমালঙ্ঘনকারী।

৩৩-৩৪. তারা বলেঃ এ কুরআন তার (মুহাম্মাদের) বানানো। অথচ তারা এটা বিশ্বাসই করে না। তারা যদি সত্য হয়, তবে তারাও এমন কথা বানিয়ে আনুক।

৩৫. (তাদেরেক জিজ্ঞেস করো) কেউ কি তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? না কি তারা নিজেই সৃষ্টিকর্তা? আকাশসমূহ এবং পৃথিবী কি তারাই সৃষ্টি করেছে? আসলে তারা বিশ্বাসই করে না!

৩৭. (তারা বলেঃ কুরআন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হত তবে এটা মুহাম্মাদের উপর নাযিল হত না। বরং মক্কার বা তায়েফের কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির উপর নাযিল হত। তাদের এমন ধারণা প্রতিহত করে নাযিল হয়েছে) তোমার প্রভুর ভান্ডার কি তাদের হাতে? তারাই কি এটা (নবুয়ত এবং ওহী বিতরণ) নিয়ন্ত্রণ করে..?

৩৮. তাদের কাছে কি কোনো সিঁড়ি আছে; যা দিয়ে (আকাশে আরোহন করে আল্লাহর সিদ্ধান্ত) শুনে

ফেলে? এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ (থাকলে) হাজির করুক।

৩৯. (নিজের মেয়ে সন্তান হলে তারা বিরক্ত হয় অথচ ফিরিস্তাদেরকে বলে আল্লাহর মেয়ে) তবে কি আল্লাহর জন্য মেয়ে আর তাদের জন্য ছেলে?

৪০. না কি তুমি তাদের কাছে কোনো বিনিময় চাচ্ছ? যা তাদের জন্য কঠিন বোঝা হয়ে গেছে?

৪১. না কি তাদের কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে; যা তারা লিখে রাখছে? (এবং তাতে লিখা আছে যে তুমি আসল নবী নও)

৪২. না কি চক্রান্তই তাদের মূল উদ্দেশ্য? আসলে যারা কুফর করে তারাই চক্রান্তের শিকার হয়।

৪৩. না কি আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোনো ইলাহ আছে? (যে আল্লাহর আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে) আল্লাহ মহান, সকল শিরকের ঊর্ধ্বে।

৪৪. (তারা আল্লাহর আযাবকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মনে করে। এমন কি) আকাশ ভেঙ্গে পড়তে দেখলেও তারা বলবেঃ পুঞ্জিভুত মেঘ।

৪৫-৪৭. (আসলে তারা নির্বোধ) তাই তাদেরকে উপেক্ষা করো। তারা (এমনই থাকবে এবং) এভাবেই ওই দিনের সম্মুখীন হবে যেদিন তাদেরকে চূড়ান্ত কর্মফল দেওয়া হবে। সেদিন তাদের কোনো চক্রান্তই কাজে আসবে না, তাদের কোনো সাহায্যও করা হবে না। যারা জুলম (শিরক, অবিচার, অধিকার হরণ) করে তাদের জন্য এ ছাড়াও আরও অনেক আযাব রয়েছে কিন্তু তাদের অনেকেই এসব জানে না।

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

আল্লাহর হুকম, সবর ও তাসবীহ

৪৮. সুতরাং তোমার প্রভুর "হুকম" (আইন, বিধান, আদেশ, কায়েমের জন্য) তোমাকে সবর করতে হবে (তথা দ্বীনের পথে অবিচল থাকতে হবে। মনে রাখবে) তুমি আমাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছ। আর তোমার প্রভুর প্রশংসার তাসবীহ করবে যখন তুমি (দুপুরের পর ঘুম থেকে) উঠবে (তথা জোহর ও আসরের সালাত আদায় করবে)। (যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকার নাম সবর)

৪৯. রাতের কিছু অংশেও তাসবীহ করবে (তথা মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করবে) আর (তাসবীহ করবে রাতের শেষে) তারকারাজি অস্ত যাবার পর (তথা ফজরে।)

হুকম পরিচিতিঃ হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- ❖ হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটাই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটাই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- ❖ হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্দীন বা আহকামু-শ-শারীয়া'হ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়াহ আইন)
- ❖ হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- ❖ হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)
- ❖ হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হাকিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক)

আর এসব বিষয় বিবেচনা করেই আমরা অনেক জায়গায় হুকম শব্দের তরজমা করেছি "বিচার ও শাসন"। যদিও কেউ কেউ তরজমা করেছেন বিচার ও ফয়সালা।

সূরাহ নাজম ৫৩ سورة النجم

নাজম অর্থ তারকা। এ সূরার ১মদ আয়াতে তারকার কসম করা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ইখলাসের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৬২টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ النَّجْمِ اِذَا هَوٰى ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوٰى ﴿٢﴾ وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴿٣﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ﴿٤﴾ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ﴿٥﴾ ذُوْ مِرَّةٍ ؕ فَاسْتَوٰى ﴿٦﴾ وَ هُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ﴿٩﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

মুহাম্মাদ সা. জীবরাঈল আ.কে তার আসল আকৃতিতে ২বার দেখেছেন

পটভূমিঃ মক্কার নেতারা বলতঃ মুহাম্মাদ আসলে নবী বা রাসূল কিছুই নয়। সে ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারিত করছে এবং বানিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলছে, শয়তান তাকে এসব কথা শিখিয়ে দিচ্ছে। বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে সে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, পথ ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তাদের এসব প্রপাগান্ডাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে নাযিল হয়েছে..

১. কসম নক্ষত্রের যখন এটা অস্তমিত হয়,

২-৪. তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মাদ) পথভ্রষ্ট নয়, বিভ্রান্তও নয় এবং সে মনগড়া কথাও বলে না, (সে যা বলে) সবই ওহী, যা তার কাছে পাঠানো হয়।

৫-৭. তাকে এ কিতাব শিক্ষা দেয় অতি শক্তিশালী (জিবরাঈল), যে মহা শক্তিধর। সে (জিবরাঈল মুহাম্মাদের সামনে নিজ আকারে) অধিষ্ঠিত হয়েছিল ঊর্ধ্ব দিগন্তে (তথা মিরাজ রজনীতে সপ্ত আকাশের উপরে),

৮-৯. তখন সে তার (জিবরাঈল মুহাম্মাদের) নিকটে এসেছিল, অতি নিকটে, ধনুকের দুই সুতার দূরত্বে বা আরও কম দূরত্বে,

জ্ঞাতব্যঃ মুহাম্মাদ সাঃ জিবরাঈল আঃকে দেখেছিলেন এবং জীবরাঈল আ. নবী সা: এর অতি নিকটে চলে এসেছিলেন। কিন্তু অনেকে মনে করেনঃ মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহকে দেখেছেন। তারা উল্লেখিত আয়াতসমূহ দিয়ে বুঝাতে চান যে রাসূল সা. আল্লাহকে দেখেছিলেন। সাহবাদের যামানায়ও কিছু মানুষ এমনটি মনে করতেন। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছেঃ

(আ'ইশাহ রাঃএর ছাত্র) মাসরূক্ব একদা আইশাহ রাঃকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আম্মিজান! মুহাম্মাদ সাঃ কি প্রভুকে দেখেছেন? আ'ইশাহ রাঃ বললেনঃ তোমার কথায় আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে। তুমি কি ওই তিনটি বিষয় অবগত নও? যে ব্যক্তি তিনটি বিষয়ের কোনো একটি সম্পর্কে কথা বলল সে মহামিথ্যুক হয়ে গেল। (আর এ তিনটি বিষয় হলো)

❖ যে বলবেঃ মুহাম্মাদ তার প্রভুকে দেখেছেন সে মহামিথ্যুক। তারপর আ'ইশাহ রাঃ তিলাওয়াত করলেনঃ "দৃষ্টি

তাকে আয়ত্ত করতে পারে না, বরং তিনিই দৃষ্টিকে আয়ত্ত করেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। (সূরাহ আনয়া'মঃ ১০৩) "আল্লাহ কোনো মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলেননি, তবে (তিনি কথা বলেছেন) ওহীর মাধ্যমে বা পর্দার অন্তরালে.." (শূরাঃ ৫১)

- ❖ যে বলবেঃ মুহাম্মাদ গাইব জানেন সে মহামিথ্যুক। তারপর তিলাওয়াত করলেনঃ "..কেউ জানে না আগামী কাল কি করবে.."। (লুক্বমানঃ ৩৪)
- ❖ যে বলবেঃ মুহাম্মাদ কিছু গোপন করেছেন সে মহামিথ্যুক। তারপর তিলাওয়াত করলেনঃ "হে রাসূল! প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এসব পৌঁছে দাও.." (মাইদাহঃ ৬৭) আইশা রাঃ বললেনঃ তবে তিনি জিবরাঈল আঃকে তার আসল আকৃতিতে দুইবার দেখেছেন, (দেখুনঃ বুখারীঃ ৪৪৯১)

উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ বিন মাসউ'দ রাঃ বলেনঃ মুহাম্মাদ সাঃ জিবরাঈল আঃকে দেখেছেন, তার ছয় শত ডানা আছে। (দেখুন বুখারীঃ ৪৪৯২)

যারা বলেন রাসূল সাঃ আল্লাহকে দেখেছেন, উনারা বলেনঃ এটা ইবন আব্বাস রাঃ এবং ঈমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য ইবন আব্বাস রাঃ এবং ঈমাম আহমাদ রাহিঃ থেকে এ ব্যাপারে দুই ধরনের মন্তব্য পাওয়া যায়।

- ❖ রাসূল সাঃ আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছেন।
- ❖ রাসূল সাঃ আল্লাহকে অন্তর চক্ষু দিয়ে দেখেছেন।

মুহাক্কিক উলামাগণের মতে ২য় মন্তব্যটিই অধিকতর সাহীহ এবং গ্রহণ যোগ্য। সাহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় ইবন আব্বাস রাঃ বলেছেনঃ তিনি অন্তর দিয়ে দেখেছেন (সুতরাং অন্তর চক্ষু দিয়ে দেখার কথা বলা হলে বিষয়টি নিয়ে আর তেমন মতপার্থক্য থাকে না।)

فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ﴿١١﴾ أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿١٥﴾

সপ্ত আকাশের উপরে নিয়ে রাসূল সা. কে দেওয়া পুরস্কার এবং জান্নাতু-ল-মাওয়ার অবস্থান

১০. তখন (মিরাজ রজনীতে সপ্ত আকাশের উপরে) আল্লাহ তার বান্দার প্রতি ওহী পাঠিয়েছেন যা তিনি পাঠাতে চেয়েছেন।

জ্ঞাতব্যঃ মিরাজ রজনীতে সপ্ত আকাশে আরোহণের পর রাসূল সাঃকে তিনটি পুরস্কার দেয়া হয়েছেঃ

(১) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, (২) সূরাহ বাক্বারার শেষ অংশ, (৩) এ উম্মতের যারা শিরক করবে না তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা। (কুরতুবী)

১১-১৫. সে (মুহাম্মাদ তখন) যা দেখেছে তার মন এটা অস্বীকার করেনি। সে যা দেখেছে এ ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ করো? সে তাকে (মুহাম্মাদ জিবরাঈলকে একবার দেখেছিল মক্কার আকাশে) আর আরেকবার দেখল সিদরাতু-ল-মুনতাহার নিকটে। আর এর কাছেই জান্নাতু-ল-মাওয়া অবস্থিত।

জ্ঞাতব্যঃ "সিদরাহ" অর্থ বরই গাছ আর "মুনতাহা" অর্থ সীমানা। আকাশ এবং আরশের সীমানায় একটি বরই গাছ রয়েছে, এটাকে বলা হয় "সিদরাতু-ল-মুনতাহা"। আর সিদরাতু-ল-মুনতাহার নিকটেই আছে জান্নাতু-ল-মাঅওয়া। মি'রাজ রজনীতে রাসূল সাঃ "সিদরাতু-ল-মুনতাহার নিকটে জিবরাঈল আঃকে অতি কাছ থেকে দেখেছেন। তিনি ১ম বার জিবরাঈল আঃকে দেখে ছিলেনঃ ওহী নাযিলের সূচনার দিকে মক্কার আকাশে। রাসূল সাঃ তখন হেটে চলছিলেন। তিনি জিবরাঈল আঃকে দেখেছেন আকাশে দিগন্ত জুড়ে। (এ ব্যাপারে জানতে দেখুনঃ সূরাহ মুদ্দাচ্ছির)

জান্নাত মোট আটটি। একটি আরশের নীচে, যার নাম জান্নাতু-ল-ফিরদাউস। আর একটি সিদরাতু-ল- মুনতাহা"র নিকটে, যার নাম জান্নাতু-ল-মাওয়া। আর বাকি জান্নাতগুলোর অবস্থান সম্পর্কে কুরআন বা হাদিছে তেমন স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তবে এক হাদীছে বলা হয়েছে নবী ইদরিস আ. জান্নাতে আছেন আর অন্য হাদীছে বলা হয়েছে তিনি আছেন ৪র্থ আকাশে। এর দ্বারা ধরে নেওয়া যায় ৪র্থ আকাশও একটি জান্নাত। আর আল-কুরআনের সূরাহ নাবার ১৯ তম আয়াতে বলা হয়েছে " (বিচারের পর লোকজনকে জান্নাতে যাবার পথ করে দেওয়ার জন্য) আকাশ খুলে দেওয়া হবে এবং এতে অনেক দ্বার সৃষ্টি হবে"। এখানে আকাশ শব্দটি একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এতেও বুঝা যায় জান্নাতসমূহ হচ্ছে প্রথম আকাশের উপরে। এমন সব সূত্র থেকে ধারণা করা হয় ২য় আকাশ থেকে ৭ম আকাশ পর্যন্ত ৬ আকাশে ৬টি জান্নাত আর এর উপরে সিদরাতু-ল-মুনতাহার কাছে এবং আরশের নীচে একটি করে জান্নাত এ হলো মোট ৮টি জান্নাত। আর জাহান্নাম হলো দুনিয়া থেকে জান্নাতে যাবার পথে মানে প্রথম আকাশের নীচে।

اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿١٨﴾

মিরাজ রজনীতে সিদরাতু-ল-মুনতাহাকে সাজানো হয়েছিলো অপরূপ সাজে

১৬. তখন (সিদরাতু-ল-মুনতাহায় অবস্থিত) বরই গাছকে সাজানো হয়েছিলো যথাযথ সাজে।

১৭. (এতসব দেখেও) তার (মুহাম্মাদের) দৃষ্টি বিভ্রাট ঘটেনি এবং সীমালঙ্ঘনও করেনি।

১৮. নিশ্চয় সে তখন প্রত্যক্ষ করেছে তার প্রভুর মহানিদর্শনাবলির অনেক কিছুই।

اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَ الْعُزّٰى ﴿١٩﴾ وَ مَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ﴿٢٠﴾ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْاُنْثٰى ﴿٢١﴾ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾ اِنْ هِيَ اِلَّاۤ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ مَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾ اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿٢٤﴾ فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَ الْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾

লাত, মানাত ও উযযাসহ মনগড়া দেবদেবী এবং মানবরচিত মত ও পথ

১৯-২০. (হে মানুষ!) তোমরা কি লাত ও উযযা (দেবতা) সম্পর্কে ভেবে দেখেছো? এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে..? (লাত, মানাত ও উযযা আরবের ৩টি প্রসিদ্ধ দেবতার নাম। এ আয়াত তিলাওয়াত কালে শয়তান কিছু সংমিশ্রণ করেছিল। এ ব্যাপারে জানতে দেখুন সূরাহ হাজ্জঃ ৫২)

২১-২২. (কিছু মানুষ মনে করতো ফিরিস্তা আল্লাহর মেয়ে। তবে তারা নিজেদের মেয়ে সন্তান পছন্দ করত না। তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে) তবে কি তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান আর আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান..? এমন বন্টন বড়ই অসঙ্গতিপূর্ণ।

২৩. আসলে (লাত, মানাত, উযযা) এসব কয়েকটি নাম মাত্র। তোমরা এবং তোমাদের পূর্বসূরিরাই এসব নাম (সর্বস্ব খোদা) ঠিক করে নিয়েছ। এ ব্যাপারে আল্লাহ থেকে কোনো দলীল-প্রমাণ আসেনি। (যে বা যারা এসব করছে) তারা শুধুই ধারণা নির্ভর মনগড়া মতবাদের অনুকরণ করে। অথচ প্রভু থেকে তোমাদের কাছে এসেছে আল-হুদা (আল-কুরআন। তাই ধারণা ভিত্তিক সবকিছু বাদ দিয়ে কুরআন ভিত্তিক নীতি আদর্শ মেনে চলাই একমাত্র সঠিক পথ।)

২৪-২৫. মানুষ যা চায় তাই কি সে পেয়ে যায়..? ইহকাল ও পরকালে সকল সিদ্ধান্তের মালিক একমাত্র আল্লাহ। (আল্লাহ যাকে যা দিতে ইচ্ছা করেন তাকে তাই দেওয়া হয় এবং ততটুকুই দেওয়া হয়)

জ্ঞাতব্যঃ দুনিয়ায় মানুষের সকল আশা পূর্ণ হয় না, হবারও নয়। তবে জান্নাতে মানুষের সকল আশা পূর্ণ হবে। তখন মানুষ যা চাবে তাই পাবে, এমনকি যা সে চাইতে পারবে না তাও পাবে। আল্লাহ নিজ দয়ায় এতো দেবেন যা চাইতেও তারা সক্ষম নয়।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে গিয়ে (মানব রচিত ও মনগড়া) কোনো ব্যক্তি, সরকার বা সংস্থার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া অবৈধ, কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এসব মেনে নিলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে মুনাফিক। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বর। মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও অবৈধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾

শাফায়াতের বিধান ও পদ্ধতি

২৬. (যে মুসলিম কুফর বা শিরকের সাথে জড়িয়ে তার ঈমানকে বিনষ্ট করে ফেলল তার জন্য মাগফিরাত কামনায় যদি) আকাশসমূহের সকল ফিরিস্তা (মিলেও শাফায়াত করে তবুও) তাদের শাফায়াত কোনো কাজে আসবে না। তবে (শাফায়াত কাজে আসবে) শুধুই ওই ব্যক্তির জন্য যার জন্য (শাফায়াত করতে) আল্লাহ অনুমতি দেবেন এবং যার (শাফায়াত গ্রহণ করতে) আল্লাহ ইচ্ছা করবেন আর যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হবেন। (শাফায়াত সম্পর্কে জানতে দেখুন বাক্বারাহঃ ৪৮)

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ﴿٢٧﴾ وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ۭ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

দ্বীনি ব্যাপারে ধারণা নির্ভর ও জ্ঞানহীন উক্তি মানুষকে কুফর পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে

২৭-২৮. যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না, কেবল তারাই ফিরিস্তাদের নারী নামে অভিহিত করে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই, তারা শুধুই ধারণা করে থাকে। আর সত্যের বিপরীতে ধারণা নিতান্তই মূল্যহীন হয়।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মানুষ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা হাসিল করে/পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে ফলাফলে উপনীত হয়/অনুসন্ধান করে যা অবগত হয়, এসবই ধারণা নির্ভর জ্ঞানের অংশ। যদিও এসব বিষয় সত্য হবার সম্ভাবনা বেশী তবে শতভাগ নিশ্চয়তা নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ থেকে যা আসে সব সত্য এবং শতভাগ নিশ্চিত সত্য। এতে অসত্যের কোনো সম্ভাবনাই নেই।

তাই যেসব বিধান, নিয়ম, রীতিনীতি, তথ্য, তথা যতকিছু আল্লাহ বলেছেন বা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবগত হয়ে রাসূল সাঃ বলেছেন এসবই চরম সত্য। এর বিপরীতে অন্য কিছু মেনে নেয়া যাবে না। করলে পাপ হবে, ক্ষেত্র বিশেষে কুফর হবে। এতে ঈমান ও আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে।

আর যে সব ব্যাপারে আল্লাহ বা রাসূল পরিষ্কার করে কিছু বলেননি, এসব ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া মূলনীতি মেনে মানুষ তার বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে আইন বা বিধান তৈরি করবে, সমাধান খুঁজবে বা তথ্য বের করবে, এটাই স্বাভাবিক এবং এটা ইসলামে অনুমোদিত। তবে এতে ভুল হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۪ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ﴿٣٠﴾

কুরআন বিমুখ জীবন

২৯-৩০. সুতরাং (হে আমার বান্দা! শুনো!) যে ব্যক্তি শুধুই দুনিয়া কামনা করে এবং আমার যিকর (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তুমি তাকে উপেক্ষা করবে। কারণ তাদের জ্ঞানের পরিধি এতোটুকুই। তোমার প্রভু জানেনঃ কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। আর হেদায়াত প্রাপ্তদের ব্যাপারেও তিনি অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ যারা শুধু দুনিয়াবী বিষয়াদি নিয়ে শিক্ষা অর্জন করে, যারা শুধু দুনিয়া সম্পর্কে জানে, যারা শুধু দুনিয়া হাসিলের জন্য কাজ করে, যাদের জীবন শুধুই দুনিয়া কেন্দ্রিক ও দুনিয়া মুখী আর যারা কুরআন বিমুখ জীবন যাপন করে তাদেরকে উপেক্ষা করাই উত্তম। নতুবা তারা তোমাকেও বিভ্রান্ত করে ফেলতে পারে।

কুরআন বিমুখ জীবনঃ যে বা যারা বাস্তব জীবনে কুরআন বিমুখ হয়ে যাবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। এমনকি এক সময়ে তাদের মুখায়ব বিকৃত করা হবে, তাদের লা'নত করা হবে এবং তাদেরকে আরও নানা ধরনের সাজা দেয়া হবে। আমাদের সমাজের শুধু অমুসলিমরাই নয় বরং মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয়েও অনেক মানুষ নানাভাবে এবং নানা পন্থায় কুরআন বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। যেমন..

- যে সব মুসলিম স্যাকুলার ধারায় জীবন যাপন করছেন তারা কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের বিধান হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনিক আইন মেনে চলা আর স্যাকুলাররা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই কুরআন পরিপন্থী আইন, বিধান ও রীতিনীতি মেনে কুরআন বিমুখ হয়ে যায়।
- আমাদের সমাজের যেসব মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা হলো বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় ঐক্য আর ন্যাশনালিজমের (আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের) মূল শিক্ষা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন।
- আমাদের সমাজের যেসব মুসলিম আক্বীদাহ বিশ্বাসে তথা আদর্শগতভাবে ডেমুক্রেট বা গণতান্ত্রিক হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দেয় আর গণতন্ত্র শিক্ষা দেয় মানুষের সার্বভৌমত্ব। আল-কুরআন শিক্ষা দেয় আল্লাহই সকল ক্ষমতার উৎস আর গণতন্ত্রের শিক্ষা হলো জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। ইত্যাদি।
- আমাদের সমাজের যেসব মুসলিম আদর্শগতভাবে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ মেনে নিয়েছেন তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ আল-কুরআনের বিধান হচ্ছে সুদ হারাম আর পুঁজিবাদের মূল ভিত্তিই সুদ।
- আমাদের সমাজের যেসব মুসলিম উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে গেছেন তথা যে বা যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলিতে রত আছেন তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য এবং সকল প্রকার অনৈক্য ও বিভাজনকে কুরআনে হারাম করা হয়েছে। এমনকি যে বা যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি করে তাদের সাথে রাসূল সাঃ এর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে আল-কুরআন। (দেখুন সুরাহ আনয়া'মঃ ১৫৯)

সুতরাং হে আখেরাতমুখী ভাই ও বোনেরা! এখনো সময় আছে, সাবধান হয়ে যান। এবং আসুন! উল্লেখিত সকল মত ও পথসহ কুফর ও শিরকের সকল পথ ত্যাগ করে কুরআনের পথে ফিরে চলি। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সহায় হও।

وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَ يَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ﴿٣١﴾ اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَ اِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿٣٢﴾

বড় পাপ থেকে বেঁচে থাকলে ছোট পাপসমূহ আল্লাহ মাফ করে দেন

৩১. আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে এ সবকিছুর সার্বিক মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। যারা মন্দকাজ করবে তিনি তাদেরকে দেবেন নিজ নিজ কর্মফল। আর যারা ইহসান করবে তিনি তাদেরকে দেবেন উত্তম প্রতিদান। (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাঃ ৪)

৩২. যারা (কুফর, শিরক, নেফাকসহ) বড় বড় পাপ আর অশ্লীলতা পরিহার করে চলে কিন্তু ছোট ছোট পাপ (করে ফেলে। তাদের ছোট পাপসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়। কারণ) তোমার প্রভুর ক্ষমা অপরিসীম। তিনি তখন থেকেই তোমাদের ব্যাপারে অবগত যখন মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, যখন তোমরা ভ্রূণ আকারে মাতৃগর্ভে ছিলে। তোমরা নিজে নিজেদেরকে/একে অন্যকে তাযকিয়্যাহ করবে না। তিনিই জানেন (তোমাদের) কে কে মুত্তাক্বী হতে পেরেছে (তথা পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পেরেছে। যে ব্যক্তি কুফর, শিরক ও পাপচার থেকে বেঁচে থাকলো তাকে মুত্তাক্বী বলা হয়।)

জ্ঞাতব্যঃ এখানে ছোট পাপ বুঝাতে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে "লামাম"। তাফসীর জালালাইনে এর উপমা দেয়া হয়েছে (পর নারীর প্রতি) দৃষ্টি, চুম্বন, স্পর্শ, ইত্যাদি।

আর তাফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে "সঙ্গমের আগের কাজসমূহ। আবু-হুরাইরাহ এবং ইবন আ'ব্বাস রাঃ বলেছেনঃ যিনার আগের কাজসমূহকে লামাম বলা হয়।

মাক্বাতিল বিন সালমান বলেছেনঃ আয়াতটি নাযিল হয়েছে নাহবান আল-তাম্মারের ব্যাপারে। নাহবান ছিলেন মদীনার একজন খেজুর ব্যবসায়ী। মদিনার বাজারে নাহবানের খেজুরের দোকান ছিল। একদা একজন (সুন্দরী) মহিলা খেজুর কিনতে এলে নাহবান বললেনঃ ভিতরে ভালো খেজুর আছে। মহিলা ভিতরে গেলে নাহবান তাকে শারীরিকভাবে উত্যক্ত করলেন কিন্তু মহিলা কোনো ভাবেই রাজি হলেন না। মহিলা চলে গেলে নাহবান নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি রাসূল সাঃএর কাছে এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন পুরুষ একজন নারীর সাথে যা কিছু করে আমি সব করেছি শুধু সঙ্গম ছাড়া (এখন আমার মুক্তির উপায় কি?) তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউ'দ, আবু সাঈদ আল-খুদরী, হুযাইফাহ রাঃ হুম এবং (আইশাহ রাঃ এর ছাত্র) মাসরূক্বও এমন কথাই বলেছেন। উনাদের মতে "লামাম" হচ্ছে সঙ্গমের আগের কাজ সমূহ, যেমনঃ চুম্বন করা, খোঁচা দেয়া, দেখা, একত্রে শোয়া ইত্যাদি।

মাসরূক্ব রাহিঃ ইবন মাসউ'দ রাঃ থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবন মাসউদ রাঃ বলেছেনঃ চোখের যিনা দেখা, হাতের যিনা ধরা আর পায়ের যিনা চলা (অর্থাৎ যিনা করতে হলে চোখ দেখে, পায়ে চলে এবং হাতে ধরে) এরপর যৌনাঙ্গ এটাকে বাস্তবে রূপ দেয় বা দেয় না। যৌনাঙ্গ যদি বাস্তবে রূপ দেয় তবে এটা যিনা হয়ে যায় আর যৌনাঙ্গ বাস্তবায়িত না করলে "লামাম" থেকে যায়।

এসব বর্ণনা করার পর ইমাম কুরতুবী লিখেছেনঃ যে কাজকে যিনা হিসেবে সাব্যস্থ করে দুনিয়া ও আখেরাতে

সাজার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এটা হলো যা যৌনাঙ্গ দ্বারা করা হয়। আর এর আগে যা করা হয় এসব আসল (যিনা নয়। তবে) যিনার অংশ বিশেষ। (আল্লাহু আ'লাম)

اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى ﴿٣٣﴾ وَ اَعْطٰى قَلِيْلًا وَّ اَكْدٰى ﴿٣٤﴾ اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ﴿٣٥﴾ اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى ﴿٣٦﴾ وَ اِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰٓى ﴿٣٧﴾ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ﴿٣٨﴾ وَ اَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ﴿٣٩﴾ وَ اَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ﴿٤١﴾

কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না

পটভূমিঃ মক্কার প্রভাবশালী মুশরিক নেতা ওয়ালিদ বিন মুগীরাহ। ওয়ালীদ এক সময়ে মুসলিম হয়ে গেল। এতে অন্যরা তাকে তিরস্কার করে বললঃ তুমি মুরব্বীদের আদর্শ ছেড়ে দিলে এবং তাদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলে? তুমি মেনে নিলে তোমার মুরব্বীরা জাহান্নামে..? ওয়ালিদ বললঃ (কি করব? আল্লাহর আযাব যে বড় কঠিন) আমি আল্লাহর আযাবকে ভয় করি। এমন সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলোঃ আল্লাহ যদি তোমাকে আযাব দেন আমি তোমার আযাব আমার উপর নিয়ে নেব তবে এজন্য তুমি আমাকে (এই পরিমাণ অর্থ) দিতে হবে। ওয়ালিদ এতে রাজি হয়ে গেল এবং এমন চুক্তি করে ওয়ালিদ ইসলাম ছেড়ে মুরতাদ হয়ে গেল। ওয়ালিদ কিছু দিন নিয়মিত অর্থ পরিশোধ করলো তারপর আর করলো না। ওয়ালিদের মত বেকুবদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছেঃ (দেখুনঃ কুরতুবী)

৩৩-৩৫. তুমি কি তাকে দেখেছো..? যে (ইসলাম গ্রহণের পর আবার) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (এই বেকুব জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য আরেক কাফিরকে) কিছু (অর্থও) প্রদান করেছে তারপর বন্ধ করে দিয়েছে। তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে যার (যে জ্ঞানের) দ্বারা সে জানতে পেরেছে (যে আখেরাতে তার দায়ভার অন্যজন নিতে পারবে।)

৩৬-৩৮. তাকে কি অবগত করা হয়নি? কি আছে মূসার কিতাবে এবং (আল্লাহর আদেশ) পূর্ণকারী ইবরাহীমের (কিভাবে? আর তা হলো) "কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না"।

৩৯-৪১. (পরকালে) মানুষ শুধু তাই পাবে যা সে নিজে অর্জন করবে। সুতরাং ওই ব্যক্তি অচিরেই তার কর্মফল দেখতে পাবে। তাকে তার কাজের পরিপূর্ণ বিনিময় দেয়া হবে।

وَ اَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ﴿٤٢﴾ وَ اَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَ اَبْكٰى ﴿٤٣﴾ وَ اَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَ اَحْيَا ﴿٤٤﴾ وَ اَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى ﴿٤٥﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ﴿٤٦﴾ وَ اَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ﴿٤٧﴾ وَ اَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَ اَقْنٰى ﴿٤٨﴾ وَ اَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ﴿٤٩﴾

আল্লাহই সবকিছুর রাব্ব

৪২-৪৪. আর সবকিছুর চূড়ান্ত পরিণতি অবশ্যই প্রভুর কাছে। নিশ্চয় তিনিই হাঁসান, তিনিই কাঁদান। তিনিই জীবন দেন, তিনিই মৃত্যু দেন।

৪৫-৪৬. তিনিই সৃষ্টি করেছেন নর ও নারী জোড়ায় জোড়ায়। (তিনি মানুষ সৃষ্টি করেন) শুক্রবিন্দু থেকে যখন (সঙ্গমকালে) বীর্যপাত করা হয় (তখনই তিনি নির্ধারণ করেন সন্তানটি কেমন হবে।)

৪৭-৪৯. (তোমাদের) পুনরুত্থান ঘটানোও তারই দায়িত্বের আওতাধীন। তিনিই ধনী বানান, তিনিই

অভাব দূর করেন আর তিনিই হলেন শি'রা (নামক নক্ষত্রের) রাব্ব (তথা মালিক ও নিয়ন্ত্রক। আরবের লোকেরা শি'রা নামক নক্ষত্রের পূজা করত। তাই এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ হলেন শি'রা নক্ষত্রের রাব্ব।)

وَ اَنَّهٗۤ اَهۡلَكَ عَادَا الۡاُوۡلٰى ﴿۵۰﴾ وَ ثَمُوۡدَا فَمَاۤ اَبۡقٰى ﴿۵۱﴾ وَ قَوۡمَ نُوۡحٍ مِّنۡ قَبۡلُ ؕ اِنَّهُمۡ كَانُوۡا هُمۡ اَظۡلَمَ وَ اَطۡغٰى ﴿۵۲﴾ وَ الۡمُؤۡتَفِكَةَ اَهۡوٰى ﴿۵۳﴾ فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى ﴿۵۴﴾ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ﴿۵۵﴾

আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া কয়েকটি জাতির কথা

৫০-৫১. আগেকার আ'দ (জাতি)কে তিনিই ধ্বংস করে দিয়েছেন আর ছামূদকেও (ধ্বংস করে দিয়েছেন,) এদের কাউকেই তিনি বাকি রাখেননি।

৫২. এর আগে নূহের জাতিকেও (ধ্বংস করেছেন), এরা সবাই অধিক জালিম (মুশরিক, অবিচারী, অধিকার হরণকারী) এবং অতি অবাধ্য ছিল।

৫৩-৫৪. তিনি (লূতের জনপদকে) উল্টিয়ে (আকাশে তুলে) আবার নিক্ষেপ করেছিলেন। এতে এ জনপদের যা হবার ছিল তাই হয়েছে। (অর্থাৎ এটা সাগরে পরিণত হয়েছে, যার নাম মৃত সাগর)

৫৫. সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর কোন আ'লা (অনুগ্রহ, নিয়ামত, শক্তি, ক্ষমতা, ইত্যাদি) সম্পর্কে সন্দেহ করবে?

هٰذَا نَذِيۡرٌ مِّنَ النُّذُرِ الۡاُوۡلٰى ﴿۵۶﴾ اَزِفَتِ الۡاٰزِفَةُ ﴿۵۷﴾ لَيۡسَ لَهَا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ﴿۵۸﴾ اَفَمِنۡ هٰذَا الۡحَدِيۡثِ تَعۡجَبُوۡنَ ﴿۵۹﴾ وَ تَضۡحَكُوۡنَ وَ لَا تَبۡكُوۡنَ ﴿۶۰﴾ وَ اَنۡتُمۡ سٰمِدُوۡنَ ﴿۶۱﴾ فَاسۡجُدُوۡا لِلّٰهِ وَ اعۡبُدُوۡا ﴿۶۲﴾

রাসূল, কিয়ামত এবং আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার একমাত্র পথ

৫৬. অতীতে যত সাবধানকারী (রাসূল) এসেছিল তাদের মত সেও (মুহাম্মাদও) একজন সাবধানকারী। (রাসূল। সুতরাং এতে আশ্চর্যের কি আছে?)

৫৭-৫৮. যা (কিয়ামত/আযাব) আসার তা এসেই যাবে, তবে আল্লাহ ছাড়া কেউ এটা আনতে পারবে না। (আর কেউ ফিরাতেও পারবে না)

৫৯-৬১. (তোমাদেরই এক ব্যক্তি রাসূল হয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, কিয়ামত হবে, পুনরুত্থান হবে, আখেরাতে সাজা হবে, পুরস্কার দেওয়া হবে। নবী তোমাদেরকে এসব কথা বলছে) তোমরা কি এসব কথায় বিস্ময় বোধ করছো? তোমরা হাসছো, তোমরা কাঁদছো না? আসলে তোমরা একেবারেই উদাসীন হয়ে গেছো।

৬২. (তাই বলি এখনো সময় আছে, সবকিছু ছেড়ে) আল্লাহকে সিজদাহ করো এবং আল্লাহর ইবাদাতে লেগে যাও। (আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র পথ।) (সিজদাহর আয়াত)

সূরাহ আল-ক্বামার ৫৪ سورة القمر

ক্বামার অর্থ চাঁদ। আল-ক্বামার অর্থ চাঁদটি। এ সূরার ১ম আয়াতে চাঁদ ফেটে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ তারিকের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৫৫টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

চাঁদ দু-টুকরা হয়ে যাওয়া এবং কাফিরদের প্রতারণা

পটভূমিঃ ইবন আ'ব্বাস রাঃ বলেনঃ একদা মক্কার মুশরিকরা একত্রিত হয়ে রাসূল সাঃকে বললঃ তুমি সত্য নবী হলে চাঁদকে দু-টুকরা করে এক টুকরা আবু-কুবাইস পাহাড়ে এবং এক টুকরা কুআইক্বায়া'ন পাহাড়ে রেখে দাও। রাসূল সাঃ বললেনঃ এমন হলে কি তোমরা ঈমান আনবে? তারা বললঃ অবশ্যই। রাতটি ছিল পূর্ণিমার রাত। রাসূল সাঃ আল্লাহর কাছে চাইলেনঃ যেন তাদের চাহিদা মত চাঁদ দুটুকরা হয়ে যায় এবং তাই হলো। রাসূল সাঃ মুশরিকদের নাম ধরে ধরে ডেকে বললেনঃ হে অমুক, হে অমুক! দেখো! (কুরাইশ নেতারা দেখলো, আশ্চর্য হলো কিন্তু ঈমান আনলো না। তারা) বললঃ সবই তোমার যাদু। (কুরতুবী) ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

১-২. সময় (কিয়ামত) নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং (এর আলামত স্বরূপ) চাঁদ ফেটে গেছে। আর (কাফিরদের স্বভাব হলো) তারা কোনো নিদর্শন দেখলে অবজ্ঞা করে এবং বলে এটা চলমান যাদু।

জ্ঞাতব্যঃ আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত, একদা মক্কার লোকজন রাসূল সাঃ এর কাছে নিদর্শনের দাবী জানালো। তিনি চাঁদকে দু-টুকরা করে দেখালেন। (বুখারীঃ ৪৫০৩)

আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, চাঁদ দু-টুকরা হবার সময়ে আমরা রাসূল সাঃ এর সঙ্গে ছিলাম। (আমাদের চুখের সামনে) চাঁদ পুরা দুই ভাগ হয়ে গেল। রাসূল সাঃ বললেনঃ তোমরা সাক্ষী থাকো, তোমরা সাক্ষী থাকো। (বুখারীঃ ৪৫০১, তাফসীর অধ্যায়)

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾

মনগড়া বা মানবরচিত পথ

৩. তারা (আল্লাহর বিধান) অমান্য করে তাদের "আহওয়া"র অনুকরণ করেছে। (ফলে আল্লাহর আযাব তাদের জন্য অবধারিত হয়ে গেছে এবং এটা সময়মত এসে যাবে। কারণ) প্রতিটি বিষয়ই নির্ধারিত (লক্ষ্যের দিকে ধাবমান।)

আহওয়া ও হাওয়া পরিচিতিঃ আহওয়া শব্দটি হাওয়া শব্দের বহুবচন। হাওয়া অর্থ মানুষের প্রবৃত্তি, মনগড়া, মানব-রচিত। সে মতে আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানুষের বানানো সকল প্রকার দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, রীতিনীতি ও তরিকাকে হাওয়া বলা হয়। (আহওয়া ও হাওয়া সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন সূরাহ নিসাঃ ১৩৫, সূরাহ আ'রাফঃ ১৭৬, সূরাহ জাছিয়াহঃ ২৩)

জ্ঞাতব্যঃ যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করে মনগড়া পথে চলে তারাও তাদের নির্ধারিত গন্তব্য জাহান্নামের দিকে ছুটে চলেছে।

وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴿٥﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ﴿٦﴾ خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ﴿٧﴾ مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ؕ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾

পুনরুত্থান সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বর্ণনা

৪-৫. (চাঁদ দু-টুকরা হবার মাধ্যমে চূড়ান্ত) সংবাদ তাদের কাছে চলে এসেছে, যাতে আছে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি এবং পরিপূর্ণ হিকমাহ। কিন্তু (যারা অবজ্ঞা করে) কোনো হুঁশিয়ারিই তাদের কাজে আসে না ।

৬-৮. সুতরাং তাদেরকে উপেক্ষা করো। যেদিন আহ্বানকারী (ইসরাফীল আঃ) এক অপ্রিয় বাস্তবতার (হাশরের) দিকে আহ্বান করবে (সেদিন) তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত কবর থেকে বের হবে এবং অপমানিত হয়ে অবনত ও শঙ্কিত নয়নে আহ্বানকারীর দিকে ছুটে চলবে। তখন কাফিররা বলবেঃ এটা বড় কঠিন দিন।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَ قَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّ ازْدُجِرَ ﴿٩﴾ فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَّ فَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰۤى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾ وَ حَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّ دُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَ لَقَدْ تَّرَكْنٰهَاۤ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَ نُذُرِ ﴿١٦﴾

নূহ আ. ও মহাপ্লাবন

৯. ইতোপূর্বে নূহের জাতি (আল্লাহর বিধান মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে। তারা আমার বান্দাকে (তথা নূহকে মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে, তাকে উন্মাদ বলেছে এবং হুমকি দিয়েছে।

১০. তখন নূহ তার প্রভুকে ডেকে বলেছেঃ আমি অপারগ হয়ে গেছি, আমাকে সাহায্য করো।

১১-১২. আমরা তখন আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম, ফলে (প্রবল বর্ষণে) পানি অনেক বেড়ে গেল। আর ভূমি থেকেও চালু করলাম পানির প্রবাহ। তখন (আকাশ ও যমীনের পানি মিলে) নির্ধারিত পরিমাণে পৌঁছে গেল। (হয়ে গেল বিশ্বব্যাপী মহাপ্লাবন)

১৩-১৪. (পানিতে সব ডুবে গেল) আমরা নূহকে আরোহণ করালাম কাঠ ও পেরেকের সমন্বয়ে (বানানো জাহাজে) যা আমাদের তত্ত্বাবধানে ভেসে চলল। (কাফিররা সব ডুবে মরলো। আমার বিধান ও রাসূলদের) অবজ্ঞার পরিণতি এমনই হয়।

১৫. আমরা এ ঘটনাকে (বিশ্ববাসীর জন্য) নিদর্শন বানিয়েছি। সুতরাং (শিক্ষা) গ্রহণ করার মত কেউ আছে কি?

১৬. (খুঁজ নিয়ে দেখো) কেমন ছিল আমার আযাব আর হুঁশিয়ারি?

নূহ আঃ = দুনিয়ার প্রথম মানব সমাজ গড়ে উঠেছিল শামদেশে। আদম আঃ ছিলেন এ সমাজের নেতা। এ

সমাজের মূলভিত্তি ছিল তাওহীদ আর আইনের উৎস ছিল ইসলামী শারীয়া'হ। আদম আঃ মারা যাবার পর তাঁর ছেলে হিবাতুল্লাহ সমাজের হাল ধরেন। মহান আল্লাহ তাকে নবী হিসেবে মনোনীত করেন। তিনি শীশ আঃ নামে পরিচিত। শীশ আঃ এর পর মানব সমাজে বিচ্যুতি শুরু হয়। ওহীর জ্ঞান শূন্য লোকেরা সমাজের নেতা হয়। শুরু হয় মনগড়া পথে জীবন-যাপন। শয়তানের প্ররোচনায় নেক লোকদের প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য বানিয়ে স্থানে স্থানে স্থাপন করা হয়। প্রথম প্রজন্মের মানুষ স্মৃতি চারনের জন্য এসব ভাস্কর্যের কাছে এলেও পরে শুরু হয় শ্রদ্ধা করা, সম্মান করা এবং এক পর্যায়ে পূজা ও উপাসনা। এভাবেই "প্রতিকৃতি থেকে মুর্তি আর মুর্তি থেকে দেবদেবী"র সূত্র ধরে মানব-সমাজে শিরকের সূচনা হয়। পুরা সমাজটা শিরকে ভরে উঠলে মহান আল্লাহ সদয় হয়ে নূহ আঃকে পাঠালেন।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾

মেনে চলার জন্য কুরআনের বিধান অতি সহজ

১৭. সুতরাং (হে আমার বান্দারা! সাবধান হয়ে যাও এবং আমার কিতাবে বর্ণিত বিধিবিধান মেনে চলো।) আমরা এ কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি গ্রহণ করার (বাস্তবে মেনে চলার) জন্য। গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَ نُذُرِ ﴿١٨﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٢١﴾ وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

আ'দ জাতির উপর বয়ে যাওয়া আযাবের কিঞ্চিৎ বর্ণনা

১৮. আ'দ (জাতি আল্লাহর বিধান মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে। (ফলে আল্লাহ আযাব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। খুঁজ নিয়ে দেখো!) কেমন ছিল আমার আযাব ও হুঁশিয়ারি?

১৯-২০. (আ'দ জাতির জাতীয়) দুর্যোগের দিনে তাদের উপর (আযাব হিসেবে) পাঠিয়ে ছিলাম ঝঞ্জাবায়ু, যা বিরামহীনভাবে বয়ে চলেছিল এবং মানুষকে এমনভাবে উৎখাত করে ফেলেছিল (তথা তারা এমনভাবে মরে পড়েছিল) যেন উৎপাটিত খেজুর গাছ।

২১. (খুঁজ নিয়ে দেখো) কেমন ছিল আমার আযাব ও হুঁশিয়ারি?

২২. সুতরাং (হে আমার বান্দারা! সাবধান হয়ে যাও এবং আমার কিতাবে বর্ণিত বিধিবিধান মেনে চলো।) আমরা এ কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি গ্রহণ করার (বাস্তবে মেনে চলার) জন্য। সুতরাং গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

আ'দ জাতি ও হূদ আঃ = নূহ আঃ এর সময়ের মহাপ্লাবনের পর নূহ আঃ এর বংশধরগণ চার দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এর মধ্যে ইয়ামান ও উমানের মধ্যবর্তি আহক্বাফ নামক স্থানে গড়ে উঠলো এক বিরাট মানব সমাজ। জাতি হিসেবে তারা আদ নামে পরিচিত। আ'দ জাতি আল্লাহর বিধান ছেড়ে কুফর শিরক ও পাপাচারে মেতে উঠলে আল্লাহ হূদ আঃ কে তাদের রাসূল বানিয়ে পাঠালেন। তিনি হলেন হূদ বিন শালিখ বিন আরফাশায বিন সাম বিন নূহ।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّ سُعُرٍ ﴿٢٤﴾ ءَاُلْقِيَ
الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾ اِنَّا
مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَ اصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾ وَ نَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ
مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَ نُذُرِ ﴿٣٠﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ
مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

ছামূদ জাতি ধ্বংসের কিঞ্চিৎ বর্ণনা

২৩-২৫. ছামূদ (জাতি) আমার হুঁশিয়ারিকারীদেরকে (তথা রসূলগণকে মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে। তারা বলেছেঃ আমরা কি (আল্লাহর রাসূল হিসেবে) আমাদের (সমাজের) এক (নগণ্য) ব্যক্তির আনুগত্য মেনে নেব? এমন করলে তো আমরা বিভ্রান্ত এবং নির্বোধ হয়ে যাব। আমাদের মাঝে (এতো জ্ঞানী মানুষ বিদ্যমান থাকতে) তাকে (স্বালিহকে) যিকর (ওহী) দেয়া হলো? আসলে সে মিথ্যুক, নিকৃষ্ট।

২৬. (তাদের এমন সব উক্তির প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলছেন) তারা কাল-ই (কিয়ামতের দিনই) জেনে যাবেঃ কে মিথ্যুক আর কে নিকৃষ্ট।

২৭-২৯. (আল্লাহ স্বালিহ আ.কে জানিয়ে দিলেন) তাদের পরীক্ষার জন্য আমরা একটি উটনী পাঠাচ্ছি। তাই তুমি ধৈর্য ধর এবং তাদের গতিবিধির প্রতি নজর রাখ। এবং তাদেরকে জানিয়ে দাওঃ এখন থেকে (শহরের একমাত্র কুপের) পানি বণ্ঠন করে দেয়া হয়েছে (এ পানি একদিন তারা ব্যবহার করবে আর একদিন আল্লাহর উটনী।) সুতরাং সবাই তাদের জন্য নির্ধারিত দিনেই কেবল (কুপের কাছে) আসবে (অন্যদিন নয়। শহরে একটিমাত্র পানির কূপ ছিল। তাই এ বণ্ঠন তারা মেনে নিলো না।) তারা এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিল। সে উটনীকে আক্রমণ করে কেটে ফেলল। (ফলে তাদের উপর ধেয়ে এলো আযাব । আল্লাহর আযাবে তারা ধ্বংস হয়ে গেলো।)

৩০. (খুঁজ নিয়ে দেখো!) কেমন ছিল আমার আযাব ও হুঁশিয়ারি?

৩১. (আযাব হিসেবে) আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম একটি মাত্র গর্জন, আর এতেই তারা শুষ্ক খড়ের মত হয়ে গেল।

৩২. সুতরাং (হে আমার বান্দারা! সাবধান হয়ে যাও এবং আমার কিতাবে বর্ণিত বিধিবিধান মেনে চলো।) আমরা এ কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি গ্রহণ করার (বাস্তবে মেনে চলার) জন্য। গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

ছামূদ জাতি ও স্বালিহ আঃ= বর্তমান সৌদি আরবের মদীনাহ ও তাবুকের মাঝে একটি জায়গার নাম হিজর, জায়গাটি মাদাইন স্বালিহ বা স্বালিহ নগরী নামেও পরিচিত। এক সময় এখানে গড়ে উঠেছিল বিরাট মানব সমাজ। ইতিহাসে তারা ছামূদ জাতি হিসেবে পরিচিত। ছামূদ জাতি আল্লাহর বিধান ছেড়ে মনগড়া পথ ধরে যখন কুফর শিরক ও পাপাচারে মেতে উঠলো তখনি আল্লাহ তাদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠালেন তাদেরি এক ব্যক্তি স্বালিহ

আঃকে। স্বালিহ আঃএর বংশ পরিচয় এভাবে পাওয়া যায়। তিনি হলেন স্বালিহ বিন আ'ব্দ বিন মাসিহ' বিন উ'বাইদ বিন হাজির বিন ছামূদ বিন আবির বিন ইরাম বিন সাম বিন নূহ আঃ।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ۗ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾

লূত্ব আঃ ও তার জাতি

৩৩-৩৫. লূত্বের জাতি হুঁশিয়ারকারীগণকে (তথা রাসূলগণকে মেনে নিতে) অস্বীকার করেছিল। তখন আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম পাথুরে ঝড়। তবে লূত্ব পরিবারকে মুক্ত করেছিলাম ভোর রাতে। এটা ছিল আমাদের বিশেষ দয়া। শোকরকারীদের পুরস্কার আমরা এভাবেই দিয়ে থাকি।

৩৬. আমাদের কঠিন আযাব সম্পর্কে লূত্ব আগেই তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিল কিন্তু তারা এ হুঁশিয়ারি সম্পর্কে সন্দেহ করেছিল।

লূত্ব আঃ ও মৃত সাগরঃ= লূত আঃ যে এলাকার রাসূল ছিলেন এ এলাকাটি বর্তমান জর্ডানে অবস্থিত। লূত আঃ মূলত ইরাকের বাসিন্দা ছিলেন। ইবরাহীম আঃ এর সাথে হিজরত করে তিনি ইরাক থেকে শাম এসেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ সদয় হয়ে তাকে ওই এলাকার রাসূল হিসেবে নিযুক্ত করে ছিলেন। লূত্ব আঃ এর জাতি সমকামী ছিল। তাদের পুরা এলাকাটি আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে সাগরে পরিণত হয়েছে। দুনিয়ার মানুষ যাকে মৃত সাগর হিসেবে চিনে। মৃত সাগরে প্রাণীর কোনো অস্থিত্ব নেই। কোনো প্রকার জলজ প্রাণী ছাড়লেও মরে যায়। মৃত সাগরে মানুষজন ডুবে না। সাগরে ঝাপ দিলে মানুষ চিত হয়ে ভেসে থাকে। (কেউ চাইলে গুগলে গিয়ে মৃত সাগর/ডেড সী লিখে সার্চ করলে মৃত সাগরের ভিডিও বা ফটো দেখতে পারবেন)

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾

পটভূমিঃ লূত্ব আঃ এর জাতি ছিল সমকামী। তাদের আযাব দেবার জন্য একদল ফিরিস্তা এসেছিল ফুটফুটে কিশোর রূপে। কিশোর দল লূত্ব আঃ এর ঘরে মেহমান হিসেবে হাজির হলো সন্ধ্যা বেলায়। খবর পেয়ে লোকজন ধেয়ে এলো। তারা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলে কিশোর রূপী জিবরাঈল আঃ বালু নিক্ষেপ করলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল। সারা রাত তারা চোখের যন্ত্রণায় ছটফট করেছে এবং ভোর রাতে আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়েছে। এদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

৩৭. তারা লূত্বের মেহমানদেরকে ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হলে আমরা তাদের দৃষ্টি কেড়ে নিলাম। আর (তাদেরকে বলা হলো) আমার আযাব আর হুঁশিয়ারি (অবজ্ঞা করার স্বাদ) আস্বাদন করো।

৩৮. ভোর রাতে তাদের আঘাত করলো চলমান আযাব। (এলাকাটি মৃত সাগর নামে এখনো বিদ্যমান আছে)

৩৯. (বলা হলো) আমার আযাব আর হুঁশিয়ারি (অবজ্ঞা করার স্বাদ) আস্বাদন করো।

৪০. সুতরাং (হে আমার বান্দারা! সাবধান হয়ে যাও এবং আমার কিতাবে বর্ণিত বিধিবিধান মেনে চলো।) আমরা এ কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি গ্রহণ করার (বাস্তবে মেনে চলার) জন্য। গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

وَ لَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾
اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾
سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ السَّاعَةُ اَدْهٰى وَ اَمَرُّ ﴿٤٦﴾ اِنَّ
الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّ سُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ؕ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾

ফেরাউনের অনুগত কাফির, এ যুগের কাফির এবং জাহান্নামের আযাব

৪১-৪২. ফেরাউনের অনুগতদের কাছেও এসেছিল সাবধানকারী (রাসূল।) তারাও আমাদের আয়াত (কিতাব ও বিধান মেনে নিতে) অস্বীকার করেছিল। ফলে আমরা তাদের পাকড়াও করেছিলাম অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা দিয়ে। (আল্লাহকে অধিক সম্মান জানাতে একবচন "আমি" শব্দের বদলে বহুবচন "আমরা" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা আরবী ব্যাকরণের একটি নিয়ম।)

৪৩. (ওহে শেষ নবীর উম্মত!) তোমাদের যুগের কাফিররা কি ওই যুগের কাফিরদের চেয়ে উত্তম? না এদের কাছে লিখিত কোনো মুক্তি সনদ আছে? (যে তারা পাপ করলেও আল্লাহ তাদের আযাব দেবেন না)?

৪৪-৪৮. না কি এরা বলছেঃ "আমরা বিজয়ী দল"। আসলে এ দল অচিরেই পরাজিত হবে এবং পালিয়ে যাবে। এদের প্রতিশ্রুতকাল নির্ধারিত। এ সময় হবে বড় কঠিন ও তিক্ততর। নিশ্চয় এসব পাপিষ্ঠরা (দুনিয়াতে) বিভ্রান্তিতে আর (আখেরাতে) আযাবে নিপতিত হবে। সেদিন এদেরকে উপুড় করে জাহান্নামে ফেলা হবে। (আর বলা হবে) জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর। (পাপিষ্ঠদের কপালের কেশ গুচ্ছ এবং পায়ের নলা ধরে উপুড় করে জাহান্নামে ফেলা হবে।)

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَ مَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾

আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য ও সৃষ্টির পদ্ধতি

৪৯-৫০. আমরা প্রতিটি বস্তুকেই সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ (ও নির্ধারিত সময়) দিয়ে। (আমি যখন কিছু করতে ইচ্ছা করি তখন শুধু আদেশ করি) আমার আদেশ একটিমাত্র কথা (আর এতেই সব হয়ে যায়) যেন একটিমাত্র চোখের পলক।

وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَآ اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَ كُلُّ صَغِيْرٍ وَّ
كَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾

আল্লাহর আযাব এবং মানুষ ও জিন্ন জাতির আমলনামা

৫১. (হে মানব ও দানব জাতি! স্মরণ করো) ইতোপূর্বে তোমাদের অনেক দলকে (এবং জাতিকে) আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। (এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা) গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

৫২-৫৩. তাদের প্রতিটি কাজ কিতাবে (আমলনামায়) লিপিবদ্ধ আছে। ছোট-বড় প্রতিটি কাজই লেখা হচ্ছে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

মুত্তাক্বীদের পুরস্কার

৫৪-৫৫. নিশ্চয় মুত্তাক্বীগণ থাকবে বাগান আর ঝর্ণা (সম্বলিত জান্নাতে) মহাক্ষমতাধর আল্লাহর সান্নিধ্যে, সম্মানের আসনে।

তাক্বওয়া ও মুত্তাক্বী পরিচিতিঃ মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে তাক্বওয়া থেকে আর তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করলো তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এ তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা কুফর শিরকে জড়িয়ে গেলে তার ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে চির জাহান্নামী মুনাফিক হয়ে যাবে।

আবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কাবীরাহ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবন-যাপন করতে হলে অবশ্যই এতটুকু তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণ তাক্বওয়াঃ অর্থাৎ ছোট বড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এ তাকওয়ার অধিকারী করতে পারেন।

সূরাহ আর-রাহমান ৫৫ سورة الرحمان

আর-রাহ'মান আল্লাহর নাম। রাহ'মান অর্থ করুণাময়। রাহমানের করুণা সবার জন্য উন্মুক্ত, পরিমিত এবং দুনিয়ার জীবনে বাস্তবায়িত। আর রাহী'ম অর্থ দয়াময়। রাহী'মের দয়া অপরিসীম এবং শুধুই নেক লোকদের জন্য, যা আখেরাতে প্রতিফলিত হবে। সূরাহটি মাদানী। সূরাহ রা'দের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় আয়াত সংখ্যা মোট ৭৮টি।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

জ্ঞানের মূল উৎস আল-কুরআন, পরিমাপ করতে হবে ইনসাফের সাথে

১-৪. আর-রাহ'মান, যিনি শিখিয়েছেন কুরআন, বানিয়েছেন ইনসান, তাকে শিখিয়েছেন বয়ান।

৫-৬. সূর্য ও চন্দ্র হিসাবের তরে, তারকা ও বৃক্ষ সিজদাহ করে।

৭. তিনি আকাশকে সমুন্নত করেছেন, আর স্থাপন করেছেন মিযান। (ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফের মানদন্ড)

৮-৯. যেন তোমরা পরিমাপে বেইনসাফী না করো। তোমরা পরিমাপ করবে ইনসাফের সহিত সঠিক ওজনে আর পরিমাপে কম করবে না।

وَ الْاَرْضَ وَ ضَعَهَا لِلْاَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّ النَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٣﴾

প্রভুর কোন নিয়ামতকে তোমরা অবজ্ঞা করবে

১০-১২. তিনি যমীনকে বিস্তৃত করেছেন প্রাণীকূলের জন্য। যমীনে আছে নানা প্রকার ফল, আবরণযুক্ত খেজুর, খোসা বিশিষ্ট দানা এবং সুগন্ধি ফুল (আর এসবই তোমাদের জন্য।)

১৩. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

লক্ষণীয়ঃ ১১ ও ১২তম আয়াতে নানা প্রকার ফল ও সুগন্ধি ফুলের কথা বলা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে খেজুর ও দানাদার খাবারের কথা। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো খেজুরের বিশেষণে বলা হয়েছে "আবরণ যুক্ত খেজুর" এবং দানাদার খাবারের বিশেষণে বলা হয়েছে "খোসা বিশিষ্ট দানা"।

এখানে আবরণ বা খোসার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মাহাত্ম্য অনেক। ফল ও তরিতরকারির ছাল এবং দানাদার খাবারের খোসায় প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ থাকে। এ ফাইবার মানব দেহের জন্য খুবই উপকারী। ফাইবার পেটের উপকারী ব্যক্টেরিয়াকে শক্তি যোগায়, খাদ্যকণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে ও এর গতি বজায় রাখতে সাহায্য করে।

এছাড়া ফাইবার মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ক্যান্সারসহ নানা রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। ওজন কমাতে, রক্তের শর্করা ও চর্বি কমাতেও ফাইবারের বিশেষ ভূমিকা থাকে। এবার আসুন! জেনে নেই ফল ও খাবারের আঁশ কিভাবে বজায় রাখতে হবে।

- ❖ ক্ষিরা, শসা ইত্যাদি সকল তরিতরকারি খোসাসহ খেতে হবে।
- ❖ তরিতরকারি ধোয়ে কাটতে হবে, কাটার পর ধোয়া যাবে না।
- ❖ আমড়া আপেলসহ অন্যান্য ফল খোসাসহ খেতে হবে।
- ❖ গমের খোসাযুক্ত (লাল) আটা খেতে হবে। (উল্লেখ্য গম থেকে খোসা আলাদা করে সাদা আটা বা ময়দা বানানো হয়।)

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَ خَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٦﴾

মানুষ ও জিন্ন সৃষ্টির মূল উপাদান

১৪-১৫. তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মাটি দিয়ে। আর জিন্ন সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা দিয়ে। (এসবই তোমাদের প্রতি প্রভুর করুণা ও নিয়ামত)

১৬. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾

উত্তর ও দক্ষিণ উভয় গোলার্ধের তিনিই মালিক

১৭. উভয় উদয়স্থল এবং উভয় অস্তস্থলের (তথা উত্তর ও দক্ষিন গোলার্ধের) তিনিই মালিক। (এ দুই গোলার্ধ বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর বিরাট নিয়ামত। এ দুই গোলার্ধের মাঝে সূর্যের আগমন ও নির্গমনের মাধ্যমে শীত হয়, গ্রীষ্ম হয়, বসন্ত আসে এবং ঋতু পরিবর্তন হয়। সাথে পরিবর্তন হয় পরিবেশ ফল-ফসল ও মানুষের রুচি।)

১৮. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾

সাগরে প্রবাহিত পানি দুই ধরণের হয়

১৯-২০. তিনিই প্রবাহিত করেছেন দুই (ধরনের) সমুদ্র (নীল পানি আর ঘোলা পানি, গরম পানি আর ঠান্ডা পানি, মিষ্টি পানি আর লোনা পানি।) উভয় সমুদ্রের মাঝে বিদ্যমান আছে (গোপন) অন্তরায়, উভয় স্রোত যা অতিক্রম করতে পারে না। (উভয় প্রকার পানিই তোমাদের জন্য উপকারী এবং উভয় পানিতেই উৎপন্ন হয় তোমাদের খাবার ও অলংকারাদিসহ আরও কতকিছু। আর এসব তিনি বানিয়েছেন তোমাদের জন্য।)

২১. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ বর্তমান বিজ্ঞান এর অনেক প্রমাণ পেয়েছে। পৃথিবীতে এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে দুই জলস্রোত একত্রে বয়ে চলেছে কিন্তু দুই স্রোতের পানি একত্রে মিলিত হয়নি। মানে একত্রে বয়ে চলার পরেও তারা আলাদা এবং ভিন্ন ভিন্ন। নিম্নে এর কয়েকটি ছবি দেওয়া হলো..









يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ﴿٢٣﴾ وَ لَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَـٰٔتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾

সাগরের সম্পদ এবং আন্তর্জাতিক জলপথ

২২. উভয় প্রকার সমুদ্র থেকেই তোমরা বের করো মুক্তা ও প্রবাল। (সাগর এবং সাগরে লুকিয়ে থাকা সম্পদ তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহ।)

২৩. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

২৪. সাগরে পাহাড়সম জাহাজ চলে তারই হুকুমে। (যার মাধ্যমে তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য করো। এটাও তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহ বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহ।)

২৫. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَّ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ﴿٢٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ﴿٢٨﴾ يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٠﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ﴿٣٣﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾

আল্লাহর নিয়ামত অপরিসীম

২৬-২৭. পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সকলেই ধ্বংসশীল। শুধু তোমার প্রভুর অস্থিত্বই চিরস্থায়ী

যিনি মহিমাময় ও মহানুভব। (তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, দিয়েছেন কত নিয়ামত।)

২৮. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

২৯. আসমানে যারা আছে এবং যমীনে যারা আছে এদের সবাই তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তিনি (বান্দাদের মাগফিরাতসহ নানা কাজে) প্রত্যহ কর্মরত। (তিনিই তোমাদের অভাব দূর করেন, তাওবাহ কবুল করেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেন।)

৩০. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৩১. হে দায়িত্বশীল উভয় জাতি (জিন্ন ও ইনসান!) আমি অচিরেই তোমাদের জন্য (চূড়ান্ত বিচার ও জবাবদিহিতার) আয়োজন করব (এবং এরপর তোমাদেরকে দেওয়া হবে চিরস্থায়ী নিয়ামত।)

৩২. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৩৩. হে জিন্ন ও ইনসান! তোমরা যদি বেরিয়ে যেতে সক্ষম হও তবে (আমার) আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সীমানা থেকে বেরিয়ে যাও। কিন্তু না.., তোমরা আমার কর্তৃত্বের বাইরে যেতে পারবে না। (তোমরা সর্বদাই আমার কর্তৃত্বের আওতাধীন। তাসত্ত্বেও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিয়েছি। এটা তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহ।)

৩৪. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৩৫. তোমাদের উপর পাঠানো হবে আগুনের শিখা আর ধোয়া। তোমরা এটা ফিরাতে পারবে না। (কিন্তু আমি তোমাদেরকে অবকাশ দেই। পাপের কারণে তৎক্ষণাৎ তোমাদের পাকড়াও করি না। তোমাদের উপর এটা আমার বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহ।)

৩৬. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّ لَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَ الْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٥﴾

কিয়ামত, পরকাল ও জাহান্নাম

৩৭. (যখন কিয়ামত হবে) আকাশ তখন বিদীর্ণ হয়ে (গলে) লাল তেলের মত হয়ে যাবে। (কিন্তু এখন আমি এ আকাশকে সুন্দরভাবে টিকিয়ে রেখেছি শুধু তোমাদের জন্য এটা আমার শক্তি ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ এবং তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহ।)

৩৮. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও

ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৩৯. সেদিন কোনো মানুষ বা জিন্নকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে হবে না। (বরং তার আমালনামাই সবকিছু বলে দেবে।)

৪০. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৪১. (সেদিন) চেহারা দেখে-ই অপরাধীকে সনাক্ত করা যাবে (কারণঃ তাদের চেহারা পাপ অনুপাতে মলিন হয়ে যাবে) এবং কপাল (চুল) আর পা ধরে (জাহান্নামে) ফেলা হবে। (এ জাহান্নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে তিনি তোমাদেরকে তাওবার সুযোগ দিয়েছেন। এটা তোমাদের প্রতি তার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ)

৪২. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৪৩-৪৪. (বলা হবে) এটা-ই জাহান্নাম। (দুনিয়ায় থাকতে) পাপিষ্ঠরা এটাকে অস্বীকার করত। (অথচ আজ) তারা জাহান্নাম আর ফুটন্ত হা'মীমের মাঝে ছোটাছুটি করছে। (জাহান্নামের বাইরে দিয়ে প্রবাহিত একটি নদীর নাম আল-হা'মীম। এ জাহান্নাম থেকে যদি বাঁচতে চাও তবে এখন-ই তাওবাহ করে আল্লাহর পথে ফিরে আসো! এটা তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহর দেওয়া বিশেষ সুযোগ।)

৪৫. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾ فِيْهِمَا
مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ
اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ
يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَ
الْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾

জান্নাতের কিঞ্চিৎ বর্ণনা

৪৬. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবস্থানকে ভয় করে (বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলবে) তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত। (আর এ উভয় জান্নাতে-ই রয়েছে তোমাদের জন্য আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত)

৪৭. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৪৮. উভয় জান্নাত-ই ঘন শাখা বিশিষ্ট (শীতল সবুজ।)

৪৯. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৫০. উভয় জান্নাতে-ই আছে প্রবাহমান দুটি ঝর্ণা।

৫১. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৫২. উভয় জান্নাতে আছে হরেক রকম ফল জোড়ায় জোড়ায়।

৫৩. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৫৪. (এসব জান্নাতে) তারা যে বিছানায় হেলান দিবে এর নীচ হবে পুরু রেশমের। উভয় জান্নাতের ফল নাগালের মধ্যেই (ঝুলে) থাকবে।

৫৫. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৫৬. (এসব জান্নাতে তাদেরকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য) থাকবে (সুন্দরী সোহাগী) যুবতীগণ, যারা (এতো প্রেয়সী হবে যে) এক পলকে তাকিয়ে থাকবে এবং ইতোপূর্বে কোনো জিন্ন বা মানুষ যাদের স্পর্শই করেনি।

৫৭. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৫৮. তারা (এতো সুন্দরী হবে যে দেখলে মনে হবে) যেন ইয়াকুত আর মারজান (নীলকান্তমণি বা মুক্তা)

৫৯. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৬০. উত্তম কাজের বিনিময় তো উত্তমই হয়ে থাকে। (তাই তোমরা উত্তম কাজ করো আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর আল্লাহর প্রতিদান হলো নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত। যা তিনি বানিয়েছেন শুধুই তোমাদের জন্য।)

৬১. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

وَ مِنۡ دُوۡنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿٦٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٣﴾ مُدۡهَآمَّتٰنِ ﴿٦٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾ فِيۡهِمَا عَيۡنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾ فِيۡهِمَا
فَاكِهَةٌ وَّ نَخۡلٌ وَّ رُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾ فِيۡهِنَّ خَيۡرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾ حُوۡرٌ مَّقۡصُوۡرٰتٌ فِى الۡخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّ عَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

২টি বিশেষ জান্নাতের কিঞ্চিৎ বর্ণনা

৬২. এ ছাড়া আরও থাকবে দুটি জান্নাত, (সকল জান্নাতই নিয়ামতে পরিপূর্ণ থাকবে আর এ সবই তোমাদের জন্য।)

৬৩. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৬৪. এ দুটি জান্নাত হবে গাঢ় সবুজ,

৬৫. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৬৬. উভয় জান্নাতেই থাকবে ফোয়ারাযুক্ত দুটি বিশেষ ঝর্ণা,

৬৭. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৬৮. থাকবে হরেক রকম ফল, খেজুর, ডালিম,

৬৯. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৭০. থাকবে উন্নত স্বভাবের সুন্দরীগণ,

৭১. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৭২. (থাকবে মুক্তার) তাবুতে সুরক্ষিত হূর,

৭৩. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৭৪. ইতোপূর্বে কোনো মানুষ বা জিন্ন যাদের স্পর্শই করেনি,

৭৫. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..?

৭৬. তারা (এসব জান্নাতের অধিকারীরা) সবুজ, বিরল, মনোরম, ঝুলন্ত আসনে হেলান (দিয়ে আড্ডা) দেবে।

৭৭. সুতরাং (হে মানব ও দানব!) তোমাদের প্রভুর কোন আলা- (নিয়ামত, অনুদান, অনুগ্রহ, শক্তি, ও ক্ষমতা) কে তোমরা অবজ্ঞা করবে..? মহানুভব।

৭৮. মহীয়ান তোমার প্রভুর নাম, যিনি মহিমাময়,

সূরাহ ওয়াক্বিয়া'হ ৫৬ سورة الواقعة

ওয়াক্বিয়াহ অর্থ ঘটনা আর আল-ওয়াক্বিয়াহ অর্থ ঘটনাটি। এখানে ওয়াক্বিয়াহ বলে বুঝানো হয়েছে কিয়ামতের সেই মহান ঘটনা। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ত্বা-হা-র পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৯৬টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾ اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ﴿٦﴾ وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ﴿٧﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

কিয়ামতের পর তোমরা তিন দলে বিভক্ত হবে

১-৩. যখন ঘটনাটি ঘটেই যাবে, এ ঘটনা মিথ্যা নয়, (ঘটনাটি অনেকের) সম্মান বাড়াবে আর (অনেককে) লাঞ্ছিত করবে।

৪-৭. (ঘটনাটি তখনই ঘটবে) যখন পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে, পাহাড় সমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে উড়ন্ত ধূলিকণার মত হয়ে যাবে। আর তোমরা (মানব ও জিন্ন জাতি) তখন তিন দলে বিভক্ত হবে।

فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ﴿٩﴾ وَ السّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾

তিন দলের পরিচিতি

৮. (একদল হবে) ডানহাতী/ডানপন্থী (যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে) কেমন (ভাগ্যবান) হবে ডানহাতীরা?

৯. আর (একদল হবে) বামহাতী/বামপন্থী (যাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে) কেমন (হতভাগা) হবে বামহাতীরা?

১০. আর (একদল হবে অগ্রগামী) অগ্রগামীরা তো অগ্রগামীই, (তাদের অবস্থান হবে সবচেয়ে উন্নত।)

اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ وَ قَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٤﴾ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ

﴿١٧﴾ بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِيْقَ ۙ وَ كَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَ لَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾ وَ حُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٥﴾ اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾

অগ্রগামী বা ভি আই পি শ্রেণীর জান্নাতী

১১-২৬. (যারা অগ্রগামী) তারাই হবে (আল্লাহর) নৈকট্য অর্জনকারী। (তারা থাকবে) নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে, (অগ্রগামী দলে থাকবে) পূর্ববর্তীদের অনেক লোক আর পরবর্তীদের অল্প লোক। তারা স্বর্ণ খচিত আসনে হেলান দিয়ে মুখোমুখি (বসে আড্ডা দেবে।) তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চির কিশোরের দল। কাপ, মগ, গ্লাসসহ স্বচ্ছ পানীয় ভর্তি (নানা ডিজাইনের বাহারী পাত্র নিয়ে, যা পান করলে) মাথাও ধরবে না, জ্ঞানও লোপ পাবে না। আরও থাকবে তাদের পছন্দমত ফলমূল, চাহিদা মত মাংস, আর (অতি সুন্দরী) চক্ষু ওয়ালী "হুর"। (যাদেরকে দেখলে মনে হবে) যেন সুরক্ষিত মোতি। (এসব দেয়া হবে) তাদের কাজের প্রতিদান স্বরূপ। সেখানে কোনো পাপ বা কষ্টদায়ক কথা শুনতে হবে না। শুধু শুনবে শান্তি আর শান্তির কথা।

وَ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَاۤ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾ وَّ طَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾ وَّ ظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾ وَّ مَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾ وَّ فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّ لَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَّ فُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾ اِنَّاۤ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾

ডানহাতী বা ১ম শ্রেণীর জান্নাতী

২৭-৩৩. আর ডানহাতীরা/ডানপন্থীরা! কেমন (ভাগ্যবান) হবে ডানহাতীরা? তাদের জান্নাতে থাকবে কাঁটাবিহীন বরই গাছ, কাঁদি কাঁদি কলা, সম্প্রসারিত ছায়া, প্রবাহমান পানি আর প্রচুর ফলমূল, যা কখনো শেষ হবে না এবং নিষিদ্ধও হবে না।

৩৪-৪০. আরও (থাকবে) উন্নততর শয্যা (সঙ্গিনী।) আমরা যাদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি এবং বানিয়েছি চির কুমারী (প্রতিবার সহবাসের পর তাদের কুমারিত্ব আবার ফিরে আসবে। তারা হবে অতি) সোহাগী ও সমবয়স্কা (তাদেরকে বানানো হয়েছে) ডানপন্থীদের জন্য। (ডানপন্থী হবে) পূর্ববর্তী অনেক লোক এবং পরবর্তী অনেক লোক।

وَ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَاۤ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِيْ سَمُوْمٍ وَّ حَمِيْمٍ ﴿٤٢﴾ وَّ ظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ﴿٤٣﴾ لَّا

بَارِدٍ وَّ لَا كَرِيْمٍ ﴿٤٤﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَ كَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٦﴾ وَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَئِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٧﴾ اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥١﴾ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾

হতভাগা বামপন্থী জাহান্নামীরা

৪১-৪৪. আর বামপন্থীরা! কেমন (হতভাগা) হবে বাম পন্থীরা..? (তারা থাকবে) সামূম ও হা'মীমে, কালো আগুনের ছায়ায় যা শীতল হবে না, আরামদায়কও হবে না। (উল্লেখ্য সামূম হচ্ছে অসহনশীল উত্তাপ আর হা'মীম হলো ফুটন্ত লাভা।)

৪৫-৪৮. কারণ ইতোপূর্বে (দুনিয়াতে) তারা ভোগ বিলাসিতায় মত্ত ছিল, তারা বড় বড় পাপ করত এবং (বিদ্রুপ করে) বলতঃ আমরা মরে মাটি ও হাড়ে পরিণত হবার পর আবার উত্থিত হব? আমাদের পূর্ববর্তী (প্রজন্মের) বাপ-দাদাও?

৪৯-৫০. বলে দাওঃ নিশ্চয় পূর্ববর্তী (প্রজন্ম) পরবর্তী (প্রজন্ম) সবাইকে একত্রিত করা হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে।

৫১-৫৬. তারপর হে মিথ্যুক ও বিভ্রান্তের দল! তোমরা ভক্ষণ করবে যাক্কুম এবং এটা দিয়েই তোমরা উদরপূর্তি করবে। আর পরে পান করবে হা'মীম, পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের মত। প্রতিদান দিবসে এমনই হবে তোমাদের আপ্যায়ন।

৫৭. (হে মানুষ ও জিন্ন জাতি!) আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি। তাসত্ত্বেও তোমরা কেন (আমার বিধানকে) অবজ্ঞা করছো?

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾ عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾ اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ

﴿٧١﴾ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّ مَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾

বীর্য, ফল-ফসল, পানি ও আগুন নিয়ে চিন্তা গবেষণার আহ্বান

৫৮-৫৯. (হে মানুষ! স্ত্রী সঙ্গমকালে) তোমরা যে বীর্যপাত করো, এ সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (এ বীর্য এবং বীর্য থেকে সন্তান) তোমরা সৃষ্টি করো, না আমি সৃষ্টি করি..?

৬০-৬২. আসলে আমিই তোমাদের (সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের জন্য) মৃত্যু নির্ধারন করে দিয়েছি আর (মনে রেখো! আমি সব করতে সক্ষম। কোনোকিছুতেই) আমি অক্ষম নই। (আমি চাইলে) তোমাদের (ধ্বংস করে দিয়ে এর) বদলে অন্য জাতিকে উঠাতে পারি বা তোমাদেরকে এমন আকৃতি দিতে পারি যা তোমরা ভাবতেও পারবে না। (তোমাদের) প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে তোমরা তো অবগত আছো, তবে কেন (পুনরুত্থান) মেনে নিচ্ছ না?

৬৩. (হে মানুষ!) তোমরা যে চাষাবাদ করো, এ সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি?

৬৪-৬৭. এতে ফসল তোমরা ফলাও, না আমি ফলাই? আমি চাইলে সব খড়কুটা বানিয়ে দিতে পারি, তখন তোমরা অবাক হয়ে যাবে, (বলবে) আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছি, আমরা বঞ্চিত হয়ে গেছি।

৬৮. (হে মানুষ!) তোমরা যে পানি পান করো এ সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি...?

৬৯-৭০. মেঘমালা থেকে তোমরা এসব বর্ষণ করো, না আমি বর্ষণ করি? আমি চাইলে একে লবণাক্ত করে দিতে পারি, (তখন তোমাদের কিছুই করার থাকবে না। কিন্তু তোমাদের প্রতি করুণাবশত আমি এসব করিনি।) সুতরাং তোমরা কেন আমার শোকর আদায় করছো না? (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম আল্লাহর শোকর আদায় করা)

৭১. (হে মানুষ!) তোমরা যে আগুন জ্বালাও, এ সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি..?

৭২-৭৪. এর গাছ তোমরা উৎপন্ন করো, না আমি করি? আমি এসব করেছি স্মরণিকা এবং দুনিয়াবাসীর জন্য জীবন উপকরণ স্বরূপ। সুতরাং তোমার মহান প্রভুর নামের তাসবীহ (মহত্ত বর্ণনা) করো।

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾

ব্লাক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বর

৭৫-৭৬. সুতরাং না... (তাদের এ ধারণা ঠিক নয়।) আমি কসম করছি নক্ষত্ররাজির নিপতিত স্থলের। আর নিশ্চয় এটা এক মহান কসম, যদি তোমরা (এ সম্পর্কে) জানতে (তবে বুঝতে পারতে নক্ষত্ররাজির পতিত স্থল কত ভয়ংকর এবং এ কসম কত গুরুত্বপূর্ণ।)

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ এ আয়াতে নক্ষত্ররাজির নিপতিত স্থলের কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় মহাকাশে এমন কোন স্থান রয়েছে যেখানে গ্রহ ও নক্ষত্র পতিত হয়।

বিষয়টি আসলেও এমন। বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে যে মহাকাশে কিছু হোল বা গহ্বর রয়েছে যেগুলো

দেখতে খুবই কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এগুলোকে বলা হয় ব্লাক হোল, যাকে বাংলাতে বলা হয় কৃষ্ণ গহ্বর। কোনো কোনো ব্লাক হোল আকারে অনেক বড় এবং বিস্তৃত থাকে। এসব ব্লাক হোল কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও এর চার পাশে বৃত্তাকার ঘূর্ণমান রক্তিম আলোর প্রবাহ থাকে এবং এসব প্রবাহ এতো শক্তিশালী থাকে যে, কোনো বস্তু এর নাগালের ভিতরে চলে এলে একে টেনে গহ্বরের ভিতরে নিয়ে যায়। এমনকি পৃথিবীর থেকে হাজার গুণ বড় কোনো নক্ষত্রকেও নিমিষেই গিলে খেতে পারে এসব ব্লাক হোল। এবং এসব কৃষ্ণ গহ্বরে নিপতিত হওয়ার পর এ তারকাগুলো কোথায় যায় বিজ্ঞান এখনো এটা জানতে পারেনি। উক্ত আয়াতে নক্ষত্ররাজির নিপতিত স্থল বলে হয়ত এসব ব্লাক হোলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আসল ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

সূর্য আকারে আমাদের পৃথিবী থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড় আর এমন অনেক নক্ষত্র রয়েছে যা সূর্য থেকেও হাজার গুণ বা লক্ষ গুণ বড়। আর ওইসব নক্ষত্রকে এক গ্রাসে গিলে খায় ব্লাক হোল। আশা করি বুঝতেই পারছেন একেকটি ব্লাক হোল কত বড় ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। বুঝার সুবিধার্থে নিম্নে ব্লাক হোলের দুটি ছবি সংযুক্ত করা হলো...।





إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾

বিনা অযুতে মুসহাফ (কুরআনের কপি) স্পর্শ করার বিধান

৭৭-৭৯. নিশ্চয় এটা হলো সম্মানিত কুরআন, এটা (সংরক্ষিত) আছে সুরক্ষিত কিতাবে (লাউহে মাহফুজে) এটাকে স্পর্শ করে কেবল তারাই যারা পূত ও পবিত্র।

লক্ষণীয়ঃ এ তিন আয়াতে ৪টি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিষয়গুলো হচ্ছে..

- ৭৭ তম আয়াতের **কুরআন কারীম** শব্দটি, যার অর্থ সম্মানিত কুরআন (এখানে সুস্পষ্টভাবে কুরআনের কথা বলা হয়েছে)
- ৭৮ তম আয়াতের **কিতাব মাকনূন** তথা লাউহে মাহফুজ (এখানে সুস্পষ্টভাবে কিতাব মাকনূন তথা লাউহে মাহফুজের কথা বলা হয়েছে)
- ৭৯ তম আয়াতের **এটাকে** স্পর্শ করে কেবল তারাই যারা **পূত ও পবিত্র**।

(এ আয়াতে এটাকে স্পর্শকারীদের ব্যাপারে খবর বা তথ্য দেয়া হয়েছে। তবে "এটা" শব্দ ব্যবহার করে কি বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। অর্থাৎ এব্যাপারে বিধানটি সুস্পষ্ট নয়। এখানে "এটা" সর্বনাম দ্বারা যেমন কুরআন বুঝা যায়, তেমনি লাউহে মাহফুজও বুঝা যায়। আর আরবী ব্যাকরণের নিয়ম (সর্বনাম সাধারণত তার নিকটতম শব্দকে বুঝিয়ে থাকে) মানা হলে লাউহে মাহফূজ বুঝার সম্ভাবনা বেশী। তাই এ আয়াত সমূহের অর্থ কয়েকভাবে বুঝা যেতে পারে। যেমন..)

১. লাউহে মাহফূজে যে কিতাব রয়েছে এটাকে স্পর্শ করে কেবল তারাই যারা সৃষ্টিগতভাবে পূত ও পবিত্র তথা ফিরিস্তারা। ফিরিস্তা ছাড়া অন্য কেউ এটা স্পর্শ করতে পারে না।

যারা এমন তাফসীর করেন উনাদের মতে মুসলিম কাফির নির্বিশেষে সকল মানুষই দুনিয়ায় থাকা কুরআনের কপি স্পর্শ করতে পারবে।

এ মত পোষণকারীদের আরও একটি যৌক্তিক প্রমাণ হলোঃ আল-কুরআন পাঠানো হয়েছে মানবজাতির হেদায়াত স্বরূপ। অর্থাৎ মানুষ এটা পড়বে, বুঝতে এবং এর বিধান মেনে জীবন-যাপন করবে। আর কোনো কিতাব মানতে হলে প্রথমে এটা পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে।

যে বা যারা এ কিতাবের বিধান মেনে নিয়ে বাস্তব জীবন পরিচালিত করবে তারাই হবে মুসলিম। এখন যদি মুসলিম না হলে কেউ এটা ধরতেই না পারে তবে পড়বে কীভাবে, বুঝবে কীভাবে? সুতরাং মুসলিম না হয়ে কেউ কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না" এমন বিধান কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়।

২. উক্ত আয়াতের আরও একটি তাফসীর হচ্ছেঃ লাউহে মাহফূজ থেকে কুরআন অবতীর্ণ করে কেবল তারাই যারা সকল প্রকার পাপ পঙ্কিলতা থেকে পূত ও পবিত্র তথা ফিরিস্তারা।

৩. উক্ত আয়াতের আরও একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআনের যে কপি আমাদের হাতে বিদ্যমান আছে এটাকে স্পর্শ করবে শুধু তারাই যারা কুফর শিরক থেকে পবিত্র। অর্থাৎ সকল মুসলিম কুরআন স্পর্শ করতে পারবে যদিও তার অযু না থাকে বা সে জুনুবী হয়।

যারা এমন কথা বলেন তারা নিজেদের দলীল হিসেবে ওইসব হাদীছ উপস্থাপন করেন যেখানে বলা হয়েছে "মুঅমিন অপবিত্র হয় না"।

৪. উক্ত আয়াতের আরও একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআনের কপিকে স্পর্শ করবে শুধু তারাই যারা জুনুবী নয় অর্থাৎ যাদের উপর গোসল ফরজ হয়নি। যারা এ তাফসীর করেছেন উনাদের মতে মুসলিম ব্যক্তি বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করতে পারবে যদি সে জুনুবী না থাকে।

৫. উক্ত আয়াতের আরও একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআন স্পর্শ করবে শুধু তারাই যারা সকল প্রকার হাদাছ (অপবিত্রতা) থেকে পবিত্র। যারা এমন তাফসীর করেন উনাদের মতে বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করবে না।

৬. উক্ত আয়াতের আরও একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআন পাঠ করে কেবল তারাই যারা শিরক মুক্ত তথা তাওহীদে বিশ্বাসী। (অর্থাৎ আয়াতে স্পর্শ বলে পাঠ বুঝানো হয়েছে)

৭. উক্ত আয়াতের আরও একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআন পাঠের স্বাদ পায় তথা এর দ্বারা উপকৃত হয় কেবল তারাই যারা তাওহীদে বিশ্বাসী।

সূত্রঃ এসব তাফসীর ও অভিমত তাফসীর কুরতুবী থেকে নেয়া হয়েছে।

ফিকহ বিশ্লেষণঃ আয়াতের বর্ণনা যেহেতু সুস্পষ্ট নয়, তাই বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা নিয়ে ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন..

- ❖ অধিকাংশ উলামার মতে কেউ বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করবে না। সাহাবাদের মাঝে আলী, ইবন মাসউ'দ, সায়া'দ বিন আবু-ওয়াক্কাস, সাঈদ বিন যাইদ রাঃ হুম এবং পরবর্তিদের মাঝে ইমাম জুহরী, ইবরাহীম নাখয়ী, হাম্মাদসহ আরও অনেক থেকে এমন অভিমত পাওয়া যায়। ইমামদের মাঝে ইমাম শাফিয়ী' এবং ইমাম মালিক এ মতটি গ্রহণ করেছেন।
- ❖ ইবন আব্বাস, শায়'বী গং আলিমগণের মতে বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা যাবে। ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ এ মতটি গ্রহণ করেছেন। তবে আবু-হানীফাহ থেকে অন্যমতও পাওয়া যায়। অন্যমতে তিনি বলেছেনঃ বিনা অযুতে শুধু উপরের অংশ এবং ভিতরের খালি অংশ স্পর্শ করবে যেখানে লেখা থাকে না। কুরআনের লেখা অংশ অযু ছাড়া স্পর্শ করবে না। (উল্লেখিত সকল মতামত কুরতুবী থেকে আনা হয়েছে)
- ❖ কোনো কাগজে, কাপড়ে, পাথরে, টাইলসে বা অন্যকিছুতে কুরআনের আয়াত লিখা থাকলেও উল্লেখিত নিয়ম কার্যকর হবে।
- ❖ কোনো ফ্রেইমে কুরআনের আয়াত লিখা থাকলে ফ্রেইমের উপরে যদি আলাদা গ্লাস, পলিথিন বা অন্যকিছু থাকে তবে সকলের মতেই বিনা অযুতে ধরতে পারবে। আর যদি লেমিনিটিং মেশিন দিয়ে একেবারে লাগিয়ে দেয়া হয় তবে উল্লেখিত ভিন্নমত কার্যকর হবে।
- ❖ জুনুবী ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করবে না। তবে ইমাম মালিক বলেছেনঃ ঋতুবতী নারী কুরআন তিলাওয়াত

করবে। দলীল হিসেবে তিনি বলেছেন যেহেতু কুরআন বা হাদীছে সরাসরি নিষেধ করা হয়নি এবং এতো দীর্ঘ দিন কুরআন থেকে দূরে থাকা একজন মুঅমিনের পক্ষে কল্যাণকর নয়।

❖ যে সব নারী লাইব্রেরীতে বা প্রিন্টিং প্রেসে বা এমন স্থানে কাজ করেন যেখানে কাজের প্রয়োজনে তাকে কুরআনের কপি স্পর্শ করতে হয় এমন অবস্থায় অনেকের মতে ঋতুগ্রাব অবস্থায় ধরতে পারবে আর অনেকের মতে হাতে গ্লাভস (হাত মোজা) পড়ে নিতে হবে। (আল্লাহু আ'লাম)

৮০-৮২. এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে সর্বজগতের প্রভুর পক্ষ থেকে। তবুও কি তোমরা এ বাণী (আল-কুরআনকে) অবহেলা করবে এবং এটাকে অমান্য করাই জীবনের ব্রত বানিয়ে নেবে?

فَلَوْ لَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾ وَ اَنْتُمْ حِيْنَىِٕذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْ لَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٨٧﴾

প্রতিদান দিবস অবশ্যই সত্য

৮৩-৮৫. (এ কুরআন মতো জীবন পরিচালনা) কেন নয়? (হে মানুষ! স্মরণ করো মৃত্যুকালে মানুষের) রূহ যখন কণ্ঠাগত হয়, তোমরা তখন শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ (কিন্তু কিছুই করতে পার না।) আর আমরা তখন তোমাদের চেয়েও তার (মৃত্যু পথ যাত্রীর) অনেক নিকটে অবস্থান করি কিন্তু তোমরা দেখতে পাওনা।

৮৬-৮৭. কেন নয়? (কেন তোমরা কুরআনের কথা মেনে চলবে না?) তোমাদের প্রতিদানের ব্যবস্থা যদি নাই হয়ে থাকত তবে (কেন তোমাদেরকে মরতে হয়?) তাকে ফিরিয়ে আনো, যদি তোমরা সত্য হও।

فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ وَّ جَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾ وَ اَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٠﴾ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾ وَ اَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٣﴾ وَّ تَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٦﴾

নৈকট্য অর্জনকারী, ডানহাতী ও বামহাতীদের অবস্থান

৮৮-৮৯. (কিয়ামত অবশ্যই হবে এবং সবাইকে নিজ নিজ কর্মফল দেয়া হবে। যে ব্যক্তি মারা যায়) সে যদি নৈকট্য অর্জনকারীদের দলভুক্ত হয় তবে তার জন্য আছে আনন্দময় জীবন, উত্তম রিজক এবং নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত।

৯০-৯১.আর সে যদি ডানহাতীদের দলভুক্ত হয় তবে (বলা হবে) হে ডানহাতী! তোমাকে সালাম।

৯২-৯৪.আর সে যদি মিথ্যুক ও বিভ্রান্তদের দলভুক্ত হয় তবে তাকে আপ্যায়ন করা হবে হামীম দিয়ে এবং দাহন করা হবে জাহান্নামে।

৯৫-৯৬. নিশ্চয় এটাই চূড়ান্ত সত্য। সুতরাং তোমার মহান প্রভুর নামের তাসবীহ (মহত্ত বর্ণনা) করো।

সূরাহ আল-হা'দীদ ৫৭ سورة الحديد

হাদীদ অর্থ লোহা। মানব সমাজে লোহা একটি অপরিহার্য ধাতু। বিশেষ করে যুদ্ধের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই লোহা ব্যবহার হয়। এ সূরার ২৫তম আয়াতে লোহার কথা বলা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী, সূরাহ যালযালাহর পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ২৯টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١﴾ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢﴾ هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٤﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

মহান আল্লাহর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

১. আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে এরা সবাই আল্লাহর তাসবীহ করে। তিনি হলেন আ'যীয (মহাক্ষমতাধর) হাকীম (হুকুমের মালিক, মহাবিজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।)

২. আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌমত্ব শুধুই তাঁর। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন এই সূরাহর ৫ এবং ৬ আয়াত)

৩. তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গোপন, তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।

৪. তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে (ছয়টি ধাপে)। তারপর "ইস্তিওয়া" করেছেন আরশে। ভূমিতে কি প্রবেশ করে, ভূমি থেকে কি বের হয়, আকাশ থেকে কি নেমে আসে, আকাশে কি উঠে যায়, (ইত্যাদি) সকল ব্যাপারে তিনি অবগত। তোমরা যেখানেই থাকো তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেন তোমাদের সকল কাজ।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ আরশে, আল্লাহ আকাশে, আল্লাহ আমাদের নিকটে, অতি নিকটে, আমাদের শাহরগ থেকেও নিকটে, আমরা যেখানেই থাকি আল্লাহ আমাদের সঙ্গে, এসব হচ্ছে আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য। এসব আয়াতের সবটিই আসল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতগুলোর রূপক অর্থ সম্পর্কে কুরআন হাদীছ পরিষ্কার করে কিছু বলেনি। তাই এসব আয়াতকে এভাবে রাখাই কল্যাণকর এবং এটাই তাফসীরের উসুল বা নীতিমালা, আক্বীদাহর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

ঈমান ও আক্বাইদঃ ইস্তিওয়া অর্থ অধিষ্ঠিত হওয়া, বসা, আসন গ্রহণ করা, ইত্যাদি। তবে আল্লাহ কিভাবে আরশে ইস্তিওয়া করেছেন তা আমাদের জানা নেই। আসলে আল্লাহ কথায়? এ ব্যাপারে জানতে হলে নিম্নের আয়াতসমূহ বুঝতে হবে।

- ❖ এখানে বলা হয়েছেঃ রাহমান আরশে ইস্তিওয়া করেছেন।
- ❖ সূরাহ রা'দের ২য় আয়াতেও বলা হয়েছে আল্লাহ আরশে।
- ❖ সূরাহ বাক্বারার ১৮৬ তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ নিকটে।
- ❖ সুরাহ ওয়াক্বিয়াহর ৮৫তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ তিনি আরও নিকটে।
- ❖ সূরাহ ক্বাহাফের ১৬তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ শাহ রগের চেয়ে নিকটে।
- ❖ সূরাহ হাদীদের ৪র্থ আয়াতে বলা হয়েছেঃ তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গে।
- ❖ সূরাহ ফুসসিলাতের ১১তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ তিনি আকাশে।

আসলে আল্লাহর কিতাবের সকল আয়াতকে সমানভাবে মানতে হবে। এক আয়াতকে মানার নামে অন্য আয়াতকে অমান্য করা বা বিনা দলীলে মনগড়া তাওহীল বা অপব্যাখ্যা করা যাবে না। তাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবেঃ আল্লাহ্ আমাদের নিকটে, অতি নিকটে, শাহ রগের চেয়েও নিকটে, আমরা যেখানেই থাকি তিনি আমাদের সঙ্গে। সমানভাবে বিশ্বাস করতে হবেঃ আল্লাহ্ আকাশে, আল্লাহ্ আরশে। এবং এ ব্যাপারে মনগড়া বা মানুষের ধারণাভিত্তিক কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মেনে নেওয়া যাবে না।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۵﴾ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ؕ وَ هُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۶﴾

আল্লাহর মালিকানা সার্বভৌম

৫. আসমানসমূহ এবং যমীনের সার্বভৌমত্বের তিনিই মালিক। তাঁকে কেন্দ্র করেই সবকিছু আবর্তিত/প্রত্যাবর্তিত হয়।

৬. তিনি রাতকে প্রবেশ করান দিনে আর দিনকে প্রবেশ করান রাতে। তিনি অন্তরের সকল ব্যাপারেও অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- ❖ যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হলো সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বিক ও সার্বভৌম।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ اَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿۷﴾ وَ مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَ الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَ قَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۸﴾ هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۹﴾

ঈমানের আহ্বান

৭. (ওহে মানব ও দানব জাতি!) তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। তিনি এ যমীনে তোমাদেরকে যে সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন এসব থেকে (আল্লাহর পথে) খরচ করো। (মনে রেখো!) তোমাদের যারা ঈমান আনবে এবং খরচ করবে তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।

৮. তোমাদের কি হয়েছে, কেন তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনছো না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে আহ্বান করছেন যেন তোমরা প্রভুর প্রতি ঈমান আনো। আর (রূহ জগতে) প্রভুও তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন (তোমরা তখন অঙ্গীকার করেছ যে, তোমরা ঈমান আনবে এবং তাঁর বিধান মেনে চলবে) তোমরা যদি এসব ব্যাপারে বিশ্বাসী হয়ে থাকো (তবে অবশ্যই ঈমান আনো এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলো।)

৯. তিনি তাঁর বান্দার (মুহাম্মাদ সাঃ এর) উপর নাযিল করেছেন সুস্পষ্ট কিতাব (আল-কুরআন), যেন (এ কিতাব দিয়ে) তোমাদের বের করে আনেন সকল প্রকার অন্ধকার (কুফুর) থেকে এক মাত্র আলোতে (ইসলামে)। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।

জ্ঞাতব্যঃ ঈমান অর্থ অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস। ঈমান আখেরাতে মুক্তির নিশ্চয়তার সনদ। যে মুসলিম ঈমানে অবিচল থাকে তাকে মুঅমিন বলা হয়। মুঅমিন আল্লাহর ওয়ালী এবং মুঅমিন নিশ্চিত জান্নাতী। মুঅমিন হতে হলে ঈমানের ছয়টি মূলনীতিতে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয় এবং বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মেনে চলতে হয়। আমাদের ঈমানের নমুনা হলেন রাসূল সা. এবং সাহাবাগণ। তারা যেভাবে ঈমান এনেছেন এবং যে ভাবে মেনে চলেছেন আমাদেরকেও ঠিক সেভাবে ঈমান আনতে হবে এবং সেভাবেই মেনে চলতে হবে। (দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ১৩৭) কিন্তু আজকাল অনেকেই যুগের দোহাই বা দলের দোহাই দিয়ে রাসূল সা. এবং সাহাবাদের সময়ের অনেক মৌলিক বিষয়ও ছেড়ে দেন। আসলে এসব হলো বিভ্রান্তির আলামত।

وَ مَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ قٰتَلُوْا ؕ وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٠﴾ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَ لَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١١﴾

আল্লাহর পথে ব্যয় করা আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার সমান

১০. (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের কি হলো..? কেন তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করো না? অথচ আসমানসমূহ এবং যমীনের সার্বিক সত্ত্বাধিকারী একমাত্র আল্লাহ। (শোনো!) তোমাদের যারা (মক্কা) বিজয়ের আগে খরচ করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা (আর যারা মক্কা বিজয়ের পরে করছে এরা) সমান নও। যারা (মক্কা) বিজয়ের পর খরচ করছে এবং যুদ্ধ করছে এদের উপর তাদের মর্যাদা অনেক বেশী। তবে (আল্লাহ) সবাইকে উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। তোমরা যা করো আল্লাহ সব খবর রাখেন।

১১. কে আছো আল্লাহকে ঋন দেবে, উত্তম ঋন? আর তিনি এটাকে অনেক বাড়িয়ে (তার কাছে ফিরত) দেবেন এবং তাকে দিবেন মহাপুরস্কার।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ لٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّ لَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾

পরকালের জগতে নূর নিয়ে মুঅমিন ও মুনাফিকের কথোপকথন

১২. মুঅমিন পুরুষ ও মুঅমিনাহ নারীগণ সেদিন (চূড়ান্ত বিচারের দিন) তাদের নূরকে সামনে ও ডানে চলমান দেখবে। সেদিন তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হলো মহাসাফল্য।

১৩. আর মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীগণ সেদিন মুঅমিনদেরকে বলবেঃ একটু থামো! আমরা তোমাদের নূর থেকে একটু উপকৃত হতে চাই। তখন বলা হবেঃ পিছনে ফিরে যাও এবং (নিজের) নূরের সন্ধান করো। তারপর উভয়ের মধ্যখানে একটি প্রাচীর বসিয়ে দেওয়া হবে, তাতে থাকবে একটিমাত্র দরজা, যার ভিতরে থাকবে রহমত আর বাইরে আযাব।

১৪. মুনাফিকরা তখন বলবে (দুনিয়ার জীবনে) আমরা কি তোমাদের সঙ্গী ছিলাম না? মুঅমিনরা বলবেঃ অবশ্যই, তবে তোমরা নিজেদেরকে বিপদে ফেলে দিয়েছ, (ঈমান না এনে) কালক্ষেপণ করেছ, (আল্লাহ ও রাসূলের কথায়) সন্দেহ করেছ, (দুনিয়ার প্রতি) অতি লোভ তোমাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছে। আর এ অবস্থাতেই তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর হুকুম (তথা মৃত্যু। শয়তান) আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে।

১৫. (আজ সকল সুযোগ তোমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে) তাই আজ তোমাদের পক্ষ থেকে বা অন্য কোনো কাফিরের পক্ষ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। এটাই হবে তোমাদের চিরস্থায়ী সঙ্গী, জঘন্যতম আবাস।

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَ لَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿١٦﴾ اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٧﴾

হে মানুষ! সাবধান! দুনিয়া পেয়ে দ্বীনের কথা ভুলে যেও না

১৬. (মদীনাতে প্রাচুর্য আসার পর কিছু মানুষের আনন্দ-ফূর্তি ও রংতামাশা বেড়ে গেল (কুরতুবী।) এর প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে) মুঅমিনদের কি সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে এবং আল্লাহর নাযিলকৃত সত্যের জন্য কেঁপে উঠে..? (মুঅমিনরা যেন সাবধান থাকে) তারা যেন আগেকার আহলে কিতাবের (ইয়াহুদ নাসারার) মত হয়ে না যায়, কালের আবর্তে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছিল, যাদের অধিকাংশই পাপিষ্ঠ হয়ে গেছে।

১৭. জেনে রাখো! ভূমি মরে যাবার পর আল্লাহই এটাকে জীবিত করেন। তিনি তাঁর বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন, যেন তোমরা বুঝতে পারো।

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَ الْمُصَّدِّقٰتِ وَ اَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١٨﴾ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَ الشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَ نُوْرُهُمْ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١٩﴾

আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার প্রতিদান, ইমানদারের পুরস্কার ও কুফরের পরিণাম

১৮. দানশীল পুরুষ এবং দানশীলা নারী, যারা আল্লাহকে ঋণ দেয়, উত্তম ঋণ। তিনি তাদেরকে অনেক বাড়িয়ে দেন আর তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।

১৯. যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনে তারাই সত্যবাদী। (পরকালে) তারা প্রভুর দরবারে সাক্ষী হবে। তাদের জন্য আছে নিজ নিজ কর্মফল এবং নূর। আর যারা কুফর করে আমার বিধান অমান্য করে তারা জাহান্নামী।

اِعْلَمُوْۤا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿٢٠﴾

জীবনের উপমা

২০. জেনে রাখো! দুনিয়ার জীবন খেলা-ধুলা, রঙ্গ-তামাশা, সাজ-সজ্জা, পরস্পরে অহমিকা, সম্পদ ও সন্তানের (তথা ধনবল ও জনবলের) প্রতিযোগিতা (এসব) ছাড়া আর কিছুই নয়। (জীবনের উপমা কৃষির শুরুর দিকের) বৃষ্টির মত, যার প্রভাবে বেড়ে উঠা চারাগুলো কৃষককে বিমোহিত করে তুললো এবং পরে (নিয়মিত বৃষ্টির অভাবে) সব শুকিয়ে হলুদ হয়ে খড়কুটায় পরিণত হয়ে গেল। (পোপিষ্ঠদের জীবন এভাবেই ব্যার্থ।) তাদের তরে অবধারিত আখেরাতের কঠিন আযাব আর (মুঅমিনদের জন্য রয়েছে) আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাধারণ ক্ষমা। দুনিয়ার জীবন ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়।

জ্ঞাতব্যঃ মানব জীবনের বেশ কয়েকটি ধাপ রয়েছে এবং প্রতিটি ধাপেই মানুষের অভিলাষ থাকে ভিন্ন ভিন্ন,

জীবনের একেক ধাপে এসে স্বভাবগত ভাবেই মানুষের ঝোঁক একেক দিকে বেড়ে যায়, জীবনে প্রতিটি ধাপেই মানুষের পছন্দ ও অভ্যাস থাকে ভিন্ন ভিন্ন। উক্ত আয়াতে এসব বিষয়াদির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তারপর বাতলে দেওয়া হয়েছে এসবের সর্বশেষ পরিণতির কথা। যেমন..

- আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে দুনিয়ার জীবন হলো খেলাধুলাঃ আসলেই মানব জীবনের সূচনা হয় খেলাধুলা দিয়ে। খেলাধুলার প্রতি প্রবল আকর্ষণ আর ঝোঁক দিয়েই মানব জীবন শুরু হয়। মানব শিশু যখন একটু একটু বুঝতে শুরু করে তখন সে শুধু খেলা করতে চায় এবং অনেক খেলনা সামগ্রী প্রত্যাশা করে। মানব শিশু তার চুখের সামনে যা দেখে তাকেই খেলনা মনে করে। অনেক সময় খেলনার ছলে সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বস্তু নষ্ট করে ফেলে। খেলাধুলার প্রতি শিশুদের এমন ঝোঁক দেখে আমরাও তাদেরকে খেলনা কিনে দেই, খেলনা উপহার দেই।
- উক্ত আয়াতে খেলাধুলার পর বলা হয়েছে রঙ্গতামাশার কথা। অর্থাৎ শৈশবে খেলাধুলার ঝোঁক বেশি থাকলেও কৈশোরে এসে এর সাথে যুক্ত হয় রঙ্গতামাশা। তখন রঙ্গতামাশার প্রতি ঝোঁক বেড়ে যায় এবং সবকিছু নিয়েই রঙ্গতামাশা করা অভ্যাসে পরিণত হয়।
- রঙ্গতামাশার পর বলা হয়েছে সাজসজ্জার কথা। অর্থাৎ কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পদার্পণ করার পর সাজসজ্জার প্রতি মানুষের ঝোঁক অধিক হারে বেড়ে যায়। তখন তার মাথার চুল, গায়ের পোশাক, পায়ের জোতা, ইত্যাদি সবকিছুকে সুন্দর করে সাজিয়ে নিজেকে একজন সুন্দর ও স্মার্ট যুবক/যুবতি হিসেবে উপস্থাপন করতে চায় ।
- তারপর তার মনে তৈরি হয় অহমিকা। মানুষ তখন অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং নিজেকে অন্য সকলের থেকে আলাদা ভাবতে শুরু করে।
- এরপর মানুষের মনে সম্পদের মোহ দানা বাঁধে এবং সম্পদের প্রতি তার ঝোঁক ও অভিলাষ বেড়ে যায় আর তখন থেকেই শুরু হয় সম্পদের প্রতিযোগিতা।
- ইতিমধ্যেই সে বিয়ে করে, সংসার করে, সন্তানদের বাবা-মা হয়। অতঃপর শুরু হয় সন্তান নিয়ে প্রতিযোগিতা। সবাই চায় তার সন্তান অনেক বড় হোক, অনেক উন্নতি করুক, অন্য সকলের চেয়ে সফল হোক।
- অতঃপর মানব জীবনকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে আর মানুষের অভিলাষ ও পছন্দগুলোকে তুলনা করা হয়েছে কৃষকের মন মাতানো চারাগাছ হিসেবে নিয়মিত বৃষ্টি না পেলে যা মরে এবং শুকিয়ে হলুদ বর্ণ ধারণ করে অকার্যকর খড়কুটায় তথা আবর্জনায় পরিণত হয়। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে আজ যেসব বস্তু মানুষের কাছে মন মাতানো ও লোভনীয়, কাল এটাই তার কাছে আবর্জনা হয়ে যায়। আজ যে জিনিসের জন্য মানুষ লালায়িত কাল এটাই তার কাছে অবহেলার বস্তু। আজ যে খেলনাটি তার কাছে অনেক কিছু কাল এটিই তার কাছে অবহেলিত। আজ যে পোশাকটি তার কাছে সবচেয়ে বেশী পছন্দের কাল আর এটা গায়ে জড়াতে মন চায় না। আজ যে মোবাইল হাতে নিয়ে সে নিজেকে গর্বিত মনে করছে কাল এটাই তার কাছে সেকেলে মনে হয়। আজ যার সঙ্গ তার মনে শিহরণ তোলে কাল ওই মানুষটিই তার জন্য বিরক্তিকর হয়ে যায়। ইত্যাদি। ইত্যাদি। এটাই হলো ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় ক্ষণস্থায়ী সামগ্রীর পরিণতি।
- সর্বশেষ বলা হয়েছেঃ যে বা যারা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার এসব ক্ষণস্থায়ী সামগ্রীর মোহে পড়ে প্রতারিত হবে তাদের তরে আছে জাহান্নামের কঠিন আযাব আর যে বা যারা এসবের মায়া বিসর্জন দিয়ে মহান আল্লাহর পথে অবিচল থেকে আল-কুরআনের নিয়ম নীতি মেনে জীবন পরিচালিত করবে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সাধারণ ক্ষমা।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢١﴾

জান্নাতের প্রশস্ততা

২১. (হে মানুষ তোমরা) তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে চলো, যার প্রশস্ততা আসমান যমীনের প্রশস্ততার সমান, যা তৈরি করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনে। এটা (ঈমান/জান্নাত) আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যাকে খুশী এটা দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। (হে আল্লাহ! আমি তোমার দয়ার ভিখারী। তুমি আমাকে দয়া ভিক্ষা দাও।)

مَآ اَصَابَ مِنۡ مُّصِيۡبَةٍ فِى الۡاَرۡضِ وَلَا فِىۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ اِلَّا فِىۡ كِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ نَّبۡرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيۡرٌ ۞ ٢٢ ۞ لِّكَيۡلَا تَاۡسَوۡا عَلٰى مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُوۡا بِمَآ اٰتٰىكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٍ فَخُوۡرِ ۞ ٢٣ ۞

তাক্বদীরের রহস্য এবং বাস্তব জীবনে তাক্বদীর বিশ্বাসের প্রভাব

২২. পৃথিবীতে যত বিপর্যয় ঘটে এবং তোমাদের ব্যক্তি জীবনে যত মুসীবত আসে; এসব সংঘটিত হবার আগেই আমরা কিতাবে (লাউহে মাহফুজে) লিখে রেখেছি (আর এটাই তাক্বদীর।) এটা আল্লাহর জন্য অতি সহজ কাজ।

২৩. (তাক্বদীরের রহস্য ও উপকারিতা হলো) যেন কিছু হারিয়ে গেলে তোমরা আফসোস না করো। আর কিছু পেয়ে গেলে অতি উল্লাস না করো। (কারণ অতি উল্লাস অহমিকার জন্ম দেয়। আর) আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ তাক্বদীর মহান আল্লাহর এক গোপন রহস্য। তাক্বদীরের উপর ঈমান (অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস) রাখা ফরজ এবং ঈমানের ৬টি মূলনীতির মাঝে ৫ম নম্বরে হচ্ছে তাক্বদীরের উপর ঈমান রাখা।

الَّذِيۡنَ يَبۡخَلُوۡنَ وَيَاۡمُرُوۡنَ النَّاسَ بِالۡبُخۡلِ ؕ وَمَنۡ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الۡغَنِىُّ الۡحَمِيۡدُ ۞ ٢٤ ۞

কৃপণতা একটি নিন্দনীয় কাজ

২৪. যারা কার্পণ্য করলো এবং অন্যকেও কার্পণ্যের কথা বলল (তারা পাপিষ্ঠ হয়ে গেল।) আর যে ব্যক্তি (দ্বীন থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো (সে জেনে রাখুক তার ইবাদাতের বা প্রশংসার আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ) আল্লাহ অভাবমুক্ত, চির প্রশংসিত।

لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِالۡبَيِّنٰتِ وَاَنۡزَلۡنَا مَعَهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡمِيۡزَانَ لِيَقُوۡمَ النَّاسُ بِالۡقِسۡطِ ۚ وَاَنۡزَلۡنَا الۡحَدِيۡدَ فِيۡهِ بَاۡسٌ شَدِيۡدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ اللّٰهُ مَنۡ يَّنۡصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالۡغَيۡبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيۡزٌ ۞ ٢٥ ۞

লোহা শিল্প এবং যুদ্ধের লোহার ব্যবহার

২৫. আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়ে থাকি। সাথে দিয়ে দেই (আইনের) কিতাব এবং (সাম্যের) মানদন্ড। যেন মানুষ (রাসূলের সঙ্গী হয়ে) ন্যায় সাম্য ও ইনসাফের জন্য উঠে দাঁড়ায়। আর আমরা নাযিল (অবতরণ) করেছি লোহা; যাতে আছে প্রবল যুদ্ধশক্তি এবং মানবতার কল্যাণ। (রাসূল এবং রাসূলের অনুসারী যারা ন্যায় সাম্য ও ইনসাফের জন্য উঠে দাঁড়াবে

তাদেরকে অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আর যুদ্ধের বিধান দেয়ার কারণ) যেন আল্লাহ প্রকাশ করেনঃ কে না দেখেও আল্লাহ ও রাসূলকে সাহায্য করে। আল্লাহ মহাশক্তিশালী, মহাকৌশলী।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ কিতাব দিয়েছেন। যাতে আছে জীবনের সকল বিষয়ে আইন তৈরির মৌলিক নীতিমালা এবং ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফের মানদন্ড। আল্লাহ এ কিতাবের ধারক ও বাহক বানিয়েছেন মানুষকে। যেন মানুষ ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফের জন্য উঠে দাঁড়ায় এবং এজন্য যুদ্ধ করে। যুদ্ধে মানুষকে সাহায্য করতে আল্লাহ বানিয়েছেন লোহা এবং ফরজ করে দিয়েছেন যুদ্ধ। এভাবেই আল্লাহ প্রকাশ করবেনঃ কে তাঁর পথে যুদ্ধ করে আর কে যুদ্ধ বিমুখ হয়? যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে তিনি তাদের উত্তম মর্যাদা দেবেন। আর যারা যুদ্ধ বিমুখ হবে তাদের উপযুক্ত বিচার করবেন।

বিজ্ঞান ও কুরআনঃ উক্ত আয়াতে লোহা সম্পর্কে ৩টি তথ্য দেওয়া হয়েছে..

- ❖ লোহাকে উপর থেকে নাযিল করা (অবতরণ করানো বা নামিয়ে দেওয়া) হয়েছে।
- ❖ লোহার মাঝে রয়েছে পচন্ড যুদ্ধ শক্তি।
- ❖ লোহার মাঝে আছে মানব কল্যাণের প্রবল শক্তি।

এবার আসুন! এক এক করে ৩টি বিষয় জানার চেষ্টা করি..

১. এতোদিন আমরা মনে করতাম লোহা এ পৃথিবীর-ই অংশ। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছেঃ লোহা এ পৃথিবীর কোনো ধাতু নয় বরং লোহা সৌর জগতের বাইরের কোনো ধাতু। কারণ লোহার অণু গঠনের জন্য যে তাপমাত্রা প্রয়োজন সূর্যের ভিতরেও এমন তাপমাত্র নেই। বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়ে সূর্যের বাইরের দিকের তাপমাত্র হচ্ছে ৫ হাজার ৫ শত ডিগ্রি সেলঃ এবং সূর্যের ভিতরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হচ্ছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ডিঃ সেলঃ আর লোহার অণু গঠনের জন্য প্রয়োজন ১৫-২০ কোটি ডিঃ সেলঃ উচ্চ তাপমাত্রা। তাই বিজ্ঞান বলছে লোহা আসলে এ পৃথিবীর কোনো পদার্থ নয় বরং লোহাকে সৌর জগতের বাইরের কোনো নক্ষত্র থেকে এ পৃথিবীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা সৌর জগতের বাইরে এমন অনেক নক্ষত্র বিদ্যমান আছে যেগুলোর তাপমাত্রা লোহার অণু গঠনের জন্য যথেষ্ট। ওইসব নক্ষত্র বিস্ফোরিত হয়ে লোহার ভাঙ্গা অংশগুলো পৃথিবতে ছড়িয়ে পড়েছে।

২. লোহার মাঝে আছে প্রচন্ড যুদ্ধ শক্তি। এ কথার প্রমাণ আধুনিক সকল সমরাস্ত্র। বর্তমান সময়ের প্রায় সকল সমরাস্ত্রেই লোহার ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই বলা চলে লোহা ছাড়া যুদ্ধ চলে না।

৩. লোহার মাঝে আছে মানব কল্যাণের প্রবল শক্তি। একথার প্রমাণ আজকালের নির্মাণ শিল্প। সাধারণ দালান হোক বা সুউচ্চ ভবন, ব্রিজ হোক অথবা সুড়ঙ্গ, গাড়ি হোক বা জাহাজ, কোনো কিছুই তৈরি হয় না লোহা ছাড়া।

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَ جَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَ قَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ وَ جَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّ رَحْمَةً ؕ وَ رَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾

রাসূলগণের ধারাবাহিকতা এবং খৃষ্টানদের অবস্থান

২৬. আমি নূহ ও ইবরাহীমকে রাসূল বানিয়েছি এবং তাদের সন্তানদেরকেও দিয়েছি নবুয়ত ও কিতাব। তাদের মাঝে অনেকেই হেদায়াতপ্রাপ্ত তবে তাদের অধিকাংশই পাপিষ্ঠ।

২৭. (রাসূল পাঠানোর ধারাবাহিকতায়) দীর্ঘ বিরতীর পর তাদেরই পদাংক অনুকরণে পাঠিয়েছি আরও কত রাসূল। আর এরই ধারাবাহিকতায় পাঠিয়েছি ঈসা বিন মারইয়ামকে এবং তাকে দিয়েছি ইনজীল। আমরা তার অনুসারীদের অন্তরে করুণা ও দয়া ঢেলে দিয়েছি। আর রুহবানিয়্যাহ (বৈরাগ্যবাদ) আমরা নির্ধারন করিনি বরং তারাই এটার উদ্ভাবন করেছে। তবে কাজটি তারা করেছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই। যদিও পরে যথাযথভাবে পালন করতে পারেনি। তাদের যারা ঈমান আনবে; আমরা তাদেরকে পুরস্কার দেব। তবে তাদের অনেকেই পাপিষ্ঠ।

রুহবানিয়্যাহ পরিচিতিঃ সমাজ ও পরিবারের দায়িত্বপালন না করে শুধুই ইবাদাত-বন্দেগীতে মশগুল থাকার জন্য নির্জনতাকে বেছে নেওয়ার নাম রুহবানিয়্যাহ। ইসলামে রুহবানিয়্যাহ নিষিদ্ধ। তবে শুধু জিহাদের জন্য সমাজ ও সংসার ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾

যে মুঅমিনের তাক্বওয়া ও ঈমান আছে সে দ্বিগুণ রহমত পাবে

২৮. মুঅমিনগণ! তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো এবং রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। (এমন হতে পারলে) তিনি তোমাদেরকে দ্বিগুণ রহমত দান করবেন আর তোমাদের জন্য নূর তৈরি করবেন যার দ্বারা তোমরা সহজে পথ চলতে পারবে এবং তোমাদেরকে মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল, দয়াময়। (তাক্বওয়া অর্থ বেঁচে থাকা বা বিরত থাকা। সে মতে আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর শিরক আর কাবীরাহ গোনাহ থেকে বিরত থাকাকে তাক্বওয়া বলা হয়।)

মুঅমিন ও তার দায়িত্বঃ মুঅমিন হতে হলে ৩টি কাজ করতে হয়। যথা..

- ❖ সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করতে হয়।
- ❖ ঈমানের যাবতীয় বিষয়ে সন্দেহ মুক্ত হয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয়।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও বিধান মেনে চলতে হয়।

আর মুঅমিন হবার পর ৩টি দায়িত্ব পালন করতে হয়। যথা..

- ❖ মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হয় এবং বাস্তব জীবনে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলতে হয়।
- ❖ ঈমান ও ইসলামের (ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে সে অনুযায়ী) দাওয়াত দিতে হয়।
- ❖ সমাজে দ্বীন কায়েমের জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয় এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হয়।

لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰي شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

আল্লাহর অনুগ্রহের উপর অন্য কারো কর্তৃত্ব নেই

২৯. আহলে কিতাব জেনে রাখুকঃ আল্লাহর অনুগ্রহের উপর তাদের সামান্যতম কর্তৃত্বও নেই। বরং সকল অনুগ্রহই আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে (যতটুকু) খুশী দান করেন। আর আল্লাহ হলেন মহাঅনুগ্রহশীল।

সূরাহ আল-মুজাদালাহ | পারা : ২৮

সূরাহ আল-মুজাদালাহ ৫৮ سورة المجادلة

মুজাদালাহ অর্থ যুক্তি-তর্ক করা, কথোপকথন করা, বিবাদ করা। এখানে এক মহিলা এবং রাসূল সাঃ এর কথোপকথন বুঝানো হয়েছে। যা সূরার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। সূরাহটি মাদানী সূরাহ মুনাফিকূনের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ২২টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿١﴾ اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآىِٕهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا اٰلِّٓـىْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَ اِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُوْرًا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٢﴾ وَ الَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآىِٕهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ؕ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

পটভূমিঃ স্বামী তার স্ত্রীকে "মা" বলে ডাকলে বা মায়ের সাথে তুলনা করলে ইসলামী সমাজনীতির পরিভাষায় এটাকে "যিহার" বলা হয়। জাহেলী যুগে আরব সমাজে যিহার করে বলা হত "তুমি আমার উপর (হারাম হয়ে গেছ) যেমন আমার মায়ের পিঠ"। মানে তুমি আমার উপর হারাম হয়ে গেছ যেমন আমার মায়ের উপর উঠা আমার জন্য হারাম। তখনকার দিনে এভাবে যিহার করাকে তালাক হিসেবে গণ্য করা হত।

উ'বাদাহ বিন স্বামিত রাঃ একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তার ভাইয়ের নাম আউস বিন স্বামিত। আউস রাঃ এর স্ত্রী খাওলাহ রাঃ। খাওলাহর বাবার নাম ছা'লাবাহ, দাদার নাম খুওয়াইলিদ। কেউ কেউ বলেছেন তার বাবার নাম হাকীম।

খাওলাহ খুবই সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী নারী ছিলেন। একদা খাওলাহ নামায পড়ছিলেন। তার স্বামী তখন তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। খাওলাহ (খুব সুন্দর করে নামায পড়তেন) সাজিদায় গেলে স্বামী তার দিকে চেয়ে থাকেন এবং দেখতে দেখতে তার আসক্তি বেড়ে যায়। নামায শেষ করার পর স্বামী সঙ্গ চাইলে খাওলাহ আপত্তি করেন। এতে রেগে গিয়ে স্বামী বলে ফেললেনঃ "তুমি আমার উপর (হারাম হয়ে গেছ) যেমন আমার মায়ের পিঠ"। (খাওলাহ বুঝতে পারলেনঃ সামাজিক প্রথা মত তালাক হয়ে গেছে)

খাওলাহ রাসূল সাঃএর কাছে এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহিলী যুগের অনেক প্রথাই আল্লাহ রহিত করে দিয়েছেন। আমার স্বামী আমার সাথে যিহার করেছে। এখন কি হবে? রাসূল সাঃ বললেনঃ এ ব্যাপারে আল্লাহ কোনো বিধান নাযিল করেননি। (তাই চলে আসা রেওয়াজ মত) স্বামী তোমার জন্য হারাম হয়ে গেছে। খাওলাহ বললেনঃ আল্লাহর কসম! সে তালাক উল্লেখ করেনি। রাসূল সাঃ বললেনঃ তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গেছ। খাওলাহ খুব দুঃখ পেলেন এবং বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে (স্বামী) আমার যৌবন খেয়েছে। আমি আমার গর্ভ তার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম। এখন আমি বুড়া হয়েগেছি। আমার গর্ভধারণ ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। এখন সে আমার সাথে যিহার করলো? (আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে খাওলাহ বললেন) হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অভিযোগ করলাম। (তুমি এর ফয়সালা করো।) তখন নাযিল হলোঃ (কুরতুবী)

১. আল্লাহ ওই নারীর কথা শুনেছেনঃ যে তার (জীবন) সঙ্গীর ব্যাপারে তোমার সাথে আলোচনা এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করেছে। আল্লাহ শুনেছেন তোমাদের কথোপকথন। নিশ্চয় আল্লাহ হলেন সর্বশ্রুতা, সর্বদ্রষ্টা।

২. (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের যারা নিজ নিজ স্ত্রীদের সাথে যিহার করলো (তাদের জেনে রাখা উচিত) তাদের (মুখের কথায়) স্ত্রীগণ তাদের মা হয়ে যায় না। বরং যে নারী যাকে জন্ম দেয় কেবল সেই তার মা হয়। যে ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে "যিহার" করলো সে অতি ঘৃনিত কাজ করলো, সে মিথ্যা কথা বলল। (তবে তাওবাহ করলে আল্লাহ মাফ করে দেন) নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

৩. (যে বা) যারা স্ত্রীদের সাথে "যিহার" করলো এবং অতঃপর তার কথা প্রত্যাহার করে নিলো (তাদের স্ত্রীগণ তালাক হবে না। তবে এমন জঘন্যতম মিথ্যা বলার জন্য তাদেরকে কাফফারাহ দিতে হবে। যিহারের কাফফারাহ হলোঃ স্বামী-স্ত্রী) একে অপরকে স্পর্শ করার আগে (স্বামী) একটি গোলামকে আজাদ করে দেবে। এটা হচ্ছে আল্লাহর আদেশ। (তাই এটা অবশ্যই পালন করবে আর মনে রাখবে) তোমাদের সকল ব্যাপারে আল্লাহ অবগত।

৪. আর এটা (যিহার ভঙ্গ করার পর কাফফারাহ হিসেবে গোলাম আজাদ করতে) না পারলে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে স্পর্শ করার আগে (স্বামী) একাধারে দুই মাস রোজা রাখবে (এটা হচ্ছে যিহারের কাফফারাহ আদায়ের ২য় পদ্ধতি।) আর যে ব্যক্তি এটাও পারবে না, সে ৬০ জন মিসকীনকে (২ বেলা) ভোজন করাবে (এটা হচ্ছে যিহারের কাফফারাহ আদায়ের ৩য় পদ্ধতি।) এসব (বিধান পালন করা) হলো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের দাবী। এসব (রীতি ও বিধান) হলো আল্লাহর সীমানা। (তাই তোমরা আল্লাহর সীমানা লঙ্ঘন করো না। কারণ যে ব্যক্তি নীতিগতভাবে আল্লাহর সীমানা লঙ্ঘন করে সে কাফির হয়ে যায়) আর কাফিরদের তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

জ্ঞাতব্যঃ উমর রাঃ তখন খালীফাহ। একদা একদল সঙ্গী নিয়ে গাধায় চড়ে তিনি কোথায় যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক বুড়ি উমরের গতিরোধ করে উপদেশ দিতে লাগলো এবং দীর্ঘক্ষন উপদেশ দিল। উমর রাঃ মনযোগ দিয়ে বুড়ির কথা শুনে যাচ্ছিলেন। বুড়ি বললঃ উমর! (ছোট বেলা) তোমাকে উমাইর বলা হত, তারপর উমর হয়েছো, আর এখন তুমি আমীরু-ল-মুঅমিনীন। উমর! আল্লাহকে ভয় করো, (মনে রেখো!) মৃত্যুর ব্যাপারে যার বিশ্বাস অবিচল সেই ক্ষতির ভয় করে। যে ব্যক্তি জবাবদিহিতায় বিশ্বাসী সেই সাজার ভয় করে। এভাবে বুড়ি বলেই যাচ্ছে আর উমর রাঃ শুনেই যাচ্ছেন। এক সময় বুড়ি চলে গেল। লোকজন বললঃ আমীরু-ল-মুঅমিনীন! একটি বুড়ির জন্য আপনি এতক্ষন দাঁড়িয়ে থাকলেন? উমর রা. বললেনঃ উনি যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রাখতেন তবুও আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম। ফরজ নামায ব্যতীত কোথায় যেতাম না। জান এ বুড়ি কে? উনি হচ্ছেন খাওলাহ

বিনত ছা'লাবাহ। সর্ব জগতের মালিক সাত আসমানের উপর থেকে তার কথা শুনেছেন আর উমর শুনবে না?

আইন ও বিধানঃ যিহার শব্দটি এসেছে "যাহর" থেকে। আরবী "যাহর" অর্থ পিঠ। আর যিহার হলো পিঠের সাথে তুলনা করা। স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে "তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত" (হারাম হয়ে গেছো)। সামাজিক পরিভাষায় এটাকে যিহার বলা হয়। "যাহর" শব্দের অর্থ পিঠ হলেও যিহার শব্দটি আরবী সমাজে আরোহণ করা বা উপরে উঠার অর্থে ব্যবহৃত হয়। সঙ্গমকালে সাধারণত পুরুষ নারীর উপরে উঠে। সে মতে এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ মায়ের উপরে উঠা যেভাবে হারাম স্ত্রীর উপর উঠাকেও সেভাবে হারাম করে নেওয়া। তাই আরব সমাজে বিষয়টিকে অতি গুরুত্ব দিয়ে তালাক হিসেবে দেখা হত। যিহারের কিছু বিধান নিম্নে উল্লেখ করা হলো..

- যিহারের মূল বিষয় হচ্ছে নিজের স্ত্রীর পিঠকে মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করা। (অর্থাৎ স্ত্রীর উপরে উঠাকে মায়ের উপরে উঠার মত হারাম করে নেওয়া)
- এখন কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে "তুমি আমার জন্য মেয়ের পিঠের মত বা বোনের পিঠের মত বা অন্য মাহরাম নারীর সাথে তুলনা করে তবেও যিহার হয়ে যায়। ইমাম মালিক ও আবু-হানীফাহ এমনই বলেছেন। ইমাম শাফিয়ী থেকে এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়ঃ এক মতে যিহার হবে, আর এক মতে হবে না।
- "যিহার" ইসলামিক পারিবারিক আইনের অংশ। এ আইন মুসলিমদের বেলায় প্রযোজ্য। তাই ইসলামী দেশের অমুসলিম নাগরিক যিহার করলে তালাক হবে না। কারণ কুরআনে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে "তোমাদের কেউ যদি যিহার করে" মানে মুসলিমদের কেউ (ঈমাম আবু-হানীফাহ এ কথা বলেছেন)
- যিহারকারী স্বামী কাফফারাহ আদায়ের আগে স্ত্রী সহবাস করতে পারবে না।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾

আল্লাহ বা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করার পরিণাম

৫. যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদেরকে পাকড়াও/অপমান করা হবে, যেমন পাকড়াও করা হয়েছে পূর্ববর্তীদের। নিশ্চয় আমরা নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াত (কিতাব ও বিধান। যে ব্যক্তি এ আয়াত মেনে নেবে না, সে কাফির হয়ে যাবে।) আর কাফিরদের তরে লাঞ্ছনার আযাব।

৬. (তাদেরকে আযাব দেওয়া হবে সেদিন) যে দিন আল্লাহ সবাইকে একত্রিত করে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত করাবেন। আল্লাহ সবকিছু সংরক্ষণ করে রাখছেন, যদিও তারা এসব ভুলে যায়। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে-ই প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا

عَنْهُ وَ يَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَ اِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَ يَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ؕ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۸﴾

কানাঘুষা, অভিবাদন এবং নবী-রাসূল নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি

৭. তুমি কি জানো না? আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ এসকল বিষয়ে সম্যক অবগত। তিন ব্যক্তি যখন কানাঘুষা করে তখন ৪র্থ সত্তা তিনি থাকেন। আর পাঁচ ব্যক্তি যখন কানাঘুষা করে তখন ৬ষ্ঠ সত্তা তিনি থাকেন। এর চেয়ে কম বা বেশী ব্যক্তি যখন/যেখানে (কানাঘোষা করুক) তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন। তিনি তাদেরকে পরকালে তাদের কাজ সম্পর্কে অবগত করাবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল ব্যাপারে মহাজ্ঞানী।

৮. (হে নবী!) তাদেরকে দেখনি? কানাঘুষা করতে যাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পাপাচার, সীমালঙ্ঘন এবং রাসূলের অবাধ্যতার ব্যাপারে কানাঘুষা করেছে। তারা তোমাকে এমন (শব্দ দিয়ে) অভিবাদন করে যে শব্দ দিয়ে আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি। আর মনে মনে বলেঃ আমরা যা বললাম এজন্য আল্লাহ আমাদেরকে আযাব দিচ্ছেন না কেন? তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট, তারা সেখানে পতিত হবে আর এটা হলো নিকৃষ্টতম আবাস।

জ্ঞাতব্যঃ অভিবাদন মানব সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষকে অভিবাদন জানানো ইসলামী শিষ্টাচারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামে অভিবাদনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। যে নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা। যে নীতিমালার কথা আমাদের জানিয়েছেন রাসূল সাঃ এবং অনুশীলন করেছেন সাহাবাগণ। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালার বাইরে গিয়ে কাউকে অভিবাদন করা বা কারো প্রশংসায় অতি বাড়াবাড়ি করা ইসলামী শিষ্টাচার পরিপন্থী কাজ। এ কাজ কখনো মানুষকে বিভ্রান্তির পথে ধাবিত করে আর কখনো কুফর শিরকের দিকে নিয়ে যায়। যেমনঃ ঈসা আঃকে নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করে, তার সম্মানে অতিরঞ্জিত কথা (ঈসা আল্লাহর ছেলে) বলে বিভ্রান্ত হয়েছে খৃষ্টান জাতি। আর উজাইর আঃ সম্পর্কে এমন কথা বলে বিভ্রান্ত হয়েছে ইয়াহুদ জাতি।

আবার কাউকে অসম্মান করা বা কারো সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলাও শিষ্টাচার পরিপন্থী। নবীদের ব্যাপারে এমন কথা মানুষকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। যেমনঃ ইয়াহুদ সুলাইমান আঃকে যাদুকর বলেছে, ঈসা আঃকে বলেছেঃ জারজ। ইত্যাদি।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃকে অসম্মান করে এভাবে নানা কথা বলেছে আরবের মুশরিক, ইয়াহুদ ও খৃষ্টান জাতি। যেমনঃ কবি, যাদুকর, জ্যোতিষী, গণক, উন্মাদ, পাগল, বিচ্ছিন্নতাবাদী, সমাজ বিরোধী, অবাধ্য, বেয়াদব, ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী, আল্লাহর উপর মিথ্যারোপকারী, নারী লোভী, ইত্যাদি।

রাসূল সাঃকে অসম্মান করতে গিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এ কাজটি করছে ইসলাম বিদ্বেষীরা। পক্ষান্তরে রাসুল সাঃকে সম্মান দেখানোর নামেও সীমালঙ্ঘন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এ কাজটি করছে মুসলিম নামধারী কিছু মানুষ। নবী সাঃকে অভিবাদন, সম্বোধন এবং রাসূল সাঃ এর প্রশংসার জন্য এমন শব্দের ব্যবহার আজকাল অধিক হারে বেড়ে গেছে যেসব শব্দ আল্লাহ রাসূল বা সাহাবাগণ ব্যবহার করেননি। যেমনঃ

- ❖ রাসূল সাঃ এর প্রশংসায় অনেকে বলে থাকেন "তাজদারে মদীনা" (মদীনার মুকুটধারী।) সাহাবাদের যামানায় নবী সাঃ সম্পর্কে এমন শব্দ ব্যবহার করা হত না। কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যাও। কারণ মদীনার কোনো মুকুট ছিল না।

- এমন আরও একটি শব্দ "সরকারে দু-জাহা" (দুনিয়া ও আখেরাতের সরকার তথা নির্বাহী ক্ষমতার মালিক।) সাহাবাদের যামানায় রাসূল সাঃ সম্পর্কে এমন কথা বলা হত না। আসল ব্যাপার হলোঃ এ কথাটিও মিথ্যা এবং ঈমান আক্বীদাহ পরিপন্থী। আখেরাতে তিনি নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী নন। আখেরাতের সরকার একমাত্র আল্লাহ। (দেখুনঃ সূরাহ গা'ফিরঃ ১৬, বুখারীঃ ৬০৪৭ তাওহীদ অধ্যায়,) আক্বীদাহগত বিবেচনায় কথাটি শিরকের পর্যায়ে পড়ে যায়।
- এমন আরও একটি শব্দ হচ্ছে "শাহে দু-আলম" (দুনিয়া ও আখেরাতের বাদশা)। এ শব্দটিও মিথ্যা এবং ঈমান আক্বীদাহ পরিপন্থী। রাসূল সাঃ দুনিয়াতে শাসক ছিলেন। তবে বাদশাহ ছিলেন না। আর আখেরাতেরও তিনি বাদশা নন। আখেরাতের বাদশা একমাত্র আল্লাহ। হাদীছে এসেছে বিচার দিনে এক হাতে সাত আসমান এবং এক হাতে পৃথিবীকে তুলে নিয়ে আল্লাহ ঘোষণা করবেনঃ "আমিই একমাত্র বাদশা, অন্য বাদশারা কোথায়? কোথায় দাম্ভিক আর অহংকারীরা"। (শব্দ গত সামান্য পরিবর্তনসহ হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমে বেশ কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। দেখুনঃ সূরাহ গা'ফিরঃ ১৬, বুখারীঃ ৬০৪৭ তাওহীদ অধ্যায়,) রাসূল সাঃকে আখেরাতের বাদশা বলা আক্বীদাহগত দিক থেকে শিরক হিসেবে বিবেচ্য হবে।
- এমন আরও একটি শব্দ হচ্ছে "শাহেন শাহ" (রাজাধিরাজ, সকল রাজার বড় রাজা, আরবীতে বলা হয়ঃ মালিকু-ল-আমলাক) এ শব্দটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃনিত শব্দ। হাদীছে এসেছে, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃনিত শব্দ হচ্ছে "মালিকূ-ল-আমলাক। (দেখুনঃ বুখারীঃ আদাব অধ্যায়) যার ফার্সি অর্থ শাহেন শাহ আর বাংলা অর্থ রাজাধিরাজ। কিন্তু দুঃখের বিষয়ঃ যে শব্দটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃনিত আজকাল আমাদের সমাজে ইসলামের নামে রাসূল সাঃ সম্পর্কে এমন শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। আক্বীদাহগত বিবেচনায় এ শব্দটিও শিরক হিসেবে গণ্য হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَ تَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۭ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩﴾ اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَيْسَ بِضَاۗرِّهِمْ شَيْـــًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾

কানাঘুষা আসলে শয়তানের হাতিয়ার তবে ভালো কাজে কানাঘুষা করা পাপ নয়

৯. ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যখন কানাঘুষা করবে তখন পাপকাজ, সীমালঙ্ঘন বা রাসূলের অবাধ্যতার জন্য কানাঘুষা করবে না। বরং সৎকাজ ও তাক্বওয়ার জন্য কানাঘুষা করতে পারবে। তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করবে। (মনে রেখো!) তার কাছেই তোমরা ফিরে যাচ্ছ।

১০. কানাঘুষা আসলে শয়তানের কাজ। মুঅমিনদের পেরেশান করতে (শয়তান এটিকে ব্যবহার করে থাকে।) তবে তারা মুঅমিনদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া। তাই মুঅমিনরা যেন শুধু আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾

মজলিসের আদব

১১. মুঅমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হবেঃ মজলিসে (অন্যদের জন্য) সুবিধা করে দাও তখন তোমরা সুবিধা করে দিবে, (এমন করলে) আল্লাহও তোমাদের জন্য সুবিধা করে দেবেন। আর যখন বলা হবে "চলে যাও" তখন তোমরা চলে যাবে। তোমাদের মাঝে যারা মুঅমিন এবং যাদের ইলম আছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দেন। তোমরা যা করো আল্লাহ সকল ব্যাপারে অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ কোনো বৈঠকে জায়গা পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর যদি আরও লোকজন আসে এবং কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জায়গা করে দিতে বলা হয় বা কিছু মানুষকে সরে যেতে বলা হয় তবে কর্তৃপক্ষের কথা শুনা উচিত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾ ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٣﴾

রাসূল সাঃ এর সাথে একান্তে কথা বলার আগে ফি দেয়ার বিধান

১২. মুঅমিনগণ! যখন তোমরা রাসূলের সাথে একান্ত আলোচনা করতে চাইবে তখন এমন আলোচনার পূর্বে কিছু দান করতে হবে (তথা ফি দিতে হবে।) এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্র ব্যবস্থা। তবে (দান করতে) না পারলে (চিন্তার কোনো কারণ নেই।) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

১৩. (রাসূলের সাথে) একান্তে কথা বলার আগে দান করা কি তোমাদের জন্য কঠিন হয়ে গেছে? তোমরা যদি এটা না পারো তবে (আর করতে হবে না) আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন (মানে এ বিধানটি তুলে নিয়েছেন। এখন থেকে আর দান করতে হবে না। শুধু) সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। (মনে রেখো!) তোমরা যা করো আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ একান্তে বা গোপনে কারো সাথে আলোচনা করা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। কখনো কখনো এমন করার প্রয়োজন হয়। মানুষ তার একান্ত বিষয়ে গোপনে আলাপ করতে পছন্দ করে। সাহাবাগণ মাঝে মাঝে রাসূল সাঃ এর সাথে একান্তে আলোচনা করতে চাইতেন এবং করতেন। এক সময় এ প্রবণতা অধিক বেড়ে যায়। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত নাযিল করে ফি দেয়ার প্রচলন করা হয়। ১/২ জন সাহাবী ফি দিয়ে কথাও বলেন। তবে তৎক্ষণাৎ আবার আয়াত নাযিল করে এ বিধান রহিত করা হয়।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَ لَا مِنْهُمْ ۙ وَ يَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾ اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٦﴾

মুনাফিকের কয়েকটি স্বভাব

১৪. তাদেরকে দেখনি? যারা এমনসব মানুষকে ওয়ালী বানায় যাদের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট। (যারা এমন করে তারা মুনাফিক হয়ে যায়) তারা না এদেও, না ওদের (তথা মুসলিম ও নয় আবার কাফির ও নয়।) তারা জেনে বুঝে মিথ্যা কসম করে। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাক্বারাহ ১০৭)

১৫. আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি করেছেন কঠিন আযাব। তাদের কাজ কর্ম কতই নিকৃষ্ট।

১৬. তারা তাদের কসমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং আল্লাহর পথে বাঁধার সৃষ্টি করে। তাই তাদের তরে লাঞ্ছনার আযাব।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য, রাসূলের অবাধ্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ বিরোধী, রাসূল বিরোধী; আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। এমন মানুষ আমাদের আত্মীয় হতে পারে কিন্তু ওয়ালী হতে পারে না। যে মুসলিম এদের কাওকে ওয়ালী বানাবে অথবা ওয়ালী হিসেবে মেনে নেবে সে আর মুঅমিন থাকবে না বরং মুনাফিক হয়ে যাবে। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য কেউ শাফায়াত করতে পারবে না। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সুরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

(মুঅমিন কাফির ও মুনাফিকের পরিচয় জানতে দেখুনঃ সূরাহ বাক্বারাহঃ ২০) (শাফায়াত সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাক্বারাহঃ ৪৮)
(মুনাফিক সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র মুনাফিক অধ্যায়)
(আত্মীয়তা রক্ষার সীমারেখা সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র আত্মীয়তা রক্ষার সীমারেখা অধ্যায়)

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾

নেক সন্তান এবং ভালো পথে ব্যয় করা সম্পদও মুনাফিকদের কোনো কাজে আসবে না

১৭. (যারা মুনাফিক হয়ে যায়) তাদের সম্পদ এবং তাদের সন্তান তাদেরকে আল্লাহ (আযাব) থেকে বাঁচাতে কোনো কাজেই আসবে না। (যারা মুনাফিক হয়ে যায় এবং আল্লাহ, রাসূল এবং দ্বীনের উপর সন্তান বা সম্পদকে প্রাধান্য দেয়) তারা হবে জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ যে ব্যক্তি নাস্তিক বা মুরতাদ হয়ে গেল, অথবা কুফর শিরক করলো বা মুনাফিক হয়ে গেল তার সন্তান (যতই ভালো এবং দ্বীনদার হক) বা সম্পদ (যতই ভালো পথে খরচ করুক) কোনো কাজে আসবে না। তবে মুঅমিন বা ফাসিকের নেক সন্তান এবং সৎ পথে খরচ করা সম্পদ কাজে আসবে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٨﴾

কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হয়েও মনে করে তারা সঠিক পথেই আছে

১৮. সেদিন আল্লাহ সবাইকে একত্রে পুনরুত্থিত করবেন। তারা তখন আল্লাহর সামনে কসম করবে, যেমন এখন তোমাদের সামনে কসম করছে। তারা মনে করেঃ তারা সঠিক আদর্শের (হেদায়াতের) উপরই আছে। আসলে তারা মিথ্যুক।

জ্ঞাতব্যঃ অনেক মানুষ এমন আছে, যারা নিজেকে মুসলিম মনে করে এবং মনে করেঃ তারা সৎপথেই আছে। অথচ তারা কুরআন সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে, কুরআন সুন্নাহর বিপরীতে অন্যকিছুর আনুগত্য মেনে চলছে।
আর অনেক মানুষ এমন আছে যারা পীর, আকাবীর, উলামা, শাইখ বা নেতা মানার নামে কুরআনের আয়াত বা

রাসূল সাঃ এর সুন্নাহর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তাসত্ত্বেও মনে করেঃ একমাত্র তারাই সঠিক, তারাই সুন্নী, তারাই হক্কানী, তারাই সহীহ আক্বীদাহ এবং তারাই খাঁটি মুসলিম। আসলে এরা সবই বিভ্রান্ত, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। আর এ পথে সবচেয়ে অগ্রগামী হচ্ছে দলবাজরা। সকল দলের দলবাজরাই উম্মতকে বিভক্ত করে টুকরা টুকরা করছে আর মনে করছেঃ তার দলই সঠিক। অথচ তারা ভুলে গেছে দলবাজিই বড় বিভ্রান্তি। বিভক্তি, বিভাজন, দলাদলি ও দলবাজি হলো অন্যতম কুফর। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতার জন্য দলবাজিই যথেষ্ট। দলবাজি সরাসরি কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কাজ।

উল্লেখ্যঃ মনে রাখতে হবে দলবাজি আর ফিক্বহী ভিন্নমত এক নয়। ভিন্ন ভিন্ন ফিক্বহ মেনেও দলবাজি থেকে বাঁচা যায়। আমাদেরকে দলীল ভিত্তিক সকল মতামত মেনে নিতে হবে এবং সকল মত ও সকল উলামাকে সম্মান করতে হবে। মনে রাখতে হবেঃ ইসলাম দলীল ভিত্তিক ভিন্নমতের অনুমতি দিয়েছে। তবে ভিন্ন পথ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছে।

(ফিক্বহ, ভিন্নমত ও ভিন্নপথ সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৬ষ্ঠ বই "দ্বীন বোঝার মৌলিক নীতিমালা" অথবা আমাদের বই "ভিন্নমত ভিন্ন পথ জাতীয় ঐক্য ও বিজাতীয় অনুকরণ")

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِي الْاَذَلِّيْنَ ﴿٢٠﴾

যে কাজ করলে মানুষ শয়তানের দল হয়ে যায়

১৯. আসলে (কুরআন সুন্নাহর বাইরে গিয়েও যারা নিজেকে সঠিক মনে করে) শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে এবং আল্লাহর যিকর (কুরআন) থেকে তাদেরকে ভুলিয়ে রাখে। আর (যারা এমন করে) তারাই শয়তানের দল। শুনো! শয়তানের দল অবশ্যই (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

২০. যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তারা অবশ্যই (চিরতরে) লাঞ্ছিত হবে।

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢١﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٢٢﴾

যে কাজ করলে মানুষ আল্লাহর দল হয়ে যায়

২১. আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেনঃ নিশ্চয় আমি এবং আমার রাসূলগণই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী।

২২. যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে তাদেরকে কখনো আল্লাহ ও রাসূল বিরোধী কারো সাথে হৃদ্যতা করতে দেখবে না, যদিও এরা তাদের বাবা-মা, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন বা আত্মীয় হয়। (যেসব মুসলিম এমন হতে পারবে) আল্লাহ তাদের অন্তরে ঈমানকে সুদৃঢ় করে

দেবেন, তদীয় রূহ (জিবরাঈল) দিয়ে তাদের শক্তি যোগাবেন এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হবে। (যারা এমন হতে পারবে) তারাই আল্লাহর দল। আর (জেনে রাখো) আল্লাহর দল-ই সর্বদা সফল হয়ে থাকে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ ও রাসূল বিরোধী কোনো ব্যক্তি মুঅমিনের আত্মীয় হলেও ওয়ালী হতে পারে না। দ্বীনহীন ব্যক্তিদের সাথে মুসলিম ব্যক্তির আত্মীয়তা থাকলেও হৃদ্যতা থাকতে পারে না। যে মুসলিম এদের ওয়ালী বানাবে বা ওয়ালী হিসেবে মেনে নেবে অথবা এদের সাথে হৃদ্যতা গড়ে তুলবে সে মুনাফিক। মুনাফিক চির জাহান্নামী।

(এ সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র "আল-ওয়ালা অয়া-ল-বারা" (শত্রু ও মিত্র, আপন ও পর) অধ্যায়, "আত্মীয়তা রক্ষার সীমারেখা" অধ্যায়, এবং ৬ষ্ঠ বইয়ের "আস্বাবিয়্যাহ ও বন্ধুত্ব" অধ্যায়)

সূরা আল-হাশর ৫৯ سورة الحشر

হাশর অর্থ জমা করা, একত্রিত করা। কোনো জাতি বা গোত্রকে একত্রে দেশান্তর করা বা নির্বাসন দেয়ার অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানে নির্বাসন দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে কথা বলা হয়েছে সূরার ২য় আয়াতে। সূরাহটি মাদানী। সূরাহ "বায়্যিনাহ" এর পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ২৪টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۭ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَ ظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ
مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۡ وَ قَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ
وَ اَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۡ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٢﴾ وَ لَوْ لَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي
الدُّنْيَا ۭ وَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ۚ وَ مَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ
اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَ لِيُخْزِيَ
الْفٰسِقِيْنَ ﴿٥﴾ وَ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّ لَا رِكَابٍ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ
يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٦﴾ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى
فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ
مِنْكُمْ ۭ وَ مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

﴿٧﴾ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿٨﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

ইয়াহুদ গোত্রকে নির্বাসনে পাঠানো

১. আকাশসমূহে যাকিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাকিছু আছে এসবই আল্লাহর তাসবীহ (মহত্ত্ব বর্ণনা) করে। তিনি হলেন আ'যীয (মহাপরাক্রমশালী, অপ্রতিরোধ্য) হা'কীম (হুকুমের মালিক, আইন ও বিধানের মালিক, মহাবিজ্ঞানময়, মহান শাসক, মহাকৌশলী।)

পটভূমিঃ ৫ম হিজরীর শাওয়্যাল মাসে (মতান্তরে ৪র্থ হিজরীতে) ইয়াহুদ গোত্র বানী-নাদ্বীরের সাথে গোপন আতাতের মাধ্যমে কুরাইশের নেতৃত্বে সম্মিলিত আরব মিত্রবাহিনী মাদীনাহ অবরোধ করেছিল এবং এ অবরোধ ২৫দিন বলবৎ ছিল। ২৫দিন পর এক রাতে প্রবল ঝড়ে মিত্রবাহিনীর তাবুগুলো লন্ডভন্ড হয়ে গেলে রাতের আঁধারে তারা পালিয়ে যায়। ইতিহাসে এটা "গাজওয়া খন্দক" নামে খ্যাত। কুরআনে এ যুদ্ধকে "আহযাব" বলা হয়েছে। এ যুদ্ধের বর্ণনায় যে সূরাহ নাযিল হয়েছে এর নামও "সূরাহ আল-আহযাব"।

মদীনাতে দুটি ইয়াহুদ গোত্র বাস করত বানি-নাদ্বীর ও বানি-কুরাইযাহ। রাসূল সাঃ মদীনার দায়িত্ব নেবার পর উভয় গোত্রের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যে চুক্তির শর্তসমূহের মাঝে ছিলঃ তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না এবং মদীনাহ আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ যুদ্ধে শরীক হবে। কিন্তু মিত্রবাহিনী মদীনাহ অবরোধ করলে ইয়াহুদ গোত্রদ্বয় চুক্তি ভঙ্গ করে এবং বানি-কুরাইযাহ গোপনে মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করে। আর বানি-নাদ্বীর আগ থেকেই কুরাইশের সাথে গোপন আতাত করে এবং মদীনাহ আক্রমণ করে ইসলামী সরকারকে উৎখাত এবং মুসলিমদের নির্মূল করার আহ্বান জানায়।

মিত্রবাহিনী পালিয়ে যাবার পর রাসূল সাঃ বানি-নাদ্বীর গোত্রকে অবরোধ করেন। ইয়াহুদ সুরক্ষিত দূর্গে অবস্থান নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। তাদেরকে দূর্গ থেকে বের করে আনার জন্য রাসূল সাঃ তাদের খেজুর বাগান ধ্বংস করার আদেশ দিলেন। "বুওয়াইরাহ" নামক স্থানে বানী-নাদ্বীরের খেজুর বাগানের কিছু গাছ জ্বালিয়ে ভস্ম করা হয় আর কিছু কেটে ফেলা হয়।

পরে অপরাধ স্বীকার করে তারা দূর্গ থেকে নেমে আসে এবং শর্ত দেয়ঃ তাদের বিচার করবেন সায়া'দ রাঃ। বিচারে সায়া'দ রাঃ তাদেরকে গাদ্দার হিসেবে মৃত্যুদন্ড দেন এবং তাদের সম্পদ গণিমত হিসেবে মুসলিম সেনাদের মাঝে বন্ঠন করে দেওয়া হয়। এ গোত্রের নেতা ছিল হুইয়াই বিন আখত্বাব আল-হারুনিয়্যাহ। এ গোত্র ছিল নবী হারূন আঃ এর বংশধর। বিচারে হুইয়াইকেও মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয় এবং তার আদুরে কন্যা স্বাফিয়্যাহকে রাসূল সাঃ বিয়ে করেন। তিনিই উম্মু-ল-মুঅমিনীন স্বাফিয়্যাহ বিনত হুইয়াই রাঃ।

অন্য গোত্র বানি-কুরাইযাহর নেতা ছিল কায়া'ব বিন আশরাফ। বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয়ী হলে তারা বলেছিলঃ "ইনি সত্য নবী, উনার কথা আমাদের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে"। আর অহুদ যুদ্ধে পরাজিত হবার পর সব উলট পালট হয়ে যায়। কায়া'ব বিন আশরাফ ৪০জনের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে মক্কা সফর করে এবং কা'বাহর নিকটে আবু সুফিয়ানের সাথে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। কায়া'ব মক্কাহ থেকে ফিরে আসার পর মুহাম্মাদ সাঃ এক গোপন মিশনে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ রাঃকে পাঠিয়ে কায়া'বকে হত্যা করান। (দেখুনঃ বুখারীঃ ৩৮১১, মাগাযী অধ্যায়)

পরে বানী-কুরাইযাহকে মদীনাহ থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। বানী-কুরাইযাহ অসম্মতি জানালে তাদেরকে দশদিন সময় বেঁধে দেয়া হয় এবং দশদিনের মধ্যেই চলে যেতে বলা হয়। মদীনাহর বাসিন্দা মুসলিম নামধারী মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই তাদের সাথে দেখা করে এবং না যাবার পরামর্শ দেয় আর তারা আক্রান্ত হলে দলবল নিয়ে তাদের পক্ষে (রাসূল সাঃ এর বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। পরে ২১ দিন অবরুদ্ধ

থাকার পর তারা নির্বাসনে রাজি হয়। (দেখুনঃ তাফসীর কাবীর) এ সূরায় তাদের নির্বাসনের কথা বলা হয়েছে বিধায় এর নামই হয়েছে সূরাহ আল-হাশর বা নির্বাসনের সূরাহ। এ সূরায় গোত্রদ্বয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

২. তিনি প্রথম নির্বাসনে আহলে কিতাবের গাদ্দার গোত্র (বানী-কুরাইযাহ) কে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছেন। (তারা মদীনাহ ছেড়ে শামদেশে চলে যায়। হে মুসলিমগণ!) তোমরা ভাবতেই পারনিঃ যে তারা বেরিয়ে যাবে। তারাও ভেবেছিলঃ আল্লাহ (আল্লাহর বাহিনী তথা ইসলামী সেনা) থেকে প্রতিরক্ষার জন্য তাদের দুর্গগুলোই যথেষ্ট। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করলেন যা তারা ভাবতেও পারেনি। তিনি তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দিলেন, তারা (মোকাবিলা না করে দুর্গে লুকিয়ে রইলো) নিজ হাতে নিজেদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করলো এবং মুঅমিনদের হাতেও (তাদের অনেক ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হলো।) অতএব হে বিচক্ষণ লোকেরা! (এসব ঘটনা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করো।

৩. নির্বাসনে না গেলে দুনিয়াতে আল্লাহ তাদেরকে (অন্য) সাজা দিতেন। আর আখেরাতে তাদের জন্য বরাদ্দ আছে জাহান্নামের আযাব।

৪. কারণ তারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।

৫. তাদের যেসব খেজুর গাছ তোমরা কেটেছো আর যেগুলো রেখে দিয়েছ, সব আল্লাহর অনুমোদনেই হয়েছে। পাপিষ্ঠদের লাঞ্ছিত করতেই এমন করা হয়েছে।

৬. আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এদের (ইয়াহুদ গোত্র বানি-নাদ্বীরের) কাছ থেকে যে গণিমত দিয়েছেন এজন্য তোমাদের ঘোড়া দৌড়াতে হয়নি এবং উটও চালাতে হয়নি। কারণ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিজয়ী করেন যার উপর খুশী/যেভাবে খুশী। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

৭. আল্লাহ এ গ্রামবাসী (বানি-নাদ্বীর) থেকে রাসূলকে যা দিয়েছেন এসব আল্লাহর, রাসূলের, (রাসূলের) আত্মীয়স্বজনের, ইয়াতীমের, মিসকীনের ও পথিকের (তাই এ সম্পদের ভাগ অন্যদেরকে দেয়া হয়নি। শুধু ২/৩জন আনসারী সাহাবীকে দেয়া হয়েছিল বিশেষ কারণে। এ সম্পদ হস্তগত হবার পর রাসূল সাঃ স্ত্রীদেরকে এক বছরের খাবার অগ্রীম দিয়ে দিতেন। (দেখুনঃ কুরতুবী) যাতে সম্পদ ধনীদের কাছে কুক্ষিগত না থাকে। (কোনো কোনো মুনাফিক এ বণ্ঠনে আপত্তি তুলেছিল। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে) রাসূল তোমাদের যা দেন তোমরা এটা গ্রহণ করবে আর যা না দেন তোমরা এটা থেকে বিরত থাকবে। আর আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

৮. (এ সম্পদ) অভাবগ্রস্থ মুহাজিরদের জন্য, যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি ও সম্পদ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং (যুদ্ধে গিয়ে) আল্লাহ ও রাসূলকে সাহায্য করে। আর (যারা এমন হতে পারবে ঈমানের দাবিতে) তারাই সত্যবাদী।

وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَ الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً

مِّمَّآ اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٩﴾ وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠﴾

সকল মুঅমিনকে ভালোবাসা এবং আগেকার মুঅমিনদের জন্য দোয়া করা

পটভূমিঃ (মদীনার প্রভাবশালী নেতাগণসহ বেশ কিছু মানুষ আগ থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হিজরতের আগে হাজ্জ মৌসুমে মিনার নিকটে অবস্থিত আক্বাবাহ পাহাড়ে গোপনে রাসূল সাঃ এর সাথে সাক্ষাৎ করে হিজরতের আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। তারা রাসূল সা.কে মদীনার ভবিষ্যত নেতা মেনে রাসুলের হাতে আনুগত্যের বাইয়া'ত (শপথ) করেছিলেন। ইতিহাসে যা বাইয়াতে আক্বাবাহ নামে খ্যাত। তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..)

৯. আর যারা (যেসব আনসারী সাহাবীগণ) এ নগরে (মদীনাতে) আগ থেকেই ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারা..

- ❖ মুহাজিরদের ভালোবাসে,
- ❖ মুহাজিরদের (সম্পদ) দেয়া হলে তারা মনে কষ্ট নেয় না,
- ❖ নিজে অভাবী হয়েও তারা (সম্পদ ও খাদ্য বণ্ঠনকালে) মুহাজিরদের প্রাধান্য দেয়,
- ❖ (মুহাজিরদের কল্যাণে) তারা কার্পণ্য করে না, তারাই সফল।

১০. আর যারা পরে (ইসলামে) আসবে তারা বলবেঃ হে প্রভু! আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের ওইসব ভাইদেরকেও মাফ করে দাও যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং মুঅমিনদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরকে হিংসা মুক্ত রাখ। হে রাব্ব! আপনি বড়ই স্নেহশীল ও দয়াময়।

জ্ঞাতব্যঃ আল-হামদু লিল্লাহ! আল্লাহর অশেষ দয়ায় আজ আমরা মুসলিম। আমরা কুরআন পড়ছি, হাদীছ পড়ছি, ইসলামী জ্ঞান আহরণ করে সঠিক পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। আমাদের কাছে কুরআন, হাদীছ, দ্বীন ও শারীয়া'হ পৌঁছাতে সাহাবাদের থেকে শুরু করে সকল যুগের মানুষের অবদান রয়েছে। তারা সংরক্ষণ না করলে আমরা আজ কিছুই পেতাম না। তাই আমাদের উচিত তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাদের ব্যাপারে হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত থাকা। উক্ত আয়াতে আল্লাহ রাব্বু-ল-আ'লামীন আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিচ্ছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়ঃ আজকাল আমাদের অনেকেই শুধুমাত্র দলীয় কারণে অথবা মিনহাজ বা মযহবগত কারণে আগেকার মনিষীদের গালমন্দ করে থাকেন। অনেকে আবু হানীফাহ রাহিঃকে গালমন্দ করেন, অনেকে আশরাফ আলী থানবী রাহিঃকে গালমন্দ করেন, অনেকে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিঃকে গালমন্দ করেন, অনেকে সাইয়্যেদ কুতুব রাহিঃকে গালমন্দ করেন, অনেকে শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহিঃকে গাল মন্দ করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যারা আবু-হানীফাহ রাহিঃকে গালমন্দ করেন তাদের ভাবা উচিত ছিলঃ ইসলামী আইন বিশ্লেষণে আবু- হানীফাহ রাহিঃর অবদান কত বেশী। ইসলামী বিধানগুলোকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে জীবনের কতটি বছর তিনি জেলে কাটিয়েছেন তবুও নতিস্বীকার করেননি আপোষহীন এই ইমাম।

যারা আশরাফ আলী থানবী রাহিঃকে গালমন্দ করেন তাদের ভাবা উচিত ছিলঃ ভারতের মুসলিমদের ইসলাহের জন্য থানবী রাহিঃ এর অবদান কত।

যারা ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিঃকে গালমন্দ করেন তাদের ভাবা উচিত ছিলঃ কুরআন হাদীছ বিশ্লেষণে ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিঃ এর অবদান কত। ইবন তাইমিয়্যাহর বিশ্লেষণ এতো বাস্তবমুখী এবং স্বচ্ছ যে উনার বিশ্লেষণে মুগ্ধ হয়ে আরবের আলীমগণ উনাকে শাইখুল ইসলাম উপাধী দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী এবং রাসূল সাঃ এর

হাদীছকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে কতবার জেলে গেছেন আল্লাহর এ বান্দা। তবুও আল্লাহর কালামের বা রাসূল সাঃ হাদীছের ব্যাপারে আপোষ করেননি।

যারা সাইয়্যেদ কুতুব রাহিঃকে গালমন্দ করেন তাদের ভাবা উচিত ছিলঃ খিলাফত ধ্বংসের পর ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য সাইয়্যেদ কুতুব রাহিঃ এর অবদান কত। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ইসলামী ভাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে জীবন দিয়েছেন আল্লাহর পথের অকুতভয় এ সিপাহসালার।

যারা শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহিঃকে গালমন্দ করেন তাদের ভাবা উচিত ছিলঃ ভেজালের এ যামানায় দ্বীন ও ইসলামের নামে ভেজালকারীদের মূল উৎস (হাদীছের নামে প্রচলিত) মাওছু' ও মুনকার বর্ণনাগুলো চিহ্নিত করে রাসূল সাঃ এর হাদীছ থেকে ভেজাল দূরীকরণে শাইখ আলবানী রাহিঃ এর অবদান কত।

তবে একথা সত্যঃ আমি যাদের কথা উল্লেখ করেছি বা যাদের কথা উল্লেখ করিনি এরা সবাই মানুষ ছিলেন। উনাদের কেউ নবী বা রাসূল ছিলেন না। তাই উনাদের কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নন এবং উনাদের কারো মত বা মিনহাজ মানতে আমরা বাধ্য নই। উনাদের কারো কোনো কথায় ভুল প্রমাণিত হলে আমরা এটা গ্রহণ করব না। এ অধিকার আমাদের রয়েছে। তবে উনাদের ভুলের জন্য আমরা দায়ী নই, উনাদের ছাওয়াব বা আযাব দেয়ারও আমরা মালিক নই। উনাদের জীবন, উনাদের কর্ম, উনাদের ছাওয়াব বা মাগফিরাত সব আল্লাহর হাতে। আল্লাহই উনাদের এবং আমাদের বিচারক।

আল্লাহ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেনঃ আগেকার মুসলিমদের জন্য দোয়া করতে এবং উনাদের ব্যাপারে হিংসা-বিদ্বেষ না রাখতে। আমাদের উচিত আল্লাহর শিক্ষা গ্রহণ করে উনাদের জন্য দোয়া করা। আর এটাই ইসলামের পথ। শুধু মিনহাজ বা মযহবগত ভিন্ন মতের কারণে কারো সাথে বিদ্বেষ রাখা দলবাজির বা দলাদলির প্রতিফলন। আল্লাহ আমাদেরকে এসব থেকে হেফাজত করুন! আমীন!!

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ
مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١١﴾
لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ
لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢﴾ لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٣﴾
لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ؕ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ؕ تَحْسَبُهُمْ
جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا
وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ
بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ
جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٧﴾

মুনাফিকদের কপটতা

পটভূমিঃ মদীনার কিছু মানুষ বাহ্যত মুসলিম হলেও আসলে মুনাফিক ছিল। ইয়াহুদ গোত্রের সাথে তাদের গোপন সম্পর্ক ছিল। ইয়াহুদরা গাদ্দারীতে ধরা পড়ার পর রাসূল সাঃ ইয়াহুদ গোত্র বানী-কুরাইযাহকে দেশ ছেড়ে চলে

যেতে আদেশ জারি করেন এবং ১০ দিন সময় বেঁধে দেন। তখন ওই মুনাফিকরা ইয়াহুদদের বলেছিলঃ আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমাদের নির্বাসন দেয়া হলে আমরাও বেরিয়ে যাব। তোমাদের আক্রমণ করা হলে আমরা তোমাদের সঙ্গ দেব। তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

১১. তাদেরকে দেখনি? যারা মুনাফিকী করেছে এবং তাদের আহলে কিতাব কাফির ভাইদেরকে বলেছে "তোমাদের নির্বাসন দেয়া হলে আমরাও বেরিয়ে যাব। তোমাদের ব্যাপারে আমরা কারো আনুগত্য মেনে নেব না। তোমাদের উপর আক্রমণ করা হলে আমরা তোমাদের সাহায্য করব"। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন এরা মিথ্যুক।

১২. তাদেরকে (ইয়াহুদদেরকে) নির্বাসন দেয়া হলে এরা (মুনাফিকরা) বেরিয়ে যাবে না। তাদের উপর আক্রমণ করা হলে এরা সাহায্যও করবে না। আর সাহায্য করতে এলেও পালিয়ে যাবে। অতঃপর তাদেরকে আর কোনো সাহায্য করা হবে না।

১৩. তাদের অন্তরে আল্লাহ ভীতির চেয়ে তোমাদের ভীতিই বেশী কার্যকর। কারণ তারা অজ্ঞ জাতি।

১৪. তারা (ইয়াহুদ) তোমাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধ না করে সুরক্ষিত দুর্গে বা দেয়ালের আড়ালে থেকে (লুকিয়ে লুকিয়ে যুদ্ধে করে।) আসলে তাদের আভ্যন্তরীণ বিবাদ খুবই প্রবল। তুমি মনে করোঃ তারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু আসলে তাদের অন্তর বিভক্ত। তারা অজ্ঞ জাতি।

১৫. নিকট অতীতে যারা নিজেদের কর্মফল ভোগ করেছে এরাও তাদের মত। এদের তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

১৬. তাদের (মুনাফিকদের) উপমা শয়তানের মত। শয়তান মানুষকে বলেঃ কুফর করো। আর কুফর করে ফেললে বলেঃ "আমি তোমার থেকে মুক্ত, আমি সর্বজগতের রাব্ব আল্লাহকে ভয় করি"।

১৭. (মুনাফিক ও ইয়াহুদ) উভয় দলের পরিণামই চির জাহান্নাম। আর এটা-ই পাপিষ্ঠদের কর্মফল।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুনাফিকরা মানব সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত থাকে। তারা নামায পড়ে, রোজা রাখে, হাজ্জ করে, যাকাত দেয়, দান খয়রাত করে। টুপি দাড়ি জুব্বা কিছুতেই তাদের আপত্তি নেই। তাদের আপত্তি সঠিক ঈমানে। তারা সঠিকভাবে ঈমান আনতে পারে না, ত্বাগূতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না। তারা ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মেনে নেয় কিন্তু জীবন-বিধান ও জীবন-আদর্শ হিসেবে মেনে নেয় না। তারা কুরআনের কিছু মানে আর কিছু মানে না। ইত্যাদি নানা কারণে তারা মুনাফিক হয়ে যায়, হয়ে যায় চির জাহান্নামী। মুনাফিক কখনো জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না। মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতে কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

(মুনাফিক সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র নিফাক্ব বা মুনাফিকী অধ্যায়)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١٩﴾

আল্লাহর তাক্বওয়া ও নেকী অর্জন

১৮. মুঅমিনগণ! আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো আর ভেবে দেখো! আগামীর (আখেরাতের) জন্য তোমরা কী প্রেরণ করছো.? তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো। (মনে রেখো) তোমরা যা করছো আল্লাহ অবশ্যই এ সকল ব্যাপারে অবগত। (আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও

পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া।)

১৯. আর তোমরা তাদের মত হইও না, যারা আল্লাহকে ভুলে থাকে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভুলা করে দেন। (যারা এমন হয়ে যায়) তারা চিরতরে ক্ষতিগ্রস্থ (চির-জাহান্নামী হয়ে যায়)

لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿۲۰﴾

জান্নাতী আর জাহান্নামী সমান নয়

২০. (মনে রেখো!) জাহান্নামের বাসিন্দা আর জান্নাতের বাসিন্দা সমান নয়। জান্নাতের বাসিন্দারা-ই সফল হয়।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾

কুরআনের ভার পর্বতও নিতে পারত না

২১. এ কুরআনকে যদি আমরা পর্বতের উপর নাযিল করতাম তবে তুমি দেখতেঃ পর্বত আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমরা এসব উপমা বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যেন তারা চিন্তা করে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۴﴾

তিনিই আল্লাহ

২২. তিনিই আল্লাহ। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি হলেন অদৃশ্য এবং দৃশ্যের মহাজ্ঞানী, রাহমান, রাহী'ম।

২৩. তিনিই আল্লাহ। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি হলেন আল-মালিক (অধিপতি) আল-কুদ্দুস (অতীব পবিত্র), আল-সালাম (শান্তিময়), আল-মুঅমিন (নিরাপত্তা দানকারী), আল-মুহাইমিন (সুরক্ষক), আল-আ'যীয (মহাপরাক্রমশালী), আল-জাব্বার (প্রবল প্রতাপশালী), আল-মুতাকাব্বির (অহংকারের একমাত্র বৈধ অধিকারী।) আল্লাহ সকল শিরকের উর্ধ্বে।

২৪. তিনিই আল্লাহ। তিনি হলেন আল-খালিক্ব (সৃষ্টিকর্তা), আল-বারি (উদ্ভাবক), আল-মুস্বাওয়্যির (আকৃতি দাতা।) তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর অনেক নাম। আসমানসমূহে যাকিছু আছে এবং যমীনে যাকিছু আছে এসবই তাঁর তাসবীহ (মহত্ত্ব বর্ণনা) করে। তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী মহাকৌশলী।

সূরাহ মুমতাহিনাহ /মুমতাহানাহ ৬০ سورة الممتحنة

মুমতাহিনাহ অর্থ পরীক্ষক নারী আর মুমতাহানাহ অর্থ যে নারীকে পরীক্ষা করা হয়েছে। সূরাহটি মাদানী। সুরাহ আহযাবের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১৩টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَ اِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۚ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ اَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَ مَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَ مَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿۱﴾ اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّ يَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۲﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

কাফিরদের সাথে নৈতিক ও আদর্শিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে

পটভূমিঃ হা'ত্বিব বিন আবু-বালতায়া'হ রাঃ একজন মুহাজির সাহাবী। বদর যুদ্ধে শামিল হয়ে যারা ধন্য হয়েছেন তিনিও তাদের একজন। হা'ত্বিব মক্কাতে কুরাইশের সঙ্গ (নাগরিকত্ব) গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বংশগতভাবে তিনি কুরাইশের কেউ নন।

হা'ত্বিব রাঃ হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনাহ এসেছিলেন। কিন্তু তার সম্পদ ও পরিবার মক্কাতে রয়ে গিয়েছিল। ৮ম হিজরিতে রাসূল সাঃ মক্কা অভিযানের ইরাদা করলে হা'ত্বিব ভাবলেনঃ রাসূলের এ গোপন অভিসন্ধির কথা যদি মক্কার নেতাদের জানিয়ে দেই তবে হয়ত তারা আমার পরিবার ও সম্পদের ক্ষতি করবে না। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। তিনি একটি চিটি লিখে এক মহিলার মাধ্যমে অতি গোপনে মক্কা পাঠিয়ে দিলেন। ঘটনাটি বর্ণনা করে বর্ণিত হচ্ছে..

আলী রাঃ এর লেখক আবু-রাফি' থেকে বর্ণিত, আলী রাঃ বলেছেনঃ রাসূল সাঃ একদা আমি, যুবাইর এবং মিকদাদকে (এক দ্রুত অভিযানে) পাঠালেন। বললেনঃ যাও, "রাওদ্বাহ খাখ" নামক স্থানে এক উষ্ট্রারোহিনী মহিলা পাবে। তার কাছে একটি চিঠি রয়েছে। চিঠিটি নিয়ে আসো।

আলী রাঃ বলেনঃ আমরা খুব দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে "রাওদ্বাহ" গিয়ে উষ্ট্রারোহিনী মহিলাকে পেয়ে গেলাম। বললামঃ চিঠিটি দিয়ে দাও। সে বললঃ আমার কাছে কোনো চিঠি নেই। আমরা বললামঃ চিঠি বের করে দাও নতুবা কাপড় খুলে ফেলব (উলঙ্গ করে তল্লাশি করব।) মহিলা চুলের বেনী থেকে পত্রখানা বের করে দিল।

আলী রাঃ বলেনঃ আমরা চিঠি নিয়ে রাসূল সাঃ এর কাছে এলাম। খুলে দেখা গেলঃ হা'ত্বিব বিন আবু-বালতায়া'হ মক্কার নেতাদের নামে পত্রটি লিখেছেন এবং রাসূল সাঃএর অভিযান সম্পর্কে অনেক গোপন তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন। রাসূল সাঃ বললেনঃ হা'ত্বিব! এসব কি?

হা'ত্বিব (ঘাবড়ে গেলেন। তিনি জানেন এ অপরাধের সাজা কি হতে পারে।) বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ব্যাপারে তড়িৎ

সিদ্ধান্ত করবেন না। (দয়া করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিন) আমি কুরাইশের সঙ্গে বসবাস করি কিন্তু বংশগতভাবে আমি কুরাইশ নই। আপনার সঙ্গে অন্য যারা হিজরত করেছেন তাদের প্রায় সবারই আত্মীয়স্বজন সেখানে বিদ্যমান আছে, যারা তাদের পরিবার ও সম্পদের হেফাজত করছে। আমি মনে করলামঃ কুরাইশের সাথে যেহেতু আমার বংশগত সম্পর্ক নেই। তাই এ সুযোগে একটু সাহায্য করলে তারা হয়ত আমাকে আপন মনে করবে এবং আমার পরিবার ও সম্পদের হেফাজত করবে। (শুধু এ চিন্তা থেকেই আমি কাজটি করেছি) আমি কুফর করার জন্য বা মুরতাদ হবার জন্য এমনটি করিনি।

রাসূল সাঃ বললেনঃ সে সত্য বলেছে। উমার রাঃ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন, তার গর্দান উড়িয়ে দেই।

রাসূল সাঃ বললেনঃ সে বদরে শরীক ছিল। তুমি জানো নাঃ বদরীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেনঃ "তোমাদের মনে যা চায় তাই করো। আমি তোমাদের মাফ করে দিয়েছি"। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছেঃ (বুখারীঃ ৪৫২৫)

১. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো! যে আমার শত্রু সে তোমাদেরও শত্রু। তাই) তোমরা যদি আমার পথে জিহাদে বের হয়ে থাকো এবং আমার সন্তুষ্টি কামনা করে থাকো তবে আমার ও তোমাদের শত্রুকে আওলিয়া (অভিভাবক বা মিত্র) হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের সাথে হৃদ্যতা দেখাও অথচ তারা তোমাদের কাছে আগত হক্ব (আল-কুরআন, রাসূল ও দ্বীন) প্রত্যাখ্যান করেছে। শুধু আল্লাহর উপর ঈমান এনেছো বলে তারা তোমাদেরকে এবং রাসূলকে (তথা রাসূলের আদর্শকে দেশ থেকে/ঘর থেকে) বের করে দেয়। তোমরা গোপনে তাদের সাথে হৃদ্যতা রাখো অথচ আমি গোপন প্রকাশ্য সব জানি। তোমাদের যে কেউ এমন করবে সে সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। (আওলিয়া শব্দটি ওয়ালী শব্দের বহুবচন। আর ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাকারাহঃ ১০৭)

২. (মনে রেখো!) তারা (পাপিষ্ঠরা) ক্ষমতাবান হলে তোমাদের (মুঅমিনদের) সাথে শত্রুতা করবে, তাদের হাত ও মুখ প্রসারিত (পেশীশক্তি ও মিডিয়া ব্যবহার) করে তোমাদের ক্ষতি করবে। তারা চায়ঃ তোমরা কাফির হয়ে যাও।

জ্ঞাতব্যঃ কাফিরদের সাথে হৃদ্যতা ও সখ্যতার ব্যাপারে এ আয়াতটি পথিকৃৎ। কাফিররা সর্বদাই চায় আমরাও কাফির হয়ে যাই। তাই আমাদেরকে সাবধান হতে হবে।

হুঁশিয়ারিঃ

- ❖ যে ব্যক্তি আল্লাহর দুশমন সে আমাদেরও দুশমন আর এটাই হলো শত্রুতা বা দুশমনির মূলনীতি।
- ❖ আল্লাহর কোনো শত্রুকে মিত্র বা অভিভাবক হিসেবে মেনে নেওয়া নিষিদ্ধ। যে এমন করবে সে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।
- ❖ যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব আল্লাহর রাসূল বা আল্লাহর দ্বীন মেনে চলে না সে আল্লাহর দুশমন।
- ❖ এমন লোকদের সাথে আন্তরিক হৃদ্যতা দেখানো অথবা এদের প্রতি অন্তরে (গোপনে হলেও) হৃদ্যতা রাখা মহাপাপ। যে ব্যক্তি এমন করবে সে সঠিক পথ থেকে ছিটকে পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।
- ❖ আল্লাহর এসব দুশমনরা সুযোগ পেলে আমাদের সর্বনাশ করবে। আমাদের বিরুদ্ধে তাদের পেশিশক্তি ও যবান ব্যবহার করে আমাদের জীবন ও ইজ্জতের ক্ষতি করবে।
- ❖ উল্লেখিত নীতি মেনে চলাই আল্লাহর পথে জিহাদের মূল বিষয় এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার আসল পথ।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٣﴾

ঈমান ছাড়া মারা গেলে পরকালে কেউ কারো কাজে আসবে না

৩. (মনে রেখো!) কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়স্বজন, সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। (সেদিন) তিনি সবাইকে আলাদা করে দেবেন। তোমরা যা করো আল্লাহ সব প্রত্যক্ষ করেন।

জ্ঞাতব্যঃ যারা কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুরতাদ হয়ে যাবে কিয়ামতের দিন তাদের সন্তান বা সম্পদ কোনো কাজে আসবে না, যদিও এ সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় হয় অথবা এ সন্তান দ্বীনদার ও নেক হয়। এমনকি তাদের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

আর যে মুসলিম কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুরতাদকে ওয়ালী বানাবে বা অন্যকোনো কাজ করে মুনাফিক হয়ে যাবে তাদেরও একই দশা হবে। তাদের সন্তান বা সম্পদও কোনো কাজে আসবে না এবং তাদের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

নেক সন্তান ও আল্লাহর পথে ব্যয় কৃত সম্পদ কাজে আসবে শুধু ওই মানুষের যে মুঅমিন অবস্থায় বা ফাসিক অবস্থায় মারা যাবে। পরকালে শুধুমাত্র ফাসিকদের জন্য শাফায়াত করতে মুঅমিনদেরকে অনুমতি দেয়া হবে।

(মুঅমিন কাফির ও মুনাফিকের পরিচয় জানতে দেখুনঃ সূরাহ বাক্বারাহঃ ২০) (শাফায়াত সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাক্বারাহঃ ৪৮)

(মুনাফিক সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র মুনাফিক অধ্যায়)

(আত্মীয়তা রক্ষার সীমারেখা সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র আত্মীয়তা রক্ষার সীমারেখা অধ্যায়)

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ مَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيْكَ اَنَبْنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٥﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦﴾

আত্মীয়তার ব্যাপারে উত্তম আদর্শ

৪. (কাফির আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে) তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মাঝে। যখন তারা নিজের জাতিকে বলেছে "আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্যসকল খোদা থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করলাম। আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করলাম, তোমাদের ও আমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ লেগেই থাকবে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে"। তবে ইবরাহীমের একটি কথা (তোমাদের জন্য আদর্শ নয়। আর তা হলো) ইবরাহীম তার পিতাকে বলেছিল "আমি আল্লাহর কাছে তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করব, যদিও আল্লাহ থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই"। হে রাব্ব! আমি তোমার উপর তাওয়াক্কুল করলাম, তোমার দিকে ধাবিত হলাম, আর তোমার কাছেই

প্রত্যাবর্তন।

৫. হে রাব্ব! তুমি কাফিরদের দিয়ে আমাদের পরীক্ষা করো না। আমাদের মাফ করে দাও হে প্রভু! নিশ্চয় তুমি আ'যীয (মহাপরাক্রমশালী) হাকীম (হুকুমের মালিক, আইন ও বিধানদাতা, প্রজ্ঞাময়, মহাকৌশলী।)

৬. যারা আল্লাহ ও আখেরাত কামনা করে তাদের জন্য এটা এক উত্তম আদর্শ। আর যে ব্যক্তি (এসব থেকে) বিমুখ হয়ে গেল (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ প্রয়োজন মুক্ত এবং চিরপ্রশংসিত।

জ্ঞাতব্যঃ আত্মীয়তা ছিন্ন করা পাপ। তবে আত্মীয়তা রক্ষার নামে ইসলাম বিদ্বেষী কারো সাথে হৃদ্যতা করাও পাপ। আমাদের সমাজে এ পাপটি করা হয় ইসলামের নামে, আত্মীয়তা রক্ষার দোহাই দিয়ে। তাই এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। আর এজন্য যে বিষয়গুলো জানতে হবে তা হচ্ছেঃ আত্মীয়তা রক্ষার সীমারেখা, শত্রু ও মিত্র বানানোর নীতিমালা তথা "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" (এ দুটি বিষয় জানা যাবে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই থেকে) এবং আস্বাবিয়্যাহ ও বন্ধুত্ব (এ দুটি বিষয় জানা যাবে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৬ষ্ঠ বই থেকে)

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ وَ اللّٰهُ قَدِيْرٌ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۷﴾ لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۸﴾ اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَ اَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ ظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۹﴾

শত্রু ও মিত্র নির্ধারণের নীতিমালা (আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা)

৭. আল্লাহ চাইলে তোমাদের এবং তোমাদের শত্রুদের মাঝে হৃদ্যতা তৈরি করে দিতে পারেন। আল্লাহ (সকল বিষয়ে) ক্ষমতাবান। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

৮. যারা দ্বীন নিয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না বা তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করে না, (অর্থাৎ তোমাদের দ্বীন ও সম্পদ যাদের থেকে নিরাপদ) তাদের সাথে স্বদাচার বা ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননি। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।

৯. পক্ষান্তরে যারা দ্বীন নিয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করে বা বিতাড়নে সাহায্য করে, তাদের ওয়ালী বানাতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করে দিচ্ছেন। তোমাদের যারা তাদেরকে ওয়ালী বানাবে তারা পাপিষ্ঠ হয়ে যাবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَ لَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؗ وَ اٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ وَ لَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

কাফির নারী মুসলিম হয়ে মুসলিমদের কাছে চলে এলে ইসলামী সরকারের করণীয়

১০. মুঅমিনগণ! কোনো নারী যখন ঈমান গ্রহণ করে (কাফির সমাজ থেকে) হিজরত করে তোমাদের কাছে চলে আসে তখন তোমরা তাদেরকে (বাহ্যিকভাবে) পরীক্ষা করবে। তাদের ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। তোমরা যদি বুঝ যে তারা ঈমান গ্রহণ করেছে তবে তাদেরকে আর কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দিও না। তারা কাফিরদের জন্য হালাল নয়, কাফিররাও তাদের জন্য হালাল নয়। আর কাফিররা এ নারীদের পিছনে যা খরচ করেছে তাদেরকে এটা দিয়ে দিও। তোমরা পছন্দ করলে তাদেরকে বিয়ে করে নিতে পারবে। আর (বিয়ে করলে) তাদের মোহর পরিশোধ করবে। তোমরা কাফির নারীদেরকে (তোমাদের বৈবাহিক সম্পর্কে) আবদ্ধ রাখবে না। (অর্থাৎ তোমরা যারা মুসলিম হয়েছো তাদের বউ কাফির থাকলে তাকে তার স্বজনদের কাছে পাঠিয়ে দাও) কাফির নারীর পিছনে তোমরা যা ব্যয় করবে তাদের কাছ থেকে এটা ফিরত চাইবে। কাফিররা মুসলিম নারীর পিছনে যা খরচ করে তারাও এটা ফিরত চাইবে। এসব হলো আল্লাহর বিধান। তিনি তোমাদেরকে এসব বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় (তাই তাঁর বিধান জ্ঞানগর্ভ ও নির্ভুল।)

জ্ঞাতব্যঃ হুদাইবিয়্যাহ সন্ধির পর অনেক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় চলে আসেন। এদের মাঝে উল্লেখ যোগ্য হলেনঃ সাঈদাহ বিনত হারিছ আল-আসলামিয়্যাহ, উম্মু কুলছুম বিনত উ'ক্ববাহ বিন আবু-মুয়াইত্ব, উমাইমাহ বিনত বিশর, গং। যদিও তারা এক সাথে দলবদ্ধভাবে আসেননি। মুশরিকদের স্ত্রীগণ এভাবে চলে এলে মুশরিকরা তাদের ফিরত চায়। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়। রাসূল সাঃ জানিয়ে দিলেনঃ চুক্তির শর্ত শুধু পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়। (দেখুনঃ কুরতুবী)

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾

মুসলিম নারী কাফির হয়ে কাফির দেশে চলে গেলে মুসলিমদের করণীয়

১১. তোমাদের কারো স্ত্রী যদি (মুরতাদ হয়ে) কাফিরদের কাছে চলে যায় এবং পরে যদি আবার তোমাদের হস্তগত হয়; তবে যার স্ত্রী চলে গেছে সে ওই স্ত্রীর পিছনে যে পরিমান খরচ করেছে (তোমরা ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে) তাকে সমপরিমাণ (সম্পদ) ফিরিয়ে দেবে। তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো যার উপর তোমরা ঈমান এনেছো।

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতে আর্থিক লেনদেনের যে বিধান দেয়া হয়েছে এটা বিশেষ প্রেক্ষাপটে শুধুই ওই সময়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল। এটাই উম্মতের উলামাদের ইজমা বা সর্ব সম্মত মত। (কুরতুবী)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا

يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَ لَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَ لَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

সরকার প্রধান হিসেবে নারীদের থেকে আনুগত্যের শপথ

১২. হে নবী! মুঅমিনাহ নারীগণ যখন শপথ নিতে তোমার কাছে আসবে তুমি তখন (নিম্ন বর্ণিত বিষয়ে) তাদের থেকে শপথ নিবে যে তারা..

- ❖ আল্লাহর সাথে শিরক করবে না,
- ❖ চুরি করবে না,
- ❖ যিনা করবে না,
- ❖ সন্তান হত্যা করবে না,
- ❖ নিজে বানিয়ে কারো উপর অপবাদ দিবে না,
- ❖ মা'রূফ (সৎকাজ, আইন বা রীতি মেনে চলার ব্যাপারে) তোমার অবাধ্য হবে না,

(উল্লেখিত বিষয়ে শপথ নেবার পর) তুমি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ﴿١٣﴾

শত্রু ও মিত্র নির্ধারণের নীতিমালা

১৩. মুঅমিনগণ! তোমরা এমন কোনো জাতি বা গোষ্ঠীকে ওয়ালী বানিও না, যে জাতি বা গোষ্ঠীর প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট, যারা আখেরাতের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে। যেমন হতাশ কবরবাসী কাফিররা। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাক্বারাহঃ ১০৭)

সূরাহ আস্ব-স্বাফফ ৬১ سورة الصف

স্বাফফ অর্থ সারি। মানুষ সারিবদ্ধ হয় শৃঙ্খলার জন্য। এ সূরার ৪র্থ আয়াতে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত মুজাহিদগণের সারির কথা বলা হয়েছে। সূরাহটি মাদানী। সূরাহ তাগা'বূনের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১৪টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আসমান যমীনের সবাই আল্লাহর তাসবীহ করে

১. আকাশসমূহে যাকিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাকিছু আছে এসব কিছুই আল্লাহর তাসবীহ (মহত্ত্ব বর্ণনা) করে। আর তিনি হলেন আ'যীয (মহাপরাক্রমশালী), হা'কীম (বিচার, শাসন ও হুকুমের মালিক।)

হুকম পরিচিতিঃ হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটা-ই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটা-ই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্দীন বা আহকামু-শ-শারীয়াহ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়াহ আইন)
- হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ। আমাদের বাংলা সমাজে বলা হত মহকুমা।)
- হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)
- হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হাকিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٣﴾

অন্যকে সৎকাজ করতে বলা আর নিজে কাজটি না করা

২. ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা এমন কথা কেন বলো; যা তোমরা নিজে করো না?

৩. আল্লাহর কাছে জঘন্যতম পাপ হলো "এমন কথা বলা যা তোমরা নিজে করো না"।

জ্ঞাতব্যঃ আমরা সৎকাজের কথা বলবো অবশ্যই তবে প্রথমে নিজেকে শুধরে নেবো। এটাই দাওয়াতের উত্তম পন্থা এবং দায়ীর উত্তম গুণাগুণ।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ﴿٤﴾

আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন

৪. আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে ভালোবাসেন যারা (সুশৃঙ্খলভাবে) সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে (এবং যুদ্ধ থেকে পিছু হটে না। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবিলায় তারা এমন ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলে) যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَ قَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۵﴾ وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۶﴾ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعٰۤى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۷﴾ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸﴾

রাসূল, কিতাব এবং আল্লাহর নূর

৫. (হে মানুষ স্মরণ করো) মূসা যখন তার জাতিকে বলেছিলঃ হে আমার জাতি! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? অথচ তোমরা জানো আমি আল্লাহর রাসূল হিসেবে তোমাদের প্রতি প্রেরিত। কিন্তু তারা যেহেতু (দ্বীন থেকে) বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে, তাই আল্লাহ তাদের অন্তরকে (হেদায়াত থেকে) বিচ্যুত করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না। (যদি তারা নিজ থেকে না চায়)

৬. আর ঈসা বিন মারইয়াম যখন বলেছিলঃ হে বানী-ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আমার আগে আগত তাওরাতকে আমি সত্যায়ন করছি। আমি সুসংবাদ দিচ্ছি আমার পরে এক রাসূল আসবেন যার নাম হবে আহমাদ। ঈসা সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। তথাপিও তারা বললঃ এটা সুস্পষ্ট যাদু।

৭. তার চেয়ে বড় মিথ্যুক আর কে হতে পারে? যে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে..? অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে। আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না। (যদি তারা নিজ থেকে না চায়)

৮. তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ তাঁর নূরকে (ইসলামকে) পরিপূর্ণ করে-ই ছাড়বেন। যদিও কাফিররা এটা পছন্দ করে না।

জ্ঞাতব্যঃ আল-কুরআনে ইসলামকে নূর বলা হয়েছে, কুরআনকে নূর বলা হয়েছে, তাওরাতকে নূর বলা হয়েছে, নবীগণকে নূর বলা হয়েছে এবং মুহাম্মাদ সাঃ কেও নূর বলা হয়েছে। নূর শব্দের অর্থ আলো। কুফরের অন্ধকারময় এ দুনিয়ায় আল্লাহর পথে চলতে যে আলোর প্রয়োজন এটা হচ্ছে আল্লাহর বিধান যা পাওয়া যায় আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলগণের মধ্যে। তাই এসবকে নূর বলা হয়েছে। কিন্তু কিছু মানুষ অন্য আয়াতসমূহকে পিছনে ফেলে শুধু মুহাম্মাদ সাঃকে যেখানে নূর বলা হয়েছে ওই আয়াত নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করে নতুন এক বিশ্বাস বানিয়ে নিয়েছে। তারা বলে মুহাম্মাদ সাঃ নূরের তৈরি। আসলে এসব হচ্ছে আল-কুরআনকে ভালোভাবে না বুঝার ফসল।

هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿۹﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۱۰﴾ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ

تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾ وَ اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য এবং লাভজনক বানিজ্য

৯. তিনি তদীয় রাসূল পাঠিয়েছেন আল-হুদা (আল-কুরআন) এবং সঠিক দ্বীন (ইসলাম) দিয়ে, যেন একে বিজয়ী করেন অন্য সব দ্বীনের (মতবাদের) উপর। যদিও মুশরিকরা এটা পছন্দ করে না।

১০. হে মুঅমিনগণ! তোমাদেরকে এমন বানিজ্যের সন্ধান দেব কী? যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবে?

১১. (এ বানিজ্য হচ্ছে) তোমরা আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে আর (আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে) নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তোমাদের জন্য এটা-ই উত্তম ব্যবস্থা যদি তোমরা বুঝতে পারতে।

১২-১৩. (এমন করলে) আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ মাফ করে দেবেন, তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। (দেবেন) চিরস্থায়ী জান্নাতে উন্নততর আবাস। আর এটা-ই মহাসাফল্য। আরো দেবেন যা তোমরা খুব পছন্দ করো (আর তা হলো) আল্লাহর সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। (হে নবী! এসব বিষয়ে) মুঅমিনদের সুসংবাদ দাও।

জ্ঞাতব্যঃ উপরের চার আয়াতে লাভজনক বানিজ্যের কথা বলা হয়েছে। নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে, পাপ মোচন করাতে, জান্নাতে প্রবেশ করতে, মানব জীবন সফল করতে, দুনিয়ায় আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় হাসিল করতে যে বানিজ্য মানুষের পথ উন্মুক্ত করে দেবে। আর ওই বানিজ্য হচ্ছে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়ঃ বর্তমানে যেসব আয়াতের সবচেয়ে বেশী অপব্যাখ্যা করা হয়, এর মাঝে এ আয়াত অন্যতম।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَ كَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ﴿١٤﴾

আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও

১৪. মুঅমিনগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী বনে যাও। যেমন ঈসা বিন মারইয়াম বলেছিলঃ আল্লাহর পথে কে আমাকে সাহায্য করবে? তখন হাওয়ারীগণ বলেছেঃ আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী (হতে চাই।) বানী-ইসরাঈলের কিছুলোক ঈমান এনেছে আর কিছুলোক কুফর করেছে। যারা ঈমান এনেছে আমি শত্রুর উপর তাদেরকে সাহায্য করেছি, ফলে তারা বিজয়ী হয়েছে।

সূরাহ আল-জুমুয়াহ ৬২ سورة الجمعة

জুমুয়াহ অর্থ জমা করা, পূর্ণ করা। ইসলামী পরিভাষায় শুক্রবারকে বলা হয় "জুমুয়াহর দিন"। এ দিন আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে পরিপূর্ণ করেছিলেন বিধায় এ দিনকে জুমুয়া'হ বলা হয়। সূরাহটি মাদানী। সূরাহ স্বাফফ এর পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১১টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۗ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢﴾ وَّ اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٤﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

রাসূল সাঃ, রাসূলের উম্মত এবং রাসূলের দায়িত্ব

১. আকাশসমূহে যাকিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাকিছু আছে এ সব-ই আল্লাহর তাসবীহ (মহত্ত্ব বর্ণনা) করে। তিনি আল-মালিক (অধিপতি) আল-কুদ্দুস (মহাপবিত্র) আল-আ'যীয (মহাপরাক্রমশালী), আল-হাকীম (হুকুমের মালিক, মহাকৌশলী, প্রজ্ঞাময়)।

২. তিনি উম্মীদের (আরবদের) মাঝে তাদেরই একজনকে রাসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যে..

- ❖ তাদের কাছে আল্লাহর বিধান পাঠ করবে,
- ❖ (কুফর শিরক থেকে) তাদেরকে তাযকিয়্যাহ (পরিচ্ছন্ন) করবে,
- ❖ তাদেরকে শিক্ষা দেবে কিতাব ও হিকমাহ (কুরআন ও সুন্নাহ) যদিও ইতোপূর্বে তারা চরম বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। (তাযকিয়্যাহ সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ১২৯)

৩. (আল্লাহ তাকে রাসূল বানিয়েছেন) অন্যদের (অনারবদের) জন্যও, যারা এখনো তাদের (আরবদের) সাথে মিলিত হয়নি। (তবে অদূর ভবিষ্যতে তারাও মুসলিম হয়ে আরবদের সাথে মিলিত হবে) তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী। (তাই মুহাম্মাদ সা. হলেন বিশ্বনবী এবং বিশ্বের সকলে-ই তার উম্মত)

৪. এটা (ইসলাম, রিসালাত) হলো আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যাকে খুশী এটা দান করেন। আর আল্লাহ হলেন মহাঅনুগ্রহশীল।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ
اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦﴾ وَ لَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ
اَيْدِيْهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٧﴾ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى
عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

ইয়াহুদ আলিমদের ৩টি বদ-স্বভাব

৫. যাদের উপর তাওরাত বহনের দায়ভার দেয়া হয়েছিল কিন্তু তারা এ দায়িত্ব পালন করেনি তাদের (ইয়াহুদ উলামার) উপমা হচ্ছে কিতাবের বোঝা বহনকারী গাধার মত। এ হলো ওই জাতির উপমা যারা আল্লাহর আয়াতকে (কিতাবকে) অবজ্ঞা করে। (সুতরাং আমাদের জাতির আলিম সমাজ যদি কুরআনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করেন তবে উনাদেরকেও কিতাবের বোঝা বহনকারী গাধা-ই বলা হবে।) আল্লাহ জালিমদের (অবিচারীদের, অধিকার হরণকারীদের) হেদায়াত করেন না। (যদি তারা নিজ থেকে না চায়)

৬. বলে দাওঃ ওহে যারা ইয়াহুদ হিসেবে পরিচিত হয়েছো! তোমরা যদি মনে করে থাকো যে শুধু তোমরা-ই আল্লাহর আওলিয়া হয়ে গেছো, আর কোনো মানুষ হতে পারবে না। তবে মৃত্যু কামনা করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (আওলিয়া শব্দটি ওয়ালী শব্দের বহুবচন। ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাকারাহঃ ১০৭)

৭. (জানো! মৃত্যু কামনা) তারা কখনো করবে না, আর এটা-ই হলো পাপের পরিণতি। জালিমদের (মুশরীকদের, অবিচারকারীদের, অধিকার হরণকারীদের) ব্যাপারে আল্লাহ খুব অবগত।

৮. বলে দাওঃ যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছ সে মৃত্যু তোমাদের পেয়েই যাবে। তারপর তোমাদেরকে হাজির করা হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের মহাজ্ঞানীর দরবারে। আর তিনি বদলা দেবেন তোমাদের সকল কাজের।

জ্ঞাতব্যঃ এখানে ইয়াহুদ উলামা সমাজের বিভ্রান্তিমূলক ৩টি কর্মকান্ডের কথা বলা হয়েছে...

- ❖ আল্লাহর কিতাবের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করা।
- ❖ (দ্বীন নিয়ে দলাদলি করা এবং) শুধু নিজেদের (দলীয় লোকদের)কে-ই আল্লাহর ওলী মনে করা।
- ❖ মৃত্যু থেকে পালিয়ে থাকা।

আর যে বা যারা এ ৩টি কাজ করবে তাদেরকে বলা হয়েছে কিতাবের বোঝা বহনকারী গাধা। তাই আমরা যারা আলিম উলামা আছি আমাদের উচিত বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা, যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া এবং আল্লাহর কাছে সুরক্ষা কামনা করা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ
اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

জুমুয়া'হর আযান হয়ে গেলে সবকিছু ত্যাগ করে সালাতের দিকে ছুটে যাবে

৯. মুঅমিনগণ! জুমুয়াহর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা (আযান দেয়া) হলে তোমরা আল্লাহর যিকরের (তথা সালাতের) দিকে ছুটে চলবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য পরিত্যাগ করবে। তোমাদের জন্য এটা-ই উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পারতে।

আইন ও বিধানঃ জুমুয়াহর দিনে জুমুয়াহর আযান দেয়ার পর ব্যবসা-বাণিজ্যসহ দুনিয়াবী কাজকর্ম ছেড়ে মসজিদে চলে আসতে হয়। যাদের উপর জুমুয়াহ ফরজ তাদের জন্য তখন ব্যবসা-বাণিজ্যসহ দুনিয়াবী কাজকর্ম নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্যঃ জুমুয়া'হর যে আযান খুৎবাহর আগ মুহূর্তে দেয়া হয় এটা-ই জুমুয়াহর আসল আযান। রাসূল সাঃএর সময়ে জুমুয়া'হর জন্য শুধু ওই একটি আযানের-ই প্রচলন ছিল। আবু-বাকার রাঃ এবং উমার রাঃ এর খিলাফত কালেও ওই এক-ই আযানের প্রচলন ছিল। উছমান রাঃ এর খিলাফাতের প্রথম দিকেও একটা মাত্র আযান ছিল। পরে বাজারের মানুষকে সাবধান করার জন্য আসল আযানের আগে আরও একটি আযানের প্রচলন করা হয়। সুতরাং জুমুয়াহর আযান বলতে খুৎবাহর আগের আযানকে-ই বুঝানো হয় আর এর আগে যে আযান দেওয়া হয় এটা হচ্ছে দূরের মানুষকে সাবধান করার জন্য অতিরিক্ত আযান।

১০. আর যখন সালাত সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অনুসন্ধান করবে। আর অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করবে। এতে তোমরা সফল হতে পারবে। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

আল্লাহর ইবাদাত ছেড়ে অন্যকিছুর প্রতি মনোযোগী হওয়া যাবে না

পটভূমিঃ একদা রাসূল সাঃ জুমুয়া'হর খুৎবাহ দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক বানিজ্য কাফেলা নাকাড়া বাজিয়ে মদীনায় প্রবেশ করলো। রাসূল সাঃকে খুৎবাহরত রেখেই লোকজন ওই কাফেলার দিকে ছুটে গেল। বর্ণিত হচ্ছেঃ জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেনঃ একদা জুমুয়া'র দিনে একটি কাফেলা এলো। আমরা তখন নবী সাঃএর সঙ্গে (খুৎবাহ শুন) ছিলাম। ১২জন ছাড়া বাকি সবাই ওই কাফেলার দিকে চলে গেল। এতে নাযিল হলোঃ (বুখারীঃ তাফসীর অধ্যায়)

১১. তারা যখন কোনো বাণিজ্য (কাফেলা) বা তামাশা দেখতে পায় তখন তোমাকে (খুৎবায়) দাঁড়ানো রেখে সেদিকে ছুটে যায়। বলে দাওঃ আল্লাহর কাছে যা আছে ওটা তামাশা এবং বাণিজ্য থেকে অনেক উত্তম। আর আল্লাহ হলেন সর্বোত্তম রিজকদাতা।

সূরাহ আল-মুনাফিকুন ৬৩ سورة المنافقون

মুনাফিকুন শব্দটি বহুবচন, এক বচনে মুনাফিক্ব। যে মুসলিম ত্বাগূত বর্জন করেনি অথবা ইসলামের কোনো ব্যাপারে বিশ্বাসে অবিচল নয় অথবা কোনো মুশরিক বা মুনাফিককে ওয়ালী বানায় অথবা ইসলামের শত্রুদের সাথে হৃদ্যতা রাখে, অথবা ইসলামের বিজয় বা কোনো বিধানকে অপছন্দ করে, অথবা অন্য কোনো ভাবে কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়ে তাকে মুনাফিক বলা হয়।

কেউ মুনাফিক হয়ে গেলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। মুনাফিক মানুষের দৃষ্টিতে মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতে কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিকের জন্য রয়েছে সর্বনিম্ন জাহান্নাম। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সুরাহ তাওবাহঃ ৮৪) সূরাহটি মাদানী। সূরাহ হাজ্জের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১১ টি।

(মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিকের পরিচয় জানতে দেখুনঃ সূরাহ বাক্বারাহঃ ২০)
(মুনাফিক সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা")

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱﴾ اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿۳﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

মুনাফিকদের সাক্ষ্য, শপথ ও দ্বীন নিতান্ত-ই মূল্যহীন

পটভূমিঃ আব্দুল্লাহ বিন উবাই মদীনার একজন নেতৃস্থানীয় মানুষ। ধূর্ত আব্দুল্লাহর ভক্ত অনুসারীর সংখ্যা কম ছিল না। আব্দুল্লাহ বিন উবাই ছিল মুনাফিক। বেশভূষায় ও বাহ্যিক নামায রোজায় তার কমতি ছিল না। অনেক যুদ্ধেও সে শরীক থাকত। কিন্তু সে ছিল স্বার্থপর, (আঞ্চলিক) জাতিয়তাবাদে বিশ্বাসী। সে মনে করত মদীনা আমাদের, আমরা মদীনার। কোথা থেকে মুহাজিররা এসে আমাদের সব দখল করে নিচ্ছে। সে ভাবতোঃ আমরা তাদের আশ্রয় দিয়েছি এটা-ই যথেষ্ট। মদীনার ক্ষমতা কেন তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে? কেন তারা আমাদের উপর হুকুম জারি করবে? ইত্যাদি।

(উল্লেখ্য রাসূল সা. হিজরত করে মদীনাহ যাবার পর মদীনার নেতারা পূর্বের (আক্বাবার) চুক্তি অনুযায়ী রাসূল সা.'এর হাতে মদীনাহর ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন। তাই রাসূল সা. ছিলেন মদীনার নির্বাহী শাসক, প্রধান বিচারপতি এবং সামরিক বাহিনীর প্রধান। আর আবুবকর, উমর, উছমান, আলী রাঃসহ অন্যান্য মুহাজিরগণ ছিলেন রাসূলের প্রধান উপদেষ্টা বা সহায়ক।)

এক যুদ্ধের সফরে এক মুহাজির আর এক আনসার সাহাবীর মাঝে ঝগড়া হলো। মুহাজির সাহাবী তার সাহায্যের জন্য মুহাজিরগণকে এবং আনসার সাহাবী তার সাহায্যের জন্য আনসারগণকে আহ্বান জানালেন। এতে উভয় পক্ষে যুদ্ধের উপক্রম হয়ে গেলো। রাসূল সাঃ বেরিয়ে এসে অবস্থা সামাল দিলেন এবং বললেনঃ "এটা জাহিলিয়্যাহর আহ্বান" (মানে আঞ্চলিক জাতীয়বাদের আহ্বান কুফরি আহ্বান)। রাসূল সাঃএর হস্তক্ষেপে দুই পক্ষ শান্ত

হলো, সবাই নিজ নিজ তাবুতে চলে গেল। আব্দুল্লাহ বিন উবাই তার অনুসারীদের নিয়ে আলোচনায় বসলো। যুবক সাহাবী যাইদ বিন আরক্বাম তাদের আলোচনার কিছু শুনে ফেললেন। বর্ণিত হচ্ছেঃ

যাইদ বিন আরক্বাম রাঃ বলেনঃ এক যুদ্ধে আমিও ছিলাম। আমি শুনলাম আব্দুল্লাহ বিন উবাই (তার সঙ্গীদের) বলছেঃ "রাসুলুল্লাহর সঙ্গে যারা রয়েছে তাদের পিছনে আর অর্থ ব্যয় করো না। তাহলে তারা কেটে পড়বে। এবং (এবার) মদীনায় ফিরে যাবার পর (আমরা) প্রভাবশালীরা (মদিনার স্থায়ী বাসিন্দা) অসহায়দের (মুহাজিরদের) বের করে দেব"। (যাইদ বলেন) কথাটি আমি আমার চাচার কাছে (অন্য মতে উমর রাঃ এর কাছে) বলে দিলাম। তিনি রাসূল সাঃকে জানালেন। রাসূল সাঃ আমাকে ডাকলেন, আমি সব বললাম। রাসূল সাঃ আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সঙ্গীদের ডেকে পাঠালেন। তারা কসম করে বললঃ এমন কথা তারা বলেনি। রাসূল সাঃ তাদের বিশ্বাস করলেন আর আমাকে বিশ্বাস করলেন না। আমি এতো পেরেশান হলাম যে ইতোপূর্বে কখনো এতো পেরেশান হইনি। (মনের দুঃখে) আমি তাঁবুতে বসে রইলাম। চাচা আমাকে বললেনঃ রাসূল সাঃ তোমাকে অবিশ্বাস করেছেন, অবজ্ঞা করেছেন, এ জন্য তুমি এমন হয়ে গেছো। তারপর সূরাহটি নাযিল হয়েছে। (সূরাহটি নাযিলের পর) রাসূল সাঃ আমাকে ডেকে পাঠালেন। সূরাহটি পাঠ করে শুনালেন এবং বললেনঃ যাইদ! আল্লাহ তোমাকে সত্যায়ন করেছেন। (দেখুন বুখারীঃ ৪৫৩৬-৪৫৪৩, তাফসীর অধ্যায়)

১-২. (হে নবী!) মুনাফিকরা তোমার কাছে এসে বলবেঃ "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল"। আল্লাহও জানেন যে তুমি তাঁর রাসূল। তবে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যুক। তারা তাদের শপথ (ও সাক্ষ্য)কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। তাদের কাজকর্ম বড়-ই জঘন্য।

৩. কারণ তারা ঈমান আনে তারপর কুফর করে। আর এজন্য তাদের অন্তরে মোহর এটে দেওয়া হয়। ফলে তারা (সঠিক বিষয়) বুঝতে পারে না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে, ঈমান আনে, নামায রোজা করে, এতদসত্ত্বেও নানা ভাবে কুফরে জড়িয়ে পড়ে। তাদের এ কুফর ঈমান পরিপন্থী। যে মুসলিম এমন কুফর করে সে মুনাফিক হয়ে যায়। মুনাফিক লোকসমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। মুনাফিকদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি তাদের নেক সন্তান এবং আল্লাহর পথে ব্যয়কৃত সম্পদও কাজে আসবে না। মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতে কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। এমন করতে করতে এক পর্যায়ে তাদের অন্তরে মোহর এটে দেয়া হয়। তখন তারা হেদায়াত আর বিভ্রান্তি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে না। তখন তারা এবাদত করতে পারলেও ঈমান বুঝে না বা ঈমান গ্রহণ করতে পারে না। এভাবে-ই তারা জাহান্নামের পথে ধাবিত হয়। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া এবং তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۖ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۖ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾

যারা বেশ-ভূষায় সাচ্ছা মুসলিম কিন্তু ঈমান আক্বীদায় ভ্রান্ত এরা-ই মুনাফিক

৪. তুমি যখন এদেরকে দেখবেঃ তখন এদের বেশ-ভূষায় (দাড়ী, টুপী, জামা, বুরকা, নিকাব ইত্যাদিতে) তোমাকে বিমোহিত করে ফেলবে। এরা কথা বললে (এমনভাবে বলবে যে) তুমি আগ্রহ করে এদের কথা শুনবে। আসলে এরা হলো দেয়ালে ঠেক লাগানো কাঠের মত (দেখতে সুন্দর কিন্তু

শিকড়হীন) প্রতিটি শব্দকে-ই এরা এদের বিরুদ্ধে (নেয়া পদক্ষেপ) মনে করে। সুতরাং (দ্বীন ও ইসলামের পথে) এরা-ই হলো (ইসলাম ও মুসলিমদের) আসল শত্রু, তাই এদেরকে উপেক্ষা করে চলো। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুক, এরা কোথায় চলে যাচ্ছে?

জ্ঞাতব্যঃ এ হচ্ছে মুনাফিকদের অবস্থা। বেশ-ভূষায় এবং কথাবার্তায় দ্বীনদার মনে হলেও আসলে এরা শিকড়হীন তথা নীতিহীন, আদর্শহীন এবং দ্বীনহীন ও ঈমান শূন্য হয়ে থাকে। এদেরকে দেয়ালে ঠেক লাগানো কাঠের সাথে তুলনা করার মূল কারণ হলো গাছের শিকড় খুব মজবুত থাকে, তাই একটি বড় গাছকে কেও স্থানান্তর করতে পারে না কিন্তু দেয়ালে ঠেক লাগানো কাঠের কোনো শিকড় থাকে না তাই অতি সাধারণ মানুষও এ কাঠকে তার ইচ্ছামত স্থানান্তর করতে পারে। মুনাফিকরা এমনিভাবে নীতিহীন ও আদর্শহীন হয়ে থাকে। অতি সামান্য কারণেও এরা অন্যদের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে নিজের নীতি আদর্শ ও দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। ফলে এরা নীজের ঈমান আক্বীদায় অবিচল থাকতে পারে না। বরং ঈমান আক্বীদার বেলায় এরা থাকে একেবারে-ই নীতিহীন, আদর্শহীন ও বিভ্রান্ত। এরা আনুষ্ঠানিক কিছু ইবাদাত পছন্দ করে কিন্তু ইসলামী সমাজ, ইসলামী বিধান পছন্দ করে না। এরা ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মানে কিন্তু জীবন আদর্শ হিসেবে মেনে নেয় না।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَ رَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٥﴾ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٦﴾

নবী দোয়া করলেও আল্লাহ কোনো মুনাফিককে ক্ষমা করবেন না

৫. তাদেরকে যদি বলা হয়ঃ আসো! (তাওবাহ করে নিজেকে শুধরে নাও।) আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ইস্তিগফার করবেন, তখন দেখবে তারা মাথা হেলিয়ে দম্ভ করে ফিরে যাচ্ছে। (এ হচ্ছে মুনাফিকদের আরেকটি বৈশিষ্ট, তারা নিজেকে শুধরে নিতে রাজি হয় না।)

৬. তুমি (নবী) তাদের জন্য ইস্তিগফার করো বা না করো, তাদের জন্য সবই বরাবর। কারণ (তুমি চাইলেও) আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না (যদি তারা নিজ থেকে না চায়)

জ্ঞাতব্যঃ মুনাফিক ক্ষমার অযোগ্য, মুনাফিক চির জাহান্নামী, তারা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ১৪৫) মুনাফিকদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল ইবাদাত বরবাদ হয়ে যায়। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪) নেক সন্তান বা আল্লাহর পথে ব্যয়কৃত সম্পদ ও তাদের কাজে আসবে না। মুনাফিকদের জন্য শাফায়াত করতে কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَ لِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٧﴾ يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَاۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨﴾

মুনাফিকরা আসলে-ই এসব কথা বলেছিল যদিও তারা অস্বীকার করেছে

৭. তারা-ই ওইসব লোক যারা বলেছে "রাসূলের সাথে যারা (যে সব মুহাজিররা) আছে তাদের পিছনে আর খরচ করো না, এতে তারা চলে যাবে"। আসলে আসমানসমূহ এবং যমীনের সমস্ত ভান্ডারের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর কিন্তু মুনাফিকরা এসব বুঝে না।

৮. তারা বলেছে "এবার মদীনায় ফিরে যাবার পর সম্মানিতরা (স্থানীয় বাসিন্দা) অবাঞ্চিতদেরকে (মুহাজিরদেরকে) বের করে দেবে"। আসলে "ইজ্জাহ" (ইজ্জত সম্মান) এর অধিকারী হলেন আল্লাহ, রাসূল ও মুঅমিনগন। কিন্তু মুনাফিকরা এসব জানে না। (৭ ও ৮ আয়াতের বিষয়ে জানতে এ সূরার পটভূমি দেখে নিন।)

ইজ্জাহ পরিচিতিঃ ইজ্জাহ অর্থ ইজ্জত, সম্মান, মান, মর্যাদা, ইত্যাদি। ইজ্জত ব্যক্তির হয়, ইজ্জত সমাজের হয়, ইজ্জত জাতির হয়। এখানে যেহেতু আল্লাহ, রাসূল ও মুঅমিনগণের ইজ্জতের বিষয়টিকে একত্র করে বলা হয়েছে এতে বুঝা যায় এখানে জাতির ইজ্জতের কথা বুঝানো হয়েছে, মানে মুসলিমদের জাতীয় ইজ্জত বা মুসলিম জাতির ইজ্জত।

অর্থাৎ মুসলিম জাতিই হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ট জাতি এবং সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ জাতি। তাই মুসলিম জাতির সেনাবাহিনী হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ট সেনাবাহিনী এবং অজেয় সেনাবাহিনী। আর এজন্যই আল-কুরআন সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের কথা বলেছে (দেখুন ৮/৬০) এবং সকল মুসলিমকে যুদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করেছে (দেখুন ৯/৩৮-৪০) এবং যুদ্ধ থেপে পালিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে থাকাকে মহাপাপ হিসেবে উল্লেখ করেছে (দেখুন ৮/১৬) কারণ যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম যুদ্ধা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিনিধিত্ব করে তাই তাদের পলায়ন সরাসরি আল্লাহ ও রাসূলের সম্মানে আঘাত করে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩﴾ وَ اَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠﴾ وَ لَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١١﴾

হে মানুষ! সময় থাকতে ভালো হয়ে যাও! নতুবা পস্তাতে হবে

৯. মুঅমিনগণ! তোমাদের সন্তান এবং তোমাদের সম্পদ যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিকর (কিতাব, ইবাদাত, দ্বীন) থেকে উদাস করে রাখতে না পারে। যে কেউ এমন করবে সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

১০. আর তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার মৃত্যু চলে আসার আগে-ই আমার দেয়া সম্পদ (আমার জন্য) খরচ করে। নতুবা (মৃত্যু চলে এলে) বলবেঃ হে প্রভু! আমাকে কেন অবকাশ দিলে না? (একটু সময় দিলে) আমি সাদাক্বাহ দিতাম। আমি ভালো হয়ে যেতাম।

১১. আসলে (তোমাদের প্রত্যেকের সময় নির্ধারিত। আর) নির্ধারিত সময় চলে এলে আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেন না। তোমাদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ খুব অবগত।

সূরাহ তাগা'বুন ৬৪ سورة التغابن

তাগা'বুন অর্থ প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, হার-জিত। এখানে বুঝানো হয়েছে চূড়ান্ত হার-জিতের দিন তথা বিচার দিন। এ সূরার ৯ম আয়াতে তাগাবুন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সূরাহটি মাদানী। সূরাহ তাহ'রীমের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১৮টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّ مِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿٣﴾ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٤﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল্লাহ হলেন সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী এবং সার্বভৌম মালিকানার অধিকারী

১. আকাশসমূহে যাকিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাকিছু আছে এ সব-ই আল্লাহর তাসবীহ (মহত্ত্ব বর্ণনা) করে। সার্বভৌমত্ব ও সকল প্রশংসার তিনি-ই মালিক। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সূরাহ ফাতিহা'হঃ ০৪)

২. (হে মানুষ!) তোমাদের সকলকে তিনি-ই সৃষ্টি করেছেন। (তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ফিতরাতের উপর তথা ইসলামের উপর), পরে তোমাদের কেও কাফির হয় আর কেও হয় মুঅমিন। আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তোমাদের সকল কাজ।

জ্ঞাতব্যঃ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ প্রতিটি নবজাতকই ফিতরাহ (ইসলাম) এর উপর জন্ম নেয়। পরে বাবা-মা তাকে ইয়াহুদ, খৃষ্টান বা মুশরিক বানায়..। (বুখারী, মুসলিম)

৩. তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তোমাদের দিয়েছেন সুন্দর অবয়ব। আর তাঁর কাছে-ই প্রত্যাবর্তন।

৪. আকাশসমূহে কী আছে এবং পৃথিবীতে কী আছে এসকল ব্যাপারে-ই তিনি অবগত। তোমরা যা গোপন করো আর যা প্রকাশ করো সব তাঁর জ্ঞানের আওতাধীন। আল্লাহ জানেন সকল অন্তরের সকল বিষয়।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٥﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْۤا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا وَ تَوَلَّوْا وَّ اسْتَغْنَى اللّٰهُ ؕ وَ اللّٰهُ غَنِيٌّ

حَمِيْدٌ ﴿٦﴾ زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۭ وَذٰلِكَ
عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٧﴾ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٨﴾

কুফরের পরিণতি ও কাফিরের পরিণাম

৫. তোমাদের কাছে কী পূর্ববর্তী কাফিরদের সংবাদ পৌঁছায়নি..? তারা নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করেছে। তাদের তরে অবধারিত হয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

৬. এর কারণঃ তাদের কাছে রাসূলগণ এসেছিল সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে। তথাপিও তারা (রাসূলকে মেনে নেয়নি। বরং) বলেছেঃ একজন মানুষ কী করে আমাদেরকে পথের দিশা দেবে? তারা কুফর করেছে এবং (আল্লাহর বিধান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে আল্লাহও (তাদের থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আর আল্লাহ হলেন অভাব মুক্ত, চির প্রশংসিত।

৭. যারা কুফর করে তারা মনে করেঃ পুনরুত্থান হবে না। (তাদেরকে) বলে দাওঃ অবশ্যই হবে। প্রভুর কসম! পুনরুত্থান হবেই। তারপর তোমাদেরকে নিজ নিজ কর্মফল দেয়া হবে। আর (তোমরা অসম্ভব মনে করলেও) আল্লাহর জন্য এটা খুব-ই সহজ ব্যাপার।

৮. সুতরাং তোমরা আল্লাহর উপর, রাসূলের উপর এবং আমাদের নাযিলকৃত নূরের (কিতাবের) উপর ঈমান আনো। (মনে রেখো!) তোমাদের সকল কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ এখানে আল্লাহর কিতাবকে নূর বলা হয়েছে, আর অন্যান্য স্থানে আল-কুরআনকে নূর বলা হয়েছে, তাওরাতকে নূর বলা হয়েছে, ইসলামকে নূর বলা হয়েছে, অন্যান্য নবীগণকে নূর বলা হয়েছে, মুহাম্মাদ সাঃকেও নূর বলা হয়েছে।

নূর অর্থ আলো। আঁধার রাতে পথ চলতে আলো মানুষের জন্য সহায়ক হয়। ঠিক তদ্রুপ কুফরের অন্ধকারাচ্ছন্ন এ জগতে হেদায়াতের পথে চলতে গেলে নবী, রাসূল, কিতাব ও ইসলামী বিধান আমাদের জন্য সহায়ক হয়। তাই এসবকে নূর বলা হয়েছে। কিন্তু মুহাম্মাদ সাঃকে নূর বলতেই একদল মানুষের আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল। তারা বলতে লাগলঃ মুহাম্মাদ সাঃ নূরের তৈরি। (নূর সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন সূরাহ মা- ইদাহঃ ১৫)

কুফর ও কাফির পরিচিতিঃ কুফর অর্থ অবিশ্বাস করা, প্রত্যাখ্যান করা, অবজ্ঞা করা, অমান্য করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, গোপন করা, ইত্যাদি। সেমতে...

- ❖ আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য অবিশ্বাস করা;
- ❖ আল্লাহর দেওয়া কোনো বিধানকে প্রত্যাখ্যান করা;
- ❖ আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা;
- ❖ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ফরজ বিধানকে ঐচ্ছিক মনে করা;
- ❖ আল্লাহর কোনো আদেশ বা নিষেধ অমান্য করা এবং এর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া;
- ❖ আল্লাহর দ্বীন কায়েমে বা দ্বীনি দাওয়াতে বাধা দেওয়া বা বাধার সৃষ্টি করা;
- ❖ আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া;
- ❖ আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য গোপন করা;

তথা উল্লেখিত কাজসমূহের মাঝে যে কোনো একটিতে জড়িয়ে পড়া কুফর। এছাড়াও যাদু এবং আল্লাহ, রাসূল বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করাও কুফর। আর যে ব্যক্তি নিজেকে কোনো প্রকার কুফরে জড়িয়ে ফেললো তাকে বলা হয় কাফির। কোনো মুসলিম কুফর করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিকের নেক আমল আখেরাতে কোনো কাজে আসবে না এবং

আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযায় শরীক হওয়া বা তাদের জন্য দোয়া করা এমনকি তাদের কবরে দাঁড়ানোও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٩﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٠﴾

চূড়ান্ত হার-জিতের দিন, কাফিরের পরিণাম এবং মুঅমিনের পুরস্কার

৯. (কাফির ব্যক্তি তার কুফরের চূড়ান্ত সাজা ভোগ করবে সেদিন) যেদিন তিনি সবাইকে একত্রিত করবেন, (এ কাজটি করা হবে) মহা-সম্মেলন দিবসে। আর এ দিনটি-ই হলো চূড়ান্ত হার-জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনলো এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করলো (সেদিন) তিনি তার পাপসমূহ মিটিয়ে দিবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আর এটাই হলো মহাসাফল্য।

১০. আর (দুনিয়ার জীবনে) যারা কুফর করলো, আমার বিধান অমান্য করলো, (সেদিন) তারা হবে জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটা হলো নিকৃষ্টতম আবাস।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١﴾

বিপদ-আপদ ও বালা-মুসীবত এবং এসব থেকে মুক্তির উপায়

১১. (হে মানুষ! তোমাদের উপর) যেসব মুসীবত আসে এসব-ই আসে আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে। (সুতরাং বিপদ আপদ ও মুসীবত থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এসব থেকে তোমাদের মুক্ত করতে পারবে না। আর মনে রেখো!) যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনে তিনি তার অন্তরকে হেদায়াত করেন। আল্লাহ সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰي رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٢﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٣﴾

আনুগত্য, অনুকরণ ও তাওয়াক্কুল

১২. আর তোমরা সবাই আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো রাসূলের। আর যদি তোমরা (আনুগত্য) বিমুখ হয়ে যাও তবে (জেনে রাখো!) আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।

১৩. আল্লাহ; তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। মুঅমিনরা যেন শুধু আল্লাহর উপর-ই তাওয়াক্কুল করে। (ভালো মন্দ সকল বিষয়ে নিজে সাধ্যমত চেষ্টা করার পর চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখাকে তাওয়াক্কুল বলা হয়।)

আনুগত্য পরিচিতিঃ শারীয়াহ আইনের মূল বিষয় আনুগত্য। কারো বৈধ আদেশ বা নিষেধ মেনে চলার নাম আনুগত্য। আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর, রাসূলের এবং ইসলামী সমাজের বৈধ কর্তা ব্যক্তিদের। তারমধ্যে..

- ❖ আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন, যে আনুগত্যের মূলভিত্তি দাসত্ব। সুতরাং আল্লাহর সকল আদেশ-ই বৈধ এবং সকল আদেশ-ই মেনে চলতে হবে।
- ❖ রাসূলের আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৬৪) তাই আল্লাহর কুরআনের বিপরীতে হলে রাসূলের হাদীছ মানা হয় না।
- ❖ আর কর্তা ব্যক্তিদের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া মূলনীতির আওতাধীন থেকে। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৫৯)

অনুকরণ পরিচিতিঃ কোনো ব্যক্তি, সমাজ, কিতাব বা নীতিকে হুবহু মেনে চলার নাম অনুকরণ। সাধারণত মানুষ তার বাস্তব জীবনে চারটি বিষয়ের অনুকরণ করে থাকে। আর এ চারটি বিষয় হলো...

- ❖ আদর্শের অনুকরণ।
- ❖ ব্যক্তির অনুকরণ।
- ❖ কিতাব বা বিধানের অনুকরণ।
- ❖ সমাজের অনুকরণ।

আমরা আল্লাহর দাস। তাই আমরা অনুকরণীয় হিসেবে শুধু এটা-ই মেনে নেব যা মানতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর বিধান মেনে আমরা মুসলিমরাও উল্লেখিত চারটি বিষয়ের অনুকরণ করব। যেমন..

- ❖ অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে আমরা মেনে চলব ইবরাহীম আঃ এর আদর্শ তথা তাওহীদ মেনে চলার ও শিরক থেকে মুক্ত থাকার আদর্শ। এ আদর্শের বিপরীতে অন্য কিছু মেনে নিলে শিরক হয়। (দেখুন সূরাহ হাজ্জ ২২ঃ ৭৮)
- ❖ ব্যক্তি হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ সাঃ। মুহাম্মাদ সাঃ এর বিপরীতে অন্য কাউকে অনুকরণীয় হিসেবে মেনে নেওয়া কুফর। (দেখুন সূরাহ আল ইমরানঃ ৩ঃ ৩১)
- ❖ কিতাব বা বিধান হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় বিধান হচ্ছে ওহীর মাধ্যমে আগত বিধান। এর বিপরীতে অন্য কিছু মেনে নিলে কুফর ও শিরক হবে। (দেখুন সূরাহ আনয়া'মঃ ৬ঃ ১০৬)
- ❖ সমাজ হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় সমাজ হচ্ছে সাহাবাদের সমাজ। এ সমাজের বিপরীতে অন্য সমাজের অনুকরণ করলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে। (দেখুন সূরাহ বাক্বারাহ ২ঃ ১৩৭)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا۟ وَتَصْفَحُوا۟ وَتَغْفِرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

কোনো কোনো স্ত্রী-সন্তানও মুমিনের শত্রু হয়

১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শোনো!) তোমাদের কোনো কোনো স্ত্রী এবং কোনো কোনো সন্তান তোমাদের শত্রু হয়ে থাকে, (যে সমস্ত স্ত্রী ও সন্তানগণ আপনাকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ ও হিজরত থেকে তথা দ্বীনি কাজ ও দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার থেকে বিরত রাখে তারা-ই আপনার শত্রু।) তাই তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করে চলবে, তাদেরকে ক্ষমা করবে, মার্জনা করবে (এটা-ই তোমাদের জন্য উত্তম পন্থা।) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

১৫. নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তান পরীক্ষা স্বরূপ। আর আল্লাহর কাছেই মহাপ্রতিদান।

জ্ঞাতব্যঃ শত্রু ও মিত্র চিনে রাখা এবং এ ব্যাপারে চৌকান্ন থাকা মানব জীবনে খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে নিজেদের ঈমান ও ইসলাম বাঁচাতে হলে মুমিনের জন্য বিষয়টির গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। সূরাহ তাওবার ২৩

তম আয়াতে বাবা-মা এবং ভাইবোনের কথা বলা হয়েছে। তারাও যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে তবে তাদেরকে আপন বানাতে বারণ করা হয়েছে। এ বিষয়টি সম্পর্কে আরও জানতে হলে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র শত্রু ও মিত্র অধ্যায় দেখে নিন।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا وَ اَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٦﴾

তাকওয়া, আনুগত্য ও কার্পণ্য

১৬. আর তোমরা সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে, (আল্লাহর কথা) শুনবে এবং আনুগত্য করবে। আর (আল্লাহর পথে) খরচ করবে (এতে কার্পণ্য করবে না।) এটা-ই তোমাদের জন্য উত্তম পন্থা। কারণ যাদেরকে মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হবে কেবল তারা-ই সফল হতে পারবে। (তাক্বওয়া অর্থ বিরত থাকা বা বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম তাক্বওয়া। আর আনুগত্য সম্পর্কে জানতে একটু উপরে দেখে নিন)

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٧﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

আল্লাহকে ঋণ দিলে বহুগুণ বেশী পাওয়া যায়

১৭-১৮. তোমরা যদি আল্লাহকে ঋন দেও (আর এটা-ই হবে) উত্তম ঋন তবে আল্লাহ তোমাদেরকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন। তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ হলেন কৃতজ্ঞ, সহনশীল, দৃশ্য-অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী, মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী।

সূরাহ ত্বালাক্ব ৬৫ سورة الطلاق

ত্বালাক্ব অর্থ তালাক দেয়া, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো, বিবাহ বন্ধনকে নষ্ট করে দেওয়া। এ সূরায় তালাকের কিছু বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সূরাহটি মাদানী। সূরাহ ইনসানের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১২টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ اَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ
مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَ لَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ﴿۱﴾ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ
بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّ اَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَ اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ﴿۲﴾ وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿۳﴾
وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّ الّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَ اُولَاتُ
الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ﴿۴﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

তালাকের কিছু বিধান

১. হে নবী (এবং নবীর উম্মতগণ)! তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিলে ইদ্দত পালনের সুবিধা মত তালাক দেবে এবং (তালাকের পর) ইদ্দতের হিসাব রাখবে (এটা হলো তোমাদের প্রভুর বিধান।) তোমরা তোমাদের রাব্ব (একমাত্র বিধানদাতা) আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করবে। (আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া।)

তোমরা (তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত) স্ত্রীদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেবে না। আর তারাও যেন নিজ থেকে বেরিয়ে না যায় (বরং স্বামীর সঙ্গে থেকে-ই ইদ্দত পালন করে।) তবে তাদের কেউ যদি সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ (তথা যিনা) করে ফেলে (তখন তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়াসহ তাদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারবে।)

এ সব-ই হলো আল্লাহর সীমানা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমানা লঙ্ঘন করলো সে নিজের উপর অবিচার করলো। তুমি জানো নাঃ আল্লাহ হয়ত (এ ব্যাপারে) অন্য কোনো উপায় বের করে দেবেন।

২. স্ত্রীরা ইদ্দতের শেষ সীমায় পৌঁছে গেলেও তোমরা (স্বামীরা চাইলে তাদের স্ত্রীদেরকে) বিধান মত রেখে দিতে পারবে অথবা নিয়ম মত ছেড়ে দিতে পারবে। আর (এসব ব্যাপারে) বিচারিক জ্ঞান সম্পন্ন তোমাদের (মুসলিমদের) দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে। তোমরা সাক্ষী প্রতিষ্ঠিত করবে আল্লাহর জন্য (সাক্ষী হলো বিচারের মূল। সাক্ষি ভুল হলে বিচার ভুল হবার সম্ভাবনাই বেশী। তাই ন্যায় বিচারের স্বার্থে আল্লাহর বিধান পালনের জন্য সাক্ষ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে বলা হয়েছে।) তোমাদের যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে তাকে এমন আদেশ দেয়া হচ্ছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করে আল্লাহ তার জন্য পথ খুলে দেন,

৩. আর এমন জায়গা থেকে তার রিজকের ব্যবস্থা করে দেন যা সে ভাবতেও পারবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। আল্লাহ তার সিদ্ধান্ত অবশ্যই পরিপূর্ণ করে থাকেন। আল্লাহ অবশ্যই সবকিছুর তাক্বদীর নির্ধারিত করে রেখেছেন।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ তাক্বদীর মহান আল্লাহর এক গোপন রহস্য। তাক্বদীরের উপর ঈমান (অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস) রাখা ফরজ এবং ঈমানের ৬টি মূলনীতির মাঝে ৫ম নম্বরে হচ্ছে তাক্বদীরের উপর ঈমান রাখা।

৪. আর যেসব নারীর ঋতুস্রাব (বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর স্রাব) হবার সম্ভাবনা নেই, তাদের ইদ্দতের ব্যাপারে তোমরা যাতে সংশয়ে না পড় (এ জন্য আল্লাহ অন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন) তারা ইদ্দত পালন করবে ৩ মাস এবং যাদের এখনো ঋতুস্রাব হয়নি তারাও (ইদ্দত পালন করবে ৩ মাস।) আর গর্ভবতী নারীরা ইদ্দত পালন করবে তাদের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করে আল্লাহ তার কাজকে সহজ করে দেন। (কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া)

আইন ও বিধানঃ

- স্বামী মারা যাবার পর বা তালাকের পর স্ত্রীকে অন্য পুরুষ বিয়ে করার আগে কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়। এ অপেক্ষা কালকে ই'দ্দাহ বলে। উর্দু উচ্চারণে বলা হয় ইদ্দত।
- তালাকের পর ঋতুবতী নারীকে তিন "কুরু" ইদ্দত পালন করতে হয়। (আসলে কুরু শব্দের দুই অর্থ। ঋতুস্রাব এবং দুই স্রাবের মধ্যবর্তী সময়। তাই হানাফীরা "কুরু" শব্দকে স্রাব অর্থে নিয়েছেন। আর শাফিয়ী' ফিক্হ মতে দুই স্রাবের মধ্যবর্তী সময়)
- যে নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা স্রাব হয়নি সে তালাক প্রাপ্তা হলে তার ইদ্দত হলো তিন মাস।
- গর্ভবতী নারী তালাক প্রাপ্তা হলে তার ইদ্দত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত।
- স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ইদ্দত চার মাস দশ দিন।
- তালাকের নিয়ম হলোঃ স্ত্রীকে স্রাব মুক্ত অবস্থায় তালাক দেয়া। (ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে তালাক দেয়া উচিত নয়। তবে দিলে হয়ে যায়। কিন্তু স্বামী এজন্য নিয়ম ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হবে)
- তালাকের উত্তম পদ্ধতি হলোঃ এক তালাক দেয়া। অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে রেখে দেবে। এমতাবস্থায় ইদ্দত পার হবার আগ পর্যন্ত স্বামীর হাতে ক্ষমতা থাকবে এবং স্বামী চাইলে তখনো তালাক থেকে ফিরে এসে স্ত্রীকে রেখে দিতে পারবে। আর ইদ্দত পার হয়ে যাবার পর বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। তখন স্ত্রী ইচ্ছা করলে অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে আর চাইলে ১ম স্বামীর সাথে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে।
- এক সাথে তিন তালাক দেয়া অন্যায় ও অবৈধ কাজ। (হানাফী ফিক্বহ মতে এক সাথে ৩ তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে। শাফিয়ী ফিক্বহ মতে এক সাথে তিন তালাক দিলে তালাক হবে না। আর ইবন তাইমিয়্যাহর মতে এক সাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক হবে। বর্তমান সালাফীদের অনেকেই এ মতটি গ্রহণ করে থাকে।)
- তালাকের পর স্ত্রী স্বামীর ঘরে থেকে ইদ্দত পালন করবে। (১ম বা ২য় তালাকের ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রী সেজে গোঁজে

স্বামীর সামনে আসবে এবং তালাক ফিরিয়ে নিতে স্বামীকে উৎসাহিত করবে।)

- ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীর যাবতীয় খরচ স্বামী বহন করবে, যেমন তালাকের আগে করত।
- ১ম বা ২য় রাজয়ী' তালাকের ইদ্দতকালীন সময়ে স্বামী তালাক ফিরিয়ে নিতে পারবে। (ফিক্বহের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "রুজু" (তালাক ফিরিয়ে নেয়া)
- মৌখিক, লিখিত বা দৈহিক পদক্ষেপের (আলিঙ্গন, চুম্বন বা সহবাসের) মাধ্যমে তালাক ফিরিয়ে নেয়া যায়।
- ইদ্দতের ভিতর তালাক ফিরিয়ে নিলে এ তালাকে বিবাহ ভঙ্গ হয় না। (তবে গণনা হিসেবে রয়ে যায়)
- ১ম ও ২য় রাজয়ী' তালাকের পর ইদ্দতের ভিতর তালাক ফিরিয়ে না নিলে এবং ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেলে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তখন তারা হয়ে যায় সাধারণ নারী পুরুষের মত। ফিক্বহের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "বাইন"।
- এক তালাকের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবার পর ওই নারী তার ইচ্ছামত অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে এবং চাইলে যে স্বামী তালাক দিয়েছে তাকেও পুনরায় বিয়ে করতে পারবে। ফিক্বহ এর পরিভাষায় এটাকে বলা "তাজদীদু-ন-নিকাহ" বা বিবাহ নবায়ন।
- এভাবে তাজদীদু-ন-নিকাহ দুই বার করা যায় এবং প্রত্যেক বারই আগের প্রদেয় তালাক রয়ে যায়। অর্থাৎ এক তালাক দেয়ার পর তাজদীদু-ন-নিকাহ করলে স্বামী আর দুই তালাকের মালিক থাকবে। দুইবার এমন করলে স্বামী আর এক তালাকের মালিক থাকবে।
- তৃতীয় বার তালাক দেবার পর আর "তাজদীদু-ন-নিকাহ"র সুযোগ থাকে না। তিন বারের পর এ নারী ওই পুরুষের জন্য কঠিনভাবে হারাম হয়ে যায়। ফিক্বহের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "মুগা'ল্লাযাহ"।
- "মুগাল্লাযাহ" হয়ে যাবার পর তারা আর বিয়ে করতে পারবে না। তবে স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিয়ে করলে "মুগা'ল্লাযাহ" কেটে যায়। তখন তারা আবার সাধারণ নারী পুরুষ হয়ে যায় এবং প্রদেয় সকল তালাক বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ এখন যদি ওই নারীর বিবাহ ভেঙ্গে যায় তবে প্রথম স্বামী চাইলে উভয়ের সম্মতিতে আবার বিবাহ করতে পারবে এবং এ বিয়ের পর স্বামী নতুন করে তিন তালাকের মালিক হবে। (তালাক সম্পর্কে আরও জানতে চাইলে দেখুন সূরাহ বাকারাহঃ ২২৯-২৩২)

বিঃ দ্রঃ= হিল্লা বিয়ের নামে আমাদের সমাজে যা করা হয় এটা আল্লাহর বিধান নিয়ে নাটকের শামিল। এমন করা বৈধ নয়। যারা এমন করে এরা সবাই অপরাধী।

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ؕ وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ﴿۵﴾ اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَ لَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَ اِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَ اْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَ اِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى ﴿۶﴾ لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ﴿۷﴾

ইদ্দতরত অবস্থায় মা ও শিশুর ভরণপোষণ

৫. এটা-ই আল্লাহর আদেশ, যা তিনি তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে আল্লাহ তার পাপসমূহ মিটিয়ে দেবেন এবং তাকে দেবেন মহাপুরস্কার।

৬. (হে মুসলিমগণ!..)

- তোমরা যে মানের আবাসনে বাস করো সাধ্যানুযায়ী তাদেরকেও (ইদ্দতরত স্ত্রীদেরকেও) এমন

মানের আবাসনে থাকতে দিবে।

- ❖ আর তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য কোনো প্রকার সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি করবে না।
- ❖ তারা (ইদ্দতরত স্ত্রীগণ) গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণ করবে।
- ❖ আর যদি তারা (ইদ্দতরত স্ত্রীরা তোমাদের সন্তানকে লালনপালন তথা) দুধ পান করায় তবে তাদেরকে রীতিমত পারিশ্রমিক দেবে।
- ❖ (তালাকের পরও সন্তানের ব্যাপারে বাবা-মা) পরস্পরে পরামর্শ করে নেবে এবং নিজেরা (সন্তান লালন) কঠিন মনে করলে অন্য কাউকে দিয়ে দুধ পান (বাচ্চা লালান-পালন) করাতে পারবে।

৭. সামর্থ্যবান ব্যক্তি (ইদ্দতরত স্ত্রীর জন্য) তার সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করবে। আর যাকে কম সম্পদ দেয়া হয়েছে সে তাই খরচ করবে যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপান না। সঙ্কীর্ণতার পর আল্লাহ-ই স্বচ্ছলতা দান করেন।

আইন ও বিধানঃ স্ত্রীকে তালাক দেবার পর ইদ্দতরত অবস্থায় স্বামী তার সাধ্য অনুযায়ী ভরণপোষণ দিতে হবে। ধনী ব্যক্তি সাধ্য থাকা সত্ত্বেও কম দিলে স্ত্রী আদালতে যেতে পারবে। আর স্বামী গরীব হলে সাধ্যের বাইরে তাকে চাপ দেওয়া যাবে না। (একান্ত প্রয়োজন হলে সরকার বা সমাজ স্ত্রীকে আর্থিক সাহায্য করবে)

"আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপান না"। এ নীতিটি ইসলামী আইনের একটি মূলসূত্র। তাই সকল আইনের ব্যাপারেই সূত্রটি প্রযোজ্য হবে।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾
فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى
الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۛ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾

প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম

৮-৯. (হে মানুষ! খোঁজ নিয়ে দেখো!) অতীতে কত জনপদ তাদের প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করেছে এবং রাসূলগণের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। ফলে আল্লাহ তাদের থেকে কঠিন হিসাব নিয়েছেন, তাদেরকে দিয়েছেন ধিকৃত আযাব। তারা নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করেছে। ধ্বংস-ই হয়েছে তাদের পরিণতি। (এতো গেল দুনিয়ার অবস্থা)

১০. (আর আখেরাতেও) আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি রেখেছেন কঠিন আযাব। সুতরাং হে বিজ্ঞ জনেরা! যারা ঈমান এনেছো! তোমরা সবাই আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো। (তোমরা যাতে পাপ থেকে বাঁচতে পারো এবং দ্বীনের পথে চলতে পারো এজন্য) আল্লাহ তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন এক বিশেষ যিকর। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ
وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ قَدْ
اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ﴿١١﴾

রাসূল সা. এবং রাসূলের দায়িত্ব

১১. (আর এ যিকর হলো) একজন রাসূল, যে তোমাদের কাছে পাঠ করছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত (কিতাব বিধান।) যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে তিনি তাদের বের করে আনবেন সকল প্রকার অন্ধকার (তথা কুফর) থেকে একমাত্র আলোতে (তথা ইসলামে।) যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের দান করবেন সর্বোৎকৃষ্ট বিলাস সামগ্রী।

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ یَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا ﴿۱۲﴾

আকাশ ৭টি আর পৃথিবীও...

১২. আল্লাহ বানিয়েছেন সাত আসমান এবং পৃথিবী থেকেও অনুরূপ। এসব আকাশ থেকে তাঁর আদেশ নেমে আসে। জেনে রাখো! সকল ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ। আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। (এ আয়াত থেকে অনেকে মনে করে থাকেন পৃথিবীও ৭টি। যদিও আয়াতে স্পষ্ট করে কথাটি বলা হয়নি। আবার ইঙ্গিতে বুঝাও যায়। আসল ব্যাপার আল্লাহ-ই ভালো জানেন।)

সূরাহ আত-তাহরীম ৬৬ سورة التحريم

তাহ'রীম অর্থ হারাম করা, হারাম বানানো। রাসূল সা. একদা স্ত্রীদের খুশী করার জন্য একটি হালাল বিষয়কে তার উপর হারাম করেছিলেন। সূরার শুরুতে-ই যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরাহটি মাদানী। সূরাহ হুজরাতের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১২টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِیْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱﴾ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَیْمَانِكُمْ ۚ وَ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَ هُوَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ﴿۲﴾ وَ اِذْ اَسَرَّ النَّبِیُّ اِلٰی بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِیْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَ اَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَ اَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ؕ قَالَ نَبَّاَنِیَ الْعَلِیْمُ الْخَبِیْرُ ﴿۳﴾ اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَی اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَ اِنْ تَظٰهَرَا عَلَیْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَ جِبْرِیْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ ۚ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِیْرٌ ﴿۴﴾ عَسٰی

رَبُّهٗۤ اِنۡ طَلَّقَكُنَّ اَنۡ يُّبۡدِلَهٗۤ اَزۡوَاجًا خَيۡرًا مِّنۡكُنَّ مُسۡلِمٰتٍ مُّؤۡمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّ اَبۡكَارًا ﴿۵﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

দুই স্ত্রীকে খুশী করতে নবী সা.এর কসম

পটভূমিঃ রাসূল সাঃএর সাধারণ অভ্যাস ছিল তিনি প্রত্যহ বিকালে সকল স্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি উনাদের ঘরে যেতেন এবং খোঁজ খবর নিতেন। রাসূল সা. মধু ভালোবাসতেন। তাই যাইনাব বিনত জাহাশ রাঃ মধু এনে রাখতেন। রাসূল সাঃ যাইনাবের ঘরে গেলে তিনি মধু এনে দিতেন। রাসূল সাঃ মধু পান করতেন এবং কিছুক্ষণ বসে গল্প করতেন। বিষয়টি অন্য স্ত্রীদের নজরে পড়লো। বর্ণিত হচ্ছে..

আইশাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ যাইনাব বিনত জাহাশের ঘরে মধু পান করতেন এবং উনার ঘরে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। বিষয়টি নিয়ে আমি আর হাফস্বাহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে (একটি পরিকল্পনা করলাম এবং) বললাম (যাইনবের ঘর থেকে বের হয়ে) রাসূল সা. আমাদের যার ঘরেই আসবেন আমরা বলবঃ আপনি মাগাফির (এক প্রকার মরু উদ্ভিদ যা দিয়ে শরবত বানানো হত। এর স্বাদ মিষ্টি হলেও এতে কিছু দুর্গন্ধ ছিল) খেয়েছেন? আপনার মুখ থেকে মাগা'ফিরের গন্ধ পাচ্ছি। (রাসূল সাঃ যখন আমাদের কাছে এলেন আমরা তাই বললাম) তিনি বললেনঃ না তো.., আমি যাইনাব বিনত জাহাশের ঘরে মধু পান করেছি। (রাসূল সাঃ বুঝতে পারলেন আসলে বিষয়টি ভিন্ন। তাই তাদের খুশী করার জন্য বললেন) আমি কসম করছিঃ আর মধু পান করব না। তোমরা বিষয়টি কাউকে বলতে যেও না। (বুখারীঃ ৪৫৪৭)

দ্বার-কুতনী ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেনঃ (রাসূল সা.'এর এক দাসী ছিল মারিয়া ক্বিবতিয়া। যার গর্ভে রাসূল সা.এর ছেলে ইবরাহীম জন্ম গ্রহণ করেছে। সাধারণত রাসূল সা.'এর স্ত্রীদের জন্য আলাদা আলাদা ঘর ছিল। কিন্তু দাসীদের জন্য আলাদা কোন ঘর ছিল না।) একদা রাসূল সা. তদীয় দাসী মারিয়া কিবতিয়াকে হাফসা রা.এর ঘরে ডেকে এনে সহবাস করলেন। হাফসা তখন পিতার ঘরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। হাফসা এসে রাসূল সা.কে মারিয়ার সঙ্গে তার ঘরে পেয়ে গেলেন এবং বললেনঃ আপনি তাকে আমার ঘরে নিয়ে এলেন...? রাসূল সা. (বুঝতে পারলেন হাফসা বিষয়টি ভালো ভাবে নেয়নি। তাই) বললেনঃ হাফসা! তুমি কথাটি কারো কাছে বলো না, বিশেষ করে আইশাকে বলো না। কারণ আমার পর তার পিতা এ উম্মতকে শাসন করবে। (অতঃপর রাসূল সা. বললেন) আল্লাহর কসম! আমি আর তার (দাসী মারিয়ার) কাছে যাব না। আজ থেকে সে আমার জন্য হারাম হয়ে গেছে। হাফসা বললেনঃ এ আপনি কেমন কথা বলছেন? সে আপনার দাসী। সে কেন আপনার জন্য হারাম হবে? এরপর থেকে রাসূল সা. মারিয়ার সঙ্গ এড়িয়ে চলতেন। শেষ পর্যন্ত হাফসা বিষয়টি সম্পর্কে আইশাহ রা.কে অবগত করেন। এ দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে....

১. হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন, তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্ট করতে কেন এটা নিজের জন্য হারাম করে দিলে? (তবে আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন) আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

২. (তবে হে মুমিনগণ!) আল্লাহ তোমাদের জন্য কসম থেকে মুক্তির উপায় ঠিক করে দিচ্ছেন। আল্লাহ তোমাদের মাওলা। তিনি মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী। (কোন হালালকে হারাম করে কসম করলে এ কসম ভেঙ্গে ফেলতে হয় এবং কাফফারাহ দিতে হয়। এ সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ বাকারাহঃ ২২৫)

৩. নবী যখন তার কোনো এক স্ত্রীর (হাফসার) কাছে গোপনে কিছু বলেছিল আর তার স্ত্রী এ কথাটি অন্যকে (আইশাহকে) বলে দিল এবং আল্লাহ বিষয়টি নবীকে জানিয়ে দিলেন। নবী (তার স্ত্রীর কাছে) কিছু ব্যক্ত করলো আর কিছু করলো না। নবী ব্যক্ত করার পর তার স্ত্রী বললঃ আপনাকে এসব কে জানিয়েছে? নবী বললঃ তিনি জানিয়েছেন যিনি মহাজ্ঞানী, সকল ব্যাপারে অবগত।

৪. (ওহে আ'ইশাহ ও হাফসা!) তোমরা উভয়ে যদি আল্লাহর কাছে তাওবাহ করো (তবে তোমাদের জন্য

উত্তম হবে। কারণ) তোমাদের অন্তরে বক্রতা এসে গেছে। (তাওবাহ করলে আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দেবেন।) আর যদি নবীর বিপক্ষে তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করো তবে (মনে রেখ) নবীর সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ, জিবরীল, নেক মুঅমিনগণ এবং সর্বোপরি সকল ফিরিস্তা।

৫. নবী যদি তোমাদের সবাইকে তালাক দিয়ে দেয় তবুও (তার ক্ষতি হবে না। কারণ) আল্লাহ হয়ত তাকে আরও অনেক স্ত্রী দান করবেন। যারা হবে মুসলিমাহ, মুঅমিনাহ, আনুগত্যকারিনী, তাওবাহকারিনী, ইবাদাতকারিনী, রোজা পালনকারিনী, অকুমারী এবং কুমারী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٨﴾

জাহান্নাম থেকে বাঁচার এবং তাওবাহ করার আহ্বান

৬. ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানী হবে মানুষ আর পাথর, যাতে নিয়োজিত থাকবে কঠিন ও কঠোর স্বভাবের ফিরিস্তা, যারা আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করবে না, যা হুকুম করা হয় তাই করবে।

৭. (কিয়ামতের দিন বলা হবে) হে কাফিররা! আজ কোনো বাহানা চলবে না। তোমরা যা করেছো আজ তোমাদেরকে এসবের বদলা দেয়া হবে।

৮. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবাহ করো, নাসুহা তাওবাহ (যে তাওবাহর পর আর পাপ করা হয় না এমন তাওবাহকে বলা হয় নাসুহা তাওবাহ তথা বিশুদ্ধ তাওবাহ। এমন করলে) আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। আল্লাহ সেদিন নবীকে অপদস্থ করবেন না এবং তাদেরকেও (অপদস্থ করবেন না) যারা নবীর সাথে ঈমান গ্রহণ করেছে। (সেদিন) তাদের (ঈমান ও আমলের) নূর তাদের সামনে ও ডানে চলমান থাকবে (এ নূর হলো ঈমান ও আ'মালের নূর। অন্তর থেকে বের হবে ঈমানের নূর আর ডান দিক থেকে বের হবে আমালের নূর।) তারা বলবেঃ হে রাব্ব! আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো। নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে মহাক্ষমতাবান। (তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা। পাপ থেকে পুণ্য পথে ফিরে আসার নাম তাওবাহ।)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۹﴾

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ

৯. হে নবী! কাফির আর মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করো এবং তাদের উপর কঠোর হও। তাদের আবাস হলো জাহান্নাম। আর এটা হলো নিকৃষ্টতম আবাস। (কাফিরদের সাথে জিহাদ হবে অস্ত্র দিয়ে আর মুনাফিকদের সাথে যবান দিয়ে)

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّ امْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّ قِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ﴿۱۰﴾

যে দুজন নারীকে কুফরকারীদের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে

১০. যারা কুফর করে আল্লাহ তাদের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়েছেন নূহের স্ত্রী এবং লূত্বের স্ত্রীকে। তারা উভয়ে-ই আমার দুজন নেক বান্দার অধীনে ছিল। তথাপিও তারা (ঈমান গ্রহণ না করে) স্বামীর সাথে খিয়ানত করেছে। ফলে (স্বামী নবী হওয়া সত্ত্বেও) আল্লাহর আযাব থেকে তাদেরকে বাঁচাতে পারেনি। আর (পরকালে) তাদেরকে বলা হবেঃ জাহান্নামীদের সঙ্গী হয়ে তোমরাও (জাহান্নামে) প্রবেশ করো।

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ وَ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۱﴾ وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهٖ وَ كَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿۱۲﴾

যে দুজন নারীকে মুঅমিনদের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে

১১. আর যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়েছেন ফেরাউনের স্ত্রীকে। যখন সে বলেছেঃ হে রাব্ব! আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতে একটা ঘর বানিয়ে নাও। আর ফেরাউন ও তার অপকর্ম থেকে আমাকে মুক্ত করো, মুক্ত কর পাপিষ্ঠ জাতি থেকে।

১২. এবং (দৃষ্টান্ত বানিয়েছেন) মারইয়াম বিনত ইমারনকে। যে তার যোনীর হেফাজত করেছিল। আর আমরা তাতে (তার জরায়ুতে) ফুঁকে দিলাম আমাদের এক রূহ (ঈসাকে।) মারইয়াম তার প্রভুর বাণী এবং কিতাবকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল আর সে ছিল অনুগতদের একজন।

সূরাহ মূলক | পারা : ২৯

সূরাহ আল-মূলক ৬৭ سورة الملك

মূলক অর্থ ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, মালিকানা, সার্বভৌমত্ব। এ সূরায় আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথা আলোচিত হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ তূরের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৩০টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ﴿١﴾ الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ﴿٢﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং আল্লাহর পরীক্ষার মূল বিষয়

১. মহীয়ান সেই সত্ত্বা যার হাতে রয়েছে সার্বভৌম ক্ষমতা। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

২. তিনি মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন এটা পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মাঝে কে কত সুন্দর আ'মল করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (আমলকে সুন্দর করতে হবে। আ'মল এর গুণগত মান বাড়ানোর প্রতি বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। এটা-ই আল্লাহর পরীক্ষার মূল বিষয়।)

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার হয়ে থাকে। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হচ্ছে বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম।

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ ﴿٤﴾

আল্লাহর সৃষ্টি নিপুণ ও নিখুঁত হয়

৩. তিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না। তুমি (বারবার) দৃষ্টি ঘুরাও, তবুও কোনো খুঁত দেখতে পাবে না।

৪. আবারো (বলছি হে মানুষ!) তুমি বারবার দৃষ্টি ঘুরাও, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও হতাশ হয়ে ফিরে আসবে। (তবুও আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো খুঁত খুঁজে পাবে না)

وَ لَقَدۡ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنۡيَا بِمَصَابِيۡحَ وَ جَعَلۡنٰهَا رُجُوۡمًا لِّلشَّيٰطِيۡنِ وَ اَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابَ السَّعِيۡرِ ﴿۵﴾

আকাশের তারকা ও শয়তানের বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র

৫. আমরা দুনিয়ার আকাশকে সজ্জিত করেছি প্রদীপমালা (তারকারাজি) দিয়ে এবং শয়তানের জন্য ঠিক করে রেখেছি "রুজুম" (ক্ষেপণাস্ত্র) আর প্রস্তুত করেছি জাহান্নামের আযাব। (এ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন সূরাহ সাফফাতঃ ১০)

وَ لِلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِرَبِّهِمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَ بِئۡسَ الۡمَصِيۡرُ ﴿۶﴾ اِذَاۤ اُلۡقُوۡا فِيۡهَا سَمِعُوۡا لَهَا شَهِيۡقًا وَّ هِىَ تَفُوۡرُ ﴿۷﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الۡغَيۡظِ ؕ كُلَّمَاۤ اُلۡقِىَ فِيۡهَا فَوۡجٌ سَاَلَهُمۡ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمۡ يَاۡتِكُمۡ نَذِيۡرٌ ﴿۸﴾ قَالُوۡا بَلٰى قَدۡ جَآءَنَا نَذِيۡرٌ ۙ فَكَذَّبۡنَا وَ قُلۡنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنۡ شَىۡءٍ ۖ اِنۡ اَنۡتُمۡ اِلَّا فِىۡ ضَلٰلٍ كَبِيۡرٍ ﴿۹﴾ وَ قَالُوۡا لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ اَوۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِىۡۤ اَصۡحٰبِ السَّعِيۡرِ ﴿۱۰﴾ فَاعۡتَرَفُوۡا بِذَنۡۢبِهِمۡ ۚ فَسُحۡقًا لِّاَصۡحٰبِ السَّعِيۡرِ ﴿۱۱﴾

জাহান্নামী ও জাহান্নামের কিঞ্চিৎ বর্ণনা

৬-৮. যারা তাদের প্রভুর সাথে কুফর করবে তাদের তরে জাহান্নাম আর এটা হলো নিকৃষ্টতম আবাস। যখন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা এর গর্জন শুনতে পাবে, উত্তাপে এটা ফুটতে থাকবে, ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই কোনো দলকে সেখানে ফেলা হবে তখন জাহান্নামের দ্বাররক্ষী তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেঃ তোমাদের কাছে কী কোনো সাবধানকারী (রাসূল) আসেননি...?

৯. তারা বলবেঃ হ্যাঁ! সাবধানকারী এসেছিলেন কিন্তু আমরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি আর বলেছিঃ আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি (রাসূল ও মুমিনদেরকে বলেছি) তোমরা চরম বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছো।

১০. তারা আরও বলবেঃ (তখন) যদি আমরা (রাসূলের কথা) শুনতাম এবং বুঝতাম তবে আজ জাহান্নামের অধিবাসী হতে হত না।

১১. তারা তখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নেবে (কিন্তু এ স্বীকারোক্তি কোনো কাজে আসবে না) জাহান্নামীদের জন্য অবধারিত আছে শুধু-ই ধ্বংসলীলা।

اِنَّ الَّذِيۡنَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ بِالۡغَيۡبِ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ وَّ اَجۡرٌ كَبِيۡرٌ ﴿۱۲﴾ وَ اَسِرُّوۡا قَوۡلَكُمۡ اَوِ اجۡهَرُوۡا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ ﴿۱۳﴾ اَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ ؕ وَ هُوَ اللَّطِيۡفُ الۡخَبِيۡرُ ﴿۱۴﴾ هُوَ الَّذِىۡ جَعَلَ لَكُمُ الۡاَرۡضَ ذَلُوۡلًا فَامۡشُوۡا فِىۡ مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوۡا مِنۡ رِّزۡقِهٖ ؕ وَ اِلَيۡهِ النُّشُوۡرُ ﴿۱۵﴾

আল্লাহর কুদরত ও মহিমা

১২. আর যারা না দেখেও প্রভুকে ভয় করবে, তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার।

১৩. তোমরা চুপে চুপে কথা বলো বা উচ্চস্বরে (আল্লাহর জন্য সবই সমান) তিনি অন্তরের বিষয়েও অবগত।

১৪-১৫. শুনো! যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কী জানবেন না? (অবশ্যই জানবেন। কারণ) তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সকল ব্যাপারে অবগত। তিনি পৃথিবীকে তৈরি করেছেন তোমাদের বাসযোগ্য করে। তোমরা এর দিকবিদিক বিচরণ করো এবং এতে থাকা সুখাদ্য গ্রহণ করো। তাঁর কাছে-ই হবে তোমাদের পুনরুত্থান।

ءَاَمِنۡتُمۡ مَّنۡ فِی السَّمَآءِ اَنۡ یَّخۡسِفَ بِکُمُ الۡاَرۡضَ فَاِذَا هِیَ تَمُوۡرُ ﴿۱۶﴾ اَمۡ اَمِنۡتُمۡ مَّنۡ فِی السَّمَآءِ اَنۡ یُّرۡسِلَ عَلَیۡکُمۡ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعۡلَمُوۡنَ کَیۡفَ نَذِیۡرِ ﴿۱۷﴾ وَ لَقَدۡ کَذَّبَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ فَکَیۡفَ کَانَ نَکِیۡرِ ﴿۱۸﴾

আল্লাহর হুঁশিয়ারি

১৬. (হে মানুষ!) তোমরা কি নিরাপত্তা পেয়ে গেছো? আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে নিয়ে ভূমি ধ্বসিয়ে দেবেন না? এটা তো খুবই দ্রুত গতিতে চলমান।

১৭. অথবা এই মর্মে নিরাপত্তা পেয়ে গেছো? যে তিনি তোমাদের উপর পাথর বহনকারী ঝঞ্জাবায়ু প্রেরণ করবেন না? তখন বুঝবে কেমন ছিল (আমার রাসূলের) হুঁশিয়ারি।

১৮. ইতোপূর্বে যারা ছিল তারাও (রাসূলকে মেনে নিতে) অস্বীকার করেছিল, (খোঁজ নিয়ে দেখ) কেমন ছিল আমার আযাব?

اَوَ لَمۡ یَرَوۡا اِلَی الطَّیۡرِ فَوۡقَهُمۡ صٰٓفّٰتٍ وَّ یَقۡبِضۡنَ ۛۚ مَا یُمۡسِکُهُنَّ اِلَّا الرَّحۡمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِکُلِّ شَیۡءٍۭ بَصِیۡرٌ ﴿۱۹﴾ اَمَّنۡ هٰذَا الَّذِیۡ هُوَ جُنۡدٌ لَّکُمۡ یَنۡصُرُکُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ الرَّحۡمٰنِ ؕ اِنِ الۡکٰفِرُوۡنَ اِلَّا فِیۡ غُرُوۡرٍ ﴿۲۰﴾ اَمَّنۡ هٰذَا الَّذِیۡ یَرۡزُقُکُمۡ اِنۡ اَمۡسَکَ رِزۡقَهٗ ۚ بَلۡ لَّجُّوۡا فِیۡ عُتُوٍّ وَّ نُفُوۡرٍ ﴿۲۱﴾ اَفَمَنۡ یَّمۡشِیۡ مُکِبًّا عَلٰی وَجۡهِهٖۤ اَهۡدٰۤی اَمَّنۡ یَّمۡشِیۡ سَوِیًّا عَلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ ﴿۲۲﴾

কাফিরদের প্রতি আল্লাহর প্রশ্ন

১৯. তারা কি তাদের উপরে উড়ন্ত পাখির দিকে তাকায় না? যারা আপন ডানা প্রসারিত ও সংকোচিত করে (উড়ে বেড়ায়।) কে তাদের স্থির রাখতে পারে রাহমান ছাড়া! নিশ্চয় তিনি সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।

২০. না কি তোমাদের এমন কোনো বাহিনী রয়েছে যারা রাহমানের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সুরক্ষা দেবে? আসলে কাফিররা ধোঁকায় পড়ে আছে।

২১. না কি এমন কেও আছে যে তোমাদেরকে রিজক এনে দিবে যদি তিনি তোমাদের রিজক বন্ধ

করে দেন..? বস্তুত তারা অবাধ্যতা ও বিমুখতায় ডুবে রয়েছে।

২২. (কিয়ামতের দিন) যে ব্যক্তি মুখে ভর করে উপুড় হয়ে চলবে সে সঠিক, না কি ওই ব্যক্তি (সঠিক) যে সোজা হয়ে চলবে এবং সে সরল পথে অবিচল আছে..? (কিয়ামতের দিন কাফিররা মুখে ভর করে চলবে)

قُلْ هُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿۲۳﴾ قُلْ هُوَ الَّذِیْ ذَرَاَكُمْ فِی الْاَرْضِ وَ اِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۴﴾ وَ یَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۲۵﴾ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۫ وَ اِنَّمَاۤ اَنَا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۲۶﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِیْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ قِیْلَ هٰذَا الَّذِیْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿۲۷﴾ قُلْ اَرَءَیْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِیَ اللّٰهُ وَ مَنْ مَّعِیَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ یُّجِیْرُ الْكٰفِرِیْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِیْمٍ ﴿۲۸﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۲۹﴾ قُلْ اَرَءَیْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ یَّاْتِیْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِیْنٍ ﴿۳۰﴾

যারা আল্লাহর দ্বীন মেনে চলে না তাদের প্রতি একগুচ্ছ প্রশ্ন

২৩. (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাওঃ আল্লাহ-ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও চিন্তাশক্তি দান করেছেন। তথাপিও তোমরা খুব কম-ই শোকর আদায় করো। (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম শোকর আদায় করা।)

২৪. বলো! তিনি-ই পৃথিবী ব্যাপী তোমাদের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন আর তাঁর কাছে-ই তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

২৫. তারা বলেঃ (কিয়ামত, হাশর, বিচার, জান্নাত, জাহান্নাম) এসব প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে? তোমরা যদি সত্য হও (তবে উত্তর দাও)

২৬. (তাদেরকে) বলে দাওঃ এসব বিষয়ের সঠিক জ্ঞান শুধু আল্লাহর-ই জানা আছে। আমি একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী বৈ কিছুই নই।

২৭. যারা কুফর করে তারা যখন জাহান্নামকে কাছে দেখবে তখন তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাবে। তখন বলা হবেঃ এটা-ই ওটা যেটার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হত।

২৮. বলো! তোমরা কি ভেবে দেখেছ? আল্লাহ যদি আমাকে এবং আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করে দেন, অথবা যদি আমাদের প্রতি দয়া করেন (তখন তোমরা কি করতে পারবে?) কাফিরদেরকে কে রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে?

২৯. বলো! তিনি-ই রাহমান, আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর উপর-ই ভরসা করি। তোমরা অচিরেই জেনে যাবেঃ কে চরম বিভ্রান্তিতে রয়েছে ?

৩০. বলো! তোমরা কি ভেবে দেখেছো..? তোমাদের পানি যদি ভূ-গর্ভে চলে যায়, তবে কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবাহমান স্বচ্ছ পানি..?

সূরাহ আল-ক্বালাম ৬৮ سورة القلم

ক্বালাম অর্থ কলম। এ সূরায় ১ম আয়াতে কলমের কথা বলা হয়েছে। কলম আল্লাহর ১ম সৃষ্টি। মহান আল্লাহ সর্ব প্রথম কলম সৃষ্টি করে সৃষ্টি জগতের ভাগ্য লিখেছেন। সুরাহটি মাক্কী। সূরাহ আ'লাকের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৫২টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نٓ وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ ﴿١﴾ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢﴾ وَ اِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ﴿٣﴾ وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿٤﴾ فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُوْنَ ﴿٥﴾ بِاَيِّيْكُمُ الْمَفْتُوْنُ ﴿٦﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٧﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

নবী সা. এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

১. নূন (এটা একটা বিচ্ছিন্ন বর্ণ,) কসম কলমের এবং (এ কলম দিয়ে) যা তারা লিখে।

পটভূমিঃ নবুয়ত পাবার পর মুহাম্মাদ সাঃ যে কথাগুলো বলতেন এর অধিকাংশই ছিল সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি বিরোধী। তখনকার সমাজে যেসব কাজকে ভালো মনে করা হতো, এর অধিকাংশ কাজকেই তিনি মন্দ বলতেন। তখনকার সমাজে যেসব কাজকে পূণ্যের কাজ মনে করা হত, এর অধিকাংশ কাজকেই তিনি পাপ বলতেন। তখনকার সমাজ যেসব মানুষকে জ্ঞানী ও পূণ্যবান মনে করত, এদের অনেককে-ই তিনি মুর্খ ও পাপিষ্ঠ বলতেন। তখন সমাজ যে দেবদেবীকে মহান ও পবিত্র মনে করত, তিনি এদের সবাইকে অলিক, অসাড়, কল্পনাপ্রসূত, মনগড়া হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন। ইত্যাদি নানা কারণে লোকজন মুহাম্মাদ সাঃকে সমাজ বিরোধী, উন্মাদ, পাগল, যাদুকর, কাফির, বিভ্রান্ত, নারী লোভী, ক্ষমতা লোভী, চরিত্রহীন, বদ, ইত্যাদি নানা মন্দ উপাধিতে ভূষিত করত। মহান আল্লাহ আল-কুরআনের স্থানে স্থানে এসব খন্ডন করেছেন। যেমন এখানে বলা হচ্ছে..

২-৪. (হে নবী!) তোমার প্রভুর দয়ায় তুমি উন্মাদ নও, নিশ্চয় তোমার জন্য আছে অফুরন্ত পুরস্কার, অবশ্যই তুমি "খুলুক্ব আ'যীম" (সবচেয়ে উন্নত চরিত্র, সর্বোৎকৃষ্ট স্বভাব, সর্বমহান নীতি ও আদর্শের) উপর প্রতিষ্ঠিত।

৫-৬. তুমি অচিরেই দেখবে আর তারাও দেখতে পাবেঃ কার উপর আসে আল্লাহর আযাব (তোমার, না তাদের?)

৭. তোমার প্রভু জানেনঃ কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে আর হেদায়াতপ্রাপ্তদের ব্যাপারেও তিনি অবগত।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٨﴾ وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ﴿٩﴾ وَ لَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ

مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ ﴿١١﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿١٢﴾ عُتُلٍّۢ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ﴿١٣﴾ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ
وَّبَنِيْنَ ﴿١٤﴾ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٥﴾ سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ﴿١٦﴾

সামাজিক বা রজনৈতিক নেতা হিসেবে যাদের আনুগত্য করা নিষেধ

৮-৯. (তবে হে নবী! সাবধান!) তুমি কোনো মিথ্যুকের আনুগত্য করবে না। তারা চায়ঃ তুমি কিছু ছাড় দেবে আর তারাও কিছু ছাড় দেবে।

জ্ঞাতব্যঃ ইসলাম শুধু তথাকথিত একটি ধর্ম নয়। ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ এক জীবন আদর্শ। যে আদর্শের মাঝে ধর্মীয় রীতিনীতি যেমন আছে, তেমনি আছে সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, রাজনীতি, প্রতিরক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি, দেশ সমাজ ও জাতি গঠন এবং পরিচালনা, আইন ও বিচারসহ মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল রীতিনীতি।

নবী-রাসূলগণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসসহ মানব সমাজের আদর্শগত পরিবর্তনের জন্য কাজ করতেন। আমাদের নবী সা.ও ওই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করেছেন। ফলে এক সময় ইসলামের পক্ষে শুরু হয় গণ-জোয়ার। যে গণ-জোয়ারের ঢেউ সামলাতে না পেরে মুশরিক নেতারা সুকৌশলে আপোস করার প্রস্তাব করেছিল। তারা চেয়েছিলঃ মুহাম্মাদ সাঃ কিছু ছাড় দেবেন আর তারাও কিছু ছাড় দেবে আর এভাবে ছাড়াছাড়ির মাধ্যমে ইসলাম ও কুফরের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হবে মিশ্র সমাজ। রাসূল সাঃ তখন কাফির নেতাদের কথা মেনে নেননি। কিন্তু আজকাল আমাদের অনেকেই মেনে নিয়েছেন। আজকাল মুসলমানদের দেশে দেশে গড়ে উঠেছে মিশ্র সমাজ। যে সমাজে নামায আছে, রোজা আছে, হাজ্জ আছে, যাকাত আছে, সাথে আছে কুফর, শিরক, বিদয়া'ত ও মুনাফিকী।

আমাদের বুঝা উচিতঃ কাফিররা ছাড় দিতে পারবে। কারণ তাদের সবই মনগড়া। কিন্তু আমরা কীভাবে ছাড় দেব? আমরা তো কিছু বানিয়ে বলি না বা বলতে পারব না। আমাদেরকে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হয়। আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে ছাড় দেয়া বা না দেয়ার এখতিয়ার আমাদের নেই। তবে হ্যাঁ.. যেসব বিষয় মহান আল্লাহর সরাসরি আদেশ বা নিষেধ নয়। যেসব বিষয় ছাড় দেওয়ার অবকাশ রয়েছে দেশ জাতি ও সমাজের স্বার্থে ওইসব বিষয়ে ছাড় দেওয়া ভালো কথা।

১০-১৫. (হে নবী!) তুমি এমন কারো আনুগত্য করবে না যে শপথ ভঙ্গকারী, ধিকৃত, দোষারোপকারী, নিন্দা বহনকারী, কল্যাণ কাজে বাঁধার সৃষ্টিকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ়, এছাড়াও জঘন্য (স্বভাবের,) জনবল ও ধনবলের অধিকারী হয়ে গেলেও (এমন কারো আনুগত্য মেনে নেওয়া যাবে না) যার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে বলেঃ এসব আগেকার রূপ কথা।

১৬. (তবে এসবের সাজা সে অবশ্যই পাবে) অচিরেই আমরা তার শুঁড় দাগিয়ে দেব। (মানে তার শক্তি ও ক্ষমতা ধ্বংস করে দেব।)

জ্ঞাতব্যঃ তখনকার সময়ে মক্কায় এমন স্বভাবের মানুষ বেশ কয়েকজন ছিলঃ আখনাস বিন শারীক্ব, আসওয়াদ বিন আব্দুল ইয়াগূ'ছ, আব্দুর রাহমান বিন আসওয়াদ, ওয়ালিদ বিন মুগীরাহ, আবু জাহেল বিন হিশাম, গং। এদের জনসমর্থন ছিল, সম্পদ ছিল কিন্তু স্বভাব চরিত্র ভালো ছিল না। এমন লোকদের নেতা বানাতে বা এদের আনুগত্য মেনে নিতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ﴿١٨﴾
فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿١٩﴾ فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ

﴿٢١﴾ اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ﴿٢٢﴾ فَانْطَلَقُوْا وَ هُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ﴿٢٣﴾ اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ﴿٢٤﴾ وَّ غَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٢٧﴾ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُوْنَ ﴿٢٨﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ﴿٣٠﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾ عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ﴿٣٢﴾ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

আল্লাহর পরীক্ষা ও এক বাগান মালিক

১৭-১৮. আমরা অবশ্যই তাদেরকে (মানুষদেরকে) পরীক্ষা করব, যেমন পরীক্ষা করেছি এক বাগানের মালিকদেরকে। তারা তখন প্রত্যুষে ফল কাটার কসম করেছিল। কিন্তু "ইন শা-আল্লাহ" বলেনি।

জ্ঞাতব্যঃ এ বাগানটি ছিল ইয়ামানের সানয়া' শহরের নিকটে। বাগানের মালিক একজন আল্লাহভক্ত মানুষ ছিলেন। ফসল তোলার সময় হলে তিনি গরীবদের খবর দিতেন এবং আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন। কিন্তু মালিকের ছেলেরা এমন ছিল না। বাবার এ কাজকে তারা অতি বাড়াবাড়ি মনে করত। বাবা মারা যাবার পর ছেলেরা সিদ্ধান্ত নিলোঃ নিজের ফসল অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দেবে না। কিন্তু সমস্যা হলো গরীবরা এসে হাজির হলে কি করবে। তখন তো না দিয়ে পারবে না। কারণ এখনো তারা এতো অভদ্র হতে পারেনি। তাই তারা রাতে চুপি চুপি বাগানে যাবার সিদ্ধান্ত করলো এবং এজন্য শপথ নিলো। কিন্তু ইন শা আল্লাহ বলল না।

১৯-২০. (ফলে সেই রাতেই) এক প্রদক্ষিণকারিনী (আযাবের বাতাস) বাগানটি প্রদক্ষিণ করে গেল। তারা তখন ঘুমিয়ে ছিল। (আল্লাহর আযাবে) সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

২১-২৫. প্রত্যুষে তারা (চুপে চুপে) একে অপরকে ডেকে তুলল, (বললো) ফল কাটতে হলে সকাল সকাল বাগানে চলো। (মানুষজন জাগার আগেই তারা বাগানে রওয়ানা করলো এবং) পথ চলতে চলতে তারা ফিস ফিস করে কথা বললো। (একজন বলল) আজ কোনো মিসকিন বাগানে প্রবেশ করতে পারবে না। তারা নিজেদেরকে সফল মনে করলো এবং ভোরবেলা-ই (বাগানে) পৌঁছে গেল।

২৬-২৭. বাগানটি দেখার পর (তাদের মাথায় যেন বাজ পড়লো। তখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো) তারা বললঃ আমরা বিচ্যুত হয়ে গেছি, আমরা বঞ্চিত হয়ে গেছি।

২৮. তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিটি বললঃ আমি কী তোমাদেরকে বলিনি (গরীবদের বঞ্চিত করো না, তথাপিও) যদি তোমরা তাসবীহ করতে (অর্থাৎ ইন শা আল্লাহ বলতে তবে হয়ত সফল হতে পারতে)

২৯-৩২. তারা বললোঃ আমাদের প্রভু মহীয়ান, নিশ্চয় আমরা পাপ করেছি। তারা একে অপরকে দোষারোপ করলো, বললঃ হায় হায়! আমরা সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছি। (তারা নিজের ভুল বুঝতে পারলো, আল্লাহর কাছে তাওবাহ করলো এবং বলল) আশা করি প্রভু আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বাগান দান করবেন, আমরা প্রভুর দিকে ফিরে এলাম।

৩৩. (দুনিয়ার) আযাব এমন-ই হয় আর আখেরাতের আযাব হবে সবচেয়ে কঠোর ও কঠিন, যদি তারা (লোকজন বিষয়টি) বুঝতে পারত।

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾

মুত্তাক্বীদের পুরস্কার

৩৪. মুত্তাক্বীদের জন্য প্রভুর কাছে রয়েছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত।

মুত্তাক্বী ও তাক্বওয়া পরিচিতিঃ মুত্তাক্বী শব্দের মূল শব্দ তাক্বওয়া। তাক্বওয়া অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে তাকে মুত্তাক্বী বলা হয়।

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ۚ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি সমান নয়

পটভূমিঃ আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছে যারা কুফর করে, শিরক করে। তথাপিও মনে করে আখেরাতে জান্নাত পেয়ে যাবে। নামধারী কিছু হুজুরও এদের কুলখানী, চেহলাম, মৃত্যুবার্ষিকী ও দোয়া মাহফিলের ভোজন খেয়ে এদেরকে জান্নাতের দোয়ারে পৌঁছে দিয়ে আসার অভিনয় করেন। এসব ভ্রান্ত মানসিকতাকে খন্ডন করে বলা হচ্ছে..

৩৫-৩৯. আমরা কী পাপিষ্ঠদেরকে (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী) মুসলিমের মত (মর্যাদা) দেব? তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কেন এমনটি মনে করছ? তোমাদের কাছে কি কোনো কিতাব আছে? যা তোমরা অধ্যয়ন করছো, যে কিতাবে তোমাদের পছন্দ মত সব বিদ্যমান আছে? নাকি আমার থেকে কোনো অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছো? যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে?

৪০-৪১.তাদেরকে জিজ্ঞেস করোঃ কে এ ব্যাপারে তাদের দায়ভার নেবে? নাকি তাদের অন্য কোনো খোদা আছে (যে তাদের আশা পূর্ণ করবে?) তারা যদি সত্য হয় তবে এদেরকে এনে হাজির করুক।

৪২-৪৩. সেদিন আল্লাহর পা খুলে দেয়া হবে এবং সিজদাহ করতে তাদেরকে আহ্বান করা হবে। কিন্তু তারা পারবে না। তাদের দৃষ্টি তখন অবনত হয়ে যাবে, অপমানবোধ তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে। অথচ ইতোপূর্বে (দুনিয়ার জীবনে) যখন তারা সুস্থ ছিল, তখন সিজদাহ করতে বলা হত (কিন্তু তারা করত না।)

فَذَرْنِیْ وَ مَنْ یُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِیْثِ ؕ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَ اُمْلِیْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَیْدِیْ مَتِیْنٌ ﴿٤٥﴾ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٦﴾ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَیْبُ فَهُمْ یَكْتُبُوْنَ ﴿٤٧﴾

আল-কুরআন ও এর বিধান অমান্য করার পরিণাম

৪৪-৪৫. যারা এ বাণীকে (আল-কুরআনকে) অমান্য করে; তাদেরকে আমার কাছে ছেড়ে দাও। আমি ধাপে ধাপে তাদেরকে পাকড়াও করব। তারা টেরই পাবে না। আমি তাদেরকে অবকাশ দেই, নিশ্চয় আমার কৌশল বড় পাক্কা।

৪৬-৪৭. তুমি কী তাদের কাছে এমন কোনো বিনিময় চাচ্ছ? যাকে তারা অসাধ্য জরিমানা মনে করছে। না কি তাদের কাছে অদৃশ্য কোনো জ্ঞান রয়েছে? যা তারা লিখে রেখেছে।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰی وَ هُوَ مَكْظُوْمٌ ﴿٤٨﴾ لَوْ لَاۤ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَ هُوَ مَذْمُوْمٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبٰىهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿٥٠﴾

সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়, সময় আসার আগে-ই কিছু করে ফেলা উচিত নয়

৪৮. সুতরাং তুমি সবর করো যেমনটি তোমার প্রভু আদেশ করেছেন, তুমি মাছওয়ালার মত হবে না। যখন সে বিপদগ্রস্ত হয়ে আমাকে ডেকেছিল।

জ্ঞাতব্যঃ এখানে মাছ ওয়ালা বলে ইউনুস আঃকে বুঝানো হয়েছে। আযাব আসছে শুনে, আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা না করেই তিনি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে ছিলেন, যা একজন নবীর জন্য শোভনীয় ছিল না। ফলে একটি মাছ তাকে গিলে খেয়েছিল। আল্লাহর আযাব আসলে নবী এলাকা ছেড়ে চলে যাবেন এ কথা সত্য, তবে যেতে হবে আল্লাহর আদেশ আসার পর, আগে নয়।

৪৯-৫০. প্রভুর অনুগ্রহ না হলে (মাছের পেট থেকে বের হবার পর) সে অপমানিত হয়ে খোলা প্রান্তরে পড়ে থাকত। কিন্তু রাব্ব (আবার) তাকে মনোনীত করেছেন, তাকে সৎকর্মীদের (নবীদের) দলভুক্ত করেছেন।

وَ اِنْ یَّكَادُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَیُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ یَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٥١﴾ وَ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴿٥٢﴾

আল-কুরআন শোনার পর কাফিরদের প্রতিক্রিয়া

৫১-৫২. এ যিকর (আল-কুরআন) শোনার পর কাফিররা চক্ষুতীর দিয়ে তোমাকে আছড়ে মারতে চায় আর বলে লোকটি উন্মাদ। আসলে এটা (এ কুরআন) হচ্ছে বিশ্ববাসীর জন্য এক মহান যিকর। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

আল-হা'-ক্কাহ ৬৯ سورة الحاقة

হা'-ক্কাহ অর্থ মহাসত্য, অবশ্যম্ভাবী। শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। এখানে বুঝানো হয়েছে কিয়ামত, যা এক মহাসত্য। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ মূলকের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৫২টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَآقَّةُ ﴿١﴾ مَا الْحَآقَّةُ ﴿٢﴾ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَ عَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾ وَ اَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّ ثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾ وَ جَآءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهٗ وَ الْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾ اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّ تَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ﴿١٢﴾ فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَّ حُمِلَتِ الْاَرْضُ وَ الْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ﴿١٤﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

মহাপ্রলয়

১. অবশ্যম্ভাবী/মহাসত্য (তথা মহাপ্রলয়)

২. (তুমি কী জানো?) কি সেই অবশ্যম্ভাবী /কি সেই মহাসত্য?

৩. এ অবশ্যম্ভাবী/মহাসত্য সম্পর্কে তুমি কতটুকু অবগত? (এ অবশ্যম্ভাবী মহাপ্রলয়ের মহা আঘাতে মহাবিশ্ব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে)

৪-৮. আ'দ ও ছামূদ (জাতি) এ মহা আঘাতকারিনীকে অস্বীকার করেছে। ফলে ছামূদকে ধ্বংস করা হয়েছে ভয়ানক গর্জন দিয়ে। আর আ'দকে ধ্বংস করা হয়েছে প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় দিয়ে। যা ৭রাত ও ৮দিন অবিরাম প্রবাহিত হয়েছিল। তুমি (সেখানে থাকলে) দেখতে পেতে লোকজন পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত খেজুর কান্ডের মত। তাদের (সবাই আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে গেছে) কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছ কি?

৯-১০. ফেরাউন, আগেকার অন্যান্য জাতিসমূহ এবং (লূত্বের জাতি) যাদের জনপদকে উল্টে দেয়া হয়েছে; এরা সবাই পাপী ছিল। এদের সবাই রাসূলগণের বিরোধিতা করেছে। ফলে আল্লাহ কঠোরভাবে তাদেরকে পাকড়াও করেছেন।

১১-১২. (হে মানুষ! স্মরণ করো! নূহের সময়ে) পানি উথলে উঠলে আমরা তোমাদেরকে (মানব জাতিকে)

জাহাজে আরোহণ করিয়েছি এবং এ ঘটনাকে তোমাদের জন্য স্মরণিকা বানিয়েছি। শ্রবণকারী প্রতিটি কান যেন এটা স্মরণ রাখে।

১৩-১৪. যখন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, প্রথম ফুঁৎকার। তখন পৃথিবী এবং পর্বতসমূহকে উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং এক ধাক্কায়-ই সবকিছুকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হবে।

জ্ঞাতব্যঃ বর্তমান বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেঃ আমাদের এ পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি প্রতি ঘণ্টায় ১৬৭০ কিঃ মিঃ। তার মানে হচ্ছে মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য যদি পৃথিবীর গতিকে থামিয়ে দেওয়া হয় তবে পৃথিবীর উপরিভাগে ঘণ্টায় ১৬৭০ কিঃ মিঃ বেগে ঝড় তৈরি হবে এবং এতে করে উপরিভাগের সবকিছু ঘণ্টায় ১৬৭০ কিঃ মিঃ (১০৪০ মাইল) বেগে ছিটকে পড়বে। সারা পৃথিবী ব্যাপী তৈরি হবে এক ভয়ানক সোনামী। সাগরের সব পানি পৃথিবীর এক দিক থেকে অন্য দিকে আছড়ে পড়বে। আর এভাবে-ই হয়ে যাবে মহাপ্রলয়।

فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَ انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَّ الْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآىِٕهَا ؕ وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ﴿١٩﴾ اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

কিয়ামত, বিচার ও আমলনামা

১৫-১৭. (যেদিন এসবকিছু সংগঠিত হবে) ঘটনাটি সেদিন-ই ঘটবে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিলীন হয়ে যাবে। আর ফিরিস্তাগণ তখন এর নানা পান্থরে অবস্থান করবে। সেদিন প্রভুর আরশ বহন করবে আট (ফিরিস্তা।)

১৮. সেদিন (হাশরের দিন) তোমাদেরকে (বিচারের জন্য আল্লাহর সামনে) পেশ করা হবে (এবং তোমাদের আমলনামা পেশ করা হবে) কোনোকিছু-ই তোমাদের থেকে গোপন করা হবে না।

১৯-২০.তখন যার কিতাব (আমলনামা) ডান হাতে দেওয়া হবে সে বলবেঃ নাও, আমার কিতাব পড়, আমি বিশ্বাস করতাম (একদিন) হিসাবের সম্মুখীন হব-ই।

২১-২৪. তাই সে থাকবে আনন্দময় জীবনে, সুমহান জান্নাতে, যেখানে ফলের ঝুপাগুলো নাগালের মধ্যে ঝুলতে থাকবে। (বলা হবে) অতীত দিনগুলোতে (দুনিয়াতে) তোমরা যা করেছ এর ফল হিসেবে (মজা করে) খাও আর পান করো।

وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَ لَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَآ اَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿٣٢﴾ اِنَّهٗ كَانَ لَا

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ﴿٣٣﴾ وَ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿٣٥﴾ وَّ لَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿٣٦﴾ لَّا يَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِـُٔوْنَ ﴿٣٧﴾

ঈমান না থাকলে কোনোকিছুই কাজে আসবে না

২৫-২৯. পক্ষান্তরে যার কিতাব বাম হাতে দেওয়া হবে সে বলবেঃ হায় হায়! আমার কিতাব যদি না দেওয়া হত, আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম, হায় হায়! মৃত্যুই যদি আমার চূড়ান্ত পরিণতি হত, আমার ধনসম্পদ কোনো কাজে এলো না, আমার ক্ষমতা আমাকে ধ্বংস করে দিল।

৩০-৩৭. (তখন ফিরিস্তাদের বলা হবে) একে ধরো, এর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো এবং সত্তর গজ জিঞ্জির দিয়ে বেঁধে ফেলো। কারণ সে মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনত না এবং মিসকিনকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করত না। তাই আজ তার কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই। তার জন্য কোনো খাদ্যও নেই "গি'সলীন" ছাড়া, (গি'সলীন এমন এক খাবার) যা শুধু অপরাধীরাই খাবে।

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَ مَا لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿٤٠﴾ وَّ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾ وَ لَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾ وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾

নিজের বা নিজ দলের কথাকে আল্লাহর কথা হিসেবে চালিয়ে দেওয়া

পটভূমিঃ নবী মুহাম্মাদ সাঃ এবং আল-কুরআন সম্পর্কে কাফিররা নানা কথা বলত। কখনো বলতঃ মুহাম্মাদকে শয়তানে ধরেছে। শয়তান যা শিখিয়ে দেয় মুহাম্মাদ তাই বলে। কখনো বলতঃ মুহাম্মাদ কবি। কখনো বলতঃ মুহাম্মাদকে কেউ কবিতা শিখিয়ে দিচ্ছে আর মুহাম্মাদ তা আওড়াচ্ছে। কখনো বলতঃ এসব কাহিনের মন্ত্র। তাদের এসব ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে নাযিল হয়েছে...

৩৮-৪৩. না, (তাদের কথা সত্য নয়,) যা তোমরা দেখ আর যা দেখ না এসবের কসম করে বলছিঃ নিশ্চয় এটা (এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে) সম্মানিত রাসূলের (জিবরাঈলের মাধ্যমে মুহাম্মাদের কাছে প্রেরিত) বাণী, এটা কোনো কবির কবিতা নয়। কিন্তু তোমরা খুব কম-ই ঈমান আনো। এটা কোনো "কাহিনের" (জ্যোতিষী বা গণকের) মন্ত্র নয়। কিন্তু তোমরা খুব কম-ই গ্রহণ করো। এটা হলো রাব্বু-ল-আ'লামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

৪৪-৪৭. সে (মুহাম্মাদ) যদি অন্য কোনো কথাকে আমার কথা বলে চালিয়ে দিত তবে আমি তার হাত ভেঙ্গে ফেলতাম, তারপর তার শাহরগ কেটে ফেলতাম। তখন তোমাদের কেউ আমাকে ফিরাতে পারতে না।

জ্ঞাতব্যঃ নিজের, নিজ দলের বা নিজের পছন্দমত কোনো আলিম বা ইমামের কথাকে আল্লাহ বা রাসূলের কথা হিসেবে চালিয়ে দেয়া মহাপাপ। এ পাপের সাজা বড়-ই কঠিন। অথচ আমাদের সমাজে নানাভাবে কাজটি করা হয় এবং করা হচ্ছে। যেমন..

কুরআন বা হাদীছে উল্লেখিত কোনো শব্দের যদি কয়েকটি অর্থ থাকে এবং এ অর্থগুলো যদি নির্ভরযোগ্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত থাকে, আর এসব অর্থের মাঝে একটি অর্থ একজন আলিম বা ইমাম পছন্দ করে থাকেন বা উত্তম মনে করে থাকেন বা এখানে এ অর্থটি বেশী যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করে থাকেন, তবে এ আলিম বা ইমামের এমন মন্তব্য অন্যায় নয়। কিন্তু কেউ যদি এ অর্থকেই আল্লাহর বাণী এবং অন্য সকল অর্থকে বিভ্রান্তি মনে করে এবং যারা দলিল প্রমাণসহ অন্য অর্থ গ্রহণ করেন তাদেরকে আল্লাহর কালাম বিরোধী কাফির বলে অপপ্রচার করে (যা আজকাল অহরহ করা হচ্ছে) তবে এটা হবে নিজের কথাকে আল্লাহর কথা হিসেবে চালিয়ে দেয়া।

কোনো আয়াত বা হাদীছের মর্ম যদি একাধিকভাবে নেয়া হয় এবং এসবের পক্ষে যদি দলিল বিদ্যমান থাকে, আর কোনো ইমাম বা আলিম যদি এ তাফসীরসমূহের কোনো একটাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, এতে ওই আলিম বা ইমামের দোষ হবে না। কিন্তু কেউ যদি ওই তাফসীরকে-ই শুধু আল্লাহর কালাম এবং বাকি সকল তাফসীরকে বিভ্রান্ত মনে করেন এবং যারা অন্য তাফসীর গ্রহণ করেছেন তাদেরকে ভ্রান্ত বা কাফির বলে অপপ্রচার করেন, তবে এটা হবে নিজের কথাকে আল্লাহর কথা হিসেবে চালিয়ে দেয়া যা আজকাল অহরহ করা হচ্ছে। আজকাল এসব কাজ শুধু যে নির্দিষ্ট কোনো একদলের লোকজন-ই করছে তা নয়। বরং দলবাজদের প্রায় সকলেই কম-বেশী কাজটি করে যাচ্ছেন। তাই এসব ব্যাপারে আমাদেরকে সাবধান হতে হবে।

وَ اِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَ اِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾ وَ اِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾ وَ اِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾

আল-কুরআন এক মহাস্মরণিকা

৪৮-৫১. নিশ্চয় এ কুরআন মুত্তাক্বীদের জন্য এক মহাস্মরণিকা। অথচ তোমাদের অনেকে-ই (এ কুরআনের বাস্তবতাকে) প্রত্যাখ্যান করেছ, আমরা এটা জানি। আর অবশ্যই এটা কাফিরদের আফসোসের কারণ হবে। আর এটা-ই নিশ্চিত সত্য।

৫২. সুতরাং তোমার মহান প্রভুর নামের তাসবীহ (মহত্ত্ব বর্ণনা) করো। (সুবহানাল্লাহ! আমার প্রভু বড়-ই মহীয়ান)

সূরাহ আল-মায়া'রিজ ৭০ سورة المعارج

মায়া'রিজ অর্থ ঊর্ধ্ব জগতে আরোহণের বাহন, সিঁড়ি বা উপায় সমূহ। এ সূরার ৩য় আয়াতে মায়া'রিজ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ আল-হা'-ক্কার পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৪৪টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ﴿١﴾ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ الرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ﴿٥﴾ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ﴿٦﴾ وَّ نَرٰىهُ قَرِيْبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾ وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَ لَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ﴿١٠﴾ يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ﴿١١﴾ وَ صَاحِبَتِهٖ وَ اَخِيْهِ ﴿١٢﴾ وَ فَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُـْٔوِيْهِ ﴿١٣﴾ وَ مَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ﴿١٤﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

কাফিরদের কূটকৌশল এবং আল্লাহর আযাব

পটভূমিঃ আরবের মুশরিক নেতারা জনতাকে বুঝাতো; মুহাম্মাদ বিভ্রান্ত হয়েগেছে, সে যা বলছে এসব সত্য নয়। তাদের এসব কথা জনতাকে বিশ্বাস করাতে নাদ্বার বিন হারিছাহ (অন্য মতে আবু জাহল) জনতার সামনে উন্মুক্ত চ্যলেঞ্জ দিয়ে বললঃ "হে আল্লাহ! (মুহাম্মাদ যা বলছে) এটা-ই যদি তোমার পক্ষ থেকে আগত সত্য হয় তবে আসমান থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক অন্য কোনো আযাব দেও"। (সূরাহ আনফালঃ ৩২) ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হলো..

১-৩. কোনো একজন চেয়ে বসলোঃ যেন আযাব এসে যায়, (আযাব তো) কাফিরদের জন্য (অবধারিত হয়ে-ই আছে,) কেউ এটা ঠেকাতে পারবে না। (আযাব আসবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি ঊর্ধ্ব জগতের অধিকারী।

৪-৫. (যেদিন মহাপ্রলয়ের আযাব এসে যাবে) সেদিন ফিরিস্তাগণ এবং রূহ (জীবরাঈল) তাঁর (আরশের) কাছে উঠে আসবে, সেদিনের পরিমাণ হবে (দুনিয়ার হিসাবে) পঞ্চাশ হাজার বছর। তাই সবর করো, উত্তম সবর। (যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকার নাম সবর)

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে যে, সূর্য ও পৃথিবীর ঘূর্ণনগতির ভিত্তিতেই আমাদের এ পৃথিবীতে দিন ও রাত নির্ধারিত হয়। ১ দিন মানে হচ্ছে ১ ঘূর্ণন। পৃথিবীর ঘূর্ণনগতি ঘণ্টায় ১৬৭০ কিলোমিটার। পৃথিবীর ১ ঘূর্ণনে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে বিধায় আমাদের এখানে ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন হয়। আবার চাঁদের ঘূর্ণনগতি পৃথিবীর চেয়ে অনেক কম। চাঁদ পৃথিবীর থেকে অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও চাঁদের ১ ঘূর্ণনে আমাদের হিসেবে প্রায়

২৮ দিন সময় লাগে। তাই চাঁদের ১ দিন (দিন রাত মিলিয়ে) আমাদের ২৮ দিনের সময়। এভাবে কোনো কোনো গ্রহের ১ দিন আমাদের হিসেবে কয়েক বছরের সমান। এর মানে দাঁড়ালো পৃথিবীর ঘূর্ণনগতি কমিয়ে দিলেই তখনকার ১ দিন এখনকার ৫০ হাজার বছরের সমান হয়ে যাবে।

৬-৯. তারা ভাবছেঃ এটা (কিয়ামত) অনেক দূরে আছে আর আমি দেখছি অতি নিকটে (চলে এসেছে।) সেদিন (কিয়ামতের দিন) আকাশ হয়ে যাবে গলিত রূপার মত আর পাহাড়সমূহ হয়ে যাবে ধুনিত রঙ্গীন তুলার মত।

১০-১৪. তখন অন্তরঙ্গ বন্ধুও বন্ধুর খবর নেবে না, শুধু একে অপরকে চেয়ে চেয়ে দেখবে। পাপী ব্যক্তি সেদিন আযাব থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাবে তার সন্তানকে, তার স্ত্রী ও ভাইবোনকে, নিজের আশ্রয়দাতা আত্মীয়স্বজনকে, এমনকি দুনিয়ার সবাইকে। তারপরও সে মুক্তি পেতে চাবে।

كَلَّآ اِنَّهَا لَظٰى ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ﴿١٦﴾ تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ﴿١٨﴾

যে ৪টি কাজ করলে জাহান্নাম মানুষকে ডাকতে থাকে

১৫-১৮. না.., (তার মুক্তির কোনো উপায় নেই। তাকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।) নিশ্চয় এটা হলো এক লেলিহান আগুন, যা চামড়া তুলে ফেলবে। (ধ্বংসাত্মক) এ আগুন ওই ব্যক্তিকে ডাকতে থাকবে যে ব্যক্তি..

- ❖ (তার বাস্তব জীবনে আল্লাহর দ্বীন পালন থেকে) পিছনে থেকেছে,
- ❖ (যে আল্লাহর দ্বীন থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে,
- ❖ (যাকাত না দিয়ে হালাল হারাম উপায়ে সম্পদ) জমা করেছে
- ❖ এবং (অন্যের সম্পদ) কুক্ষিগত করেছে।

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿١٩﴾ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ﴿٢٠﴾ وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ﴿٢١﴾

সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ অস্থির স্বভাবের

১৯-২১. নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থির স্বভাব দিয়ে, তাই বিপদে পড়লে মানুষ হতাশ হয়ে যায় আর সুখে পড়লে হয়ে যায় কৃপণ।

اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ﴿٢٢﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَ الَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ ﴿٢٥﴾ وَ الَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٢٦﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٢٧﴾ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغٰى

وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٣٤﴾ اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٣٥﴾

জান্নাতী লোকদের বৈশিষ্ট্য সমূহ

২২-২৮. তবে মুসল্লিগণ (সাধারণত এমন হয় না। বরং) তারা নিয়মিত সালাত আদায় করে, তাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অংশ নির্ধারিত থাকে, তারা বিচার দিবস বিশ্বাস করে আর প্রভুর আযাবকে ভয় করে, (কারণ তারা জানে) তাদের প্রভুর আযাব নিরাপদ নয়।

২৯-৩১. তারা নিজেদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তবে নিজের স্ত্রীগন এবং মালিকানাধীন দাসীগন (থেকে হেফাজত করতে হবে না, কারণ এদের সাথে যৌনাঙ্গের ব্যবহার) নিন্দনীয় নয়। (যৌন মিলনের জন্য) যারা এদেরকে ছাড়া অন্য লোক/অন্য কিছু (যেমন সমলিঙ্গ, সেক্স রোবট বা কৃত্রিম অন্যকিছু) তালাশ করবে তারা-ই সীমালঙ্ঘনকারী।

৩২-৩৫. তারা তাদের আমানত এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, সাক্ষ্য দানে অটল থাকে আর সালাতের হেফাজত করে। (যারা এসব কাজ করে) তারা-ই জান্নাতে সম্মানিত হবে।

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿٣٧﴾ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَ الْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَ يَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

দুনিয়ায় আত্মপ্রতারণা আর আখেরাতে কঠিন অবস্থা

৩৬-৩৮. কাফিরদের কি হলো? কেন তারা ডান বাম (সবদিক) থেকে দলে দলে তোমার দিকে ছুটে আসছে? তাদের সবাই কি আশা করেছে যে তাদেরকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে..?

৩৯. না.., (তাদের এ আশা পূর্ণ হবার নয়) আমরা তাদেরকে যা দিয়ে/যে কারণে সৃষ্টি করেছি এটা তাদের জানা আছে। (আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদাত করার জন্য আর বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম ইবাদাত। সুতরাং যে ব্যক্তি এমনভাবে ইবাদাত করবে না সে শুধু ইসলাম গ্রহণ করলে-ই জান্নাতে চলে যাবে এমন আশা করা আত্মপ্রতারণার শামিল।)

৪০-৪১.(হে মানুষ!) শোনো! উদয়স্থল এবং অস্তস্থলসমূহের মালিকের কসমঃ আমরা (আল্লাহ)

অবশ্যই সক্ষম। (আমার ইবাদাত না করার কারণে তাদের ধ্বংস করে দিয়ে) তাদের বদলে এরচেয়ে উত্তম জাতি গঠনে আমি অক্ষম নই।

৪২-৪৪. সুতরাং তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা খেল-তামাশা করতে থাকুক। আর এভাবে-ই তারা প্রতিশ্রুত দিবসের সম্মুখীন হবে। সেদিন তারা খুব দ্রুত কবর থেকে বেরিয়ে এসে (সবাই এক দিকে ছুটতে থাকবে,) যেন সবাই কোনো (নির্ধারিত) মিনারের দিকে ছুটে চলছে। তখন তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে এবং লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। আর এটা-ই হলো তাদের প্রতিশ্রুত দিন।

সূরাহ নূহ ৭১ سورة نوح

নূহ একজন নবীর নাম। নূহ আঃ পৃথিবীর প্রথম রাসূল। এ সূরায় নূহ আঃ এর দাওয়াত, জাতীয় নেতাদের প্রতিক্রিয়া, নূহ আঃ এর দোয়া এবং আল্লাহর আযাবের কথা আলোচিত হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ নাহলের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ২৮টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١﴾ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢﴾ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿٣﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহী'ম

১. নিশ্চয় আমরা নূহকে তার জাতির কাছে পাঠালাম (এবং তাকে বলে দিলাম) যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার আগে-ই তোমার জাতিকে সাবধান করে দাও।

২-৩. সে বললঃ হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সাবধানকারী (তথা রাসূল হয়ে এসেছি।) তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করো, আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো এবং (সামাজিক ও রাজনৈতিক সহ দ্বীনি ও দুনিয়াবি সকল ব্যাপারে) আমার আনুগত্য করো।

৪. (তোমরা এমন করলে) তিনি তোমাদের পাপসমূহ মাফ করে দেবেন। আর (শোনো!) তিনি নির্ধারিত সময় (তথা মৃত্যু) পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন (সুতরাং মৃত্যু আসার আগে তাওবাহ করে নিলে তোমাদের অতীতের সকল পাপ তিনি মাফ করে দেন। আর শোনো) আল্লাহর নির্ধারণ করা সময় এসে গেলে আর কোনো অবকাশ দেয়া হবে না। যদি তোমরা (বিষয়টি সম্পর্কে) জানতে পারতে।

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡ دَعَوۡتُ قَوۡمِیۡ لَیۡلًا وَّ نَهَارًا ﴿۵﴾ فَلَمۡ یَزِدۡهُمۡ دُعَآءِیۡۤ اِلَّا فِرَارًا ﴿۶﴾ وَ اِنِّیۡ كُلَّمَا دَعَوۡتُهُمۡ
لِتَغۡفِرَ لَهُمۡ جَعَلُوۡۤا اَصَابِعَهُمۡ فِیۡۤ اٰذَانِهِمۡ وَ اسۡتَغۡشَوۡا ثِیَابَهُمۡ وَ اَصَرُّوۡا وَ اسۡتَكۡبَرُوا اسۡتِكۡبَارًا ﴿۷﴾ ثُمَّ
اِنِّیۡ دَعَوۡتُهُمۡ جِهَارًا ﴿۸﴾ ثُمَّ اِنِّیۡۤ اَعۡلَنۡتُ لَهُمۡ وَ اَسۡرَرۡتُ لَهُمۡ اِسۡرَارًا ﴿۹﴾ فَقُلۡتُ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ؕ
اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ﴿۱۰﴾ یُّرۡسِلِ السَّمَآءَ عَلَیۡكُمۡ مِّدۡرَارًا ﴿۱۱﴾ وَّ یُمۡدِدۡكُمۡ بِاَمۡوَالٍ وَّ بَنِیۡنَ وَ یَجۡعَلۡ
لَّكُمۡ جَنّٰتٍ وَّ یَجۡعَلۡ لَّكُمۡ اَنۡهٰرًا ﴿۱۲﴾ مَا لَكُمۡ لَا تَرۡجُوۡنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿۱۳﴾ وَ قَدۡ خَلَقَكُمۡ اَطۡوَارًا
﴿۱۴﴾ اَلَمۡ تَرَوۡا كَیۡفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ﴿۱۵﴾ وَّ جَعَلَ الۡقَمَرَ فِیۡهِنَّ نُوۡرًا وَّ جَعَلَ
الشَّمۡسَ سِرَاجًا ﴿۱۶﴾ وَ اللّٰهُ اَنۡۢبَتَكُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ نَبَاتًا ﴿۱۷﴾ ثُمَّ یُعِیۡدُكُمۡ فِیۡهَا وَ یُخۡرِجُكُمۡ
اِخۡرَاجًا ﴿۱۸﴾ وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الۡاَرۡضَ بِسَاطًا ﴿۱۹﴾ لِّتَسۡلُكُوۡا مِنۡهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿۲۰﴾

নূহ আঃ এর দাওয়াত এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ

৫-৬. (নূহ আঃ সাড়ে নয় শত বছর দাওয়াত দিলেন, কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করলো না। তখন) নূহ বললঃ হে রাব্ব! আমি আমার জাতিকে রাতদিন দাওয়াত দিয়েছি, আমার দাওয়াত তাদের পলায়ন-ই বৃদ্ধি করেছে। (মানে আমি যত দাওয়াত দেই তারা ততবেশী আমার থেকে পালিয়ে যায়।)

৭. আমি যখন-ই আপনার মাগফিরাতের দিকে তাদেরকে আহ্বান করেছি; তারা কানে আঙ্গুল দিয়েছে এবং কাপড় দিয়ে নিজেকে ঢেকে দিয়েছে, তারা বারবার এমন করেছে, তারা চরম অহমিকায় মেতে রয়েছে।

৮-১২. আমি তাদেরকে উচ্চস্বরে (উন্মুক্ত) দাওয়াত দিয়েছি, প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, গোপনে দাওয়াত দিয়েছি। আমি বলেছিঃ তোমরা প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে নিয়মিত বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ধনে ও জনে তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন, তৈরি করে দেবেন শস্যক্ষেত আর প্রবাহিত করবেন নহর।

১৩-১৪. তোমাদের কি হলো..? কেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিচ্ছ না? অথচ তিনিই তোমাদেরকে ধাপে ধাপে সৃষ্টি করেছেন।

১৫-১৬. তোমরা কী লক্ষ্য করো না? আল্লাহ কেমন করে স্তরে স্তরে সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন, তিনি চাঁদকে করেছেন আলোকময় আর সূর্যকে প্রদীপ।

১৭-১৮. তিনি ধাপে ধাপে মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন (মাটি থেকে গাছ, গাছ থেকে ফল, ফল থেকে খাদ্য, খাদ্য থেকে রক্ত, রক্ত থেকে বীর্য, বীর্য থেকে মানুষ), আবার মাটিতে ফিরিয়ে নেবেন এবং (পুনরুত্থান কালে) আবার এ মাটি থেকে-ই তোমাদেরকে বের করে আনবেন।

১৯-২০. তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন তোমাদের জন্য, যেন তোমরা উন্মুক্ত পথে চলাফেরা করতে পারো।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে পৃথিবীর উপরে বিছানো আছে মাটির আবরণ। যাকে পৃথিবীর

ত্বক বা চামড়া বলা হয়। এ ত্বক অনেকটা কার্পেটের মত এবং প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর। বিষয়টি সম্পর্কে একটু ভালো করে জানতে দেখুন সূরাহ যারিয়াত (৫১/৪৭-৪৮) সেখানে চিত্রসহ দেওয়া আছে।

قَالَ نُوحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَ اتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَ وَلَدُهٗۤ اِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَ مَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَ قَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا وَّ لَا يَغُوْثَ وَ يَعُوْقَ وَ نَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَ قَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٢٤﴾ مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿٢٥﴾ وَ قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَ لَا يَلِدُوْۤا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

নূহ আ.এর বদ-দোয়া এবং আল্লাহর আযাব

২১. নূহ বললঃ হে রাব্ব! তারা (জনতা) আমার অবাধ্য হয়ে গেছে এবং এমন লোকের (নেতার) আনুগত্য করছে যার সন্তান ও সম্পদ (তথা ক্ষমতা) তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে,

২২-২৩. তারা (ওইসব নেতারা ইসলামের বিরুদ্ধে) বারবার চক্রান্ত করছে, ষড়যন্ত্র করছে এবং (জনতাকে) বলছেঃ তোমরা তোমাদের খোদাদেরকে ছেড়ে যেও না। ওয়াদ, সুয়া'দ, ইয়াগূ'ছ, ইয়াউ'ক্ব ও নাসরকে ছেড়ে যেও না। (এসব তাদের মনগড়া খোদার নাম)

২৪-২৫. তারা (ওই নেতারা ইতোমধ্যে-ই) অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। (হে রাব্ব!) ওই পাপিষ্ঠদের বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দাও। পাপের সাজা হিসেবে তাদেরকে ডুবিয়ে মারো এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো, তারা যেন কোনো সাহায্যকারী খুঁজে না পায় আল্লাহ ছাড়া।

২৬-২৭. নূহ আরও বলেছেঃ হে রাব্ব! পৃথিবীতে কাফিরদের একটি ঘরও অবশিষ্ট রেখো না, (ঘরবাড়ীসহ তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দাও। কারণ) যদি তাদেরকে ছেড়ে দাও তবে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং পাপিষ্ঠ আর কাফির ছাড়া কোনো (নেক) সন্তান জন্ম দেবে না।

২৮. হে রাব্ব! আমাকে, আমার বাবা-মাকে এবং যারা ঈমান এনে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদেরকে তথা ঈমান গ্রহণকারী সকল পুরুষ ও নারীকে মাফ করে দাও। আর পাপিষ্ঠদের ধ্বংসকে আরো বাড়িয়ে দাও।

জ্ঞাতব্যঃ নূহ আ. এমন কঠিন ভাষায় বদ-দোয়া করার পর শুরু হলো আল্লাহর আযাব তথা বিশ্বব্যাপী মহাপ্লাবন। প্লাবনে ঘরবাড়ীসহ তাদের সবাই ধ্বংস হয়ে গেল আর বাকি থাকলো শুধু-ই ইমানদারগণ। নূহ আ. এমন কঠিন ভাষায় বদ-দোয়া করার কারণঃ আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তোমার জাতির আর কোনো মানুষ ঈমান আনবে না। (দেখুন সূরাহ হুদঃ ৩৬)

সূরাহ জিন্ন ৭২ سورة الجن

জিন্ন অর্থ জিন্ন জাতি। জিন্ন আল্লাহর সৃষ্টি। এ সূরায় জিন্নদের কথা বলা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ আ'রাফের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ২৮টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ﴿٢﴾ وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَّ اَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَّ اَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ﴿٧﴾ وَّ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شُهُبًا ﴿٨﴾ وَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾ وَّ اَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾ وَّ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾ وَّ اَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَ لَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ﴿١٢﴾ وَّ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّ لَا رَهَقًا ﴿١٣﴾ وَّ اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَ مِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَ اَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَّ اَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَ مَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَّ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿١٨﴾ وَّ اَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾ قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَ لَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٠﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

শয়তানদের জন্য মহাকাশ নিষিদ্ধ, জিন্নদের কুরআন শ্রবন, ঈমান গ্রহণ এবং দাওয়াতী কাজ

পটভূমিঃ মূসা আঃএর আগমন ঠেকাতে ফেরাউন বানী-ইসরাঈলের ছেলেদের হত্যা করেছিল। ইবরাহীম আঃএর জন্ম ঠেকাতে দেশের নারী পুরুষদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল নমরূদ। তারা উভয়ে-ই এসব তথ্য পেয়েছিল তাদের

জ্যোতিষীদের মাধ্যমে।

তখনকার দিনে জ্যোতিষীদের কথা সত্য হত। কারণ শয়তান একদল দক্ষ গোয়েন্দা জিন্নকে নিয়োগ দিয়েছিল। যারা আকাশে আরোহণ করে ফিরিস্তাদের কাছ থেকে তথ্য চুরি করত। ফিরিস্তাদের দায়িত্ব বণ্ঠন হয় মৌখিকভাবে। ইবলিসের গোয়েন্দা দল আকাশে গিয়ে এসব কথা শুনে এসে রিপোর্ট করত। আর শয়তান এসব তথ্য জ্যোতিষীদের জানিয়ে দিত। তখন জ্যোতিষীরা মানুষকে বলত। এতে শয়তানের লাভ ছিল মানুষকে জ্যোতিষী নির্ভর করে ঈমানহারা করা।

কিন্তু এক সময় আকাশে পাহারা বসে গেল। এখন শয়তানরা আর উপরে যেতে পারে না। কেউ হঠাৎ চলে গেলে তার উপর অগ্নি বর্ষণ করা হয়, ফিরিস্তা তার উপর ছুঁড়ে মারে আগুনের ক্ষেপণাস্ত্র। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় উল্কাপিন্ড।

হঠাৎ এমন পরিবর্তনে শয়তানের গোয়েন্দা দল হতভম্ব হয়ে গেল। তারা ইবলিসের কাছে রিপোর্ট করলো। ইবলিস তখন বিশ্বব্যাপী তদন্ত দল পাঠিয়ে দিল এবং আদেশ জারি করলোঃ খোঁজ নিয়ে দেখ দুনিয়াতে কি পরিবর্তন ঘটেছে, কি কারণে আমাদের আকাশ ভ্রমণ বন্ধ হয়ে গেছে?

আরবের প্রসিদ্ধ মেলা "উকাজ মেলা"। বছরের নির্ধারিত দিনে দূরদূরান্ত থেকে লোকজন এসে উকাজে জমা হত। রাসূল সাঃ মেলায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ভাবলেনঃ মেলায় অনেক লোক জড় হবে, তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো যাবে। ঘটনাটি উল্লেখ করে বর্ণিত হচ্ছেঃ

ইবন আব্বাস রাঃ বলেনঃ একদল সাহাবা সঙ্গে নিয়ে রাসূল সাঃ উকাজ যাচ্ছিলেন। এদিকে আকাশ থেকে শয়তানদের তথ্য সংগ্রহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাদের উপর অগ্নি বর্ষণের ঘটনা ঘটলো। শয়তানরা (ইবলিসের কাছে) ফিরে গেল। সে বললঃ কি হয়েছে? তারা বললঃ আকাশ থেকে তথ্য সংগ্রহ বন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের উপর অগ্নি বর্ষণ করা হচ্ছে। ইবলিস বললঃ আচ্ছা, আকাশ থেকে তথ্য সংগ্রহ বন্ধ হয়ে গেছে? নিশ্চয় নতুন কিছু ঘটেছে। পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সারা দুনিয়া তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখ, দুনিয়াতে এমন কি ঘটেছে? যে কারণে আমাদের আকাশ অভিযান বন্ধ হয়ে গেছে।

ইবন আ'ব্বাস রাঃ বলেনঃ শয়তানের যে তদন্ত দলটি তিহামার (আরবের) দিকে এসেছিল তারা "নাখলাহ" নামক স্থানে রাসূল সাঃকে পেয়ে গেলো। তিনি তখন উকাজ যাবার পথে সাহাবাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। রাসূলের তিলাওয়াত শুনে তারা চুপ হয়ে গেল এবং খুব গুরুত্ব সহকারে শুনতে লাগলো। তারা বুঝতে পারলঃ আকাশের তথ্য সংগ্রহে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে এটা এজন্য-ই। জিন্ন দল কুরআন শুনে ঈমান আনলো এবং জাতির কাছে গিয়ে দাওয়াত দিল। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছেঃ (দেখুন বুখারীঃ ৪৫৫৬, তাফসীর অধ্যায়)

১-৫. (হে নবী! সবাইকে) বলে দাওঃ আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছেঃ একদল জিন্ন মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শুনেছে এবং (তাদের জাতির কাছে গিয়ে) বলেছেঃ আমরা এক আজীব কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথের দিশা দেয় এবং আমরা এতে ঈমান এনেছি। সুতরাং আমরা প্রভুর সাথে অন্যকে শরীক করি না। আমাদের প্রভু সুমহান মর্যাদার অধিকারী। তিনি স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেন না। তথাপিও আমাদের কিছু নির্বোধ আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যাচার করে থাকে। যদিও আমাদের ধারণা ছিলঃ মানুষ বা জিন্ন আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে না।

৬-৭. কিছু মানুষ জিন্নদের কাছে সুরক্ষা কামনা করে, ফলে তাদের ঔদ্বত্য আরও বেড়ে যায়। তোমাদের মত তারাও মনে করেঃ আল্লাহ কাউকে পুনরায় জীবিত করবেন না।

৮-১০.(ইদানিং) আকাশ ভ্রমণকালে আমরা সেখানের সর্বত্র কঠোর পাহারা এবং অগ্নি স্ফুলিঙ্গ (উল্কাপিন্ড) দেখতে পাচ্ছি। (অথচ ফিরিস্তা থেকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য) ইতোপূর্বে আমরা

আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে ওঁত পেতে থাকতাম (তখন কিছুই হত না) আর এখন শুনতে গেলে জ্বলন্ত গুলির (উল্কাপিন্ডের) সম্মুখীন হতে হয়। আসলে আমরা জানি না এটা দুনিয়াবাসীর জন্য অকল্যাণকর, না কি তাদের কল্যাণের জন্যই প্রভু এমনটি করেছেন?

১১-১৩. আমাদের কিছু ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ আর কিছু ব্যক্তি অন্যরকম হয়ে থাকে। আমরা নানান জন নানান পথের অনুসারী। এখন আমাদের বিশ্বাস হয়ে গেছেঃ এ যমীনে আমরা কেউ-ই আল্লাহকে (আল্লাহর সিদ্ধান্তকে) প্রতিহত করতে পারব না এবং (আল্লাহর পাকড়াও থেকে) পালিয়েও যেতে পারব না। তাই যখন এ হুদা (আল-কুরআন) শুনেছি তখন-ই ঈমান এনেছি। কারন যে ব্যক্তি প্রভুর প্রতি ঈমান আনলো, তার ক্ষতি বা অকল্যাণের আশংকা নেই।

১৪-১৫. আমাদের কিছু ব্যক্তি মুসলিম (তথা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী) আর কিছু পাপিষ্ঠ। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে সে মুক্তির পথ পেয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যারা পাপিষ্ঠ তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে।

১৬. (আল্লাহ বলছেন) তারা (মানুষ) যদি সঠিক পথে অবিচল থাকত তবে আমি নিয়মিত পানি দিয়ে তাদেরকে (খাদ্য উৎপাদনে) সমৃদ্ধ করে দিতাম।

১৭. (দুনিয়ার জীবন) পরীক্ষার জন্য, যে ব্যক্তি প্রভুর যিকর (আল-কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে তিনি তাকে কঠিন আযাবে পতিত করবেন। (সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইবাদাত আর জীবনের উদ্দেশ্য পরীক্ষা)

১৮. সকল ইবাদাতের একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ। তাই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদাত করবে না।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

১৯. বান্দা (মুহাম্মাদ) যখন আল্লাহকে ডাকতে (নামাযে) দাঁড়িয়েছিল তখন তারা (জিন্নরা) তার কাছে জড় হলো। (এবং কুরআন শুনে ঈমান গ্রহণ করলো)

২০. (হে নবী! সবাইকে) বলে দাওঃ আমি শুধু রাব্বকে-ই ডাকি। আমি তাঁর সাথে শিরক করি না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ শিরক সবচেয়ে বড় মহাপাপ। যে ব্যক্তি শিরক করে সে মুশরিক হয়ে যায়। মুশরিক আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত। মুশরিক চির জাহান্নামী। কোনো মুসলিম শিরক করলে তাঁর ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কিন্তু ঈমান আনা সত্ত্বেও অনেক মানুষ-ই শিরকে জড়িয়ে পড়ে। (দেখুন সূরাহ ইউসুফঃ ১০৬) (শিরক সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র শিরক অধ্যায়)

قُلْ اِنِّیْ لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا رَشَدًا ﴿۲۱﴾ قُلْ اِنِّیْ لَنْ یُّجِیْرَنِیْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّ لَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿۲۲﴾ اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِسٰلٰتِهٖ ؕ وَ مَنْ یَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ﴿۲۳﴾ حَتّٰۤی اِذَا رَاَوْا مَا یُوْعَدُوْنَ فَسَیَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّ اَقَلُّ عَدَدًا ﴿۲۴﴾ قُلْ اِنْ اَدْرِیْۤ اَقَرِیْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ یَجْعَلُ لَهٗ رَبِّیْۤ اَمَدًا ﴿۲۵﴾ عٰلِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ یَسْلُكُ مِنْۢ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿۲۷﴾ لِّیَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَیْهِمْ وَ اَحْصٰی كُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا ﴿۲۸﴾

রাসূলগণের ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং আল্লাহর তদারকি

২১. (হে নবী! সবাইকে) বলে দাওঃ আমি তোমাদের ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা রাখি না, হেদায়াত করারও ক্ষমতা রাখি না।

হেদায়াত পরিচিতিঃ হেদায়াত শব্দটি সাধারণত ২টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা...

- ❖ সৎপথে পরিচালিত করে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া। আর এ ধরণের হেদায়াত আল্লাহ ছাড়া অন্য কেও করতে পারে না।
- ❖ পথের দিশা দেওয়া বা সৎপথ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া। আর এ ধরণের হেদায়াত নবী, রাসূল ও মুঅমিনদের দায়িত্ব।

উল্লেখ্য আল-কুরআন যেহেতু আল্লাহর কালাম। তাই আল-কুরআন তার পাঠকদের জন্য উভয় প্রকার হেদায়াতের মাধ্যম হয়ে তাকে। আল-কুরআন মুত্তাক্বীদেরকে সৎপথে পরিচালিত করে জান্নাতে পৌঁছে দেয়, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ২য় আয়াতে। আর সকল পাঠককে হেদায়াতের পথ বাতলে দেয়, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ১৮৫ তম আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতে।

২২. (হে নবী! সবাইকে) বলে দাওঃ (আমি যদি পাপ করি তবে) কেউ আমাকে আল্লাহ থেকে বাঁচাতে পারবে না। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আশ্রয়ও আমি খুঁজে পাব না।

২৩. তবে আল্লাহর বাণী এবং রিসালাত পৌঁছে দেয়া-ই (আমার বাঁচার একমাত্র উপায়)। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে গেলো (সে কুফর করলো। তাই) তার তরে জাহান্নামের আগুন অবধারিত হয়ে যায়, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

২৪. (কুফরের ফলে) যে আযাবের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে তারা যখন এটা স্বচক্ষে দেখতে পাবে তখন ঠিক-ই বুঝতে পারবেঃ কার সাহায্যকারী দুর্বল আর কে সংখ্যালঘু।

২৫. (হে নবী! সবাইকে) বলে দাওঃ আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত (আযাব) অতি নিকটে, না

কি প্রভু এজন্য দীর্ঘ মেয়াদ ঠিক করে রেখেছেন?

২৬-২৮. তিনি হলেন (দৃশ্য) অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী। তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে যে রাসূলকে (যতটুকু) খুশী (অবহিত করেন।) কারণ রাসূলের সামনে পিছনে নিয়োজিত থাকে তার প্রহরী। রাসূলগণ তাদের রিসালাতের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছেন কি না; এটা জানার (প্রমাণ করার) জন্য তিনি তাদেরকে তদীয় জ্ঞানের আওতাধীন রেখেছেন। তিনি সবকিছুর হিসাব রাখেন।

সূরাহ মুযযাম্মিল ৭৩ سورة المزمل

মুযযাম্মিল অর্থ কম্বলে আবৃত ব্যক্তি। এ সূরার ১ম আয়াতে রাসূল সা.কে সম্বোধন করতে মুযযাম্মিল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ক্বালামের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ২০টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿٣﴾ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ﴿٤﴾ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿٥﴾ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا ﴿٦﴾ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ﴿٧﴾ وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ﴿٨﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ﴿٩﴾ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿١٠﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

রাতের ইবাদাত, রাসূল সা. এর দায়িত্ব এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করা

১-৪. হে মুযযাম্মিল! (কম্বল মোড়িয়ে ঘুমিয়ে আছ কেন?) তুমি রাতে দাঁড়িয়ে থাকবে (সালাত আদায় করবে) তবে সামান্য ঘুমাতে পারবে, অর্ধেক রাত বা আরও কম ঘুমাবে অথবা এর চেয়ে একটু বেশী। আর (সালাতে) কুরআন পড়বে তারতীল সহকারে (তথা স্পষ্ট উচ্চারণে থেমে থেমে। ইসলামের সূচনাতে রাত জেগে সালাত আদায় করা রাসূল সাঃ এর উপর ফরজ ছিল। (দেখুনঃ কুরতুবী) কিন্তু পরে এটাকে নফল করে দেওয়া হয়েছে (দেখুন সূরাহ ইসরাঃ ৭৯)

৫. আমি তোমার উপর যে বাণী অবতীর্ণ করছি এটা (তথা এ বাণী যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া) বড়-ই ভারীকাজ। (তাই এজন্য তোমাকে কঠিন সাধনা করতে হবে।)

৬. নিশ্চয় রাত্রী জাগরণ (রাতের সালাত) প্রবৃত্তি দমনে অধিক সহায়ক এবং উত্তম বাক্য প্রয়োগে অধিক অনুকূল হয়।

৭. দিনে তোমাকে দীর্ঘক্ষণ সাঁতার কাটতে হয় (তথা কূল-কিনারাবিহীনভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এখানে কঠোর পরিশ্রম বুঝাতে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে "সাবহ" অর্থ সাঁতার কাটা। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দ্বীনের কাজ করাকে সাঁতারের সাথে তুলনা করা হয়েছে)

৮-১০. (শত ব্যস্ততা এবং হাজারো বালা-মুসীবতেও) তোমার প্রভুর নাম স্মরণ রাখবে এবং তার দিকে (তথা দ্বীনের কাজে) একনিষ্ঠভাবে এগিয়ে যাবে। (মনে রাখবে) পূর্ব এবং পশ্চিমের (তথা এ মহাবিশ্বের) তিনি-ই প্রভু। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং ওয়াকীল (অভিভাবক, ক্ষমতাধর, নীতি নির্ধারক, নির্ভরযোগ্য) হিসেবে শুধু তাকে-ই গ্রহণ করবে। আর (দ্বীনের কাজ করতে গেলে) লোকজন যা বলবে এতে সবর করবে এবং সুন্দরভাবে এসব উপেক্ষা করে চলবে।

وَ ذَرْنِیْ وَ الْمُكَذِّبِیْنَ اُولِی النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِیْلًا ﴿۱۱﴾ اِنَّ لَدَیْنَاۤ اَنْكَالًا وَّ جَحِیْمًا ﴿۱۲﴾ وَّ طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّ عَذَابًا اَلِیْمًا ﴿۱۳﴾ یَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَ الْجِبَالُ وَ كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِیْبًا مَّهِیْلًا ﴿۱۴﴾

যারা কুরআনের বিধান আর নবীর আদর্শ মেনে চলে না তাদের পরিণাম

১১. যারা আমার নিয়ামত (দ্বীন, নবী ও কুরআন) পেয়েও (এসব মেনে চলতে) অস্বীকার করে তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে সামান্য অবকাশ দাও।

১২-১৩. নিশ্চয় আমার কাছে আছে শক্ত বেড়ী, জ্বলন্ত আগুন, কাঁটাযুক্ত খাবার এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (কিয়ামতের পর তারা এসবের সম্মুখীন হবে)

১৪. (যেদিন কিয়ামত সংঘঠিত হবে) সেদিন পৃথিবী এবং পাহাড়সমূহ প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে আর পর্বতগুলো ধূলার মত উড়ে যাবে।

اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَیْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَیْكُمْ كَمَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴿۱۵﴾ فَعَصٰی فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِیْلًا ﴿۱۶﴾ فَكَیْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ یَوْمًا یَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِیْبَا ﴿۱۷﴾ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿۱۸﴾

রাসূলের অবাধ্যতার পরিণতি

১৫-১৬. (হে মানুষ!) আমি তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি তোমাদের উপর সাক্ষ্য হিসেবে। যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের কাছে। ফেরাউন সে রাসূলের অবাধ্য হয়েছিল, ফলে তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করেছিলাম। (সুতরাং তোমরাও যদি রাসূলের অবাধ্য হও তবে তোমাদেরকেও সমান পরিণতি ভোগ করতে হবে।)

১৭-১৮. তোমরা যদি কুফর করো তবে সেদিন কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবে? যেদিন (আযাবের ভয়াবহতায়) কিশোরকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে। যেদিন আকাশ ভেঙ্গে যাবে এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে।

কুফর পরিচিতিঃ কুফর অর্থ অমান্য করা, অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা, গোপন করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা, ইত্যাদি। সে মতে আল্লাহর কোনো বিধান অথবা আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য গোপন করা, অমান্য করা, অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা, ইত্যাদি হলো কুফর, আল্লাহর কোনো বিধান বা আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য নিয়ে উপহাস করা এবং যাদু করাও কুফর। রাসূল সা.কে গালি দেওয়া, রাসূলকে অসম্মান

করা অথবা রাসূলের আদেশের অবাধ্য হওয়াও কুফরের শামিল। কোনো মুসলিম যদি কুফর করে তবে তাঁর ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿١٩﴾

আল-কুরআনের পথ-ই আল্লাহর পথ, কুরআনের বিপরীতে যা আছে সব বিভ্রান্তি

১৯. নিশ্চয় এটা (এ কুরআন) এক মহাস্মরণিকা। সুতরাং যার ইচ্ছা (এ কুরআনের বিধান মত চলে) প্রভুর পথ গ্রহণ করুক। (আল-কুরআনের পথ-ই আল্লাহর পথ। আল-কুরআনের বিপরীতে যত পথ আছে সব মনগড়া, মানবরচিত তথা শয়তানের পথ।)

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَىِ الَّيْلِ وَ نِصْفَهٗ وَ ثُلُثَهٗ وَ طَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَ اللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَ اٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَ اٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

রাতে ঐচ্ছিক সালাতের বিধান

২০. (হে নবী!) তোমার প্রভু অবশ্যই জানেনঃ তুমি (সাধারণত) রাতের দুই তৃতীয়াংশ, (কখনো) অর্ধেক রাত, (কখনো) রাতের এক তৃতীয়াংশ (সালাতে) দাঁড়িয়ে থাকো। তোমার সঙ্গে আরও কিছু মানুষও (এভাবে সালাত আদায় করে।) আসলে রাত দিন আল্লাহ-ই নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন (ভবিষ্যতে) তোমরা (মুসলিমরা) এটা ধরে রাখতে পারবে না। তাই তিনি তোমাদেরকে (রাত জেগে ইবাদাত করার ব্যাপারটি) মাফ করে (তথা সহজ করে) দিয়েছেন। (এখন থেকে) কুরআনের যেখান থেকে যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ হবে তোমরা ততোটুকু-ই পড়বে। আল্লাহ জানেন তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকবে, কেউ জীবিকার সন্ধানে যমীনে সফর করবে, কেউ থাকবে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত। তাই (ফরজ নফল সকল সালাতেই) যেখান থেকে/যতটুকু কুরআন পড়া তোমাদের জন্য সহজ হবে তোমরা ততোটুকু-ই পড়বে। তোমরা (ফরজ) সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহকে ঋণ দেবে (আর এটাই হলো) উত্তম ঋণ। তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) নিজের জন্য যেসব কল্যাণ (সৎকাজ/নেকী) পাঠাবে (পরকালে) সব আল্লাহর কাছে হাজির পাবে। তিনি সর্বোৎকৃষ্ট, মহা-পুরস্কার দাতা। তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

আইন ও বিধানঃ সালাতে কুরআন থেকে কিছু পাঠ করা ফরজ। আল-কুরআনের যে কোনো জায়গা থেকে যতটুকু

ইচ্ছা পাঠ করলেই ফরজ আদায় হয়ে যায়।

ফিকহ বিশ্লেষণঃ হানাফী ফিক্বহ মতে সালাতে আল-কুরআন থেকে কমপক্ষে সাধারণ এক আয়াত আর ছোট আয়াত হলে ৩ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতে হয়। শারহি বিক্বায়াহ নামক হানাফী ফিক্বহের প্রসিদ্ধ কিতাবে বলা হয়েছে "আল-কুরআনের সবচেয়ে ছোট আয়াত ৫ অক্ষর সম্বলিত। তাই আল-কুরআন ১৫ অক্ষর সমান পাঠ করলেই ফরজ ক্বিরাত আদায় হয়ে যাবে।

সূরাহ মুদ্দাছছির ৭৪ سورةالمدثر

মুদ্দাচ্ছির অর্থ চাদরে আবৃত ব্যক্তি। এ সূরার শুরুতে নবী সা.কে মুদ্দাচ্ছির বলে সম্বোধন করা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ মুযযাম্মিলের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৫৬টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَاَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَ
لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾ فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ ﴿٨﴾ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ
﴿٩﴾ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ﴿١٠﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল্লাহর দেওয়া কয়েকটি আদেশ/উপদেশ

পটভূমিঃ জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেনঃ আমি রাসূল সাঃকে বলতে শুনেছিঃ ওহী নাযিলের সূচনার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ একদা আমি (মক্কার পাশে এক পাহাড়ি এলাকা দিয়ে) হেঁটে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আকাশের দিক থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলাম। আমি মাথা তুলে তাকালাম। দেখি হেরা গুহায় আমার কাছে যে ফিরিস্তা এসেছিলেন তিনি আসমান ও যমীনের মাঝে এক ঝুলন্ত চেয়ারে বসে আছেন। আমি ভয় পেয়ে ঘরে চলে এলাম এবং বললামঃ আমাকে কম্বল দিয়ে ডেকে দাও, আমাকে কম্বল দিয়ে ডেকে দাও। তারা আমাকে চাদর দিয়ে ডেকে দিল। তখনই নাযিল হলোঃ (বুখারীঃ ৪৫৬০)

১-৫. হে মুদ্দাচ্ছির! উঠো! (আল্লাহর দ্বীন না মানার পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে) সাবধান করো, তোমার প্রভুর তাকবীর (মহত্ত্ব ঘোষণা) করো, তোমার পোশাক পবিত্র করো এবং সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা থেকে দূরে থাকো।

৬. (মানুষ থেকে) অধিক পাওয়ার জন্য (কারো প্রতি) করুণা করো না (কারো প্রতি করুণা করবে শুধুই আখেরাতে ফল পাবার জন্য, দুনিয়ায় প্রতিদান পাবার জন্য নয়।)

৭. তোমার প্রভুর জন্য (কাজ করতে গিয়ে আগত মুসীবতে) সবর করো, (যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকার নাম সবর)

৮-১০. যেদিন শিঙ্গা ফুঁকা হবে, কাফিরদের জন্য দিনটি বড়-ই কঠিন হবে, মোটেই সহজ হবে না।

ذَرْنِیْ وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِیْدًا ﴿۱۱﴾ وَّ جَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ﴿۱۲﴾ وَّ بَنِیْنَ شُهُوْدًا ﴿۱۳﴾ وَّ مَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِیْدًا ﴿۱۴﴾ ثُمَّ یَطْمَعُ اَنْ اَزِیْدَ ﴿۱۵﴾ كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰیٰتِنَا عَنِیْدًا ﴿۱۶﴾ سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ﴿۱۷﴾ اِنَّهٗ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ ﴿۱۸﴾ فَقُتِلَ كَیْفَ قَدَّرَ ﴿۱۹﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَیْفَ قَدَّرَ ﴿۲۰﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿۲۱﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ﴿۲۲﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ ﴿۲۳﴾ فَقَالَ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ یُّؤْثَرُ ﴿۲۴﴾ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿۲۵﴾ سَاُصْلِیْهِ سَقَرَ ﴿۲۶﴾ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ﴿۲۷﴾ لَا تُبْقِیْ وَ لَا تَذَرُ ﴿۲۸﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿۲۹﴾ عَلَیْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿۳۰﴾ وَ مَا جَعَلْنَاۤ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّ مَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوْا ۙ لِیَسْتَیْقِنَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ یَزْدَادَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اِیْمَانًا وَّ لَا یَرْتَابَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَ لِیَقُوْلَ الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْكٰفِرُوْنَ مَا ذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ یُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ یَّشَآءُ وَ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ ؕ وَ مَا یَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ؕ وَ مَا هِیَ اِلَّا ذِكْرٰی لِلْبَشَرِ ﴿۳۱﴾

যারা কুরআনের সাথে বিরোধ করবে তাদের আযাব দেওয়া হবে সাক্কারে এবং স্বাউদে

১১. তাকে আমার কাছে ছেড়ে দাও যাকে আমি একা সৃষ্টি করেছি,

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াতে যে ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তার নাম ওয়ালিদ বিন মুগীরাহ (খালিদ বিন ওয়ালিদের পিতা।) আরবের মাঝে জ্ঞানী বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ লোকদের অন্যতম ছিল ওয়ালিদ। মুশরিক নেতারা কুরআন সম্পর্কে গবেষণা করে একটি সিদ্ধান্ত দেবার জন্য তাকে দায়িত্ব দিয়েছিল। সে অনেক চিন্তা গবেষণা করে স্থির করেছিল "অবশ্যই এটা আল্লাহর কালাম। এটা কোনো মানুষের কালাম হতে পারে না"। কিন্তু সে ভেবেছিলঃ এমন সিদ্ধান্তের কথা জানালে আদর্শগতভাবে মুসলিমদের কাছে মক্কাবাসী হেরে যাবে। তাই সে বলেছিলঃ এটা মানুষের বানানো, এটা ক্রিয়াশীল যাদু।

১২-১৫. আমি তাকে দিয়েছি অনেক ধনসম্পদ, বিদ্যমান সন্তানাদি, দিয়েছি স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের নানা উপকরণ। তথাপিও সে আরও পেতে লালায়িত।

১৬-১৭. না, (তাকে আর দেওয়া হবে না) সে আমার আয়াতের (কিতাবের) সাথে বিরোধ করেছে। তাই অচিরেই তাকে স্বাউ'দে আরোহণ করাব। (স্বাউ'দ জাহান্নামের একটি অগ্নিপর্বত। কঠিনতম সাজাপ্রাপ্তদেরকে এ পাহাড়ে আরোহণ করানো হবে এবং ওখান থেকে ফেলে দেওয়া হবে। (তাফসীর তাবারী)

১৮-২৩. সে চিন্তা-গবেষণা করলো, সিদ্ধান্ত দিল। সে ধ্বংস হোক, এ কেমন সিদ্ধান্ত দিল। আবার (বলছি) সে ধ্বংস হোক, এ কেমন সিদ্ধান্ত দিল। সে তাকালো, ভ্রূ কুঞ্চিত করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো আর তারপর দম্ভ করলো এবং পিছনে (কুফরে) ফিরে গেল।

২৪-২৫. সে বলেছেঃ এটা (নাকি) ক্রিয়াশীল যাদু, এ কুরআন (নাকি) মানুষের মনগড়া বানানো কথা।

২৬-৩০. (আল্লাহ বলেন) আমি অচিরেই তাকে "সাক্বারে" নিক্ষেপ করব। তুমি জানো "সাক্বার" কি? (সাক্বার হলো এমন এক জাহান্নাম যা) কাউকে রাখবে না, কাউকে ছাঁড়বে না, (সাক্বার স্পর্শ করা মাত্রই) শরীরের চামড়া ঝলসে দেবে। সেখানে থাকবে উনিশ (ফিরিস্তা)।

৩১. আমি জাহান্নামের প্রহরী বানিয়েছি ফিরিস্তাদের এবং তাদের সংখ্যা ঠিক করেছি (১৯) কাফিরদের পরীক্ষার জন্য। যাতে কিতাবধারীদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়, ঈমানদারদের ঈমান আরও বেড়ে যায়, কিতাবধারী মুমিনগণ যেন সংশয়ে না পড়ে। আর কাফির এবং রুগ্ন মনের লোকেরা যেন বলে আল্লাহ এসব বর্ণনা দিয়ে কী বুঝাতে চেয়েছেন..? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে খুশী হেদায়াত করেন এভাবে-ই। তোমার প্রভুর বাহিনীর খবর কেও জানে না তিনি ছাড়া। আর এসব হলো মানুষের জন্য এক মহাস্মরণিকা।

كَلَّا وَ الْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَ الَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَ الصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾
نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ
﴿٣٨﴾ اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿٣٩﴾ فِيْ جَنّٰتٍ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ
فِيْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَ كُنَّا نَخُوْضُ
مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤٦﴾ حَتّٰٓى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ
شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿٤٨﴾

সাক্বারবাসী কারা হবে

৩২-৩৪. না, চাঁদের কসম! রাতের কসম, যখন তার অবসান ঘটে, ঊষার কসম, যখন এটা আলোকময় হয়,

৩৫-৩৭. নিশ্চয় এটা (সাক্বার) হলো বিরাট বড় একটি (জাহান্নাম,) এটা মানুষের জন্য চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি। সুতরাং (এমন হুঁশিয়ারি পাওয়ার পর) তোমাদের যার ইচ্ছা (আল্লাহর দিকে) এগিয়ে আসুক, অথবা (যার ইচ্ছা) পিছনে (কুফরের দিকে) চলে যাক।

৩৮-৪২. প্রত্যেক ব্যক্তি-ই তার কৃতকর্মের যিম্মাদার। (কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না। এ কথাটি ইসলামী আইন ও বিচারের একটি সূত্র। কোনো মানুষের অপরাধের জন্য তার পরিবার বা অন্য কাউকে সাজা দেওয়া যাবে না।) তবে ডানহাতীরা (যারা আমলনামা ডানহাতে পাবে তারা এসব থেকে মুক্ত থাকবে) তারা জান্নাতে (বসে) পাপিষ্ঠদের সাথে কথা বলবে, (বলবে আজ) কেন তোমরা "সাক্বারে" পতিত হলে?

৪৩-৪৭. পাপিষ্ঠরা বলবে..

- ❖ আমরা সালাত আদায় করিনি,
- ❖ মিসকিনকে খাদ্য দান করিনি,

❖ আমরা সমালোচকদের সঙ্গী হয়ে (দ্বীন ও দ্বীনদারদের) সমালোচনায় মেতে থাকতাম,
❖ বিচার দিন অস্বীকার করতাম,

আর এ অবস্থায়ই আমরা চিরসত্য মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছি। (এ ৪টি হলো সাক্বারবাসীদের বদ-স্বভাব।)

৪৮. (তখন তারা কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হবে) কোনো শাফায়াতকারীর শাফায়াত-ই তাদের কোনো কাজে আসবে না।

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٩﴾ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّاۤ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿٥٥﴾ وَ مَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

যারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের অবস্থান

৪৯-৫২. তাদের কী হয়েছে? কেন তারা এ মহাস্মরণিকা (আল-কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? তারা সিংহের মুখ থেকে পালিয়ে যাওয়া ক্ষিপ্ত গাধার মত (উন্মাদ হয়ে গেছে।) তাদের প্রত্যেকেই চায়ঃ সবাইকে একটি করে উন্মুক্ত কিতাব দেয়া হোক।

৫৩. কখনো এমন হবে না। আসল ব্যাপার হলো তারা আখেরাতকে ভয় করে না।

৫৪-৫৫. শুনো! এটা (আল-কুরআন) হলো এক মহাস্মরণিকা। যে চায় এটা গ্রহণ করুক। আর কেউ গ্রহণ করতে পারবে না আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া। তিনি-ই তাকওয়ার অধিকারী এবং তিনিই ক্ষমার অধিকারী।

সূরাহ ক্বিয়ামাহ ৭৫ سورة القيامة

ক্বিয়ামাহ অর্থ কিয়ামত। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ আল-ক্বারিয়া'হর পরে নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৪০টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَاۤ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ﴿١﴾ وَ لَاۤ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ﴿٣﴾ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰۤى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ﴿٤﴾ بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ﴿٥﴾ يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ﴿٦﴾ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾ وَ خَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ﴿٩﴾ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾ يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ

يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ﴿١٤﴾ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ﴿١٥﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

কিয়ামত এবং কিয়ামতকালে মানুষের অবস্থা

পটভূমিঃ বেইমানরা মনে করেঃ কিয়ামত বা পুনরুত্থান বলতে কিছুই নেই এবং এটা সম্ভবও নয়। তাদের যুক্তি হলোঃ আমরা মরে পঁচে মাটিতে মিশে যাবার পর কি করে আবার জীবিত হব? তাদের এ অবাস্তব যুক্তিকে খন্ডন করে নাযিল হয়েছেঃ

১-২. না.., (তাদের কথা সঠিক নয়) আমি কসম করছি কিয়ামত দিবসের এবং (আবারও বলছি) না.., (তাদের কথা সঠিক নয়) আমি কসম করছি তিরস্কারকারী আত্মার (নাফসে লাওয়্যামাহর। নাফস ও ক্বারীন সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফুসসিলাতঃ ২৫)

৩-৪. মানুষ কি মনে করে? তার (বিক্ষিপ্ত) হাড়গুলো আমি জমা করতে পারব না? অবশ্যই (পারব। শুধু হাড় কেন) আমি তার হুবহু আঙ্গুলের ছাপ (অবিকল ফিঙ্গার প্রিন্ট) বানাতেও সক্ষম।

জ্ঞাতব্যঃ মানুষের আঙ্গুলের ছাপ বা ফিঙ্গার প্রিন্ট এক আশ্চর্য বিষয়। দুনিয়াতে এতো মানুষ। কিন্তু কারো আঙ্গুলের ছাপের সাথে অন্যের আঙ্গুলের ছাপের মিল নেই।

৫-৬. আসলে মানুষ তার ভবিষ্যতকে (তথা আখেরাতকে) কলঙ্কিত করতে চায়। (মানুষ) জিজ্ঞেস করেঃ কিয়ামত কবে হবে?

৭-৯. (বলে দাও) যখন চক্ষু ভড়কে যাবে, চাঁদ আলোকহীন হয়ে যাবে, সূর্য এবং চন্দ্রকে একত্রিত (করে পশ্চিম থেকে উদয়) করা হবে, (তখন মনে করবে কিয়ামত এসে গেছে)

১০. মানুষ তখন বলবেঃ কোথায় পালাব?

১১-১২. না.., পালাবার আর কোনো জায়গা নেই, সেদিন একমাত্র আশ্রয় হবে তোমার প্রভুর কাছে-ই।

জ্ঞাতব্যঃ যখন চন্দ্র সূর্য আলোকহীন হয়ে এক সাথে পশ্চিম থেকে উদিত হবে এবং এটা দেখে মানুষের চক্ষু ভড়কে যাবে। তখন কারো তাওবাহ বা নতুন ঈমান কবুল হবে না। তখন থেকেই কিয়ামতের সূচনা হবে।

১৩-১৫. সেদিন মানুষকে তার অতীত এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত করা হবে। (আমলনামা দেয়া হবে) মানুষ নিজেই সব দেখতে পারবে, যদিও তারা নানা বাহানা বানাবে।

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ﴿١٦﴾ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ﴿١٧﴾ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٢١﴾

আল-কুরআন সংরক্ষণ এবং এর অনুকরণ

পটভূমিঃ ওহী নাযিলের পর এটাকে মুখস্থ করার জন্য রাসূল সাঃ তড়িঘড়ি করে ঠোঁট নাড়তেন। এতে নাযিল হয়েছে.. (দেখুনঃ বুখারীঃ ৪৫৬২-৪৫৬৪)

১৬-১৯. (ওহী নাযিলের পর) এটাকে আয়ত্ত করার জন্য তড়িঘড়ি করে তোমাকে জিহ্বা নাড়াতে হবে না। এ কুরআন সংরক্ষণ এবং পাঠের দায়িত্ব আমার। আমরা পাঠ করলে তুমি শুধু এ পাঠের অনুকরণ করবে। পরে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দায়িত্বও আমার।

২০-২১. না.., (তোমরা যারা দুনিয়াদার হয়েগেছ তারা এ কুরআন মত জীবন চালাতে পারবে না। কারন)

তোমরা নগদ (দুনিয়া) পছন্দ কর আর আখেরাতকে পিছনে ফেলে রাখ।

জ্ঞাতব্যঃ যে বা যারা দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় এবং আখেরাত ও দ্বীনকে পিছনে ফেলে রাখে তারা কখনো হেদায়াত পায় না।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّاۤ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ وَ قِيْلَ مَنْ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَّ ظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ فَلَا صَدَّقَ وَ لَا صَلّٰى ﴿٣١﴾ وَ لٰكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰۤى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٣﴾ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٤﴾ ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٥﴾ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْيِ َ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

হাশরের দিনের কিছু অবস্থা

২২-২৫. সেদিন (হাশরের দিন) কোনো কোনো মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর কোনো কোনো মুখ মলিন হবে, তারা মনে করবেঃ মহাবিপর্যয় (জাহান্নাম) আসন্ন।

২৬-২৮. শুনো! যখন মানুষের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তখন "রাক্ব" (ডাক্তার কবিরাজের) সন্ধান করা হয়। অথচ (মৃত্যুর কোনো চিকিৎসা নেই) তারা তখন বুঝতে পারেঃ এটা-ই বিদায়ক্ষণ।

২৯-৩০. (তখন তোমাদের হাত-পা অবশ হয়ে) পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যায়। ওই দিনটি-ই হলো (মৃত্যুর দিন) তোমার প্রভুর কাছে যাবার দিন।

৩১-৩৫. যে লোক (দুনিয়ার জীবনে) ঈমান আনেনি, সালাত আদায় করেনি বরং কুফর করেছে, (দ্বীন) বিমুখ রয়েছে এবং দম্ভ করে পরিবারের কাছে ফিরে গেছে। (তাকে বলা হবে) তোমার ধ্বংস অবধারিত, তোমার ধ্বংস অবধারিত। আবার (বলা হবে) তোমার ধ্বংস অবধারিত, তোমার ধ্বংস অবধারিত।

৩৬-৪০. মানুষ কি মনে করেঃ তাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে? (মানুষ কী ভাবে না?) সে ছিল ধাবমান বীর্যের শুক্রাণু মাত্র, অতঃপর রক্তপিন্ডে পরিণত হয়েছে। পরে তিনি তাকে মানব আকৃতি দান করেছেন, বানিয়েছেন পুরুষ ও নারী জোড়ায় জোড়ায়। (যিনি শুক্রাণু থেকে মানুষ বানালেন) তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে পারবেন না? (অবশ্যই পারবেন এবং আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি)

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ যৌন মিলনের সময় পুরুষের বীর্য ধাবমান গতিতে বেরিয়ে আসে এবং নারীর জরায়ুতে প্রবেশের পর নারীর ডিম্বের খোঁজে নারীর জরায়ুর ভিতরে ধাবমান হয়।

সূরাহ দাহর/ইনসান ৭৬ سورة الدهر

দাহর অর্থ সময় ও প্রকৃতি। এ সূরার অপর নাম ইনসান অর্থ মানুষ। এ সূরায় মানব সৃষ্টির সূচনাকালীন সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করে দাহর ও ইনসান শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। সূরাহটি মাদানী। সূরাহ আর-রাহমানের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৩১টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ﴿١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

মানব সৃষ্টির সূচনাকাল

১. মানুষের উপর এমন সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনোকিছু-ই ছিল না।

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٢﴾ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ﴿٣﴾

মানবদেহ গঠনের উপাদান

২. নিশ্চয় আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি (নারী ও পুরুষের) মিশ্রিত বীর্য থেকে। আমি (ভালো মানুষ ও মন্দ মানুষ আলাদা করার জন্য বাস্তব) পরীক্ষা করব। আর আমিই মানুষকে দিয়েছি শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি।

৩. আমরা মানুষকে দেখিয়েছি সঠিক পথ। (তাই বাস্তব জীবনে) সে হয়ত শাকির হয়, নতুবা কাফির (যে ব্যক্তি বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলে সে শাকির বা বাধ্য আর যে মেনে চলে না সে কাফির বা অবাধ্য।)

اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۠ وَ اَغْلٰلًا وَّ سَعِيْرًا ﴿٤﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ﴿٥﴾ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٦﴾

কাফিরদের পরিণতি ও সৎ লোকদের প্রতিদান

৪. অবশ্যই কাফিরদের (অবাধ্যদের) জন্য আমরা তৈরি রেখেছি জিঞ্জির, বেড়ি এবং লেলিহান আগুন।

৫-৬. নিশ্চয় সৎ লোকেরা (সুখময় জান্নাতে) "কাফূর" মিশ্রিত পানীয় পান করবে। (কাফূর হলো বিশেষ ধরনের) এক প্রবাহমান পানীয়, আল্লাহর বান্দারা এটা থেকে পান করবে এবং ইচ্ছামত প্রবাহিত করবে।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ﴿٧﴾ وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ﴿٨﴾ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا ﴿٩﴾ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ﴿١٠﴾

সৎ লোকের ৬টি বৈশিষ্ট্য

৭-১০. (আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারাই)

- ❖ যারা নযর (ফরজ দায়িত্ব সমূহ-কুরতুবী) পূর্ণ করে
- ❖ আর সেই দিনকে ভয় করে যে দিনের অনিষ্ট হবে সর্বগ্রাসী,
- ❖ তারা ইয়াতীম, মিসকিন ও বন্দীদেরকে খাদ্য দান করে শুধুই আল্লাহর মহব্বতে
- ❖ (এবং বলে) আমরা তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি শুধুই আল্লাহর জন্য।
- ❖ আমরা তোমাদের থেকে কোনো প্রকার প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা আশা করি না।
- ❖ আমরা প্রভুর ওই দিনকে ভয় করি, যেদিন হবে খুবই ভীতিকর ও ভয়ংকর।

জ্ঞাতব্যঃ দান বা উপকার করার পর প্রতিদান চাইলে বা কৃতজ্ঞতা আশা করলে এর ছাওয়াব আশা করা যায় না। আর দান বা উপকার করে খোঁটা দিলে তথা গ্রহীতাকে কষ্ট দিলে এর ছাওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। (দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ২৬৪)

فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا ﴿١١﴾ وَ جَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّ حَرِيْرًا ﴿١٢﴾ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّ لَا زَمْهَرِيْرًا ﴿١٣﴾ وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَ ذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ﴿١٤﴾ وَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّ اَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ﴿١٥﴾ قَوَارِيْرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿١٦﴾ وَ يُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ﴿١٨﴾ وَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ﴿١٩﴾ وَ اِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّ مُلْكًا كَبِيْرًا ﴿٢٠﴾ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّ اِسْتَبْرَقٌ وَّ حُلُّوْۤا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَ سَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ﴿٢١﴾ اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّ كَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٢﴾

কিয়ামতের অনিষ্ট থেকে রক্ষা এবং জান্নাত ও তার নিয়ামত

১১. (যে ব্যক্তি উপরের ৬টি গুণে গুণান্বিত হতে পারবে) আল্লাহ তাদেরকে ওই দিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দান করবেন চিরস্থায়ী প্রফুল্লতা আর আনন্দময় জীবন।

১২-১৬. যেহেতু তারা সবর করেছে (তথা দ্বীনের উপর অবিচল থেকেছে) তাই এর পুরস্কার হিসেবে তাদেরকে দেওয়া হবে জান্নাত আর (সেখানে তারা পরিধান করবে) রেশম (সিল্কের পোশাক।) সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে হেলান (দিয়ে আড্ডা) দেবে, সেখানে তারা সূর্য (গরম) বা শীত দেখতে পাবে না। সেখানকার ছায়া থাকবে কাছে কাছে এবং ফল থাকবে নাগালের ভিতর। সেখানে পানীয় পরিবেশন করা হবে রূপার এবং কাঁচের স্বচ্ছ পাত্রে। (সেখানকার) কাঁচ হবে রূপার তৈরি, যা (নানা প্রকার মজাদার পানীয় দিয়ে) পূর্ণ করে দেওয়া হবে।

১৭-১৮. তাদের পানীয়ের সাথে মিশ্রিত থাকবে "যানজাবীল"। (যানজাবীল হলো) সেখানকার একটি ঝর্ণার পানি, যার (অপর) নাম "সালসাবীল"

১৯-২০. (জান্নাতে) তাদের সেবক হিসেবে থাকবে গিলমান তথা চির কিশোরগণ, যাদেরকে দেখলে মনে হবে যেন ছড়ানো মুক্তা। তুমি যখন তাদেরকে দেখবে (তখন তোমার মন খুশী হয়ে যাবে) এবং আরও দেখবেঃ কত নিয়ামত আর বিশাল সাম্রাজ্য।

২১-২২. তাদের (জান্নাতীদের) পরনে থাকবে মিহি রেশমের সবুজ পোশাক। তারা রূপার কাঁকন (সহ নানা অলংকারে) সজ্জিত হবে। আর প্রভু তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। (বলা হবে) এ সবই তোমাদের কর্মফল। আজ তোমাদের কর্ম স্বীকৃতি পেয়েছে।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾

আল-কুরআনের উপর অবিচল থাকতে হবে এবং কোনো কাফিরের আনুগত্য করা যাবে না

২৩-২৪. (হে নবী!) আমি তোমার উপর কুরআন নাযিল করেছি ধাপে ধাপে। তুমি তোমার প্রভুর (কিতাব আল-কুরআনের) বিধানের উপর অবিচল থাকবে আর কোনো পাপিষ্ঠ কাফিরের আনুগত্য করবে না। (আল্লাহর বিধানের বিপরীতে গিয়ে কোনো কাফিরের আনুগত্য মেনে নিলে কুফর ও শিরক হয়।)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কোনো বিধান দেবে বা বানাবে সে পাপিষ্ঠ কাফির। আর যে বা যারা এসব বিধান মেনে নেবে বা মেনে চলবে তারা মুশরিক। কোনো মুসলিম এমন কাজ করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আর সে হয়ে যায় চিরজাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিককে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। এমনকি নবী যদি নিজে তাদের জন্য বারবার দোয়া করেন তবুও তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮০)

মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হওয়া বা তার জন্য দোয়া করা এমনকি তার কবরে দাঁড়ানোও নিষিদ্ধ। (দেখুন তাওবাহঃ ৮৪)

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

আল্লাহর স্মরণ ও তাসবীহ

২৫-২৬. আর সকাল-সন্ধ্যা (সর্বক্ষণ) তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করবে। রাতের কিছু অংশে তাকে

সিজদাহ করবে (তথা মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করবে) এবং রাতে দীর্ঘক্ষণ তার তাসবীহ করবে (তথা নফল সালাত আদায় করবে।)

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

দুনিয়ার ভালোবাসা সর্বনাশের মূল

২৭. নিশ্চয় ওইসব লোক (যারা কুরআনের বিধান মেনে চলে না তারা) নগদ তথা দুনিয়াকে বেশী ভালোবাসে আর (আখেরাতের) কঠিন দিনকে পিছনে ফেলে রাখে। (আখেরাতের চেয়ে দুনিয়াকে বেশী ভালোবাসা এবং প্রাধান্য দেওয়া বিভ্রান্তির অন্যতম পথ যা মানুষকে কুফর পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে।)

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾

মানবদেহের মজবুত কাঠামো

২৮. আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের শারীরিক কাঠামোকে মজবুত করে দিয়েছি (যেন তাদের দেহ অনেক প্রতিকুলতা সহ্য করতে পারে।) আমি চাইলে তাদেরকে বদল করে অনুরূপ অন্য জাতি সৃষ্টি করতে পারি।

إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

আল-কুরআনের পথই একমাত্র সঠিক পথ

২৯-৩১. নিশ্চয় এ কুরআন এক মহা-স্মরণিকা। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রভুর পথ (কুরআনের পথ) গ্রহণ করবে (আর যার ইচ্ছা করবে না)। আর তোমরা চাইলেও পারবে না আল্লাহ যদি না চান। নিশ্চয় আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী। তিনি যাকে চান তাঁর রহমতে (ইসলামে) প্রবেশ করান। তিনি পাপিষ্ঠদের জন্য তৈরি করেছেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

সূরাহ মুরসালাত ৭৭ سورة المرسلات

মুরসালাত অর্থ যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। পুংলিঙ্গে শব্দটি হয় "মুরসালূন ও মুরসালীন" আর স্ত্রীলিঙ্গে "মুরসালাত"। এ সূরায় মুরসালাত বলে বুঝানো হয়েছে কল্যাণ দিয়ে প্রেরিত ফিরিস্তা বা কল্যাণকর বাতাসকে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ হুমাযাহর পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৫০টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ﴿١﴾ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ﴿٢﴾ وَّ النّٰشِرٰتِ نَشْرًا ﴿٣﴾ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ﴿٤﴾
فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٥﴾ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ﴿٦﴾ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾ فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ
﴿٨﴾ وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ﴿١١﴾ لِاَيِّ
يَوْمٍ اُجِّلَتْ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٥﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

সময় থাকতে ঈমান আনতে হবে, সময় চলে গেলে আর সুযোগ থাকবে না

১-২. কসম তাদের যাদেরকে কল্যাণ দিয়ে প্রেরণ করা হয়। (কল্যাণ দিয়ে প্রেরণ করা হয় ফিরিস্তাগণকে, নবীগণকে এবং কল্যাণকর বাতাসকে।) অতঃপর তারা প্রলয়ঙ্করী ঝড় তুলে (এ ঝড় তুলা হয় ওইসব মানুষকে শায়েস্তা করার জন্য যারা আল্লাহর দেয়া কল্যাণ মেনে চলে না।)

৩-৪. কসম তাদের যারা (আল্লাহর রহমত, দ্বীনের বাণী, মেঘমালা, রিজক) ছড়িয়ে দেয়। অতঃপর তারা (সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য) বিভক্ত করে দেয়,

৫-৬. তারপর এ যিকর (আল-কুরআনকে লাউহে মাহফুজ থেকে নবীদের হৃদয়ে) নামিয়ে দেয়। (যে কিতাব বান্দার জন্য) অনুশোচনা (তাওবাহর সুযোগ) অথবা (জাহান্নামের) হুঁশিয়ারি (হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে।)

৭. তোমাদেরকে যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে এসব সংঘটিত হবেই।

৮-১১. (আর এটা তখনই সংঘটিত হবে) যখন নক্ষত্ররাজির আলো নিভিয়ে দেয়া হবে,

- ❖ যখন আকাশকে ভেঙ্গে ফেলা হবে,
- ❖ যখন পাহাড়সমূহকে ধূলায় পরিণত করে উড়িয়ে দেয়া হবে,
- ❖ যখন রাসূলগণকে নির্ধারিত সময়ে হাজির করা হবে।

১২-১৩. (কাফিরদের ঈমানকে) কোন দিনের জন্য বিলম্ব করা হচ্ছে? (তারা কি ঈমানকে বিলম্বিত করছে) চূড়ান্ত ফায়সালার দিনের জন্য..?

১৪-১৫. তুমি কি অবগত আছোঃ চূড়ান্ত ফয়সালার দিন সম্পর্কে? সেদিন সর্বনাশ হবে অমান্যকারীদের।

اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٧﴾ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٨﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٩﴾

আল্লাহর পাকড়াও অবশ্যম্ভাবী

১৬-১৯. আমি কি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দেইনি? (অবশ্যই দিয়েছি) তারপর পরবর্তীদেরকেও তাদের অনুগামী করেছি। পাপিষ্ঠদের সঙ্গে আমি এমনই করে থাকি। সেদিন সর্বনাশ হবে অমান্যকারীদের।

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿٢١﴾ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٤﴾

মানব সৃষ্টির ইতিকথা

২০-২৪. আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি নগত্য/সামান্য/তুচ্ছ/অবহেলিত পানি (বীর্য) থেকে। আমি এটাকে এক নিরাপদ স্থানে (নারী জরায়ুতে) নির্ধারিত সময় পর্যন্ত স্থাপন করে রেখেছি এবং (তোমাদের আকৃতি ও দৈহিক কাঠামো গঠন করার জন্য সবকিছুর নির্ধারিত) পরিমাণ আমিই ঠিক করে দিয়েছি। আমিই সর্বোৎকৃষ্ট পরিমাপকারী। (কিন্তু তাসত্ত্বেও তোমরা আমাকে মান্য করো না। তোমরা যেদিন আমার কাছে হাজির হয়ে বিচারের সম্মুখীন হবে) সেদিন সর্বনাশ হবে অমান্যকারীদের।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ اَحْيَآءً وَّ اَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَّ جَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّ اَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾

মাটি ও পর্বতের গঠন প্রণালী

২৫-২৬. আমি কি ভূমিকে বানাইনি সংযুক্তকারী? (মাটির এক অংশ অন্য অংশকে সংযুক্ত করে রাখে, ধরে রাখে, এটা আল্লাহর এক বিশেষ কুদরত এবং অনুগ্রহ। নতুবা মাটি দিয়ে আমরা কিছুই করতে পারতাম না।) জীবিত ও মৃত (তথা উর্বর ও অনুর্বর।)

২৭-২৮. আমিই যমীনে স্থাপন করেছি সুউচ্চ ও মজবুত পর্বতমালা আর তোমাদের জন্য দিয়েছি

সুপেয় পানীয়। (তোমরা আমার এতোসব নিয়ামত ভোগ করো কিন্তু তাসত্ত্বেও আমার আদেশ অমান্য করো। যেদিন তোমরা বিচারের জন্য আমার কাছে আসবে) সেদিন সর্বনাশ হবে অমান্যকারীদের।

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَّا ظَلِيْلٍ وَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾ اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾

তিন শিখা বিশিষ্ট আগুন

২৯-৩৪. (তাদেরকে জাহান্নামের সামনে হাজির করে বলা হবে) তোমরা যেটার অস্থিত্বকে অস্বীকার করতে সেই (জাহান্নামের) দিকে ছুটে চলো, ছুটে চলো তিন শিখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া শীতল নয় এবং আগুন থেকেও মুক্ত নয়। যার থেকে নির্গত হবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, (যা দেখলে মনে হবে) যেন হলুদ বর্ণের উটের সারি। (যেদিন তোমরা এটা প্রত্যক্ষ করবে) সেদিন সর্বনাশ হবে অমান্যকারীদের।

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾

যেদিন তারা কোনো কথা বলবে না

৩৫-৩৭. এটাই সেইদিন যেদিন তারা কোনো কথা বলতে পারবে না আর বাহানা বানানোর জন্য তাদেরকে কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না। (যেদিন তোমরা এ অবস্থায় পতিত হবে) সেদিন সর্বনাশ হবে অমান্যকারীদের।

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾

চূড়ান্ত বিভাজনের দিন

৩৮-৪০. (তখন তাদেরকে বলা হবে) এটাই হলো চূড়ান্ত বিভাজনের দিন। (আজ) আমি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তী সবাইকে একত্রিত করেছি। তোমাদের কোনো চক্রান্ত করার থাকলে করে ফেলো। (কিন্তু না, তারা সেদিন কিছুই করতে পারবে না।) সেদিন সর্বনাশ হবে অমান্যকারীদের।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ ظِلٰلٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿٤١﴾ وَّ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٤٢﴾ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٥﴾

মুত্তাক্বীদের পুরস্কার

৪১-৪৫. (সেদিন) মুত্তাক্বীগণ থাকবে সুশীতল ছায়া ও ঝর্ণাবহুল স্থানে। সেখানে থাকবে চাহিদা মত ফলমূল। (বলা হবে) মজা করে খাও, পান করো, এসব তোমাদেরই কর্মফল। সৎ লোকদের প্রতিদান আমরা এভাবেই দিয়ে থাকি। (যেদিন মুত্তাকীগণ এসব নিয়ামত উপভোগ করবে) সেদিন সর্বনাশ হবে অমান্যকারীদের।

كُلُوْا وَ تَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

কুরআনের বিপরীতে আর কোনোকিছু বিশ্বাস করা বা মেনে নেওয়া যাবে না

৪৬-৪৭. (হে কাফিরের দল! দুনিয়াতে) অল্পক্ষণ খেয়ে নাও এবং ফুর্তি করে নাও। (আখেরাতে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন আযাব।) কারণঃ তোমরা পাপিষ্ঠ। (যেদিন তোমরা এ অবস্থার সম্মুখীন হবে) সেদিন সর্বনাশ হবে অমান্যকারীদের।

৪৮-৫০. (দুনিয়াতে) যখন তাদেরকে বলা হতঃ রুকু করো তখন তারা করেনি। (দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে না চলার ফলশ্রুতিতে) সেদিন সর্বনাশ হবে অমান্যকারীদের। (তারা যদি এ কুরআনের তথ্য বিশ্বাস না করে তবে) আর কোন কথা তারা বিশ্বাস করবে?

সূরাহ আল-নাবা | পারা : ৩০

সূরাহ আল-নাবা ৭৮ سورة النبأ

নাবা অর্থ সংবাদ, তথ্য, ঘটনা, ইত্যাদি। এ সূরার ২য় আয়াতে নাবা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখানে নাবা বলে বুঝানো হয়েছে কিয়ামতের সংবাদ আর আয়াতে এটাকে মহাসংবাদ বলা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ মায়া'রিজ এর পর নাযিল হয়েছে। এ সুরায় মোট আয়াত ৪০টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ﴿٢﴾ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴿٥﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

১-৩. তারা একে অপরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করছে? সেই মহাসংবাদ (প্রলয়) বিষয়ে, যে বিষয়ে তারা (আল-কুরআনে বর্ণিত তথ্যের সাথে) দ্বিমত পোষণ করে।

৪-৫. শোনো! অচিরেই তারা জেনে যাবে, আবারও (বলছি) শোনো! অচিরেই তারা জেনে যাবে। (এ মহাপ্রলয় আমিই ঘটাব এবং আমি এতে সক্ষম। আমার ক্ষমতা নিয়ে তাদের কি সন্দেহ আছে?)

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ﴿٦﴾ وَّ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ﴿٨﴾ وَّ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ وَّ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾ وَّ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَّ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَّ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّ نَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَّ جَنّٰتٍ اَلْفَافًا ﴿١٦﴾

আল্লাহর কুদরতের মহিমা

৬-৭. আমি কি যমীনকে বিস্তৃত করিনি? (যমীনের বিস্তৃতি সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ যারিয়াত (৫১/৪৭-৪৮) আর পাহাড়কে বসাইনি পেরেক হিসেবে? (অর্থাৎ পাহাড়সমূহ হচ্ছে পৃথিবীর জন্য পেরেক স্বরূপ। পাহাড় না থাকলে পৃথিবীর মাটি এদিক-সেদিক হেলে যেত। দেখুন সূরাহ নাহলঃ ১৫)

৮. আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়,

৯-১১. আমি তোমাদের ঘুমকে বানিয়েছি অবসাদ (ঘুম তোমাদের সকল ক্লান্তি দূর করে নতুন উদ্যম এনে দেয়,) রাতকে করেছি আবরণ আর দিনকে বানিয়েছি জীবিকার উপায়।

১২-১৩. আমি তোমাদের উপর নির্মাণ করেছি সুদৃঢ় সাতটি আকাশ আর (দুনিয়া থেকে অন্ধকার

দূরীকরণ, তোমাদের খাদ্য, পানীয় ও দৈহিক গঠনকে সুসংহত করতে,) বানিয়েছি এক উজ্জল বাতি (সূর্য।)

১৪-১৬. আমি মেঘমালা থেকে বর্ষণ করি পানির ধারা, যা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ আর নিবিড় ঘন বন/সুবিন্যস্ত বাগান।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿١٧﴾ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَّ فُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَّ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا ﴿٢٢﴾ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّ لَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ اِلَّا حَمِيْمًا وَّ غَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَّ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾ فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

কিয়ামত, বিচার ও জাহান্নাম

১৭-১৮. নিশ্চয় বিভাজনের (সৎ আর অসৎ মানুষকে আলাদা করার) দিন অবধারিত। যেদিন (২য় বার) সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিন সবাই দলে দলে (বিচারের জন্য) হাজির হবে।

১৯. (জান্নাত যেহেতু ১ম আকাশের উপরে তাই বিচারের পর জান্নাতে যাবার জন্য ১ম) আকাশ খুলে দেয়া হবে। আর তাতে তৈরি হবে অনেকগুলো দ্বার। (তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত দ্বার দিয়ে জান্নাতে উঠে যাবে)

২০. (শিঙ্গার ১ম ফুঁৎকারে) পাহাড়-পর্বত উড়িয়ে দেয়া হবে। সব (ধ্বংস হয়ে) মরীচিকায় পরিণত হবে।

২১-২৮. নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে, (এটাই হলো) দাম্ভিকদের ঠিকানা, যুগ যুগ ধরে তারা সেখানে থাকবে। সেখানে তারা কোনো প্রকার "বারদ" (ঘুম, ছায়া, আরাম) বা পানির স্বাদ পাবে না, পাবে শুধু হা'মীম আর গা'সসাক্ব (ফুটন্ত দুটি লাভা), আর এসব হলো তাদের যথাযথ কর্মফল। কারণ তারা (আখেরাতের) জবাবদিহিতায় বিশ্বাসী ছিলো না, তারা আমার বিধানকে চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

২৯-৩০. আমি সবকিছু লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছি। (তাদের কর্ম অনুপাতেই সাজা হবে এবং তাদেরকে বলা হবে) মজা বুঝ, (আজ) আমরা তোমাদের আযাবকে আরও বাড়িয়ে দেব।

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَ اَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَّ كَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَّ كَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ

الْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۙ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَ يَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

মুত্তাক্বীদের পুরস্কার

৩১-৩৫. নিশ্চয় মুত্তাক্বীদের জন্য আছে মহাসাফল্য, (তাদেরকে দেওয়া হবে) নানা রকমের বাগান এবং আঙ্গুর (সহ হরেক রকম ফল ও ফুল, আর থাকবে) "কাওয়াইব" ও সমবয়স্কা (কুমারী সঙ্গিনীগণ) আর (স্বাদে) পরিপূর্ণ পান পাত্র। সেখানে শুনতে হবে না কোনো প্রকার অহেতুক আর মিথ্যা বচন।

জ্ঞাতব্যঃ কাওয়াইব অর্থ সুঢৌল বক্ষ বিশিষ্ট তরুণীগণ যাদের স্তন কখনো নুয়ে যায় না। উল্লেখ্য নারী সৌন্দর্যের উল্লেখযোগ্য প্রধান অঙ্গ স্তন। তাই তো নারীর স্তনকে সুঢৌল রাখতে বর্তমানে বিশ্বে গড়ে উঠেছে স্তন কেন্দ্রিক বিরাট বাজার ও শিল্প। নারীর এ অঙ্গটিকে সুঢৌল রাখতে প্রথমে তৈরি হয়েছিল ব্রা। আর বর্তমানে এ ব্রায়ের নীচে দেওয়া হচ্ছে মেটাল পাত, তেল, পানি, বাতাসসহ নানা পদার্থের পুটলা যাতে নারীর বয়স হলেও এ অঙ্গকে ফুলিয়ে রাখা যায়। আর প্লাস্টিক সার্জারিসহ আরও কত প্রকার ব্যবস্থা তো আছেই।

৩৬-৩৯. (এসব দেয়া হবে) তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ প্রতিদান এবং বিশেষ উপহার হিসেবে। (যিনি হলেন) আসমানসমূহ, পৃথিবী এবং মধ্যবর্তী সবকিছুর মালিক আর-রাহমান। (সেদিন) কারো সাধ্য থাকবে না তার সাথে কথা বলার। সেদিন রূহ আর ফিরিস্তাগণ সারি সারি দাঁড়াবে। সেদিন রাহমান যাকে অনুমতি দিবেন শুধু সে-ই কথা বলতে পারবে এবং সঠিক কথা বলবে। এ দিন (এর আগমন, বিচার ও প্রতিদান) সুনিশ্চিত। সুতরাং যার ইচ্ছা সে যেন প্রভুর কাছে স্থান করে নেয়।

৪০. আমরা তোমাদেরকে আসন্ন আযাব সম্বন্ধে সবধান করে দিচ্ছি। সেদিন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মফল দেখতে পাবে। আর কাফির ব্যক্তি (দুঃখ করে) বলবেঃ হায়! হায়! যদি মাটি হয়ে যেতাম।

সূরাহ আন-নাযিয়াত ৭৯ سورة النازعات

নাযিয়াত অর্থ যারা টেনে বের করে আনে। এখানে নাযিয়াত বলে মৃত্যু ফিরিস্তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা পাপিষ্ঠ আত্মাকে টেনে টেনে বের করে আনে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ নাবার পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৪৬টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ﴿٢﴾ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ﴿٣﴾ فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُدَبِّرٰتِ
اَمْرًا ﴿٥﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ﴿٨﴾ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ
﴿٩﴾ يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾ قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ
﴿١٢﴾ فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

মহাশিঙ্গার মহাফুঁৎকার এবং এর প্রতিক্রিয়া

১. কসম তাদের যারা (পাপিষ্ঠ দেহে) ডুবে গিয়ে (রূহ) টেনে বের করে আনে,

২. কসম তাদের যারা (মুঅমিনের রূহ) অতি কোমলভাবে বের করে আনে,

৩-৫. কসম তাদের যারা (আল্লাহর হুকুম পালনার্থে) তীব্র বেগে ছুটে যায়। অতঃপর (রূহকে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য) দ্রুত ছুটে আসে এবং সঠিকভাবে কর্ম সম্পাদন করে।

৬-৯. যেদিন (১ম ফুঁৎকারের দিন) কম্পনশীল (মহাবিশ্ব) দারুণভাবে প্রকম্পিত হবে (এবং ভেঙ্গে যাবে), আর পরে দেওয়া হবে পরবর্তী (ফুঁৎকার। তখন সবাই পুনরুত্থিত হবে।) সেদিন অন্তরগুলো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে, তাদের দৃষ্টি অবনত হবে।

১০-১২. তারা (পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করে এবং) বলেঃ আমরা (মরে যাবার পর আমাদের দেহ) পঁচে গলে হাড়ে পরিণত হবার পর আবার পূর্বাবস্থায় (নতুন জীবনে) ফিরে আসব? তারা বলেঃ এমন প্রত্যাবর্তন (সত্য হলে এটা) বড়ই সর্বনাশা হবে।

১৩-১৪. (আসলে তাদের প্রত্যাবর্তন করানো আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়) এটা একটি শব্দ (মহাশিঙ্গার একটি ফুঁ) মাত্র। আর এতেই সব (জীবিত হয়ে নতুন করে) আবির্ভূত হবে।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿١٥﴾ اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ
طَغٰى ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ﴿١٨﴾ وَ اَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾ فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ

الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢١﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾ ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰىهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿٢٨﴾ وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ اَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿٢٩﴾ وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿٣٠﴾ اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَ مَرْعٰىهَا ﴿٣١﴾ وَ الْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾

মূসা আ.এর রিসালাত অর্জন ও ফেরাউনের কাছে দাওয়াত

১৫-১৮. তোমার কাছে কি পৌঁছেছে মূসার খবর? যখন পবিত্র তুয়া উপত্যকায় রাব্ব তাকে ডেকে বললেনঃ ফেরাউনের কাছে যাও, সে অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করছে। তাকে বলোঃ তুমি কি তাযকিয়্যাহ (কুফর শিরক থেকে মুক্ত) হতে চাও? (তাযকিয়্যাহ সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ১২৯)

১৯-২৬. (মূসা এসে ফেরাউনকে বলল) আমি তোমাকে প্রভুর পথ প্রদর্শন করব আর তুমি শুধু তাকেই ভয় করে চলবে। সে তাকে (মূসা ফেরাউনকে) বড় বড় নিদর্শন দেখালো, তাসত্ত্বেও সে অস্বীকার করলো, অবাধ্য হলো, তারপর ফিরে গিয়ে পদক্ষেপ নিলো, (লোক) জমা করে ঘোষণা দিল, বললঃ আমি তোমাদের মহান প্রভু। ফলে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন ইহকালীন ও পরকালীন আযাব দিয়ে। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে তার জন্য যে (আল্লাহকে) ভয় করে।

২৭-২৯. (তোমরা কি ভেবে দেখেছ) তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন, না কি আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা সৃষ্টি করেছেন। এর ছাদকে সমুন্নত ও সুবিন্যস্ত করেছেন, রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন আর বের করে দিয়েছেন আলোকময় দিন,

৩০-৩৩. অতঃপর তিনি এ যমীনকে দাহা' (বিস্তৃত, চলমান, ঘূর্ণায়মান, উট পাখির ডিমের আকৃতি দান) করেছেন, এর থেকে বের করেছেন পানি (নদীনালা) ও উদ্ভিদ আর স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, (তিনি এতসব করেছেন) তোমাদের এবং তোমাদের গবাদিপশুর জীবিকার তরে।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ ৩০ তম আয়াতে মহান আল্লাহ এ পৃথিবী সম্পর্কে "দাহা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার অর্থ বিস্তৃত করা, উট পাখির ডিমের আকৃতি (যে আকৃতি অন্যান্য ডিম থেকে আলাদা এবং পৃথিবীর আকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) দান করা, চলমান বা ঘূর্ণায়মান করা, ইত্যাদি। পৃথিবী যে বিস্তৃত তা আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি আর আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে যে আমাদের এ পৃথিবী গোলাকৃতির এবং চলমান ও ঘূর্ণায়মান যার চলার গতি প্রতি ঘণ্টায় ১৬৭০ কিলোমিটার।

فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾ وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾ وَ اٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾ وَ

اَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفۡسَ عَنِ الۡهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ الۡجَنَّةَ هِىَ الۡمَاۡوٰى ﴿٤١﴾ يَسۡـَٔـلُوۡنَكَ
عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرۡسٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيۡمَ اَنۡتَ مِنۡ ذِكۡرٰىهَا ﴿٤٣﴾ اِلٰى رَبِّكَ مُنۡتَهٰهَا ﴿٤٤﴾ اِنَّمَاۤ
اَنۡتَ مُنۡذِرُ مَنۡ يَّخۡشٰهَا ﴿٤٥﴾ كَاَنَّهُمۡ يَوۡمَ يَرَوۡنَهَا لَمۡ يَلۡبَثُوۡۤا اِلَّا عَشِيَّةً اَوۡ ضُحٰهَا ﴿٤٦﴾

কিয়ামত ও পরকাল

৩৪-৩৬. যখন চলে আসবে মহাবিপদকাল (তথা বিচার দিন), মানুষ সেদিন নিজ নিজ কর্ম স্মরণ করবে। আর জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে, লোকজন এটা প্রত্যক্ষ করবে।

৩৭-৩৯. যে ব্যক্তি (আল্লাহ ও রাসূলের) অবাধ্য হবে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেবে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (দ্বীনের উপর বা আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া কুফর, বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। আর যে বা যারা এমন করে তারা হেদায়াত পায় না)

৪০-৪১. আর যে ব্যক্তি প্রভুর ভয়ে নিজেকে "হাওয়া" থেকে বিরত রাখবে, তার চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাত।

হাওয়া পরিচিতিঃ হাওয়া অর্থ মনগড়া, মানব রচিত, প্রবৃত্তি, ইত্যাদি। আল্লাহর আইন, বিধান ও রীতিনীতির বাইরে যা আছে, যতকিছু আছে এসবকে একত্রে বলা হয় "হাওয়া"। মানুষ নানাভাবে হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। যেমন...

- ❖ অনেক মানুষ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত আইন, বিধান, মতবাদ, দর্শন বা আদর্শ মেনে নেয় এবং মেনে চলে। এসবই হাওয়ার অনুকরণ।
- ❖ অনেকে আবার আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া মসলক, মিনহজ বা তরিকার নামে উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- ❖ অনেকে আবার বাস্তব জীবনে আল্লাহর দেওয়া রীতিনীতি ও আদর্শের তোয়াক্কা না করে মনে যা চায় তাই করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।

এভাবে নানা জনে নানা পদ্ধতিতে নিজের বা অন্যের হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। (হাওয়া সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ নিসাঃ ১৩৫, সূরাহ আ'রাফঃ ১৭৬, সূরাহ জাছিয়াহঃ ২৩)

৪২-৪৪. তারা কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেঃ এটা কবে হবে? এ (কিয়ামতের সময়ক্ষণ বিষয়ক) আলোচনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? এ বিষয়ে চূড়ান্ত জ্ঞান রয়েছে শুধুই প্রভুর কাছে।

৪৫-৪৬. তুমি শুধু তাকেই সাবধান করতে পারবে যে এটাকে ভয় করে, এসব (কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম) প্রত্যক্ষ করার পর তারা মনে করবে (দুনিয়ায়) তারা এক সকাল বা এক সন্ধ্যার বেশী অবস্থান করেনি।

সূরাহ আ'বাসা ৮০ سورة عبس

আ'বাসা একটি ক্রিয়াপদ, অর্থ সে ভ্রু কুঞ্চিত করেছে। এখানে রাসূল সা.এর কথা বলা হয়েছে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একজন সাহাবীর প্রতি বিরক্ত হয়ে ভ্রু কুঞ্চিত করেছিলেন। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ নাজমের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৪২টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ﴿١﴾ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ﴿٣﴾ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ﴿٤﴾ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ﴿٥﴾ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ﴿٧﴾ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشٰى ﴿٩﴾ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ﴿١٠﴾

পটভূমিঃ মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তির তাক্বওয়া যত বেশী আল্লাহর কাছে সে ততবেশী সম্মানিত। (৪৯ হুজরাত: ১৩)

তাক্বওয়া অর্থ সুরক্ষা, বেঁচে থাকা, বিরত থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাই তাক্বওয়ার মূল কথা। মহান আল্লাহর কাছে মানুষের মান-মর্যাদা নির্ণয়ের মাপকাটি হচ্ছে তাক্বওয়া। আমাদের উচিত আল্লাহর মাপকাটির ভিত্তিতেই মানুষের মান-মর্যাদা নির্ণয় করা। কিন্তু বাস্তব জীবনে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। দুনিয়ার জীবনে নানা কারণে আমাদের পদস্খলন ঘটে যায়। এমনকি বড় বড় মনিষীগণও মাঝে মাঝে এ অবস্থায় পড়ে যান। যেমন..

রাসূল সাঃ মনেপ্রাণে চাইতেন মক্কার নেতারা ইসলাম গ্রহণ করুক। একদা তিনি নেতাদের সাথে আলাপ চারিতায় রত ছিলেন। এমন সময় অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উম্মু-মাকতূম রাঃ এসে কিছু বলতে চাইলেন। রাসূল সাঃ তাকে গুরুত্ব না নিয়ে কাফির নেতাদের সাথে কথা বলে যাচ্ছিলেন। আব্দুল্লাহ তাসত্ত্বেও কথা বলতে চাওয়ায় রাসূল সাঃ বিরক্ত হয়ে ভ্রু কুঞ্চিত করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু রাসূল সা.এর এ কাজটি আল্লাহ তায়া'লার পছন্দ হলো না। তাই নাযিল হলো.. (দেখুনঃ কুরতুবী)

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

মানুষকে গুরুত্ব দিতে হবে তাক্বওয়ার ভিত্তিকে, ধনসম্পদ বা ক্ষমতার ভিত্তিতে নয়

১-৪. সে (মুহাম্মাদ) ভ্রু কুঞ্চিত করেছে, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, কারণ তার কাছে এসেছে এক অন্ধ। তুমি কি জানো! (এ অন্ধকে উপদেশ দিলে) হয়ত সে পরিশুদ্ধ হত, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে (তোমার) উপদেশ কাজে আসত।

৫-৭. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি (তোমার উপদেশের) তোয়াক্কাই করে না/প্রয়োজন বোধ করে না, তুমি তার প্রতি মনোনিবেশ করেছো। অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে (তথা ঈমান না আনলে) এজন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

৮-১০. এক লোক (আল্লাহর ভয়ে) ভীত হয়ে তোমার কাছে ছুটে এলো আর তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে!

كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿١٢﴾ فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾
بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾

আল-কুরআনঃ কি, কেন, কোথায়, কার হাতে?

১১-১৬. সাবধান! (আর কখনো এমন করবে না। মনে রাখবে) এ কুরআন হলো এক মহা-স্মরণিকা, যার ইচ্ছা এটা গ্রহণ করবে (আর যার ইচ্ছা করবে না। এ কুরআন লিপিবদ্ধ আছে) সম্মানিত পুস্তিকায় (লাউহে মাহফুজে) যা অতি মর্যাদাসম্পন্ন, অতি পবিত্র। (এটা সংরক্ষিত আছে আল্লাহর) বিশেষ দূতদের হাতে, যারা সৎ ও সম্মানিত।

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ﴿١٧﴾ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٨﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿١٩﴾ ثُمَّ
السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿٢١﴾ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ
﴿٢٣﴾ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ ﴿٢٤﴾ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا
﴿٢٦﴾ فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَّ عِنَبًا وَّ قَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَّ زَيْتُوْنًا وَّ نَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَّ حَدَآئِقَ غُلْبًا
﴿٣٠﴾ وَّ فَاكِهَةً وَّ اَبًّا ﴿٣١﴾ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾

আল্লাহর করুণা আর মানুষের নিমকহারামী

১৭-২২. (যে মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চলে না ওই) মানুষের ধ্বংস অনিবার্য, কীভাবে সে কুফর করে! (মানুষ কি ভেবে দেখে না?) তিনি কি দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছেন? (তিনি মানুষকে) বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং (তার হায়াত, জীবিকা, কর্ম) সবকিছু নির্ধারণ করে দিয়েছেন আর সহজ করে দিয়েছেন চলার পথ। অতঃপর তিনিই তার মৃত্যু ঘটাবেন, তাকে কবরস্থ করবেন, পরে যখন ইচ্ছা পুনরুত্থান ঘটাবেন।

২৩. শোনো! তিনি মানুষকে যেসব আদেশ দিয়েছেন (বাস্তব জীবনে) মানুষ এসব পালন করে না। (তাই আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।)

২৪-২৬. মানুষ যেন তার খাদ্য (প্রক্রিয়া) নিয়ে চিন্তা করে, (বীজ থেকে চারা গজানোর সময়) আমি কত নিপুণভাবে পানির ব্যবস্থা করি, (পানি না হলে চারা গজাবে না আর বেশী হলে নষ্ট হয়ে যাবে) এবং (চারাটি বের করার জন্য) কত সূক্ষ্মভাবে মাটিকে বিদীর্ণ করি। (তাই মাটি ফেটে চারাটি বের হতে পারে)

২৭-৩২. তারপর (গাছ বড় হয়, ফল আসে, এভাবে) উৎপন্ন করি শস্যদানা, আঙ্গুর (সহ কত ফল ফসল,) শাকসবজি, যায়তুন, খেজুর, নিবিড় ঘন বাগান, ফলমূল আর ঘাস। এসবই তোমাদের এবং তোমাদের গবাদি পশুর জীবিকা।

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿٣٤﴾ وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْهِ ﴿٣٥﴾ وَ صَاحِبَتِهٖ وَ بَنِيْهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

হাশরের দিনে মানুষের পালিয়ে বেড়ানোর কিঞ্চিৎ বর্ণনা

৩৩-৩৭. (ভেবে দেখো! ২য় বার ফুঁ দেবার পর মহাশিঙ্গার) মহাধ্বনি যখন বেজে উঠবে (তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে।) সেদিন মানুষ পালিয়ে বেড়াবে তার ভাই থেকে, তার বাবা-মা থেকে, তার সঙ্গিনী ও সন্তান থেকে। সবাই সেদিন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

৩৮-৪২. সেদিন অনেক মুখ হবে আলোকিত, হাস্যজ্জল, প্রফুল্ল। আর অনেক মুখ হবে ধূলামলিন, অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর এরাই হলো কাফির, এরাই হলো পাপিষ্ঠ।

সূরাহ তাকওয়ীর ৮১ سورة التكوير

তাকওয়ীর অর্থ আলোকহীন হওয়া, বিলুপ্ত হওয়া, নিক্ষিপ্ত হওয়া, পড়ে যাওয়া, ভিতরে চলে যাওয়া, একত্রে মিশে যাওয়া, ইত্যাদি। (কুরতুবী) সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ মাসাদের (লাহাবের) পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ২৯টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَ اِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

মহাপ্রলয়ে যা ঘটবে

১. যখন সূর্যকে তাকওয়ীর করা যাবে,

জ্ঞাতব্যঃ তাকওয়ীর অর্থ আলোকহীন করা, ভেঙ্গে ফেলা, নিক্ষেপ করা, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর ভিতর ঢুকিয়ে দেয়া, সবকিছুকে একত্রে মিশিয়ে দেয়া। ইত্যাদি।

মহাপ্রলয়ের মহাশিঙ্গায় ১ম ফুঁৎকারের পর সূর্যকে আলোকহীন করা হবে, তারপর ভেঙ্গে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হবে এবং ভাঙ্গা টুকরা সমূহ পানি ও কাঁদার ভিতর ঢুকিয়ে দেয়া হবে, তারপর অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের ভাঙ্গা টুকরার সাথে মিশিয়ে দেয়া হবে। পরে এ যমীনকে সমতল করে বানানো হবে হাশরের মাঠ।

২. যখন নক্ষত্ররাজি ইনকিদার হয়ে যাবে, (আলোকহীন হয়ে যাবে, ভেঙ্গে পড়বে, নিঃশেষ হয়ে যাবে)

৩. যখন পর্বতসমূহকে উড়িয়ে দেয়া হবে, (উল্লেখিত তিনটি কাজ করা হবে মহাপ্রলয়ের প্রাক্কালে)

৪. যখন (কিয়ামতের আগ মহুর্তে সম্পদ খুব বেশী হবে তখন) দশমাসের গভর্বর্তী উটনী (তথা অতি মূল্যমান সম্পদও) উপেক্ষিত হবে,

৫. যখন (হাশরের মাঠে) প্রাণীকূলকে একত্রিত করা হবে,

৬. যখন সাগরসমূহকে তাসজীর করা হবে, (পানিতে পূর্ণ করা হবে, একত্রে মিশিয়ে এক সাগরে পরিণত করা হবে, উত্তাল করা হবে, উত্তপ্ত করা হবে, পানিশূন্য করা হবে।)

জ্ঞাতব্যঃ কিয়ামতের আগে প্রথমে সাগরসমূহ পানিতে ভরে উঠবে। ফলে সকল সাগর একত্রিত হয়ে এক সাগরে পরিণত হবে। সাগর তখন উত্তাল হয়ে উঠবে, পানির স্রোত ও সুনামি বেড়ে যাবে। একদিকের পানি উচ্ছ্বাস হয়ে অন্যদিকে ছুটে যাবে। নক্ষত্রসমূহের জ্বলন্ত ভাঙ্গা টুকরা পরে সাগরের পানি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে এবং আগুনের প্রভাবে এক সময়ে শুকিয়ে যাবে। পৃথিবী তখন পানিশূন্য হয়ে যাবে, মাটি থেকে আদ্রতা চলে যাবে। এসব হবে কিয়ামতের সময়ে। তারপর এ পৃথিবীকে সমতল করে হাশরের মাঠে রূপান্তরিত করা হবে।

وَ اِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِاَیِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾ وَ اِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾ وَ اِذَا الْجَحِیْمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾ وَ اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّاۤ اَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾ فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَ الَّیْلِ اِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾ وَ الصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾

পুনরুত্থান ও পরকাল

৭. যখন (পুনরুত্থানের জন্য মৃত দেহে) প্রাণ সংযোজন করা হবে,

৮-৯. যখন (বিচার দিনে) জীবন্ত পুতে রাখা কন্যাশিশুকে (বাদি হিসেবে বিবাদির বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য) জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? (আরবের মানুষ তখন কন্যা সন্তান পছন্দ করত না। কেউ কেউ মেয়ে শিশুকে জীবন্ত পুতে মেরে ফেলত)

১০. যখন কিতাবসমূহ (আমলনামা) উন্মুক্ত করা হবে,

১১. যখন (জান্নাতে যাবার জন্য ১ম) আকাশ খুলে দেয়া হবে, (কারণ জান্নাত হবে প্রথম আকাশের উপরে এবং আকাশ পার হয়েই জান্নাতে যেতে হবে।)

১২. যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে,

১৩. যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে, (প্রত্যেক ব্যক্তিকে ব্যক্তিগণ বাহন দিয়ে জান্নাতে যাওয়া সহজ করে দেয়া হবে)

১৪. তখন (বিচার দিনে) সবাই নিজ নিজ কর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে।

১৫-১৬. না, আমি কসম করছি প্রত্যাবর্তনকারীর (তথা তারকাসমূহের।) গতিশীল ও স্থিতিশীল (তথা জড় ও জীব সকল সৃষ্টির,)

১৭. রাতের কসম, যখন তা চলে যায়,

১৮. প্রভাতের কসম যখন তা আবির্ভূত হয়,

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾

আল-কুরআন এবং আল-কুরআনের বাহক জিবরাঈল আ.

১৯-২১. নিশ্চয় এটা (আল-কুরআন) হচ্ছে সম্মানিত দূতের (তথা জিবরাঈলের আনীত) বাণী, যে অধিক শক্তিশালী, আরশের মালিকের কাছে অনেক মর্যাদাবান, (ফিরিস্তাদের) অনুকরণীয় এবং বিশ্বস্থ।

জ্ঞাতব্যঃ জিবরাঈল আঃ এর শক্তি সৃষ্টিজগতের সবকিছুর শক্তির চেয়েও বেশী। শয়তানরা তার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে পারে না, বা তাকে ভয় দেখিয়ে কোনো তথ্য বদলাতে পারবে না। জিবরাঈল খুবই সম্মানিত এবং বিশ্বস্থ। তাই আল্লাহর বাণীতে কোনো পরিবর্তনের আশঙ্কা নাই।

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾

মুহাম্মাদ সা. জীবরাঈল আ. কে তার আসল রূপে দেখেছেন

২২. (হে মানুষ!) তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মাদ) উন্মাদ নয় (যদিও কাফির নেতারা তাকে উন্মাদ হিসেবে উপস্থাপন করছে),

২৩. আর নিশ্চয় সে (মুহাম্মাদ) তাকে (জিবরাঈলকে) দেখেছে উন্মুক্ত দিগন্তে,

জ্ঞাতব্যঃ রাসূল সাঃ জিবরাঈল (আঃ) কে তার আসল রূপে দু'বার দেখেছিলেন। একবার ওহী নাযিলের শুরুর দিকে মক্কাহর উন্মুক্ত দিগন্তে। আর একবার মি'রাজের সময় সিদরাতু-ল-মুনতাহার নিকটে। (দেখুনঃ ৫৩ নাজমঃ ৫-৯)

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

আল-কুরআন ও নবী মুহাম্মাদ সা.

২৪. সে (মুহাম্মাদ আল্লাহ থেকে আসা) গাইবের (বাণী প্রচারের) ব্যাপারে কৃপণ নয়, (আল্লাহ উনাকে যেসব বিষয় অবগত করেন উনি সে সব প্রকাশ করে দেয়।)

২৫. এ কুরআন বিতাড়িত শয়তানের বাণী নয়। (মুশরিক নেতারা যেমনটি প্রচার করছে)

২৬. সুতরাং (হে মানুষ ও জিন্ন জাতি! আল্লাহর কিতাব ছেড়ে) তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছ?

২৭-২৯. এটা হলো রাব্বু-ল-আ'লামীন থেকে (আগত) এক মহাযিকর তথা মহা স্মরণিকা, তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি সোজা পথে চলতে চায় তার জন্য। আর তোমরা (সোজা পথ) চাইলেও (এ পথে চলতে) পারবে না যদি রাব্বু-ল-আ'লামীন না চান। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ হিজরঃ ৯)

জ্ঞাতব্যঃ তাসজীর, ইনকিদার, তাকওয়ীর, ইত্যাদি শব্দের অর্থসমূহ তাফসীর কুরতুবী থেকে নেয়া হয়েছে। কিয়ামতের আগে পানির স্তর উঁচু হয়ে সাগরসমূহ ভরে উঠবে। তখন সব সাগর একাকার হয়ে এক সাগরে পরিণত হবে। (বর্তমানে বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে যা শুরু হয়ে গেছে) তারপর সাগরসমূহ উত্তাল হয়ে উঠবে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র,

সবকিছুই গতিশীল। সবাই নিজ নিজ কক্ষ পথে ঘূর্ণায়মান। চলতি পথে কোনোটা কোনোটার সাথে ঘর্ষণ লাগে না। কারণ সবকিছু ফিরিস্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে নিয়ন্ত্রন শক্তিকে তাফসীরে বলা হয়েছে "নূরের জিঞ্জির" এবং বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় "মধ্যাকর্ষণশক্তি" বা ম্যাগনেটিক পাওয়ার।

কিয়ামতের প্রাক্কালে ১ম ফুৎকার হলে ফিরিস্তাও মরে যাবে। তখন "মধ্যাকর্ষণ শক্তি" বা ম্যাগনেটিক পাওয়ার অকার্যকর হয়ে যাবে। ফলে নক্ষত্রসমূহ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে প্রবল বেগে ছুটে চলবে এবং পরস্পরে সংঘর্ষ হয়ে ভেঙ্গে পৃথিবীতে আছড়ে পড়বে। নক্ষত্রসমূহের ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন জ্বলন্ত টুকরা পড়ে সাগরসমূহ উত্তাল হয়ে উঠবে এবং এর প্রভাবে এক সময় সাগরের পানি শুকিয়ে যাবে। এমনকি মাটির আর্দ্রতাটুকুও চলে যাবে। তখন পৃথিবী হয়ে যাবে পুড়ামাটির মত। তারপর এ পুড়ামাটির যমীনকে সমতল করে তৈরি করা হবে হাশরের মাঠ।

সূরাহ আল-ইনফিতার ৮২ سورة الانفطار

ইনফিতার অর্থ ফেটে যাওয়া, ভেঙ্গে যাওয়া। এ সূরার সূচনাতে ইনফিতার শব্দটি ব্যবহার করে আকাশ ভেঙ্গে পড়ার কথা বলা হয়েছে। কিয়ামতের সময়ে পৃথিবীর মত আকাশও ভেঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ নাযিয়া'তের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১৯টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَ اِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾ وَ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾ وَ اِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَ اَخَّرَتْ ﴿٥﴾ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿٦﴾ الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِىْۤ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

কিয়ামত, পরকাল এবং দুনিয়ার ধোঁকা

১. যখন আকাশ ভেঙ্গে পড়বে,

২. যখন তারকারাজি ইনতিছার হয়ে যাবে, (বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, ভেঙ্গে পড়বে)

৩. যখন সাগরসমূহকে তাফজীর করা হবে, (পানি ফুলিয়ে দিয়ে একাকার করা হবে, শুকিয়ে দেয়া হবে)

৪. যখন কবরসমূহ উন্মোচিত করা হবে, (মানুষের মৃতদেহসমূহ করব থেকে উঠানো হবে)

৫. (যখন) প্রত্যেক ব্যক্তি তার পাপ-পুণ্য জানতে পারবে। (তখনই আসবে প্রতিশ্রুতকাল)

৬-৮. হে মানুষ! কোন বস্তু তোমাকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে তোমার মহান রাব্ব সম্পর্কে..? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুন্দর অবয়ব দিয়েছেন, সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি যে আকৃতিতে চেয়েছেন তোমায় (তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) সংযোজিত করেছেন।

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ﴿٩﴾ وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿١٢﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ﴿١٣﴾ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ﴿١٤﴾ يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿١٥﴾ وَ مَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ﴿١٦﴾ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿١٩﴾

প্রতিদান দিবস

৯-১২. শোনো! বস্তুত তোমরা প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করে চলেছো অথচ তোমাদের সঙ্গেই রয়েছে (তোমাদের কর্মের হিসাব) সংরক্ষণকারী দল (ফিরিস্তা) কিরামান কাতিবীন (সম্মানিত লেখকগণ,) তোমরা যা করো তারা সব জানে। (কিছুই তাদের থেকে গোপন থাকে না)

১৩-১৬. (পরকালে) অবশ্যই নেক লোকেরা থাকবে নিয়ামতপূর্ণ (জান্নাতে) আর অবশ্যই পাপিষ্ঠরা থাকবে জাহী'মে (তথা প্রজ্জলিত জাহান্নামে।) প্রতিদান দিবসে সবাই সেখানে দাখিল হবে, কেউ সেখান থেকে পালিয়ে থাকতে পারবে না।

১৭-১৯. জানো! প্রতিদান দিবস কি..? আবার (বলছি) জানো! প্রতিদান দিবস কি..? সেদিন কেও কারো জন্য কোনোকিছু করতে সক্ষম হবে না। সেদিন সকল কর্তৃত্ব হবে শুধুই আল্লাহর।

জ্ঞাতব্যঃ তখন মহান আল্লাহ সাত আসমানকে ভাঁজ করে ডান হাতে তুলে নেবেন, পৃথিবীকে তুলে নেবেন বাম হাতে। তারপর ঘোষণা করবেনঃ আমিই একমাত্র অধিপতি, দাম্ভিকরা আজ কোথায়, কোথায় অহংকারকারীরা, দুনিয়ায় যারা নিজেকে রাজা-বাদশা হিসেবে পরিচয় দিত তারা আজ কোথায়? (দেখুনঃ সূরাহ যুমারঃ ৬৭, মুসলিমঃ ২৭৮৮ কিয়ামত জান্নাত জাহান্নাম অধ্যায়, বুখারীঃ ৬১৫৪ কিতাবঃ রিক্বাক)

সূরাহ আল-মুতাফফিফীন ৮৩ سورة المطففين

মুতাফফিফীন অর্থ ওইসকল মানুষ যারা মাপে কম দেয়। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ আনকাবুতের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৩৬টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ﴿١﴾ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿٢﴾ وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ﴿٣﴾ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥﴾ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

ধ্বংস তাদের যারা মাপে কম দেয়

১-৬. ধ্বংস তাদের যারা মাপে কম দেয়, যারা মানুষ থেকে নেবার বেলায় পরিপূর্ণ নেয় আর মানুষকে দেবার সময় ওজনে বা মাপে কম দেয়। তারা কি ভাবে না? (একদিন) তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? এক মহান দিনে (তাদেরকে পুনরুত্থিত করে বিচারের সম্মুখীন করা হবে) যেদিন সকল মানুষই রাব্বু-ল-আ'লামীনের সামনে দাঁড়াবে।

জ্ঞাতব্যঃ আসলে ইসলাম তথাকথিত শুধু ধর্ম নয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। বাস্তব জীবনের সকল বিষয়েই মূলনীতি ও বিধান ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। ইসলামে যেমন ধর্ম এবং ধর্মীয় বিষয়াদি রয়েছে। তেমনি রয়েছে সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং ব্যবসা-বানিজ্য ও ব্যাংকিং নীতিমালা, শিক্ষানীতি, প্রতিরক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি বা সমরনীতি, দেশ জাতি ও সমাজ গঠন এবং পরিচালনার নীতিমালা, আইন ও বিচার, চুক্তি ও শপথ করা এবং রক্ষা করার নীতিমালা, শ্রমনীতি, প্রবাসনীতি, এসাইলাম বা শরণার্থীনীতি, ইত্যাদি সবকিছু। আর ব্যবসায় ঠিক মত পরিমাপ বা ওজন করা ব্যবসার মূল বিষয়। তাই এ ব্যাপারটি এড়িয়ে যায়নি আল-কুরআন।

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ﴿٧﴾ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ﴿٨﴾ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٩﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿١١﴾ وَ مَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿١٢﴾
اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾
كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا
الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٧﴾

পাপিষ্ঠ, সিজ্জীন ও জাহান্নাম

৭-৯. মনে রেখো, পাপিষ্ঠদের কিতাব (আমলনামা) থাকবে সিজ্জীনে। জানো, সিজ্জীন কি? (সিজ্জীন হলো পাপিষ্ঠদের আযাবের জন্য নির্ধারিত স্থানের) রেজিষ্টার বই (তাদের রূহকে যেখানে নিয়ে নাম রেজিষ্টার করে রাখা হবে)

১০-১৩. সেদিন মিথ্যুকদের পরিণাম হবে ভয়াবহ, যারা প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার/অবজ্ঞা করে। আসলে যারা সীমালঙ্ঘনকারী ও পাপিষ্ঠ শুধু তারাই এসব অবিশ্বাস/অবজ্ঞা করতে পারে। আমার আয়াত পাঠ করা হলে তারা বলেঃ এসব আগেকার রূপকথা।

১৪. শোনো! এসব অপকর্মের ফলে তাদের অন্তরে মরিচা জমে গেছে।

১৫-১৭. শুনো! সেদিন প্রভু (প্রভুর দয়া) থেকে তাদেরকে দূরে রাখা হবে। অতঃপর তারা জাহান্নামে পতিত হবে। আর তাদেরকে বলা হবেঃ এটা হলো সেই জাহান্নাম যা তোমরা অস্বীকার করতে।

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ﴿١٨﴾ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ﴿١٩﴾ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٢٠﴾ يَّشْهَدُهُ
الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢١﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ
النَّعِيْمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿٢٥﴾ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَ فِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ
الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٨﴾

নেকলোক, ই'ল্লীন, জান্নাত ও তাসনীম

১৮-২১. শোনো! অবশ্যই নেকলোকদের কিতাব (আমলনামা) থাকবে ই'ল্লীনে। জানো! ই'ল্লীন কি? (ই'ল্লীন হলো নেকলোকদের রূহের বিশ্রামের জন্য নির্ধারিত স্থানের) রেজিষ্টারী বই। (আল্লাহর) নৈকট্য অর্জনকারীগণ তথায় হাজির হবে।

২২-২৩. নিশ্চয় নেকলোকগণ থাকবে নিয়ামতে পরিপূর্ণ (জান্নাতে,) সুসজ্জিত আসনে বসে তারা চেয়ে চেয়ে দেখবে,

২৪-২৬. তুমি দেখবেঃ তাদের চেহারায় স্বাচ্ছন্দের দীপ্তি ফুটে উঠছে। তাদের পান করানো হবে সীলমোহরকৃত বিশুদ্ধতম পানীয়, যাতে মিশকের মোহর থাকবে। প্রতিযোগিতাকারীদের উচিত এসব নিয়ে প্রতিযোগিতা করা।

২৭-২৮. তাতে মিশ্রিত থাকবে "তাসনীম" নামীয় এক বিশেষ ঝর্ণার (স্বচ্ছ পানীয়।) আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারীরা এটা থেকে পান করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَاِذَا
انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿٣١﴾ وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ﴿٣٢﴾ وَ مَآ اُرْسِلُوْا
عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْاَرَآئِكِ ۙ
يَنْظُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

পাপিষ্ঠরা মুঅমিনদেরকে নিয়ে উপহাস করে

২৯-৩৩. (দুনিয়ার জীবনে) পাপিষ্ঠরা মুঅমিনদেরকে নিয়ে উপহাস করে, তাদের অতিক্রমকালে চোখ টিপে কটাক্ষ করে। তারপর আনন্দচিত্তে আপন লোকদের কাছে ফিরে যায়। মুঅমিনদেরকে দেখলে তারা বলেঃ এরা বিভ্রান্ত। অথচ তাদেরকে এদের জিম্মাদার বানিয়ে পাঠানো হয়নি।

৩৪-৩৬. আজ (পরকালে) মুঅমিনগণ কাফিরদেরকে নিয়ে উপহাস করবে, সুসজ্জিত আসনে বসে (পাপিষ্ঠদের আযাবের দৃশ্য) অবলোকন করবে। কি.., কাফিরদেরকে তাদের অপকর্মের যথাযথ বদলা দেয়া হয়েছে তো?

সূরাহ আল-ইনশিক্বাক্ব ৮৪ سورة الانشقاق

ইনশিক্বাক্ব অর্থ ফেটে যাওয়া, ভেঙ্গে যাওয়া। এ সূরার শুরুতে আকাশ ভেঙ্গে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ইনফিত্বারের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ২৫টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ﴿٢﴾ وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ﴿٥﴾ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ﴿٦﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

প্রভুর পথে কঠোর সাধনা করতে হবে

১-২. যখন আকাশ ভেঙ্গে যাবে, আকাশ তার প্রভুর আদেশ পালন করবে এবং এটাই যথাযথ।

৩. যখন যমীনকে সম্প্রসারিত (করে হাশরের ময়দানে রূপান্তরিত) করা হবে,

৪-৫. যমীন তার ভিতরের সব উগলে দিয়ে খালি হয়ে যাবে, যমীন তার প্রভুর আদেশ পালন করবে এবং এটাই যথাযথ।

৬. হে মানুষ! তোমাকে প্রভুর পথে কঠোর সাধনা করতে হবে, তবেই তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে।

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ﴿٨﴾ وَّ يَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿٩﴾ وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ﴿١١﴾ وَّ يَصْلٰى سَعِيْرًا ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ كَانَ فِىْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿١٣﴾ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ﴿١٤﴾ بَلٰۤى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ﴿١٥﴾

ডানহাতে আমলনামা ও বামহাতে আমলনামা

৭-৯. (সেদিন) যার কিতাব (আমলনামা) ডানহাতে দেয়া হবে তার হিসাব হবে অতি সহজ, সে আনন্দচিত্তে আপনজনের কাছে ফিরে যাবে।

১০-১৫. পক্ষান্তরে যার কিতাব (আমলনামা) পিঠের পিছন দিক থেকে দেয়া হবে সে ধ্বংস কামনা করবে, সে জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। (দুনিয়াতে) সে পরিবারের সাথে আনন্দে ছিল, সে মনে করতঃ (আল্লাহর কাছে) ফিরে যেতে হবে না। অথচ (জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে) রাব্ব তাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَ الَّيْلِ وَ مَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَ اِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٤﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٢٥﴾

কুফরের পরিণতি ও মুঅমিনের পুরস্কার

১৬. না, (আকাশের) লালিমার কসম,

১৭. কসম রাতের এবং তাতে যা ঘটে,

১৮. কসম চাঁদের যখন এটা পূর্ণ হয়ে যায়,

১৯. নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে উপরে উঠবে।

২০-২৫.তাদের কি হয়েছে, কেন তারা ঈমান আনে না? কুরআন পাঠ করা হলে তারা সিজদাহ করে না। আসলে (তারা কাফির হয়ে গেছে আর) যারা কুফর করে তারা মিথ্যাচারে লিপ্ত থাকে। তারা যেসব বিষয় গোপন করছে এসব ব্যাপারে আল্লাহ অবগত আছেন। তাদেরকে জানিয়ে দাও যন্ত্রণাদায়ক আযাবের কথা। তবে যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

সূরাহ আল-বুরুজ ৮৫ سورة البروج

বুরুজ অর্থ দুর্গ, প্রাসাদ, স্টেশন, টাওয়ার, ইত্যাদি। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ শামছের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ২২টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ﴿١﴾ وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ﴿٢﴾ وَ شَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ ﴿٣﴾ قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ﴿٥﴾ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ﴿٦﴾ وَّ هُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ﴿٧﴾ وَ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٨﴾ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٩﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আসহাবু উখদূদ

১. কসম বুরুজ (স্টেশন, দুর্গ) বিশিষ্ট আকাশের,

২. কসম প্রতিশ্রুত দিবসের (কিয়ামতের),

৩. কসম শাহিদ (জুমুয়ার দিন) ও মাশহুদ (আরাফার দিন) এর,

৪-৮. আসহাবু উখদূদকে (খন্দকের লোকজনকে) হত্যা করা হয়েছে কাঠ পুড়ানো আগুন দিয়ে। আর মুঅমিনদের সাথে এমন অত্যাচারের দৃশ্য তারা (কাফির নেতারা) তথায় বসে বসে প্রত্যক্ষ করেছে। অথচ এরা তাদের কাছে (আসহাব উখদুদ কাফির নেতাদের কাছে) কোনো অপরাধ করেনি। এরা শুধু আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিল, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও চিরপ্রশংসিত।

৯. আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যার একক মালিকানা। আল্লাহ সব প্রত্যক্ষ করেছেন। (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন ফাতিহাঃ ৪)

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ﴿١٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ﴿١١﴾ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيْدُ ﴿١٣﴾ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿١٦﴾ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْدَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ﴿١٩﴾ وَّ اللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾

১০. (জেনে রাখো) যারা মুঅমিন পুরুষ বা মুঅমিনাহ নারীকে কষ্ট দেয়, তারপর তাওবাহ করে না; তাদের তরে অবধারিত হয় জাহান্নামের আযাব, তাদের তরে দাহনকারী আযাব।

১১. আর যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে তাদের তরে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। আর এটাই হলো মহাসাফল্য।

১২-১৬. নিশ্চয় তোমার প্রভুর পাকড়াও বড় কঠিন। তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেছেন, তিনিই পুনরায় উত্থান ঘটাবেন। তিনি ক্ষমাশীল, স্নেহময়, মহান আরশের অধিপতি। তিনি যা চান তাই করেন।

১৭-১৮. তোমার কাছে সংবাদ এসেছে কি, বাহিনী সমূহের? ফেরাউন ও ছামূদের? (পরাশক্তি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর আযাবে তারা ধ্বংস হয়েছিল।)

১৯-২০. আসলে কাফিরগণ মিথ্যাচারে রত। অথচ আল্লাহ তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছেন।

২১-২২. বস্তুত এটাই মহিমান্বিত কুরআন, (যা লিপিবদ্ধ আছে) লাউহে মাহফুজে।

জ্ঞাতব্যঃ এ সুরায় একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এক দেশের রাজা ছিল মুশরিক। জনতা ঈমান এনেছিল বিধায় রাজ সৈন্যরা বিরাট খন্দক খনন করে আগুন জ্বালিয়ে ছিল এবং ইমানদার জনতাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল। ইতিহাসে এরা "আসহাবু উখদূদ" নামে খ্যাত। (এ ঘটনার বর্ণনায় কার্টুন বানানো হয়েছে। বাংলা কার্টুনের নাম বালক ও রাজা)

সূরাহ আল-ত্বারিক ৮৬ سورة الطارق

তারিক্ব অর্থ রাত্রে আগমনকারী, তারকা। এ সূরার শুরুতে ত্বারিক্ব এর কসম করা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ বালাদের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১৭টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ ﴿١﴾ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآئِبِ ﴿٧﴾ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾ وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَ الْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَّ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল্লাহর কৌশল-ই চূড়ান্ত, শুধু একটু সময়ের অপেক্ষা

১-৩. কসম আকাশের, কসম রাতে আগমনকারীর। জানো, রাতে আগমনকারী কি? (রাতে আগমনকারী হলো) নাজমু-ছ-ছাকিব তথা দীপ্তিমান তারকা।

৪. নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই আছে সংরক্ষক দল (কিরামান কাতিবীন যারা মানুষের সবকিছু সংরক্ষণ করছে)

৫-৭. মানুষ যেন (তার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে, সে যেন) ভেবে দেখে; তাকে কি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে? আসলে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে বেগবান পানি (সঙ্গমকালে সবেগে বেরিয়ে আসা বীর্য) থেকে, যা নির্গত হয় (মানব দেহের) কঠি ও বুকের হাড়ের মধ্য থেকে।

৮-১০. (যিনি প্রথম সৃষ্টি করেছেন) তিনি অবশ্যই পুনরায় বানাতেও সক্ষম। (তিনি হাশরের মাঠে সবাইকে উঠাবেন) সেদিন গোপন বিষয়সমূহ (মানুষের আমলনামা) উন্মোচিত করে দেওয়া হবে। (সেদিন) মানুষের কোনো শক্তি থাকবে না, থাকবে না কোনো সাহায্যকারী।

১১-১৭. মেঘময় আকাশের কসম, উদ্ভিদময় যমীনের কসম! নিশ্চয় এ কুরআন হলো চূড়ান্ত বাণী, এটা কোনো তামাশা নয়। অথচ তারা (এ কুরআনের বিরুদ্ধে) গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, আমিও কৌশল চূড়ান্ত করে ফেলেছি। কাফিরদের অবকাশ দাও, একটু অবকাশ দাও।

সূরাহ আল-আ'লা ৮৭ سورة الاعلي

আ'লা অর্থ সর্বোচ্চ, উচ্চতর, মহান। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ তাকওয়ীরের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১৯টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٢﴾ وَ الَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ﴿٣﴾ وَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ﴿٤﴾ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ﴿٥﴾ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ﴿٦﴾ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفٰى ﴿٧﴾ وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল্লাহ গোপন প্রকাশ্য সব জানেন

১-৫. তোমার মহান প্রভুর নামের মহত্ত্ব বর্ণনা করো, যিনি (মানুষ) সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন (সুন্দর) অবয়ব, যিনি (জীবন-মরণ) নির্ধারণ করে দিয়েছেন, বাতলে দিয়েছেন সঠিক পথ, যিনি উৎপন্ন করেন সবুজ বনানী, অতঃপর এটাকে করেন শুষ্ক বিমলিন।

৬-৮. (হে নবী!) আমরা তোমাকে (কুরআন) পাঠ শিখিয়ে দেব, তখন তুমি আর ভুলবে না। তবে আল্লাহ যা (ভুলাতে) চান (এটা অবশ্যই ভুলে যাবে।) তিনি গোপন প্রকাশ্য সব জানেন। আমরা তোমার তরে সহজ করে দেব সহজ পথে (জান্নাতের পথে) চলা।

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ﴿٩﴾ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ﴿١٠﴾ وَ يَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ﴿١١﴾ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَ لَا يَحْيٰى ﴿١٣﴾ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ﴿١٧﴾ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى ﴿١٩﴾

কারা দ্বীনি উপদেশ গ্রহণ করে আর কারা করে না

৯-১৩. তুমি উপদেশ দিয়ে যাও যদি (মনে করো) উপদেশ কাজে লাগবে। (তোমার উপদেশ) তারাই গ্রহণ করবে যারা (আল্লাহ ও আখেরাতকে) ভয় করে। আর যে হতভাগা সে এসব উপেক্ষা করবে, যে নিক্ষিপ্ত হবে বিরাট অগ্নিকুন্ডে। তারপর সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।

১৪-১৫. ওই ব্যক্তি সফল হয়ে গেল যে তাযকিয়্যাহ (নিজেকে কুফর শিরক থেকে মুক্ত) করলো, প্রভুর

নাম স্মরণ করলো আর সালাত আদায় করলো। (তাযকিয়্যাহ সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ১২৯)

১৬-১৭. বস্তুত (হে মানুষ! তোমাদের স্বভাব হলো) তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো, অথচ আখেরাতই উত্তম এবং চিরস্থায়ী। (আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া বিভ্রান্তির পথ। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়)

১৮-১৯. নিশ্চয় এসব (লিপিবদ্ধ) আছে পূর্ববর্তী কিতাবে; ইবরাহীম ও মূসার কিতাবে (তথা ছোট বড় সকল কিতাবে)।

সূরাহ আল-গাশিয়াহ ৮৮ سورة الغاشية

গাশিয়াহ অর্থ আচ্ছন্নকারী। জাহান্নামের আগুন কাফিরদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে এজন্য এটাকে গাশিয়াহ বলা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ যারিয়াহ এর পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ২৬টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ﴿٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿٦﴾ لَّا يُسْمِنُ وَ لَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ﴿٧﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয়

১-৭. তোমার কাছে কি পৌঁছেছে আচ্ছন্নকারীর (কিয়ামতের) সংবাদ? সেদিন অনেক মুখ হবে ভীত সন্ত্রস্ত, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। তারা নিক্ষিপ্ত হবে জ্বলন্ত আগুনে, তাদের পান করানো হবে (হা'মীমের) উত্তপ্ত লাভা আর তাদের খাদ্য হবে কাঁটাযুক্ত (যাক্কুম,) যা পুষ্টি যোগাবে না, ক্ষুধাও মিটাবে না।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ﴿١٣﴾ وَّ اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٤﴾ وَّ نَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴿١٥﴾ وَّ زَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿١٦﴾

জান্নাতের নিয়ামতের কিঞ্চিৎ বর্ণনা

৮-১৬. সেদিন অনেক মুখ হবে নিয়ামতে পরিতৃপ্ত, কর্ম সাফল্যে সন্তুষ্ট, জান্নাতের উচ্চাসনে

(আসীন।) সেখানে শুনতে হবে না অস্বস্তিকর কোনো বাক্য। সেখানে আছে প্রবাহমান ঝর্ণা, উন্নততর বিছানা, পরিপূর্ণ পানপাত্র, সারি-সারি তাকিয়া, সম্প্রসারিত গালিচা (এবং আরও কতকিছু।)

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَ اِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَ اِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ ۗ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَ كَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

মানুষ অপরাধ করলে তাকে সাজা দেওয়া হবে কিন্তু দ্বীন গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা যাবে না

১৭. তারা কি ভেবে দেখে না, উটকে কেমন করে সৃষ্টি করা হয়েছে?

১৮. আকাশকে কিভাবে সমুন্নত রাখা হয়েছে?

১৯. পর্বতমালাকে কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে?

২০. যমীনকে কিভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে..?

২১-২৬. (হে নবী!) তুমি উপদেশ দিয়ে যাও। কারণ তুমি শুধুই উপদেশ-দাতা। তুমি (কাউকে বাধ্য করতে পারো না। কারণ) তুমি তাদের উপর কর্তৃত্বশীল নও। তবে কেউ বিমুখ হলে, কুফর করলে আল্লাহ তাকে কঠিন সাজা দেবেন। (আর আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়াতে নবী এটা বাস্তবায়ন করবেন। আর নবীর পর খালীফাহ।) নিশ্চয় আমার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন এবং আমার দায়িত্বেই তাদের হিসাব গ্রহণ/ তাদের জবাবদিহিতা।

সূরাহ আল-ফাজর ৮৯ سورة الفجر

ফজর অর্থ ঊষা, ভোর। এ সূরার শুরুতে ফজরের কসম করা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ আল-লাইল এর পর নাযল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৩০টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الْفَجْرِ ﴿١﴾ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَّ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ ﴿٣﴾ وَ الَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ﴿٥﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহ'মানি-র-রাহীম

১-৫. কসম ফজরের, কসম দশ রাতের, কসম জোড় ও বেজোড়ের, কসম রাতের যখন এটা

সমাপ্ত হতে থাকে। জ্ঞানীদের জন্য এতে অতি গুরুত্বপূর্ণ কসম রয়েছে।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَ ثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

অবাধ্যতার সাজায় ধ্বংস হওয়া ৩টি জাতি

৬-৮. তুমি কি দেখনি, তোমার রাব্ব আ'দ (জাতি)র সাথে কেমন করেছেন? যারা ছিল সুঠাম দেহ বিশিষ্ট ইরাম (জাতির অংশ। সাহীহ মতে তাদের সাধারণ উচ্ছতা ছিল ১২গজ তথা ৩৬ ফুট।) যাদের মত করে অন্য কাউকে সৃষ্টি করা হয়নি (কোনো কালে) কোনো দেশেই।

আ'দ জাতি ও হূদ আঃ = নূহ আঃ এর সময়ের মহাপ্লাবনের পর নূহ আঃ এর বংশধরগণ চার দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এর মধ্যে ইয়ামান ও উমানের মধ্যবর্তী আহক্বাফ নামক স্থানে গড়ে উঠলো এক বিরাট মানব সমাজ। জাতি হিসেবে তারা আ'দ নামে পরিচিত। আ'দ জাতি আল্লাহর বিধান ছেড়ে কুফর শিরক ও পাপাচারে মেতে উঠলে আল্লাহ হুদ আঃ কে তাদের রাসূল বানিয়ে পাঠালেন। পরে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছিল তুফান দিয়ে। (দেখুন সূরাহ আল-হাক্কাহঃ ৬)

৯-১০. আর (স্মরণ করো! কি হয়েছে) ছামূদ (জাতি)র সাথে, যারা পাহাড়ী উপত্যকায় পাথর কেটে ঘর বানাত? আর (কি করেছেন) বিশাল বাহিনীর অধিনায়ক ফেরাউনের সাথে?

ছামূদ জাতি ও স্বালিহ আঃ = বর্তমান সৌদি আরবের মদীনাহ ও তাবূকের মাঝে একটি জায়গার নাম হিজর, জায়গাটি মাদাইন স্বালিহ বা স্বালিহ নগরী নামেও পরিচিত। এক সময় এখানে গড়ে উঠেছিল বিরাট মানব সমাজ। ইতিহাসে তারা ছামূদ জাতি হিসেবে পরিচিত। ছামূদ জাতি আল্লাহর বিধান ছেড়ে মনগড়া পথ ধরে যখন কুফর শিরক ও পাপাচারে মেতে উঠলো তখনি আল্লাহ তাদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠালেন তাদেরই এক ব্যক্তি স্বালিহ আঃ কে। পরে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছে ত্বাগি য়াহ (ভূমিকম্প ও গর্জন) দিয়ে। (দেখুন সূরাহ আল-হাক্কাহঃ ৫)

১১-১৪. যারা (উল্লেখিত জাতিসমূহ) দেশে দেশে সীমালঙ্ঘন করেছে, অনেক বেশী ফাসাদ (পাপাচার) করেছে, যে কারণে প্রভু তার আযাবের লাঠি তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। নিশ্চয় তোমার প্রভুর অবস্থান খুবই সঠিক।

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَ نَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَ اَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿١٧﴾ وَ لَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٨﴾ وَ تَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَّ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

মান ও অপমানের মানদণ্ড

১৫-১৬. মানুষের স্বভাব হলোঃ যখন তিনি মানুষকে সম্পদ ও সম্মান দিয়ে পরীক্ষা করেন তখন তারা বলেঃ রাব্ব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন ধনসম্পদ কমিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করেন তখন বলেঃ রাব্ব আমাকে অপমানিত করেছেন (মানে মানুষ সম্পদকেই মান-অপমানের মানদণ্ড মনে করে।)

১৭-২০. না, (তোমাদের এমন ধারণা ঠিক নয়। বরং তোমাদের অপমানের আসল কারণ হলো) তোমরা..

- ইয়াতীমকে মর্যাদা দেও না,
- মিসকিনকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করো না,
- উত্তরাধিকার সম্পদ আত্মসাৎ করে ফেল,
- তোমরা সম্পদকে অধিক ভালোবাসো (আর এসবই হলো দুনিয়ার জীবনে তোমাদের লাঞ্ছনার মূল কারণ এবং দ্বীন থেকে বিচ্যুতিরও মূল কারণ।)

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَّ جَآءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَ جِايْٓءَ يَوْمَىِٕذٍۭ بِجَهَنَّمَ يَوْمَىِٕذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَ اَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَىِٕذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَّ لَا يُوْثِقُ وَ ثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾ وَ ادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾

২১-২২. সাবধান! (সেদিনের কথা মনে করো) যখন পৃথিবীকে চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে, তোমার রাব্ব (বিচারকের আসনে) চলে আসবেন আর ফিরিস্তাগণ সারিসারি (দাঁড়াবে।)

২৩-২৬. সেদিন জাহান্নামকে কাছে আনা হবে। মানুষ সেদিন সব মেনে নেবে। কিন্তু এ মেনে নেওয়ায় কি লাভ? তখন মানুষ বলবেঃ হায়! হায়! (আখেরাতের) এ জীবনের জন্য যদি কিছু করতাম! সেদিন তার আযাব হবে তুলনাহীন, তার বন্ধন হবে তুলনাহীন।

২৭-৩০. (সেদিন নেক লোকদের বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা (নাফস মুতমাইন্নাহ!) আনন্দচিত্তে খুশী মনে প্রভুর কাছে ফিরে আসো। আমার বান্দাদের কাতারে শামিল হও আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। (নাফস ও ক্বারীন সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সূরাহ ফুসসিলাতঃ ২৫)

সূরাহ আল-বালাদ ৯০ سورة البلد

বালাদ অর্থ নগর, শহর। এ সূরার শুরুতে (মাক্কাহ) নগরীর কসম করা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ক্বাফ এর পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ২০টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَ وَالِدٍ وَّ مَا وَلَدَ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ﴿٤﴾ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٧﴾ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَ لِسَانًا وَّ شَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَ هَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾ فَلَا

اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

বিসমিল্লাহহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল্লাহর নিয়ামত, কঠিন পথ এবং ডানহাতী ও বামহাতী দল

১-২. না, আমি কসম করছি এ (মক্কা) নগরীর, আর এ নগরীতে তুমি হালাল (মানে এ নগরীকে মুশরিকদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য তোমাকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো।)

৩. কসম জন্মদাতার (তথা মানব জাতির আদি পিতা আদমের) আর যাদেরকে সে জন্ম দিয়েছে।

৪. নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি (দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাত সকল ক্ষেত্রে) মেহনত করার জন্য।

৫. মানুষ কি মনে করে তার উপর কারো কর্তৃত্ব নেই? (আসলে সকল কর্তৃত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ)

৬. মানুষ (আমার দেওয়া সম্পদ থেকে আমার পথে খরচ করে এবং মনে মনে) বলেঃ আমি অনেক মাল খরচ করে ফেলেছি।

৭. মানুষ কি মনে করে কেউ তাকে পর্যবেক্ষণ করছে না?

৮-১০.আমরা কি তাকে দান করিনি দুটি চোখ, একটি জিহ্বা, দুটি ঠোঁট? (অবশ্যই দান করেছি। সাথে) বাতলে দিয়েছি দুটি পথ।

১১-১৮. (আমি এতোকিছু দেওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য) সে আক্বাবাহ (দুর্গমগিরি তথা কঠিন পথ) মাড়ায় না। তুমি কি জানোঃ কি সেই আক্বাবাহ (তথা কঠিন পথ? এ কঠিন পথটি হলো)

- ❖ ঘাড় মুক্তি (তথা মানুষকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের দাসত্ব ও গোলামী থেকে মুক্ত করা,)
- ❖ কঠিন (অভাবের) দিনে খাদ্যদান করা, নিকট আত্মীয় ইয়াতীমকে অথবা ধূলামলিন মিসকিনকে।
- ❖ আর তাদের সঙ্গ দেওয়া যারা ঈমান আনে এবং একে অপরকে সবরের (তথা ঈমানের উপর অবিচল থাকার) উপদেশ দেয় এবং উপদেশ দেয় দয়া ও নম্রতার।

(যারা এমন হতে পারবে) তারাই হলো ডানহাতী/ডানপন্থী। (বিচার দিনে যাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে।)

১৯-২০. আর যারা আমার বিধান অমান্য করে তারা বামপন্থী। তাদের জন্য অবধারিত (জাহান্নামের) প্রজ্জ্বলিত আগুন।

সূরাহ আল-শামছ ৯১ سورة الشمس

শামছ অর্থ সূর্য। এ সূরার শুরুতে সূর্যের কসম করা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ক্বাদরের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১৫টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰىهَا ﴿١﴾ وَ الْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ﴿٢﴾ وَ النَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ﴿٣﴾ وَ الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ﴿٤﴾ وَ السَّمَآءِ وَ مَا بَنٰىهَا ﴿٥﴾ وَ الْاَرْضِ وَ مَا طَحٰىهَا ﴿٦﴾ وَ نَفْسٍ وَّ مَا سَوّٰىهَا ﴿٧﴾ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَ تَقْوٰىهَا ﴿٨﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

১. কসম সূর্য ও তার কিরণের,
২. কসম চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পিছু ছুটে,
৩. কসম দিনের যখন (সূর্যের আলো) একে উজ্জ্বল করে তুলে,
৪. কসম রাতের (সূর্যের আলো সরে গিয়ে) যখন এটাকে (আঁধারে) আচ্ছন্ন করে ফেলে,
৫. কসম আকাশের আর যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন,
৬. কসম যমীনের আর যিনি এটাকে বিস্তৃত করেছেন, (যমীনের বিস্তৃতি সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ যারিয়াত (৫১/৪৭-৪৮)
৭-৮. কসম আত্মার/ব্যক্তির আর যিনি একে অবয়ব দিয়েছেন, তারপর বাতলে দিয়েছেন পাপময় (পথ) এবং তাক্বওয়ার (পাপ থেকে বেঁচে থাকার) পথ।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ﴿٩﴾ وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ﴿١٠﴾ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَا ﴿١١﴾ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَ سُقْيٰهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ﴿١٤﴾ وَ لَا يَخَافُ عُقْبٰىهَا ﴿١٥﴾

ছামূদ জাতি ও আল্লাহর উটনী

৯-১০. ঐ ব্যক্তি অবশ্যই সফল যে নিজেকে তাযকিয়্যাহ (কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে মুক্ত) করলো। (তাযকিয়্যাহ সম্পর্কে জানতে দেখুন বাক্বারাহঃ ১২৯) আর ওই ব্যক্তি অবশ্যই ব্যর্থ যে নিজেকে কলঙ্কিত করলো (কুফর শিরক ও পাপাচারে জড়িয়ে পড়লো।)
১১-১৪. ছামূদ (জাতি) তাদের অবাধ্যতার কারণে (আল্লাহর বিধান মেনে নিতে) অস্বীকার করেছিল

যখন তারা (আল্লাহর উটনীকে আঘাত করতে) তাদের মাঝে সবচেয়ে হতভাগা লোকদেরকে পাঠিয়েছিল। অথচ (আগেই) রাসূল তাদেরকে বলেছিলঃ আল্লাহর উটনী ও তার পানির ব্যাপারে সাবধান থেকো! তাসত্ত্বেও তারা (নবীর আদেশ) অমান্য করেছে এবং (আল্লাহর উটনীকে) আঘাত করেছে। ফলে রাব্ব তাদের ধ্বংস করে একাকার করে দিয়েছেন, তাদের পাপের পরিণতি হিসেবে।

১৫. (আল্লাহ চাইলে সকল অবাধ্যদের এভাবেই ধ্বংস করে দিতে পারেন। কারণঃ মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হয়, তাই মানুষের পরিণতির ভয় আছে। কিন্তু) আল্লাহ কোনো পরিণতির ভয় করেন না।

জ্ঞাতব্যঃ ছামূদ জাতি আল্লাহর নবীকে তাদের জীবন আদর্শ হিসেবে মেনে চলতে অস্বীকার করেছিল। তারা নবীর কাছে নিদর্শন দাবী করেছিল। আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে দিয়েছিলেন বাচ্চাসহ এক আশ্চর্য উটনী। আল্লাহর উটনী কারো ক্ষতি করত না এবং এতো বেশী দুধ দিত যে এ দুধ পুরা নগরবাসীর জন্য যথেষ্ট হতো আর এ দুধও অন্য সকল দুধ থেকে সুস্বাদু ও মজাদার ছিল। তবে যেদিন পানি পান করত সেদিন তাদের একমাত্র কুপের সব পানি খেয়ে ফেলত। তাই তারা উটনিকে হত্যা করার জন্য আঘাত করেছিল।

সূরাহ আল-লাইল ৯২ سورة الليل

লাইল অর্থ রাত। এ সূরায় রাতের কসম করা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ আ'লার পর নাযিল হয়েছে। এতে মোট আয়াত ২১টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ﴿١﴾ وَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ﴿٢﴾ وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى ﴿٣﴾ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ﴿٤﴾ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَ اتَّقٰى ﴿٥﴾ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ﴿٧﴾ وَ اَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَ اسْتَغْنٰى ﴿٨﴾ وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ﴿١٠﴾ وَ مَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ﴿١١﴾ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ﴿١٢﴾ وَ اِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَ الْاُوْلٰى ﴿١٣﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

সকল কর্তৃত্বের মালিক আল্লাহ

১. রাতের কসম, যখন এটা আঁধারে ঢেকে রয়,
২. দিনের কসম, যখন এটা আলো ঝলমল হয়,
৩. কসম তাঁর যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন!
৪. অবশ্যই তোমাদের কাজকর্ম নানা মুখী হয়ে থাকে। (তোমরা কখনো ভালো কাজ করো আর কখনো

মন্দ। তোমাদের কেউ ভালো কাজ করে আর কেউ মন্দ।)

৫-১০. (তোমাদের) যে ব্যক্তি দান করলো, পাপমুক্ত থাকলো আর (বাস্তব জীবনে) উত্তম (আদর্শ তথা ইসলাম) মেনে চলল, আমি তার জন্য সহজ (জান্নাতের) পথ সুগম করে দেই। আর যে ব্যক্তি কার্পণ্য করলো, বেপরোয়া জীবনযাপন করলো আর উত্তম (আদর্শ তথা ইসলামী বিধান) অমান্য করলো আমি তার তরে সুগম করে দেই কঠিন পথ (তথা জাহান্নামের পথ।)

১১-১৩. (মানুষ সম্পদের জন্য উন্মাদ হয়ে যায়। অথচ তার জানা উচিত) সম্পদ কাউকে (জাহান্নাম) থেকে বাঁচাতে পারবে না। নিশ্চয় হেদায়াত আমার-ই হাতে। ইহকাল ও পরকালে সকল কর্তৃত্ব শুধুই আমার।

হেদায়াত পরিচিতিঃ হেদায়াত শব্দটি সাধারণত ২টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

❖ সৎপথে পরিচালিত করে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া। আর এ ধরণের হেদায়াত আল্লাহ ছাড়া অন্য কেও করতে পারে না।

❖ পথের দিশা দেওয়া বা সৎপথ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া। আর এ ধরণের হেদায়াত নবী, রাসূল ও মুঅমিনদের দায়িত্ব।

উল্লেখ্য আল-কুরআন যেহেতু আল্লাহর কালাম। তাই আল-কুরআন তার পাঠকদের জন্য উভয় প্রকার হেদায়াতের মাধ্যম হয়ে তাকে। আল-কুরআন মুত্তাক্বীদেরকে সৎপথে পরিচালিত করে জান্নাতে পৌঁছে দেয়, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ২য় আয়াতে। আর আল-কুরআন তার সকল পাঠককে হেদায়াতের পথ বাতলে দেয়, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ১৮৫ তম আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতে।

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا
الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ
وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

জাহান্নামী ব্যক্তি আর জান্নাতী ব্যক্তির স্বভাব

১৪-১৬. (হে মানুষ ও জিন্ন জাতি!) আমি তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি প্রজ্জ্বলিত আগুন সম্পর্কে। যেখানে পতিত হবে শুধুই হতভাগা লোকেরা, যারা (জীবনের আদর্শ হিসেবে আল্লাহর দ্বীন মেনে চলতে) অস্বীকার করে এবং (দ্বীন থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১৭. আর (এ আগুন থেকে) নিরাপদ থাকবে মুত্তাক্বী ব্যক্তি, (মুত্তাক্বী শব্দের মূল শব্দ তাক্বওয়া। তাক্বওয়া অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করে সে হয় মুত্তাক্বী)

১৮-২১. (ওই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয়) যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ দান করে পরিশুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি (দুনিয়াবী) প্রতিদানের জন্য কারো উপকার করে না, (দুনিয়ার জন্য উপকার করলে আখেরাতে ছাওয়াব পাওয়া যাবে না।) এবং মহান প্রভুর সন্তুষ্টিই যার একমাত্র কাম্য। (তাই প্রভু তাকে প্রতিদান দেবেন) আর অচিরেই সে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য বা অন্যকে খুশী করার জন্য আ'মাল করলে রিয়া হয়। রিয়া গোপন শিরক। রিয়াকারী আল্লাহর কাছে কিছুই পাবে না। রিয়াকারী জাহান্নামী হবে।

সূরাহ আল-দ্বুহা ৯৩ سورة الضحي

দ্বুহা' অর্থ সূর্যের কিরণ, উজ্জ্বল দিনের প্রথম প্রহর। এ সূরায় দ্বুহার কসম করা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ফাজরের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১১টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الضُّحٰى ﴿١﴾ وَ الَّيْلِ اِذَا سَجٰى ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰى ﴿٣﴾ وَ لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ﴿٤﴾ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ﴿٥﴾ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴿٦﴾ وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿٧﴾ وَ وَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿٨﴾ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَ اَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

তোমার অতীতের চেয়ে ভবিষ্যৎ উজ্জল হবে

পটভূমিঃ মক্কাতে কিছুদিন ওহী বন্ধ ছিল। কয়েক দিন হয়ে গেছে জিবরাঈল আসেননি। এতে কাফিররা বলাবলি শুরু করলোঃ মুহাম্মাদের রাব্ব তাকে ত্যাগ করেছে, সে আর তাকে পছন্দ করে না। এর প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

১-৫. কসম কিরণময় প্রভাতের, কসম রাতের যখন এটা আঁধারে ঢেকে যায়। তোমার রাব্ব তোমাকে ত্যাগ করেননি, অপছন্দও করেননি, তোমার ভবিষ্যৎ অবশ্যই অতীতের চেয়ে উজ্জ্বল হবে। তোমার রাব্ব অচিরেই তোমাকে অনেক কিছু দান করবেন, তখন তুমি খুশী হয়ে যাবে।

৬-৮. (তোমার প্রভু সর্বদাই তোমার প্রতি করুণাময়।) তুমি ইয়াতীম ছিলে, তিনিই তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। তুমি পথ ভুলা ছিলে, তিনিই তোমাকে সঠিক পথে তুলে এনেছেন। তুমি নিঃস্ব ছিলে, তিনিই তোমাকে অভাবমুক্ত করেছেন।

৯-১১. সুতরাং তুমি কোনো ইয়াতীমের উপর অবিচার করবে না, কোনো সাইলকে (ভিক্ষুক, আবেদনকারী, প্রশ্নকারীকে) ধমক দিবে না আর প্রভুর নিয়ামত প্রকাশ করবে।

সূরাহ আল-ইনশিরাহ/শারাহ ৯৪ سورة الانشراح

শারাহ' /ইনশিরাহ অর্থ খুলে দেয়া। এখানে বুঝানো হয়েছে অন্তর খুলে দেয়া। আল্লাহ্ যার অন্তরকে জ্ঞান ধারণের জন্য খুলে দেন সেই জ্ঞানী হতে পারে। আল্লাহ যার অন্তরকে হেদায়াতের জন্য খুলে দেন সেই হেদায়াত পেতে পারে। এখানে রাসূল সাঃ এর অন্তর খুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ দ্বুহা'র পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৮টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿٧﴾ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

দুঃখের পরে সুখ আছে

১. (হে নবী!) আমি কি (আল-কুরআন ধারণের জন্য) তোমার বক্ষ খুলে দেইনি? (অবশ্যই খুলে দিয়েছি। তাই তুমি মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বক্ষে ধারণ করতে পেরেছ। শুধু কি তাই? তোমার উপর আমার নিয়ামত অসীম। যেমনঃ)

২-৪. তোমার (অতীত ভবিষ্যত সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে তোমার পিঠের) বুঝা আমি সরিয়ে দিয়েছি, যা তোমার পিঠকে ভারী করে তুলছিল। আমি তোমার স্মরণ/আলোচনা উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছি।

৫-৮. (দ্বীনের পথে তুমি যে কষ্ট করছো এ জন্য চিন্তা করো না। কারণ) কষ্টের সাথে অবশ্যই স্বস্তি আছে। অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে। (একদিন সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে, আসবে স্বস্তি, অনাবিল সুখ ও শান্তি। আর মুঅমিনের চূড়ান্ত সুখ আখেরাতে। দুনিয়ায় তোমার কাজ প্রায় শেষ। এখন বিদায়ের পালা। তাই) অবসর হয়ে (ইবাদাতে) মনোনিবেশ করো। আর তোমার প্রভুর দিকে ধাবিত হও।

সূরাহ আত-ত্বীন ৯৫ سورة التين

তীন অর্থ ডুমুর ফল। এ সূরার শুরুতে মহান আল্লাহ্ ডুমুর ফলের কসম করেছেন। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ বুরুজের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৮টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ التِّيْنِ وَ الزَّيْتُوْنِ ﴿١﴾ وَ طُوْرِ سِيْنِيْنَ ﴿٢﴾ وَ هٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ﴿٥﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٦﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ﴿٧﴾ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানির রাহীম

অন্তহীন প্রতিদান

১. কসম ডুমুরের, কসম যাইতুনের,

২. কসম সিনাই (অঞ্চলে অবস্থিত) তুরের (পর্বতের),

৩. কসম এ নিরাপদ শহরের (মক্কার),

৪-৬. আমি মানুষকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছি, তারপর (অবাধ্যতার কারণে) তাকে অতল গহ্বরে ফেলে দিয়েছি। তবে যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে (তারা অতল গহ্বরে পতিত হবে না,) তাদের তরে আছে অন্তহীন প্রতিদান।

৭-৮. সুতরাং (হে মানুষ!) এতদসত্ত্বেও কেন দ্বীন (আল্লাহর দেয়া জীবন আদর্শ মেনে নিতে) অস্বীকার করছো? আল্লাহ কি আহকামু-ল-হাকিমীন (মহান বিচারক /মহান শাসক /সর্বমহান বিধানদাতা /সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক /আদেশ দেবার মালিক) নন?

শব্দ পরিচিতিঃ তূর অর্থ পাহাড়, পর্বত। ফিলিস্তিনের সীমান্ত ঘেঁষে বর্তমান মিশরে অবস্থিত একটি বড় পাহাড়ী অঞ্চল রয়েছে। এ অঞ্চলটি সিনীন, সাইনা, সিনাই ইত্যাদি নামে পরিচিত। এখানেই একটি পাহাড়ে মূসা আঃকে রিসালাতের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছিল। এ পাহাড়ই আমাদের সমাজে তুর পাহাড় নামে খ্যাত।

সূরাহ আল-আ'লাক্ব ৯৬ سورة العلق

আ'লাক্ব অর্থ জমাট রক্ত। এ সূরায় ২য় আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। সূরাহটি মাক্কী। এটা আল-কুরআনের নাযিল কৃত প্রথম সূরাহ। এ সূরায় মোট আয়াত ১৯টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহ'মানি-র-রাহীম

জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়তে হবে

১-৫. পড়ো! তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত থেকে। পড়ো, তোমার প্রভু মহীয়ান, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে, তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।

আইন ও বিধানঃ উল্লেখিত ৫ আয়াত হেরাগুহায় নাযিল হয়েছে এবং এতে আমাদেরকে পড়তে বলা হয়েছে। আর পড়া হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি। জ্ঞান অর্জন করা ফরজ আর নিজে পড়ে অর্জন করা জ্ঞানই উত্তম এবং নিজ প্রচেষ্টায় অর্জিত জ্ঞানই আসল জ্ঞান। শুধু শুনে শুনে অর্জিত জ্ঞান হাওয়ায় মিশে যায়।

জ্ঞাতব্যঃ মহান আল্লাহ আমাদেরকে যে জ্ঞান দিয়েছেন এটাই আসল জ্ঞান। এ জ্ঞানের মূল ভান্ডার "লাওহু মাহফুজ" তথা সপ্ত আকাশের উপরে। এ জ্ঞান মহান আল্লাহর মহানিয়ামত। কুফরের অন্ধকারাচ্ছন্ন এ পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া জ্ঞান ঝলমলে আলো স্বরূপ। এ জ্ঞান দিয়েই পাওয়া যাবে পথের দিশা, মানুষের মত মানুষ হবার মূল উপাদান, জান্নাতী জীবন গঠনের পাথেয়। একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে সৎভাবে জীবনযাপনের জন্য এ জ্ঞানের বিকল্প নেই। এ জ্ঞান ওহী ভিত্তিক। এ জ্ঞানের মূল উৎস আল-কুরআন। ওহীর শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষগুলো সৃষ্টির খেদমতে নিজেকে বিলিয়ে দেবে, এটাই স্বাভাবিক। ভন্ড ছাড়া কেউ এর ব্যতিক্রম হতে পারে না।

পক্ষান্তরে এছাড়া আর যত জ্ঞান বা বিদ্যা আছে সব মানবরচিত ও বস্তুবাদী। আর বস্তুবাদী বিদ্যা স্বার্থবাদী ও আদর্শহীন জীবনের দিকে ধাবিত করে। বস্তুবাদী শিক্ষা মানুষকে ভোগবাদী বানায়। তাই বস্তুবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য, নিজের ভোগ বিলাসিতার জন্য অন্যকে ঠকাতে বা গোটা জাতিকে প্রতারিত করতে বিচলিত হয় না। যার প্রমাণ আজ দেশে দেশে।

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ﴿٦﴾ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ﴿٧﴾ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ﴿٨﴾ اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ﴿٩﴾ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ﴿١٠﴾ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ﴿١١﴾ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ﴿١٢﴾ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٣﴾ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا ۖ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ ﴿١٩﴾

আল্লাহর ইবাদাতে বাধা দেওয়ার পরিণতি

পটভূমিঃ আবু-জাহল ইসলাম ভালোবাসতো না। মুসলমানদের নামায দেখলে সে বিরক্ত হত, বাধা দিত। একদা সে বললঃ মুহাম্মাদ প্রকাশ্যে নামায পড়লে যখন সিজদায় যাবে আমি তার ঘাড় চেপে ধরব। আবু-জাহল ভাবত তার ধনসম্পদ আছে, জনসমর্থন আছে, তার সবই আছে, সে কারো মুখাপেক্ষী নয়। তার ব্যাপারে নাযিল হয়েছেঃ

৬-৮. শোনো! (কিছু) মানুষ বড়ই অবাধ্য হয়, সে মনে করে সে কারো মুখাপেক্ষী নয়। অথচ তাকে প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে (জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এবং আখেরাতে সে প্রভুর দয়ার মুখাপেক্ষী।)

৯-১২. ওই লোককে দেখেছো! যে আমার বান্দাকে সালাতে বাধা দিয়েছে। ভেবে দেখেছো? সে (আমার বান্দা) যদি হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং তাক্বওয়ার কথা বলে (তবে তাকে বাধা দেয়ার পরিণতি কি হবে)

১৩-১৪. ভেবে দেখেছ কি? সে (বাধা প্রদানকারী) যদি (দ্বীন) প্রত্যাখ্যান করে এবং (দ্বীন) বিমুখ হয় (তবে তার কি পরিণতি হবে?) সে কি জানে না, আল্লাহ সব দেখেন?

১৫-১৮. শোনো! সে যদি বিরত না হয় তবে আমি চেপে ধরব তার ললাট, মিথ্যুক ও পাপিষ্ঠ ললাট। পারলে সে তার সহযোগীদের ডেকে আনুক। আমিও আমার রক্ষীদের (ফিরিস্তাদের) ডেকে পাঠাব।

১৯. খবরদার! (হে মানব জাতি) তোমরা তার আনুগত্য করবে না। তোমরা (ওইসব পাপিষ্ঠদের প্রত্যাখ্যান করে শুধু আমাকেই) সিজদাহ করবে এবং (আমার দিকেই) ধাবিত হবে। (সিজদার আয়াত)

সূরাহ আল-ক্বাদর ৯৭ سورة القدر

ক্বাদর অর্থ মর্যাদা, ক্ষমতা, ভাগ্য, পরিমাণ। এ সূরায় "লাইলাতু-ল-ক্বাদর" সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ আবাসার পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৫টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾
تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

লাইলাতু-ল-ক্বাদর

১-৫. নিশ্চয় আমি এ কুরআন নাযিল করেছি "লাইলাতু-ল-ক্বাদরে" (শবে ক্বদরে, কদরের রাতে), তুমি কি জানো! "লাইলাতু-ল-ক্বাদর" কি? "লাইলাতু-ল-ক্বাদর" হলো হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। ফিরিস্তাগণ এবং রূহ (জিবরাঈল) আল্লাহর অনুমোদনক্রমে এ রাতে বিশেষ কাজ নিয়ে অবতীর্ণ হয়। (এ রাতের) শান্তি, ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত (বিস্তৃত হতে থাকে।)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুরআন নাযিল হয়েছে শবে কদরে, শবে বরাতে নয়। কেউ যদি মনে করেঃ কুরআন শবে বরাতে নাযিল হয়েছে, সে আল্লাহর কিতাবের তথ্য অস্বীকার করল, যা বিভ্রান্তি এবং কুফর। (বিস্তারিত দেখুণ সূরাহ দুখানঃ ৪)

সূরাহ বায়্যিনাহ ৯৮ سورة البينة

বায়্যিনাহ অর্থ সুস্পষ্ট প্রমাণ, বহুবচনে বলা হয় বায়্যিনাত, যা আল-কুরআনের অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত আল-কুরআনের আয়াতসমূহ, আল্লাহর বিধানসমূহ, নবী-রাসূলগণের দ্বারা সংঘটিত বিশেষ নিদর্শনসমূহ, ইত্যাদিকে বায়্যিনাত বলা হয়। তবে এখানে রাসূল সাঃকে বায়্যিনাহ বলা হয়েছে। সূরাহটি মাদানী। সূরাহ তালাকের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৮টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٣﴾ وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ مَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ﴿٨﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল্লাহর কিতাব ধারণ করেও যারা কুফর করে

১-৩. কিতাবধারী কাফির আর মুশরিকরা (কুফর শিরকে) নিমজ্জিত রয়েই গেল আর এভাবেই তাদের কাছে এসে গেলো সুস্পষ্ট প্রমাণ, (অর্থাৎ) আল্লাহর রাসূল, যে পাঠ করলো পবিত্র পৃষ্টাসমূহ, যাতে আছে প্রতিষ্ঠিত কিতাব (তথা লিখিত বিধান) সমূহ।

৪-৫. তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ (রাসূল) আসা সত্ত্বেও কিতাবধারীরা (একতাবদ্ধ থাকলো না। বরং তারা) নানা দলে বিভক্ত হয়ে গেল। অথচ তাদেরকে (তথা দুনিয়ার সকল মানুষ ও জিন্নকে) আদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যেন এক আল্লাহর ইবাদাত করে একমাত্র সঠিক দ্বীন মেনে শুধুই আল্লাহর জন্য ভেজালমুক্তভাবে এবং হানীফ পদ্ধতিতে। আর তারা যেন সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। আর এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন (তথা একমাত্র সঠিক জীবন আদর্শ। দ্বীন নিয়ে বিভাজন তৈরি করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া বিভ্রান্তির অন্যতম পথ তথা কুফর। আগে এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল আহলে কিতাব আর এখন এমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত

মানুষ। (এ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন সূরাহ আ-ল ই'মরানঃ ১০৩)

জ্ঞাতব্যঃ এখানে ৭টি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। যথা..

- ❖ আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে।
- ❖ ইবাদাত হতে হবে ভেজালমুক্ত।
- ❖ ইবাদাত হবে শুধুই আল্লাহর জন্য।
- ❖ ইবাদাত হবে সঠিক বিধান মেনে।
- ❖ ইবাদাত হবে হানীফ পদ্ধতিতে তথা ইসলাম ছাড়া অন্য সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুধুই ইসলাম মেনে চলতে হবে।
- ❖ সালাত কায়েম করতে হবে।
- ❖ যাকাত আদায় করতে হবে।

এমন হতে পারলে আমার আপনার দ্বীন পরিপূর্ণ হবে, ইন শা-আল্লাহ।

৬. আহলে কিতাবের কাফির আর মুশরিকরা চিরকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে। আর এরাই হলো সৃষ্টির অধম।

৭-৮.পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে তারাই হলো সৃষ্টির সেরা। প্রভুর কাছে তাদের প্রতিদান হলো চিরস্থায়ী জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এটা (এ ঘোষণা) তার জন্য যে প্রভুকে ভয় করে।

জ্ঞাতব্যঃ আল-কুরআন মানব জীবনের একমাত্র পাথেয়। কুরআনের পথই একমাত্র সঠিক পথ। আর আল-কুরআনের বাস্তব অনুশীলন হলেন রাসূল সা.। তাই কুরআন বুঝার জন্য প্রয়োজন হলে সুন্নাহর শরণাপন্ন হতে হবে এবং বাস্তব জীবনে কুরআন ও সুন্নাহ মেনে চলাই হেদায়তের একমাত্র পথ। আর বিভক্তি, বিভাজন, ফিরকাবাজী ও দলাদলি বিভ্রান্তি ডেকে আনে।

সূরাহ যিলযাল/যালযালাহ ৯৯ سورة الزلزلة

যিলযাল বা যালযালাহ অর্থ কম্পন, ভূমিকম্প। এ সূরায় কিয়ামতকালীন ভূমিকম্পের কথা বলা হয়েছে। সূরাহটি মাদানী। সূরাহ নিসার পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৮টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا
اَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ﴿٧﴾ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿٨﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

বিচার দিনে সব প্রকাশ হয়ে যাবে, কিছুই গোপন থাকবে না

১-৩. যখন পৃথিবীকে প্রবল ভাবে প্রকম্পিত করা হবে। যখন ভূমি তার সবকিছু বের করে দেবে। আর মানুষ (হতভম্ব হয়ে) বলবেঃ এসব কি..!

৪-৫. সেদিন যমীন সব (মানুষের কৃত পাপের কথা) প্রকাশ করে দেবে, কারণ তার প্রভু তাকে এমন আদেশই দিয়েছেন।

৬-৮. সেদিন মানুষ আমল অনুযায়ী দলে দলে ভাগ হয়ে যাবে। কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলেও এটা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দকাজ করলেও এটা দেখতে পাবে।

সূরাহ আল-আ'দিয়াত ১০০ سورة العادية

আ'দিয়াত অর্থ দ্রুতগামী, ধাবমান। এ সূরায় যুদ্ধরত ঘোড়ার কথা বলা হয়েছে যা খুব দ্রুত গতিতে শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়ে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ আ'স্বরের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১১টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ﴿١﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ﴿٢﴾ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ﴿٣﴾ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ﴿٤﴾
فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ﴿٥﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ﴿٦﴾ وَ اِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ﴿٧﴾ وَ اِنَّهٗ لِحُبِّ
الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴿٨﴾ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ ﴿٩﴾ وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ﴿١٠﴾ اِنَّ رَبَّهُمْ
بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ﴿١١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

প্রভু ভক্তি

১. কসম তাদের যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান হয়,

২. (কসম তাদের) যাদের (তীব্র গতি) পাথরে আগুন ধরিয়ে দেয়,

৩. (কসম তাদের) যারা খুব ভোরে আক্রমণ করে,

৪. (কসম তাদের) যাদের (ক্ষীপ্ত গতি প্রত্যুষেও) ধূলার কুন্ডুলী উড়ায়,

৫. (কসম তাদের) যারা (শত্রুর) অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে (এভাবেই একটা ঘোড়া যুদ্ধের ময়দানে তার প্রভুর জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে।)

৬-৮. নিশ্চয় মানুষ তার প্রভুর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ, অথচ সে এসব প্রত্যক্ষ করে। (প্রভুর প্রতি

অকৃতজ্ঞ হলেও) মানুষ সম্পদের ভালবাসায় বড়ই কঠোর।

৯-১১. মানুষ কি জানে না, যখন কবরের সবকিছু বের করে আনা হবে এবং অন্তরের সবকিছু উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, (মানুষ কি জানে, সেদিন তার কি অবস্থা হবে?) তাদের প্রভু সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে খুবই অবগণ।

জ্ঞাতব্যঃ একটা ঘোড়া তার প্রভুর জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েও প্রভুর জন্য কিছু করে যেতে চায়। মানুষ নিজে এসব প্রত্যক্ষ করে কিন্তু তাসত্ত্বেও সম্পদের লালসায় বিভোর হয়ে মানুষ তার প্রভুর অকৃতজ্ঞই থেকে যায়।

সূরাহ আল-ক্বারিয়া'হ ১০১ سورة القارعة

ক্বারিয়া'হ অর্থ আঘাতকারিনী। এখানে বুঝানো হয়েছে মহাপ্রলয়, যা এ মহাবিশ্বে প্রচন্ড বেগে আঘাত করবে এবং সবকিছু ধ্বংস করে দেবে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ কুরাইশের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১১টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ﴿٤﴾ وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ﴿٥﴾ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ﴿٨﴾ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَاهِيَهْ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

কিয়ামত, পুনরুত্থান, বিচার ও জাহান্নাম

১. প্রচন্ড আঘাতকারিনী /চূড়ান্ত আঘাত /মহাবিপর্যয়!

২. (তুমি কি জানো?) কি সেই প্রচন্ড আঘাতকারিনী /চূড়ান্ত আঘাত /মহাবিপর্যয়!?

৩. সেই প্রচন্ড আঘাতকারিনী /চূড়ান্ত আঘাত /মহাবিপর্যয় সম্পর্কে তুমি কতটুকু অবগত?

৪-৫.(যেদিন এটা আঘাত হানবে) সেদিন মানুষ হয়ে যাবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের/পঙ্গপালের মত আর পাহাড়-পর্বত হয়ে যাবে ধুনিত রঙ্গিন তুলার মত।

৬-১১. (সেদিন) যার নেকির ওজন ভারি হবে সে হবে আনন্দময় জীবনের অধিকারী। আর যার নেকির ওজন কম হবে তার ঠিকানা হবে হাবিয়াহ। তুমি কী জানো এটা কী..? (হাবিয়াহ হলো) প্রজ্জ্বলিত আগুন।

জ্ঞাতব্যঃ

১. পুনরুত্থান কালে সকল মানুষ এক সাথে বের হবে। তখনকার দৃশ্যকে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

২. দুনিয়ায় অবস্থিত সকল পাহাড়ের মাটি বা পাথরের রং এক নয়। কোনোটি সাদা, কোনোটি কালো, কোনোটি লাল, কোনোটি সবুজ, কোনোটি হলুদ, কোনোটি মেটে রঙ্গের। কিয়ামতের সময় যখন পাহাড়সমূহকে উড়িয়ে দেয়া

হবে তখন পাহাড় ভেঙ্গে ধূলিকণায় পরিণত হয়ে ধুনিত রঙ্গিন তুলার মত হয়ে যাবে।
৩. বিচারদিনে মানুষের নেকী ওজন করা হবে। যার নেকী ভারী হবে তাকে জান্নাতে দেওয়া হবে আর যার নেকী হালকা হবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

সূরাহ আল-তাকাছুর ১০২ سورة التكاثر

তাকাছুর অর্থ আধিক্য, অধিক চাওয়া। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ আল-কাওছারের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৮টি।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল্লাহর প্রতিটি নিয়ামত সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে

১-২. (হে মানুষ!) তোমাদের সর্বনাশ করে দিচ্ছে আধিক্য (তথা অধিক লোভ ও অধিক আশা।) আর এভাবেই (অধিক লোভ ও আশা নিয়েই) তোমরা কবরে চলে যাবে। (অর্থাৎ তোমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে তবুও তোমাদের লোভ-লালসা আর মনের আশা শেষ হবে না।)

৩-৪. শোনো! (অধিক লোভ-লালসা এবং অধিক আশার পরিণতি সম্পর্কে) তোমরা অচিরেই জেনে যাবে। আবার (বলছি) শোনো! তোমরা অচিরেই (এর পরিণতি সম্পর্কে) জেনে যাবে।

৫-৮. না, (এমনটি হত না) যদি তোমরা পূর্ণ আস্থার সাথে (জাহান্নামের কথা) জানতে পারতে। (জীবিত অবস্থায় না পারলেও মৃত্যুকালে) তোমরা অচিরেই জাহীম দেখবে। আবার (বলছি) তোমরা স্বচক্ষে এটা দেখতে পাবে। তারপর (পুনরুত্থানের পর আল্লাহর প্রতিটি) নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

জ্ঞাতব্যঃ

১. সৃষ্টিগত ভাবেই মানুষ লোভী। মানুষের লোভ-লালসা ও চাহিদার অন্ত নেই। মানব জীবনে লোভ-লালসা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠে। নিয়ন্ত্রণহীন লোভ আর অধিক চাওয়া মানুষকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে।

২. জ্ঞানের তিনটি স্তর রয়েছে। জানা, বিশ্বাস করা, অবিচল আস্থা রাখা। অনেকে জাহান্নাম বা আখেরাত সম্পর্কে জানে কিন্তু অবিচল আস্থা রাখে না।

৩. মানুষ আগুনে ঝাপ দেয় না। কারণ সে বিশ্বাস করে, আগুন জ্বালিয়ে ফেলবে। কিন্তু সে এমন কাজ করে যে কারণে জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত হয়ে যায়। কারণ জাহান্নাম সম্পর্কে তার জানা আছে কিন্তু অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস নেই।

সূরাহ আল-আ'স্বর ১০৩ سورة العصر

আ'স্বর অর্থ সময়। এ সূরার শুরুতে মহান আল্লাহ সময়ের কসম করেছেন। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ শারাহ এর পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৩টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الْعَصْرِ ﴿١﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ﴿٢﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

ধ্বংস থেকে বাঁচতে হলে ৩টি কাজ করতে হবে

১-৩. কসম সময়ের! সকল মানুষ ধ্বংসে নিমজ্জিত। তবে যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে আর একে অপরকে হাক্ব (সত্য, ন্যায়, অধিকার) এর উপদেশ দেয় আর উপদেশ দেয় সবরের (তারা ধ্বংস থেকে মুক্ত। উল্লেখ্য যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈমান ও ইসলামের উপর অনড় ও অবিচল থাকার নাম সবর।)

মানুষের স্বভাবঃ ধ্বংসের দিকে ধাবমান হওয়া মানব জীবনের স্বাভাবিক গতি। ধ্বংস থেকে বাঁচতে হলে জীবনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, ঈমান আনতে হয়, আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হয় এবং সত্য ও সবরের উপদেশ দিতে হয়।

সূরাহ হুমাযাহ ১০৪ سورة الهمزة

হুমাযাহ অর্থ নিন্দাকারিনী। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ক্বিয়ামাহর পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৯টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿٥﴾ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ﴿٦﴾ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ﴿٧﴾ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

যে ৪টি কাজ করলে জ্বলতে হবে হুতামায়

১-৩. সকল নিন্দুক ও নিন্দা বহনকারীর ধ্বংস অনিবার্য, যে সম্পদ জমা করে আর (যাকাত না দিয়ে শুধু) বারবার গণনা করে। সে মনে করে তার সম্পদ চিরস্থায়ী।

৪-৯. না, (সম্পদ তাকে বাঁচাতে পারবে না) অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। জানো, হুতামাহ কি..? (হুতামাহ হচ্ছে) আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন, (প্রথম স্পর্শেই) যা হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে যাবে, তারা সেখানে আবদ্ধ থাকবে, লম্বা লম্বা খুঁটিতে বাঁধা (অবস্থায়।)

জ্ঞাতব্যঃ এ সূরায় জাহান্নামীদের চারটি বদ-স্বভাবের কথা বলা হয়েছে। যথাঃ

ক. তারা পরনিন্দা তথা চুগল খুরী করবে,

খ. তারা নিন্দার বাণী বয়ে বেড়াবে অর্থাৎ এক জনের কথা অন্য জনের কাছে বলে ঝগড়া লাগাবে বা একে অপরের সম্পর্ক নষ্ট করবে,

গ. সম্পদের যাকাত না দিয়ে শুধু জমা করবে,

ঘ. সম্পদকে চিরস্থায়ী মনে করবে। (যে বা যাদের মাঝে এ ৪টি বদ-স্বভাব পাওয়া যাবে তারা জঘন্যতম জাহান্নাম হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে।)

(হে আল্লাহ! আমাদেরকে এসব বদ-স্বভাব এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো।)

সূরাহ আল-ফীল ১০৫ سورة الفيل

ফীল অর্থ হাতী। এ সূরায় আবরাহার হস্তী বাহিনীর কথা আলোচিত হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ কাফিরুন এর পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৫টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ﴿١﴾ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ﴿٢﴾ وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ﴿٥﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

হস্তী বাহিনী বনাম পাখির ঝাঁক

১-২. দেখনি, তোমার প্রভু হাতি ওয়ালাদের সাথে কি করেছেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি ?

৩-৫. তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে ছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। যারা নিক্ষেপ করছিল বিশেষ কংকর, আর (এভাবে-ই) তিনি তাদেরকে চর্বিত ভুষির মত (অকেজো) করে দিয়েছিলেন।

জ্ঞাতব্যঃ ইয়ামানের বাদশা আবরাহা। আবরাহার ছিল শক্তিশালী সেনা বাহিনী। আবরাহার বাহিনীতে ছিল বিশেষ প্রশিক্ষিত হাতির দল। আবরাহার হাতি ইউনিট সারা বিশ্বে খ্যাত ছিল।

ইয়ামানসহ সারা বিশ্ব থেকে হাজ্জ পালনের জন্য মানুষ মক্কাহ আসত। আবরাহা ভাবলো ইয়ামানে যদি হাজ্জের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে সারা দুনিয়া থেকে মানুষ ইয়ামান আসবে। ফলে ইয়ামান আর্থিক ভাবে উপকৃত হবে এবং সারা বিশ্বে খ্যাতি পাবে।

আবরাহা ইয়ামানে একটি কা'বাহ বানিয়ে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে হাজ্জের ব্যবস্থা করলো। কিন্তু মানুষ তাতে সাড়া দিল না। তাই সে গুম্বা হয়ে মক্কাহ আক্রমত করে কা'বাহ ঘর ভেঙ্গে ফেলতে ধেয়ে এলো বিরাট হস্তী ইউনিট নিয়ে। আল্লাহ পাঠালেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। পাখির দল ছোট ছোট পাথর নিয়ে আবরাহা বাহিনীর উপর বর্ষণ করলো। এভাবে ধ্বংস হলো আবরাহার হস্তী বাহিনী।

সূরাহ কুরাইশ ১০৬ سورة قريش

আরবের একটি সম্ভ্রান্ত বংশের নাম কুরাইশ। কুরাইশ নবী সা. এর বংশ। সূরাহটি মাক্কী এবং সূরাহ ত্বীনের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৪টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

সকল নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা দেওয়া সরকারের ফায়িত্ব

১-৪. কুরাইশের সুবিধার্থে, তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের সুবিধার্থে (আল্লাহ সকল ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।) সুতরাং তারা যেন এ ঘরের মালিকের ইবাদাত করে, যিনি ক্ষুধায় অন্ন দেন, ভয়ে দেন নিরাপত্তা।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

সূরাহ আল-মাউন ১০৭ سورة الماعون

ধন-সম্পদসহ গৃহস্থালি জিনিসপত্রকে মাউন বলা হয়। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ তাকাছুরের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৭টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ﴿١﴾ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ﴿٢﴾ وَ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿٦﴾ وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿٧﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

ধ্বংস ওইসব মুসল্লির

১-৩. তাকে দেখনি, যে আখেরাত অস্বীকার করে? সে তো ওই ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয় এবং মিসকিনকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না।

৪-৭. ধ্বংস ওইসব মুসল্লির, যারা সালাতে উদাসীন থাকে, যারা লোক দেখানো (নামায পড়ে) আর মাউ'ন (গৃহস্থালি বস্তু, সম্পদ, যাকাত দেওয়া তথা মানুষকে সাহায্য করা) থেকে বিরত থাকে।

জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহঃ উক্ত সূরায় ধ্বংসাত্বক ৬টি বদ-অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। যথাঃ

- ❖ আখেরাত অবিশ্বাস করা।
- ❖ ইয়াতীমের উপর জুলুম করা।
- ❖ মিসকীনকে সাহায্য না করা।
- ❖ সালাতে উদাসীন থাকা।
- ❖ লোক দেখানো ইবাদাত করা।
- ❖ যাকাত না দেওয়া, কার্পণ্য করা, গৃহস্থালি ও সাধারণভাবে ব্যবহৃত জিনিসপত্র দিয়ে লোকজনকে সাহায্য না করা।

সূরাহ আল-কাওছার ১০৮ سورة الكوثر

কাওছার অর্থ অধিক বেশী, অনেক বেশী। জান্নাতের একটি নদীর নাম আল-কাওছার। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ আল-আ'দিয়াতের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৩টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

সালাত, কুরবানী এবং আল-কাওছার

১-৩. (হে নবী!) নিশ্চয় আমরা তোমাকে আল-কাওছার দান করেছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর জন্য সালাত আদায় করবে এবং কুরবানী করবে। নিশ্চয় তোমার দুশমন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্যঃ আল-কাওছার জান্নাতের একটি নদীর নাম। বুখারী ও তিরমিযীতে আনাস রাঃ থেকে এমনই বর্ণিত হয়েছে।

ইবন উমর রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ আল-কাওছার হলো জান্নাতের একটি নদী। এর উভয় ধার স্বর্ণখচিত, আর মণিমুক্তার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। এর মাটি মিশকের চেয়ে সুগন্ধি, পানি মধুর চেয়ে সুস্বাদু এবং বরফের চেয়ে স্বচ্ছ। (কুরতুবী)

আল-কাওছার জান্নাতের নদী হলেও হাশরের ময়দানে এর প্রবাহ কূপ আকারে বিদ্যমান থাকবে। যে ব্যক্তি আল-কাওছারের পানি একবার পান করবে সে আজীবনের জন্য তৃপ্ত হয়ে যাবে আর তৃষ্ণায় কষ্ট পাবে না। হাশরের ময়দানে আল-কাওছার কূপের দায়িত্বে থাকবেন রাসূল (সা.)

সূরাহ কাফিরুন ১০৯ سورة الكافرون

কাফিরুন অর্থ কাফিরগণ। এ সূরায় কাফিরদেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের জীবন আদর্শ আর আমাদের জীবন আদর্শ এক নয়। বরং সম্পূর্ণ আলাদা। সুরাহটি মাক্কী। সূরাহ মাউনের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৬টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿١﴾ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿٦﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

দ্বীন বা জীবন আদর্শের ভিত্তিতেই মানুষ পরস্পরকে চিনবে

১-৬. বলে দাও! হে কাফিরগণ! তোমরা যার ইবাদাত করো আমি তার ইবাদাত করি না। আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও। তোমরা যার ইবাদাত করো আমি তার ইবাদাতকারী নই। আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও। তোমাদের দ্বীন (জীবন আদর্শ) তোমাদের আর আমার দ্বীন আমার।

শব্দ পরিচিতিঃ কাফিরঃ যে ব্যক্তি রাসূল সাঃ এর আনীত শারীয়া'হ (পূর্ণ বা আংশিক) অমান্য করলো তাকে কাফির বলা হয়।

দ্বীনঃ দ্বীন অর্থ প্রতিদান, আদর্শ, মতবাদ, আইন, বিধান, ধর্ম ইত্যাদি। মানুষ যে আদর্শ ও বিধান মেনে বাস্তব জীবন পরিচালিত করে এটাই তার দ্বীন। আমাদের দ্বীনের নাম ইসলাম। ইসলামের মূলনীতি তাওহীদ।

কিন্তু অনেক মানুষ ইসলামকে দ্বীন তথা জীবন আদর্শ হিসেবে মেনে চলে না। তারা মনে করে মানব রচিত অন্যান্য ধর্মের মত ইসলাম একটি ধর্ম। তাই নামায রোজাসহ কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে তারা ইসলামী বিধান মানার চেষ্টা করে আর রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতিসহ বাস্তব জীবনের অনেক বিষয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে মেনে চলে অন্য কিছু। যারা এমন করে তারা আসলে মুঅমিন নয় বরং এরা মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায় এবং এদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।

সূরাহ আল-নাস্বর ১১০ سورة النصر

নাস্বর অর্থ সাহায্য। এ সূরায় আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। সুরাহটি মাদানী। বিদায় হাজ্জের প্রাক্কালে মিনায় নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৩টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানির রাহীম

মৃত্যুর প্রস্তুতিঃ তাওবাহ ও ইস্তিগফার

১-৩. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। তুমি দেখবে লোকজন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। (তখন মনে করবে তোমার মিশন সমাপ্ত, তোমার কাজ শেষ। এখন বিদায়ের পালা।) সুতরাং তোমার প্রভুর তাসবীহ (সালাত) ও তার তারিফ করবে আর ইস্তিগফার করবে (তথা প্রভুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে।) নিশ্চয় তিনি তাওবাহ কবুলকারী।

জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহঃ

১. এ সুরায় বিজয়ের সুসংবাদ ঘোষিত হয়েছে। তাই সুরাহটি নাযিলের পর সাহাবাগণ অনেক খুশী হয়েছিলেন কিন্তু আব্বাস ও উ'মর রাঃ কাঁদতে শুরু করলেন। রাসূল সাঃ জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কাঁদছো কেন? তারা বললেনঃ এ সূরাহ আপনার মৃত্যুর বার্তা নিয়ে এসেছে। রাসূল সাঃ বললেনঃ তোমরা ঠিক বুঝেছো। (কুরতুবী)

২. সূরাহটি নাযিল হবার পর রাসূল সাঃ মাত্র ৬০দিন জীবিত ছিলেন। (কুরতুবী)

৩. মৃত্যুর প্রস্তুতি হিসেবে তাসবীহ, তাহমীদ ও ইস্তিগফার করতে বলা হয়েছে। তাই সূরাটি নাযিলের পর রাসূল সাঃ

- খুব দীর্ঘ নফল পড়তেন। অনেক্ষণ দাঁড়ানোর কারণে তার পা দুটি ফুলে যেত। (কুরতুবী)
- রাসূল সাঃ এর হাসি কমে গিয়েছিল এবং কাঁদা বেড়ে গিয়েছিল। (কুরতুবী)
- আ'ইশাহ রাঃ বলেনঃ এ সূরাহ নাযিলের পর রাসূল সাঃ প্রত্যেক সালাতে বলতেনঃ সুবহা'নাকা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগফিরলী। (হে রাব্ব! তুমি মহিয়ান। সকল প্রশংসার তুমি-ই মালিক। হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও।) (বুখারী।)

৪. বিজয় আল্লাহর হাতে। শুধু অস্ত্র বা পেশীশক্তির বলে বিজয় সাধিত হয় না।

সূরাহ লাহাব/মাসাদ ১১১ سورة لهب

লাহাব অর্থ শিখাময় আগুন। আর জাহান্নামের বিশেষ দড়ির নাম মাসাদ। খেজুরের আঁশ দিয়ে তৈরি এক প্রকার দড়িকেও মাসাদ বলা হয়। এ সূরায় রাসূল সাঃ এর চাচা আবু লাহাব এবং তার স্ত্রীর কথা আলোচিত হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ফাতিহার পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৫টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ﴿١﴾ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَّ امْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿٥﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আবু-লাহাব ও তার স্ত্রী

পটভূমিঃ বুখারী ও মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে তাফসীর কুরতুবীতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, যখন নাযিল হলোঃ "তোমার নিকট আত্মীয়দের (আল্লাহর বিধান না মানার পরিণতি সম্পর্কে) সাবধান করে দাও"। (২৬ শুয়ারাঃ ২১৪)

(আল্লাহর হুকুম পালনার্থে) রাসূল সাঃ তখন সাফা পাহাড়ে আরোহত করে চিৎকার দিলেনঃ ইয়া স্বাবাহা! (তখনকার দিনে বিশেষ কারণে লোক জমা করতে এমনভাবে ডাকা হত। হঠাৎ এমন আহ্বান শোনে) লোকজন বলাবলি শুরু করলোঃ কে এ আহ্বানকারী?

মুহাম্মাদ সাঃ এর কথা শোনে লোকজন জমা হলো। নবী সাঃ কুরাইশ পরিবারের নাম ধরে ধরে বললেনঃ হে অমুক পরিবার, হে অমুক পরিবার, হে আব্দ মানাফ পরিবার, হে আব্দুল মুত্তালিব পরিবার, ইত্যাদি। তারপর বললেনঃ আমি যদি বলি অশ্বারোহী শত্রু সেনা পাহাড়ের পিছনে অপেক্ষমান। (তারা শীঘ্রই তোমাদের উপর আক্রমন করবে) তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

সমস্বরে উত্তর এলো অবশ্যই! তুমি কোনোদিন মিথ্যা বলনি। রাসূল সাঃ বললেনঃ আমি এরচেয়ে কঠিন আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি (আল্লাহর বিধান মেনে নাও অন্যথায় আযাবে পতিত হবে। রাসূল সাঃ এর চাচা আবু-লাহাব তথায় উপস্থিত ছিল। দুই হাত উত্তোলন করে) আবু-লাহাব বলে উঠলোঃ তুমি ধ্বংস হও, মুহাম্মাদ! তুমি ধ্বংস হও। এজন্য আমাদের ডেকে এনেছো? আবু-লাহাব চলে গেল। অন্যরাও তার অনুকরণ করলো।

সেদিন থেকে সবাই পর হয়ে গেল। যারা মনেপ্রাণে ভালোবাসতো তারা ঘৃণা করতে লাগলো। শুরু হলো মিথ্যাচার ও প্রপাগান্ডা। মুহাম্মাদ (প্রশংসিত) নামকে ব্যাঙ্গ করে মুযাম্মাম (ধিকৃত) বলা শুরু হলো। ধর্মত্যাগী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, সমাজ বিরোধী, ইত্যাদি কত মন্দ নামে ডাকা শুরু হলো। আর এসবের পিছনে অগ্রণী ভূমিকা ছিল আবু-লাহাব ও তার স্ত্রীর।

আবু-লাহাবের স্ত্রীর নাম আওরাহ, তাকে উম্মু-জামীলাহ বলে ডাকা হত। আওরাহ ছিল জেদী ও বদমেজাজী। রাসূল সাঃ ও মুসলমানদের নিন্দাবাদসহ ইসলাম বিরোধী সকল অপকর্মে সে আবু-লাহাবকে সাহায্য করত। তাদের ব্যাপারে নাযিল হলোঃ

১-৫. আবু-লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হবে, ধ্বংস হবে সে নিজেও। তার ধনসম্পদ ও সকল অর্জন

(মান মর্যাদা) কোনো কাজে আসবে না। সে পতিত হবে শিখাময় আগুনে, সঙ্গে তার ইন্ধনদাতা স্ত্রীও, যার গলায় থাকবে মাসাদের দড়ি।

জ্ঞাতব্যঃ জাহান্নামের বিশেষ দড়ির নাম মাসাদ। খেজুরের আঁশ দিয়ে তৈরি এক প্রকার দড়িকেও মাসাদ বলা হয়। সূরাহটি নাযিল হবার পর রাসূল সাঃ সবাইকে জানিয়ে দিলেন। আওরাহর কাছেও খবর পৌঁছে গেল। সূরাহটি শুনতে কবিতার মত মনে হলো। আওরাহ মনে করলো তার ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করে মুহাম্মাদ তাদের নিন্দা করছে। সেও মুহাম্মাদ সাঃ এর বিরুদ্ধে একটি ছড়া রচনা করে আওড়াতে শুরু করলো।

ছড়া আওড়াতে আওড়াতে আওরাহ ক্ষেপে উঠলো। সে জানতে পারলো মুহাম্মাদ আবু-বাকরের সঙ্গে কা'বাহ ঘরের পাশে বসে আছে। চাক্কি ঘুরানো পুথা হাতে তেড়ে এলো আ'ওরাহ। সে চিৎকার করে বলছিলঃ মুহাম্মাদ আমার বিরুদ্ধে কবিতা বানায়। সে জানে না, আমিও কবি। আওরাহ আবৃত্ত করছিলঃ **মুযাম্মামুন আ'স্বাই না, আমরুহু আবাই না, ওয়া দ্বীনুহু ক্বালাই না**। মানে

ধিকৃত তুই, তোকে নেব নাকো মেনে, তোর আনীত সব করি বর্জন,
মুযাম্মাম! তব দ্বীন আনীত বিধান, প্রত্যাখ্যান করি তোর যত অর্জন।

মহান আল্লাহ তদীয় রাসূলের প্রতি সদয় হলেন। তিনি আ'ওরাহর চোখে অন্ধত্ব ঢেলে দিলেন। আ'ওরাহ আবু-বকরকে দেখলো কিন্তু পাশে থাকা মুহাম্মাদ সাঃ কে দেখতে পেলো না। (দেখুন সূরাহ ইসরাঃ ৪৫)

মুহাম্মাদ সাঃকে না পেয়ে আওরাহ আবু-বাকর রাঃ কে শাসিয়ে গেল। বললঃ আবু বাকার! আজ তোমার বন্ধুকে পেলে এই পুথা তার মুখে মারতাম।

সূরাহ আল-ইখলাস্ব ১১২ سورة الاخلاص

ইখলাস্ব অর্থ খাঁটি, ভেজালমুক্ত। এ সূরায় ভেজালমুক্ত তাওহীদের কথা বলা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ নাস এর পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৪টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহ'মানি-র-রাহী'ম

ইসলামের মূল বিষয় ভেজালমুক্ত তাওহীদ

১-৪. বলো! আল্লাহ এক অদ্বিতীয়, আল্লাহ হলেন স্বামাদ (অমুখাপেক্ষী, অভাবমুক্ত, প্রয়োজনমুক্ত, শাশ্বত, চিরন্তন।) তিনি কারো জনক নন, তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তার সমান বা সমকক্ষ কেউ নেই কিছুই নেই।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ সূরাহ ইখলাসের মূল শিক্ষা তাওহীদ। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। কোনো কিছুতেই আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ নেই। একত্ববাদী এ নীতি ও আদর্শকে তাওহীদ বলে। তাওহীদের বিপরীত হলো শিরক। জাতিসত্তা বা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করা অথবা আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করাকে শিরক বলে।

সূরাহ আল-ফালাক্ব ১১৩ سورة الفلق

ফালাক্ব জাহান্নামের সবচেয়ে তেজস্ক্রিয় ও ধ্বংসাত্বক অগ্নিকুন্ড। সুরাহটি মাক্কী। সূরাহ ফীলের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৫টি। সূরাহ ফালাক্ব ও সূরাহ নাসকে একত্রে বলা হয় "মুয়া'ওয়্যাযাতাইন" মানে সুরক্ষার দুটি সূরাহ। যাদু থেকে সুরক্ষা পেতে এ দুটি সূরাহ বিশেষ কার্যকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

১. বলো! আমি সুরক্ষা চাই ফালাক্বের প্রভুর কাছে,
২. তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এসবের সকল অনিষ্ট থেকে,
৩. রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা অন্ধকার হয়ে যায়,
৪. (তাগা বা সুতার) গিরায় ফুঁৎকারকারিনীদের (তথা যাদুকরদের) অনিষ্ট থেকে,
৫. হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

শব্দ পরিচিতিঃ ফালাক্বঃ ফালাক্ব জাহান্নামের সবচেয়ে তেজস্ক্রিয় অগ্নিগিরি। যার আগুন মাঝে মাঝে জাহান্নামে ছাড়া হবে। এর তেজস্ক্রিয়তায় জাহান্নামিরা চিৎকার করতে থাকবে।

যাদুঃ শয়তানী শক্তি ব্যবহার করে কার্য সিদ্ধির নাম যাদু।

- ❖ মন্ত্র পাঠ করে বা তাবিজ লিখে যাদু করা হয়।
- ❖ যাদু যে কোনো ভাষায় হতে পারে।
- ❖ যাদুর মন্ত্র বা তাবিজ সহজে বোধগম্য নয়।
- ❖ যাদুর মন্ত্র বা তাবিজ দিয়ে শয়তানকে আহ্বান করা হয় এবং একদল শয়তান কাজটি করে দেয়।
- ❖ যাদু করতে নানা ধরনের নকশা করা হয় বা সংখ্যা লেখা হয়।
- ❖ যাদুকৃত বস্তু বা তাবিজ গাছে বেঁধে রাখতে হয় /মাটিতে পুতে রাখতে হয় /পানিতে ফেলে দিতে হয় বা পশুপাখিকে খাওয়াতে হয়
- ❖ যাদু করতে মানুষের ব্যবহৃত বস্তু /পশুপাখির রক্ত বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করা হয়।
- ❖ আমাদের দেশে তাবিজের নামে যাদুর ছড়াছড়ি সর্বত্র। তাই সাবধান! ঈমান ও আমল বাঁচাতে যাদু থেকে সাবধান।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সুরক্ষক মনে করা শিরক। যাদু কুফর। কুফর বা শিরক করলে ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি এসব কাজ করে সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

রুক্বিয়াহঃ বুখারী মুসলিমের এক বর্ণনায় আ'ইশাহ রাঃ বলেনঃ বানী-যুরাইক্বের এক ইয়াহুদ রাসূল সাঃকে যাদু করেছিল। তার নাম ছিল লাবীদ বিন আ'স্বাম। যাদুর প্রভাবে তিনি প্রায়ই ভুলে যেতেন, কোনো কাজ না করেও

মনে করতেন করে ফেলেছেন। (এ অবস্থা প্রায় ১বছর ছিল) একদা তিনি বললেনঃ আ'ইশাহ! যে সমাধান চেয়েছিলাম আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। (আমি স্বপ্নে দেখেছি) আমার কাছে দুজন ফিরিস্তা এসেছেন। একজন আমার মাথার কাছে ও অন্যজন পায়ের কাছে বসলেন।

মাথার জন বললেনঃ লোকটির কি হয়েছে?

পায়ের জন বললেনঃ তাকে তাবিজ করা হয়েছে।

মাথার জন বললেনঃ কে তাবিজ করেছে?

পায়ের জন বললেনঃ লাবীদ বিন আ'স্বাম।

মাথার জন বললেনঃ কিভাবে?

পায়ের জন বললেনঃ চুল, চিরুনি ও খেজুরের শুকনা শীষ দিয়ে তাবিজ করে **"যী আওরান"** কূপে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। রাসূল সাঃ আলী, যুবাইর, আম্মার বিন ইয়াসারকে পাঠালেন। তারা কূপটি (যাদুর প্রভাবে যার পানি লাল হয়ে গিয়েছিল) সেচে পাথর উঠিয়ে মানুষের চুল, চিরনির দাঁত, এগারটি গিরা দেওয়া তাগা বের করে আনলেন। তখন সূরাহ দুটি নাযিল হয়। সূরাহ দুটিতে এগারটি আয়াত আছে। একটি করে আয়াত পড়া হত আর একটি গিরা খোলা হত। এভাবে এগারটি গিরা খোলা হলে রাসূল সাঃ স্বাভাবিক হয়ে এলেন। পরে জিবরাঈল আঃ এসে রুকিয়্যাহ করেছিলেন। (তাফসীর কুরতুবী)

সূরাহ আল-নাস ১১৪ سورة الناس

নাস অর্থ মানুষ। এ সূরায় বলা হয়েছে আল্লাহই হলেন মানুষের একমাত্র রাব্ব ও ইলাহ। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ফালাক্বের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৬টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾
الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿٦﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

১-৩. বলো! আমি সুরক্ষা চাই মানুষের প্রভুর কাছে, মানুষের মালিকের কাছে, মানুষের ইলাহের কাছে,

৪-৬. খান্নাসের (শয়তানের) কুমন্ত্রণার অনিষ্ট থেকে, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, (শয়তান হলো) জিন্ন এবং মানুষ (জাতি) থেকে। (মানে কিছু জিন্নও শয়তান হয় আবার কিছু মানুষও শয়তান হয়ে থাকে। যে বা যারা পাপের পথে আহ্বান করে সেই শয়তান। আল কুরআনে পাপিষ্ঠ নেতাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে। (দেখুন সুরাহ বাকারাহঃ ১৪)

শব্দ পরিচিতিঃ

রাব্বঃ রাব্ব অর্থ প্রভু, মালিক, অধিপতি, স্বামী, অন্নদাতা, বিধানদাতা, নীতি নির্ধারক, জীবন বিধান নির্ণয়কারী, বৈধ-অবৈধ নির্ধারণকারী, ইত্যাদি। যে সত্তা সকলের প্রয়োজন মিটায়, সকলের অভাব দূর করে, যিনি জীবনমৃত্যুসহ সবকিছুর মালিক, যিনি সকলের জন্য বৈধ-অবৈধ নির্ধারণ করেন, সকলের জীবন বিধান ঠিক করে

দেন, তিনিই রাব্ব। রাব্বই একমাত্র বৈধ বিধানদাতা, বৈধ নীতি নির্ধারক।

আল্লাহই আমাদের একমাত্র রাব্ব। আমরা দুনিয়াতে আসার আগেই মহান আল্লাহকে একমাত্র রাব্ব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছি এবং মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম আমরা যে প্রশ্নের সম্মুখীন হব এটা হচ্ছে "তোমার রাব্ব কে ? রাব্বের নীতির বাইরে গিয়ে অন্যকারো নীতি বা বিধান মেনে নেওয়া শিরক। শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম শিরক করলে সে আর মুঅমিন থাকে না। সে হয়ে যায় মুনাফিক। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

ইলাহঃ মানুষ যার দাসত্ব করে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যার আনুগত্য ও কর্তৃত্ব মেনে চলে, যার কাছে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করে, যিনি মানুষকে পাপের সাজা ও পুণ্যের পুরস্কার দেন, যিনি মানুষের অভাব দূর করেন, ক্ষমা করেন, তাওবাহ কবুল করেন তিনিই মানুষের ইলাহ। আল্লাহই আমাদের একমাত্র ইলাহ। আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া।

খান্নাসঃ যে সকল জিন্ন বা ইনসান মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়, কুপথে ডাকে, তাহারাই খান্নাস বা শয়তান।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহই একমাত্র সুরক্ষক। বিপদে আপদে সুরক্ষা চাইতে হয় শুধুই আল্লাহর কাছে। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে গৌছ (সুরক্ষক) বা দস্তগীর (বিপদ থেকে উদ্ধারকারী) মনে করা শিরক। শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আর ওই ব্যক্তি হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

সমাপ্ত

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার কালামের অনুসারী বানাও। যেন দুনিয়া ও আখেরাতে এ কালাম আমাদের সঙ্গী হয়, পাথেয় হয়। যেন জান্নাতে পৌছে না দিয়ে আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে না। আমীন!